আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ, ১৮৫০-১৯০০

ড. সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ মহালয়া ১৪০৭
ইং-নভেম্বর ২০০০

প্রকাশক ঃ তপন রায়
বোনা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ বরুণ সাহা

বর্ণগ্রন্থন ঃ ডি এণ্ড বি ডেটা সার্ভিসেস
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক ঃ স্টার লাইন
১৯ এইচ/এইচ/১২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়
শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজকে
শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভূমিকা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে দেখা দেয় মহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত রচনা। এবং বাংলা সাহিত্যের এক প্রাজ্ঞ ইতিহাসকার বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যথার্থ সূচনা।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী, ৭ম সং, ১৩৭৭ পৃঃ ৪৯)। সুতরাং বলতে পারি বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সূচনাকাল, অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, বাংলা সাহিত্যে মহিলারচনা প্রকাশেরও সূচনা। বাস্তবিক, তখন থেকেই বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে মহিলারচিত রচনার নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। বহু বৈচিত্র্যময় বিকাশধারা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে নানা বিবর্তনের মধ্যে।

কিন্তু মহিলারচিত এই বাংলা সাহিত্যের কোনো ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বা ইতিহাস আজও প্রণীত হয়নি। বাংলা সাহিত্যের যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে তাতে মহিলারচিত রচনার উল্লেখ ও তৎসম্পর্কে আলোচনা যৎসামান্য। এমন কি মহিলাসাহিত্য সম্পর্কে পৃথকভাবে যে কয়েকটি প্রকাশনা আছে, যথা ঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র 'বঙ্গের মহিলা কবি' (১৩৩৭/১৯৩০), অনুরূপা দেবী-র 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি' (১৩৫৬/১৯৪৯), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' (১৩৫৭/১৯৫০), রমেন চৌধুরী-র 'বাংলাসাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক', প্রথম পর্ব (১৩৬১/১৯৫৪), জ্ঞানেশ মৈত্র-র 'নারী জাগৃতি ও বাংলাসাহিত্য' (১৩৪১/১৯৮৭), সুপ্রভা মজুমদার-এর 'ত্রয়ী' (১৯৯১), বসন্তকুমার সামন্ত-র সম্পাদনায় 'বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ' (১৯৯৪)—এইসব পুস্তক পুস্তিকাতেও মহিলাবচনার উল্লেখ মোটেই প্রশস্ত নয়—নির্বাচিত কয়েকজন লেখিকা ও তাঁদের কয়েকটি গ্রন্থকে ঘিরে আছে সীমাবদ্ধ আলোচনা।

মহিলা রচনার উল্লেখ-আলোচনার এই সীমাবদ্ধতার কারণ মহিলারচনার প্রথম মুদ্রণকাল থেকে যে বিপুল রচনা-সম্ভার মুদ্রিত হয়েছে তার কোনো কালানুক্রমিক পূর্ণ বিবরণী বা গ্রন্থ/রচনাপঞ্জির একান্ত অভাব। এমন রচনাপঞ্জি শুধু যে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সূচিত করে তা নয়, প্রত্যেক প্রকাশনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, তার সনাক্তকরণ সম্ভব করে। এই রচনাপঞ্জির অভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনায়, বিশেষ করে মহিলারচিত রচনার ক্ষেত্রে, নানা তথ্যপ্রমাদ দেখা গেছে, এমন কি রচনা সনাক্তকরণেও বিভ্রম ঘটেছে। যেমন, বলা হয়েছে মহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত রচনা হল 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত নয় বৎসরের এক বালিকা রচিত দৈবশক্তি নামক কবিতা[১] অথচ বাস্তবে দৈবশক্তি হল 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত একটি বড়ো মাপের প্রবন্ধ। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সুকুমারী দত্ত-র নামে মুদ্রিত 'অপূর্ব্বসতী নাটক'-কে বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম নাটকের সম্মান দিতে দেখা গেছে[২]। অথচ এর ন'বছর আগে, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে, ছাপা হয়েছে কামিনীসুন্দরী দেবী-র 'উর্ব্বশী নাটক'। এমন কি আচার্য সুকুমার সেন-এর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ "মহিলা-রচিত ক্ষুদ্রকায়" নাটকের

---

[১]। জ্ঞানেশ মৈত্র, 'নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৯৪, পৃঃ ৭৩।

[২]। দেবনারায়ণ গুপ্ত, 'বাংলার নট নটী', ১৯৮৫, পৃঃ ২৮।

উল্লেখ করতে গিয়ে লেখা হয়েছে 'নয়নতারা দের 'মণিমোহিনী' (১২৮৬), মণিমোহিনীর 'বিনোদকানন' (১৮৮৪)...ইত্যাদি।'[১] এখানে স্পষ্টতই মণিমোহিনীকে নয়নতারা দে'র মতো নাট্য-রচয়িত্রী ধরা হয়েছে যাঁর নাটকের নাম 'বিনোদকানন'। কিন্তু আসলে 'বিনোদকানন' নাটকটিও নয়নতারা দে'র রচনা। উক্ত নাটকের আখ্যাপত্রে লেখিকার নাম হিসেবে ছাপা হয়েছে মণিমোহিনী রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।[২]

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের উপরোক্ত অভাব মোচনের একটা প্রয়াস আছে। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ বাংলাসাহিত্যে মহিলারচনার প্রকাশকাল থেকে মুদ্রিত মহিলা সাহিত্যের প্রথম পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রকাশিত মহিলারচিত গ্রন্থ তথা পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনাসমূহের একটা কালানুক্রমিক পূর্ণাঙ্গ সটীক পঞ্জি প্রণয়ন করা হয়েছে; কালানুক্রমিক পূর্ণাঙ্গ সটীক রচনাপঞ্জি ব্যতীত নানা তথ্য উদ্‌ঘাটক ১১ (এগারো)টি বিশ্লেষিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকাগুলি সমগ্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে একটা সমীক্ষাগত আলোচনা মারফত আলোচ্য মহিলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বিবৃত করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে আলোচনা, পরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে রচনাপঞ্জি।

মূল কালানুক্রমিক সটীক রচনাপঞ্জি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যথাসাধ্য অনুসন্ধানে[৩] হদিশ পাওয়া ১৮৫০-১৯০০ পর্যন্ত মহিলারচিত মুদ্রিত গ্রন্থ। দ্বিতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যথাসাধ্য অনুসন্ধানে[৪] হদিশ পাওয়া ১৮৫০-১৯০০ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ মহিলারচিত রচনা। উভয় অংশেই রচনার ক্রমবিকাশ প্রস্ফুটতর করতে কালানুক্রম পাঁচটি দশক বা কালপর্ব অনুসৃত হয়েছে ঃ ১) ১৮৫০-৫৯, ২) ১৮৬০-৬৯, ৩) ১৮৭০-৭৯, ৪) ১৮৮০-৮৯, ৫) ১৮৯০-১৯০০।

পঞ্জিকৃত প্রত্যেক গ্রন্থ তথা পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহায়তায় যথাসম্ভব চাক্ষুষ করে তাদের বিবরণ লিখিত হয়েছে। যেসব গ্রন্থ তথা প্রকীর্ণ রচনা চাক্ষুষ করা সম্ভব হয়নি, সেসব গ্রন্থ অথবা প্রকীর্ণ রচনার বিবরণ যেসব সূত্র থেকে পাওয়া গেছে, সেসব সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রত্যেক গ্রন্থ তথা প্রকীর্ণ রচনার বিষয় বিভাজন সাংকেতিক চিহ্নে নির্দেশিত হয়েছে। উপরন্তু, রচনার বিষয়বস্তু ও রচনা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য সংক্ষেপে টীকায় ব্যক্ত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত কবিতার ক্ষেত্রে কবিতার প্রথম চার পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যাতে কবিতার ভাষা ও ছন্দ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাব সম্বন্ধেও আভাষ পাওয়া যায়।

মূল কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জি বিশ্লেষণ করে যে ১১টি বিশ্লেষিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে

১। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খ, ৭ম সং, ১৩৮৬, পৃঃ ৩৬২;
ঐ, ২য় খ, ৫ম সং, ১৩৭০ পৃঃ ৩২৫।
এই একই উল্লেখ অনুরূপা দেবীও করেছেন। [দ্রঃ অনুরূপা দেবী, 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি', ১৯৪৯, পৃঃ ১৩৫।

২। গ্রন্থে সন্নিবেশিত চতুর্থ অংশ ঃ পরিশিষ্ট - ২, আলোকচিত্র - ১৭

৩। যেসব সূত্রে অনুসন্ধান করা হয়েছে তাদের তালিকা চতুর্থ অংশ ঃ পরিশিষ্ট-৩-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

৪। ১৮৫০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার তালিকার জন্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বাংলা সাময়িক পত্র' (১ম খ, ৩য় সং, ১৩৫৪ ও ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫৯)-এর ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

তা হল—

১) লেখিকা ও তাঁদের রচনা।
২) মহিলারচিত গ্রন্থের বিষয়ানুগ বিন্যাস।
৩) মহিলারচিত গ্রন্থের শিরোনাম বা আখ্যার বর্ণানুগ বিন্যাস।
৪) মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সংস্করণ।
৫) মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা।
৬) মহিলাকৃত অনুবাদ রচনা।
৭) মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনা।
৮) মহিলাকৃত সমকালীন গ্রন্থ সমালোচনা।
৯) মহিলা-সম্পাদিত পত্রপত্রিকা।
১০) মহিলারচনা সম্বলিত পত্রপত্রিকা।
 ক) বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস।
 খ) সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস।
১১) বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে ও নানা বিষয়ে বঙ্গমহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত রচনা।

আলোচনা অংশের প্রথম অধ্যায় 'প্রাক্‌কথন'-এ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্ব (১৮০০-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) এবং এই সময়ে মহিলারচিত বাংলা সাহিত্য কেন দেখা যায়নি তার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এবং এই সময়ে মুদ্রিত মহিলা রচনার একটি ব্যতিক্রমী নিদর্শন নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়—দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ, অধ্যায়গুলিতে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত প্রতি দশকে মহিলারচিত রচনার নিরবচ্ছিন্ন এবং ক্রমবর্ধমান ও বহুমুখী বিকাশের পরিচয় বিবৃত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে আছে ১১ (এগারো)টি বিশ্লেষিত তালিকার সমীক্ষাগত আলোচনা। অষ্টম অধ্যায়ে উপসংহার।

তথ্যবিজ্ঞান ভিত্তিক এই গ্রন্থে মহিলারচনার সাহিত্যগত কোনো বিচার বা মূল্যায়ন করা হয়নি—সে কাজ এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। সে কাজ করবেন সাহিত্যের গবেষক, সমালোচক। তবে এই গ্রন্থে খ্রিঃ ১৮৫০-১৯০০ সময়সীমায় মুদ্রিত বাংলা মহিলা সাহিত্যের যে বিস্তৃত সনাক্তকরণ ও নানা তথ্যঋদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় প্রদান করা হয়েছে তাতে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা মহিলাসাহিত্য ও মহিলাপ্রসঙ্গ, সম্পর্কিত ইতিহাস আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র অনেকাংশে প্রশস্ত হবে আশা করি।

সংকেত

১ম	—	প্রথম
২য়	—	দ্বিতীয়
৩য়	—	তৃতীয়
৪র্থ	—	চতুর্থ
৫ম	—	পঞ্চম
৬ষ্ঠ	—	ষষ্ঠ
৭ম	—	সপ্তম
৮ম	—	অষ্টম
৯ম	—	নবম
১০ম	—	দশম
১১শ	—	একাদশ
১২শ	—	দ্বাদশ
১৩শ	—	ত্রয়োদশ
১৪শ	—	চতুর্দশ
১৫শ	—	পঞ্চদশ
১৬শ	—	ষোড়শ
১৭শ	—	সপ্তদশ
১৮শ	—	অষ্টাদশ
১৯শ	—	ঊনবিংশ
২০শ	—	বিংশ
২১শ	—	একবিংশ

অ	—	অগ্রহায়ণ
অক্টো	—	অক্টোবর
আ	—	আষাঢ়
আনন্দ সং	—	আনন্দ সংস্করণ
উ	—	উপন্যাস
এ	—	এপ্রিল
ক	—	কাব্য/কল্প
কা	—	কার্ত্তিক
ক-গাথা	—	কাব্য-গাথা
ক-গা	—	কাব্য-গান
ক-চ	—	কাব্য-চম্পূ
কোং	—	কোম্পানী
খ	—	খণ্ড

খ্রিঃ	—	খ্রিস্টাব্দ
গ	—	গ্রন্থ/ছোটগল্প
চৈ	—	চৈত্র
জ. সং	—	জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ
জা	—	জানুয়ারী
জ্যৈ	—	জ্যৈষ্ঠ
জু	—	জুলাই
ডাঃ	—	ডাক্তার
ডি	—	ডিসেম্বর
দ্রঃ	—	দ্রষ্টব্য
ন	—	নভেম্বর
প	—	পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনা
পৃঃ	—	পৃষ্ঠা
পৌ	—	পৌষ
প্র	—	প্রবন্ধ
প্র ১	—	দর্শন, বিমূর্ত চিন্তা, নীতি, মনোবিদ্যা
প্র ২	—	ধর্ম, আধ্যাত্মতত্ত্ব
প্র ৩	—	রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা
প্র ৪	—	ভাষা বিষয়ক আলোচনা
প্র ৫	—	বিজ্ঞান
প্র ৬	—	ফলিত বিজ্ঞান, প্রয়োগিক শিল্প, রন্ধন
প্র ৭	—	সেলাই, চিকিৎসা
প্র ৮	—	সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা
প্র ৯	—	ভূগোল, ভ্রমণ, জীবনী, ইতিহাস
প্র ১০	—	বিবিধ ঃ সম্পাদককে লেখা পত্র, সংস্থার প্রতিবেদন, ধাঁধা
ফা	—	ফাল্গুন
ফে	—	ফেব্রুয়ারী
ব	—	বর্ষ
বৈ	—	বৈশাখ
ভা	—	ভাদ্র
মা	—	মাঘ
শ্রা	—	শ্রাবণ
সং	—	সংখ্যা/সংস্করণ
সে	—	সেপ্টেম্বর

B.L.C.	—	Bengali Library Catalogue
B.M.C.	—	British Museum Catalogue
B.S.P.	—	Bangiya Sahitya Parishad
ed.	—	edition
I.O.L.	—	India Office Library Catalogue
N.L.	—	National Library Catalogue
p.	—	page
P.B.A.	—	Paschimbanga Bangla Academy
pt.	—	part
no.	—	number
Rev. ed.	—	Revised edition
V/v	—	Volume/volume
2nd	—	Second

সূচীপত্র

চতুর্থ অংশ ঃ পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্‌কথন

।। ১।।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার বাংলা হরফে বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণের শুরু এবং ঐ একই সালে স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সাহেব সিভিলিয়ানদের বাংলা পড়াবার জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার আয়োজন—যুগপৎ সংঘটিত এই দুই ঘটনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের কারক। এবং গদ্যভাষা নির্মাণের মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যাত্রারম্ভ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রিঃ ১৮০০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত, অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষকাল বা প্রস্তুতিকাল, এবং খ্রিঃ ১৮৫০ থেকে ১৯০০, অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, এই সাহিত্যের বিকাশ বা প্রকাশকাল হিসেবে স্বীকৃত।

উন্মেষপর্বে বাংলা গদ্যের নির্মাণকার্যের প্রধানত তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায় পাই শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস থেকে প্রকাশিত বাইবেলের অনুবাদ তথা খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য গদ্যপুস্তক। এরই সঙ্গে নাম করতে হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ১৩টি পাঠ্যপুস্তক। এগুলি রচনা করেন উইলিয়াম কেরী ও কেরীর তত্ত্বাবধানে কর্মরত উক্ত কলেজের অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেরী রচিত 'কথোপকথন' (১৮০১); মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত 'বত্রিশ সংহাসন' (১৮০২); 'রাজবলী' (১৮০৮); ও চণ্ডীচরণ মুনশি রচিত 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই রামমোহন রায়ের গদ্য। তিনি গদ্যকে ধর্মদর্শন ও সমাজের নানা প্রশ্ন ও সমস্যামূলক আলোচনার তর্কবিতর্কের বাহন করে তোলেন।

তৃতীয় পর্যায়ে বাংলা গদ্য গড়ার কাজে আশ্রয় হয়েছে নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্র। আঠারো শতক থেকে সংবাদপত্রের যে ঐতিহ্য বিলেতে গড়ে উঠেছিল তারই অনুসরণে শ্রীরামপুর মিশন দ্বারা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বার হয়। এরই দেখাদেখি বা প্রভাবে মিশনের বাইরে অনেকগুলি সংবাদপত্র এদেশীয়দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'।

'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে সাপ্তাহিক হিসেবে ১৮৩১, ২৮শে জানুয়ারি শুরু হয়েছিল। মাঝখানে প্রায় চার বছর বন্ধ থাকার পর পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৩৬, ১০ই আগস্ট প্রথমে সপ্তাহে তিনবার করে বেরুত, পরে ১৪ জুন, ১৮৩৯ থেকে দৈনিক পত্র রূপে চলতে থাকে।

কিন্তু উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটিতেই বাংলা গদ্যের অপরিণত অসম্পূর্ণ রূপ খুবই প্রকট। বাংলা গদ্যকে তার পরিণত রূপ পেতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্যে ১৮৪০-এর শেষভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর রচনা প্রকাশ হতে থাকে। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, "বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট-উইলিয়ামি পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযোগ্য গ্রহণবর্জন

করিয়া সাহিত্য যোগ্য লালিত্যময় সুডৌল গদ্যরীতি চালাইয়া ছিলেন যাহা সাহিত্যের ও সংসার কার্যের প্রায় সবরকম প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম"। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং ১৪০১, পৃঃ ৩৫)।

এ কথার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্যক উপলব্ধি করে লেখেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলার গদ্য সাহিত্যের সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যের কলানৈপুণ্যের অবতারনা করেন।...বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য কুশলতা দান করিয়াছেন"। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খ, জ. সং, পৃ ঃ ৩৩১)

।। ২।।

কিন্তু আধুনিক বাংলাসাহিত্যের এই উন্মেষ বা প্রস্তুতিপর্বে একটা বিচিত্র পরিস্থিতি দেখতে পাই। তা হল এই যে এই সময়কার প্রকাশিত সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে মহিলারচিত রচনার একান্ত অনুপস্থিতি। বাস্তবিক পক্ষে, বাংলা মুদ্রণের প্রথম পঞ্চাশ বছরে একটিমাত্র ব্যতিক্রমী নজির ছাড়া কোনো মহিলার প্রকাশিত রচনার খোঁজ পাওয়া যায় না। সমস্ত গ্রন্থ তথা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা হয়েছে পুরুষরচিত।

এই বিসঙ্গত অবস্থার মুখ্য ও সুস্পষ্ট কারণ তৎকালীন বিসঙ্গত শিক্ষাব্যবস্থা। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও তারপর অন্যান্য স্কুল কলেজ স্থাপনের দ্বারা নতুন শিক্ষা, অর্থাৎ ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়, এবং তার সঙ্গে প্রাচ্য শিক্ষারও সুব্যবস্থা দেখা দেয়। যার সাক্ষ্য ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ। কিন্তু এই শিক্ষার এই যে আয়োজন এ-সবই ছিল ছেলেদের জন্যে। মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সাধারণভাবে সমাজ ছিল অনাগ্রহী, নিশ্চেষ্ট, এমনকি বিমুখ, বিরূপ। মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ছিল শিক্ষার পরিপন্থী। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কুলীনপ্রথা, অবরোধপ্রথা প্রভৃতি অন্ধ কুসংস্কারের অচলয়াতনে অবরুদ্ধ মেয়েদের জীবনের শিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। বরং স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমাজপতিদের বিরূপতা ছিল তীব্র। "সেকালের বাঙ্গালা সমাজের নেতৃবৃন্দ মনে করিতেন, স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে চরিত্রহীনা ও বিধবা হইবে।" (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ।। ০)। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করলে বিধবা হয়, এই ধারণার বিরুদ্ধে সেযুগে 'সুলভ পত্রিকা'-য় লেখা হয়েছিল-"এ প্রশ্নে আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কারণ বিদ্যার কি মারাত্মক শক্তি আছে? বিদ্যা কি নরভোজী ব্যাঘ্র? যদিও বিদ্যার মারাত্মক শক্তি থাকে, তবে যে ব্যক্তি বিদ্যাবান হয় তাহাকেই সংহার করিতে পারে।" (সুলভ পত্রিকা, ২য় খ, ১-২ সং, ১২৬১ বঙ্গাব্দ—বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বঙ্গালী সমাজ, ৩য় খ, ১৩৬৬, পৃঃ ১৩০)।

"সরকারের আদেশে মিঃ অ্যাডাম (Adam) বাংলাদেশে সর্বত্র ঘুরিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যে রিপোর্ট দেন তাহা পাঠ করিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন পাঠশালা ছিল না— দুই চারিজন বাড়িতে কিছু লেখাপড়া করিতেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ বাংলাদেশের রাজধানী ছিল, কিন্তু অ্যাডাম্‌স্ [অ্যাডাম] লিখিয়াছেন যে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জিলায় মাত্র নয়টি

স্ত্রীলোক বই পড়িতে ও কোনমতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারিত। অন্য যেসব স্থানে তদন্ত করা হইয়াছিল সেখানে দুই একটি জমিদার পরিবার বা বৈষ্ণবের আখড়া প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের বাহিরে কোনওমতে লিখিতে বা পড়িতে পারে এমন একটি স্ত্রীলোকও ছিল না। ইহার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ, অবরোধপ্রথা ও তৎকালে প্রচলিত একটি বধ্যমূল সংস্কার যে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে।" (রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিদ্যাসাগর ঃ বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি, ১৩৭৬, পৃ ঃ ১০৯)।

মিশনারীরাই এদেশে মেয়েদের জন্যে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হয়। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (Female Juvenile Society)। এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় কলকাতার নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন ঘটে। রাজা রাধাকান্ত দেব এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহদাতা ছিলেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এই সোসাইটির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। পুস্তিকাটির লেখক হিসাবে যদিও গৌড়মোহন বিদ্যালঙ্কারের নাম প্রচলিত ছিল কিন্তু এর আসল লেখক ছিলেন রাধাকান্ত দেব। (টীকা ঃ বসন্ত কুমার সামন্ত, বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দু'টি মুদ্রিত গ্রন্থ, ১৯৯৪, পৃ ঃ ১৬)। শিবনাথ শাস্ত্রী স্পষ্টই লিখে গেছেন যে রাধাকান্ত দেব "নিজে স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন..." করিয়া ঐ সোসাইটির সভ্যদের হাতে অর্পণ করেন। (দ্র ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, ২য় সং, ১৩৬৩/১৯৫৭, পৃ ঃ ৬৭)। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে মিস মেরী কুক (Miss Cooke)[১]-এর পরিচালনায় 'লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড ইট্স ভিসিনিটি' স্থাপিত হয় এবং এর মাধ্যমে অনেকগুলো বিদ্যালয় খোলা হয়। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সভ্যরাও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রগতিশীল প্রকল্পের কথা চিন্তা করছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে সরকারি সংস্থা 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন'-এর কাছে আবেদন করেন। কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হয়নি। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় বারাসত সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ সরকারের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় অধিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্র ও ডাঃ নবীনকৃষ্ণ মিত্রের আনুকূল্যে সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে। কিন্তু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী মনোভাব তখন এমনই যে এই সৎকর্মের জন্যে প্যারীচরণ, নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণকে সমাজচ্যুত হতে হয়। (দ্রঃ প্যারীচরণ সরকার, নবকৃষ্ণ ঘোষ, ১৩০৯, পৃঃ ৬৪)।

স্পষ্টতই বেশ কয়েকজন এদেশীয় মহৎ প্রাণ ও সংস্কারপন্থী ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ভাবিত হয়েছেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম স্মর্তব্য। তিনি ছাড়া এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালংকার ও আরো অনেকে যাঁদের মধ্যে অবশ্যই জয়কৃষ্ণ

১। মেরী কুক ঃ "১৮২১ সালে স্কুল সোসাইটীর [১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত] কতিপয় মহিলা-সভ্যের প্ররোচনায় ইংলন্ডের British and Foreign School Society-সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুমারী কুক (Miss Cooke) নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন...অবশেষে তিনি আবার (Mr Wilson) উইলসন নামক এক মিশনারি সাহেবের সহিত পরিণীতা হইলেন"-(শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৩৬৩/১৯৫৭, পৃঃ ১৭১)।

মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। তাই ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে যখন জন ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন) ব্যক্তিগত সঞ্চয় ১০,০০০ পাউণ্ড খরচ করে কলকাতায় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (পরে পরিবর্তিত নাম ঃ 'বেথুন স্কুল') খোলেন, তখন উক্ত ব্যক্তিদিগের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেন। রক্ষণশীল পরিবার থেকে যাতে বালিকারা এই স্কুলে পড়তে আসে সেই উদ্দেশ্যেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই মেয়েকে এই স্কুলে ভর্তি করে দেন। এরাই বেথুন স্কুলের প্রথম দুই ছাত্রী। স্কুলে মেয়েকে পাঠাবার জন্যে মদনমোহনকে তাঁর গ্রামে সমাজচ্যুত হতে হয়।

ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল, অর্থাৎ বেথুন স্কুল সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন ঘটায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, "সাম্প্রদায়িক-ধর্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বীটন সাহেব সর্বপ্রথমে করেন।" (শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৩৬৩/১৯৫৭, পৃঃ ১৭২) ইতিপূর্বে মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি বর্ণহিন্দু সমাজের উৎসাহ জাগাতে পারেনি। এর কারণ, এগুলির আসল উদ্দেশ্য খ্রিস্টধর্ম প্রচার, এমন ধারণা। বেথুন স্কুল সম্বন্ধে এমন ধারণা জন্মায়নি। ধর্মনিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক সরকার-সমর্থিত বিদ্যালয় ভদ্র ঘরের মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ এনে দিল। অবশ্য প্রথম প্রথম গোঁড়া রক্ষণশীলদের কাছ থেকে বিদ্রূপ-উপহাস এসেছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্যে, "'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্বাণ তন্ত্রের এই রচনালঙ্কৃত নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত। লোকে বলিতে লাগিল-'এইবার কলির বাকি যা ছিল হয়ে গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।' " (শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৩৬৩/১৯৫৭, পৃঃ ১৭২)। তবে এসব সত্ত্বেও বেথুন স্কুলের ধারাবাহিক অগ্রগতি আটকায়নি।

।। ৩।।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এদেশে একযোগে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়-কলকাতা, মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) এবং বোম্বাই (বর্তমান মুম্বই) শহরে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধারণা বধ্যমূল ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছেলেদের জন্যেই, তাতে মেয়েদের অধিকার নেই। ১৮৫৭ সালে বেলগাঁও শহরের পোস্ট মাস্টার তাঁর মেয়েকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেবার জন্যে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন। এই আবেদন না মঞ্জুর হয়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন তথা পরীক্ষার নিয়মকানুনের বয়ান সবই পুরুষ ছাত্র-বোধক—" সে, তাহাকে, তাহার" কথাগুলির ইংরেজি শুধু পুরুষবাচক "he, him, his" শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও "she, her" ব্যবহৃত হয়নি। ব্যাপারটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠানো হয় তাঁদের অভিমতের জন্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে-সিন্ডিকেটের অভিমতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী প্রবেশের বিষয়টি একটা বিমূর্ত প্রশ্ন। এ পর্যন্ত কোনো মেয়ে আবেদন করে নি, এবং ভবিষ্যতে কেউ করবে বলে আশা করা যায় না। (দ্র ঃ S.N.Mukherjee, History of Education of India : modern period, 3rd ed., 1957, p. 151-152)।

কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতেই দেরাদুন থেকে চন্দ্রমুখী বসু নামে এক খ্রিশ্চিয়ান

মেয়ের কাছ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার জন্য আবেদন অসে। (দ্রঃ S.N.Mukherjee, History of Education of India : modern period, 3rd ed., 1957, p.151)।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ. উপাধিধারী হন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। আর প্রায় দু'দশক পরে, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মেয়েরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার অধিকার পায়। অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দেবার অধিকার পায় পর বৎসর। পাঁচ বছর পরে. ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, প্রথম বি.এ. পাশ করেন-চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু। বি.এ. পাশ করা প্রথম ভারতীয় মহিলাও হলেন এঁরা দু'জন।

বিলম্বে হলেও স্ত্রীশিক্ষার এই অগ্রগতির মূলে ছিল বেথুন স্কুল। পত্তনের পর থেকে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর দৃষ্টান্তে বালিকা বিদ্যালয় খুলতে দেশীয় প্রচেষ্টা ও তৎপরতা দেখা দেয়। মেয়েদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে মেয়েদের স্কুলে যাওয়াটা ক্রমে সমাজের গা-সওয়া হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে 'বামাবোধিনী সভা'র কথা বলতে হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার পরিপূরক হিসেবে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'-র ব্যবস্থা করে। ১২৭২ পৌষ [১৮৬৫] সংখ্যার 'বামাবোধিনী পত্রিকায়' ঘোষিত হয়-"সম্প্রতি বামাবোধিনী সভা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার অভাব তাঁহাদের অতিশয় গুরুতর বোধ হওয়ায় তাঁহারা উক্ত কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। যাহাতে প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীগণ গৃহমধ্যে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন তাহাই সভার উদ্দেশ্য।" সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও গণিত এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত একটি পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পাঁচ বছর পড়াশুনা করে সভাকে জানালে সভা প্রশ্নপত্র পাঠাতেন। পরীক্ষায় পারিতোষিকের ব্যবস্থা ছিল। তবে হস্তলিখন, শিল্পকর্ম ও নীতিবিষয়ে প্রত্যেক বছর পরীক্ষা নেওয়া হত।

এই 'বামাবোধিনী পত্রিকায়' এদেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশিত হত। পত্রিকার ফাল্গুন ১২৮৬ [১৮৭৯] সংখ্যায় "শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট ও স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধে লেখা হয় "ইংরেজী ১৮৭৮-৭৯ সালের বঙ্গদেশীয় শিক্ষা বিভাগের যে বিবরণ দেখা যায়, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা তাহা প্রতীত হইবে—

	১৮৭৭-৭৮		১৮৭৮-৭৯	
	বিদ্যালয়	**ছাত্রী**	**বিদ্যালয়**	**ছাত্রী**
গবর্ণমেন্ট স্কুল	১	১৪০	২	২৭০
সাহায্যকৃত	৩১১	৮১৫৮	৩৩৩	৮১৭৯
অন্তঃপুর	১৩৪	১৮২৭	১৩০	২০১৭
বিনাসাহায্যে	৭৩	১৮৩৯	৭২	২০৩১
মোট	৫১৯	১১৯৪৪	৫৩৭	১২৪৯৭

এই তালিকায় দেখা যায় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা দু'হাজারের অধিক বাড়িয়াছে। ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়

বলিতে হইবে। কিন্তু যে দেশের স্ত্রীলোকের সংখ্যা তিন কোটীর ন্যূন নয়, সেখানে ২৩ হাজার স্ত্রীলোক শিক্ষালাভ করিতেছে, ইহা কিছুই নয়। হাজারের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও শিক্ষালাভ করিতেছেন না, ইহাও কি সামান্য শোচনীয়?" (বামাবোধিনী পত্রিকা, ফা ১২৮৬, পৃঃ ১৪৬-১৫০)।

বেথুন স্কুলই প্রথম মেয়দের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্যায়তনে কলেজ ক্লাস খোলা হয়, অর্থাৎ স্নাতক স্তরের পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। তিন বছর পরে ১৮৮১-তে বেথুন কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ১৮৮৩-তে মেয়েদের জন্যে প্রথম বি.এ. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয় ও পরীক্ষায় দু'জন পরীক্ষার্থিনী পাস করেন। ইহাদের নাম কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু। ভারতবর্ষে এঁরাই প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, স্ত্রীশিক্ষার কথা, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৮)।

॥ ৪॥

ইতিপূর্বে বলেছি, একটি ব্যতিক্রমী রচনা ছাড়া বাংলাসাহিত্যে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পূর্বে মহিলারচিত কোনো রচনার সন্ধান মেলে না।[১] রচনাটি হল কয়েক পংক্তি কবিতা যার অস্তিত্ব বিধৃত অছে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত দৈনিক পত্র 'সংবাদ প্রভাকর'-এ। ২১ এপ্রিল ১৮৪৯/১০ বৈশাখ ১২৫৬ শনিবার সংখ্যার সংবাদ প্রভাকর-এ ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন "এতন্মহানগরীর কোন সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়েস্থের নবমবর্ষ বয়স্কা এক সুরূপসী অবিবাহিতা কন্যা দৈবশক্তির অনুকম্পায় গদ্যপদ্য রচনা বিষয়ে অতি অদ্ভুত ক্ষমতাপ্রাপ্তা হইয়াছে; ওই বালিকা রীতিপূর্বক শিক্ষা করে নাই, কাহারো নিকট উপদেশ পায় নাই, কেবল আপনার যত্নের দ্বারাই শিক্ষিতা হইতেছে...অধুনা সে কবিতা-রচনায় শক্তিশীলা হইয়াছে, সমাচার পত্রে শীক [শিখ] পক্ষের পরাজয়-সংবাদ পাঠ করত দৈবশক্তির প্রভাবে এক কবিতা রচিয়াছে; যথা,

ত্রিপদী।

"শীকের দেখিয়া গতি, রানী কন্ ক্রোধ
"মতী, কি করিব একা ঘরে রোয়ে।
"বৃথা কেন দুঃখ পাই, ইংরাজ মন্দিরে
"যাই, আমার দলিপ পুত্র লয়ে।।

এই সংবাদ প্রকাশিত হবার পর বালিকাকে একাধিকবার তার কবিত্বশক্তির পরীক্ষা দিতে হয়। কখনও এক বা কখনও একাধিক ব্যক্তির সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। যেমন ঃ- "চারিদিবস হইল আমাদিগের কোন কবি বন্ধু তাহার ক্ষমতার সীমা পরীক্ষার নিমিত্ত এক প্রশ্ন দেন্ যথা।

পদ্য।

"লেখাপড়া না শিখিলে বৃথায় জীবন,,

বালা এই চরণ শুনিয়া তাঁহার সাক্ষাতে তাহা পূরণ করিল, যথা।

পদ্য।

"মূর্খপুত্র হোলে সুখী নহেতো মা বাপ,,

১। এই রচনার পূর্বে ৪টি পত্র মহিলা নামাঙ্কিত হয়ে মুদ্রিত হতে দেখা যায় (সম্বাদ কৌমুদী, ১৬ই ফা ১২৩৭ সমাচার দর্পণ ২রা চৈ ১২৪১; ৯ই চৈ ১২৪১; ২০শে মা ১২৪৬)। কিন্তু রচনাগুলি যে প্রকৃতপক্ষে মহিলারচিত তাঁর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"তাহার কারণে পায় অশেষ সন্তাপ,,
"মূর্খপুত্র হোলে বংশে জন্মে কুলক্ষণ,,
"লেখাপড়া না শিখিলে বৃথায় জীবন...,,

(সংবাদ প্রভাকর, ২১শে এ ১৮৪৯/১০ বৈ ১২৫৬, পৃঃ ৩-৪)। এছাড়া 'সংবাদ প্রভাকরে'র পক্ষ থেকেও তাঁর পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ বিষয়ে এই পত্রিকায় লেখা হয়ঃ "আমরা গত দিবস প্রাতে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে ঐ বালিকার নিকট গমনপূর্ব্বক এই প্রশ্ন দিলাম, যথা—

লেখাপড়া নাহি শিখে এদেশের মেয়ে
কোন্ অংশে ছোটো তারা পুরুষের চেয়ে

তাহাতে বিদ্যানুরাগিনী আমারদিগের সম্মুখে বসিয়া একঘন্টা কালের মধ্যে নিম্ন প্রকাশিত কবিতা রচিয়া ঐ প্রশ্ন পূরণ করিল, যথা—

লেখা পড়া শেখে যেই প্রফুল্ল হৃদয়।
না শিখিলে লেখাপড়া অন্ধ হোয়ে রয়।।
বিদ্যা না শিখিলে বামা পশুর সমান।
অবলা বলিয়া লোকে নাহি রাখে মান।।
মেয়ে বিনে পুরুষ্ তো না হয় কখন্।
তবে কেন মেয়েদের না করে যতন।।
মেয়ে বলে পুরুষেতে করয়ে হেলন্।
ভিতরের গুণ তার না করে গ্রহণ।।
লেখাপড়া না শিখে এদেশের মেয়ে।
কোন্ অংশে ছোট তারা পুরুষের চেয়ে।।"

(সংবাদ প্রভাকর, ৭ই মে, ১৮৪৯/২৬ বৈ, ১২৫৬, পৃঃ ৪)।

৭ই মে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়, আর ঐ তারিখেই বেথুন স্কুল (ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল)-এর উদ্বোধন উৎসব সংঘটিত হয়। ঘটনা দুটি কাকতলীয় হলেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্যের আভাস পাই ঈশ্বর গুপ্তর এই কথায়—"বেথুন কর্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়া অবধি দেশে প্রকাশ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইহারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অনতিকাল মধ্যে আমরা কোন কোন বঙ্গমহিলাকে পর্দার অন্তরাল ভেদ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখি। তাঁহাদের রচিত কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' সাদরে গৃহীত হইতে থাকে।" (সংবাদ প্রভাকর, ৭ই মে, ১৮৪৯/২৬ বৈ ১২৫৬)।

সত্যই অনতিকাল মধ্যে বঙ্গমহিলারা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্যে মহিলারচিত রচনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ও দ্রুত ক্রমবর্ধমান রূপে প্রকাশ হতে দেখি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাল ঃ ১৮৫০-১৮৫৯ (পৌষ ১২৫৬-পৌষ ১২৬৬)

॥ ১॥

যে ১৮৪৯ সালে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ এক নবম বর্ষীয়া বালিকার কবিতা-মুদ্রিত হবার পর বছর তিনেক আর কোনো মহিলার রচনা মুদ্রিত হয়েছে কিনা জানা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত উক্ত বালিকার গুণগান করলেও তার নাম প্রকাশ করেন নি। হতে পারে কিছু মহিলারচনা মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু লেখিকাদের নাম গোপন রাখা হয়েছে। আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, "আধুনিক কালে বাঙ্গালী মহিলা কবি প্রথম দেখা দিয়াছিলেন সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায়, কিন্তু তাঁহাদের নাম ছাপা হইত না বলিয়া ধরিবার উপায় নাই।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ২৩০)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি কোন বঙ্গমহিলার রচিত নয়। এটি খ্রিস্টধর্ম প্রচারমূলক একটি অনুবাদ গ্রন্থ। মূল গ্রন্থের ইংরেজী আখ্যা ঃ 'Voyages and travels of a Bible' এবং অনুবাদ আখ্যা 'ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস্ অফ এ বাইবেল'। অনুবাদিকা হলেন ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি সম্প্রদায়ভুক্ত একজন বিদেশিনী মহিলা। নাম, শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স (Mrs. Hannah Catherine Mullens)।[১]

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মলেন্স-এর নাম খ্যাত হয়ে আছে তাঁর রচিত 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ ঃ স্ত্রীলোকের শিক্ষার্থে বিরচিত' গ্রন্থের রয়য়িত্রী হিসেবে। এর প্রকাশকাল ১৮৫২।

তবে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' তথা অন্যান্য পত্রিকায় একাধিক রচনা মহিলাদের ছদ্মনামে কিংবা স্বনামে মুদ্রিত হতে দেখা যায়। আবার ঐ ১৮৫২ সাল থেকেই মহিলারচিত গ্রন্থ তথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রকীর্ণ রচনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ একটি স্মরণীয় কাল। ঐ বছর থেকেই বাংলা সাহিত্যে স্বনামে অথবা ছদ্মনামে মহিলারচিত রচনার আবির্ভাব ও অগ্রগতি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। মহিলারচনা প্রকাশের প্রথম দশক, অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত আমরা ৫টি গ্রন্থ ও ৪টি পত্রিকায় প্রকীর্ণ ২০টি রচনার সন্ধান পেয়েছি। [দ্র ঃ রচনাপঞ্জি ১ ও ২]

৫টি গ্রন্থের ৪টির রচনাতেই শ্রীমতী ক্যাথরিন মলেন্স-রে নাম যুক্ত। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় তাঁদের সম্পাদিত 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'-য় (পঞ্জিকাটির প্রকাশকাল ১৩২২ বঙ্গাব্দ/১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) 'ফুলমনি ও করুনার বিবরণ'-কে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে ঘোষণা করেন। এমন ঘোষণা সত্ত্বেও গ্রন্থটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবহেলিত থেকে যায়। সম্ভবত, এটিকে খ্রিস্টধর্মের একটি প্রচারপুস্তক হিসেবে ধার্য করা হয় এবং সে কারণে সাহিত্য-আলোচনায় অপাংক্তেয় করে রাখা হয়। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে (খ্রিঃ ১৯৫৮) চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটিকে পুনরাবিষ্কার করেন এবং তাঁর সম্পাদনায় 'ফুলমনি ও করুণা'-র দ্বিতীয়

[১] মিসেস্ মলেন্স-এর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে নারী' গ্রন্থে (১৩৫৭, পৃঃ ৪-পাদটীকা ২) মিসেস্ মলেন্সের পিতা ছিলেন বাঙালি খ্রিস্টান, এমন জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন।

মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় গ্রন্থটিকে কেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসরূপে গণ্য করা উচিত তার কারণ বিশদ করেন।

'ফুলমনি ও করুনার বিবরণ'-এর পুনর্মুদ্রণ ও চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত এই গ্রন্থের বিশদ মুল্যায়নে গ্রন্থটির প্রতি ইতিপূর্বের অবহেলা দূর হয় এবং বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় গ্রন্থটির উল্লেখ দেখা গেছে। যেমন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সম্প্রতি পুনরাবিষ্কৃত, ১৮৫২ খৃঃঅঃ শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স কর্তৃক রচিত 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' নামক গ্রন্থটি, কালের দিক দিয়া আলালের ঘরের দুলাল-এর অগ্রবর্তী। এই কালগত অগ্রাধিকারের বলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের গৌরব ইহারই প্রাপ্য হইতেছে। ...'ফুলমনি ও করুণা' গ্রন্থটির প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, ইহা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খিড়কি দরজা দিয়া উপন্যাসের উচ্চমঞ্চে প্রবেশ করে নাই। ইহা সর্বপ্রথম জীবনের গভীর সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি, জীবনের সুমিত নীতিনিয়ন্ত্রণ, দুষ্প্রবৃত্তির উন্মূলন প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত কাহিনী।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৭ম পুনর্মুদ্রণ সং, ১৯৮৪, পৃঃ ২৫-২৭)। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, "কাহিনী, চরিত্র, ভাষা প্রভৃতি আলোচনা করিলে ইহাকে কোনো দিক দিয়াই নিন্দা করা যায় না। মাঝে মাঝে ইহার ভাষা এত সহজ সরল যে আখ্যানটি কোনো বিদেশিনীর লেখা বলিয়া মনেই হয় না।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী, ১৩৬৭, পৃঃ ৫৯)। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতেও 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ'-ই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। (দ্রঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৮১, পৃঃ ২১৪)।

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', গ্রন্থে লিখেছেন, "বইটি আকারে ও প্রকারে উপন্যাসের মত। ইহাতে অনুন্নত সমাজের বাঙ্গালী খ্রীস্টানের জীবনচিত্র যথাযথভাবে বর্ণিত। ভাষা সরল ও শোভন, বিদেশিনী লেখিকার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই বইটি দেশীয় খ্রীস্টানদের বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইয়াছিল এবং সেই কারণেই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল"। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ১৬৩)।

সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ৫ম সং-এ যে মন্তব্য করেছিলেন সে মন্তব্যে সায় দিয়ে আমরা বলতে পারি, "মিসেস হানা ক্যাথেরীন মলেনস্-এর ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২) বাঙ্গালী লেখদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাঙ্গালা উপন্যাসের আবির্ভাব হয়ত ত্বরান্বিত হইত।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম সং, ১৩৭০, পৃঃ ৩৪)।

কিন্তু 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা যাবে কি না তা নিয়ে বিতর্কের শেষ হয়নি। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে'-র লেখক অশোককুমার দে তথ্য ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'কে উপন্যাস বলে অভিহিত করা চলে না। (দ্রঃ অশোককুমার দে, বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, ১৮৯৬ শক/ ১৯৭৪, পৃঃ ১৯৮-২০০)।

উপরন্তু সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে এই তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে যে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' আদৌ বাংলা রচনা নয়। The Oriental Baptist Mission প্রকাশিত Tract, August 1852 থেকে তথ্য উদ্ধার করে শ্রী সবিতা দাস 'দেশ' পত্রিকা (৫ই জুন, ১৯৬৩, পৃঃ ১৩৩৪)-য় চিঠি

লিখে জ্ঞাপন করেন যে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' 'The Week নামক একটি গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। এই তথ্যকেই বিশদ করা হয় সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় (১৮ই জুন, ১৯৭৫, পৃঃ ১৫-১৯) প্রকাশিত একটি নিবন্ধে—"বিতর্কিত উপন্যাস 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নিবন্ধকার মাধব চট্টোপাধ্যায় বহু উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন শ্রীমতী মলেন্স মূল 'The Week' গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে তাঁর বইটি লেখেন। লেখক স্পষ্টই লিখেছেন ফুলমণি ও করুণার বিবরণ দি উইক গ্রন্থের অনুবাদ"। (পৃঃ ১৬)।

এই তথ্যের ভিত্তিতে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-কে বলতে পারি বাংলা সাহিত্যের মহিলাকৃত প্রথম অনুবাদিত উপন্যাস।

শ্রীমতী মলেন্সের আর দু'খানি বই 'ডে ব্রেক ইন ব্রিটেন' ও 'পাদ্রী সাহেবের বজরা' এই দশকে প্রকাশিত হয়। প্রথমটি কুমারী টুকার (Tukher) এর রচিত ইংরেজী থেকে অনুবাদিত। দ্বিতীয় বাংলায় লেখা বইটি 'Missionary Budgerow' নামক ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ। সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন—"মূল গ্রন্থের নাম ছিল বোধহয় Missionary's Budgerow" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ১৬৩)। কিন্তু মারডক সাহেবের তালিকা (দ্রঃ গ ৫)-য় বইটিকে 'Missionary Budgerow' আখ্যায় দেখা যায়। বইটির বিষয় গ্রামে গ্রামে পাদ্রীদের কাজের বিবরণ।

।। ২।।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত কৃষ্ণকামিনী দাসী প্রণীত 'চিত্তবিলাসিনী' [মূল আখ্যা ঃ চিত্তবিলাসিনী নামা অভিনব কাব্যগ্রন্থ] নামক গ্রন্থটিও ঐতিহাসিক গুরুত্বে প্রোজ্জ্বল। এটি হল বাংলা সাহিত্যে বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। [মহিলারচিত বাংলাগ্রন্থ হিসাবে ৩য়]। এই গুরুত্বের জন্যে গ্রন্থটি সম্প্রতি সুসম্পাদিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (দ্রঃ বসন্তকুমার সামন্ত, সম্পাদক, বঙ্গ মহিলারচিত প্রথম দু'টি মুদ্রিত গ্রন্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৯৩-১৫৮)।

অনুরূপা দেবী তাঁর 'সাহিত্যে নারী' ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি গ্রন্থে বলেছেন, "রেভারেন্ড লং সাহেবের বাংলা বইয়ের তালিকায় ফরিদপুরের সুন্দরী দেবীর লেখা বাংলা বইয়ের কথা পাওয়া যায়..." (অনুরূপা দেবী, সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি, ১৯৪৯, পৃঃ ১১৫)। লং [Rev. James Long] সাহেবের তালিকা ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বার হয়। তার মানে, সুন্দরী দেবীর লেখা বই কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী'-র পূর্বে রচিত ও মুদ্রিত। কিন্তু আমরা লং সাহেবের তালিকায় সুন্দরী দেবীর কোনো উল্লেখ পাইনি। সুতরাং সুন্দরী দেবীর হদিশ না পাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণকামিনী দাসীর বইটিকেই বঙ্গমহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে ধরতে হবে।

সাধারণভাবে সেকালে এদেশের সমাজ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচারণ করলেও, সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা অবহেলিত ছিল না। 'সম্বাদ-ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে একবার লেখেন, "কলিকাতা নগরে মান্য লোকদিগের বালিকারা প্রায় সকলেই বিদ্যাভ্যাস" করেন। (৩১শে মে, ১৮৪৯)। কৃষ্ণকামিনী দাসীর চিত্তবিলাসিনী সেকালে মেয়েদের অন্তঃপুর শিক্ষার প্রথম ফসল। কৃষ্ণকামিনী নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই তাঁর 'মুখবন্ধ'তে লেখেন, "অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের কোনো পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং প্রথমতঃ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যথেষ্ট সাহস জন্মিতেছে যে সামাজিক মহাশয়েরা আপাতত স্ত্রীলোকের রচনা শুনিলেই বোধহয়

যৎপবোনাস্তি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই..."।

'চিত্তবিলাসিনী'-তে যেমন আছে আঙ্গিক ও ছন্দের বৈচিত্র্য তেমনি আছে বিষয় বৈচিত্র্য। অবশ্য যেসব ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই ভাবতচন্দ্র প্রভাবিত তৎকালেব প্রচলিত ছন্দ, যথা পযাব, ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, একাবলী, দীর্ঘ ললিত ইত্যাদি। যেমন, (উদ্ধৃতিগুলি পূর্বোক্ত বসন্তকুমাব সামন্ত সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে উৎকলিত)।

নম ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময পবম প্রকৃতি।
পরাৎপর সাবাৎসাব সর্ব্বভূতে স্থিতি।।
(পযাব)

ত্রেতা যুগে অবতাব নাশিবারে ভবভাব,
ভগবান হলেন যেদিনে।
বমণীয সে বাসব, গেলে সেই অবসব
যাব প্রিয়ে তোমাব সদনে।।
(দীর্ঘ ত্রিপদী)

আমি হে বমণী, আছি একাকিনী,
কুলেব কামিনী তায।
তুমি হে এখানে কিসেব কাবণে,
বলো ওহে যুববায
(লঘু ত্রিপদী)

এখন সে সব মনেতে হলে।
ভেষে জায বুক নযন জলে।।
(একাবলী)

পুষ্প তুলে নানা জাতি, সেঁউতি গোলাপ জাঁতি,
মনোমত হাব সখি তাহে গাঁথিলাম লো।
(দীর্ঘ ললিত)

'চিত্তবিলাসিনী'-র সর্বাপেক্ষা অকর্ষণীয় বিযয হল 'বাদী-প্রতিবাদী' অংশ—নারীচরিত্র সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক মতাবলম্বীদেব মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ। এতে বর্ণিত হয়েছে বালবিধবা ও কুলীন কন্যাব দুঃখ দুর্দশা। কৌলিন্য প্রথাব বিরুদ্ধাচবণ করা হয়েছে, এবং বিধবাবিবাহ সমর্থন করা হয়েছে। বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই। আর এই বছরেই 'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থে লেখিকা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রশস্তি গেযেছেন—

ধন্য ধন্য বটে বিদ্যাসাগব।
রাখিলেন চিরকীর্ত্তি ভারত ভিতর।।
বিধবার দুঃখভার করিতে সংহার।
মহীতে ঈশ্বব বুঝি তাই অবতার।।

বাস্তবিক, "বিধবা আইন প্রসঙ্গে উক্ত কথোপকথন সম্ভবত প্রথম কোন মহিলার লিখিত

'প্রতিক্রিয়া'"[১]। 'চিত্তবিলাসিনী'তে নারীবাদী ভাবনার ঝলকানি দেখতে পাই।

চিত্তবিলাসিনী সম্পর্কে আরও উল্লেখ্য যে কোনো বাংলা গ্রন্থের শিরোনামের প্রথমে 'চিত্ত' কথার ব্যবহার সম্ভবত চিত্তবিলাসিনীতেই প্রথম। এবং কৌতূহলের বিষয় এই যে, এরই অনুসরণ দেখা যায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত অন্য বেশ কয়েকটি গ্রন্থের নামকরণে। যথা, রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাটক, 'চিত্তবিনোদ' [১৮৫৭?], গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য 'চিত্তসন্তোষিনী' [১৮৬৩] এবং সূর্যকুমার সেনগুপ্ত-র ঐ একই শিরোনামের কাব্যগ্রন্থ [১৮৭০], রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তচৈতন্যোদয়' [১৮৬৭], কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর নাটক 'চিত্ততিমির নাশক' [১৮৬৮], ঈশানচন্দ্র বসুর 'চিত্তবিনোদকাব্য' [১৮৬৮], গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের উপন্যাস 'চিত্তবিনোদিনী' [১৮৭৪], হরিনাথ মজুমদারের উপন্যাস 'চিত্তচপলা' [১৮৭৬], রজনীকান্ত চক্রবর্তীর কাব্য 'চিত্তোন্মদিনী' [১৮৭৮], ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য 'চিত্ত-মুকুর' [১৮৭৮], হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য 'চিত্তবিকাশ' [১৮৯৮]। এখানে লক্ষণীয়, গ্রন্থগুলি সবই পুরুষলেখক কর্তৃক লিখিত।

।। ৩।।

আলোচ্য দশকে মুদ্রিত গ্রন্থ পাঁচটিতে লেখিকাগণের নাম প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বেশিরভাগ রচনাতেই লেখিকাদের নাম প্রকাশিত হয়নি। ২০টি রচনার মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে লেখিকার নাম পাচ্ছি—শ্রীমতী ঠাকুরাণী দাসী ও শ্রীমতী থাকমণি বা থাকমণি দেবী। এগুলিও ছদ্মনাম হতে পারে। ছদ্মনাম হয়েছে বিচিত্র। যেমন 'বরাহনগরবাসিনী বিরহিনী বিধবা' কিংবা 'বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী'। স্পষ্টতই, যুগপ্রভাবে তখন লেখিকারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণকামিনী একটা আস্ত গ্রন্থ স্বনামে প্রকাশ করে যে রীতিমতো সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা মানতেই হয়। কৃষ্ণকামিনী তাঁর গ্রন্থের 'ভূমিকা'-য় জ্ঞাপন করেছেন, "...এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল আমা হইতে ইহা সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।" স্বনামে গ্রন্থ প্রকাশ করার সাহসও সম্ভবত তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে লাভ করেন।

আলোচ্য দশকে নবীন লেখকদের রচনা প্রকাশের মস্ত আশ্রয় ছিল ঈশ্বর গুপ্তর 'সংবাদ প্রভাকর'। এই কাগজেই তখন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁরা তখন কলেজীয় ছাত্র—ঈশ্বর গুপ্তের মুখ্য শিষ্যরূপে কবিতা লিখেছেন। স্বভাবতই, নবীন লেখিকাদেরও রচনা প্রকাশের আশ্রয় হয়েছে 'সংবাদ প্রভাকর'। ২০টি রচনার মধ্যে ১৭টি রচনাই 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হতে দেখি। শুধু তিনটি রচনা অন্য পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। একটি প্রকাশিত হয় 'সুলভ পত্রিকা'-য়, আর দুটি যথাক্রমে 'সংবাদ ভাস্কর' ও 'পূর্ণিমা' পত্রিকায়। ঈশ্বর গুপ্ত মহিলা লেখিকাদের সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। প্রেরিত রচনা সংশোধন করে প্রকাশযোগ্য করেছেন। নবীন লেখিকাদের কাছ থেকে তাই রচনার সঙ্গে এইরকম পত্র এসেছে—"বহুগুণালঙ্কৃত মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর মহাশয় বহুগুণ-মন্দিরেষু! এ অধিনী কর্ত্তৃক পয়ার ছন্দে বিরচিত নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনানন্তর প্রকাশ করিয়া উৎসাহ

১। বসন্তকুমার সামন্ত, সম্পাদক, 'বঙ্গমহিলারচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ', ১৯৯৪, পৃঃ ৬১। কিন্তু 'সম্বাদ-ভাস্কর', ২১ আগস্ট, ১৮৫৬, ৫৭ সংখ্যায় মুদ্রিত শ্রী বিদ্যাদেবীর প্রেরিত পত্রে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ায় বিদ্যাসাগরের গুণগান করা হয়েছে। [দ্রঃ প ৮]

বর্দ্ধনে আজ্ঞা হইবেক!" (দ্রঃ প ৯) অথবা "...মল্লিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনপূর্ব্বক মহাশয় ভুবনোজ্জ্বল পত্রৈক পার্শ্বে যৎসামান্য স্থান দান করিয়া এই হীনমতি অবলার উৎসাহ বর্দ্ধনে বাধিত করিবেন।" (দ্রঃ প১০)। একই অনুরোধ ব্যক্ত হয়েছে প ১১, প ১৭, প ২০ সংখ্যক রচনাগুলিতে।

ঈশ্বর গুপ্তও মনোনীত লেখা ছেপেছেন প্রকাশ্যে সমাদর প্রদর্শন করে—"আমাদের স্নেহকারিনী মাসী শ্রীমতী থাকমণি দেবী ঠাকুরাণী প্রভাকরের উদ্দীপন করনার্থ শরদ্বর্ণনময়ী কবিতা প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পুলকিত চিত্তে তাহা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।...কবিতার ভাব, রস, অভিপ্রায় ছন্দ ইত্যাদি...অতি মধুর এবং মনোরম হইয়াছে।" (দ্রঃ প ১৯)।

মুখ্যতঃ ঈশ্বর গুপ্তর প্রভাবে রচনাগুলির সিংহভাগ সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে। কতকগুলি রচনায় প্রকাশ পেয়েছে মেয়েদের সমস্যা ও দুরবস্থার কথা। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিধবাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। 'বসন্তের প্রতি বিধবার উক্তি' অনামা কবিতায় লেখিকা নিজের নাম গোপন রেখে বৈধব্য যন্ত্রণা ব্যক্ত করে বলেছেন যে বিরহানলোদ্দীপক বসন্ত ঋতু বঙ্গ দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হবার পর যেন দেখা দেয়। দ্বাদশ বর্ষীয়া শ্রীমতী—দাসী সম্পাদককে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য আবেদন করেছেন। 'মাতার প্রতি কোন বিদ্যার্থিনী কন্যার উক্তি' (প ৬) কবিতায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। এইসব রচনাতে 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থের মত নারীবাদী ভাবনার সূচনা লক্ষ্য করি।

তৃতীয় অধ্যায়

কাল ঃ ১৮৬০-১৮৬৯ (পৌষ ১২৬৬-পৌষ ১২৭৬)

।। ১।।

মহিলারচনা প্রকাশের দ্বিতীয় শতক, অর্থাৎ ১৮৬০-১৮৬৯ এই দশ বছরের রচিত মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকায় মুদ্রিত রচনাবলীর পরিমাণ ও বৈচিত্র্য আমাদের চমকিত করে। এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে নিচের পরিসংখ্যান ঃ

দশক ১৮৫০-৫৯	**দশক ১৮৬০-৬৯**
মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ ৫	**মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ ১৯**
কাব্য-চাম্পূ...১	কাব্য ...৫
উপন্যাস...১	কাব্য-গান ...১
প্রবন্ধ গ্রন্থ...৩	কাব্য-চম্পূ ...১
	নাটক ...২
	উপন্যাস ...২
	ছোটগল্প ...১
	প্রবন্ধ গ্রন্থ ...৭
মোট সংখ্যা ৫	মোট সংখ্যা ১৯
পত্র পত্রিকায় মুদ্রিত রচনা ঃ	**পত্র পত্রিকায় মুদ্রিত রচনা ঃ**

৪টি পত্রিকায় ২০টি রচনা	৭টি পত্রিকায় ১২৩টি রচনা
কাব্য ... ১৩	কাব্য ...৫৭
প্রবন্ধ ১০ ...৭	কাব্য-চম্পূ ...১০
	উপন্যাস ...১
	প্রবন্ধ ...৫৫
মোট সংখ্যা ২০	মোট সংখ্যা ১২৩
ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ ×	**ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ ৭**
	কাব্য...২
	উপন্যাস...১
	প্রবন্ধ...৪

দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য দশকে মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা এক লাফে প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পত্র পত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনা বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় গুণের বেশী। রচনার বৈচিত্র্য বহুধা হয়ে দেখা দিয়েছে এই সব রচনায়। গ্রন্থের মধ্যে পাচ্ছি কাব্য, কাব্য-চম্পু, কাব্য-গান, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, নানা বিষয়ের প্রবন্ধ পুস্তক ও জীবনী। পত্র-পত্রিকায় পাচ্ছি নানাবিধ কবিতা ও গদ্যরচনা।

এই দশকেই প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম উপন্যাস 'মনোত্তমা' (হিন্দুকুল-কামিনী প্রণীত, প্রকাশকাল ঃ ১৮৬৮); প্রথম প্রবন্ধপুস্তক 'কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' (লেখিকা ঃ বামাসুন্দরী দেবী, প্রকাশকাল ঃ ১৮৬১); প্রথম নাটক 'উর্ব্বশী নাটক' (লেখিকা ঃ কামিনীসুন্দরী দেবী, প্রকাশকাল ঃ ১৮৬৬); প্রথম শিশু শিক্ষার বই 'বালাবোধিকা' (লেখিকা ঃ কামিনীসুন্দরী দেবী, প্রকাশকাল ঃ ১৮৬৮); এবং একাধারে বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম জীবনী গ্রন্থ তথা পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থ 'নারীচরিত' (লেখিকা ঃ মার্থা সৌদামিনী সিংহ, প্রকাশকাল ঃ ১৮৬৫)।

সৌদামিনী ছিলেন শিক্ষিকা। তিনি ছাত্রীদের উপযোগী করে 'নারীচরিত' গ্রন্থটি লেখেন। এই গ্রন্থে লেখিকা আদর্শ-গুণাবলী বিশিষ্ট কতিপয় ইউরোপীয় মহিলার জীবন চরিত ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির মূলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' (১৮৪৯) এবং 'চরিতাবলী' (১৮৫৬) গ্রন্থ দুটির প্রভাব থাকতে পারে। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থদ্বয়ের সবই পুরুষচরিত্র, সৌদামিনী সিংহের গ্রন্থটিতে সবই নারীচরিত্র। গ্রন্থটি বিদ্যাসাগরের গ্রন্থদুটির পরিপূরক বলা চলে।

বামাসুন্দরী দেবীর 'কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' বইটির আর এক গৌরব হল যে এটি বাংলা সাহিত্যে বঙ্গ মহিলারচিত দ্বিতীয় মুদ্রিত পুস্তক। এই বিশেষত্বের জন্যে বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত (বসন্ত কুমার সামন্ত, সম্পাদক, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ) 'বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ'-র অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'দ্বিজতনয়া' ছদ্মনামে প্রকাশিত কামিনীসুন্দরী দেবীর 'উর্ব্বশী নাটক' বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত নাটক। 'দ্বিজতনয়া' যে কামিনীসুন্দরী দেবী, তা জানা যায় লেখিকার পরবর্তী বা দ্বিতীয় গ্রন্থটি মারফৎ। 'বালাবোধিকা' [খ্রিঃ ১৮৬৮] শীর্ষক এই পুস্তকে "উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী প্রণীত" কথাগুলি আখ্যা পত্রে মুদ্রিত হয়েছে। কামিনীসুন্দরীর 'উর্ব্বশী নাটক' বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম নাটক হবার গৌরবের সঙ্গে আরও একটি গৌরবের অধিকারী

হয়েছে বলা চলে। তা হল এই যে, কামিনীসুন্দরী যেমন 'জৈমিনী-সংহিতা'-র দন্ডী-পর্ব কাহিনী অবলম্বনে তাঁর নাটকটি লেখেন, তেমনি পরে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঐ একই কাহিনী গ্রহণ করে তাঁর 'পান্ডব-কৌরব' নাটকটি রচনা করেন। কামিনীসুন্দরী তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় ('বিজ্ঞাপন'-এ) লেখেন, "দন্ডীপুরাণের বৃত্তান্তে উর্ব্বশী ও দন্ডী রাজাই প্রধান। আমিও নাটকে তাহাদেরই প্রাধান্য রাখিয়াছি। সুতরাং আমার গ্রন্থে অপবিত্র প্রণয়ের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কেবল তাহা বলিয়াই সুক্ষ্মদর্শী [sic] পাঠকমন্ডলী আমার গ্রন্থকে অনাদর করিবেন না।"

সম্ভবতঃ রচনার গুণে 'উর্ব্বশী নাটক' পুরুষরচিত বলে অনুমিত হয়েছিল। তাই দেখা যায় সমকালীন পত্রিকা 'রহস্য সন্দর্ভ'-তে মুদ্রিত এই উক্তি "সম্প্রতিকার প্রকাশিত একখানি স্ত্রীরচনার প্রতি সাধারণের সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া ইহা বক্তব্য যে প্রস্তাবিত পুস্তক [উর্ব্বশী নাটক] প্রকৃত দ্বিজতনয়ার রচনা বটে, তদ্বিষয়ে কলেজের একজন অধ্যাপক সাক্ষ্য দিয়াছেন, অতএব তাহার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।" (রহস্য সন্দর্ভ, ৩য় পর্ব, ৩১খ, পৃঃ ১১২)।

নাটকটি চার অঙ্কের। কখনও অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। আবেগবিনদ্ধ দৃশ্যে পাত্রপাত্রীর উক্তি হয়েছে পয়ারবন্ধ কবিতা। বেশ কয়েকটি গানও আছে নাটকটিতে। একালের সমালোচনাতেও কামিনীসুন্দরী প্রশংসিত হয়েছেন। বলা হয়েছে, "তাঁহার রচিত সঙ্গীতসুন্দর—সংলাপও কবিত্বপূর্ণ এবং পয়ারছন্দে বিরচিত'। (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ৩৯)।

আলোচ্য দশকের দ্বিতীয় নাটক 'কষ্মিন্ হিন্দুমহিলা' রচিত 'বল্লালীখাত নাটক' যাতে বহুবিবাহের দোষ দেখানো হয়েছে, সেটি "আসলে নারী রচনা না হওয়াই সম্ভব" বলে মন্তব্য করেছেন আচার্য সুকুমার সেন। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ১৩৬)। কেন এই অনুমান তার কোনো কারণ তিনি জানাননি। আমরাও এই 'হিন্দুমহিলা'-র কোনো পরিচয় জানতে পারিনি। তাঁর নাম, কিম্বা তিনি যে সত্যিই মহিলা তার কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি।

।। ২।।

আমাদের অনুসন্ধানে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর পর 'মনোত্তমা' হল মহিলারচিত দ্বিতীয় বাংলা উপন্যাস। কিন্তু যেহেতু 'ফুলমণি ও করুণা' বিদেশি মহিলারচিত, সে-কারণে 'মনোত্তমা' হল বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম ব্যাংলা উপন্যাস। অন্তত উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস। কিন্তু এই স্বীকৃতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও অনুচ্চারিত।[১] এটি 'নবপ্রবন্ধ' মাসিক পত্রিকায় ১২৭৪ আশ্বিন থেকে মাঘ [১৮৬৭-৬৮] সংখ্যা পর্যন্ত ক্রমশঃ মুদ্রিত হয় এবং ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে, মহিলা লেখিকারাও পত্রিকার পৃষ্ঠায় ক্রমশঃ প্রকাশের জন্য বরাত পাচ্ছেন। অথবা এমনও বলা যায় যে, তাঁদের রচিত উপন্যাস/উপন্যাসোপম রচনা ক্রমশঃ প্রকাশের জন্যে পত্র পত্রিকায় গৃহীত হচ্ছে। এবং পরে সেই ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা পুস্তক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

৫৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'মনোত্তমা'-র প্রথম খণ্ড [part-I]-এর উল্লেখ আছে 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ' ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংগৃহীত বাংলা পুস্তকের তালিকায় পরবর্তী কোন খণ্ডের উল্লেখ নেই। আমরা 'মনোত্তমা' পুস্তকটি চাক্ষুষ করিনি। তবে 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত 'মনোত্তমা'-র অংশগুলি, এবং 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকাতেই মুদ্রিত 'মনোত্তমা'-

র একটা সমালোচনা দেখেছি। এই সমালোচনা থেকে 'মনোত্তমার' পরিচয় প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। —"এই পুস্তক কয়েকমাসের 'নবপ্রবন্ধে' ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রথম খন্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী ইহার অবান্তর নাম [Sub-title] 'দুঃখিনী সতী চরিত' নির্দেশ করিয়াছেন, যথার্থই ইহা তাহাই। পতিব্রতা কামিনী সুশিক্ষিতা হইলে সংসারে কত সুখ বহু শিক্ষিত স্বামী তাহা বুঝিতে পারেন; কিন্তু স্বামী যদি মূর্খ, অসচ্চরিত্র ও অপব্যয়ী হয়, তাহা হইলে সেই সংসারে অহরহ অগ্নিবৃষ্টি হইতে থাকে। 'মনোত্তমা' যখন 'নবপ্রবন্ধে' প্রকাশিত হয় তৎকালে আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠ করিয়া যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, একত্রে দর্শন করিয়া তদপেক্ষা শতগুণে সন্তোষ জন্মে। যুবক সম্প্রদায় ইহা পাঠ করিয়া দেখিবেন, সাংসারিক অবস্থার সহিত ইহার কতদূর ঐক্য। বিদ্যারসগ্রাহিণী যুবতীরা পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদিগের মনের সহিত ইহার কতদূর ঐক্য এবং বিদ্যালয়ের বালিকাগণ ইহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে বিবাহপ্রথা কিরূপ হইলে সুখের হয়।

স্ত্রীলোকের লিখিত বলিয়া আমরা এতদূর প্রশংসা করিতেছি না। যথার্থই ইহার মধ্যে সার আছে।"...(নবপ্রবন্ধ, আ ১৩৭৫/১৮৬৮)।

'মনোত্তমা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। ইতিপূর্বে ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ সালে যথাক্রমে 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুন্ডলা' প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে যুগান্তর ঘটান। কিন্তু 'মনোত্তমা' বঙ্গিম-প্রভাবমুক্ত। ওই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক অথবা রোমান্স নয়। এতে

[১]। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে (২য় খ, ৫ম সং, ১৩৭০, পৃঃ ২৩৬; ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ২০৬) বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর থেকে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিম-অনুগতি সূচক যে কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ আছে তার মধ্যে অজ্ঞাতনামার 'মনোত্তমা' (১৮৬৮)-রও উল্লেখ আছে। কিন্তু সুকুমার সেন 'মনোত্তমা'-র শুধু নাম নিয়েছেন, কোন মন্তব্য বা আলোচনা করেননি। অনুরূপা দেবী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "বাঙ্গালী নারীর লেখা প্রথম গার্হস্থ্য উপন্যাস হেমাঙ্গিনী দেবীর মনোরমা ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হলেও ছাপা হয় ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে"। (সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি, ১৩৫৬/১৯৪৯; পৃঃ ১৩২)। স্পষ্টতই, অনুরূপা দেবী মনোত্তমা-র সন্ধান পাননি।

জ্ঞানেশ মৈত্র তাঁর 'নারীজাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৮০) "হেমাঙ্গিনী দেবীর মনোরমা-র (১৮৬৬) প্রথম সামাজিক উপন্যাসের মর্যাদা পাওয়া উচিত"। দেখা যাচ্ছে, শ্রী মৈত্রও মনোত্তমা-র সন্ধান পাননি। তাছাড়া, 'মনোরমার' প্রকাশকাল ১৮৬৬ নয়, প্রকাশকাল হল ১৮৭৪। সম্ভবত জ্ঞানেশ মৈত্র 'মনোরমার' রচনাকালকে প্রকাশকাল রূপে গ্রহণ করেছেন। চিত্রা দেব তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', ১৩৯২ (১৩০০ মুদ্রণ) পৃঃ ৪১-এ লিখেছেন "অনেকের মতে প্রথম উপন্যাসিকের নাম শিবসুন্দরী দেবী। তাঁর তারাবতী প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে (মতান্তরে ১৮৭৩ সালে), শিবসুন্দরী ছিলেন পাথুরেঘাটার হরকুমার ঠাকুরের স্ত্রী"। "অনেকের মতে" বলতে কে বা কারা তার কোনো উল্লেখ করেননি শ্রীমতী দেব। প্রকৃতপক্ষে 'তারাবতী' [তারাবতী-উপাখ্যান] প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এবং লেখিকা হিসেবে ছাপা হয়, 'হরকুমার ঠাকুরের সহধর্মিনী' (দ্রঃ গ ৩৮)। শিবসুন্দরী দেবীর নাম শ্রীমতী দেব প্রদত্ত তথ্য। 'মনোরমা-রচয়িত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী নিজেই তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রতে লিখেছেন যে উপন্যাসটি তিনি ১২৭২ সালে লিখতে বসেন এবং ঐ বছরেই শেষ করেন (দ্রঃ গ ৪৬ টীকা)। এই সূত্রেই 'মনোরমার' রচনাকাল জানা গেছে। 'মনোত্তমা' করে রচিত হয় সে সম্পর্কে মনোত্তমা-রচয়িত্রী কিছু লিখে যাননি। রচনাকাল ১২৭২, কিম্বা তার আগে অথবা তার পরে হতে পারে। যেহেতু মনোত্তমা-র মুদ্রণ শুরু হয় 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকায় ১২৭৪ থেকে সেহেতু এটা স্পষ্ট যে মনোত্তমা-র রচনাকাল 'মনোরমা'-র রচনাকালের যথেষ্ট কাছাকাছি। বলতে পারি 'মনোত্তমা' ও 'মনোরমা' প্রায় একই সময়ে লেখা হয়। কিন্তু গ্রন্থের কালানুক্রমিক পারম্পর্য নির্ণীত হয় প্রকাশ কালের সাক্ষ্যে, অতএব 'মনোত্তমা' (১৮৬৮) আগে, পরে 'মনোরমা' (১৮৭৪)।

চিত্রিত আছে বাঙালির বাস্তব জীবন, ব্যক্ত হয়েছে বাঙালি নারীর দুরাবস্থার কথা। 'মনোত্তমা'-র আর এক গৌরব এই যে এটি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪)-র পূর্বজ।

কৈলাসবাসিনী দেবীর বিশ্বশোভা প্রসঙ্গে আচার্য সুকুমার সেন জানিয়েছেন, "যতদূর জানা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ছাপার অক্ষরে লেখাপড়া শেখা প্রথম বাঙ্গালী মহিলা সাহিত্যিক হইতেছেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ছোট ভাই (এবং তাঁহারই মত হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র) প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও কর্মী কিশোরীচাঁদ মিত্রের (১৮২২-১৮৭৩) পত্নী কৈলাসবাসিনী দেবী (?-১৮৯৫)। কৈলাসবাসিনীর গদ্য-পদ্য রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে বাহির হইত কিন্তু তাহাতে লেখিকার নাম থাকিত না। এই রচনাগুলির একটি সংকলন বিশ্বশোভা (১৮৬৯) বাহির হইয়াছিল।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ৫২-৫৩)।

এই 'বিশ্বশোভা'-র বিশেষত্ব সম্পর্কে সমকালীন সমালোচনায় বলা হয়, "...মধ্যে মধ্যে গীতের ন্যায় ললিত ছন্দ রচনা পূর্বক গদ্য পদ্যময় এই নবীন চম্পূ কাব্যের প্রথম অবতারণা বাঙলাতে করিলেন।" (অবোধবন্ধু, আ ১২৭৬, পৃঃ ৩২)।

এই সমালোচনার সাক্ষ্যে কৈলাসবাসিনী দেবীকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম চম্পূকাব্য রচনা করার সম্মান প্রদান করতে হয়। কিন্তু চম্পূর নিদর্শন কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৬) কাব্যগ্রন্থেও পাওয়া যায়। গ্রন্থের শেষ দুটি অংশ যথাক্রমে, 'বালবিধবা মাতঙ্গিনী ও সৌদামিনীর কথোপকথন' এবং 'অধিবেদন' গদ্যে পদ্যে রচিত। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, "পদ্যের সঙ্গে গদ্যের ব্যবহার এই সময়ের আখ্যায়িকায় অথবা উপদেশমূলক কাব্যে অসুলভ নয়।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, পৃঃ ৩২)। আমরা চিত্তবিলাসিনী-কে চম্পূ-কাব্য হিসেবেই গণ্য করেছি।

।। ৩।।

এই দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয় বামাবোধিনী সভা। এই ঘটনা বাংলা সাহিত্যে মহিলারচনা প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। ইতিপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ কয়েকজন যুবক ব্রাহ্ম নেতার উদ্যোগে বামাবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল, (১) এ দেশীয় নারীগণের মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ; (২) শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা; (৩) বাঙালি পরিবার সমূহে বয়স্কা স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন এবং (৪) নারী জাতির মঙ্গল উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সাহায্য দান। (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্য সংস্কৃতি, ১৯৫৮, পৃঃ ৭৩)।

বামাবোধিনী সভার উদ্যোগে ও উমেশচন্দ্র দত্ত-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বামাবোধিনী' পত্রিকা। এটি মাসিক পত্রিকা, যার সূত্রপাত ঘটে ভাদ্র ১২৭০ বঙ্গাব্দ থেকে এবং যার আয়ুষ্কাল ছিল দীর্ঘ ষাট বছর।

'বামাবোধিনী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 'উপক্রমণিকা'-য় ঘোষণা করা হয়—"এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যকীয় সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে।" এবং আশ্বিন ১২৭০ দ্বিতীয় সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'-তে পত্রিকার সুস্পষ্ট নীতি ঘোষিত হয়—"বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদরপূর্বক গৃহীত হইবে এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইবে। লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব নামধাম সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিবেন।"

যেমন ঘোষণা তেমনি কাজ। মেয়েদের কাছে বামাবোধিনী হয়ে ওঠে তাদের নিজেদের পত্রিকা, তাদের আত্মপ্রকাশের অন্তরঙ্গ মাধ্যম, উন্মুক্ত ক্ষেত্র। পত্রিকার তিন সংখ্যার পর ৪র্থ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ১২৭০ সংখ্যা থেকে প্রায় প্রতি সংখ্যায় এই কাগজে একাধিক নারীরচনা প্রকাশ পেতে থাকে। 'বামাবোধিনী' পত্রিকা বেরুবার আগে ১৮৬০ থেকে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, তিন বছরের সময়সীমায় মাত্র ১৪ [তত্ত্ববোধিনী-৯; সোমপ্রকাশ-৩; সংবাদপ্রভাকর-১ বামাবোধিনী-১] টি মহিলারচনার সন্ধান পাই। কিন্তু ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৯-এর শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়সীমায় এক 'বামাবোধিনী' পত্রিকাতেই ৮৮টি মহিলা রচনা মুদ্রিত হয়। অন্যান্য পত্রিকায় মাত্র ২১টি রচনা মুদ্রিত হয়। এগুলির হিসেব হল ঃ 'নবপ্রবন্ধ'-৩, 'সংবাদপ্রভাকর'-৫, 'অবোধবন্ধু'-৬, 'হিতসাধক'-৪ ও 'তত্ত্ববোধিনী'-৩।

এই দশকেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লেখিকার রচনা মুদ্রিত হতে দেখা যায়। একজন খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়ভুক্ত, নাম মার্থা সৌদামিনী সিংহ, যাঁর বিশিষ্ঠ গ্রন্থ 'নারীচরিত'-এর উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। অন্যজন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, নাম বিবি তাহেরণন্নেছা। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় এঁর একটি রচনা মুদ্রিত হয়। রচনাটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা একটি পত্র (দ্রঃ **প** ৪৮)।

এই দশক থেকেই প্রথম দেখা যায় মহিলারচিত কিছু[১] রচনা পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থাৎ তখন থেকে পত্র পত্রিকার সৌজন্যে ও সহায়তায় লেখিকারা বড়মাপের লেখা প্রকাশের সুযোগ পেতে শুরু করেছেন, এবং সেই কারণে তাঁদের কলম থেকে বহির্গত বড় মাপের লেখার সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান হয়েছে।

।। ৪।।

আলোচ্য ১৮৬০-৬৯ দশকে মহিলারচিত ৭টি কাব্য ও কাব্যজাতীয় গ্রন্থ (কাব্য-৫; কাব্য-গান-১; কাব্য-চম্পূ-১) এবং 'বামাবোধিনী' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত ৬৭ (কাব্য ৫৭; কাব্য-চম্পূ ১০)টি কবিতা ও কবিতাজাতীয় রচনা মিলিয়ে কাব্যরচনার পরিমাণ যথেষ্ট বলা যায়। কিন্তু এইসব কাব্যে তখনকার নবীন কবিতা, যার অভ্যুদয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদনের সৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল-তার কোন প্রভাব বা ছায়া দেখা যায় না। এইসব কবিতা রচিত হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাকে সামনে রেখে। বেশিরভাগ কবিতারই বিষয়বস্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মত পরমার্থিক-নৈতিক এবং সামাজিক। কিছু কবিতা রচিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর আদলে এবং ছন্দের লঘু-গুরু মাত্রা ব্যবহার করে। কিছু কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে দুঃখশোকের আবেগ যা বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে নারীর অকালবৈধব্য, বিদ্যাশিক্ষার একান্ত অভাব তথা সংসারে নারীর নিপীড়িত অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। কবিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল বলে মনে হয় না। শুধু ছন্দই ছিল গদ্য ও কবিতার পার্থক্য নির্ণয়ের মাপকাটি। ছন্দবদ্ধ ভাষা অর্থাৎ কবিতা যে-কোনো বিষয়েরই বাহন হতে পারে এমন ধারণাও বলবৎ ছিল। তাই দেখা যায়, পয়ারছন্দে বিরচিত হয়েছে 'শিল্পবিদ্যা'-র কথা (দ্রঃ **প** ৫৮.১-**প** ৫৮.২)। অন্যত্র, আবেগমূলক কবিতাতেও ঈশ্বর গুপ্ত-র অনুসরণ

---

[১] (দ্রঃ **প** ৫৮.১-**প** ৫৮.২: **প** ৬৬.১-**প** ৬৬.৫; **প** ৭৩.১-**প** ৭৩.৩: **প** ৯৫.১-**প** ৯৫.৪: **প** ১০৫.১-**প** ১০৫.২ **প** ১১১.১-**প** ১১১.২ **প** ১১৩.১-**প** ১১৩.২)।

স্পষ্ট। যেমন—

"***
ভার্য্যা ম'লে কে কোথা ত্যাজে ভোগসুখ।
আবার করিতে বিয়া কে হয় বিমুখ।।
তবে কেন ভিন্নভাব ভিন্ন আচরণ।
পতি ম'লে রমণীর জিয়ন্তে মরণ।।..." (প ৩১)
কিম্বা
"***
কৌলিন্য প্রথাদি আর আর বৈধব্য আচারে
চিরদুঃখ দিতেছ এ হিন্দু অবলারে।
বিদ্যাহীনা জ্ঞানহীনা যত নারীগণ,
রয়েছি সকলে মোরা পশুর মতন।..." (প ৭১)

।। ৫।।

এই দশকে মহিলারচিত গদ্যরচনার অগ্রগতি খুবই আকর্ষণীয়। বিগত দশকে, অর্থাৎ মহিলারচনা প্রকাশের প্রথম দশ বছরে সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লেখা পত্র ছাড়া মহিলারচিত কোন প্রবন্ধ বা গদ্য রচনার দর্শন মেলে না। কিন্তু এই দশকে ৭টি প্রবন্ধ গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় ৫৪টি প্রবন্ধ মুদ্রিত হতে দেখা যায়। এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সম্পাদককে লেখা ৮টি পত্র। প্রবন্ধ পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু পুস্তকগুলির শিরোনামেই প্রকট (দ্রঃ **গ** ৬; **গ** ৮; **গ** ১০; **গ** ১৮; **গ** ২৩ ইত্যাদি)। পত্র পত্রিকাভুক্ত প্রবন্ধের বেশ কিছুর বিষয়বস্তু হয়েছে প্রবন্ধ পুস্তকগুলির মত নারীবিষয়ক ভাবনা। এই নারীভাবনা প্রসারিত হয়েছে অন্য দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহের মধ্যে। (দ্রঃ **প** ১২৮)

এই আগ্রহের পেছনে মার্থা সৌদামিনী সিংহ রচিত 'নারীচরিত' গ্রন্থটির প্রেরণা থাকতে পারে। এই গ্রন্থে কতিপয় ইউরোপীয় মহীয়সী মহিলার জীবনকথা বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক রূপে প্রচলিত ছিল।

নারীবিষয়ক বিষয়বস্তু ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়েও কতকগুলো প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, যথা- 'প্রদর্শন'-এর উপকারিতা, 'আশা', 'লজ্জা', 'দয়া', 'পানীয় জল', 'পরাধীনতা'। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মেয়েরা আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা অতিক্রম করে বিমূর্ত চিন্তার প্রতিও আকৃষ্ট হচ্ছেন। ১২৭৫ বৈশাখ সংখ্যার 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত কৈলাসবাসিনী দেবী-র 'সভ্যতা ও সমাজ সংস্কার' (**প** ১১০) প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদকের উদ্দেশ্যে মেয়েদের লেখা পত্রগুলির প্রতিভূ হিসেবে বিবি তাহেরণলেছার পত্রটি (**প** ৪৮) অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।—"পুত্র বিদ্বান হইলে সে যেমন তৎপ্রভাবে পিতৃকুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের স্বার্থকতা লাভ করে; পুত্রি বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথাবলম্বিনী হইলে, সে যে তদ্রূপ পিতৃ ও স্বামী উভয়কূল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি?...অতএব হে দেশীয় সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা আর স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা দিতে উদাসীন থাকিবেন না।"

চতুর্থ অধ্যায়

কাল ১৮৭০-১৮৭৯ (পৌষ ১২৭৬-পৌষ ১২৮৬)

॥ ১॥

আলোচ্য দশকেও মুদ্রিত মহিলারচনার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচে তুলনামূলক পরিসংখ্যান দিচ্ছি—

দশক ১৮৬০-৬৯

মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ ১৯

কাব্য ...	৫
কাব্য-গান ...	১
কাব্য-চম্পূ...	১
নাটক ...	২
উপন্যাস ...	২
ছোটগল্প ...	১
প্রবন্ধ গ্রন্থ ...	৭
মোট সংখ্যা	১৯

পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনা ঃ

৭টি পত্রিকায় ১২৩টি রচনা

কাব্য ...	৫৭
কাব্য-চম্পূ ...	১০
উপন্যাস ...	১
প্রবন্ধ ...	৫৫
মোট সংখ্যা	১২৩

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ ৭

কাব্য ...	২
উপন্যাস ...	১
প্রবন্ধ ...	৪

দশক ১৮৭০-৭৯

মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ ৬১

কাব্য ...	২৫
কাব্য-চম্পূ ...	৩
নাটক ...	৮
নাটক-গীতিনাট্য ...	৩
উপন্যাস ...	১১
প্রবন্ধ গ্রন্থ ...	১১
মোটসংখ্যা	৬১

পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনা ঃ

১৫টি পত্রিকায় ২১৪টি রচনা

কাব্য ...	১৩৬
কাব্য-চম্পূ ...	২
উপন্যাস ...	২
প্রবন্ধ ...	৭৪
মোট সংখ্যা	২১৪

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ ৭

কাব্য ...	৪
উপন্যাস ...	২
প্রবন্ধ ...	১

দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণেরও বেশি, এবং পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দু'গুণ। বিগত ১৮৬০-৬৯ দশকে ৭টি পত্রপত্রিকায় মহিলারচনা প্রকাশ পেয়েছে, আলোচ্য ১৮৭০-৭৯ দশকে ১৫টি পত্রপত্রিকায় মহিলারচনা মুদ্রিত হয়েছে. অর্থাৎ ১৮৭০-৭৯ দশকে দ্বিগুণের বেশি সংখ্যাক পত্রপত্রিকায় মহিলারচনা স্থান পেয়েছে।

প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। বিগত দশকে ১৯টি গ্রন্থের মধ্যে প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৭, অর্থাৎ ৩৬.৮৪ শতাংশ, আর আলোচ্য দশকে ৬১টি গ্রন্থের মধ্যে প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা হয়েছে ১১, অর্থাৎ ১৮.০৩ শতাংশ। পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ প্রবন্ধ রচনা সংখ্যা বিগত

দশকে ছিল ৪৪.৭১ শতাংশ আলোচ্য দশকে হয়েছে ৩৪.৫৮ শতাংশ। তার মানে, লেখিকারা কল্পনাত্মক রচনা বা রসসাহিত্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তখন সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই কল্পনার জোয়ার, রসসাহিত্য রচনার প্রবল তাগিদ। মনে পড়ছে সুকুমার সেনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ঃ "পূর্ববর্তী কয় দশকে গদ্য নিবন্ধের যে সমাদর ছিল আলোচ্য সময় তাহা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। উপন্যাসের আবির্ভাব ইহার জন্য দায়ী। যে পাঠক উপন্যাসের রসপায়ী হইয়াছে সহজে সে আর নীরস গদ্য ঠুকরাইতে যাইবে না"। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খ, ৫ম সং, ১৩৭০, পৃঃ ২৭১)।

মহিলারচিত নাটকের সংখ্যাও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ এই দশকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। ১৮৭২ ডিসেম্বর কলকাতা জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে "ন্যাশনাল থিয়েটার" স্থাপিত হয়। এরপর এই দশকেই দেখা দেয় হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং নাট্যরচনার বাড়বাড়ন্ত দেখা দেয়।

॥ ২॥

আলোচ্য দশকে ২৮টি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে নবাগতা প্রসন্নময়ী দেবী ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী উত্তরকালে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। প্রসন্নময়ীর 'আধ-আধ ভাষিনী' (গ ২৭) যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স ১৩ বৎসর। এবং গিরীন্দ্রমোহিনীর বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন তাঁর 'কবিতাহার' (গ ৪১)—কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং দু'জনেই খুব অল্প বয়স থেকে কবিতা রচনা শুরু করেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর 'কবিতাহার' (গ ৪১)—এ বঙ্কিমচন্দ্র কবি-প্রতিভা লক্ষ্য করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কাব্যগ্রন্থের উচ্চপ্রশংসা করে লেখেন, "শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোনপ্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আশীর্ব্বাদ করি নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী সর্ব্বসুখভাগিনী হউন।" প্রসন্নময়ী ও গিরীন্দ্রমোহিনী ছাড়া আর যাঁদের রচনা উল্লেখযোগ্য বলে সুকুমার সেন মনে করেছেন তা হল, অজ্ঞাতনামার 'কুসুমমালিকা' (১৮৭১), অন্নদাসুন্দরী দেবীর 'অবলাবিলাপ' (১৮৭২), ইন্দুমতী দাসীর 'দুঃখমালা' (১৮৭৪), বিরাজমোহিনী দাসীর 'কবিতাহার'-(১৮৭৬)[১], ভুবনমোহিনী দেবীর 'স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান' (১৮৭৮), 'নবীনকালী' দেবীর শ্মশানভ্রমণ (১৮৭৯)। (দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ২৩০)।

১৮৭৫-৭৬ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্স, (Prince of Wales) পরবর্তীকালে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড-এর ভারত আগমন উপলক্ষে ছোটবড় প্রায় সব লেখক, যথা বৃদ্ধ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্য খ্যাতিমান হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা যুবরাজের তথা ব্রিটিশ রাজত্বের প্রশস্তিসূচক রচনা প্রকাশ করেন। সবমিলিয়ে এক ভূরিপ্রমাণ 'যুবরাজ-সাহিত্য' তৈরি হয়। এই যুবরাজ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে গিরিন্দ্রমোহিনী রচিত ২৬-পৃষ্ঠার কবিতার বই—'যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষের শুভানুগমন' (১৮৭৫)[১]।

১। বিরাজমোহিনী খবর রাখেননি যে বছর তিন পূর্বে কবিতাহার (গ ৪১ আখ্যায় একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। [গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, কবিতাহার, ১৮৭৩]

কাব্যগ্রন্থগুলির অনেকগুলি হল ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি-এদের মধ্যে একটি, ভুবনমোহিনী দেবী (বেনারসবাসিনী)-র 'স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান' (গ ৬৮) দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত কাব্যগ্রন্থটি যথেষ্ট কৌতূহলবহ।

এই দশকেই পাওয়া যাচ্ছে গদ্যে-পদ্যে চম্পূর আদলে লেখা আখ্যায়িকা কাব্য, যেমন নবীনকালী দেবীর 'কামিনীকলঙ্ক' (১৮৭০), ভুবনমোহিনী দাসীর 'পদ্মকিসর' (১৮৭১?), অনামা-র 'মনোরমা' (১৮৭৩)। এই পর্যায়েই পড়ে শ্রীমতী ফয়জন্নেছা চৌধুরানী-র 'রূপজালাল' (১৮৭৬, গ ৫৯) ৪৮৪ পৃষ্ঠার প্রণয়মূলক উপাখ্যান চম্পূর আকারে লেখা। ফয়জন্নেছা-র 'রূপজালাল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এটি হল বঙ্গীয় মুসলমান মহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। পুস্তকটি সমকালে প্রশংসিত হয়— "...মুসলমান রমনীর বঙ্গভাষায় যে এতাদৃশ যত্ন আছে অথবা এরূপ সুশিক্ষিতা যবনী যে আছেন, তাহা আমরা বাস্তবই পূর্ব্বে জানিতাম না। ... এ পুস্তকখানি যে একজন রমনী বিশেষতঃ যবনী কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রশংসা করিলাম তাহা নহে। এরূপ রচনা কোন বিজ্ঞের লেখনী হইতে নিস্রাবিত হইলেও প্রশংর্সাহ।" (আদরিনী, ২য় খ, ১২৮৮, পৃঃ ১৬৮) জনৈক বঙ্গ-কুলকামিনী রচিত চম্পূর আদলে লেখা 'বিনায়বতী। উপন্যাস' (গ ৬৫) প্রণয়কাহিনীমূলক গ্রন্থটিও উল্লেখনীয়।

শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী দাসীর 'অবলাবিলাপ' (১৮৭২) কাব্যগ্রন্থটিও সমকালীন সমালোচনায় প্রশংসা পেয়েছে। বলা হয়েছে, "অন্নদাসুন্দরীকে স্ত্রীলোক বলিয়া কাহারও দয়া বা ক্ষমা করিতে হইবে না। তিনি যদি পুরুষ হইতেন, তথাপি তাঁহার কবিতা শ্রদ্ধার বিষয় হইত।" (বঙ্গদর্শন, ১ম খ, পৌ ১২৭৯, পৃঃ ৪২৯)।

নবীনকালী দেবীর ২৩৯ পৃষ্ঠার বৃহৎ কাহিনীকাব্য 'কামিনীকলঙ্ক' (গ ২৬) সম্পর্কে সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খন্ড, ৫ম সংস্করণ-এ (পৃঃ ৩৪) মন্তব্য করেন, 'গদ্য-পদ্যে লেখা নবীনকালী দেবীর 'কামিনীকলঙ্ক'-এর (১২৭৭ সাল) কাহিনীতে রচয়িত্রীর আত্মকথার ছায়া আছে বলিয়া মনে হয়, এবং সেই জন্য ইহা বাঙ্গালায় প্রথম বাস্তব উপন্যাসের প্রচেষ্টা বলিয়া দাবি করিতে পারে।"

'কামিনীকলঙ্ক'-কে আমরা যদিও চম্পূ-কাব্যভুক্ত করেছি, এটিকে গদ্যে-পদ্যে লেখা উপন্যাসও বলা চলে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে উপন্যাস বলেই চিহ্নিত করেছেন। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে নারী, ১৩৫৭/১৯৫০, পৃঃ ৮)।

॥ ৩॥

এই দশকে এগারোখানি (নাটক ৮ + গীতিনাট্য ৩) নাটকের সন্ধান আমরা পেয়েছি। তাদের সব-ক'টি বই-এর উল্লেখ আছে সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে। নাটকগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। গম্ভীর রসের গার্হস্থ্য নাটক (লক্ষ্মীমণি দেবীর চিরসন্ন্যাসিনী, ১৮৭২)

২। রবীন্দ্রনাথ তখন কিশোর। তিনি সেই বয়সেই এই প্রশস্তি-সমারোহে যোগ দেন নি। বরং রাজভক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি লেখেন-

ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা যে গায় গাক্ আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

—রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩র্থ খ, ও-সং, পৃঃ ৮৫০

যেমন আছে, তেমনি আছে গীতি-নাট্য (স্বর্ণকুমারী দেবীর বসন্ত-উৎসব, ১৮৭৯) এমনকি যাত্রা-পালার আদলে রচিত হয়েছে তরঙ্গিনী দাসীর 'সুগ্রীব-মিলন গীতাভিনয়। (বা) যাত্রা', ১৮৭৯। 'জনৈকা ভদ্রমহিলা প্রণীত' তিন-অঙ্কের নাটক 'সন্তাপিনী নাটক' (গ ৫৭)টিও চিরসন্ন্যাসিনী-র নাট্যকার লক্ষ্মীমণি দেবীর রচনা বলে মনে করা যেতে পারে। এর শেষে পয়ারে রচিত একটি পদ্য আছে, যার থেকে অনুমান করতে পারি যে লেখিকার নাম লক্ষ্মী-

"যেই রমনীর বাস কমলের দলে,
যেই ভামিনীতে থাকে স্থলে আর জলে...
যেই ললনাতে হয় ভিন্ধকনন্দিনী,
যেই নিতম্বিনী হয় গোলকবাসিনী,
যেই ক্ষীণাঙ্গিণী হয় অসিতাবরণী,
যেই দিল এই নাম জন্ম-সন্তাপিনী"।

আচার্য সুকুমার সেনের অভিমতে, "নাটকটিতে বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে দ্বিপত্নীকত্ব দোষ বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্তঃপুরাচিত্র বেশ বাস্তব এবং সুবর্ণিত। অবান্তর ভূমিকাগুলি জীবন্ত। মেয়েলি ছড়ার ছড়াছড়ি এবং নারীসুলভ বাগ্‌ভঙ্গি হইতে মনে হয় যে রচনাটি মেয়েরই লেখা, তিনি পুরুষের বেনামিতে নয়। ঈষৎ ব্যঙ্গের ঝাঁজ থাকায় সুখপাঠ্য।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ৩৬২)।

অনুরূপা দেবীও নাটকটির প্রশংসা করে বলেছেন, "সন্তাপিনী নাটকে বঙ্গ অন্তঃপুরের চিত্র খুব জীবন্ত; ব্যঙ্গ ও নারীসুলভ বাগ্‌-বিন্যাসে বইটি সুখপাঠ্য, বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে এবং বহু বিবাহের বিপক্ষে তৎকালোচিত যুক্তিতর্কও বইটিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়।' (অনুরূপা দেবী, সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি, ১৯৪৯, পৃঃ ১৩৪)।

কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি, লক্ষ্মীমণি প্রথম নাটকটি স্বনামে প্রকাশ করে, পরবর্তী নাটকটির বেলায় স্বনাম গোপন করলেন কেন? উত্তরে বলতে পারি, এর কারণ নাটকটির প্রতিপাদিত বিষয়বস্তু। এতে বিধবা বিবাহ পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত করা হয়েছে এবং এই বিবাহকে অস্বীকার করা যে দুঃশীলতার পরিচায়ক তা দেখানো হয়েছে। স্পষ্টতই, সামাজিক সংস্কারকে বেশ আঘাত করা হয়েছে। কাজটা লেখিকা স্বনামে করতে চাননি।

সুকুমার সেন মনে করেন, নাটকগুলির সবই মহিলারচিত নয়। তাঁর মতে, "শ্রীমতী নিতম্বিনী"-র 'অনূঢ়া যুবতী' নাটক নারীরচনা না হওয়াই সম্ভব।

এমনকি যে 'অপূর্ব্বসতী' নাটক-কে বঙ্গ মহিলারচিত প্রথম অভিনীত নাটক—এমনকি বঙ্গ মহিলারচিত প্রথম নাটকরূপে গণ্য হতে দেখা যায়, যেমন দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর 'বাংলার নট-নটী' গ্রন্থে (১৯৮৫) লিখেছেন অপূর্ব সতী নাটক রচয়িত্রী হলেন, "প্রথম মহিলা নাট্যকার"। (দেবনারায়ণ গুপ্ত, বাংলার নট-নটী, ১৯৮৫, পৃঃ ২৮)। সে নাটকটি নাকি আদপেই নারীরচিত রচনা নয়। এমন সিদ্ধান্ত করেছেন সুকুমার সেন, এবং এই সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ যুক্তি পেশ করেছেন। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৬)।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'অপূর্ব্বসতী' নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে প্রচুর প্রশংসা লাভ করে (আগস্ট ১৮৭৫)। বইটির আখ্যাপত্রে "শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত" লেখা আছে। আবার মুখবন্ধে ("অগ্রদৃষ্ট্য"-তে)

দু'জনের নাম আছে "শ্রী আশুতোষ দাস, প্রণেতা; শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত প্রণেত্রী।"

সুকুমার সেনের অনুমান, "গ্রন্থের লেখক ছিলেন আশুতোষ দাস (নামটি অবশ্যই ছদ্ম)। সুকুমারী দত্তকে তিনি গ্রন্থস্বত্ব দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে গ্রন্থের লেখিকাও করিয়াছিলেন এই কারণে যে পরবর্তীকালে কোন ব্যক্তি কিছুতেই গ্রন্থস্বত্বের দাবি উত্থাপন করিতে পারিবে না।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ৩৩৫)। এ কথার পরেও 'অপূর্ব্বসতী' নাটক রচনায় সুকুমারী দত্ত-র হাতও যে কমবেশি ছিল সে বিষয়ে পুনর্বিচার করার অবকাশ হয়ত আছে। বিচার করা যেতে পারে এই উক্তিও "বহু নাটকে অভিনয় করতে করতে ভাষা আয়ত্ত করার ফলে, তাঁর [অর্থাৎ সুকুমারী দত্ত-র] যে সাহিত্যবোধ জন্মেছিল তারই ফলশ্রুতি অপূর্ব সতী নাটক"। (দেবনারায়ণ গুপ্ত, বাংলার নট-নটী, ১৮৯৫, পৃঃ ২৬)।

উক্ত নাটকগুলির মধ্যে 'অপূর্ব্বসতী' নাটক ছাড়া আর কোনও নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে নাটকের পাঠক সংখ্যা মনে হয় ভালই ছিল—কামিনীসুন্দরী দেবীর 'রামের বনবাস' (২য় সং, ১৮৭৭) নাটকটি দু'বছরের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ একথা প্রমাণ করে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত-উৎসব' (১৮৭৯) হল এই দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক। এটি একটি গীতিনাট্য। সে সময়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'অপেরা' আখ্যায় যে ধরনের গীতিনাট্য চলিত ছিল, 'বসন্ত-উৎসব' তার থেকে ভিন্ন জাতের। এর মিল রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গীতিনাট্যের সঙ্গে[১], যার সূত্রপাত 'বাল্মিকী প্রতিভা' (১৮৮১) তথা 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) দিয়ে।

'বসন্ত-উৎসব'-এর কথাবস্তুর মিল আছে 'মায়ার খেলা'-র সঙ্গে। কিন্তু 'মায়ার খেলা' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এমনকি 'বাল্মিকী প্রতিভা'ও প্রকাশিত হয় ১৮৮১-তে, এবং বসন্ত-উৎসব প্রকাশের বছর দুই পরে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে নবীন গীতিনাট্য রচনার পথিকৃৎ হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। সমকালীন ইংরেজি ও বাংলার সমালোচনাতেও 'বসন্ত-উৎসব'-এর নূতনত্ব প্রশংসিত হয়েছিল।

'নববিভাকর' পত্রিকায় লেখা হয়, "আজকাল বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধভাবপূর্ণ গীতিনাট্য অতিবিরল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, মানভঞ্জন ইত্যাদি পুরাতন গল্প লইয়া যে সকল গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গবাসীদের রুচি যে অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বসন্ত উৎসব এরূপ সুরুচিনিন্দিত গীতিনাট্য নহে। ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে পরিপূর্ণ।" (পশুপতি শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭৮, পৃঃ ৩০৫)।

।। ৪।।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ৩৮১ পৃষ্ঠার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। আখ্যাপত্রে লেখিকার নাম ছিল না। অনামা এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ তৎকালে অভিনব বলে বিবেচিত হয়। 'সাধারণী' পত্রিকায় লেখা হয়, "দীপনির্ব্বাণ নামে

১। এইসব নাটক প্রায়শঃই ছাপা হত গীতিকা অথবা নাট্যগীতি নামে। যেমন ঃ এই দশকে নয়নতারা দে তাঁর 'মণি-মোহিনী' নাটককে গীতিকা (গ ৮৪) এবং পরের দশকের (১৮৮০-৮৯) প্রকাশিত 'বিনোদ-কানন বা গন্ধামিলন' নাটককে নাট্যগীতি (গ ৯১) আখ্যায় প্রকাশ করেন। এসব নাটকে যাত্রাগানের মত কথোপকথনে অধিকাংশই রচিত হত গদ্যে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ রচিত গীতিনাট্যে গদ্যের ব্যবহার আদৌ নেই—এগুলো আদ্যন্ত পদ্যে রচিত।

একখান অভিনব নভেল আমরা আলোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা, স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা এরূপ রচনা এরূপ সহৃদয়তা এরূপ লেখার ভঙ্গি বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।" (পশুপতি শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭৮, পৃঃ ১৪৮-১৪৯)। পরবর্তীকালে হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখেন, "বোধহয় বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর পরে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর। তাহা দীপনির্ব্বাণ।" (বঙ্কিম যুগের কথা, ভারতী, কা ১৩১৮, পৃঃ ৬৬৬)।

ঐতিহাসিক উপন্যাস দীপনির্ব্বাণের পর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় উপন্যাস। এটি ২৩৮ পৃষ্ঠার একটি সামাজিক উপন্যাস। প্রথমে এটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৫ বাঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে ১২৮৬-র অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসও সেকালের নানাবিধ ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার সম্বর্ধিত হয়।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মনোত্তমা', ১ম খন্ডর পর থেকে স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাস প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত খান দশেক গদ্যে রচিত পুস্তককে আমরা উপন্যাসের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এদের মধ্যে 'শ্রীমতী' সুরঙ্গিনী প্রণীত 'তারাচরিত' (১৮৭৫)-র কথাবস্তু রাজস্থানীয় ইতিহাসমূলক কাহিনী; বাকিগুলির কথাবস্তু সামাজিক বা গার্হস্থ্য। কিন্তু এদের কোনোটি প্রকৃত উপন্যাস, অর্থাৎ ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রসৃষ্টি ও জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকাশ হয়ে ওঠেনি। যথার্থ উপন্যাসের সৃষ্টি স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখাতেই দেখা দিল। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে মহিলারচিত যথার্থ উপন্যাস রচনার গৌরব স্বর্ণকুমারী দেবীরই প্রাপ্য। অন্যদের রচনায় উপন্যাসের যে ক্ষীণ স্রোত দেখা দেয়, তা স্বর্ণকুমারীর রচনায় হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ প্রবল স্রোতস্বিনী।

।। ৫।।

উপন্যাস ছাড়া এই দশকে অন্য যেসব গদ্য ও প্রবন্ধপুস্তক মুদ্রিত হয় তাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। দেখা যাচ্ছে এ দশকেও বালিকা-শিশু-শিক্ষার একটা বই লেখা হয়েছে। বইটি হল প্রতুলকুমারী দাসীর 'বালিকাবোধিকা' (১৮৭৭), বসন্ত কুমারী দাসীর ৭৩ পৃষ্ঠার 'যোষিদ্বিজ্ঞান' (১৮৭৫) পুস্তকে নারীশিক্ষা সহায়ক ২০টি নিবন্ধ আছে, যার একটি হল 'স্ত্রী-স্বাধীনতা'। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে অনামায় প্রকাশিত 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী'-র (গ ৩২) মুদ্রণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে 'জনৈক হিন্দুমহিলা' রচিত 'কবিতাহার' কবিতাগ্রন্থের 'ভূমিকা'য়—"পাঠক মহোদয়গণ! অদ্যাপি আমাদিগের ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গকামিনী আমরা কেহই বিদ্যাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই যে সামান্য রচনা করিয়া আপনাদের সমীপবর্ত্তীনী হই। এই আশা করা কেবল ভ্রম মাত্র।

তবে অভিজ্ঞতা নিবন্ধন কতিপয় পংক্তিপ্রচারের কারণ এই যে ইতিপূর্বে মদীয় স্বামীকে লিখিত পত্রাবলী তাঁহার কোনো প্রিয় বন্ধু দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দুমহিলার পত্রাবলী নামে প্রচার করেন। তদ্দৃষ্টে অনেকেই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অন্যান্য বিষয় রচনা করিতে বলেন। আমি কেবলমাত্র তাঁহাদের আগ্রহতিশয়ে সামান্য কতিপয় পদ্যরচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে সাহসী হইতেছি।..."

গত দশকের ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহিলারচনায় সমৃদ্ধ হয়ে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা মাসে নিয়মিত প্রচারিত হয়ে আসছিল। এই দশকে ১৮৭২ সালে বামাবোধিনী সভার উদ্যোগে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত মহিলারচনার একটা নির্বাচন সংকলন মুদ্রিত হয়। বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম

বিবিধ মহিলারচনার একটা নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হতে দেখা গেল। এই সংকলন গ্রন্থ এবং প্রসন্নময়ীর স্মৃতিকথা 'পূর্ব্বস্মৃতি' (গ ৪৮), (১৮৭৫) বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস-চর্চার পক্ষে অপরিহার্য তথ্য-উৎস।

১৮৭৬-এ প্রকাশিত নিমুমণি দাসীর 'পুলিশঘাটের হত্যাকান্ড' (গ ৫৮) অতীত দিনের একটি দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

এই দশকেব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল (শ্রীমতী) রাসসুন্দরী রচিত 'আমার জীবন', |প্রথম ভাগ| (১৮৭৬)। এটি বঙ্গ মহিলারচিত প্রথম আত্মচরিত এবং বাংলা সাহিত্যে একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী রচনা। বইটি যে কেবলমাত্র বঙ্গ মহিলারচিত প্রথম আত্মচরিত তা নয়, এটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত আত্মচরিত। গ্রন্থটিতে লেখিকা তাঁর জীবনের প্রথম ৬০ বছরের কথা বিবৃত করেছেন। এই বিবরণে মূর্ত হয়েছে সে দিনের সমাজ ও নারী জীবনের একটা অন্তরঙ্গ বাস্তব পরিচয়। লেখিকার জীবনের পরবর্তী ২৫ বছরের বৃত্তান্ত জানা যায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে। (দ্রঃ) (শ্রীমতী রাসসুন্দরী, আমার জীবন, ১৩০৫, পৃঃ ১৭৪)। আমাদের আলোচনীয় সময়সীমায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ছাড়াও পরবর্তীকালে ১৯৫৬ ও ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে পুনর্মুদ্রণের দ্বারা এ যুগেও বইটির গুরুত্ব বহুল ভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

॥ ৬॥

এই অধ্যায়ে প্রথমেই বলেছি যে আলোচ্য দশকে ১৫টি পত্রপত্রিকায় ২১৪টি রচনা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলির নাম ও কোন পত্রিকায় কত সংখ্যক রচনা মুদ্রিত হয়েছে, নিচে তার উল্লেখ করা হল।—

বামাবোধিনী (১৮৬৩) ...	১৪৬
অবলাবান্ধব (১৮৬৯) ...	১
বঙ্গবন্ধু (১৮৭০) ...	১
সুলভসমাচার (১৮৭০) ...	২
সাহিত্যমুকুর (১৮৭১) ...	৩
বঙ্গদর্শন (১৮৭২) ...	২
তমোলুক পত্রিকা (১৮৭৩) ...	২
পূর্ণশশী (১৮৭৩) ...	২
সাধারণী (১৮৭৩) ...	১১
আর্যদর্শন (১৮৭৪) ...	১
বান্ধব (১৮৭৪) ...	১
ভ্রমর (১৮৭৪) ...	১
বঙ্গমহিলা (১৮৭৫) ...	৩৬
ভারতী (১৮৭৭) ...	৪
মাসিক সমালোচক (১৮৭৯) ...	১

এদের মধ্যে ৩টি, অর্থাৎ 'বামাবোধিনী', 'সাধারণী', 'ভারতী' ছাড়া অন্যসব পত্রপত্রিকা এ দশকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকাটি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মহিলা-সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা নয়। এটি ১৮৭৫-এ ডাঃ ভুবনমোহন সরকার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'। দেখা যাচ্ছে এই পত্রিকাটিও 'বামাবোধিনী' তথা 'সাধারণীর' মতো মহিলারচনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। 'বামাবোধিনী'র মতো 'বঙ্গমহিলা'-ও মহিলারচনা প্রকাশের জন্যে প্রতি মাসে 'মহিলারচনা' শিরোনামে একটা পৃথক বিভাগ সংরক্ষিত রেখেছে। এটাও লক্ষণীয় যে 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব' ও 'আর্যদর্শন'-এর মতো উচ্চমানের পত্রিকাতেও মহিলারচনা মুদ্রিত হয়েছে।

এই দশকে ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনারও বৃদ্ধি দেখা যায়। ৪টি কবিতা ও ১টি প্রবন্ধ এদের প্রতিটি দুই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর ছিন্নমুকুল (**প** ৩৫৪.১-**প** ৩৫৪.১২) উপন্যাস ভারতী-র ১২টি সংখ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছে। ছিন্নমুকুলের পূর্বে কুললক্ষ্মী (**প** ৩২৮.১) নামে একটি উপন্যাসের প্রথম কিস্তি 'বামাবোধিনী', বৈশাখ ১২৪৮ (১৮৭৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পর আর কোনো অংশ এই দশকের শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হতে দেখা যায় না।

পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ ১৩৮টি (কাব্য ১৩৬ + কাব্য-চম্পূ ২) কবিতা ও কবিতাজাতীয় রচনার সংখ্যা পৃথুল হলেও[১] এদের বিষয়বস্তুর চরিত্র যে উল্লেখযোগ্য হয়নি তা আলোচ্য দশকেই 'বামাবোধিনী'-সম্পাদকের একটি মন্তব্যে ব্যক্ত হতে দেখি। আষাঢ় ১২৮২ (১৮৭৫) সংখ্যার 'বামাবোধিনী'-তে কাদম্বিনী বসু (হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী)-র 'নারিকেল বৃক্ষ' (**প** ২৬৮) শীর্ষক রচনাটি ছাপিয়ে সম্পাদক লেখেন, "সম্প্রতি কলিকাতার উপনগরস্থ বালিকা বিদ্যালয় সকলের যে বার্ষিক পরীক্ষা হয়, তাহাতে যত ছাত্রী রচনা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ইঁহার রচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা ও ঈশ্বর বিষয়ে সচরাচর রচনা লিখিয়া থাকেন, কিন্তু 'নারিকেল বৃক্ষ' বিষয়ে উপস্থিত প্রশ্ন পাইয়া যে বালিকা এরূপ সুসজ্জিত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ রচনা লিখিতে পারেন, তাহার শিক্ষা ও রচনা দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।" নারিকেল বৃক্ষ রচনাটি প্রবন্ধ। এটি উপলক্ষ্য করে সম্পাদক যে মন্তব্য করেছেন তা কবিতার ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। তবে বিষয় বৈচিত্র্য কবিতায় যে একেবারে দেখা দেয়নি এমন কথা বলব না। যেমন, ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতাকারে দেখতে পাচ্ছি দেশভ্রমণের বিবরণ—

"মাঘের প্রথমভাগে আনন্দিত চিতে।
বাষ্পরথে চলিলাম বিদেশ ভ্রমিতে।।
কত দেশ কত নদী এড়াইয়া যাই।
অবশেষে সোমভাদ্র দেখিবারে পাই।।..."(**প** ১৫০.১)

(শ্রীলক্ষ্মীমণি, বিদেশভ্রমণ, বামাবোধিনী, জ্যৈ ১২৭৭/১৮৭০)।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছন্দে লেখা হয়েছে ডেঙ্গুজ্বরের উপর কবিতা—

"গলবস্ত্র ওগো পিতঃ করি নিবেদন হে, করি নিবেদন।
এ বিপদে তব পদে করহ রক্ষণ হে, করহ রক্ষণ।।
কোথা ওহে দয়াময় জগত আশ্রয় হে, জগত আশ্রয়।

১ অনেক মহিলা-রচনা নিতান্ত উৎসাহ দানের জন্যে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। যেমন, ১২৮০/১৮৭৩ সালের 'পূর্ণশশী' পত্রিকায় (পৃঃ ২৮০-২৮১) (**প** ২৩৪) লেখা হয় "বর্তমান সময়ে অন্তঃপুর শিক্ষার উৎসাহদান করা অবশ্য কর্তব্য। এজন্য আমরা একটী ভদ্রকুলকামিনী বিরচিত এই কবিতা দুটী নিম্নে প্রকাশ করলাম।"

ডেঙ্গুজ্বরে প্রাণে মরে মানব নিচয় হে, মানব নিচয়।।..."(প ২০৮)
(সাবদাসুন্দরী রায়, ডেঙ্গুজ্বর, বামাবোধিনী, কা ১২৭৯/১৮৭২)।
হেমচন্দ্র ও বিহারীলালকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা-

"দেখিয়ে সুধাংশু রূপ
নয়ণে জন্মিল সুখ
বিশ্বকার্যে হৃদিমাঝে কি অঙ্কিত রহিল।
কিবা শোভা আহা মরি
দেখিনু গগনো পরি
অপরূপা রূপ হেরি কিবা মন ভুলিল।..."(প ২৬৯)

(শ্রীমতী-সর্ব্বাধিকারী, রজনী,বঙ্গমহিলা, আ ১২৮২/১৮৭৫।

"আসিল বসন্ত হাসিতে হাসিতে
শীতের প্রভাব হইল শেষ।
সখিগণ সহ নাচিতে নাচিতে,
পরিয়া ভূষণ পরিয়া বেশ।...(প ৩২৬)

(শ্রীমতী দেবকুমারী দেবী, বসন্ত, বঙ্গমহিলা, ফা ১২৮৩/১৮৭৭)।

দশকের শেষদিকে কয়েকটি কবিতায় বিষয়বস্তু হয়েছে প্রেম, যেমন—শ্রীমতী সুরসোহাগিনী দেবী লিখিত 'আমি তো ভালোবাসি না?' (প ৩০৫) কবিতা (বঙ্গমাহিলা, জ্যৈ ১২৮৩/১৮৭৬, পৃঃ ৪৭-৪৮) ও 'কি দিব তোমায়?' (প ৩১০) (বঙ্গমহিলা, শ্রা ১২৮৩/১৮৭৬, পৃ ঃ ৯৫)।

একটি কবিতার বিষয় হয়েছে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা—

"এখন তরুণ যৌবন আমার,
এখন কামনা হৃদয়ে অপার।
তবে কেন প্রাণ চাহে নাকো আর
ধরিতে হৃদয়ে বরিতে আবার
পতিভাবে পুনঃ ধিক! অন্যজনে;
এই কি বাসনা রমণীর মনে?..."(প ৩২০)

(শ্রীমতী কামনা দেবী, আমি তো বিধবা, বঙ্গমহিলা, অ ১২৮৩/১৮৭৬, পৃঃ ১৮৬-১৮৯)।

একজন লেখিকা তাঁর কবিতার প্রতি চারণের আদ্যক্ষর দিয়ে নিজের নাম কৌশলে ব্যক্ত করেছেন-

"শ্রী হীন হতেছে দেহ তোমারে না স্মরি।
ম জাইছে ছয়রিপু ছলবল করি।।
তী ক্ষ্নবুদ্ধি দেহনাথ করি নিবেদন।।
ল ভিতে পারি হে যেন তব প্রেমধন।।
ক্ষী ণ হলো মম প্রাণ রহিতে না পারি।
ম ঙ্গল ময়ের কিসে পাব প্রেম বারি।।

নি　　কট হইল কাল জ্বলিছে জীবন।
দে　　খ দেখি দীননাথ রেখ নিবেদন।।
বী　　রেশ্বর বীরজয়ী সে হৃদাসনে।
করুণা করেছ কতো ঠেল না চরণে।।...[১]" (প ১৭২)

আলোচ্য ১৮৭০-৭৯ দশকেই প্রথম দেখা যায় মহিলা কবিতায় ইংরেজি কবিতার অনুবাদ গত অনুপ্রবেশ। অগ্রহায়ণ ১২৭৮/১৮৭১ সংখ্যার 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান' (প ১৮৮) কবিতা মুদ্রিত করে পাদটীকায় জানান হয়, 'লেখিকা 'Parnell's Hermit' নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি কাব্যের গল্পটি তাঁহার স্বামীর নিকট শুনিয়া এই দীর্ঘ পদ্যটি রচনা করেন। মূলের প্রায় সকল সারকথা ইহাতে আছে। ..." সুতরাং 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান' কবিতাটি-কে 'হারমিট' কবিতার ভাবানুবাদ বলা যায়।[২]

এই সময় 'সাধারণী' পত্রিকায় "শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী, বিনোদিনী সম্পাদিকা" নামে একজনকে কবিতা লিখতে দেখা যায়। (দ্রঃ সাধারণী, ২০ জুন ১৮৭৫, 'কেন এত ভালবাসি' কবিতা এবং সাধারণী, ৫ মে ১৮৭৫, সনেট আকারে লিখিত 'কে তুমি' কবিতা)। আপাত মনে হবে লেখিকা হলেন 'বিনোদিনী' পত্রিকার সম্পাদিকা, যাঁর নাম ভুবনমোহিনী দেবী। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী' গ্রন্থে জানিয়েছেন, "...নসীপুর হইতে ভুবনমোহিনী দেবী সম্পাদিত বিনোদিনী প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ[৩] ইহাকে মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে 'ভুবনমোহিনী দেবী'-এই নামের আড়ালে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'-র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালনা করিতেন। সুতরাং ইহাকে মহিলা পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাময়িক পত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী, ১৩৫৭, পৃঃ ৩, পাদটীকা)।

ই তথ্যের সাক্ষ্যে বলতে হয় ভুবনমোহিনী দেবী, 'বিনোদিনী' সম্পাদিকা আসলে নবীনচন্দ্র

। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' বইটির শেষে এই কৌশল দেখা যায় ---

ভো　　লা মন তোরে বোঝালে বোঝে না।
লা　　জ নাহি হল কুসঙ্গ গ্যালো না।।
না　　চ শত্রুসনে;
থ　　ভাবনা মনে ঃ
মু　　দিলে নয়ণ ঃ কি হবে বল না।।
খো　　য়ালী সকাল ঃ
পা　　ছে আছে কাল ঃ
ধ্যা　　নে একোকরো ঃ বিভুরে ভাবনা।।
য　　খন তখন...

২। Parnell's Hermit হল Thomas Parnell রচিত 'Hermit' কাব্য। "অনেকদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্য ছিল বলিয়া পার্নেলের 'হার্মিট' অনেকেই বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সর্বাগ্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার পর অপরে।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, পৃঃ ২৩০)।

৩। যেমন, অনুরূপা দেবী তাঁর 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি গ্রন্থে' লিখেছেন "শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী-কর্তৃক সম্পাদিত বিনোদিনী মাসিক পত্রিকা ১৮৭৪ সালে বার হয়ে দু'বৎসর পরে বন্ধ হয়ে যায়"। (অনুরূপা দেবী, সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি ১৯৪৯, পৃঃ ১৩৩)।

মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'-য় লেখকের নাম ছিল না। আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, "নারীরচিত কাব্য মনে করিয়া সেকালের অনেক সমালোচক কবিতা পুস্তকটির প্রশংসায় মুখর হইয়াছিলেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ৩০৫)। 'বিনোদিনী' সম্পাদিকা যদি মহিলা হতেন তাহলে তাঁর লেখা 'কে তুমি?' সনেটটি বঙ্গ মহিলারচিত প্রথম সনেট রচনা হিসেবে গৌরব লাভ করত।

এই দশকে মহিলারচিত প্রবন্ধ ও সম্পাদককে লেখা পত্র ছাড়া মহিলাপ্রদত্ত বক্তৃতা মুদ্রিত হয়েছে। বক্তৃতাগুলি বামাবোধিনী সভার সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রচিত।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে মেয়েদের নানা বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও কৌতূহল, চিত্তের প্রসার সমসাময়িক ঘটনাবলী তথা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রবন্ধ যেমন 'দয়া' (দ্রঃ **প** ১৭৩), 'লজ্জা' (দ্রঃ **প** ২৪১)'ক্রোধের সময় প্রার্থনা' (দ্রঃ প ২৩১) হয়েছে মানবিক বৃত্তি-কেন্দ্রিক চিন্তাগর্ভ রচনা। কিছু প্রবন্ধের বিষয় হয়েছে সামাজিক কুপ্রথা, যথাঃ কৌলিন্য প্রথা, (দ্রঃ **প** ১৮১), জাতিভেদ, (দ্রঃ **প** ২৪১) এবং স্ত্রীলোকের দুর্গতি, (দ্রঃ প ৩৪৪)। 'স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা'-র কথা (দ্রঃ **প** ২৭১) যেমন বলা হয়েছে তেমনি সে শিক্ষা যাতে উন্মার্গগামী না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্যে লেখা হয়েছে 'বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই?' (দ্রঃ **প** ১৫৫), 'স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা' (দ্রঃ **প** ২০৫ ও **প** ২৭০)। 'স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম' (দ্রঃ **প** ২২৩), 'সতীত্ব নারীর ভূষণ' (দ্রঃ **প** ২৫৩) শীর্ষক প্রবন্ধ। পরিবারে শাশুড়ি বধূর আদর্শ সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা আলোচিত হয়েছে। (**প** ১৬৮)চিন্তা করা হয়েছে মেয়েদের পরিচ্ছদ সম্পর্কে (দ্রঃ **প** ১৭৭ ও **প** ১৭৮)। 'বিজ্ঞান পাঠের আনন্দ ও উপকারিতা' প্রবন্ধে (দ্রঃ **প** ২২৪) বিজ্ঞানের প্রতি মেয়েদেরকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস রয়েছে। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে 'দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইন' নামক প্রবন্ধে (দ্রঃ **প** ২২০) এবং দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী "৯ আইন" জারি হওয়ার বিরুদ্ধে নারীকণ্ঠের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে 'সাধারণী'-সম্পাদকের উদ্দেশ্য লেখা একটি পত্রে (দ্রঃ **প** ৩৫২)।

দুই সংখ্যায় প্রকাশিত 'রুসিয়া' (**প** ৩৫৩.১-**প** ৩৫৩.২) প্রবন্ধ, 'মহারাষ্ট্রীয় জাতি' (**প** ২৮৭) এবং 'পাঞ্জাববাসিনীদিগের সহিত বঙ্গীয় নারীদিগের শুভ সাক্ষাৎ' (**প** ১৮৭) শীর্ষক রচনা শিক্ষিত বঙ্গললনাদের চিত্তের প্রসার সূচিত করছে। এবং নারীজাগরণ সম্পর্কে নারীরা নিজেরাই যে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন তা লক্ষ্য করি 'বামাবোধিনী' সভার সাংবৎসরিক উৎসবে দেওয়া এক দীপ্রভাষণে, যার থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"...ভারত দেখুক, বঙ্গদেশ দেখুক এবং জ্ঞানীরাও দেখুন যে স্ত্রীলোক পশু নয়, জড় পদার্থ নয়, ভূমণ্ডলের কণ্টক নয়, কিন্তু এই অশেষ দুঃখ সংকুল পৃথিবীর ও সন্তাপিত পরিবারের হৃদয়শীতলকারী বন্ধু।...এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোকে নারীজাতির হৃদয় অন্ধকারময় এবং তাহারা কালের পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে, একথা আর গ্রহণ করা যায় না।..." (দ্রঃ **প** ১৯৮)।

পঞ্চম অধ্যায়

কাল ঃ ১৮৮০-১৮৮৯ (পৌষ ১২৮৬-পৌষ ১২৯৬)

॥ ১॥

বিগত দশকের তুলনায় ১৮৮০-র দশকে মুদ্রিত মহিলারচনার কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার হিসেব দিচ্ছে নিচের পরিসংখ্যান—

দশক ১৮৭০-৭৯

মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ ৬১

কাব্য ...	২৫
কাব্য-গাথা ...	X
কাব্য-গান ...	X
কাব্য চম্পূ ...	৩
নাটক ...	৮
নাটক-গীতিনাট্য ...	৩
উপন্যাস ...	১১
প্রবন্ধ গ্রন্থ ...	১১
মোট সংখ্যা	৬১

দশক ১৮৮০-৮৯

মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ ৮৯

কাব্য ...	২৯
কাব্য-গাথা ...	১
কাব্য-গান ...	৫
কাব্য-চম্পূ ...	২
নাটক ...	৪
নাটক-গীতিনাট্য ..	১
উপন্যাস ...	১১
ছোট গল্প ..	৪
প্রবন্ধ গ্রন্থ ...	৩২
মোট সংখ্যা	৮৯

পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনা ঃ

১৫টি পত্রিকায় ২১৪টি রচনা।

কাব্য ...	১৩৬
কাব্য-চম্পূ .	২
উপন্যাস ...	২
প্রবন্ধ ...	৭৪
মোট সংখ্যা	২১৪

পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনা ঃ

[illegible]১টি পত্রিকায় ৫২১টি রচনা + ১*

কাব্য ...	২৫৮
কাব্য-গাথা ...	৩
নাটক...	১২
উপন্যাস ...	৬
ছোটগল্প ...	৪৬
প্রবন্ধ ...	১৯৭
মোট সংখ্যা ...	৫২২

*১টি প্রকীর্ণ রচনা "সাবিত্রী..." নামক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত (দ্রঃ **প** ৫৪১)

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ ৭

কাব্য ...	৪
উপন্যাস ...	২
প্রবন্ধ ...	১

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ ৪৬

কাব্য ...	১
উপন্যাস ...	৬
ছোটগল্প ...	৭
প্রবন্ধ ...	৩২

পূর্বেকার দশকের মতো ১৮৮০-র দশকেও কী গ্রন্থের ক্ষেত্রে কী পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনার ক্ষেত্রে মহিলারচনার দ্রুত ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি সহজেই চোখে পড়ে। বিশেষ করে পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনার বৃদ্ধি খুবই নজর কাড়ে। বিগত দশকে ১৫টি পত্রপত্রিকায় মহিলারচনার প্রকাশ দেখা গেছে, আর এই দশকে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩১। এবং এই দশকে ঘটেছে উপন্যাসের সঙ্গে গল্পগ্রন্থের আবির্ভাব।

দেখা গেছে, এই দশকে নাট্যপুস্তকের সংখ্যা খুবই কম—মাত্র ৫টি। বিগত দশকে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনায় প্রবল উৎসাহ দেখা দেয়—মহিলারাও নাটক লিখতে মন দেন। কিন্তু নাটক অভিনীত না হলে নাটক অচল হয়ে পড়ে। পাঠক নাটক পড়তে চায় না। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা মহিলাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, সুতরাং নাটক লিখতে মহিলাদের উৎসাহ বা আগ্রহে ভাটা পড়ল। পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত নাটকের সংখ্যা ১২ দেখে মনে হতে পারে আমাদের বক্তব্যে স্ববিরোধ রয়েছে। কিন্তু তা নয়। আসলে এই নাটকগুলি খুবই ক্ষুদ্রকায় এবং নাটক হিসেবেও এদের জাত আলাদা। এদের কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

বিগত দশকের চেয়ে এই দশকে প্রবন্ধপুস্তকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ এবং পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধের সংখ্যা বেড়েছে দু'গুণের বেশী। এই বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত কারণ অবশ্যই স্ত্রীশিক্ষার সমুন্নতি। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটেছে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবরকম পরীক্ষাই মেয়েদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। ১৮৮৩ থেকে মেয়েরা বি.এ., এম. এ. পাশ করতে আরম্ভ করেছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে বেড়েছে মনের প্রসার ও নানাবিধ আকর্ষণ, বেড়েছে মননের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য। এই দশকের রচনার তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখব এই দশকে আবির্ভাব ঘটেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক ঝাঁক উজ্জ্বল মহিলা লেখিকা গোষ্ঠীর। এঁদের রচনাসম্ভার এই দশক তথা পরবর্তী দশক তো বটেই, কালাতিক্রম করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার করেছে নানাভাবে ঋদ্ধ। সুশিক্ষিতা ও আধুনিক মনস্কা এসব মহিলাদের অগ্রগণ্যা হলেন—দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী, যিনি একাধারে লিখেছেন উপন্যাস, কাব্য, গান, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি। অধিকন্তু সম্পাদনা করেছেন ভারতীর মতো বিখ্যাত পত্রিকা। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে এঁর আবির্ভাব বিগত দশকের শেষদিকে হতে দেখেছি। এঁরই দুই বিদুষী কন্যা, যথাক্রমে জ্যেষ্ঠা হিরণ্ময়ী দেবী ও কনিষ্ঠা সরলা দেবী এই দশকে নানা বিষয়ক প্রবন্ধনিবন্ধ লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদনা করেছেন বালক পত্রিকা এবং [illegible] [illegible]হিতা থেকে অনুবাদ [illegible]ছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন ও ফরাসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছে। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা দেবীও অনেক গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী হেমলতা দেবী ছোটদের জন্যে গল্প লিখেছেন।

॥২॥

মহিলারচিত গানের বইয়ের প্রকাশ এই দশকেই প্রথম দেখতে পাই। ১৮৮৪-তে প্রকাশিত কুমারী রাইক্স (Miss Rikes) রচিত হয় ১২০ পৃষ্ঠার 'ধর্ম্মগীত' (গ ১৩৭) বইটিতে আছে খ্রিস্টধর্মীয় সংগীত। ১৮৮৫-তে প্রকাশিত কুমারী সরলা মহলনাবিশ রচিত ১৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা (সঙ্গীতমুকুল) (গ ১৪৮) মুখ্যতঃ ব্রাহ্মশিশুদের জন্যে রচিত। 'রূপজালাল'-এর কবি ফয়জন্নেছা

চৌধুরানী রচিত 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (গ ১৫৫) বইটি উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী ১৮৮২-তে মুদ্রিত শ্রীমতী মহামায়া দাসী-র 'নানা বিষয়িনী গীতমালা' (গ ১১৫) হল বঙ্গমহিলাররচিত প্রথম গানের বই।

উত্তরকালে কবিখ্যাতি লাভ করেছেন এমন বেশ কয়েকজনের কাব্যগ্রন্থ এই দশকে প্রকাশ পেয়েছে। প্রসন্নময়ী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী তো আছেনই, এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (মোক্ষদা দেবী), মানকুমারী বসু, বিনয়কুমারী বসু (ধর), এবং কামিনী রায় (সেন)। এঁরা সকলেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন তথা বিহারীলাল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রবর্তিত যে নবীন গীতিকাব্যের পরিমন্ডল তৎকালে সৃষ্ঠ হয়, সেই পরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' গ্রন্থ (১৮৮৪)-এর আখ্যাপত্রে বিহারীলালের কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

"ও কে গো কাতরস্বরে আনমনে গান করে
একাকিনী বিযাদিনী চেয়ে নদীপানে।
ওরো কি অমারি মত হৃদিরাজ্য বজ্রাহত!
ফোটে না কুসুম আর সাধের বাগানে।"

এঁদের গ্রন্থ সমকালেও উচ্চ প্রশংশিত হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর গাথা "প্রকাশিত হওয়ার পর সেকালের প্রতিনিধিস্থানীয় সংবাদপত্র সমুহে এর সপ্রশংস সমালোচনা মুদ্রিত হয়।" (পশুপতি শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭৮, পৃঃ ৩৩২)। 'ভারতী'-র ১২৮৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যার শেষে গাথার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার মধ্যে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ও 'সানডে মিরর' (Sunday Mirror) পত্রিকার দীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য মুদ্রিত হয়। বিজ্ঞ সমালোচক এখানে আধুনিক রোমান্টিক কাহিনীকাব্য তথা গাথাকাব্যের লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় কাব্যের প্রবর্তক হলেন 'উদাসিনী' (১৮৭৪) রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরি, যাঁর উল্লেখ আছে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'-তে। (দ্রঃ 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরি' অধ্যায়)। এঁরই প্রভাব আছে রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সে লেখা কাহিনী ও গাথা কাব্যে। এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাথা'-য়। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' (১৩২৬) গ্রন্থের একস্থানে (পৃঃ ১২৩, পাদটীকা) বলেছেন, "...স্বর্ণকুমারী বঙ্গসাহিত্যে সর্বপ্রথম গাথা রচনা করেন। গাথা রচনায় রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন।" কথাটা আপ্তবাক্যের মতো উচ্চারিত হয়েছে, যুক্তিতথ্য দ্বারা প্রমাণিত করা হয়নি। পশুপতি শাশমল তাঁর বইতে (স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩৩২) কথাটা উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তিনিও কথাটার স্বপক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পেশ করতে পারেননি। আমরা বরং বলতে পারি স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই একই সময়ে গাথাকাব্য লিখতে তাগিদ অনুভব করেন।

মোক্ষদায়িনীর 'বন-প্রসুন' কাব্যগ্রন্থটি তখনকার তিনটি সাময়িক পত্রে প্রশংসিতভাবে সমালোচিত হয়। এদের মধ্যে যথাক্রমে ১২৮৯ আষাঢ় [১৮৮২] সংখ্যার 'বামাবোধিনী' পত্রিকা ও ১২৮৯ শ্রাবণ [১৮৮২] সংখ্যার 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার ভাষা হুবহু এক। সুতরাং ধরে নিতে পারি উভয় পত্রিকার সমালোচক ছিলেন একই ব্যক্তি।

১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন'-এ (তখন সম্পাদক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) বন-প্রসুনের যে সমালোচনা মুদ্রিত হয় তা উল্লেখযোগ্য। আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"...মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ার কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে।...আমরা এই গ্রন্থ-কর্ত্রীর অন্যান্য গুণের প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাব্যগত সাহসের প্রশংসা করিব। সকলেই জানেন, বাংলা সাহিত্য সংগ্রামক্ষেত্রে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শর সন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালায় পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে এমন শূরবীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত 'বাঙ্গলার মেয়ে' নামক কবিতার জ্বালায় অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্য-বীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর—ধৃতাস্ত্র। হেমচন্দ্রের ঐ কবিতার উত্তরে মোক্ষদায়িনী 'বাঙ্গালীর বাবু' শিরোনামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙ্গদার-লেখিকার লিপিশক্তি-পরিচায়িকা-আদ্যোপান্ত পাঠের যোগ্য। আমরা এ কবিতাটি কিছু বাদ দিয়া প্রায় সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম।" 'বঙ্গের মহিলা কবি'-র লেখক জানিয়েছেন, "মোক্ষদায়িনী-বিরচিত এই কবিতাটি সেকালে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল ও লেখিকার সাহসিকতার জন্য সুধীসমাজ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিলাকবিগণ আনন্দের সহিত এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া পুরুষদের জব্দ করিতেন। এই কবিতায় সে-যুগের বাঙ্গালী বাবুদের চরিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।" (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলাকবি, ১৩৩৭/১৯৩০, পৃঃ ২২৫)। নিচে উদ্ধৃত কয়েক ছত্র থেকেই কবিতাটির রস উপলব্ধি করা যাবে—

> "হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু!
> দশ্‌টা হতে চারটাবধি দাস্যবৃত্তি করা
> সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।
> উকীল ডেপুটী কেহ, কেহ বা মাস্টার,
> সব্‌জজ কেরানী কেহ, ওভারসিয়ার,
> বড় কর্ম্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
> ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।"

এই দশকের শেষে, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে নবীন কবি কামিনী রায়-এর কবিতাগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। তখনকার সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর ভূমিকা লিখে দেন। গ্রন্থের কোথাও লেখিকার নাম ছিল না। তাই সমকালীন সমালোচনায় "আলো ও ছায়া কোন কৃতবিদ্য মহিলাবিরচিত", এই কথা জ্ঞাপন করার পর লেখা হয় "কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়া জনসমাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি কবিতাগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন 'স্থল বিশেষে (আমার) নিজের হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।'...বস্তুতঃ নবীন কবির গভীর চিন্তাশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি সবল সুললিত ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং বর্ণনাচাতুর্য দেখিয়া হেমবাবুর ন্যায় আমরাও মুগ্ধ হইয়াছি।" (বামাবোধিনী, ৪র্থ ভা, মা ১২৯৭, পৃঃ ৩১৯)।

নবীন গীতিকাব্যের পরিমন্ডলের বাইরে যেসব কাব্য রচয়িত্রী ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন অন্তঃপুর-শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং কাব্যভাবনায় পুরাতন ঐতিহ্যে কমবেশি লালিত ও বিশ্বস্ত। বিগত দশকের নবীনকালী দেবী ও কামিনীসুন্দরী দেবী এই দশকেও লিখেছেন এবং প্রশংসিতও হয়েছেন। যেমন, নবীনকালীর 'মন্দোদরীর রণসজ্জা ঃ অভিনব কাব্য' (১২৮৭) সম্পর্কে 'বামাবোধিনী'-তে লেখা হয়, "...লেখিকা অন্তঃপুরবাসিনী, কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন

নাই। তাঁহার পক্ষে এইরূপ কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা বিশেষ গৌরবের বিষয়।..." (বামাবোধিনী, ২য় ভা, কা ১২৮৭, পৃঃ ২২৪)। কামিনীসুন্দরী দাসীর 'কল্পনাকুসুম' (১২৮৮) 'ভারতী' এবং 'নলিনী'- দুটি পত্রিকায় প্রশংসিত হয়। কয়েকজন পুরনো ঢং-এর আখ্যায়িকা-কাব্য লিখেছেন। লেখা হয়েছে 'নীতিপুষ্পমালা' (১৮৮১), 'মহিলা উপদেশ'(১৮৮৫) নামক কাব্যগ্রন্থ। (দ্রঃ **গ** ১০৪, **গ** ১৪৭)। আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে 'কোন হিন্দু বিধবা', রচিত (১২৮৭) চম্পূ কাব্য-র শিরোনামটি চিত্তাকর্ষক। কাব্যের বিষয়বস্তু-দুষ্ট-সতীন-বিড়ম্বিত এক বঙ্গললনার জীবনকথা। কিন্তু এর শিরোনাম 'আমি রমনী' (**গ** ১০৩) আমাদের মনে করায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার উক্তি, "আমি চিত্রাঙ্গদা"। উল্লেখ্য চিত্রাঙ্গদা লিখিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে।

৯ পৃষ্ঠায় শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী-র 'বার-বিলাসিনীর বিলাপ' (**গ** ১৩১) কবিতা-পুস্তকে ব্যক্ত হয়েছে যৌবনে কৃত ভুলের জন্য কোন বারবিলাসিনীর অনুশোচনা। বিষয় নির্বাচনে সাহসিকতার পরিচয় আছে। তবে সন্দেহ হয় শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী লেখিকার স্বনাম না ছদ্মনাম, নাকি কোন পুরুষের বেনাম।

এই দশকে মুসলিম মহিলা রচিত দু'টি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। একটি হল ফয়জন্নেছা চৌধুরাণীর 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (**গ** ১৫৫) যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। অন্যটি হল আজিজুন্নেসা খাতুন রচিত 'হারমিট বা উদাসীন' (**গ** ১২৫)। ১০ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় পাই ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথ (Goldsmith)-এর 'এড্উইন অ্যান্ড অ্যাঞ্জেলিনা' (Edwin and Angelina) গাথা-কবিতার বঙ্গানুবাদ।

।। ৩।।

এই দশকে মুদ্রিত ৫ খানি নাটকের মধ্যে দুটি নাটকের উল্লেখ করেছেন আচার্য সুকুমার সেন ও অনুরূপা দেবী তাঁদের গ্রন্থে। নাটক দুটি হল মণি-মোহিনী রচয়িত্রী [নয়নতারা দে] রচিত 'বিনোদকানন বা গন্ধামিলন। নাট্যগীতি'[১] (**গ** ৯১) ও প্রফুল্লনন্দিনী দাসী রচিত 'ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসন' (১৮৮৭)[২]। একালে লেখা 'বাংলা প্রহসনের ইতিহাস' (১৯৮৮) (অশোক কুমার মিশ্র লিখিত) গ্রন্থে যষ্ঠিবাঁটা প্রহসন সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "অসম-বিবাহের ত্রুটি ক্ষতিপ্রসঙ্গ এ নাটিকায় অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। হরনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই মেয়ে কুমুদিনী ও চারুশীলাকে শিক্ষিতা করেছেন। কুমুদিনীর বিয়ে দিয়েছেন এক শিক্ষিত নবযুবকের সঙ্গে। চারুশীলার বিবাহ স্থির করেন এক ব্যাকরণ পড়া ভট্টাচার্যের সঙ্গে। চারু অন্যে আসক্তা। সে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউই সে বাধা গ্রাহ্য করে না। চারুশীলার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায়। জামাইষষ্ঠীর দিন কোলকাতা তেকে বড় জামাই এসেছে। পাশের ঘরে তারা হৈ হুল্লোড় করছে। অন্যঘরে চারুশীলা দ্বিচারিণী হওয়ার লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে বিষ খেয়ে। সুতরাং প্রহসনের প্রথম শর্ত এখানে রক্ষিত নয়—নাটকটি শেষ পর্যন্ত Tragedy হয়ে গেছে।" (অশোক কুমার মিশ্র, বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, ১৭৯৫-১৯৮৮, ১৩৯৫/১৯৮৮, পৃঃ ২৩৫)। বাকি তিনটি নাটক, শ্রীমতী সরলাসুন্দরী-র 'সুরেন্দ্রসরলা' (১৮৮০) মণি-মোহিনী রচয়িত্রী নয়নতারা

১। সুকুমার সেন ভুলক্রমে 'বিনোদকানন'-এর রচয়িত্রীর নাম মণিমোহিনী বলেছেন। দ্রঃ এই গ্রন্থের ভূমিকা।

২। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ নাটকটির প্রকাশকাল ১২৪৮ অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করেছেন। (দ্রঃ **গ** ১৫৪, টীকা)

দে রচিত 'মন্দার কানন' (১৮৮১) এবং কেশবমোহিনী দাসী-র 'মাধুরী' (১৮৮৯)-এদের কোনও উল্লেখ কোনও আলোচনা গ্রন্থে দেখিনি। 'মাধুরী' নাটকটি বিষয়বস্তুতে আধুনিক বাস্তবতা আছে। পরস্ত্রী মাধুরীর সঙ্গে কোনও পত্রিকা-সম্পাদকের অবৈধ পরকীয় প্রণয় হল নাটকটির অবলম্বন। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 'মন্দার কানন' (গ ১০৭) রচিত হয়েছে।

॥ ৪॥

আগেই বলেছি এই দশকে উপন্যাসের সঙ্গে দেখা দিয়েছে ছোট গল্পগ্রন্থ। এখানে ছোটগল্প বলতে বুঝব ছোট অকারে লেখা কাহিনী বা আখ্যান। কারণ, আধুনিক Short Story বা ছোটগল্প বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ কথাসাহিত্যের 'লিরিক', তা তখনও দেখা দেয়নি। যাই হোক, এইসব উপন্যাস ও ছোট গল্পগ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়—স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা ২টি উপন্যাস—'হুগলীর ইমামবাড়ী' (গ ১৬৫), 'কলঙ্ক' (প ৬৪৫.১- প ৬৪৫.৬) যা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় 'মিবাররাজ' (গ ১৫৬) নামে ও ২টি ছোটগল্প গ্রন্থ 'মালতী' (গ ৯৬), 'গল্পস্বল্প' (গ ১৭৪)। পশুপতি শাশমল তাঁর 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ ২৭১) যে, যদিও 'মালতী' উপন্যাস রূপে বিজ্ঞাপিত হয়ে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাহলেও গ্রন্থটিকে ছোট গল্পের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। আমরাও 'মালতী'-কে ছোটগল্পের শ্রেণীভুক্ত করেছি।

এই দশকে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রকীর্ণ রচনায় 'ফুলের মালা' (প ৫০৬.১-প ৫০৬.৬) উপন্যাস সম্পর্কে উল্লেখজনক কথা হল এটি একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস-'ভারতীতে' ১২৮৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়ে বৈশাখ ১২৯০ পর্যন্ত ২২টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হবার পর অসম্পূর্ণ অবস্থায় এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

অসম্পূর্ণ 'ফুলের মালা' উপন্যাস অগ্রন্থিত অবস্থায় 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় আজও আবদ্ধ রয়েছে। পশুপতি শাশমল বলেছেন, "স্বর্ণকুমারীর জীবন-ইতিহাস রচয়িতা এবং আলোচকগণ এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটির কথা কোথাও উল্লেখ করেননি; শুধু অসম্পূর্ণতাই তার জন্য দায়ী নয়, নামসাদৃশ্যবশতঃও তা উপেক্ষিত হতে পারে। কিন্তু কেবল তথ্যের দিক থেকে নয়। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সাধনা এবং উপন্যাসিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত অসম্পূর্ণ রচনাটির গুরুত্ব অসামান্য।" (পশুপতি শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭৮/১৯৭২, পৃঃ ২১৩)।

এই গুরুত্ব শ্রী শাশমলের গ্রন্থে যথোচিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই দশকেই মহিলারচিত শিশু সাহিত্যের প্রথম আবির্ভাব। যার নিদর্শন দেখি কুমারী কেডি (Miss Caddy) রচিত '*শিশুর চিত্তরঞ্জন গল্প*' (গ ১২৬) ও স্বর্ণকুমারী দেবীর '*গল্পস্বল্প*' (গ ১৭৪) গ্রন্থ দুটিতে। স্বর্ণকুমারীর 'গল্পস্বল্প' (১৮৮৯) আমাদের মনে করায় রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখা '**গল্পসল্প**' (১৯৪১)। শিরোনাম ছাড়া বিষয়বস্তুতেও গ্রন্থটির মধ্যে যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

∴ *নাম করা লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী ছাড়া মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস-'সফল স্বপ্ন' (১৮৮৫)-মুদ্রিত হয়েছে এই দশকে। বাকি ৮টি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আজও অনুল্লেখিত। এগুলি হল ঃ*

১) (শ্রীমতী) শতদলবাসিনী রচিত 'বিজনবাসিনী' (১৮৮২) (গ ১১৮)

২) তারাকালী চ্যাটার্জী রচিত 'বনশোভনা' (১৮৮৪) (গ ১৩০)
৩) বসন্তকুমারী মিত্র রচিত 'রণোন্মাদিনী', প্রথম ভাগ (১৮৮৪) (গ ১৩৫)
৪) (শ্রীমতী) প্রমদা দেবী রচিত 'সুখমিলন' (১৮৮৪) (গ ১৩৫)
৫) একজন বঙ্গবামা রচিত 'প্রণয়-পত্রিকা ঃ অভিনব সামাজিক উপন্যাস' (১৮৮৬) (গ ১৪৯)
৬) মহামায়া রচিত 'সতীত্ব সরোজ', প্রথম ভাগ (১৮৮৬) (গ ১৫১)
৭) অনামা রচিত 'ললনামুকুর' (১৮৮৯) (গ ১৬৬)
৮) প্রাণকিশোরী দেবী রচিত 'সুরবালা। উপন্যাস' (১৮৮৯) (গ ১৭২)

এদের মধ্যে প্রণয়-পত্রিকা উপন্যাসটি চিঠিপত্রের আঙ্গিকে লেখা। তাই বোধহয় লেখিকা নিজেই বলেছেন তাঁর বইটি 'অভিনব সামাজিক উপন্যাস'।

।। ৫।।

এই দশকে মুদ্রিত ৩২টি প্রবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হল স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' (১৮৮২), কৃষ্ণভাবিনী দাস-এর এর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' (১৮৮৫) এবং প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্য্যাবর্ত্ত, প্রথম ভাগ ঃ (জনৈক বঙ্গমহিলার ভ্রমণবৃত্তান্ত)', (১৮৮৮)। ভূ-তত্ত্ব ও জ্যোর্তিবিদ্যা বিষয়ক 'পৃথিবী' গ্রন্থটি বঙ্গমহিলারচিত প্রথম বিজ্ঞান গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে, বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে স্বর্ণকুমারী সম্ভবত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিত মালা-২৮ ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫০, পৃঃ ১৯)।

কৃষ্ণভাবিনী ও প্রসন্নময়ীর গ্রন্থ দুটি হল বাংলাসাহিত্যে বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম ভ্রমণমূলক গ্রন্থ। কৃষ্ণভাবিনীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' (গ ১৪৪) হল বঙ্গমহিলারচিত প্রথম ইংলন্ড বা বিদেশ ভ্রমণকাহিনী, আর প্রসন্নময়ীর 'আর্য্যাবর্ত্ত' (গ ১৬২) হল বঙ্গমহিলারচিত প্রথম ভারত ভ্রমণকাহিনী[১]।

স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে কারণে তাঁর সখিসমিতি (১৮৮৬) বইটি প্রাথমিক উপকরণের মর্যাদাসম্পন্ন। রাধারানী লাহিড়ী তৎকালীন 'বঙ্গমহিলা সমাজ'-এর সদস্যা ছিলেন। তাঁর লেখা 'প্রবন্ধলতিকা' (১৮৮০) ও 'কয়েকটি প্রবন্ধ' (১৮৮৪) বই দুটিতে সামাজিক চিন্তাভাবনা আছে। শ্রীমতী গুণময়ী সিংহ মহিলা সমাজেই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আপত্তির কথা শুনে তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তিখণ্ডন' (১৮৮৪) পুস্তকটি লিখতে তাগিদ পেয়েছেন।

স্বর্ণময়ী গুপ্তা-র 'উষাচিন্তা'[২] (১৮৮৮) এই দশকের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থের শিরোনাম আমাদের মনে করায় ইতিপূর্বে কালিপ্রসন্ন ঘোষ-এর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'প্রভাতচিন্তা'

১। কিন্তু আশ্চর্য, বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় প্রসন্নময়ীর 'আর্য্যাবর্ত্ত'-র উল্লেখ থাকলেও কৃষ্ণভাবিনীর ৩০৯ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থটি কোনও উল্লেখ দেখি না। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ কৃষ্ণভাবিনী অনুপস্থিত। অনুরূপা দেবী ও তাঁর 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি' গ্রন্থে কৃষ্ণভাবিনীর নাম উচ্চারণ করেননি। এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' গ্রন্থে কৃষ্ণভাবিনী দাস সম্পর্কে লিখেছেন, "...ইনি স্বামীর সহিত বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার পর, তাঁহার লিখিত 'ইংরাজদের পর্ব্ব' ও 'বিলাতের গল্প' ১৮৯২ সনের সখায় প্রকাশিত হইয়াছিল।..." কিন্তু ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা গ্রন্থটি সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

২। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আখ্যা ঃ 'উষাচিন্তা অর্থাৎ আধুনিক আর্য্যমহিলাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।'

(১৮৭৭) ও 'নিভৃচিন্তা' (১৮৮৩)। উষাচিন্তা-য় নারীজাগৃতিসূচক সুতীব্র উক্তি আছে। কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"আপনি মনুষ্য নামের অধিকারী হইয়া কি করিতেছেন? আপনার গৃহমধ্যে দশমবর্ষীয়া কন্যা ও একাদশবর্ষীয়া পুত্রবধূ শোচনীয় বৈধব্যের মলিন বেশে। কলপ দিয়া রুপার তারে দাঁত বাঁধিয়া পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সে বালিকার পার্শ্বে সঙ্কোচশূন্য হইয়া দন্ডায়মাণ হইতেছেন। ছি! ছি! আপনার কি লজ্জা হইতেছে না?" (পৃঃ ২৮)

"নিজের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতিকে যথাযোগ্য রূপে আত্মশাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হউক, পরে স্বয়ং রাজ্য-শাসনে অগ্রসর হইবেন। দেশহিতৈষী সামাজিকদিগের নিকট মহিলাগণের এই প্রার্থনা।" (পৃঃ ৪৮)

"হিন্দু বিধবা বালিকার যদি কোনই প্রতিকার না থাকে তবে তাঁহার দয়া করিয়া সেই পূণ্য সতীদাহ প্রথা পুণঃ প্রবর্তিত করিয়া দিউন। সর্ব্বশুচি হুতাশন হিন্দু অবলার চিরসহায়। তাহারা সেই সর্ব্বান্তকারীর সাহায্যে আপনাদের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে পাপ ও কলঙ্কের অবসান করিতে পারিবে।" (পৃঃ ১৩৫)

সুন্দর বাংলা হাতের লেখা শেখাতে অ-বাঙালিনী কুমারী হ্যানুট হেসাম (Miss Hanut Heysham) প্রকাশ করেছেন 'বাংলা আদর্শলিপি' (১৮৮০)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ে'র পরেও নতুন এক বর্ণপরিচয় লিখতে সাহস পেয়েছেন ব্রহ্মময়ী রায় তাঁর 'বর্ণবোধ' (১৮৮৪) বইতে।

মানকুমারী বসুর উপন্যাসাকারে রচিত 'বনবাসিনী'[১] (১৮৮৮) যা আসলে বিধবাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশাবলী এবং 'ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক' পাওয়া বিদ্যানন্দ কাঠী নিবাসিনী শ্রীমতী কুমুদিনী রায়ের 'প্রবন্ধাঙ্কুর' (১৮৮৮) সমেত অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি (দ্রঃ **গ** ১০২, **গ** ১০৮, **গ** ১১৩, **গ** ১১৪, **গ** ১১৭, **গ** ১২১, **গ** ১৪০, **গ** ১৫২, **গ** ১৫৮, **গ** ১৬০ ইত্যাদি)। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, নৈতিক আদর্শ ও অনুশাসন রক্ষার্থে লিখিত। ১৩ বছরের বালিকা কাদম্বিনী মিত্র লিখিত ৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় ধর্ম্মের ৩০টি উপাদান উল্লেখ করে স্ত্রীলোকের স্বামী-অনুগত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

।। ৬।।

এই দশকে ৩১টি পত্রিকা + ১টি গ্রন্থে[২] মোট ৫২২টি প্রকীর্ণ রচনার সন্ধান আমরা পেয়েছি। ৩১টি পত্রপত্রিকার মধ্যে ২২টির আত্মপ্রকাশ এই দশকেই। ২২টি নতুন পত্রিকা ও ৯টি পুরনো পত্রিকার নাম, প্রকাশ-সাল ও কোন পত্রিকায় কতকগুলি রচনার সন্ধান আমরা পেয়েছি তা

---

[১]। মানকুমারী নিজেই বলেছেন, "বিধবা রমণীর কর্তব্য বিষয়ে আমি অনেকসময় চিন্তা করিতাম। সেই চিন্তার ফলে আমার মনে হইল, জ্ঞানধর্ম্মে আত্মগঠন করিয়া ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গীয় স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, জাতীয় ভগিনীগণের উন্নতিসাধন, শিশুদিগের উপযুক্ত রূপে গঠন এবং অনাথ আতুরদিগকে সেবা, ইহাই বিধবা রমণীদিগের কর্ত্তব্য। আমার এ কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে বনবাসিনী লিখিয়াছিলাম।" (দ্র ঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ১৩৬)

[২]। গ্রন্থটির নাম ঃ 'সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কার-প্রাপ্ত নারীরচনা।'

এই গ্রন্থটিতে শ্যামাসুন্দরী দেবীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা, 'প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ' নামক প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত আছে।

নিচে তালিকাবদ্ধ হল ঃ

১৮৮০-৮৯ এর মধ্যে প্রকাশিত

আদরিণী (১৮৮০)...৫
কল্পনা (১৮৮০)...৫
নলিনী (১৮৮০)...২
খ্রীষ্টীয় মহিলা (১৮৮১)...৬৬
অতিথি (১৮৮২)...২
প্রবাহ (১৮৮২)... ২
বঙ্গবন্ধু (১৮৮২) ...১
রামধনু (১৮৮২)...৩
নব্যভারত (১৮৮৩)...২২
সখা (১৮৮৩)...৩৮
আলোচনা (১৮৮৪)...৯
নবজীবন (১৮৮৪)...১
পাক্ষিক সমালোচক (১৮৮৪)...১
প্রচার (১৮৮৪)...৩
নব-নলিনী (১৮৮৫)...২
বালক (১৮৮৫)...১৫
ভারতী ও বালক (১৮৮৬)...১০৮
কর্ণধার (১৮৮৭)...২
গান ও গল্প (১৮৮৭)...১
দীপিকা (১৮৮৭)...৩
বিভা (১৮৮৭)...৬
রবি (১৮৮৯)...১

১৮৮০-র পূর্বে প্রকাশিত

তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩)...৪
এডুকেশন গেজেট (১৮৫৬)...৭
বামাবোধিনী (১৮৬৩)...১৫১
ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮৬৪)...১
বঙ্গদর্শন (১৮৭২)...১
বীণা (১৮৭৪)...৩
ভারতী (১৮৭৭)...৩৯
আর্য্যদর্শন (১৮৭৮)...১
পরিচারিকা (১৮৭৮)...১৬

(১৮৮৪ থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত।)

বিগত দশকে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ২১৪টি রচনার মধ্যে ১৪৬টি রচনা, অর্থাৎ ৬৮.২২ শতাংশ, প্রকাশিত হয় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়। এই দশকে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ৫২২টি রচনার মধ্যে ২৫১টি রচনা, অর্থাৎ ৪৮.০৮ শতাংশ 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এককভাবে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় মুদ্রিত মহিলারচনার সংখ্যা সর্বাধিক (১৫৯) হলেও, সামগ্রিকভাবে বামাবোধিনীর ওপর মহিলারচনার নির্ভরতা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগের বেশী কমেছে। মহিলারচনা এ দশকে স্থান নিয়েছে নানা পত্রিকায়, বিশেষ করে মহিলা সম্পাদিত সাময়িকীতে (খ্রীষ্টীয় মহিলা, বালক, ভারতী ও বালক)।

পত্রপত্রিকায় উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, হিরন্ময়ী দেবী ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। গিরীন্দ্রমোহিনীকে অনেক কবিতা লিখতে দেখি। উত্তরকালে কবি-যশ অধিকারিনী প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'গান' শিরোনামে এবং 'বালিকার রচনা' হিসেবে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ কার্তিক সংখ্যার 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়।

অন্যান্য কবিতার প্রায় সবই নিতান্তই ছন্দবদ্ধ রচনা—তাদের মুদ্রণের মূলে, মহিলারচনার প্রতি সম্পাদকের উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের মনোভাব। সম্পাদকের দাক্ষিণ্যবশতই লেখিকার নাম ইংরেজিতে ছাপিয়ে জ্ঞাপন করা হয়েছে, "লেখিকার অনুরোধে পরতন্ত্র হইয়া আমরা এ স্থলে তাঁহার নাম ইংরাজিতে সন্নিবিষ্ট করিলাম। সন্দর্ভের সহিত একখানি ইংরাজি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই ঃ "Sir, I request you to insert my name in English"....আমরা লেখিকা মহাশয়ার এতাদৃশ অসংগত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম না।" (দ্রঃ প ৫১৯)

এইসব কবিতার বিষয়বস্তু বিগতদশকের মতোই হয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভগবৎপ্রীতি, বাৎসল্য স্নেহ, লোকগাথা, বৈধব্যযন্ত্রণাও কিছু নারীবাদী ভাবনাকেন্দ্রিক।

এই দশকের কোনো কোনো কবিতায় তরুণ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়তে দেখা যায়। যেমন, মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের মতো গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীও লিখেছেন, 'মরণ' নামে কবিতা, এবং মরণকে 'প্রিয়তম' সম্বোধন করে লিখেন,

> "মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর,
> দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়নলোর।" (প ৭৭৮)

এই কবিতা ১২৯৫ বৈশাখ সংখ্যার 'বিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি মনে করায় রবীন্দ্রনাথের "মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান" কবিতা-১২৯১ সালে প্রকাশিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির অন্যতম হল অনামায় প্রকাশিত এই কবিতা ঃ 'স্বামী বিয়োগ বিধুরা কোন মুসলমান কন্যার বিলাপ' (পরিচারিকা, মা ১২৮৯, পৃঃ ২২৯-২৩১)।

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত হেঁয়ালি নাট্যগুলি এই দশকের বিশিষ্ট মহিলা রচনা। এই ক্ষুদ্র রচনাগুলি এক ধরনের নাট্যরচনা, যাকে ইংরেজিতে বলে শারাড [Charade]। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার (বৈ ১২৯৩) স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম হেঁয়ালি নাট্যটি ছাপিয়ে জ্ঞাপন করা হয়, "হেঁয়ালি বাহির করিবার নিয়ম এই ঃ সমস্ত হেঁয়ালি নাট্যটার মধ্যে এমন একটা কথা রাখা হয়, যাহা দুই, তিন, ভাগে ভাগ করিলেও প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। যেমন-মনে কর পাগোল শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে একটা অর্থ থাকে। এখন হেঁয়ালি নাট্যের মধ্যে স্থানে স্থানে কোথাও পা শব্দ কোথাও গোল শব্দ, এবং কোথাও বা পাগোল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করা যায়। ইহা হইতে আসল কথাটি আন্দাজ করিয়া পাঠকদের বুঝিয়া লইতে হইবে"। (প ৬৪০)

হেঁয়ালি নাট্যের প্রবর্তনের কৃতিত্ব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের। বছরখানেক আগে এই শ্রেণীর নাট্যরচনার প্রসারে উদ্যোগী হন 'বালক' পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলী এবং রবীন্দ্রনাথই হন এই নাট্যের প্রথম রচয়িতা। (রচনাটি পরে কবি হাস্যকৌতুক গ্রন্থে 'রোগের চিকিৎসা' নামে সংকলিত হয়েছে)। রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হেঁয়ালি নাট্যের যে পরিচয় লিখে দেন, সেই পরিচয়েরই বিশেষ অংশ 'ভারতী ও বালক'-এ মুদ্রিত হয়, সম্ভবত এই অনুমান করে যে হেঁয়ালি নাট্য সম্বন্ধে ভারতী-র পাঠক-পাঠিকার কিছুই জানতেন না। ১৮৮০-৮৯ দশকে যেমন মহিলারচিত হেঁয়ালি নাট্যের প্রথম ফসল দেখা যায়, তেমনি এই দশকেই প্রথম দেখা যায় মহিলারচিত ছোটগল্পের ফসল। অবশ্য ছোটগল্পের ফসল পরিমাণে এবং বৈচিত্র্যে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য।

গোটা দশকে আমরা ৪৬টি ছোটগল্পের সন্ধান পেয়েছি। সব গল্প বড়দের জন্য লেখা হয়নি, বেশ কিছু গল্প ছোটদের জন্যেও রচিত হয়েছে। বেশিরভাগ গল্প এক সংখ্যায় সমাপ্ত হলেও কিছু গল্প একাধিক সংখ্যায় প্রসারিত-পাঁচ, ছয় সংখ্যায় মুদ্রিত এমন ছোটগল্প লেখা হয়েছে। (**প** ৪৫২.১-**প** ৪৫২.৫ বা **প** ৫৪৮.১- **প** ৫৪৮.৬)। গল্পগুলি হয়েছে নানা স্বাদের-সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, হাসির, নীতি ও উপদেশমূলক, কিংবা রূপকথা উপকথা জাতীয়। আবার বিদেশী সাহিত্য থেকে কিছু অনুবাদ গল্প আছে। (**প** ৪০৫, **প** ৪৩১.১-**প** ৪৩১.২, **প** ৪৪৩, **প** ৪৫২.১-**প** ৪৫২.৫)।

৪টি ধারাবাহিকভাবে সাময়িকীতে প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস দুটি অচিরেই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। বাকি দুটি উপন্যাস-জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী রচিত 'জ্যোতির্ম্ময়ী' (**প** ৩৮৬.১-**প** ৩৮৬.৮) ৮ কিস্তিতে এবং 'মাননীয়া ভগিনী' ছদ্মনামে রচিত 'কুললক্ষ্মী' (**প** ৩২৮.১- **প** ৩২৮.১০) এ দুটি উপন্যাস পত্রিকার পৃষ্ঠায় আজও অবরুদ্ধ হয়ে আছে, গ্রন্থরূপে মুক্তিলাভ করেনি। কুললক্ষ্মী সম্পর্কে আরও একটি বলতে হয়। এটি প্রথম কিস্তি সাড়ে ছ'বছর আগে, ১২৪৮ বৈশাখ সংখ্যার 'বামাবোধিনী'তে বার হয়। এতদিন পরে দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশ করে সম্পাদক জ্ঞাপন করেন—"অনেক দিন হইল 'কুললক্ষ্মী' উপন্যাস 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশ হইয়াছে। ইহা আমাদিগের কোন মাননীয়া ভগিনীর লেখা। তিনি অনবকাশবশতঃ এতদিন আর কিছুই লিখিতে পারেন নাই যাহা হোক এক্ষণে সত্বর উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।"

এই দশকে মহিলারচিত প্রবন্ধগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে এবং নতুনত্বে হয়ে উঠেছে খুবই আকর্ষক। আমরা প্রবন্ধ জাতীয় রচনার যে শ্রেণীকরণ করেছি (দ্রঃ রচনাপঞ্জি ঃ ভূমিকা) সেই শ্রেণীকরণজাত দশ রকমেরই রচনা এই দশকের পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হতে দেখা যায়। মোট ১৯৭টি প্রবন্ধের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এগুলির শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ—

প্র ১	....	২৩
প্র ২	....	৮
প্র ৩	....	৭৭
প্র ৪	....	১
প্র ৫	....	৩৪
প্র ৬	....	৬
প্র ৭	....	৭
প্র ৮	....	২
প্র ৯	....	২৩
প্র ১০	....	১৬

এই প্রথম পাওয়া গেল মহিলারচিত প্র ৪ অর্থাৎ ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ; প্র ৫ অর্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, প্র ৬ অর্থাৎ প্রয়োগিক শিল্প-সেলাই, রন্ধন সম্পর্কে প্রবন্ধ, প্র ৭ শ্রেণীভুক্ত ক্রীড়াবিষয়ক রচনা ও গানের স্বরলিপি; এবং প্র ৮ অর্থাৎ সাহিত্য বিষয়ে আলোচনামূলক প্রবন্ধ। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ (স্বর্ণকুমারী দেবীর), ভ্রমণকাহিনী (প্রসন্নময়ী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী) ও নারী সম্পর্কিত ভাবনা। শোবোক্ত বিষয়ক প্রবন্ধ 'রমণীর

কর্তব্য' শিরোনামে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার দশটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। (লেখিকা ঃ গিরিবালা মিত্র)। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'ভারতী'-তে ছয় সংখ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'ভাটসাহেবের বখর' (**প** ৫৩৬.১-**প** ৫৩৬.৬)। এটি একটি মারঠি গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটিতে ১৭৫৪ থেকে ১৭৬১ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের ইতিহাস বিধৃত। লেখক, কৃষ্ণাজী শ্যামরাও। জ্ঞানদানন্দিনী মূল মারাঠি থেকে অবিকল অনুবাদ করেছেন। সঙ্গীত (গানের স্বরলিপি), সেলাই ও রন্ধন---ইসব নতুন বিষয় সম্পর্কিত রচনা পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হতে শুরু করেছে, যেহেতু তখন স্ত্রী শিক্ষার পাঠ্যতালিকায় বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পাঠ্য হবার সুবাদে বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে, এবং লেখিকারাও ওইসব বিষয়ে লিখতে তাগিদ পেয়েছেন, উৎসাহী হয়েছেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যে সেকালের বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরী আয়োজিত বার্ষিক অধিবেশনে—যে অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গসাহিত্যের দিকপাল ব্যক্তিদের রচনা পঠিত হত, সেই অধিবেশনে শ্যামাসুন্দরী দেবী শুধু একবার নয়, পরপর তিনবার (৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ[১]) অধিবেশনে সর্ব্বোকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করে পুরষ্কৃত হন।

নিম্নলিখিত রচনাগুলি নারী-জাগৃতি সম্পর্কিত ইতিহাস রচনায় প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য-

শরৎকুমারী চৌধুরানী রচিত **কলিকাতার স্ত্রীসমাজ**।
ভারতী, শ্রাবণ, কার্তিক ১২৮৮/১৮৮১ (**প** ৪৪৪.১ - **প** ৪৪৪.২)।

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত **স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুনস্কুল**।
ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪/১৮৮৭ (**প** ৭২৩)।

বঙ্গমহিলা সমাজ [রিপোর্ট]। বামাবোধিনী, মাঘ ১২৮৬/১৮৮০ (**প** ৩৬১)।

বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব। বামাবোধিনী, মাঘ ১২৮৯/১৮৮৩ (**প** ৫০৯)।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বর্ণকুমারী দেবী পরিচালিত সখি-সমিতি গড়ে ওঠে বঙ্গমহিলা সমাজের আদর্শে। (দ্রঃ পশুপতি শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭৮/১৯৭২, পৃ ঃ ১০৩)।

---

[১] । গ্রন্থটি থেকে জানা যায়-"...সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে, স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দিবার জন্য এবং তাঁহাদের চিন্তাশক্তি কতদূর জন্মিয়াছে জানিবার জন্য তিনটি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রতিবারেই বিভিন্ন লেখিকা সত্ত্বেও ঢাকা নিবাসিনী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর রচনা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং তিনি আমাদের প্রতিশ্রুত ২৫্ করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়গণ প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা-ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছিল।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাল ঃ ১৮৯০-১৯০০ (পৌষ ১২৯৬-পৌষ ১৩০৭)

॥ ১ ॥

নিচের পরিসংখ্যানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ১৮৮০-৮৯ ও ১৮৯০-১৯০০ এই দুই কালপর্বে মুদ্রিত মহিলার চনার সংখ্যাগত পরিচয়।

দশক ১৮৮০-৮৯

মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ ৮৯

কাব্য ...	২৯
কাব্য-গাথা ...	১
কাব্য-চম্পূ ...	২
নাটক ...	৪
নাটক-গীতিনাট্য...	১
উপন্যাস ...	১১
ছোটগল্প ...	৪
প্রবন্ধ গ্রন্থ ...	৩২
মোট সংখ্যা	৮৯

পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনা ঃ

৩১টি পত্রিকায় ৫২১টি রচনা + ১*

কাব্য ...	২৫৮
কাব্য-গাথা...	৩
নাটক ...	১২
উপন্যাস ...	৬
ছোট গল্প ...	৪৬
প্রবন্ধ...	১৯৭
মোট সংখ্যা ...	৫২২

* ১টি প্রকীর্ণ রচনা "সাবিত্রী..." নামক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত (দ্রঃ প ৫৪১)

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ ৪৬

কাব্য ...	১
উপন্যাস ...	৬
ছোটগল্প ...	৭
প্রবন্ধ ...	৩২

দশক ১৮৯০-১৯০০

মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ ১২৩

কাব্য ...	৬১
কাব্য-গাথা...	২
কাব্য-গান...	৬
কাব্য-চম্পূ ...	১
নাটক ...	৩
নাটক-গীতিনাট্য ...	১
উপন্যাস ...	১৫
ছোটগল্প ...	২
প্রবন্ধগ্রন্থ ...	৩২
মোট সংখ্যা	১২৩

পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনা ঃ

৫৭টি পত্রিকায় ১৮৫৬টি রচনা

কাব্য ...	১১৩২
কাব্য-গাথা ...	৪
কাব্য-গান...	৫
কাব্য-চম্পূ...	১
নাটক ...	৭
উপন্যাস ...	১২
ছোটগল্প ...	১০০
প্রবন্ধ ...	৫৯৫
মোট সংখ্যা	১৮৫৬

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ ৯৪

কাব্য ...	৪
নাটক ...	৩
উপন্যাস ...	১০
ছোটগল্প ...	১২
প্রবন্ধ ...	৬৫

স্পষ্টতই, ১৮৯০-১৯০০ সময়সীমার মধ্যে মুদ্রিত মহিলারচনার পরিমাণ আমাদের চমকিত করে। এই চমক আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনার সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করি। যেখানে ১৮৮০-র দশকে ৩১টি পত্রপত্রিকায় ৫২২টি মহিলারচনা আমাদের নজর কাড়ে সেখানে ১৮৯০-এর দশকে ৫৭টি পত্রপত্রিকায় ১৮৫৬টি রচনা আমাদের দু চোখকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে তোলে। বাস্তবিক, চমকিত করার মতো অবস্থা বটে। ১৮৮০-র পর দশবছরে প্রায় দ্বিগুণ পত্রপত্রিকায় মহিলারা লিখেছেন, এবং তাঁদের রচনার সংখ্যা বেড়েছে সাড়ে তিনগুণের বেশি। এই চমকপ্রদ বিকাশ হল দ্রুতহারে বর্ধমান স্ত্রীশিক্ষার ফলশ্রুতি। ১৮৮৩ থেকে মেয়েরা বি.এ. এম., এ পাশ করেছেন—উচ্চশিক্ষা দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে অতি দ্রুত হারে মেয়েরা সাহিত্যচর্চা করতেও প্রয়াসী হয়েছেন।

বিশ শতকের মুদ্রিত সাহিত্যে—অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে; দেখা গেছে পত্রপত্রিকার বাহুল্য এবং সেই বহুল সংখ্যক পত্রপত্রিকায় বহুলভাবে মুদ্রিত হয়েছে কবিতা ও ছোটগল্প। দেখা গেছে অনেক উপন্যাস পুস্তক আকারে বেরুবার পূর্বে পত্রপত্রিকাতেই ক্রমশঃ অর্থাৎ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। এবং পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনা অপেক্ষা মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা হয়েছে খুবই স্বল্প—প্রায় নগণ্য। ১৮৯০-১৯০০ কালপর্বে যেখানে মেয়েদের পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনার সংখ্যা হল ১৮৫৬ সেখানে গ্রন্থের সংখ্যা ১২৩, অর্থাৎ মাত্র ৬.৬৩ শতাংশ।

।। ২।।

উনিশ শতকের যেসব মহিলা কবি তাঁদের জীবিতকালে তথা উত্তরকালে কবিখ্যাতি লাভ করেন এবং যাঁদের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় স্থান পেয়েছে তাঁদের প্রত্যেকেরই কোনও না কোনো কাব্যগ্রন্থ আলোচ্য কালপর্বে প্রকাশিত হয়েছে। যথা, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কবিতা ও গান' (১৮৯৫); প্রসন্নময়ী দেবীর 'নীহারিকা', ২য় ভাগ (১৮৯৬); গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'আভাষ' (১৮৯০), 'শিখা'[১] (১৮৯৬); মানকুমারী বসুর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), 'কণকাঞ্জলি' (১৮৯৬); কামিনী রায়-এর নির্মাল্য (১৮৯১), পৌরানিকী (১৮৯৭); বিনয়কুমারী ধর (বসু)-র 'নির্ঝর' (১৮৯১)। যাঁদের কাব্যগ্রন্থ এই দশকেই প্রথম প্রকাশ পায় তাঁরা হলেন, প্রমীলা নাগ (প্রমীলা, ১৮৯০; তটিনী, ১৮৯২), অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা (কবিতালহরী, ১৮৯২ অশ্রুমালা, ১৮৯৪; প্রীতি ও পূজা, ১৮৯৭), মৃণালিনী সেন (প্রতিধ্বনি, ১৮৯৪; নির্ঝরিনী, ১৮৯৫; কল্লোলিনী, ১৮৯৬; মনোবীণা, ১৯০০[২]), নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (মর্ম্মগাথা, ১৮৯৬ 'প্রেমগাথা', ১৮৯৮), সরোজকুমারী দেবী (হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৫)।

আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তিনি তাঁর 'কবিতা ও কবি' প্রবন্ধে লেখেন, "...ছন্দে বন্ধে কথা সাজাইতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, কবিত্ব একটী অতীন্দ্রিয় শক্তি,—যাহার এই শক্তি যত অধিক তিনিই তত উচ্চকবি, তিনিই তত অধিক পরিমাণে জগতের অন্তর্নিহিত ভাব চয়ন করিয়া—জগতের স্থায়ী উপকার করিতে সক্ষম।" (ভারতী ও বালক, ভা ১২৯৫, পৃঃ ২৫৫-২৫৭)। এর সাত বছর আগে, ১২৮৮ সালে,

১। *'শিখা' কাব্যগ্রন্থে গিরীন্দ্রমোহিনীর নিজের হাতে আঁকা একটা ছবি আছে।*

২। 'মনোবীণা' (গ ২৮৭) কাব্যগ্রন্থে স্যার ওয়ালটার স্কট, লংফেলো, বায়রণ, শেলি, কুপার (Cooper) ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কবিতা থেকে বাংলা অনুবাদ আছে।

রবীন্দ্রনাথেব প্রবন্ধ 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' 'ভারতী'র ১২৮৮ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'ভাবগত কবিতা আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদায় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।" উপরে যে সব মহিলা কবিদের নাম উল্লেখ করেছি, তাঁরা সকলেই ভাবগত কবিতা লিখতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের সে সাফল্য তাঁদের জীবিতকালেই এনে দিয়েছে কবি-যশ ও প্রতিষ্ঠা। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' সে যুগে এতই প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল যে চিত্তরঞ্জন দাশের 'মালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'দাসী' পত্রিকায় লেখা হয়, "গ্রন্থখানি অনেকটা 'আলো ও ছায়া'-র ছাঁচে ঢালা, তথাপি তাহাতে যেন 'আলো ও ছায়া'-র সজীবতা ও ভাবের জীবন্ত উচ্ছ্বাস নাই।" (দাসী, সে ১৮৯৭, পৃঃ ৪৩০)।

মানকুমারী বসুর কবিতা পাঠ করে চন্দ্রনাথ বসু সানন্দে ব্যক্ত করেছিলেন যে অনেকদিন পর একটি খাঁটি নারী-মনের সন্ধান তিনি পেয়েছন। রাজনারায়ণ বসু মানকুমারী-র কবিতা মুখস্থ করতেন। নবীনচন্দ্র মানকুমারীর কবিতায় "সরল রমণীহৃদয়ের কবিতামৃত-প্রবাহিত" হতে দেখেন। মানকুমারীর ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত দেন, "বাঙ্গালাটুকু খাঁটি বাঙ্গালা। উক্তিও আন্তরিক।" (এই অনুচ্ছেদের তথ্যগুলির জন্য দ্রঃ 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'-র শেষে উদ্ধৃতি)।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী'-র কবি। তখনই বলা হয়েছে, "বাঙ্গলাদেশীয়-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এ নূতন যুগের প্রবর্ত্তয়িতা।" (ভারতী ও বালক, অ ১২৯৭, আলো ও ছায়া-র সমালোচনা প্রসঙ্গে)। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব তখন এমনই যে ১৮৯০ দশকে কোনো নবীন কবি-তিনি পুরুষই হোন কিংবা মহিলাই হোন, গীতি অথবা ভাবগত কবিতা লিখতে গেলে তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রপ্রভাব এড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে মহিলা কবিদের মধ্যে সরোজকুমারী দেবীর উল্লেখ করছি। তাঁর 'হাসি ও অশ্রু'-র অন্তর্ভূক্ত 'বকুল' কবিতায় পড়ি—

> বিজন গভীর রাতে রোগীর হাসির মত,
> একটি চাঁদের কর খেলা করে অবিরত।
> কেবল একটি গাছে দুইটি বকুল,
> দুজনার প্রেমে দোঁহে রয়েছে বিভুল।

এই কাব্যভাষায় রবীন্দ্রপ্রভাব খুবই স্পষ্ট। এই রকম কাব্যভাষা 'হাসি ও অশ্রু'-র যত্রতত্র, তাই বোধহয় বলা হয়েছে যে সরোজকুমারী "রবীন্দ্রকাব্যের ফুটন্ত মদিরা আকণ্ঠ পান করেছিলেন।" (দ্রঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা কবিতার নবজন্ম, ১৩৬৯/১৯৬২, পৃঃ ৫৫৮)।

গত দশকের মতো এ দশকেও গানের বই প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যায় ৬টি - একটি খ্রিস্টিয় ধর্মসংগীত-ডব্লু.জি.ব্রুকওয়ে-এর 'আমাদের গীত' (১৯০০), তিনটি হিন্দুধর্ম-আশ্রিত ভক্তি সংগীত, যার একটিতে "কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বণিতা" সৌদামিনী দেবী-র 'ভক্তিরস-তরঙ্গিণী' (১৮৯৯) গ্রন্থে গানের রাগিনী ও তাল উল্লিখিত হয়েছে। বাকি দুটি বইতে যে সব গান রয়েছে তা লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর খ্যাতনামা কন্যা সরলাদেবী। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কবিতা ও গান' (১৮৯৫) বইটিতে আছে শতখানেক গান, আর সরলাদেবীর বইটির নামই হল 'শতগান' (১৯০০)।

১৮৯৬-তে মুদ্রিত 'বাসনা' (গ ২৪২) এবং ১৮৯৭-তে মুদ্রিত 'মাতৃবিলাপ' (গ ২৪৮) কবিতার বই দুটি প্রথিতযশা নটি বিনোদিনীর রচনা। সেই হিসেবে বই দুটি আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। টেনিসন (Tenayson)-এর অনুকরণে ২২৫ পৃষ্ঠায় অনামায় রচিত 'ছায়া' (গ

২৫১) কাব্যগ্রন্থটিও কৌতূহলোদ্দীপক। তবে আলোচ্য সময়সীমায় প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থগুলির সিংহভাগই অবহেলিত হয়েছে। হতে পারে সাহিত্যবিচারে তাদের পরিচয় উল্লেখযোগ্য নয়। তবু তাদেরকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা যেতে পারে উল্লেখযোগ্য যদি অন্য কোনো পরিচয়-বৈশিষ্ট্য ধরা পরে। অবশ্য তাদের একটা পরিচয় উল্লেখযোগ্য—সমগ্রভাবে তারা এই সময়কার দ্রুত নারী-জাগৃতির পরিচয় বহন করেছে। শিক্ষা সংস্কৃতির একটা বড় লক্ষণ হল সাহিত্যরচনা চর্চা। এবং এই সাহিত্যরচনা চর্চার প্রথম ধাপ—কাব্যরচনা চর্চা।

।। ৩।।

আলোচ্য কালপর্বে আমরা চারখানি নাট্যগ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। তার মধ্যে একটি গীতিনাট্য, একটি কাব্যনাট্য ও বাকি দু'টি গদ্যনাট্য। ১৮৯২-তে মুদ্রিত গীতিনাট্যটি স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত। নাটকটির শিরোনাম 'বিবাহ-উৎসব' (গ ২০৬) দেখে মনে হয় বিগত দশকে রচিত 'বসন্ত-উৎসব' গীতিনাট্যের সঙ্গে তাল রেখে নামকরণটি করা হয়েছে। সরলা দেবী লিখেছেন, বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যটি স্বর্ণকুমারী কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর বিবাহ-উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত হয়। (দ্রঃ জীবনের ঝরাপাতা, পৃঃ ৫৬)। ইন্দিরা দেবী তাঁর একটি লেখায় জানিয়েছেন যে নাটকটি অন্য একটি বিবাহ-উপলক্ষেও অভিনীত হয়। (দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ, ৩য় সং, পৃঃ ১৯৪-১৯৫)।

'বিবাহ-উৎসব' স্বর্ণকুমারী দেবীর নামে প্রকাশিত হলেও, এটিকে একটি যৌথ সৃষ্টি বলতে পারি। এতে ৭টি দৃশ্য ও ৪৫টি গান আছে। নাটকের কাহিনীবস্তু ও কিছু গান স্বর্ণকুমারী রচিত, কিছু গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও অক্ষয় চৌধুরীর রচনা। আর বাকি ২৮টি গান রবীন্দ্রনাথের লেখা।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই' (গ ১৯৮), দুঃখমালা রচয়িত্রী ইন্দুমতি দাসীর 'বিরাট-নন্দিনী' নাটক (গ ২২৪) এবং নিস্তারিণী দেবীর 'মাথুর' (গ ২৪০)—এদের শিরোনামে স্পষ্ট যে নাটকগুলির কাহিনীবস্তু সুদূর অতীতকালে স্থাপিত। কাব্য-নাট্যদুটির গঠন ও ভাষা রবীন্দ্রপ্রভাবে প্রভাবিত। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত প্রবহমান সমিল চোদ্দ মাত্রায় পয়ার (দ্রঃ মানসী—অন্তর্ভূক্ত 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' কবিতা, 'বিদায় অভিশাপ' কাব্য-নাট্য) কামিনী রায় খুবই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন—

"নর দেব, কিছু ভুলি নাই,
কাল যাহা পাপ ছিল, আজো আছে তাই,
শুধু সেই পাপী নাই। পাপী চিরদিন
থাকে না পাপের অঙ্কে বিকৃত, মলিন,
অস্পৃশ্য। প্রভাতালোকে ধরণী তেয়াগি
যায় যথা অন্ধকার, পুন্যালোক লাগি
দুষ্কৃতি কালিমা হয় চির অন্তর্হিত
তাই অহল্যার নাম রমণী ঘৃণিত,
রবে না ঘৃণিত আর।" —'রামের প্রতি অহল্যা'

'বিরাটনন্দিনী' নাটক সম্পর্কে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় জ্ঞাপন করা হয়, "বিরাটকন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ ও তৎপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্যু বধ ইহাতে চিত্রিত

হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা ও একজন সুশিক্ষিতা রমণী। তিনি তাঁহার সরস বর্ণনার দ্বারা হাস্য ও শোক উভয় ভাব উদ্দীপনের সমর্থ হইয়াছেন।" (বামাবোধিনী, কা ১৩০২, পৃঃ ২২২)।

।। ৪।।

আলোচ্য কালপর্বে ১৫খানি মুদ্রিত উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল স্বর্ণকুমারী দেবীর ৫টি (২টি ঐতিহাসিক ও ৩টি সামাজিক) উপন্যাস ও কুসুমকুমারী দেবীর ২টি সামাজিক উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসগুলি হল 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'স্নেহলতা বা পালিতা', প্রথম ভাগ (১৮৯২), 'স্নেহলতা বা পালিতা', দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯৩), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫) , 'কাহাকে? (১৮৯৮)। কুসুমকুমারীর দুটি উপন্যাস হল—'স্নেহলতা' (১৮৯০) ও 'প্রেমলতা' (১৮৯২)।

রাজপুত ও ভীল সম্প্রদায়ের জগৎ ও জীবন অবলম্বনে স্বর্ণকুমারীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি রচিত। 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসটি প্রথমে 'স্নেহলতা' নামে ১২৯৬ বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হতে থাকে। ১২৯৬ সালে সংখাগুলিতে উপন্যাসটির নাম ছিল 'স্নেহলতা', কিন্তু ১২৯৭ বৈশাখে তার নাম মুদ্রিত হয় 'পালিতা', এবং ওই সংখ্যায় ৫৩ পৃষ্ঠায় একটি পাদটীকা মুদ্রিত করে জানানো হয়, "সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে 'স্নেহলতা' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।[১] ইহাতে পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ভারতী ও বালকে 'স্নেহলতা' শীর্ষক যে উপন্যাসটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই একই উপন্যাস। এটি তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। এই গোলোযোগের জন্য ভারতীর উপন্যাসটির নাম 'স্নেহলতা' করিবার পরিবর্তে 'পালিতা' দেওয়া হইল।" এবং এই 'পালিতা' নামেই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয় ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতীতে। 'পালিতা' নামে ছাপা হলেও উপন্যাসটি 'স্নেহলতা বা পালিতা' নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে ওই নামই ব্যবহৃত হয়।

স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' ও কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা' উভয়ই সামাজিক উপন্যাস। কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা' সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশংসিত। এই গ্রন্থ পাঠ করে বিদ্যাসাগর অভিমত দেন, "সমাজচিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানা সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে নারী, ১৩৫৭, পৃঃ ১৮)। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, " 'এই গ্রন্থ বঙ্গভাষার অক্ষয় অলঙ্কার বিশেষ।' শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন, 'স্থানে স্থানে অশ্রুপাত করিয়াছি'।" (জ্ঞানেশ মৈত্র, নারীজাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৯৪/১৯৮৭, পৃঃ ১৫৬)। কিন্তু সুকুমার সেন এই উপন্যাসের কোনো উল্লেখ করেননি, কুসুমকুমারী দেবীর নামও উল্লেখ করেননি। তবে স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' তাঁর প্রশংসা পেয়েছে। তিনি বলেছেন, "স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হইল স্নেহলতা (১২৯৯)। বাঙ্গালী সমাজে আধুনিকতা প্রবেশের ফলে যেসব সমস্যা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার একটির

১। কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা'-র (গ ১৭৮) প্রকাশকাল ১১ই মাঘ ১২৯৬ আর স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' প্রকাশিত হতে থাকে বৈশাখ ১২৯৬ সাল থেকে। উভয় উপন্যাসে প্রধান চরিত্র বা নায়িকার নাম স্নেহলতা; এই নামকরণের ব্যাপারটা কাকতালীয়ই বলতে হবে।

যথাযথ ও স্পষ্ট চিত্র স্নেহলতায় আমরা প্রথম পাইলাম।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৫ম সং, ১৩৮৩, পৃঃ ১১১)। অন্যত্র বলেছেন, "বাঙ্গালী সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খ, ৫ম সং, ১৩৭০, পৃঃ ২৪৮)। বাঙালি সমাজে আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে কুসুমকুমারীর স্নেহলতাও যে লিখিত হয়েছিল তার খানিক প্রমাণ স্নেহলতার পিতার এই উক্তি থেকে পাওয়া যায়। "হুঁ, তখনই বলিয়াছিলাম মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইবার আবশ্যক নাই। কন্যা আমার চাকরী করিয়া খাওয়াইবে না। হিন্দুর মেয়ের আবার পড়ার প্রয়োজন কি? এখন দেখ, কি ভয়ানক কথা—হিন্দুর মেয়ের আবার পড়ার প্রয়োজন কি? এখন দেখ, কি ভয়ানক কথা—হিন্দুর মেয়ে হইয়া কিনা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে চাহে।" (স্নেহলতা, পৃঃ ৪)। স্নেহলতার বয়স পনেরো-ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মামারবাড়িতে সে বর্ধিত হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। সে তার দাদার বন্ধুকে ভালোবাসে। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের স্বামী মনোনয়নের অধিকার দেবার জন্যে আন্দোলনও চলছিল। স্নেহের পিতা সনাতনপন্থী, তাঁর কাছে মেয়ের প্রেম ও স্বামীর মনোনয়ন ধিক্‌কারের বস্তু। এই বিষম অবস্থা স্নেহলতার জীবনকে সমস্যাসঙ্কুল ক'রে তোলে। সুতরাং বাঙালি সমাজে আধুনিকতা সমস্যা নিয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ হল, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা বা পালিতা'—এমন কথা বোধহয় বলা যায় না।

কুসুমকুমারী দেবীর 'প্রেমলতা' (১৮৯২) উপন্যাসটিও বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। এই বই পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "আমার বিবেচনায় গ্রন্থখানি যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার ত্রুটি নাই। প্রত্যেক পরিবারে এক একখানা প্রেমলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে নারী, ১৩৫৭, পৃ ঃ ১৮)। অল্পদিনেই, ১৮৯৪ খ্রিঃ-তে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পূর্ব দশকে স্বর্ণকুমারী দেবীর অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'ফুলের মালা' (**প** ৫০৬.১-**প** ৫০৬.৬) ৬ কিস্তিতে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রায় দশ বছর পরে এই দশকে ১২৯৯ ভাদ্র মাস থেকে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ওই একই নামে আর একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পাদটীকায় জ্ঞাপন করা হয়, "কয়েক বৎসর পূর্বে ফুলের মালা নামক যে উপন্যাস ভারতীতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, এখানি নামে তাহার সহিত এক হইলেও রূপান্তর প্রাপ্ত নূতন গল্প।" (ভারতী ও বালক, ভা ১২৯৯, পৃঃ ২৬৩)। এই 'ফুলের মালা' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে গ্রন্থাকারে (**গ** ২৩০) মুদ্রিত হয়।

স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে?' (**গ** ২৫৯) উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক তরুণী তার প্রেমকাহিনী নিজের মুখে বর্ণনা করেছে। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "কাহাকে (১৮৯৮) রোমান্টিক প্রেম কাহিনী মাত্র। ইহাতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকা হইয়াছে।" (বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৫ম সং, ১৩৮৩, পৃঃ ১১১)। কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সব দিক বিচার করে এটিকে স্বর্ণকুমারী দেবীর "সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস" রূপে মূল্যায়ন করেছেন। (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৯ম পুনর্মুদ্রণ সং, ১৯৯২, পৃঃ ২৮৭)।

স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে পশুপতি শাশমলের বৃহৎ গ্রন্থটি ছাড়াও অনেক আলোচনা সমকালে এবং পরবর্তীকালে লিখিত হয়েছে। কুসুমকুমারী দেবী সম্পর্কে জ্ঞানেশ মৈত্র-র 'নারী-জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৮৭) গ্রন্থতে মূল্যায়নসূচক খানিক আলোচনা আছে। বাকি উপন্যাসগুলি

সম্পর্কে কিছু সমকালীন সমালোচনা ছাড়া পরবর্তীকালে কোনো আলোচনা আমাদের নজরে পড়েনি। এই উপন্যাসগুলি হল—

১) প্রসন্নময়ী দেবী রচিত— 'অশোকা' (১৮৯০) (গ ১৮২)

২) চারুশীলা গুপ্ত রচিত— 'পল ও ভার্জিনিয়া' (১৮৯০) (গ১৮০)

৩) চারুশীলা গুপ্ত রচিত— 'তুমিই কি সেই? (সত্যঘটনামূলক উপন্যাস)' (১৮৯১) (গ ১৯১)

৪) অনামা রচিত— 'নবগ্রাম' (১৮৯২) (গ ১৯৫)

৫) বসন্তকুমারী নাথ রচিত—'নবসীমনিন্তনী' (১৮৯২) (গ ২০১)

৬) সরোজবাসিনী দেবী রচিত —'বনবালা' (১৮৯২) (গ ২০৩)

৭) অনামা রচিত—'শান্তিময়। বা দুই ভগ্নী উপন্যাসের উপসংহার ভাগ' (১৮৯৯) (গ ২৬২)

৮) স্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা রচিত—'বিজনবালা বা আদর্শ নারী' (১৯০০?) (গ ২৯৭)

এদের যে-ক'টি সম্পর্কে কিছু সমকালীন মূল্যায়নের সন্ধান পেয়েছি তার উল্লেখ করছি। প্রসন্নময়ী দেবীর ১৮৫৭ সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা ৬৮ পৃষ্ঠার উপন্যাস 'অশোকা' সম্পর্কে 'নব্যভারত'-এ মন্তব্য করা হয়, "গ্রন্থকর্ত্রী নব্যভারত পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। ইনি একজন ভাল কবি, কিন্তু ভাল কবি হইলেই যে ভাল উপন্যাস লিখিতে পারেন, গ্রন্থপাঠে সে পরিচয় পাওয়া গেল না।" (ফা ১২৯৭/১৮৯০, পৃঃ ৫৯৫)। অনামা-র 'নবগ্রাম' উপন্যাসটি 'বামাবোধিনী', 'নব্যভারত', 'ভারতী ও বালক' —তিনটি পত্রিকায় সমালোচিত হয়। 'ভারতী ও বালক'-এ লেখা হয়, "আমরা মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিতেছি। তবে উপন্যাসিক শিল্প গঠন হিসাবে অর্থাৎ ঘটনা বিন্যাস বা মনুষ্যচরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবাঙ্কন অথবা সুকৌশলময় কথোপকথন...জন্য ইহার প্রশংসা নহে, ইহার প্রশংসা বঙ্গজাতির সম্মুখে ইহা যে আদর্শ যে উচ্চ কল্পনা তুলিয়া ধরিয়াছে তাহার নিমিত্ত। ...উপন্যাসখানি আমরা স্বদেশবৎসল যুবক-যুবতী দিগকে পড়িতে অনুরোধ করি।..." (অ ১২৯৯/১৮৯২, পৃঃ ৪৮১)।

'নব্যভারত'-এ লেখা হয়, "লেখিকার নাম নাই, যদি বাস্তবিকই ইহা কোন বঙ্গ সুন্দরীর লেখনীপ্রসূত হয়, তবে শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই।...গ্রন্থখানি সুরুচি, সুভাব ও সুকথায় পূর্ণ।...বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্য এরূপ গ্রন্থ দ্বারা প্রভূত উপকৃত হইবে।" (ফা ১২৯৮/১৮৯১, পৃঃ ৫৮৭)। স্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা-র 'বিজনবালা বা আদর্শনারী' সম্পর্কে 'নব্যভারত' (চৈ ১৩০৭, পৃঃ ৬৬৫)-এ "উপন্যাসখানি ভাল নহে" মন্তব্য করলেও, বইটির মধ্যে "বিবাহে শুল্ক গ্রহণ' অর্থাৎ পণপ্রথার যে-বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

অনামা-র 'শান্তিময়'[১] উপন্যাসটির বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। কিছু উপন্যাস লিখিতে হয় অন্য বিখ্যাত বা জনপ্রিয় উপন্যাসের পরিসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে। এইভাবেই দামোদর মুখোপাধ্যায় লেখেন 'মৃণ্ময়ী' (১৮৭৪) এবং 'নবাব নন্দিনী' বা 'আয়েষা' যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ও 'দুর্গেশনন্দিনী'-র পরবর্তী অংশ বা 'উপসংহার' রূপে। তেমনি 'শান্তিময়' উপন্যাসটি দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'দুই ভগিনী' (১৮৮১) উপন্যাসের 'উপসংহার'।

আলোচ্য সময়সীমায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসগুলি যেমন বাংলা উপন্যাস

[১]। উপন্যাসটির সম্পূর্ণ আখ্যা ঃ 'শান্তিময়। বা দুই ভগ্নি উপন্যাসের উপসংহার ভাগ।'

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের অন্তর্গত, তেমনি এই কালপর্বেই প্রকাশিত তাঁর 'নবকাহিনী' (প্রকাশ সাল ১৮৯২) গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ বাংলা ছোটগল্প-গ্রন্থের অন্যতম। বইটির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। —বাংলা সাহিত্যে স্বার্থক ছোটগল্প গ্রন্থের প্রকাশ এই প্রথম, কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্পের বইয়ের প্রকাশ সাল ১৮৯৩ (ছোটগল্প, ১৩০০)। এই প্রসঙ্গে পশুপতি শাশমল লিখেছেন, "...দেনাপাওনাই (হিতবাদী, ১২৯৮) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী পত্রিকায় তাঁর 'ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত'— এর কথা স্বীকার করেছেন। স্বার্থক ছোটগল্প রচনার দিক থেকেও স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। 'হিতবাদী' প্রকাশের তারিখ হল ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ বা ৩০ মে ১৮৯১ সাল। তার পূর্বে স্বর্ণকুমারীর যেসকল ছোটগল্প প্রকাশিত হয় তার তালিকা দেওয়া হল ঃ 'মালতী' (ভারতী, মা-ফা ১২৮৬), 'বীরেন্দ্র সিংহের রত্নলাভ' (সখা, ১৮৮৩), 'কুমার ভীম সিংহ' (ভারতী ও বালক, ফা ১২৯৫), 'ক্ষত্রিয়ের রমণী' (ভারতী ও বালক, মা ১২৯৩), 'এক ভয়ঙ্কর ঘটনা' (ভারতী ও বালক, ফা ১২৯৫), 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি' (ভারতী ও বালক, জ্যৈ ১২৯৭), সন্ন্যাসী (ভারতী ও বালক, বৈ ১২৯৮)। স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের আগে লেখিকা ছোটগল্পের ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন।" (পশুপতি শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭৮/১৯৭২, পৃঃ ২৭২)।

॥ ৫ ॥

আলোচ্য কালপর্বে প্রবন্ধ পুস্তকের প্রকাশন-পরিমাণ হয়েছে বিগত দশকের অপেক্ষা কম। বিগত দশকে মোট ৮৯টি গ্রন্থের মধ্যে প্রবন্ধ সংখ্যা ছিল ৩২, অর্থাৎ ৩৫.৯৬ শতাংশ, এই দশকে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৬.০১ শতাংশে (১২৩টি গ্রন্থের মধ্যে ৩২টি প্রবন্ধ গ্রন্থ)। এবং এই দশকে প্রবন্ধ পুস্তকগুলি গুণমানে অথবা বিষয় বৈচিত্র্যে তেমন আকর্ষক নয়। পুস্তক গুলির বিষয়-বিভাজন নিম্নরূপ—

প্র ১	....	১
প্র ২	....	৮
প্র ৩	....	১৩
প্র ৪	....	×
প্র ৫	....	×
প্র ৬	....	৩
প্র ৭	....	১
প্র ৮	....	×
প্র ৯	....	৬
প্র ১০	....	×

দেখা যাচ্ছে, প্র ৪ অর্থাৎ ভাষা, প্র ৫ বিজ্ঞান, প্র ৮ সাহিত্য বিষয়ক রচনা সম্বলিত কোনো প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়নি।

এই দশকের প্রারম্ভে, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আইন, আইন, আইন' (গ ১৭৬) নামক ১২ পৃষ্ঠার পুস্তকাটির বিষয় ঃ দাম্পত্য সম্পর্কগত একটি আইন—সহবাস-সম্মতি আইন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে হরি মাইতি নামে এক ব্যক্তি তার বালিকা স্ত্রী ফুলমণির সঙ্গে বলপূর্বক সহবাস

করায় বালকাটির মৃত্যু হয়। এই ঘটনার ফলে সহবাস-সম্মতি আইন প্রনয়ণের ব্যবস্থা হয়। এই আইনে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালিকা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলে স্বামীর দণ্ড হবে এই ব্যবস্থা হয়। আইনটি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয়। লেখিকা ইন্দুনিভূষণ দেবী আইনটির স্বপক্ষে অলোচনা করেছেন।

ওই একই পর্যায়ের বই হল আলোচ্য কালপর্বান্তে (১৯০০) মুদ্রিত সরলাদেবী চৌধুরানী প্রণীত 'বাঙ্গালীর পিতৃধন' (গ ২৯৩)। পিতৃধনের অধিকার সম্বন্ধে মেয়েরা সচেতন হচ্ছেন, তারই সাক্ষ্য বহন করছে এই গ্রন্থ।

আবার নারীরা কেমন হবে, কি হবে তাদের আদর্শ ও কর্তব্য, কীসে হবে তাদের যথার্থ মঙ্গল, সে ভাবনাও মুখর হয়েছে এ দশকের মহিলা রচনায়। কবি মানকুমারী বসু তিনটি প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধরচনায় পুরস্কার লাভ করেন। প্রবন্ধ তিনটি দুটি পুস্তক-আকারে মুদ্রিত হয়। একটি হল 'বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম' (১৮৯০) অপর পুস্তকের নাম 'দুইটি প্রবন্ধ' (১৮৯১)—যাতে আছে 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য' এবং 'সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্তব্য' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ। শিরোনামেই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য স্পষ্ট।

কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী রচিত 'নারীমঙ্গল' (১৮৯৪) বইটির পরিচয় ফুটে উঠেছে একটি সমকালীন সমালোচনায়—"...বৈষ্ণবভাবে বৈষ্ণবভাষায় লিখিত। নারীদিগের কিসে দুর্গতি দূর হইতে পারে, একজন মহিলা সেই চিন্তা করিতেছেন, ইহা ভাবিতেও সুখ।" (নব্যভারত, আ ১৩০২, পৃঃ ১২০)। 'নারীমঙ্গল' (গ ২১৫)—এরই অনুগামী বলা চলে 'মর্ম্মাগাথা', 'প্রেমগাথা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রণীত 'নারীধর্ম' (১৯০০) গ্রন্থটিকে। এই গ্রন্থে হিন্দু নারীর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক তথা সন্তানপালন, গৃহচিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মাত্র চারখানি পুস্তক প্রকাশিত হতে দেখা যায় ১৮৯০-১৯০০ কালপর্বে। সবগুলিই শিশু তথা বালকবালিকাদের জন্যে লেখা। বইগুলি হল ঃ চারুশীলা দেবী প্রণীত শিশুদের বর্ণমালা শেখাবার সচিত্র ও রঙিন 'টুক্‌টুকে বই' (১৮৯৮); সরোজিনী দেবীর 'বালিকা শিক্ষা সোপান' (১৮৯৮); হেমলতা দেবী রচিত ছোটদের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৮) কুন্দকুমারী গুপ্ত-র 'প্রেমবিন্দু' (১৮৯৬)। শেষোক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে 'বামাবোধিনী', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ (পৃঃ ৭৬) ও 'প্রদীপ', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ (পৃঃ ২১৩) দুটি পত্রিকাতেই লেখা হয়—'...বালকবালিকাদের জন্য ইতিহাস পুস্তক সচরাচর যেরূপ রচিত হইয়া থাকে, তাহা কটমটে ও পাঠে অরুচিকর। কিন্তু বর্তমান লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন, হৃদয়ের ভাবের সহিত লিখিয়া গ্রন্থখানিকে অতি সরস ও উপাদেয় করিয়াছেন।"

১১টি প্রবন্ধপুস্তক সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মহিলা দ্বারা লিখিত। (দ্রঃ **গ** ১৯৯, **গ** ২০২, **গ** ২২০, **গ** ২৪৭, **গ** ২৬৪, **গ** ২৬৫, **গ** ২৭০, **গ** ২৭৮, **গ** ২৮০, **গ** ২৮৯)। **গ** ২৮০ যুবতীদিগের খ্রীস্টিয় সমিতি—Young Women's Christian Association পুস্তকটি উক্ত সমিতির ইতিহাস রচনায় একটা প্রাথমিক তথ্যসূত্রের কাজ করতে পারে। তেমনি ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কিত ইতিহাস-আলোচনায় প্রাথমিক তথসূত্র হতে পারে 'স্বর্ণময়ী' ও 'হরিদাসী' শীর্ষক জীবনী গ্রন্থদুটি। (দ্রঃ **গ** ২১৪, **গ** ২৬৩)।

তবে ১৮৯০-১৯০০ কালপর্বে প্রকাশিত সমস্ত প্রবন্ধ পুস্তকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

হল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রণীত ২১৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থ 'দৈনিক', প্রথমার্ধ (১৮৯৯); উত্তরার্ধ প্রকাশিত হয় ১৯০১-এ); এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনি (হেমেন্দ্রনাথের কন্যা) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী রচিত ৩৮৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থ 'আমিষ ও নিরামিষ আহার', [প্রথম খণ্ড (১৯০০; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ১৯০০-র পরে প্রকাশিত)। লাবণ্যপ্রভার 'দৈনিক' সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে' নারী পুস্তকে (পৃঃ ২৬) লিখেছেন, "দৈনিক ধর্ম সাধনের সাহায্যার্থে লিপি আকারে সংকলিত তাঁহার দৈনিক গ্রন্থখানি (প্রথমার্ধ ১৮৯৯, উত্তরার্ধ ১৯০১) বহু ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তিসাধান করিয়াছে।"

প্রজ্ঞাসুন্দরীর গ্রন্থে আছে প্রায় ৩৭০ রকমের 'আমিষ ও নিরামিষ' রান্নার উপকরণ ও প্রস্তুত-প্রণালী। তার সঙ্গে আছে নানারকম 'প্রয়োজনীয় কথা'—গৃহিনীদের জ্ঞাতব্য তথ্য, যেমন 'বিনা পেঁয়াজে পেঁয়াজের গন্ধ করা', তরিতরকারী রোদে শুকিয়ে কিভাবে অনেকদিন রাখা যায়, ইত্যাদি। আর আছে সেদিনের বাজারদর যা আজকের দিনে আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়।

প্রজ্ঞাসুন্দরীর নাম আমাদের কাছে আরও স্মর্তব্য এই কারণে যে তিনিই প্রথম বাঙালির ভোজসভায় 'মেনু কার্ড' (Menu Card)-প্রচলন করতে সচেষ্ট হন। বিলিতি ধরনের ভোজসভায় মেনু কার্ড-এর ব্যবস্থা আছে। প্রজ্ঞাসুন্দরী স্থির করেন তিনিও ব্যক্তিদের মধ্যে মেনু কার্ড কববেন। এই সূত্রে তিনিই প্রথম মেনু কার্ড-এর বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করলেন। শব্দটি হল 'ক্রমনী'।

।। ৬।।

আগেই বলেছি, আলোচ্য কালপর্বে মহিলারচনা সম্বলিত পত্রিকার সংখ্যা এবং সেইসব পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ মহিলারচনার সংখ্যা, উভয়ই আমাদের চমকিত করে। ৫৭টি পত্রপত্রিকায় ১৮৫৬টি মহিলা রচনার সন্ধান আমরা পেয়েছি। পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে ৪৪টি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯০-১৯০০ সময়সীমার মধ্যে, বাকি ১৩টি ১৮৯০-এর পূর্বে প্রকাশিত। পত্রপত্রিকাগুলির নাম এবং কোন পত্রপত্রিকায় কতকগুলি মহিলারচনা মুদ্রিত হয়েছে তার হিসেব নিচে প্রদত্ত হল।

১৮৯০-১৯০০-র মধ্যে প্রকাশিত

প্রতিমা (১৮৯০) ...	১০
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (১৮৯০) ...	৩
মজ্‌লিস্‌ (১৮৯০) ...	৫
সাহিত্য (১৮৯০) ...	৯৬
সুবোধিনী (১৮৯০) ...	১১
উগ্রক্ষত্রিয় (১৮৯১) ...	১
প্রকৃতি (১৮৯১) ...	৪
সাধনা (১৮৯১) ...	২৬
সেবক (১৮৯১) ...	১
আশা (১৮৯২) ...	১

দাসী (১৮৯২) ...	১৩
চিকিৎসা তত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ (১৮৯৩)...	৪
পূর্ণিমা (১৮৯৩) ...	২৬
বীণাপাণি (১৮৯৩) ...	৮
ভারতী (১৮৯৩[১]) ...	১৯৬
সাথী (১৮৯৩) ...	২
সখা ও সাথী (১৮৯৪) ...	৫
সুহৃদ (১৮৯৪) ...	১০
চিকিৎসক ও সমালোচক (১৮৯৫) ...	৩
মহিলা (১৮৯৫) ...	১২৮
মুকুল (১৮৯৫) ...	৫২
সৌরভ (১৮৯৫) ...	৭
কান্তি (১৮৯৬) ...	১
কুন্তলীন পুরস্কার (১৮৯৬) ...	১৯
প্রভা (১৮৯৬) ...	১
উৎসাহ (১৮৯৭) ...	২২
পন্থা (১৮৯৭) ...	২৬
পুণ্য (১৮৯৭) ...	৭৫
প্রদীপ (১৮৯৭) ...	২৭
বীণা-বাদিনী (১৮৯৭) ...	৪
অন্তঃপুর (১৮৯৮) ..	২৩০
ঋষি (১৮৯৮) ...	১১
কোহিনূর (১৮৯৮) ...	১
নির্ম্মাল্য (১৮৯৮) ...	৫
সংসার (১৮৯৮) ...	১
সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী (১৮৯৮) ...	২১
প্রয়াস (১৮৯৯) ...	২৩
বিকাশ (১৮৯৯) ...	৪
বীরভূমি (১৮৯৯) ..	১
সমীরণ (১৮৯৯) ...	২
হরিভক্তি (১৮৯৯) ...	৫
আরতি (১৯০০) ...	২
ত্রিস্রোতা (১৯০০) ...	৩
সাহিত্য সংহিতা (১৯০০) ...	২

১ নবপর্যায় ঃ 'ভারতী ও বালক'-এর পর

১৮৯০-এর পূর্বে প্রকাশিত

তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩)	৫
এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ (১৮৫৬)	৫
বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩)	৪৭২
পরিচারিকা (১৮৭৮)	২
সজ্জনতোষিনী (১৮৮১)	৪
নব্যভারত (১৮৮৩)	৮৩
সখা (১৮৮৩)	১৬
আলোচনা (১৮৮৪)	৪
সৎসঙ্গ (১৮৮৪)	১০
ভারতী ও বালক (১৮৮৬)	১৩১
অনুসন্ধান (১৮৮৭)	৮
শিক্ষা পরিচয় (১৮৮৯)	৮

॥ ৭ ॥

আলোচ্য দশকে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলা সাহিত্যে মহিলারচনার যে সমুন্নত বিকাশ ঘটে, যার বিকীরণ দেখি রচনার প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে, সেই বিকাশের অতি আংশিক প্রতিফলন আছে এই দশকে প্রকাশিত গ্রন্থসমষ্টির মধ্যে। পূর্ণ বা প্রকৃত প্রতফলন বিধৃত আছে এই কালপর্বে মুদ্রিত পত্রপত্রিকার অন্তর্ভুক্ত মহিলারচনায়। সুতরাং এই পর্বে বাংলা সাহিত্য রচনার সম্যক পরিচয় পেতে গেলে অথবা মহিলাবিষয়ক তত্ত্ব জানতে গেলে, এই দশকের পত্রপত্রিকাস্থ মহিলারচনার নিরীক্ষণ করতেই হবে।

এই দশকে প্রকাশিত নতুন পত্রপত্রিকার মধ্যে 'মহিলা' (১৩০২/১৮৯৫) পত্রিকা 'বামাবোধিনী' 'পরিচারিকা' ও 'সাধারণী' পত্রিকার অনুসরণে নিজের আদর্শ বা লক্ষ্য করেছে, "নারীপ্রকৃতির অনুযায়িনী সৎশিক্ষায় সমর্থন।" এবং 'বামাবোধিনী'-র 'বামারচনা'-র মত 'মহিলাদের জন্য' শিরোনামে প্রতিসংখ্যায় পৃথকভাবে শুধু মহিলারচনা ছাপবার ব্যবস্থা করেছে। এই রকম ব্যবস্থা 'সুবোধিনী' (১৮৯০) ও 'উৎসাহ' (১৮৯৭) পত্রিকা দুটিতেও দেখা যায়। তবে ১৮৯৭ থেকে প্রকাশিত 'উৎসাহ' পত্রিকাটিতে সে ব্যবস্থায় একটা নতুনত্ব আনা হয়। মহিলারচনার জন্যে সংরক্ষিত অংশে শুধু কবিতা ছাপবার ব্যবস্থা হয়। এবং সে-কারণে এই অংশের নাম দেওয়া হয় 'স্ত্রী-কবিকুঞ্জ'। ৬টি পত্রিকায় মেয়েদের সাহিত্যরচনা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করার এই যে ব্যবস্থা, এর থেকে সহজেই অনুমান করা চলে তখন সাহিত্য রচনা চর্চায় মেয়েদের আগ্রহ ও অনুশীলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এই বৃদ্ধির কারণেই এই দশকে প্রকাশিত হয়েছে অন্তঃপুর-"কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত' মাসিক পত্রিকা। ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত (সম্পাদিকা ঃ বনলতা দেবী) এই পত্রিকা নারীবাদী ভাবনার এক প্রজ্বলন্ত প্রকাশ বলা চলে। কেবল পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত পত্রপত্রিকা যদি হতে পারে, তাহলে মেয়েদের দ্বারাই বা সে কাজ হবে না কেন? অবশ্য এই ভাবনার পায়ের তলায় তখন যথেষ্ট মাটি ছিল। "কেবল মেয়েদের দ্বারা লিখিত' এমন ঘোষণা করার মতো পরিস্থিতি বাংলা

সাহিত্যে তখন স্পষ্ট দেখা দিয়েছে। মেয়েরা তখন প্রচুর লিখছেন, নানা ধরনের লেখা লিখছেন, এবং তাদের লেখা ছাপা হচ্ছে সবরকম পত্রপত্রিকায়। এমনকি 'মজ্‌লিস্' (১৮৯০)-এর মতো পত্রিকা যা ছিল "বৈঠকী অলাপ, সঙ্গীত, কবিতা, খোশগল্প, সচিত্র সমালোচন, চুট্‌কী, রংতামাসাপূর্ণ মাসিক পত্রিকা"—তাতেও মহিলারচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে "কেবল মহিলাদের দ্বারা লিখিত' একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করার পরিকল্পনা কোনও আকাশকুসুম ভাবনা ছিল না, ছিল যুগোপযোগী ও কাজে রূপায়িত করার মতো চিন্তা। অন্তঃপুর একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকারূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তবে বনলতা দেবীর অকাল মৃত্যু পত্রিকাটির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।

'অন্তঃপুর'-কে ধরে এই দশকে ৫৭টি পত্রপত্রিকায় যে ১৮৫৬টি মহিলারচনার সন্ধান আমরা পেয়েছি সে-রচনাগুলির বিষয়গত বিভাজন নিচে দেওয়া গেল—

কাব্য ...	১১৩২
কাব্য-গাথা ...	৪
কাব্য-গান ...	৫
কাব্য-চম্পূ ...	১
নাটক ...	৭
উপন্যাস ...	১২
ছোটগল্প ...	১০০
প্রবন্ধ ...	৫৯৫
প্র ১	৩৫
প্র ২	৪০
প্র ৩	১৩৩
প্র ৪	২
প্র ৫	১২
প্র ৬	৭১
প্র ৭	৯৯
প্র ৮	১২
প্র ৯	৯১
প্র ১০	১০০

এই তালিকায় সূচিত হয়েছে ১৮৯০-১৯০০ কালপর্বে বাংলাসাহিত্যে মহিলারচনার ঋদ্ধি—কী সৃজনে, কী মননে। সৃজনসাহিত্য ও মননসাহিত্য, উভয় সাহিত্যের সব বিভাগেই রচনার সমাবেশ দেখা যায়।

কবিতার সংখ্যা হয়েছে উপচে-পড়া। প্রায় সব লেখক-লেখিকাই সাহিত্য রচনার চর্চা শুরু করেন কবিতা লিখে। সুতরাং আলোচ্য কালপর্বে যখন সাহিত্য রচনা চর্চা হয়েছে প্রবল, তখন কবিতাও লেখা হয়েছে অত্যাধিক। যে ৫৭টি পত্রপত্রিকার তালিকা উপরে দেওয়া হয়েছে তার যে-কোন সংখ্যা খুললেই দেখা যাবে অন্ততঃ একটি কবিতা অছেই। এমনকি 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান ও সমীরণ' কিংবা 'চিকিৎসক ও সমালোচক' নামধেয় পত্রিকাতেও মহিলারচিত কবিতা

দেখা যাবে[১]। এবং কৌতূহলের বিষয়, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'সৌরভ' (১৩০২) মাসিক পত্রিকা, যার পরমায়ু ছিল মাত্র তিনমাস-সে পত্রিকাতেও পাঁচটি কবিতা মুদ্রিত হয়। কবিতাগুলি নটী বিনোদিনী এবং নটী তারাসুন্দরী দাসীর লেখা। (দ্রঃ প ১৫০৪, প ১৫১০, প ১৫১১, প ১৫১৪, প ১৫২০)।

তবে উচ্চাঙ্গের কবিতাও লেখা হয়েছে প্রচুর। এইরকম কবিতা লিখে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন মানকুমারী বসু, প্রমীলা নাগ, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, নগেন্দ্রবালা বসু (মুস্তোফী) সরোজকুমারী দেবী, মৃণালিনী সেন, লজ্জাবতী বসু। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লজ্জাবতী বসুর রচনা কোন পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়নি, কিন্তু তাতে তাঁর খ্যাতির কোন ক্ষতি হয়নি-উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত বা প্রথম শ্রেণীর কবি হিসেবে যাঁদের স্মরণ করা হয়, তাঁদের মধ্যে লজ্জাবতী বসু অন্যতম।

এই দশকে মহিলাদের কাব্যরচনার চর্চার একটা বিশেষ দিক হল বিদেশি কাব্যের অনুবাদ। এই অনুবাদের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য-র পরিচয় দেওয়া হয়েছে পরবর্তী সপ্তম অধ্যায়-৬ষ্ঠ সংখ্যক বিশ্লেষিত তালিকায়।

এই দশকে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে। অন্য কোন লেখিকার রচনা তেমন মুদ্রিত হতে দেখি না। অথচ অন্য বহু লেখিকার রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবার যোগ্য ছিল—আমাদের প্রণীত বিশ্লেষিত তালিকা - ৫ ঃ 'মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা' অনুধাবন করলে এ-কথার সত্যতা ধরা পড়বে। এমনকী ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লজ্জাবতী বসু যিনি প্রখ্যাত মহিলা কবি তথা লেখিকাদের অন্যতম বলে গণ্য হন এবং যিনি হোমারের মহাকাব্য বাংলায় অনুবাদ করেছেন-তাঁর লেখাও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি, আলোচ্য দশকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ফুলের মালা' উপন্যাসটি একটা অসম্পূর্ণ পূর্বরূপ পাওয়া যায় ওই একই 'ফুলের মালা' শিরোনামে বিগত দশকে 'ভারতী'-তে অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (১৮৮২) থেকে বৈশাখ ১২৯০ (১৮৮৩) পর্যন্ত ২২টি পরিচ্ছেদে মুদ্রিত হয়। এই অসম্পূর্ণ 'ফুলের মালা' পুস্তকাকারে আজও মুদ্রিত হয়নি। ফলে এই অসম্পূর্ণ 'ফুলের মালা'-র কথা অনেকেই জানেন না। অথচ "স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা এবং উপন্যাসিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত অসম্পূর্ণ রচনাটির গুরুত্ব অসমান্য।" (পশুপতি শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭৮/১৯৭২, পৃঃ ২১৩)।

এই দশকে সৃজন-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ভারতী-সম্পাদিকা, অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী দেবী প্রবর্তিত 'নূতন ধরনের উপন্যাস' রচনার পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটি সম্পর্কে সম্পাদিক নিজেই ঘোষণা করেন, বিলেতে 'জেন্টলউম্যান' পত্রিকার অনুকরণ (দ্রঃ প ১২০৭.১)। পরিকল্পনাটি হল একটি উপন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায় অথবা অংশ বিভিন্ন লেখক/ লেখিকা দ্বারা রচিত হবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্য মাত্র একটি ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস

[১]। দ্র ঃ 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান ও সমীরণ', ১৩০০-১৩০১; 'চিকিৎসক ও সমালোচক', বৈশাখ ১৩০২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২। অবশ্য 'চিকিৎসক ও সমালোচক'-এর সম্পাদক ঘোষণা করেন, "চিকিৎসা বিষয়ক, সাহিত্য, কবিতাদি, উপন্যাস প্রভৃতি নানা বিষয়িনী প্রবন্ধ এই পত্রিকায় আলোচিত ও প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহা উপরোক্ত নামধেয় হইল।"

'নববর্ষের স্বপ্ন' (প ১২৫৯) লেখা হয়। কিন্তু এটি ইতিহাসের উপাদান হয়ে রইল। এই 'নূতন ধরনের উপন্যাস' ২৮ বছর পরে 'বারোয়ারি উপন্যাস' নামে 'ভারতী'-র উদ্যোগেই আবির্ভূত হয়। প্রকাশক জ্ঞাপন করেন, "বারোজন সাহিত্যিক মিলিয়া এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া উহার নাম 'বারোয়ারি'। ...এই ধরনের উপন্যাস-গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম।[১] ভারতী মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি।" তবে বারোয়ারি উপন্যাস বারোজন দ্বারাই রচিত হবে এমন কোনো শর্ত রইল না। একাধিক লেখক দ্বারা রচিত হলেই বারোয়ারি উপন্যাস বলা হতে লাগল। ১৯২১ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত অনেকগুলি বারোয়ারি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র তিনটি বারোয়ারি উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে বারোয়ারি উপন্যাস সম্পর্কিত ইতিহাস-আলোচনায় একথা বলতেই হবে যে এই উপন্যাসের প্রথম উদয় ঘটে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'-তে।

আলোচ্য কালপর্বে বাংলা সাহিত্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কুন্তলীন পুরস্কার। এ দেশে প্রসাধন সুগন্ধ দ্রব্যের প্রসিদ্ধ প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ. এম্. বোস) তাঁর কারখানার তৈরি কুন্তলীন কেশ তৈল ও দেলখোস এসেন্সের প্রচারকল্পে এক অভিনব বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেন। "তিনি বঙ্গ সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। কুন্তলীন পুরস্কার নাম দিয়া তিনি প্রতি বৎসর কয়েকটি গল্পের একখানি করিয়া পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন এবং এই সকল গল্প লেখককে নগদ টাকা বা গন্ধদ্রব্য পুরস্কার দিতেন।বিক্রেয় পণ্যের সংস্রবে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহ দানের প্রথা বোধহয় তিনিই বঙ্গ দেশে প্রবর্তিত করেন।" (ভারতবর্ষ, কা ১৩৩২, পৃঃ ৭৫২-৭৫৩)। প্রতিযোগিতার প্রধান শর্ত ছিল—"গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোনপ্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।" (ভারতবর্ষ কা ১২২৩, পৃঃ ৭৫২-৭৫৩)। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৩০৩/১৮৯৬ সালে, এবং এর ফলাফল সহ পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ওই বছরেই 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামে। (দ্রঃ বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত কুন্তলীন গল্প-শতক, ১৩৯৬, ভূমিকা)।

এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও যোগ দিয়েছেন। এবং পুরস্কারও জয় করেছেন। আমাদের আলোচ্য ১৮৯০-১৯০০ কালপর্বে ১৩ জন মহিলা কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন। এঁদের মধ্যে মানকুমারী বসু ও সরলাবালা দাসী (সরকার) পরিচিত নাম। মানকুমারী বসু তিনবার এই পুরস্কার পান। এর থেকে বোঝা যায় যে গল্প লেখাতেও এই মহিলাকবি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন।

আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত বিগত চার দশকে মুদ্রিত মহিলারচিত প্রবন্ধের সংখ্যা (প্রথম দশকে প্রাপ্ত সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লেখা পত্র যা আমাদের প্র ১০-এর অন্তর্গত তার সংখ্যা হল ১০টি) মোট ৩৩৫ (১০ + ৫৪ + ৭৪ + ১৯৭), আর আলোচ্য কালপর্বে প্রবন্ধজাতীয় রচনার সংখ্যা ৫৯৫, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। এই বিপুল সংখ্যক রচনার মধ্যে যা পরিমাণে তথা বিষয়-গৌরবে ও বিষয়-বৈচিত্র্যে বিশেষভাবে আমাদের নজর কাড়ে তা হল পাক-বিদ্যা বা রান্না বিষয়ক রচনা, সঙ্গীত-স্বরলিপি, সাহিত্য বিষয়ক ভাবনাচিন্তা, আলোচনা ও সাহিত্য সমালোচনা, এবং লোকসাহিত্যগত হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁ।

১। বাক্যটি যে প্রমাদপূর্ণ তা আমাদের প্রদত্ত তথ্যে প্রমাণিত।

ঠাকুরবাড়ির প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী তাঁর সম্পাদিত 'পুণ্য' (১৮৯৭-) পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় বিবিধ ও অভিনব সব রান্নার কথা লিখেছেন। এইসব লেখাই পরে গ্রন্থাকারে 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়—যার কথা ইতিপূর্বে বলেছি। প্রজ্ঞাসুন্দরী হলেন প্রথম বঙ্গমহিলা যিনি রান্না নিয়ে বই লিখেছেন, তবে রান্না সম্পর্কে তাঁর লেখা প্রকাশের আগে 'বামাবোধিনী' পত্রিকাতে অন্যের লেখা পাকবিদ্যা ও বিবিধ খাদ্য রান্নার প্রণালীজ্ঞাপক রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচ্য কালপর্বে, বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ব্যাপাক হয়ে এলেও ভদ্র ঘরের মেয়েদের সঙ্গীত চর্চা সম্পর্কে নিষেধের সংস্কার ছিল। তাই দেখা যায় এই রকম প্রবন্ধ-'সঙ্গীত চর্চায় কী দোষ' (বামাবোধিনী, অ, পৌ ১২৯৯/১৮৯২) কিংবা 'সঙ্গীত ও বাদ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক' (বামাবোধিনী, ভা ১৩০১/১৮৯৪)। তবে এই সংস্কার কেটে আসছিল। তাই দেখা যায় ঠাকুরবাড়ির ইন্দিরা দেবী, প্রতিভাসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী-কন্যা সরলা দেবী প্রমুখ মহিলারা বহু গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন। ইন্দিরা দেবী ও প্রতিভা দেবী যেসব গানের স্বরলিপি করেছেন তাদের মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'-র গান ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গান, লালন ফকিরের গান, কয়েকটি বিশিষ্ট হিন্দি গান। সরলা দেবী যেসব গানের স্বরলিপি করেছেন, এমনকী সুরও দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আছে সংস্কৃত গান, স্বর্ণকুমারী দেবীর গান অতুলপ্রসাদ সেনের 'ভারত-লক্ষ্মী', বঙ্গিমচন্দ্রের 'বন্দে-মাতরাম' এবং বঙ্কিমরচিত আরেকটি গান-'সাধের তরণী আমার।' এঁরা ছাড়া আর যাঁরা স্বরলিপি করেছেন—তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো দুই—নটী নারায়ণী দাসী ও যাদুমণি দাসী। এঁদের কৃত গিরিশচন্দ্র ঘোষের কয়েকটি গানের স্বরলিপি 'সৌরভ' (ভা ১৩০২) পত্রিকায় মুদ্রিত আছে।

এই দশকে মেয়েরা শুধু সাহিত্য সৃষ্টিই করেননি, সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন, রসশিক্ষার পাঠ নিতে সযত্ন হয়েছেন। তাই দেখি এই দশকে মুদ্রিত হয়েছে মহিলারচিত বেশ কিছু সাহিত্য-আলোচনামূলক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ সমালোচনা। মহিলাকৃত গ্রন্থ সমালোচনা এই দশকে প্রথম দেখা দেয়। দশকের শুরুতেই প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যে মহিলাকৃত প্রথম গ্রন্থ-সমালোচনা। এটি হল ভাদ্র ১২৯৭/১৮৯০ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রসন্নময়ী দেবী-কৃত কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সমালোচনা। এবং ওই 'সাহিত্য' পত্রিকাতেই (বৈ ১২৯৮/১৮৯১) প্রকাশিত হয় মহিলা-কৃত প্রথম রবীন্দ্রগ্রন্থ-সমালোচনা। রচনাটি হল গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'মানসী' ও 'রাজা ও রানী' (প ১০০৩)-র সমালোচনা। মহিলা-কৃত গ্রন্থ সমালোচনার পরিমাণ যে তুচ্ছ করার মতো ছিল না তার সাক্ষ্য রয়েছে আমাদের প্রদত্ত বিশ্লেষিত তালিকা-৮ ঃ (মহিলা-কৃত সমকালীন গ্রন্থ-সমালোচনা)।

চাঞ্চলাবালা দাসী রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি (দ্রঃ প্রয়াস, শ্রা-ভা, ১৩০৬) আমাদের অনুসন্ধানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মহিলারচিত প্রথম কবিতা, এবং রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থকে বিষয় করে মহিলারচিত প্রথম কবিতা হল সৌদামিনী গুপ্তা রচিত 'রবিন্দ্রবাবুর সোনারতরী' (দ্র ঃ দাসী, জ্য ১৮৯৬)। নির্মলা দেবীর 'বসন্ত বিরহ' (প ১৩৬৬) কবিতাটি যে রবীন্দ্রপ্রভাবিত;তা কবিতাটির পাদটীকায় মুদ্রিত "বঙ্গীয় সেলীর অনুকরণে" উক্তি থেকে স্পষ্ট। সেকালে রবীন্দ্রনাথকে তখন বাংলার সেলী (Shelley) বলে অভিহিত করা হত।

সাহিত্যতত্ত্ব তথা সাহিত্য-আলোচনামূলক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল সরলাদেবী রচিত 'নীতি ও সাহিত্য' (প ১৫০৩), 'রতিবিলাপ' (প ১১৫৭), 'মালতী মাধব' (প ১১৬৫.১-প

১১৬৫.৫), 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' (প ১১০৪.১ - প ১১০৪.৩)।

অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকটি দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী, সামাজিক ইতিহাস, জীবনী এবং ধর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয়ক রচনা ধারাবাহিকভাবে পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। এগুলি হল যথাক্রমে পত্রকারে রচিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দারজিলিং ভ্রমণ বৃত্তান্ত;' প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা' ঃ দ্বিতীয় প্রস্তাব; মানকুমারী বসুর 'বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা'[১] সুশীলাবালা সিংহ রচিত 'কতকগুলি সুমাতা', শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু] রচিত 'আর্য্যমহিলা' এবং মৃণালিনী সেন-এর 'স্বপ্নে-দীক্ষা'।

এই দশকে মহিলারচনার এক নতুন বিকাশ হল চিকিৎসা বিষয়ক রচনা। দুজন লেডি ডাক্তারের দু'টি রচনা এই বিকাশ সূচিত করেছে। একটি রচনা উদ্ভিদের কথা (সচিত্র) প্রকাশিত হয় ছোটদের 'সাথী' পত্রিকার ১৩০০ ফাল্গুন সংখ্যায়। লেখিকা শ্রীমতী সুশীলা স্বনামের পাশে নিজেই লিখেছেন লেডি ডাক্তাব। তাঁর রচনা ভেষজ চিকিৎসা নিয়ে। এই চিকিৎসার গুণাবলী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বহুলভাবে পরীক্ষিত সেকথা জ্ঞাপন করেছেন।

অন্য রচনা 'চিকিৎসক ও রোগিনীর বিবরণ' মুদ্রিত হয় 'চিকিৎসক ও সমালোচক' পত্রিকার, ১৩০৩ আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায়। রচনাটির শিরোনামের নিচে লেখিকার নাম মুদ্রিত হয় পি.বি.হালদার. কিন্তু রচনার শেষে মুদ্রিত হয়েছে লেখিকার সম্পূর্ণ নাম—প্রিয়বালা হালদাব এবং তার পাশে মেয়ে ডাক্তার। লেডি ডাক্তাব প্রিয়বালা হালদাব তাঁর রচনায় বর্ণনা করেছে কীভাব সেকেলে ধাত্রীচিকিৎসাব ফলে এক মহিলার প্রসবান্তে সূতিকাজ্বর (পিউপিয়াল ফিবার) দুরূহ জটিল ওঠে, এবং অবশেষে তাঁর বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসায় রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। তিনি তাঁর ব্যবহৃত ঔষধপত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর রচনায়। প্রিয়বালা হালদারের রচনাটি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে। সুতরাং বলতে পারি, প্রিয়বালা রচিত রচনাটি হল বঙ্গমহিলারচিত আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম রচনা।

এই দশকে কৌতুকহাস্যের লেখাতেও মেয়েরা হাত দিয়েছেন এবং দক্ষতা দেখিয়েছেন, যার সাক্ষ্য দিচ্ছে বৈঠকী বা কৌতুকহাস্যের পত্রিকা 'মজ্‌লিস্‌'-এ প্রকাশিত (আশ্বিন ১২৯৭) শ্রীমতী নিস্তারিনীর রচনা ঃ পূজার চিঠি (প ৯৪৪) ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী পোদ্দার রচিত 'প্রসন্নময়ীর প্রণয় পত্র' (প ৯৬২)। প্রথমোক্ত রচনা পতির বিদেশ বাসকালে পত্নীর পদ্যাকারে পত্র-১৫২ রকমের জিনিস আনার অনুবোধ করা হয়েছে। শেষোক্ত রচনা 'প্রসন্নময়ীর প্রণয় পত্র'-পতিকে লেখা পত্র-প-এর অনুপ্রাসে ঠাসা গদ্য রচনা, যার আরম্ভ, "প্রাণেশ্বর! পোনেরই পৌষের পূর্ব্বে পাঁচ পত্র পাঠাইয়াছি, প্রাণনাথ! প্রেমাধিনী পত্র পাওনি?..."

এই দশকের একজন অতি বিশিষ্ট লেখিকা হলেন 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'-র গ্রন্থকর্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দাস। ইনি বিলেতের নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন এবং লিখেছেন যেমন বড়দের কাগজে তেমনি

১। "বামাবোধিনীর ত্রিশ বৎসর বয়সেও এক জুবিলী হইয়াছিল, আমি তাহাতে বিজ্ঞাপনানুসারে 'বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা'—এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিযাছিলাম। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাহার পরীক্ষক ছিলেন; সে বাবেও আমি কয়েকজন পুরুষ ও বমণীর সহিত প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হই।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-৫৯ ঃ মানকুমারী বসু, ১৩৫৩, পৃঃ ১৯)।

মানকুমারী বসুর প্রবন্ধটির সঙ্গে পঠিতব্য প্রভাবতী দেবী রচিত 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীর অবস্থা' (বামাবোধিনী, ভা-আশ্বিন, ১৩০৭)।

ছোটদের পত্রপত্রিকাতেও, তবে ছোটদের জন্য লেখাগুলি সংখ্যায় স্বল্প। এসব লেখা ছাড়া তাঁর অনেকগুলি লেখার মূলে আছে নারীবাদী ভাবনা। তিনি চেয়েছেন শিক্ষায় স্বাধীনতায় নারী হবে পুরুষের সহচরী, ইংরেজ সমাজে যেমন দেখেছেন। তাঁর সাহিত্য-বোধের পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের কণিকা কবিতাগ্রন্থের গুণগ্রাহী সমালোচনায়। আমরা তাঁর ২৬টি রচনার[১] সন্ধান পেয়েছি। এগুলি একত্র সঙ্কলনে একটি মূল্যবান গ্রন্থ হতে পারে।

নিম্নলিখিত রচনাগুলি সে যুগের ইতিহাসের প্রাথমিক তথ্য-উৎস রূপে গণ্য হবার যোগ্য—

(প ১০৫৯.১-প ১০৫৯.২)	একাল ও একালের মেয়ে	ভারতী ও বালক, আশ্বিন-কা, মা ১২৯৮
প ১৭২৩	বঙ্গীয় মুসলমান মহিলার প্রতি	বামাবোধিনী, জ্যৈ ১৩০৪
প ২০৬৬	ভিক্টোরিয়া নারী বিদ্যালয়	মহিলা, আশ্বিন ১৩০৫
(প ২১৮২.১-প ২১৮২.২)	বঙ্গদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনোপায়	অন্তঃপুর, ফা ও চৈ ১৩০৫
প ২৩১৫	আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার	প্রদীপ, ভা ১৩০৬

১। সীমন্তী সেন সম্পাদিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' (১৯৯৬)-র শেষে কৃষ্ণভাবিনী রচিত ২২টি রচনার একটি তালিকা আছে। ওই তালিকায় যে-৪টি রচনা নেই তা হল ঃ

এই কি জীবন (কবিতা), দ্র ঃ প ৯৪১
বিলাতি খেলাঘর ('সখা' ছদ্মনামে লিখিত), দ্রঃ প ১১১৫
স্বদেশে ইংরাজ (প্রবন্ধ) দ্র ঃ প ২৪৬৭
কণিকা (রবীন্দ্রনাথের কণিকা-র সমালোচনা) দ্রঃ প ২৪৮২

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্লেষিত তালিকা-সমীক্ষা

॥ ১॥

মূল কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জি বিশ্লেষণ করে আমরা ১১টি বিশ্লেষিত তালিকা প্রস্তুত করেছি। তালিকাগুলি হল—

১) লেখিকা ও তাঁদের রচনা
২) মহিলারচিত গ্রন্থের বিষয়ানুগবিন্যাস
৩) মহিলারচিত গ্রন্থের শিরোনাম বা আখ্যার বর্ণানুগবিন্যাস
৪) মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সংস্করণ
৫) মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা
৬) মহিলাকৃত অনুবাদ রচনা
৭) মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনা
৮) মহিলাকৃত সমকালীন গ্রন্থ-সমালোচনা
৯) মহিলা সম্পাদিত পত্রপত্রিকা
১০) মহিলারচনা সম্বলিত পত্রপত্রিকা
ক) বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস
খ) সংখ্যানুক্রমিক বিন্যাস
১১) বাংলা সাহিত্যে নানাবিভাগে ও নানা বিষয়ে বঙ্গমহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত রচনা

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে মহিলাদের অবদান-এর পরিমাণ ও সাহিত্যমূল্য পরিমাপের জন্য রচনাপঞ্জির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উপরোক্ত ১১ (এগারো)টি বিশ্লেষিত তালিকা, সমীক্ষায় ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সময়সীমায় নারীসত্ত্বার জাগ্রত রূপের বহিঃপ্রকাশ যেমন দেখা যায় তেমনি ব্যক্ত, অব্যক্ত ও সুপ্তভাবে ধরা পড়ে তাঁদের সুখ ও দুঃখের কথা। তাঁদের সাহিত্য সম্ভারের পরিচয়ের সঙ্গে,-সে সাহিত্যের জনপ্রিয়তা ও সমকালীন মূল্যায়ন সম্পর্কেও ধারণা সহজবোধ্য হয়।

লেখিকা ও তাঁদের রচনা

॥ ২॥

প্রথম বিশ্লেষিত তালিকা 'লেখিকা ও তাঁদের রচনা' প্রণয়ন করে আমরা ১৮৫০ থেকে ১৯০০ কালসীমায় লেখিকাদের সমগ্র রচনাবলীর (গ্রন্থ তথা পত্রপত্রিকায় প্রকর্ণ রচনা) হদিশ দিতে সচেষ্ট হয়েছি। লেখিকা নামের বর্ণানুযায়ী বিন্যস্ত এই তালিকা একাংশে সূচীর কাজ করছে।

এই তালিকাটির তিনটি অংশ : (ক), (খ) ও (গ)।

(ক) অংশে শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন সেইসব লেখিকা যাঁরা স্বনামে[১] লিখেছেন। কিংবা যাঁদের নাম জানা[২] গেছে লেখিকাদের নামের আগে ও পরে ব্যবহৃত বিশেষণ (শ্রী, শ্রীমতী, কুমারী, বি.এ. ইত্যাদি) লেখিকাদের নামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে; ঢেড়া (বা/Slash) চিহ্নের পর অন্যান্য বিশেষণ বা ব্যবহৃত ছদ্মনাম (এক বা একাধিক) উল্লিখিত হয়েছে।

(খ) অংশে শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন সেইসব লেখিকা যাঁরা শুধু ছদ্মনামেই[৩] লিখেছেন যাঁদের প্রকৃত নাম জানা সম্ভব হয়নি, যাঁরা অক্ষর[৪] অথবা অক্ষর ও সংকেত[৫], অথবা শুধু সংকেত[৬] ব্যবহার করেছেন।

(গ) অংশে শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন অজ্ঞাতনামা বা অনামা লেখিকার দল।

এছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (মুসলমান, খ্রিস্টান) লেখিকাদের নামের পাশে ⊗ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। (দ্র ঃ বিশ্লেষিত তালিকা-১)। তালিকা প্রণয়নে খ্রিস্টিয় বা দেশীয় খ্রিস্টান মহিলাদের নামের ক্ষেত্রে আগে পদবী ও পরে নাম ব্যবহার করেছি। এবং 'দেখুন' (See Reference) দিয়ে তা নির্দেশিত হয়েছে। যেমন ঃ এমিলিয়া গুপ্তা ***দেখুন*** গুপ্তা, এমিলিয়া।

সামগ্রিকভাবে এই তালিকাটি আমাদের কয়েকটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করছে। প্রথমতঃ তালিকার (ক), (খ), (গ) অংশ স্বনাম, ছদ্মনাম ও অনামা রচয়িত্রীদের সন্ধান দেয়; ও একইসঙ্গে তিন ধরনের লেখিকা সনাক্তকরণে সাহায্য করে। এক শ্রেণী হলেন তাঁরা—যাঁরা গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা উভয় ক্ষেত্রে কলম ধরেছেন। যেমন ঃ কামিনী রায় (**গ** ১৬৭, **গ** ১৯০, **প** ১২৭৯, **প** ২৩১২, **প** ২৩৩১, **প** ২৫০৪ ইত্যাদি। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লেখিকারা শুধু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ঃ কামিনীসুন্দরী দেবী (**গ** ১৩, **গ** ১৮, **গ** ২৯, **গ** ৬৩, **গ** ১০১, **গ** ১৫৭); তৃতীয় শ্রেণীর লেখিকারা শুধু প্রকীর্ণ রচনা প্রকাশ করেছেন, কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। যেমন ঃ (**প** ৮, **প** ১১, **প** ২২০, **প** ২৫৫, **প** ২৮৬ ইত্যাদি)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত কবি লজ্জাবতী বসু (ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা), যাঁর লেখাগুলো কেবল পত্রপত্রিকাস্থ-ই থেকেছে। কিন্তু সমকালে তাঁর কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়নি। (দ্রঃ ৩৮১ সংখ্যক লেখিকা)। একই আক্ষেপের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সরলাদেবীর লেখায়—"আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থের ঘরনী হয়নি..." (যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৯৯ ঃ সরলা দেবী চৌধুরানী/শরৎচন্দ্র রায় (রাঁচি), ১৩৭০, পৃঃ ৫)।

এই তালিকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত (খ্রিস্টান, মুসলমান ইত্যাদি) লেখিকাদের নামের পাশে ⊗ চিহ্ন উল্লেখ করার ফলে এঁদের সনাক্তকরণ সহজেই সম্ভব হচ্ছে এবং এর সাহায্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লেখিকাদের সংখ্যা নির্ণয় ও বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদান পরিমাপ করা সহজ হয়েছে।

১। **প** ৩ (চিত্তবিলাসিনী/কৃষ্ণকামিনী দাসী)
২। গ ৮১ (ছিন্নমুকুল/দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত-উৎসব রচয়িত্রী)
গ ৮২ (বসন্ত-উৎসব/"দীপ-নির্ব্বাণ" লেখনীপ্রসূত)
৩। **প** ৩১১ (পাঠিকা, দ্বারভাঙা; **প** ১৩১৮ (বি,বা,দ)
৪। **প** ১৩৬৭ (চ)
৫। **প** ৩০ (অ-)
৬। **প** ৩৫০ (***)

বস্তুত মুষ্টিমেয় কৃতী লেখিকাদের নিয়ে এই তালিকা রচিত হয়নি। এতে এমন সব লেখিকার নাম রয়েছে—যাঁদের পরিচয় আজ বিস্মৃতির পথে নিমজ্জিত। আলোচ্য তালিকা হারিয়ে যাওয়া সেসব লেখিকাদের নাম উদ্ধার ছাড়াও লেখিকাদের ব্যবহৃত ছদ্মনামের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরছে। ছদ্মনামের ব্যবহার এই সময়কার মহিলা রচনার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ছদ্মনামও নানা বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট হতে দেখি।

গ্রন্থ বা প্রকীর্ণ রচনায় ব্যবহৃত ছদ্মনামের তালিকা নিরীক্ষণে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো—

ছদ্মনামের ক্ষেত্রে একটি স্বরবর্ণ ও সংকেত 'অ-' (প ৩০) বা ব্যঞ্জনবর্ণ 'চ' (প ১৩৬৭) যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি আবার কেবলমাত্র '***' (প ৩৫০) অর্থাৎ তারকাচিহ্নও ব্যবহার হতে দেখা যায়, এছাড়া রয়েছে সামাজিক পরিচয়জ্ঞাপক মা (প ২২৪৯), 'মাসিমা' (প ২৪৬৯) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার।

স্থান-নাম কোথাও ব্যবহার করা হয়েছে ছদ্মনামের আগে। যেমন ঃ 'জগদ্দলস্থ হিন্দু মহিলা' (প ২৬০); 'বোয়ালিয়াস্থ কোন ভদ্রমহিলা' (প ১৭৪) ইত্যাদি আবার স্থান কোথাও দেখা গেছে ছদ্মনামের পর—যেমন ঃ একটি বধু, শিলচর (প ২৬৩১); একটি দুঃখিনী, পাঁচদোনা (প ১৬৩৩)।

কোথাও কেবল স্থান-নাম-এ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ঃ জগদ্দল (প ২৪২)।

স্বামী বা পিতার পরিচয় যে মেয়েদের পরিচয়ের নিদর্শন তা দেখা যায় 'বিজনপ্রসূন' (গ ১২৩) গ্রন্থের লেখিকার নাম ব্যবহার-এ বা তারাবতী উপাখ্যান (গ ৩৮) গ্রন্থের রচয়িত্রীর পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে।

অধিক সংখ্যক লেখিকাদের ছদ্মনাম ব্যবহারে নিজেদের পূর্ববর্তী প্রকাশিত কোনো গ্রন্থনামকে গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন ' স্নেহলতা রচয়িত্রী' কুসুমকুমারী দেবী (গ ২০৪); 'মণিমোহিনী রচয়িত্রী' নয়নতারা দে (গ ৯১, গ ১০৭); 'নীহারিকা রচয়িত্রী' প্রসন্নময়ী দেবী (প ৫২৯, প ৫৯৩, প ৬১৪, প ৬১৭ ইত্যাদি)।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে লেখিকার রচনায় কাঞ্চনমালা দত্ত-এর পরিবর্তে 'K.M.Datt' (প ৫১৯)-এর ব্যবহার উল্লেখনীয়। একইভাবে মেয়ে ডাক্তার প্রিয়বালা হালদারকেও 'পি.বি.হালদার' (প ১৬১৩) ব্যবহার করতে দেখা যায়।

নামের পর শিক্ষাগত যোগ্যতার নির্দশন দেখা যায় কয়েকটি ক্ষেত্রে-এই যোগ্যতার পরিধি স্কুল বা বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দেখা যায়। যেমন কামিনী রায়, বি.এ (প ২৫০৪) ; সরলা দেবী, বি.এ (প ২২৯২); সরলা রক্ষিত, বি.এ (প ২০৮৭); প্রিয়ম্বদা দেবী, বি.এ (প ২৫৯৭) বা বিবি তাহেরনন্নেছা, বোদা বালিকা বিদ্যালয় (প ৪৮) ইত্যাদি।

লেখিকাদের বয়স উল্লেখে ছদ্মনাম ব্যবহার দেখা যায় কোনো কোনো রচনায়। যেমন ঃ 'একটী ১০ বৎসরের বালিকা, (প ১৮৬২) বা 'একটী ১১ বৎসরের বালিকা' (প ১৯১৩.১ক) এই ছদ্মনামের আড়ালে সূচীপত্র থেকে শান্তিময়ী দেবী-কে সনাক্ত করা যায়। আবার কিছু রচনায় 'বালিকার রচনা' (প ৫৮৬, প ৫৯৬) বলে রচয়িত্রীর পরিচয় জ্ঞাপন করা হয়েছে।

কামিনী শীল (প ৩৯৮, প ৪২০, প ৪৩২, ইত্যাদি); স্বর্ণকুমারী দেবী (প ৫৭৬, প ৭০৩, প ৮৪৫, প ৮৬২ ইত্যাদি) বনলতা দেবী (প ১৮৮১, ১৮৮৩ ইত্যাদি)-কে স্ব-স্ব পত্রিকায়

নিজেদের রচনায় 'সম্পাদিকা' পরিচয়ে পরিচিতা হতে দেখা যায়।

একই নামের কিছু লেখিকাকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে নামের পর ব্যবহৃত স্থান নাম থেকে। যেমন ঃ 'কুমুদিনী দেবী, গয়া (প ১৮৮) ও কুমুদিনী দেবী, সপ্তগ্রাম, জেলা হুগলী (প ৯৩)।

লেখিকাদের নিজেদের জাত বা বংশের অভিজাত্য ফুটে উঠেছে ছদ্মনামের ব্যবহারে। যেমন ঃ 'দ্বিজতনয়া' (গ ১৩) পরিচয়ে কামিনীসুন্দরী দেবী;'কোন সদ্বংশীয়া কুলবধূ' (গ ১১) রূপে রাখালমণি গুপ্ত-এর আবির্ভাব দেখি।

এছাড়া অনামায় প্রকাশিত একটি কবিতার প্রতিটি ছত্রের আদ্যাক্ষরের সমন্বয়ের মধ্যে 'শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী'-কে সনাক্ত করা যায় (প ১৭২)।

বিশ্লেষিত আলোচ্য তালিকার তিনটি অংশ ঃ (ক), (খ) ও (গ) থেকে গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা উভয় ক্ষেত্রে স্বনাম, ছদ্মনাম ও অনামা লেখিকাদের সংখ্যা প্রতিবিম্বিত হয়েছে সারণী-১-এ।

সারণী - ১

লেখিকা সংখ্যা, ১৮৫০-১৯০০

স্বনাম	৫৭৫
ছদ্মনাম	২৩৫
অনামা	১৯১

স্বনামে, ছদ্মনামে ও অনামায় প্রকাশিত মহিলারচিত গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা (১৮৫০-১৯০০) এবং দশক অনুযায়ী এর শতকরা হিসেব দেখানো হয়েছে সারণী-২ ও সারণী-৩-এ।

সারণী - ২

মহিলারচিত গ্রন্থ (স্বনাম, ছদ্মনাম ও অনামা রচয়িত্রী)

দশক	মোট প্রকাশিত গ্রন্থ	স্বনাম	শতকরা	ছদ্মনাম	শতকরা	অনামা	শতকরা
১৮৫০-৫৯	৫	৫	১০০	×	×	×	×
১৮৬০-৬৯	১৯	১১	৫৭.৮৯	৮	৪২.১১	×	×
১৮৭০-৭৯	৬১	৩৪	৫৫.৭৩	২৩	৩৭.৭০	৪	৬.৫৫
১৮৮০-৮৯	৮৯	৬৫	৭৩.০৩	২২	২৪.৭২	২	২.২৪
১৮৯০-১৯০০	১২৩	৯৯	৮০.৪৮	১৭	১৩.৮২	৭	৫.৬৯

সারণী - ৩

মহিলারচিত প্রকীর্ণ রচনা (স্বনাম, ছদ্মনাম ও অনামা রচয়িত্রী)

দশক	মোট প্রকাশিত প্রকীর্ণ রচনা	স্বনাম	শতকরা	ছদ্মনাম	শতকরা	অনামা	শতকরা
১৮৫০-৫৯	২০	১২	৬০	৬	৩০	২	১০
১৮৬০-৬৯	১২৩	৫০	৪০.৬৫	৪৪	৩৫.৭৭	২৯	২৩.৫৮
১৮৭০-৭৯	২১৪	৮৭	৪০.৬৫	১০২	৪৭.৬৬	২৫	১১.৬৮

১৮৮০-৮৯	৫২২	৩২১	৬১.৪৯	১৩৭	২৬.২৫	৬৪	১২.২৬
১৮৯০-১৯০০	১৮৫৬	১২৮৪	৬৯.১৮	৪৯৭	২৬.৭৮	৭৫	৪.০৪

সারণী দু'টিতে আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, ১ম দশক (১৮৫০-৫৯) ও ৫ম দশক (১৮৯০-১৯০০) সময়সীমায় সবচেয়ে বেশি লেখিকারা স্বনামে গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা লিখেছেন। দ্বিতীয় দশক (১৮৬০-৬৯) ও তৃতীয় দশক (১৮৭০-৭৯)—এ ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনার হারবৃদ্ধি দৃষ্টি আকর্ষক। হঠাৎ এই ছদ্মনাম ও অনামায় রচনা প্রকাশেব কারণ পরবর্তী কোনো গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

আবার তালিকায় একই ছদ্মনাম ব্যবহার করা লেখিকাদের রচনাকে এক জায়গায় রাখায় কিছু সমস্যা দেখা যায়। যেমন ঃ 'একজন হিন্দু মহিলা'-র নিচে **গ** ২৭, **গ** ৩৯, **গ** ২৩৩, **গ** ২৩৪ সংখ্যক সংলেখ উল্লিখিত হয়েছে। এই সংখ্যাভুক্ত লেখিকারা পৃথক পৃথক ব্যক্তি হতে পারেন। তাঁদের নির্দিষ্ট নাম উদ্ধার করতে না পারায় এ বিভ্রান্তি থেকেই যাচ্ছে।

সমস্যা থাকলেও সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত তালিকাটি আলোচ্য সময়সীমায় পরিচিতা, অপরিচিতা বা স্বল্প পরিচিতা রচয়িত্রীদের সন্ধান কাজে ও পরবর্তী গবেষকদের উল্লিখিত পৃথক পৃথক লেখিকাদের রচনাবলীর সংকলন-এর কাজকে ত্বরান্বিত করে তুলবে এ আশা করা যেতে পারে।

।। ৩।।

মহিলারচিত গ্রন্থের বিষয়ানুগ বিন্যাস

'মহিলারচিত গ্রন্থের বিষয়ানুগ বিন্যাস' অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্লেষিত তালিকাটি ১৮৫০-১৯০০ এই সময়সীমায় মুদ্রিত গ্রন্থের হদিশ দিচ্ছে। এক অর্থে এই তালিকাটি সূচীর কাজ করছে। বিষয়-সূচীর কাজ। এই সূচী থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে সারণী-৪। যা আমাদের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার রচনা বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করছে।

সারণী - ৪

গ্রন্থ ঃ ১৮৫০-১৯০০ (বিষয়ানুগ বিন্যাস)

দশক	মোট প্রকাশিত গ্রন্থ	কাব্য	কাব্য গাথা	কাব্য- গান-	কাব্য চম্পূ	নাটক	নাটক- গীতিনাট্য	উপন্যাস	ছোটগল্প	প্রবন্ধ
১৮৫০-৫৯	৫	×	×	×	১	×	×	১	×	৩
১৮৬০-৬৯	১৯	৫	×	১	১	২	×	২	১	৭
১৮৭০-৭৯	৬১	২৫	×	×	৩	৮	৩	১১	×	১১
১৮৮০-৮৯	৮৯	২৯	১	৫	২	৪	১	১১	৪	৩২
১৮৯০-১৯০০	১২৩	৬১	২	৬	১	৩	১	১৫	২	৩২
১৮৫০-১৯০০	২৯৭	১২০	৩	১২	৮	১৭	৫	৪০	৭	৮৫

সংখ্যা নির্ণয় ছাড়াও এই বিষয়ানুগ তালিকা-গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যের বেশ কয়েকটি ধারায় মেয়েদের সাহিত্য রচনার সাক্ষ্য বহন করছে। তবে, এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, সারণী-৪-এ এই সময়সীমায় ভাষা ও সাহিত্য (**প্র** ৪ ও **প্র** ৮) বিষয়ক কোন গ্রন্থের উপস্থিতি দেখা যায় না।

তালিকায় প্রপ্ত গ্রন্থাদির সিংহভাগই অধিকার করে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ। শতকরা হিসেবে মোট মহিলা প্রকাশিত গ্রন্থের ৪৮.১৪% হল কাব্য ও কাব্য জাতীয় গ্রন্থ (কাব্য ৪০.৪০%, কাব্য-গাথা ১.০১%, কাব্য-গান ৪.০৪%, কাব্য-চম্পূ ২.৬৯%)। প্রায় ২৮.৬২% হল প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যেও রয়েছে বিষয় বৈচিত্র্য। সারণী-৫-এ তা পরিস্ফূট হয়েছে। উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্প প্রকাশের হার হল যথাক্রমে ১৩.৪৭%, ৭.৪০% (নাটক ৫.৭২%, গীতিনাট্য ১.৬৮%), ও ২.৩৬%।

সারণী - ৫

প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ ১৮৫০ - ১৯০০ (বিষয়ানুগ বিন্যাস)

দশক	মোট প্রকাশিত গ্রন্থ	প্র১	প্র২	প্র৩	প্র৪	প্র৫	প্র৬	প্র৭	প্র৮	প্র৯	প্র১০
১৮৫০-৫৯	৩	×	৩	×	×	×	×	×	×	×	×
১৮৬০-৬৯	৭	×	১	৪	×	১	×	×	×	১	×
১৮৭০-৭৯	১১	×	৩	৪	×	×	১	×	×	২	১
১৮৮০-৮৯	৩২	২	৯	১৫	×	১	×	×	×	৩	২
১৮৯০-১৯০০	৩২	১	৮	১৩	×	×	৩	১	×	৬	×
১৮৫০-১৯০০	৮৫	৩	২৪	৩৬	×	২	৪	১	×	১২	৩

প্রেম, বিরহ, ব্যাকুলতা, শোকগাথা, ধর্মগাথা ও ভগবৎ ভক্তির কাহিনী মেয়েদের লেখার প্রধান বিষয়বস্তু হলেও সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনী বা বিদেশী কাব্যের অনুবাদও চোখে পড়ার মতো ছিল।

কবিতার ক্ষেত্রে দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ বা পদ্যময় উপাখ্যান নতুনত্বের আস্বাদ আনে। এছাড়া চম্পূ জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থ বা গাথাকাব্য গ্রন্থের নিদর্শনও দেখা যায়।

কাব্যগ্রন্থ আলোচনা বিষয়ে আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, এসব গ্রন্থের কয়েকটির রচয়িত্রী ছিলেন নিতান্ত বালিকা। তাঁদের বয়স ছিল বারো থেকে পনেরো বছরের মধ্যে। যেমন ঃ প্রসন্নময়ী দেবী মাত্র বারো বৎসর বয়সে কবিতাগ্রন্থ 'আধ-আধ ভাষিণী' (গ ২৭) রচনা করেন।।

এছাড়া দু'খন্ডে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রকাশকালে দীর্ঘ ব্যবধানও হয়ে উঠেছে দৃষ্টি আকর্ষক। যেমন কৃষ্ণকুমারী দেবী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল', প্রথম খণ্ড (গ ৮৭) প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে;এর প্রায় ৯ বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের আত্মপ্রকাশ ঘটে (গ ১৬৯)।

একইভাবে প্রসন্নময়ী দেবী-র 'নীহারিকা' [প্রথম খণ্ড] ১৮৮৪ সালে প্রকাশের ১২ বছর বাদে ১৮৯৬ সালে দ্বিতীয় খণ্ডের সাক্ষাৎ মেলে। গ্রন্থ প্রকাশনায় এই দুস্তর কাল ব্যবধান লক্ষণীয়।

কাব্যগ্রন্থ ছাড়া নাটকের ক্ষেত্রে প্রহসন (গ ১৫৪), গীতিনাট্য (গ ৮২, গ ৯১) ও যাত্রাপালা গান-এর গ্রন্থ (গ ৮০) দেখা যায়। তাছাড়া সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাসগ্রন্থ, ছোটবড় গল্পগ্রন্থের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মহিলা সাহিত্য ধারায় নতুনত্বের স্বাদ এনে দেয়।

॥ ৪॥

মহিলারচিত গ্রন্থের শিরোনাম বা আখ্যার বর্ণানুগ বিন্যাস

বিশ্লেষিত তালিকা ৩ অর্থাৎ 'মহিলারচিত গ্রন্থের শিরোনাম বা আখ্যার বর্ণানুগ বিন্যাস'-ও একাংশে সূচীর কাজ করছে। গ্রন্থনাম-সূচীর কাজ। ১৮৫০-১৯০০ সময়সীমা পর্যন্ত মহিলারচিত গ্রন্থ-এর আখ্যা ধরে খোঁজ পাওয়া সম্ভব হবে।

আখ্যানুযায়ী বিন্যস্ত এই তালিকায় একই আখ্যার বেশ কিছু গ্রন্থের মুদ্রণ হতে দেখা যায়। যেমন ঃ

কবিতাহার (ক), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, ১৮৭৩ — প্রকাশকালের ব্যবধান ৩ বছর
কবিতাহার (ক), বিরাজমোহিনী দাসী, ১৮৭৬

বনফুল, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (ক),
কৃষ্ণকুমারী দেবী, ১৮৮০, ১৮৮৯ — প্রকাশকালের ব্যবধান ৪ বছর
বনফুল (ক), তরঙ্গিনী দেবী, ১৮৯৩

শোকোচ্ছ্বাস (ক) অন্নপূর্ণা মল্লিক, ১৮৮১ — প্রকাশকালের ব্যবধান ১০ বছর
শোকোচ্ছ্বাস (ক) মানকুমারী বসু, ১৮৯১

এইভাবে, একই নামে প্রকাশিত কবিতার বইগুলি যথাক্রমে ৩ থেকে ১০ বছরের ব্যবধানে প্রকাশ পেতে দেখা যাচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে রচয়িত্রীরা পুরনো বা পূর্বপ্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল থাকতেন না। বর্হিজগতের সঙ্গে যোগসূত্রের অভাব এর একটি কারণ হতে পারে।

একই নামকরণ সমস্যা দেখা যায় স্বর্ণকুমারী দেবী বিরচিত ১২৯৬ সালে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'স্নেহলতা' উপন্যাসটির প্রকাশ ক্ষেত্রে কারণ কুসুমকুমারী দেবী প্রণীত একটি উপন্যাস গ্রন্থ ওই একই 'স্নেহলতা' নামে ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। (দ্রঃ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ আলোচনা অংশ)।

একই নামে প্রকাশিত দুটি কবিতা বা দুটি উপন্যাস গ্রন্থ ছাড়াও একই নামে প্রকাশিত হতে দেখা যায় একটি কবিতা ও একটি উপন্যাস গ্রন্থ। যথা

মনোরমা (ক), একজন হিন্দু মহিলা, ১৮৭৩ — প্রকাশকালের ব্যবধান
মনোরমা (উ), শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী, ১৮৭৪ — ১ বছর

একই নাম ছাড়াও গ্রন্থ নামে সামান্য পরিবর্তন করে একই বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ পেতে দেখা যায়। যেমন ঃ

নূতন বৃহৎ লক্ষ্মীচরতি (প্র ২), সৌদামিনী দেবী, ১৮৮৩।
বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত (প্র ২), রাজকুমারী দেবী, ১৮৮৪।
বৃহৎ লক্ষ্মীচরতি (প্র ২), কামিনীসুন্দরী দাসী, ১৮৯২।
(সময়গত ব্যবধান ১ থেকে ৮/৯ বছর)

বর্ণানুগ তালিকা থেকে আবার এও দেখা যায় যে মহিলারচিত গ্রন্থনাম অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরচিত গ্রন্থানামের হুবহু অনুরূপ হয়েছে। যেমন ঃ কালিপ্রসন্ন ঘোষ-এর 'কোমল-কবিতা' (১৮৮৮)[১] এবং জ্ঞানদাসুন্দরী গুপ্ত-এর ১৮৯৫-এ প্রকাশিত কবিতার বই কোমল-কবিতা (গ ২২৩); জয়গোপাল গোস্বামীর 'চারুগাথা' (১৮৭১)[২] এবং মনোমোহিনী গুহ-র 'চারুগাথা' কাব্যগ্রন্থ (গ ১৮৪); অক্ষয়কুমার রচিত 'কণকাঞ্জলি' (১৮৮৪)[৩] এবং মানকুমারী বসুর কাব্যগ্রন্থ 'কণকাঞ্জলি', ১৮৯৬ (গ ২৪৩) প্রভৃতি একই আখ্যাভুক্ত গ্রন্থ রচনায় দুস্তর কালব্যবধান সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে গ্রন্থ নামকরণের ক্ষেত্রে মহিলা লেখিকারা পুরুষ লেখকদের দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছেন।

॥ ৫ ॥

মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সংস্করণ

'মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সংস্করণ' বিশ্লেষিত তালিকাটি পাঠকমহলে গ্রন্থের সমাদর সূচিত করছে। অবশ্য সব সমাদৃত গ্রন্থেরই যে সংস্করণ হয় তা নয়; বাহ্যকারণবশতঃ একাধিব গ্রন্থের পুর্নমুদ্রণ অথবা সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যেমন ঃ বঙ্গমহিলারচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কৃষ্ণকামিনী দাসী-র 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৬) পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করলেও তার কোন পুনর্মুদ্রণ বা সংস্করণ হয়নি। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শিক্ষাধিকারীকের বিবরণে বলা হয় যে কৃষ্ণকুমারী দাসী-র 'চিত্তবিলাসিনীর' মুদ্রণ নিঃশেষিত বইটির কোনও কপি সংগ্রহ করতে পারা যায়নি। "Chittabilasini by Kisto kumari Dasi is out of print and not a copy of the book could be procured"-General Report on Public Instruction for 1866-67, Calcutta 1867, Appendix A, Inspectors' Reports, p. 82 [কৃষ্ণকামিনী দাসীকে এখানে ভুল করে 'কৃষ্ণকুমারী দাসী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে]। বসন্তকুমার সামন্ত সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দু'টি মুদ্রিত গ্রন্থ'-তে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৪।

১৮৫০-১৯০০, এই কালসীমায় মহিলারচিত ২৯৭টি গ্রন্থের মধ্যে ২৫টি গ্রন্থের সংস্করণ হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা ৮.৪২ ভাগ গ্রন্থের সংস্করণ হয়েছে। পরোক্ষভাবে বলা চলে উক্ত কালসীমায় প্রায় ৮ ভাগের বেশি গ্রন্থ পাঠককুল কর্তৃক সমাদৃত হয়। বেশিরভাগ সমাদৃত গ্রন্থের সংস্করণ যে প্রকাশিত হয়ে থাকে একথা স্বীকার্য।

২৫টি গ্রন্থের মধ্যে ৭ (৫ + ২)টি ছাড়া সবগুলির দু'টি করে সংস্করণ হয়েছে, গ্রন্থগুলি— 'রামের বনবাস' (৩য় সং, ১৮৭৯); 'দীপনির্ব্বাণ' (৩য় সং, ১৮৯৫); 'বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গ দেশের খ্রীষ্টধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান' (৩য় সং, ১৮৯৯); 'ছিন্নমুকুল' (৩য় সং, ১৯০০)।

এছাড়া ২টি গ্রন্থের ক্ষেত্রে ৩য় সংস্করণের উল্লেখ না থাকলেও গ্রন্থগুলির প্রাপ্ত প্রকাশ সময় দেখে এদের ৩য় সংস্করণভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন ঃ 'বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত' (২য় সং, ১৮৮৪

১। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ২২৩

২। ঐ; পৃঃ ২২৩

৩। ঐ, পৃঃ ৪১৯

নতুন বৃহৎ সং ১৮৭৯; প্রথম প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি) এবং 'সুরবালা। উপন্যাস' (নতুন সং ১ম, ২য় ও অন্যান্য, ১৮৯০)।

তালিকায় ৪টি গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল যেমন পাওয়া যায়নি তেমনি আবার ২টি গ্রন্থের (বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গ দেশের খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান ও ছিন্নমুকুল) ৩য় সংস্করণের সময় পাওয়া যায় কিন্তু ২য় সংস্করণের সাল পাওয়া যায়নি।

মহিলারচিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বা সংস্করণ দেখা যায় ১৮৭০-এর দশক থেকে। দশক অনুযায়ী ও বিষয় অনুযায়ী সংস্করণ (২য় ও ৩য়) হওয়া গ্রন্থের হিসেব সারণী নং ৬ এবং ৭-এর (ক ও খ) থেকে দেখা যেতে পারে।

সারণী - ৬ (ক)

গ্রন্থ সংস্করণ, ১৮৫০-১৯০০

(দশক অনুযায়ী ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ)

দশক	সংস্করণ হওয়া গ্রন্থের সংখ্যা (সংস্করণের প্রকাশকাল অনুযায়ী)
১৮৫০-৫৯	×
১৮৬০-৬৯	×
১৮৭০-৭৯	২
১৮৮০-৮৯	৫
১৮৯০-১৯০০	১১

সারণী - ৬ (খ)

গ্রন্থ সংস্করণ, ১৮৫০-১৯০০

(দশক অনুযায়ী ঃ তৃতীয় সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ)

দশক	সংস্করণ হওয়া গ্রন্থের সংখ্যা (সংস্করণের প্রকাশকাল অনুযায়ী)
১৮৫০-৫৯	×
১৮৬০-৬৯	×
১৮৭০-৭৯	১
১৮৮০-৮৯	১
১৮৯০-১৯০০	৫

সারণী - ৭ (ক)

গ্রন্থ সংস্করণ ঃ ১৮৫০-১৯০০

(বিষয়ানুযায়ী ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ)

দশক	কাব্য	কাব্য-গান	কাব্য-চম্পূ	নাটক	উপন্যাস	ছোটগল্প	প্রবন্ধ
১৮৫০-৫৯	×	×	×	×	×	×	×
১৮৬০-৬৯	×	×	×	×	×	×	×
১৮৭০-৭৯	×	×	×	×	×	×	২
১৮৮০-৮৯	২	×	×	১	×	×	২
১৮৯০-১৯০০	৬	১	১	×	১	১	১

সারণী - ৭ (খ)

গ্রন্থ সংস্করণ ঃ ১৮৫০-১৯০০

(বিষয়ানুযায়ী ঃ তৃতীয় সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ)

দশক	কাব্য	কাব্য-গান	কাব্য-চম্পূ	নাটক	উপন্যাস	ছোটগল্প	প্রবন্ধ
১৮৫০-৫৯	×	×	×	×	×	×	×
১৮৬০-৬৯	×	×	×	×	×	×	×
১৮৭০-৭৯	×	×	×	১	×	×	×
১৮৮০-৮৯	×	×	×	×	×	×	১
১৮৯০-১৯০০	×	×	×	×	৪	১	×

এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় বেশ কয়েকটি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ অথবা সংস্করণ এক বছরের মধ্যেই হয়েছে। এর থেকে [illegible]গুলির সমাদৃত হবার পরিমাণ উপলব্ধি করা যায়। গ্রন্থগুলি হল ঃ

'পতিব্রতা ধর্ম্ম' (১৮৬৯)-২য় সং, ১৮৭০
'শিল্পকর্ম্মের বই' (১৮৭৩)-২য় সং, ১৮৭৪
'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯)-২য় সং, ১৮৯০

সংস্করণের প্রসঙ্গে কুসুমকুমারী দেবী প্রণীত 'স্নেহলতা' (১৮৯০) উপন্যাসটির কথা উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকপাঠে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "সমাজচিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানা সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৮ম ব, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭২)। এমন একটি গ্রন্থের কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হল না। সম্ভবত এই সময় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসটি বৃহৎ আকারে মুদ্রিত হতে থাকায় এবং একই ধরণের সমাজচিত্রের আধার হওয়ায় কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা' পাঠক সমাজে সমাদর থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

বর্তমানে আমাদের স্বাধীন রাজ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপরোক্ত ক্ষোভ কিয়দংশে দূর করতে কুসুমকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসটির পুনর্মুদ্রণ/সংস্করণ করা যেতে পারে।

।। ৬।।

মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা

পঞ্চম বিশ্লেষিত তালিকাটি অর্থাৎ 'মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা' আমাদের আলোচনীয় সমগ্র সময়সীমায় (১৮৫০-১৯০০) ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনার সন্ধান দেয়। প্রথম কালপর্বে, অর্থাৎ ১৮৫০-৫৯ দশকে মহিলারচিত কোনো ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর সম্ভাব্য কারণ, এ দশকেই মহিলারা সবে লিখতে আরম্ভ করেছেন, এবং সে-সব রচনা ছিল ছোট আকারের—পত্রপত্রিকার এক সংখ্যাতেই প্রকাশযোগ্য। পরবর্তী দশক থেকে মহিলাদের লেখনী ক্রমে বলিষ্ঠ হতে দেখা যায়, যার ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁদের লেখার আয়তনও বড় হতে থাকে। পত্রপত্রিকার একটি সংখ্যায় বড় অয়তনের রচনা ছাপানো সম্ভব হয়নি, তা ছাপতে হয়েছে একাধিক সংখ্যায়।

খ্রিঃ ১৮৬০-এর দশক থেকে মহিলাসাহিত্যে ক্রমশঃ প্রকাশিত মহিলারচনা দেখা যায়। আমাদের অনুসন্ধানে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় রমাসুন্দরী রচিত 'শিল্পবিদ্যা' (**প** ৫৮.১ - **প** ৫৮.২) নামক কবিতাটি দুটি সংখ্যায় (১২৭২, ভা ও আশ্বিন) প্রকাশিত হয়। বলতে পারি এই রচনাটি হল বাংলা সাহিত্যে ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রথম মহিলা রচনা।

খ্রিঃ ১৮৬৫ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত মহিলারচিত বহু রচনা পত্রপত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৬০-৬৯ দশকে ৭টি, ১৮৭০-৭৯ দশকে ৭টি, ১৮৮০-৮৯ দশকে ৪৬টি এবং ১৮৯০-১৯০০ দশকে ৯৪টি ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা মুদ্রিত হয়। সারণী-৮-এ দশক অনুযায়ী ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনার উল্লেখ করা হয়ছে।

সারণী - ৮

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা, ১৮৫০-১৯০০

দশক	ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা
১৮৫০-৫৯	×
১৮৬০-৬৯	৭
১৮৭০-৭৯	৭
১৮৮০-৮৯	৪৬
১৮৯০-১৯০০	৯৪
১৮৫০-১৯০০	১৫৪

এই ক্রমশঃ-র ব্যাপ্তি ২ থেকে ২১, অর্থাৎ পত্রপত্রিকার দু'টি থেকে ২১টি সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মহিলাদের অনেক রচনা মুদ্রিত হয়েছে। সারণী-৯ থেকে ক্রমশঃ-র ব্যাপ্তি ও এই ব্যাপ্তিভুক্ত রচনার সংখ্যা পরিস্ফুট হয়েছে। যেসব রচনাগুলি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে তাও নির্দেশিত হয়েছে।

সারণী -৯

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা, ১৮৫০-১৯০০

(ব্যাপ্তি অনুযায়ী মোট রচনাসংখ্যা)

ব্যাপ্তি	মোটপ্রকাশিত রচনার সংখ্যা	গ্রন্থাকারে প্রকাশিত
২	৮২	১ (মালতী)
৩	২৯	×
৪	১০	১ (মনোত্তমা)
৫	৮	×
৬	৯	১ (কলঙ্ক/ মিবাররাজ)
৭	৪	×
৮	২	১ (আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা, প্রথম ভাগ)
৯	১	×
১০	২	১ (রমণীর কর্তব্য)
১১	১	×
১২	২	২ (ছিন্নমুকুল, কাহাকে?)
১৫	১	১ (হুগলির ইমামবাড়ী)
১৬	১	১ (ফুলের মালা)
১৭	১	১ (বিদ্রোহ)
২১	১	২ (স্নেহলতা বা পালিতা দুই ভাগে প্রকাশিত)

১৮৫০-১৯০০ এই পঞ্চাশ বছরে সাকুল্যে ১৫৪টি মহিলারচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছে এদের মধ্যে ৮২টি অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগের ওপরে হলো এমন রচনা যা দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি ১৮৬০ দশক থেকে ১৯০০ পর্যন্ত প্রতি দশকেই প্রচুর পরিমাণে মুদ্রিত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে ১১টি কবিতা, ১৯টি ছোটগল্প, ১৯টি উপন্যাস, ৩টি নাটকজাতীয় রচনা। বাকি ১০২টি রচনা নানা বিষয় সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধ। সারণী-১০-এ এই বিষয়ভিত্তিক রচনা নির্দেশিত হয়েছে।

সারণী - ১০

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা, ১৮৫০-১৯০০

(বিষয়ানুযায়ী)

কাব্য	১১
উপন্যাস	১৯
ছোটগল্প	১৯
নাটক	৩
প্রবন্ধ	১০২

প্র ১	৯
প্র২	৫
প্র ৩	৩৮
প্র ৪	×
প্র ৫	৫
প্র ৬	৪
প্র ৭	৭
প্র ৮	৪
প্র ৯	৩০
প্র ১০	×

মাত্র ১২টি ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে। ৯টি উপন্যাস, ১টি গল্প ১টি ভ্রমণকাহিনী ও ১টি নারীবিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তক। এছাড়া ২য় সংখ্যায় ক্রমশঃ আকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য' (বামাবোধিনী, আশ্বিন, কা ১২৯৭/১৮৯০) লেখিকা রচিত 'দুইটি প্রবন্ধ' (**গ** ৯৩)-গ্রন্থে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি হল, খ্রিঃ ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত 'মনোত্তমা' (**প** ৯৪.১ - **প** ৯৪.৪)—বঙ্গমহিলারচিত প্রথম উপন্যাস, 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকায় ৪টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। বাকি ৮টি উপন্যাস স্বর্ণকুমারীর লেখা। এগুলি সবই 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং সবগুলি বড় মাপের ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা—'স্নেহলতা বা পালিতা' (১২ সংখ্যায়), 'কাহাকে?' (১২ সংখ্যায়) ও 'কলঙ্ক' (৬ সংখ্যায়) কেবল 'মালতী' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৮৮০ (মা, ফা ১২৮৬) দুটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (**গ** ৯৬)।

বেশ কিছু বড়মাপের ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১১, ১০, ৯, ৮, ৭ সংখ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা তো অবশ্যই, এমনকী ৬ থেকে ৩ সংখ্যা পর্যন্ত রচনাগুলিও পুস্তক/ পুস্তিকারূপে গ্রন্থিত হলে বাংলা সাহিত্যের মুদ্রিত পুস্তকসম্ভার বিশেষতঃ মহিলারচিত পুস্তকসম্ভার আরও খানিক সমৃদ্ধ হত।

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা (বিশ্লেষিত তালিকা - ৫) একটু অবলোকন করলেই এই রচনাগুলির বিষয়বৈচিত্র্য ধরা পড়বে। এদের মধ্যে আছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিন্তাশীল প্রবন্ধ, নাটক, গান ও স্বরলিপি, খেলা, রান্না, বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন, উপদেশাবলী, বক্তৃতা ভ্রমণ, জীবনী, স্মৃতিকথা ইত্যাদি। ক্রমশঃ রচনার এই বিষয়ানুগ বিন্যাস চোখে পড়ে সারণী - ১০ থেকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সরলাদেবীর আক্ষেপের কথা, "আমার লেখা কুমারীরা মাসিকে, সাপ্তাহিতে, দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয়নি"। (যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৯৯ ঃ সরলাদেবী চৌধুরানী/শরৎচন্দ্র রায় (রাঁচী), ১৩৭০, পৃঃ ৫)। এমন কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনাগুলির অনেক লেখিকার মুখেই উচ্চারিত হতে পারত।

।। ৭।।

মহিলাকৃত অনুবাদ রচনা

আমাদের ৬ষ্ঠ বিশ্লেষিত তালিকা হল 'মহিলাকৃত অনুবাদ রচনা'-র তালিকা। এ প্রসঙ্গে বলা চলে সব দেশেরই সাহিত্য ভাণ্ডারের একটা অংশ জুড়ে আছে অনুবাদ সাহিত্য। এই অংশের আয়োজনটা হল মাতৃভাষার মারফৎ বিদেশী সাহিত্যের ফুলবন-মধু আহরণ করা।

বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচনার মধ্যেও উক্ত আয়োজনের প্রয়াস দেখা যায়। মহিলারচনা প্রকাশারম্ভের স্বল্পকাল পরেই মহিলাকৃত অনুবাদও মুদ্রিত হতে থাকে। আমাদের অনুসন্ধানে মহিলা অনুবাদ রচনার প্রথম নির্দশন দেখি শ্রীমতী মলেন্স-এর (ফুলমণি ও করুণা-র রচয়িত্রী) লেখা 'ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস্ অফ এ বাইবেল' (গ ১) নামক গ্রন্থটি। এটি ইংরেজি হতে অনুবাদ। এটি ছাড়াও ১৮৫০-৫৯ সময়সীমায় শ্রীমতী মলেন্সকৃত আরও দুটি অনুবাদ গ্রন্থের হদিশ (গ ৪ ও গ ৫) মারডকের ক্যাটালগ থেকে পাওয়া যায়।

এর পরের দশকে অর্থাৎ ১৮৬০-৬৯ কালপর্বে উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রস্থ হল—'নারীচরিত' (১৮৬০)। গ্রন্থটি "কলিকাতা ফিমেল নর্মাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী ও কোণনগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রী সৌদামিনী সিংহ কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত"। (তত্ত্ববোধিনী, বৈ ১৮৬৬/বৈ ১৭৮৮ শক, পৃঃ ১৬)। এছাড়া শ্রীমতী মলেন্সের লেখা অনুবাদগ্রন্থ ও অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থগুলি হল ঃ 'বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশের খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান' (গ ১৬), সংস্কৃত থেকে অনুবাদ গ্রন্থ 'লীলাবতী' (গ ১৫) ও গল্প গ্রন্থ ঃ 'বসন্ত। হিন্দু কুলকামিনীদিগের পাঠার্থ গল্প' (গ ১৯)-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

পত্রপত্রিকায় অনুবাদ রচনার প্রথম নিদর্শন দেখি ১২৭৮ (১৮৭১) অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান' নামক একটি কবিতা। এটি মর্মানুবাদ। এর রচয়িত্রী কুমুদিনী দেবী তাঁর স্বামীর কাছে টমাস পার্নেল (Thomas Parnell)-এর 'হারমিট' (Hermit) নামে আখ্যায়িকা কাব্যটির বিষয়বস্তু শুনে তা বাংলা পদ্যে রূপান্তরিত করনে। রচনাটিকে সমকালীন 'হারমিট' অনুবাদগুচ্ছের একটি সংযোজন বলতে পারি। সুকুমার সেন বলেছেন, "অনেকদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য ছিল বলিয়া পার্নেলের 'হার্মিট' অনেকেই বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সর্বাগ্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার পর অপরে"। (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম সং, ১৩৭০, পৃঃ ১৭৪-১৭৫)।

এই দশকে অর্থাৎ ১৮৭০-৭৯-র মধ্যে মহিলাকৃত আরেকটি অনুবাদ গ্রন্থের হদিশ পাই। সেটি হল 'জগৎতারক' (গ ৬১)। সুতরাং ১৮৫০ থেকে ১৯৭৯ এই ত্রিশ বছরে ৮টি অনুবাদগ্রন্থ ও একটি প্রকীর্ণ রচনা মুদ্রিত হতে দেখা যায়। ছয়টি গ্রন্থ অনুবাদিত হয়েছে খ্রিস্টিয় মহিলাদের দ্বারা ও বাকি দুটির একটি দেশীয় খ্রিস্টান মহিলা ও অপরটি বঙ্গ মহিলা কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয়েছে। প্রকীর্ণ রচনাটি বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক অুনবাদিত হয়েছে।

আসলে এই সময়ে অনুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে পুরুষ লেখকদের মধ্যে যে সচেতনতা দেখা দিয়েছিল তার ঢেউ মহিলাদের কাছে পৌঁছুতে কিছু সময় লাগে। ১৮৫০-এর পূর্বে প্রকাশিত অনুবাদের কথা বাদ দিলেও, ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত পুরুষ লেখককৃত বহু অনুবাদগ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৫০ থেকে ১৮৭৯, এই ত্রিশ বছরে মহিলাকৃত ৮টি মাত্র অনুবাদ প্রকাশিত হতে দেখা

গেলেও পরবর্তী দুই দশকে মহিলারচিত অনুবাদের পরিমাণ তুচ্ছ করার মতো নয়। অর্থাৎ ততদিনে পুরুষরচিত সমসাময়িক অনুবাদ-সম্ভারের দৃষ্টান্তে মহিলাসাহিত্য-সৃষ্টিও অনুবাদকে গুরুত্ব দিতে সচেষ্ট হয়েছে।

সংখ্যায় সাকুল্যে ৭৮টি অনুবাদ রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তার মধ্যে ২০টি গ্রন্থ, বাকি ৫৮টি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনা। দশক অনুযায়ী অনুবাদ রচনার সংখ্যা সারণী-১১তে দেখা যেতে পারে।

সারণী-১১

দশক অনুযায়ী অনুবাদ গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা, ১৮৫০-১৯০০

দশক	গ্রন্থ	প্রকীর্ণ রচনা
১৮৫০-৫৯	৩	×
১৮৬০-৬৯	৪	×
১৮৭০-৭৯	১	১
১৮৮০-৮৯	৪	১৬
১৮৯০-১৯০০	৮	৪১

১৮৮০-৮৯ এই দশকে ৪টি গ্রন্থ ও ১৬টি প্রকীর্ণ রচনা এবং ১৮৯০-১৯০০ এই দশকে ৮টি গ্রন্থ ও ৪১টি প্রকীর্ণ রচনা অনুবাদ করা হয়েছে। শেষোক্ত দশকে অনুবাদ রচনার পরিমাণ পূর্ববর্তী দশক অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এই অনুবাদের কাজে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অবদান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই অনুবাদিকারা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী ও শোভনাসুন্দরী দেবী।

নিচের সারণী -১২ ও ১৩ অনুবাদগুলির বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটন করছে ঃ

সারণী - ১২

অনুবাদ গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা ঃ ভাষা অনুযায়ী, ১৮৫০-১৯০০

ভাষা	গ্রন্থ	প্রকীর্ণ রচনা
ইংরেজি সাহিত্য	১৭	৪২
সংস্কৃত	৩	৪
গ্রীক	×	×
ফরাসি	×	৩
জাপানি	×	২
ইহুদী	×	১
ফার্‌সী (পারস্য)	×	১
রাজস্থানী বা জয়পুরী	×	৪
মারাঠি/ মহারাষ্ট্রীয়	×	১
মোট	২০	৫৮

সারণী - ১৩

অনুবাদ গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা ঃ বিষয় অনুযায়ী, ১৮৫০-১৯০০

বিষয়	গ্রন্থ	প্রকীর্ণরচনা
কবিতা	৭	১৭
গল্প	৪	১৮
উপন্যাস	×	১
নাটক	×	৪
প্রবন্ধ	৯	১৮

অনুবাদের এই বৈচিত্র্যের মূলেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদেরই ভূমিকার প্রধান্য দেখা যায়। জাপানি, ফরাসি, ফারসি (পারস্য), মারাঠি, রাজস্থানী, জয়পুরী সাহিত্য থেকে অনুবাদ এসেছে সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও শোভনাসুন্দরী দেবীর লেখনী থেকে। ইন্দিরা দেবী ফরাসী ভাষা জানতেন, তিনি মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছেন। প্রসঙ্গত, উত্তরকালে যে ইন্দিরা দেবী অনুবাদিকা হিসেবে দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেন তার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১২৯২ পৌষ সংখ্যার 'বালক' পত্রিকায়। এটি ঊনিশ শতকের বিখ্যাত মনীষী লেখক রাসকিনের (John Ruskin, 1819-1900)-এর রচনার কিছু অংশ। রচনাটি ছাপা হয় 'শ্রীমতী ইঃ-' ছদ্মনামে। (চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', ১৩৯২ পরিবর্দ্ধিত ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ১২৪)। জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর আই.সি.এস স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বেশ কিছুদিন বম্বে (বর্তমান মুম্বাই) বাস করেন। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম কন্যা শোভনাসুন্দরীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন রাজস্থানের জয়পুর কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক। সেই কারণে শোভনা হল জয়পুরী-নিবাসিনী। জ্ঞানদানন্দিনী ও শোভনা, এঁরা উভয়েই তাঁদের প্রবাস-জীবন স্মরণীয় করে তুলেছে সেখানকার ভাষা ও সাহিত্য থেকে অনুবাদ ক'রে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হয়ে। শোভনাসুন্দরী দেবী তাঁর জয়পুরী কহাবৎ বা প্রবাদ প্রবচনের অনুবাদ আরও আকর্ষণীয় করেছেন অনুবাদের সঙ্গে মূল জয়পুরী বাংলা লিপিতে রূপান্তরিত ক'রে। জয়পুরী গল্প, উপকথা ও প্রবাদ প্রবচনের যেসব অনুবাদ শোভনাসুন্দরী করেছেন তার পরিমাণ তুচ্ছ নয়—সেগুলির একত্র সংগ্রহ আজও যথেষ্ট আকর্ষক হতে পারে।

ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশের বাইরে যেসব মহিলা অনুবাদে হাত দিয়েছেন তাঁদের কাজও যথেষ্ট মর্যাদার দাবি করতে পারে। এঁদের অনুবাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল চারুশীলা গুপ্তকৃত 'পল ও ভার্জিনিযা' (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, ১৮৯০), শ্রীমতী মৃণালিনীকৃত 'থেল্‌মা' (১৯০০), সৌদামিনী দেবীকৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ' (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, ১৮৯০), এবং লজ্জাবতী বসুকৃত গ্রিক মহাকাব্য 'ইলিয়াড'। ক্রমশঃ প্রকাশিত এই মহাকাব্যের অনুবাদটির প্রথম ৫ কিস্তি (১৩০৪ আ, শ্রা, পৌ, ফা; ১৩০৬ ভা-আশ্বিন) আলেকজান্ডার পোপকৃত ইংরেজি থেকে অনুবাদিত। পরবর্তী ৬ষ্ঠ কিস্তি থেকে (১৩০৭ ভা-আশ্বিন) হোমারের মূল গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের বাংলা তর্জমা করা হয়েছে।

'পল ও ভার্জিনিয়া' মূলত ফরাসী ভাষায় লেখা একটি উপাখ্যান। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় পৌষ-চৈত্র ১২৭৫ (১৮৬৯) সংখ্যাগুলিতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকৃত ওই উপাখ্যানের অনুবাদ

প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকমল অনুবাদ করেন মূল ফরাসি থেকে। বালক বয়সে এই অনুবাদ-উপাখ্যান পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন সেকথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (দ্রঃ 'ঘরের পড়া' অধ্যায়)। কুড়ি বছর পরে ইংরেজি অনুবাদে লব্ধ এই উপাখ্যানের বাংলা অনুবাদ করলেন চারুশীলা গুপ্ত। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, পল ও ভার্জিনিয়া উপাখ্যান বেশ কিছুকাল ধরে সুপরিচিত ছিল। কৃষ্ণকমলের অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সে কারণে চারুশীলার অনুবাদ-গ্রন্থটির একটা পৃথক মূল্য রয়ে গেছে।

শ্রীমতী মৃণালিনী অনুবাদিত 'থেল্‌মা' হল ইংরেজ মহিলা উপন্যাসিক মেরি করেলী (Marie Corelli, 1855-1924) রচিত একটি উপন্যাস। মেরি করেলী তখন খুবই জনপ্রিয় লেখিকা। সেই জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে 'থেল্‌মা'র অনুবাদ।

॥ ৮॥

মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনা

বিশ্লেষিত তালিকা ৭ থেকে আমরা ১৮৫০-১৯০০, এই সময়কার পত্রপত্রিকায় তখনকার প্রকাশিত (উক্ত কালসীমায়) মহিলারচিত বহু গ্রন্থ সমালোচিত হতে দেখি। এসব সমালোচনা থেকে গ্রন্থগুলির একটা সমকালীন মূল্যায়ন ফুটে ওঠে।

নিচে সারণী -১৪-এ দশক অনুযায়ী সমালোচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রদত্ত হল—

সারণী -১৪

সমালোচিত গ্রন্থ ১৮৫০-১৯০০

দশক	সমালোচিত গ্রন্থ সংখ্যা	মোট প্রকাশিত গ্রন্থের শতকরা
১৮৫০-৫৯	১	০.৩৪
১৮৬০-৬৯	৬	২.০২
১৮৭০-৭৯	২০	৬.৭৩
১৮৮০-৮৯	২৯	৯.৭৬
১৮৯০-১৯০০	৪১	১৩.৮০
মোট সংখ্যা	৯৭	৩২.৬৫

উপরে প্রদত্ত দশকগত পরিসংখ্যান চিত্র থেকে দেখা যায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ মহিলারচিত প্রথম বাংলাগ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত ২৯৭টি গ্রন্থের (আমাদের অনুসন্ধান প্রাপ্ত) মধ্যে ৯৭টি গ্রন্থের, অর্থাৎ শতকরা ৩২.৬৫ ভাগ গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনার সন্ধান পেয়েছি. কিছু সমালোচনার হদিশ আমরা পাইনি, আবার বেশ কিছু মহিলারচিত গ্রন্থের সমালোচনা তদানীন্তন নামকরা কয়েকটি ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—যেমন ঃ ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত প্রসন্নময়ী দেবী-র লেখা নীহারিকা, ১ম ভাগ কাব্যগ্রন্থটি সেই সময়কার বাংলা পত্রিকা ছাড়াও ইংরেজী *Indian Mirror, Indian Echo, Bengali, Calcutta Review*

প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

Calcutta Review পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যার Critical notices-এর অন্তর্গত Vernacular Literature-এর অধ্যায়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত-উৎসব', 'গাথা', 'দীপ-নির্ব্বাণ'-এর সমালোচনা বা শ্রীমতী তরঙ্গিনী দাসী-র 'নিষ্ফলতরু' ও আরও অন্য লেখিকাদের রচনার সমালোচনা দেখতে পাই। কিন্তু ইংরেজী সমালোচনাগুলো আমরা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করিনি—একথা ধরে নিয়েও বলা যায় যে মোট প্রকাশিত গ্রন্থের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ গ্রন্থ প্রকাশের সমকালে সমালোচিত হয়েছে।

১৮৫০ থেকে ১৯০০, এই অর্ধশত কালভূক্ত পাঁচটি দশকের প্রতি দশকেই মহিলারচিত গ্রন্থ সমালোচিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা যেমন প্রতি দশকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, উর্দ্ধগতি হয়েছে, গ্রন্থ সমালোচনাও তেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, উর্দ্ধগতি হয়েছে।

কাব্যগ্রন্থ সমালোচনা দিয়ে মহিলারচিত পুস্তক সমালোচনা শুরু হয়েছে। বস্তুত, বাংলাসাহিত্যে মহিলারচিত প্রথম সমালোচিত গ্রন্থ হল কৃষ্ণকামিনী দাসী প্রণীত 'চিত্তবিলাসিনী নামা ঃ অভিনব' কবিতাগ্রন্থ'। ২৮ নভেম্বর ১৮৪৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ এই পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এবং শীঘ্রই সাহিত্যের অনান্যরূপগত গ্রন্থ (উপন্যাস, গল্প, নাটক) তথা অন্য নানা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ (ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, শিক্ষা, নারীসমস্যা, জীবনী, ভ্রমণ, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি) সমকালে সমালোচিত হয়েছে। তবে এই সমালোচনার সিংহভাগ দখল করেছে রস-সাহিত্যের গ্রন্থ—সংখ্যায় ৭৩ (কাব্য + গল্প + উপন্যাস + নাটক), যার মধ্যে কাব্যের সংখ্যা ৫১ (কাব্য ৪৮ + কাব্য-গান ১ + কাব্য-চম্পু ২)। দ্রঃ সারণী - ১৫।

সারণী-১৫

<u>সমালোচিত গ্রন্থ, ১৮৫০-১৯০০</u>

(বিষয়ানুযায়ী)

সাহিত্যরূপ	সংখ্যা
কাব্য	৪৮
কাব্য-গান	১
কাব্য-চম্পু	২
উপন্যাস	১৪
ছোটগল্প	৪
নাটক	৪
প্রবন্ধ	২৪

সমকালীন সমালোচনার তালিকা (বিশ্লেষিত তালিকা -৭) অবলোকন করলে দেখা যাবে যে কয়েকজন লেখিকার একাধিক গ্রন্থ সমকালে সমালোচিত হয়েছে। এই চিত্র সারণী -১৬তে পরিস্ফুট করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক গ্রন্থ সমালোচিত হয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর।

সারণী - ১৬

সমালোচিত গ্রন্থ, ১৮৫০-১৯০০

(লেখিকা নাম অনুযায়ী)

লেখিকা	সমালোচিত গ্রন্থ	গ্রন্থনাম ও বিষয়	প্রকাশকাল
কামিনী রায়	২	আলো ও ছায়া (ক)	১৮৮৯
		পৌরাণিকী (ক)	১৮৯৭
কামিনীসুন্দরী দেবী	২	বালাবোধিকা (প্র ৩)	১৮৬৮
		কল্পনাকুসুম (ক)	১৮৮১
কৈলাসবাসিনীদেবী	২	হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা (প্র ৩)	১৮৬৩
		বিশ্বশোভা (ক-চম্পূ)	১৮৬৯
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	২	কবিতাহার (ক)	১৮৭৩
		অশ্রুকণা (ক)	১৮৮৭
নগেন্দ্রবালা মুস্তোফি	৩	মর্ম্মগাথা (ক)	১৮৯৬
		প্রেমগাথা (ক)	১৮৯৮
		নারীধর্ম্ম (প্র ৩)	১৯০০
নবীনকালী দেবী	২	শ্মশানভ্রমণ (ক)	১৮৭৯
		মন্দোদরীর অভিনব কাব্য (ক)	১৮৮০
প্রমীলা নাগ	২	প্রমীলা (ক)	১৮৯০
		তটিনী (ক)	১৮৯২
প্রসন্নময়ী দেবী	২	আর্য্যাবর্ত্ত, প্রথম ভাগ (প্র ৯)	১৮৮৮
		অশোকা (উ)	১৮৮৯
বেনারস নিবাসিনী	২	রত্নাবতী (গ)	১৮৭৫
ভুবনমোহিনী দেবী		স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান ঃ (দার্শনিক) কাব্য (ক)	১৮৭৭
মানকুমারী বসু	২	বনবাসিনী (ক)	১৮৮৮
		দুইটি প্রবন্ধ (প্র ৩)	১৮৯১
মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়	২	বনপ্রসূন (ক)	১৮৮২
		সফলস্বপ্ন (উ)	১৮৮৫
মৃণালিনী সেন	৪	প্রতিধ্বনি (ক)	১৮৯৪
		নির্ঝারিনী (ক)	১৮৯৫
		কল্লোলিনী (ক)	১৮৯৬
		মনোবীণা (ক)	১৯০০
সৌদামিনী দেবী	৩	অদ্ভুত রামায়ণ (ক)	১৮৯০
		মাতঙ্গিনী (ক)	১৮৯৫ ?
		সীতার জীবনচরিত (প্র ৯)	১৮৯৫ ?

স্বর্ণকুমারী দেবী	৫	দীপ-নির্ব্বাণ (উ)	১৮৭৬
		গল্পস্বল্প (গ)	১৮৭৯
		গাথা (ক-গাথা)	১৮৮০
		পৃথিবী (প্র ৫)	১৮৮৩
		নবকাহিনী (গ)	১৮৯২

আবার এও দেখা যায় যে, অনেক গ্রন্থের সমালোচনা একাধিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ছে। যেমন ঃ মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বনপ্রসূন' (**গ** ১১৬) কাব্যগ্রন্থটি যথাক্রমে 'বঙ্গদর্শন', 'বামাবোধিনী' ও 'সাধারণী' পত্রিকায় খ্রিঃ ১৮৮২ অর্থাৎ ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে সমালোচিত হয়েছে। আবার 'জনৈক হিন্দু মহিলা' প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'অবসরবিকাশ' (**গ** ১২৯) বিভিন্ন সময়ে তিনটি পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছে। যেমন ঃ 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় খ্রিঃ ১৮৮৪ (চৈ ১২৯০), 'নব্যভারত' পত্রিকায় খ্রিঃ ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪) এবং 'প্রচার' পত্রিকায় খ্রিঃ ১৮৮৯ (১২৯৫)-তে। সারণী ১৭-তে দুই বা দুইয়ের অধিক পত্রপত্রিকায় সমালোচিত গ্রন্থরাজিকে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী - ১৭

সমালোচিত গ্রন্থ, ১৮৫০-১৯০০

(সমালোচনার সংখ্যা অনুযায়ী ঃ কালানুক্রমিক)

গ্রন্থ	লেখিকা	সমালোচনার সংখ্যা	সমালোচিত পত্রিকার নাম
দুঃখমালা (ক)	কোন হিন্দুমহিলা [ইন্দুমতী দাসী]	২	আর্য্যদর্শন (১৮৭৪) বঙ্গদর্শন (১৮৭৪)
রত্নাবতী। পতিব্রতা উপাখ্যান (ক)	ভুবনমোহিনী দেবী	২	বিনোদিনী (১৮৭৫) বান্ধব (১৮৭৬)
শূরবালা সুরবালা (না)	'শ্রীমতি' স্বর্ণলতা	২	বঙ্গদর্শন (১৮৭৮), বান্ধব (১৮৭৮)
শ্মশানভ্রমণ (ক)	নবীনকালী দেবী	২	ভারতী (১৮৭৯), বামাবোধিনী (১৮৮০)
কল্পনাকুসুম (প)	কামিনীসুন্দরী দেবী	২	ভারতী (১৮৮২) নলিনী (১৮৮২)
উষাচিন্তা অর্থাৎ...(প্র ৩)	স্বর্ণময়ী গুপ্তা	২	কর্ণধার (১৮৮৮) ভারতী ও বালক (১৮৯১)
বনবাসিনী (উ)	মানকুমারী বসু	২	প্রচার (১৮৮৮) নব্যভারত (১৮৮৯)
রমণীর কর্ত্তব্য (প্র ৩)	গিরিবালা মিত্র	২	বামাবোধিনী (১৮৮৮) নব্যভারত (১৮৮৮)

অদ্ভুত রামায়ণ (প)	সৌদামিনী দেবী	২	বামাবোধিনী (১৮৯৫) সাহিত্য সেবক (১৮৯৬)
নির্ঝর (ক)	*বিনয়কুমারী ধর*	২	নব্যভারত (১৮৯২) ভারতী ও বালক (১৮৯২)
নব-সীমন্তিনী (উ)	বসন্তকুমারী নাথ	২	বামাবোধিনী (১৮৯১), বামাবোধিনী (১৮৯২)
প্রতিধ্বনি (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী	২	ভারতী (১৮৯৫), নব্যভারত (১৮৯৫)
সীতার জীবনচরিত (ক)	সৌদামিনী দেবী	২	বামাবোধিনী (১৮৯৫), সাহিত্য সেবক (১৮৯৬)
কল্লোলিনী (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী	২	নব্যভারত (১৮৯৬), সাহিত্য সেবক (১৮৯৭)
প্রেমবিন্দু (প্র ১)	কুন্দকুমারী গুপ্ত	২	বামাবোধিনী (১৮৯৬), মহিলা (১৮৯৮)
পৌরাণিকী (ক)	কামিনী রায়	২	বামাবোধিনী (১৮৯৭), নব্যভারত (১৮৯৮)
প্রীতি ও পূজা (ক)	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	২	সাহিত্য সেবক (১৮৯৭), বামাবোধিনী (১৮৯৮)
বনফুলহার (ক)	তরঙ্গিনী দাসী	২	বামাবোধিনী (১৮৯৮), অন্তঃপুর (১৯০০)
ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্র ৯)	হেমলতা দেবী	২	প্রদীপ (১৮৯৮), বামাবোধিনী (১৮৯৮)
আবেগ (ক)	সরোজিনী দেবী	২	বামাবোধিনী (১৯০০) নব্যভারত (১৯০০)
নারীধর্ম্ম (প্র ৩)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	২	পূর্ণিমা (১৯০০-১৯০১) বামাবোধিনী (১৯০১)
নারীচরিত (প্র ৯)	মার্থা সৌদামিনী সিংহ	৩	তত্ত্ববোধিনী (১৮৬৬) বামাবোধিনী (১৮৬৬) নবপ্রবন্ধ (১৮৬৭)
বিশ্বশোভা (ক)	কৈলাসবাসিনী দেবী	৩	সংবাদপ্রভাকর (১৮৬৯) অবোধবন্ধু (১৮৬৯) তত্ত্ববোধিনী (১৮৬৯)
বনপ্রসূন (ক)	মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়	৩	বঙ্গদর্শন (১৮৮২) বামাবোধিনী (১৮৮২) সাধারণী (১৮৮২)
অবসরবিকাশ,	জনৈক হিন্দু মহিলা	৩	বামাবোধিনী (১৮৮৪)

প্রথম ভাগ (ক)			নব্যভারত (১৮৮৮) প্রচার (১৮৮৮)
অশ্রুকণা (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৩	নব্যভারত (১৮৮৭) ভারতী ও বালক (১৮৮৬) বামাবোধিনী (১৮৮৭)
আভাষ (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৩	বামাবোধিনী (১৮৯০) ভারতী ও বালক (১৮৯০) নব্যভারত (১৮৯০)
প্রমীলা (ক)	প্রমীলা নাগ	৩	বামাবোধিনী (১৮৯০) ভারতী ও বালক (১৮৯০) নব্যভারত (১৮৯০)
নির্ঝরিণী (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী	৩	সাধনা (১৮৯৫) বামাবোধিনী (১৮৯৫) নব্যভারত (১৮৯৫)
হাসি ও অশ্রু (ক)	সরোজকুমারী দেবী	৩	এডুকেশন গেজেট (১৮৯৫) ভারতী (১৮৯৫) বামাবোধিনী (১৮৯৮)
নীহারিকা, প্রথম ভাগ (ক)	'বনলতা রচয়িত্রী' [প্রসন্নময়ী দেবী]	৬	সঞ্জীবনী (১৮৮৪) সুরভী (১৮৮৪) সোমপ্রকাশ (১৮৮৪) আর্য্যদর্শন (১৮৮৪) নব্যভারত (১৮৮৪) সাধারণী (১৮৮৬)

লক্ষ্য করার বিষয় হল, যেসব পত্রপত্রিকায় মহিলাদের রচনা বেশি প্রকাশিত হয়েছে, সেইসব পত্রপত্রিকাতেই মহিলা রচিত গ্রন্থের সমালোচনাও বেশি সংখ্যক প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় ৯৭টি সমালোচনার মধ্যে ৪৯টি সমালোচনা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শতকরা হিসেবে ৫০.৫১।

সাধারণভাবে সমালোচনাগুলি হয়েছে প্রশংসাসূচক। তবে প্রশংসার মধ্যে মিশে থেকেছে একটা পৃষ্ঠপোষকতার সুর, উৎসাহ দেবার উদার মানসিকতা। তাই হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' (গ ৪৬) গ্রন্থের সমালোচনায় এইরকম উক্তি প্রকাশ পেয়েছে—"আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। কবিতাগুলি যদিও উৎকৃষ্ট হয় নাই, তথাপি স্ত্রীলোকের রচিত বলিয়া আমরা ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না...।" (আর্য্যদর্শন, কা ১২৮১/১৮৭৪, পৃঃ ৩৪৮)।

অথবা নবীনকালী দেবীর 'শ্মশানভ্রমণ' (গ ৮৩) গ্রন্থের সমালোচনায় লেখা হয়েছে—"...কবিতাগুলি যদিও সুন্দর হয় নাই, তথাপি স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহা প্রশংসনীয়...।"

(ভারতী, ১২৮৬/১৮৭৯, পৃঃ ৩৩৬)।

একই গ্রন্থের একাধিক সমালোচনার প্রশংসাবাক্যের মধ্যে খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়। একটি ক্ষেত্রে তো দু'টি সমালোচনা হুবহু এক। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের 'বনপ্রসূন' কাব্যগ্রন্থের যে সমালোচনা ১২৮৯ আষাঢ় সংখ্যার 'বামাবোধিনী'-তে প্রকাশিত হয়, অবিকল সেই সমালোচনাই ১২৮৯ শ্রাবণ সংখ্যার 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হয়। স্পষ্টতই একই সমালোচকের একই লেখা দুটি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছ।

অবশ্য বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে। একই গ্রন্থ কোনো কাগজে প্রশংসিত হয়েছে, কোনো কাগজে বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। যেমন, জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত 'অবসরবিকাশ' কাবগ্রন্থের 'বামাবোধিনী', মাঘ ১২৯৪-এর সমালোচনায় উল্লিখিত হয়েছ, "...কবিতাগুলি চিন্তা ও সদ্ভাবপূর্ণ। অনেকগুলিতে কবিত্বশক্তিরও পরিচয় আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ রচনা বিশেষ প্রশংসনীয়।" অপরপক্ষে 'নব্যভারত', চৈত্র ১২৯৪-এর সমালোচনায় লেখা হয়েছ, "...যাহারা এই গ্রন্থখানি ছাপাইতে গ্রন্থকর্ত্রীকের পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বন্ধুর মত কার্য করেন নাই। এই গ্রন্থে আমরা প্রশংসা করিবার কিছুই পাইলাম না।"

সাহিত্যকর্ম যেন নারীর কাছে গৃহকর্মের উপরে স্থান না পায়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে মহিলারচিত গ্রন্থের স্বপ্রশংস সমালোচনা করেছেন পুরুষ সমালোচক। যেমন, 'বঙ্গদর্শন'-এ তির্যক মন্তব্য—"...মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে। স্ত্রীলোকের কবিতা বেশি প্রশংসা করিতে আমরা ভয় পাই পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল, গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজ কলম লইয়া বসেন! তাহা হইলে গরীব পুরুষেব দল একমুঠা অন্ন পাইবে না।" (বঙ্গদর্শন, জৈ) ১২৮৯/১৮৮২, পৃঃ ৯৩-৯৪, মোক্ষদায়িনী দেবীর 'বনপ্রসূন' গ্রন্থের সমালোচনা)।

মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনার একটা বিশেষ প্রয়োজনসাধক ভূমিকা আছে। আমাদের অনুসন্ধানের কাজে এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ছে। এই প্রকীর্ণ সমালোচনা থেকে যেমন একাধিক অজ্ঞাতনামা লেখিকার নাম সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি আবার একাধিক অপরিজ্ঞাত বা লুপ্ত গ্রন্থের হদিশও পাওয়া গেছে। উদাহরণত, 'বিলাপলহরী' গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখিকার নাম ছাপা হয়েছে 'কোন বঙ্গমহিলা' বলে। কিন্তু 'বামাবোধিনী' পত্রিকা (ভা ১২৮২)-তে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা থেকে জানতে পারি যে লেখিকার নাম 'ভবসুন্দরী দাসী'।

আবার আখ্যাপত্রে নামহীন লেখিকা রচিত 'পদ্মকিসর' গ্রন্থটির লেখিকার নাম ও প্রকাশকাল সমালোচনা থেকেই নির্ণয় করা যাচ্ছে। (দ্রঃ গ ২৮)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থগারে এই গ্রন্থটি আখ্যাপত্রহীন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অন্য কোনও গ্রন্থতালিকায় এর নামোল্লেখ পাইনি। অবশ্য গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি পংক্তির শেষে লেখিকার নাম কাব্যাকারে উল্লিখিত হয়েছে। যা উক্ত আলোচনায় প্রাপ্ত নাম-এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আলোচনাটি লেখিকার নাম নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

কেবলমাত্র লেখিকার নাম নির্ণয়েই সমকালীন সমালোচনা সাহায্য করেনি, কয়েক স্থানে এই সমালোচনা লেখিকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিচয় দিয়েও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যেমন ঃ "পাঠকদিগকে বোধহয় অবগত করিয়া দিতে হইবে না যে সুকুমারী দত্ত কে। যাঁহারা বঙ্গরঙ্গভূমিতে দুর্গেশনন্দিনীর বিমলার গ্রেট ন্যাশনেল নাট্যশালায় শরৎসরোজিনীর সুকুমারীর

অভিনয় কখনও দেখিয়াছেন, গোলাপী (সুকুমারী) তাহাদিগের সকলেরই আদরের জিনিস। গোলাপী সুকুমারীর অংশ এত সুন্দর রূপে অভিনয় করিয়াছিল, যে শরৎসরোজিনীর প্রকাশক উপেন্দ্রবাবু আদর করিয়া তাহার নাম সুকুমারী রাখিয়াছেন। সেই নামেই নাটকের রচয়িত্রী এক্ষণে জনসমাজে পরিচিত।

মুখবন্ধে দেখা গেল এই নাটক দুইজন লেখক দ্বারা রচিত। অন্যতর লেখকের নাম আশুতোষ দাস..."। (আর্য্যদর্শন, আশ্বিন ১২৮২, সুকুমারী দত্ত [এবং আশুতোষ দাস] এর অপূর্বসতী নাটক গ্রন্থের সমালোচনা)।

সমকালীন সমালোচনা থেকে আমরা আলোচ্য কালপর্বে, অর্থাৎ খৃঃ ১৮৫০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত প্রকাশিত মহিলারচিত মোট ১৯টি গ্রন্থের হদিশ পেয়েছি যা BLC, I.O.L, B.M.C, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থতালিকা, অথবা আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত অন্য কোনও গ্রন্থপঞ্জি বা গ্রন্থতালিকা মারফৎ পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি সমালোচনার প্রকাশ সাল অনুযায়ী প্রদত্ত হল ঃ—

স্বীয়মনের প্রতি উপদেশ	[১৮৭৩?]	কোন বঙ্গমহিলা	(গ ৪০)
বাসন্তিকা	[১৮৭৫?]	বসন্তকুমারী দাসী	(গ ৫০)
আলেখ্যলতিকা	[১৮৮০?]	হেমন্তকুমারী গাঙ্গুলী	(গ ৯৭)
সার আসলী ইডেনের ভারতবর্ষ প্রবাস	[১৮৮০?]	নিস্তারিনী দেবী	(গ ৮৯)
মাতৃস্নেহ	[১৮৮১?]	কোন বঙ্গমহিলা	(গ ১০২)
পদ্যমালা	[১৮৮২?]	জনৈক বঙ্গমহিলা	(গ ১১১)
সরল নীতিপাঠ	[১৮৮২?]	রাধারানী লাহিড়ী	(গ ১১৭)
গৃহশ্রী সম্পাদন	[১৮৮৩?]	কোন মহিলা	(গ ১২১)
পতিব্রতা ধর্ম্মশিক্ষা	[১৮৮৩?]	অনামা	(গ ১২০)
অবসরবিকাশ, প্রথম খণ্ড	[১৮৮৪?]	জনৈক বঙ্গমহিলা	(গ ১২৯)
সাধন	[১৮৮৮?]	কুসুমকুমারী রায়	(গ ১৫৯)
ভক্তিমালা	[১৮৯০?]	জনৈক বঙ্গমহিলা	(গ ১৮১)
নব-সীমান্তিনী	[১৮৯২?]	বসন্তকুমারী নাথ	(গ ২০১)
মাতঙ্গিনী	[১৮৯৫?]	সৌদামিনী দেবী	(গ ২২৭)
সীতার জীবনচরিত	[১৮৯৫?]	সৌদামিনী দেবী	(গ ২২৮)
প্রেমবিন্দু	[১৮৯৬?]	কুন্দকুমারী গুপ্ত	(গ ২৭৫)
জ্যোতিকণা	[১৯০০?]	কোন মহিলা	(গ ২৭৭)
রসলীলা	[১৯০০?]	প্রকৃতি গায়িকা	(গ ২৮২)

॥ ৯॥

মহিলাকৃত সমকালীন গ্রন্থ-সমালোচনা

এই বিশ্লেষিত তালিকাটি সমীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের এক নবরূপে দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে অর্থাৎ ১৮৯০-১৯০০ কালপর্বে মহিলারচিত রচনার নানা বৈচিত্র্যের

মধ্যে একটা বৈচিত্র্য হল সমালোচকের ভূমিকায় মহিলাদের আবির্ভাব। এই দশকেই বাংলা সাহিত্যে মহিলাকৃত গ্রন্থসমালোচনার শুরু ও বিকাশ।

আমদের অনুসন্ধান অনুযায়ী 'নীহারিকা রচয়িত্রী' অর্থাৎ প্রসন্নময়ী দেবী গ্রন্থ সমালোচনার সূত্রপাত করেন, এবং এই সূত্রপাত ঘটে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' গ্রন্থের সমালোচনা দিয়ে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা সমলোচক হলেন প্রসন্নময়ী দেবী, এবং বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' হল প্রথম মহিলাদ্বারা সমালোচিত গ্রন্থ।

সমগ্র দশকে ৩২টি গ্রন্থ মহিলাদের দ্বারা সমালোচিত দেখা যায়। গ্রন্থগুলি সমালোচনা করেন মাত্র ৬ জন মহিলা। এদের মধ্যে একজন 'কোন বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে পুরুষের সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, এই সমালোচনা-সম্ভার প্রকাশিত হয় মাত্র ৪টি পত্রিকায়—'সাহিত্য', 'নব্যবভারত', 'উৎসাহ' ও 'ভারতী'-তে। 'সাহিত্য'-তে ৩টি, 'নব্যভারত'-এ ১টি, 'উৎসাহ'-এ ১টি আর 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় বাকি ২৭টি গ্রন্থের সমালোচনা। উক্ত ২৭টি গ্রন্থের মধ্যে ২২টি গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। 'ভারতী' ১৩০০ আশ্বিন (১৮৯৩) সংখ্যায় স্বর্ণকুমারী দেবী-কৃত ১০টি গ্রন্থের সমালোচনা মুদ্রিত হয়। অন্যান্য সমালোচক হলেন প্রসন্নময়ী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সরলা দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস ও 'কোন বঙ্গমহিলা'।

১৮৯০-১৯০০ এই দশকেই মহিলাকৃত সমালোচনার শুরু ও বিকাশ পর্বের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ৩২টি সমালোচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রায় সবগুলিই পুরুষরচিত। মাত্র ১টি গ্রন্থ মহিলারচিত।

বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ-এঁদের রচিত যেসব গ্রন্থ সমালোচিত হয়েছে, সেগুলি সবই বিখ্যাত গ্রন্থ। এই সমালোচনাগুলির একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। গ্রন্থগুলি মহিলা-দৃষ্টিতে কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিল তার পরিচয় বহন করছে। অধিকন্তু সমালোচনাগুলি মহিলাদের জাগ্রতমনন ও সাহিত্য রসশিক্ষার স্বাক্ষর বহন করছে।

।। ১০।।

মহিলা সম্পাদিত পত্রপত্রিকা

১৮৫০-১৯০০ সময়সীমায় বঙ্গমহিলাদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখা প্রকাশ করতে দেখা যায়। পুরুষ সম্পাদিত নানা পত্রিকায় মহিলারচনার প্রাচুর্য্য তাঁদের নিজস্ব পত্রিকার সম্পাদনার পথে এগিয়ে দেয়। ফলশ্রুতি হিসেবে মেয়েদেরকে পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণা হতে দেখা যায়। কেবল দৈনিক পত্র ছাড়াও সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি নানা আবর্তনকালে পত্রিকা প্রকাশে মহিলাদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী' গ্রন্থ থেকে আমরা মহিলা সম্পাদিত আলোচ্য কালপর্বের ১৫টি পত্রিকার হদিশ পাই। এর মধ্যে ২টি পাক্ষিক, ১টি সাপ্তাহিক ও ১২টি মাসিক পত্রিকা ছিল।

অবশ্য মহিলা সম্পাদিত উপরোক্ত ১৫টি পত্রিকার মধ্যে ৩টি পত্রিকা পুরুষ সম্পাদকের হাতে যাত্রা শুরু করলেও পরে মহিলা সম্পাদনাভুক্ত হয়েছে। সেগুলি হল—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর পুরুষ ও মহিলা সাহিত্যিকদের রচনা সমৃদ্ধ স্বদেশীয় ভাষায় জ্ঞানালোচনায় নিয়োজিত

'ভারতী', ১৮৭৭ (শ্রা ১২৮৪), স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা 'পরিচারিকা', ১৮৭৮ (জ্যৈ ১২৮৫) এবং সচিত্র শিশু পত্রিকা 'মুকুল', ১৮৯৫ (আ ১৩০২)।

"মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র **বঙ্গমহিলা** নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপুর নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১ বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয় শুনিয়াছি, ইনি ডবলিউ, সি বোনর্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনে বঙ্গনারী, ১৩৭৫, পৃঃ ১)।

পাক্ষিক বঙ্গমহিলা প্রকাশের পাঁচ বছর পর মহিলা সম্পাদিক প্রথম মাসিক পত্রিকা **অনাথিনী**, ১৮৭৫ (শ্রা ১২৮২)-এ প্রকাশ পায়। যা মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, পত্রিকাটি শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্তৃক সম্পাদিত, আজিমগঞ্জ, বিশ্ববিনোদ প্রেস থেকে অনুকুলচন্দ্র চ্যাটার্জী, কাঁঠালপাড়া কর্তৃক প্রকাশিত। পত্রিকাটি বিবিধ বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ। (BLC (1) 1876 no. 271, 272, 273)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী' (১৩৭৫) গ্রন্থে (পৃঃ ৩) 'অনাথিনী'-র উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের, পৃঃ ৩, পাদটীকায় লিখেছেন, "অনাথিনী প্রকাশিত হইবার তিনমাস পূর্বে নসীপুর হইতে ভুবনমোহিনী দেবী-সম্পাদিত বিনোদিনী প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে মহিলা সম্পাদিত প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে 'ভুবনমোহিনী দেবী'-এই নামের আড়ালে ভুবনমোহিনী প্রতিভা-র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালনা করিতেন। সুতরাং ইহাকে মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না।"

অনুরূপাদেবী তাঁর 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী' সৃষ্টি ও (১৯৪৯) গ্রন্থে লিখেছেন, (পৃঃ ১৩৩) "শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত 'বিনোদিনী' মাসিক পত্রিকা ১৮৭৪ সালে বার হ'য়ে দু'বৎসর পড়ে বন্ধ হয়ে যায়।"

অনাথিনী প্রকাশের প্রায় ৩ বছর বাদে বারাকপুর নবাব গঞ্জ থেকে মহিলা সম্পাদিত দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা **হিন্দু ললনা,** ১৮৭৮ (মা ১২৮৪)-তে প্রকাশিত হয়।

মহিলা সম্পাদিত ৪র্থ বা ২য় মাসিক পত্রিকাটির তথ্য বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ 1881 (1) no. 347 এবং 1881 (I) no. 348 থেকে পাওয়া যায়। পত্রিকাটির নাম **খ্রীস্টীয় মহিলা**[১]। কামিনী শীল কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, পি.এন.সাহা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রাকাশিত, ১৮৮১। মাসিক। উপরোক্ত ক্যাটালগের রিমার্কস্ কলম থেকে জানা যায়, 'Consists of easy female compositions in prose and verse.' পত্রিকাটির আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় পত্রিকাটি 'কেবলমাত্র মহিলাদের লেখা'-য় সমৃদ্ধ। যার প্রকাশ পত্রিকার রচনাবলীর মধ্যে বিধৃত হয়েছে।

মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র **বঙ্গবাসিনী,** ১৮৮৩ (আ ১২৯০-) প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী' গ্রন্থে (পৃঃ ৭) বিস্তৃত তথ্য রয়েছে।

'বঙ্গবাসিনী' প্রকাশের পর যুগ্ম মহিলা সম্পাদিকার তত্ত্বাবধানে বঙ্গমহিলা রচিত ষষ্ঠ তথা তৃতীয় মাসিক পত্রিকা **'সোহাগিনী'** প্রকাশ পায় খ্রিঃ ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। সম্পাদিকা দু'জন

---

[১]। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র', ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫৯, পৃঃ ৩২-এ পত্রিকার নামের বানান 'খৃষ্টীয় মহিলা' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

হলেন—কৃষ্ণরাঙ্গনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে।

পর বৎসরেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় বঙ্গমহিলা সম্পাদিত সপ্তম মাসিক পত্রিকা **বালক**, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)-তে প্রকাশিত হয়। এক বৎসর সগৌরবে চলার পর এটি **ভারতী** পত্রিকার সঙ্গে সম্মিলীত হয়ে **ভারতী ও বালক** নামে ১৮৮৬/১২৯৩ থেকে যাত্রারম্ভ করে। প্রথম সাত বছর ১৮৮৬-৯২ (১২৯৩-১৩০১) স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন এর সম্পাদিকা। পরে তাঁর সুযোগ্য কন্যাদ্বয়—সরলাদেবী ও হিরণ্ময়ী দেবী-র যুগ্মসম্পাদনায় পত্রিকাটি চলতে থাকে। এরই মাঝে ১৩০০ সালের ১৭খন্ড থেকে পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয়ে আবার **ভারতী** হয়।

১৮৮৭ (বৈ ১২৯৪) থেকে **পরিচারিকা** নামে একটি উচ্চাঙ্গের ব্রাহ্ম পত্রিকার সম্পাদিকারূপে কেশবচন্দ্রের পুত্রবধূ মোহিনীদেবীকে দেখা যায়। এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৮৭৮ (জ্যৈ ১২৮৫) ঘটেছিল সম্পাদক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের হাতে। মোহিনীদেবীর মৃত্যুর পর (বৈ ১৩০২) থেকে এই দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন মহারাণী সুচারু দেবী। BLC (3) 1899 no. 5091-তে 'পরিচারিকার' পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ডে সম্পাদিকারূপে সুচারু দেবীরই নাম পাওয়া যায়। এর Remark কলম থেকে জানা যায় পত্রিকাটি 'Contains number of articles on varieties of tropics'।

১৮৮৮ (কা ১২৯৫) সালে **বিরহিনী** নামে আর একটি মহিলা সম্পাদিত মাসিক পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

'সুলভ-সমাচার ও কুশদহ', ১৮৮৯ (আ ১২৯৬) থেকে **ভারতভগিনী**, ১৮৮৯ (বৈ ১২৯৬) নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হবার কথা জানা যায়। লাহোরের শ্রীমতী হরদেবী নাম্নী এক হিন্দু মহিলার তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকা প্রকাশ হবার তথ্য জানা যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত 'সাময়িক পত্র সম্পাদনায় বঙ্গনারী' গ্রন্থ থেকে। এটি প্রধানত গল্পের কাগজ ছিল।

এরপর দীর্ঘ কাল ব্যবধানে ১৮৯৭ সালে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় **পুণ্য** নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ-এর (BLC (3) 1899 no. 5091) 'বাংলা পত্রিকা' পর্বে এর নাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। এর Remark কলম থেকে জনা যায় 'Contains article of general interest'।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার সূচনাপৃষ্ঠা থেকে পত্রিকার নামকরণ ও উদ্দেশ্য জানা যায়,—"সিদ্ধিধাতা বিধাতাকে নমস্কার করিয়া আমরা শরতের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্য নামক এই মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত করিলাম। বর্ষার আগমনে শরতের প্রভাব যেরূপ বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকৃতির মাঝে এবং মানব হৃদয়ে কত বিচিত্র ভাব জাগ্রত করিয়া তুলে, আশা করি এই ক্ষুদ্র পত্রখানিও নানাবিধ প্রবন্ধে স্বীয় কলেবর সুসজ্জিত করিয়া জনসমাজের হিতসাধন ও মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

...সংসারে নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে পুণ্যই প্রাণদ হইয়া বিরাজ করে;'পুণং প্রাণদমূচ্যতে'। এই পবিত্র নামেই এই পত্রের নামকরণ হইয়াছে।..." (পুন্য, ১৩০৪/১৮৯৭, পৃঃ ১-২)।

'পুণ্য' প্রকাশের পর অলোচ্য কালসীমার শেষপর্বে সাহিত্যরচনা চর্চায় মেয়েদের আগ্রহ ও অনুশীলনের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণেই **অন্তঃপুর**- "কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত" মাসিক পত্রিকা ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এই পত্রিকার সম্পর্কে

বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ-এর (BLC (3) 1899 no. 5064) Remark কলাম থেকে জানা যায় 'A Journal specially intended for women and children, and solely under female management'। সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা বনলতা দেবী ছিলেন এর প্রথম সম্পাদিকা। ১৯০০ সালে বনলতা দেবীর মৃত্যুর পর হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র প্রভৃতি মহিলা দ্বারা পত্রিকাটি সম্পাদন কাজ চলতে থাকে।

এই পত্রিকা নারীবাদী ভাবনার এক প্রজ্জ্বলন্ত প্রকাশ বলা চলে। কেবল পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত পত্রপত্রিকা যদি হতে পারে, তাহলে মেয়েদের দ্বারাই বা সে কাজ হবে না কেন? এই ভাবনায় ভাবিত মেয়েদের তখন পায়ের তলায় যথেষ্ট মাটি ছিল। "কেবল *মেয়েদের দ্বারা লিখিত*", *এমন ঘোষণা করার মতো পরিস্থিতি বাংলা সাহিত্যে তখন স্পষ্ট দেখা* দিয়েছে। মাসিক পত্র প্রকাশ করার পরিকল্পনা মেয়েদের কাছে তখন আকাশকুসুম ভাবনা ছিল না। ছিল যুগোপযোগী ও কাজে রূপায়িত করার মতো চিন্তা।

'অন্তঃপুর' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার বঙ্গাব্দ ১৩০৪, *পৃঃ* ১-*এ প্রস্তাবনা পর্বে বলা* হয়েছে,—"আজকাল মাসিক পত্রিকার অভাব নাই, রমণীদিগের উপযোগী কয়েকটি সুন্দররূপে পরিচালিত পত্রিকা রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে। আমরাও আজ ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমার মতি বালক-বালিকাদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেরূপ দুঃসাহসও নাই। কেবল বঙ্গরমণীদিগের উন্নতিকল্পে আমাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা। সিদ্ধিধাতা ভগবান আমাদের সহায় হউন।"

আমাদের আলোচনীয় সময়সীমার শেষভাগে শিশুপাঠ্য **মুকুল** পত্রিকার সম্পাদিকার ভূমিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবীকে দেখতে পাই, ১৩০৭/১৯০০ সালে। সচিত্র এই মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশ খ্রিঃ ১৮৯৫ (আ ১৩০২) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় শুরু হলেও পত্রিকাটি ষষ্ঠবর্ষে ১৯০০ (১৩০৭) পর থেকে পরবর্তী ২৪ বৎসর পর্যন্ত মহিলা সম্পাদনায় আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল।

সংখ্যাগত স্বল্পতা সত্ত্বেও মহিলাসম্পাদিত উপরোক্ত পত্রিকাগুলির মাধ্যমেই বঙ্গ সাহিত্যের অনেক কৃতী লেখিকাদের সঙ্গে নবাগতা বহু লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে। সাহিত্য আসরে ধাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে আধুনিক বাংলা মহিলা সাহিত্য বেড়ে ওঠায় এদের সাহায্য অনস্বীকার্য।

।। ১১ ।।

মহিলারচনা সম্বলিত পত্রপত্রিকা

বিশ্লেষিত তালিকা ১০ সমীক্ষায় আমরা মহিলা সম্পাদিত যে ১৫টি পত্রপত্রিকার উল্লেখ পেয়েছি সেগুলির বেশিরভাগই ছিল মহিলারচনায় সমৃদ্ধ। কিন্তু এছাড়াও পুরুষ সম্পাদিত বেশকিছু পত্রিকা মহিলাদের লেখা আগ্রহের সঙ্গে ছেপেছেন।

'মহিলারচনা সম্বলিত পত্রপত্রিকা'-র ১০ (ক) ও (খ) তালিকাটি থেকে একনজরে কোন পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি মেয়েদের লেখা প্রকাশ পেয়েছে তা দেখতে সাহায্য করছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এতে শীর্ষস্থানে রয়েছে পুরুষ সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকা। ১৮৫০-১৯০০ এই কালপর্বে আমাদের প্রাপ্ত মোট প্রকীর্ণ রচনা ২৭৩৫ সংখ্যকের মধ্যে ৮৬১

সংখ্যকই প্রকাশ পেয়েছে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়। এরপর স্থান রয়েছে 'ভারতী', 'মহিলা' ইত্যাদির [দ্রঃ বিশ্লেষিত তালিকা ১০ (খ)]।

মহিলাসম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে স্বাভাবিকভাবে মহিলা লেখার প্রাধান্য থাকলেও পুরুষ সম্পাদিত কয়েকটি পত্রিকায় নতুন রচয়িত্রীদের উৎসাহ দেবার জন্য 'বামাগণের রচনা' (বামাবোধিনী পত্রিকা), 'মহিলাদিগের রচনা' (মহিলা পত্রিকা), 'স্ত্রী-কবিকুঞ্জ' (উৎসাহ পত্রিকা) , 'বামারচনা' (সুবোধিনী পত্রিকা), 'মহিলাদের রচনা' (পরিচারিকা পত্রিকা) প্রভৃতি নামাঙ্কিত পৃথক স্থান নির্দেশিত হয়েছিল। এসব পত্রিকাগুলি আশ্রয় করেই উত্তরণ ঘটেছে বেশ কিছু বাঙালি মহিলা রচয়িত্রীদের।

তবে এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে মেয়েদের লেখাকে উৎসাহ দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের লেখাকে বিশেষ লেবেল এঁটে দিয়ে পৃথকীকরণের এই চেষ্টাও চোখে পড়ার মতো। অবশ্য এসব পত্রিকার এই পৃথক স্থান ছাড়াও প্রতিষ্ঠিতা কিছু লেখিকার রচনা পুরুষের লেখার সঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

আবার 'নব্যভারত', 'বঙ্গদর্শন', 'তত্ত্ববোধিনী', 'সাহিত্য' প্রভৃতির মত তদানীন্তন নামকরা পত্রিকাতে মেয়েদের লেখাকে পুরুষের সঙ্গে একই অংশে প্রকাশ করতে দেখা যায়।

১৮৫০-১৯০০ এই সময়সীমায় প্রকাশিত বিভিন্ন আবর্তনকালের পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা থেকে সেযুগের বিখ্যাত, স্বল্পখ্যাত এবং অখ্যাত অনেক লেখিকার বহু রচনা উদ্ধার করা হয়েছে।

অলোচ্য গ্রন্থের জন্য ১৮৫০-১৯০০ খ্রিঃ প্রকাশিত পত্রিকাগুলি (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খন্ড, ৩য় সং, ১৩৫৪ ও দ্বিতীয় খন্ড, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫৯ থেকে প্রাপ্ত) যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু দেশের জলহাওয়া ও যত্নাভাবে লুপ্তপ্রায় ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা সবগুলি পত্রিকা চাক্ষুষ করা যায়নি। এমনকি মহিলা সম্পাদিত ৭টি পত্রিকা (বঙ্গমহিলা, অনাথিনী, হিন্দুললনা, বঙ্গবাসিনী, সোহাগিনী, বিরহিনী, ভারত-ভগিনী)-র সন্ধান কোথাও পাইনি। কেবলমাত্র অনাথিনীর উল্লেখ BLC (1) 1876 no. 271, 272, 273-তে পাওয়া যায়। অন্য পত্রিকাগুলির উল্লেখ BLC, BMC, I.O.L-এর ক্যাটালগেও পাইনি। মনে হয় এসব পত্রিকার স্থায়িত্বের স্বল্পতা, প্রকাশনা সংখ্যার অল্পতা ও পরিচিতির সীমাবদ্ধতা এজন্য দায়ী।

বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান প্রাপ্ত ৯৬টি পত্রিকাভুক্ত ২৭৩৫টি মহিলারচনা উদ্ধার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় আলোচ্য কালপর্বে এমন অনেক পত্রিকা চাক্ষুষ করেছি—যা অনুসন্ধান করে দেখা গেছে কেবল পুরুষের লেখায় ছিল সেগুলি সমৃদ্ধ মহিলাদের কোন লেখা এঁরা ছাপাননি।

।। ১২।।

বাংলা সাহিত্যের নানা বিষয়ে ও নানা বিভাগে বঙ্গমহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত রচনা

আমাদের যথাসাধ্য অনুসন্ধান-নির্ভর সর্বশেষ বিশ্লেষিত তালিকাটি বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে ও নানা বিষয়ে বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত রচনার নির্দশন সূচির কাজ করে। অবশ্য তালিকাটি নির্ভুল বা প্রামাণিক এমন দাবী করি না। আমাদের অন্বেষণের অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটিবশতঃ প্রদত্ত তথ্যের কিছু প্রমাদ থেকে যেতে পারে।

এই তালিকাকে ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হতে পারে। এর সঙ্গে একথাও বলা যায় যে আমাদের প্রদত্ত ১১টি বিশ্লেষিত তালিকার সবগুলিই পৃথক পৃথকভাবে বিস্তৃত গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

উপসংহার

মহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত বাংলা রচনার প্রকাশকাল থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সময়সীমায় আমরা মহিলারচিত ২৯৭টি মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ ২৭৩৫টি রচনার সন্ধান পেয়েছি। এই রচনাসম্ভারকে বলা যেতে পারে বাংলা মহিলা সাহিত্যের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ফসল। এবং যেহেতু ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে (প্রকৃতপক্ষে ১৮৪৯ এর পূর্বে) মহিলা রচিত রচনার কোনো সুস্পষ্ট মুদ্রিত নিদর্শন দেখা যায় না, সেহেতু এই রচনাসম্ভারকে উনিশ শতকের মহিলারচিত বাংলা সাহিত্য রূপেও অভিহিত করা যায়।

অবশ্য এ রচনা সম্ভারকে সমগ্র বা পূর্ণ রচনাসম্ভার বলা যাবে না। বিশেষ করে পত্রপত্রিকভূক্ত রচনার ক্ষেত্রে কিছু রচনা আমাদের জ্ঞাতসারেই বাদ পড়েছে—যেহেতু বেশ কয়েকটি পত্রিকা[১] তথা কয়েকটি পত্রিকার কিছু কিছু সংখ্যা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেও পাই নি।

আবার কয়েকটি তথ্যের সাক্ষ্যে জানতে পারছি যে আমাদের আলোচ্য কালপর্বে বেশ কিছু মহিলারচিত গ্রন্থ মুদ্রিত হবার সুযোগ পায়নি। অনুরূপা দেবী তাঁর 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি' গ্রন্থে (পৃঃ ১২৯) লিখেছেন, "....লেখিকারা নিজেরাই বহু স্থলে, উপহসিত বা সমালোচনার ভয়ে ভীতা হতেন। 'পাছে লোকে কিছু বলে'। এ না হলে আমরা আরও দু'জন শক্তিশালিনী লেখিকার পবিচয় পেতে পারতাম। তাঁদের একজন ভূঁদেব মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা বিজয়া দেবী। তিনি কাউন্ট অফ্ মন্টিকৃষ্ট, আইভ্যানহো, ব্রাইড অফ্ লমেরমুর, সেকেণ্ড ওয়াইফ প্রভৃতি বহু ইংরাজী পুস্তকের অতি সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁর অকালে কাল-কবলিতা কন্যা অপর্ণা দেবীর বহু মৌলিক উপন্যাস লিখিত ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালেও সেগুলি ছাপা হয় নি।"

আমাদের অনুসন্ধানে দেখি শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী নামে এক লেখিকা তাঁর রচিত 'অদ্ভুত রামায়ন' (গ ১৮৭) গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আমার রচিত গ্রন্থসকল...সংগীত কৈবল্য, ইতুর পাঁচালী, বৈদ্যজাতির উৎপত্তি, শ্রীরাম রহস্য, কবিতাসুন্দর ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি কিন্তু অর্থাভাব ও লোকাভাব প্রযুক্ত সকলগুলি মুদ্রিত বা প্রকাশিত করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে সর্বসাধারণ মহোদয় ও মহোদয়াগণই একমাত্র ভরসা।"

সৌদামিনী দেবীর অনুরূপ উক্তি আরো একাধিক লেখিকা অনুক্ত রেখে গেছেন, এমন অনুমান সহজেই করা চলে। আবার অনেক রচনা মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় নি। পত্রপত্রিকায় ক্রমশঃ মুদ্রিত রচনার যে-তালিকা আমরা প্রস্তুত করেছি (দ্রঃ বিশ্লেষিত তালিকা—৫ 'মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা') তাতে দেখেছি, অনেক বড় মাপের ক্রমশঃ মুদ্রিত রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। আবার এও দেখেছি (দ্রঃ বিশ্লেষিত তালিকা—১

[১] । এদের মধ্যে মহিলা সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭০) 'অনাথিনী' (১৮৭৫), 'হিন্দুললনা' (১৮৭৮). 'বঙ্গ বাসিনী' (১৮৮৩), 'সোহাগিনী' (১৮৮৪) এবং 'বিরহিনী' (১৮৮৮) পত্রিকাগুলি উল্লেখনীয়। তবে এগুলির প্রচার ও স্থায়িত্বকাল ছিল খুবই সীমিত।

'লেখিকা ও তাঁদের রচনা') যে লজ্জাবতী বসু প্রমুখ একাধিক লেখিকার বহুরচনা পত্রপত্রিকাতেই নিবদ্ধ হয়ে আছে, সংকলিত হয়ে গ্রন্থের রূপ পায় নি। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য সরলা দেবীর উক্তি। "আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরনী হয়নি..." (যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৯৯ঃ সরলা দেবী চৌধুরানী [এবং] শরৎচন্দ্র রায় (রাঁচি), ১৩৭০, পৃঃ ৫।

প্রকীর্ণ রচনার ক্ষেত্রেও কিছু রচনা বাদ পড়েছে পত্রিকা সম্পাদনের বিশেষত্বের জন্য। তখন একাধিক পত্রিকাতে রচনা মুদ্রিত হত অনামায়। বাৎসরিক সূচিপত্রে একদিকে মুদ্রিত হত রচনা সমূহের নাম, অন্যদিকে ছাপা হত লেখকবৃন্দের নাম। 'সাহিত্য-সেবক' পত্রিকার প্রথম ভাগে (১৮৯৫-৯৬)-এ 'লেখকগণ'-এর মধ্যে তিনজন মহিলা লেখিকার নাম পাই-অম্বুজাসুন্দরী দাস, কুসুমকুমারী রায় ও সৌদামিনী দেবী। কিন্তু এঁদের রচনাগুলি সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি, যেহেতু রচনার তালিকায় কোন রচনা কার তা নির্দেশিত হয় নি। ঠিক অনুরূপ কারণেই ১২৯২ (১৮৮৫) সালের 'নবজীবন' পত্রিকায় 'লেখকগণের নাম'-এর মধ্যে মুক্তকেশী দেবীর নাম থাকলেও তাঁর রচনা সনাক্ত করা যায়নি।

এই রকম অমুদ্রিত গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা মুদ্রিত হলে মহিলারচিত বাংলা মুদ্রিত রচনার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেশ খানিক বাড়ত। এ যেমন যোগ বা বৃদ্ধির কথা, তেমনি কিঞ্চিৎ বিয়োগ বা হ্রাসের কথাও আছে। মেয়েদের নামে লেখা কিছু পুরুষের রচনা অমাদের প্রণীত রচনাপঞ্জিতে সম্ভবত মিশে আছে-সনাক্ত করতে পারলে সেগুলি বাদ যাবে। আচার্য সুকুমাব সেন কয়েকটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সেগুলি আদৌ মহিলা রচিত কিনা, কিন্তু সন্দেহ নিরসনের কোনো প্রমাণ দাখিল করেননি। শুধু 'অপূর্ব্বসতী' নাটক (দ্রঃ **গ** ৫৫) সম্বন্ধে তিনি "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যুক্তি" দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে নাটকটি পুরুষ রচিত। (দ্রঃ এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়, ।।৩।। অংশ)।

পত্রপত্রিকার মহিলার নামে লেখা ছাপিয়েছেন এমন পুরুষ লেখকদের মধ্যে অন্তত একজনকে তর্কাতীতভাবে সনাক্ত করা গেছে। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' (১৮৭৫)-র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতা 'শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী'-র নামে মুদ্রিত হয়। আমরা ভুবনমোহিনী দেবীর নামে মুদ্রিত ১২টি কবিতার[১] সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি আমাদের রচনাপঞ্জিতে

[১]। কবিতাগুলি হল ঃ

কবিতা	পত্রিকা	তারিখ
১ পিঞ্জরেব বিহঙ্গিনী,	'সাধারণী',	১১ এপ্রিল ১৮৭৫
২. আবাসভূমি,	,,	২ মে ১৮৭৫
৩. ১৯ এ এপ্রিল ১৮৭৫	,,	২ ,, ,,
৪. শৈশব স্বপন,	,,	৯ ,, ,,
৫. দুঃখিনী মহিষী,	,,	২৩মে, ১৮৭৫
৬. ভারত গোলাপ,	,,	৩০ মে, ১৮৭৫
৭. কেন এত ভালবাসি,	,,	২০ জুলাই, ১৮৭৫
৮. কে তুমি,	,,	৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫
৯. নীলাম্বরে কাল মেঘ,	,,	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫
১০. আকাশ কুসুম,	,,	৫ ও ১২ ডিসেম্বর ১৮৭৭
১১. দরিদ্র যুবক,	বঙ্গদর্শন,	শ্রাবণ ১২৮২/১৮৭৫
১২. উপহার,	সাধারণী,	৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭

কবিতাগুলির সবই নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী ।', ১ম ও ২য় ভাগে অর্ন্তভুক্ত।

গৃহীত হয়নি। হতে পারে নবীনচন্দ্রের মতো অন্য কয়েকজন পুরুষ লেখক মহিলার নামে লিখেছেন-তাঁদের আমরা সনাক্ত করতে পারি নি। তবে তেমন রচনার সংখ্যা খুবই সমান্য। সমগ্রভাবে বলতে পারি যে আমরা যে রচনাপঞ্জি তৈরি করেছি তার প্রায় সবটাই মহিলারচিত রচনা।

।। ২।।

রচনাপঞ্জি দুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি কবিতা রচনার সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মোট প্রকাশিত ২৯৭টি গ্রন্থের মধ্যে ১৪৩টি অর্থাৎ ৪৮.১৫ শতাংশ হল কাব্য ও কাব্যজাতীয় গ্রন্থ, পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ ২৭৩৫ রচনার মধ্যে ১৬২১ অর্থাৎ ৫৯.২৭ শতাংশ হল কবিতা ও কবিতাজাতীয় রচনা। কবিতা লিখতে পরিশ্রম কম লাগে, এমন কথা জ্ঞাপন করেন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যের রচয়িত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন-"বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইতে পারে তাহার মধ্যে ছন্দোবন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয় তাহা গদ্য অপেক্ষা পরিশ্রমের লাঘব ও অনায়াসে সুরস হয়...।" ১৯০০ পর্যন্ত কবিতা রচনা-প্রকাশের যে প্রাচুর্য, যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখি তার পেছনে কৃষ্ণাকামিনী-উক্ত মনোভাবের সক্রিয়তা থাকলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই কবিতা প্রাচুর্যের পেছনে কবি প্রতিভারও প্রাচুর্য ছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে (বৈ ১৩৩৪) নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত 'কাব্য দীপালি' নামে যে বিখ্যাত কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয় তাতে ১৬ জন মহিলা কবির রচনা স্থান পায়। এই ১৬ জনের মধ্যে ১১ জনকে আমাদের আলোচ্য কালপর্বে লিখতে দেখা গেছে। এঁরা হলেন—

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
মানকুমারী দেবী
স্বর্ণকুমারী দেবী
সরোজকুমারী দেবী
বিনয়কুমারী বসু (ধর)
কামিনী রায়
প্রমীলা নাগ
লজ্জাবতী বসু
প্রিয়ম্বদা দেবী
সরলাবালা সরকার
হিরন্ময়ী দেবী

বস্তুত, বাংলা মহিলাসাহিত্য নিয়ে যে ক'টি গ্রন্থ লেখা হয়েছে যথা অনুরূপা দেবীর 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'বঙ্গের মহিলা' কবি ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে নারী'-এদের সবগুলির সিংহভাগ জুড়ে আছে উপরোক্ত কবিগনের সম্পর্কে আলোচনা।

।। ৩।।

১৮৫২, ১৬ আগস্ট প্রকাশিত হয় 'মাসিক' পত্রিকা যার সম্পাদনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র

ও রাধানাথ শিকদার। এর প্রথম সংখ্যায় জ্ঞাপন করা হয়—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। কিন্তু পন্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" এই কাগজেই প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরে দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'মাসিক' পত্রিকা চার বছর চলে।

১৮৬৩ আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় 'বামাবোধিনী' পত্রিকা (মাসিক)। এর প্রথম সংখ্যায় 'উপক্রমনিকা'-য় লেখা হয়—"ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের বামাগণের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।...আমরা দেখিতে পাই...দেশ হিতৈষি মহোদয়গণ স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিতেছেন, দয়াশীল গভর্ণমেন্টও তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু এ উপায়ে অতি অল্প সংখক বালিকারই কিছুদিনের উপকার হয়। অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ করিতে না পারিলে সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন হইতে পারে না।

বামাগণের বিদ্যাশিক্ষার কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহারা সময় পায় না, উৎসাহ পায় না, শিক্ষকের সাহায্যও তাদৃশ লাভ করিতে পারে না। অতএব অল্প সময়ে আপন আয়াস মতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপার্জ্জন করিতে পারে, এরূপ কোন উপায় না হইলে তাহাদের লেখাপড়ার সুবিধা দেখা যায় না। আজিকালি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ পাইতেছে বটে কিন্তু তাহা ইহাদের অতি অল্প উপকারে আইসে। ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকা নামে একখানি পত্রিকা এই অভাব পূরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে অনেক দিবস তাহাও অদর্শন হইয়াছে। সম্প্রতি দেশ-হিতোৎসাহি মহোদয়গণকে তদনুরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই না। অতএব 'শুভকার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও ভাল' এই ভাবিয়া আমরা এই 'বামাবোধিনী' পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলাম।"

'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের পর প্রতি দশকেই দেখা গেল "অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ" করে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে পত্রিপত্রিকার আবির্ভাব। (তথ্যসূত্র ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, [১ম খ], ৩য় সং, ১৩৫৪ ও ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫৯)।

১৮৬০ এর দশকে 'বামাবোধিনী' ছাড়া দেখা দেয়—

'অবলাবান্ধব' (পাক্ষিক) ১৮৬৯। "সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য।"

'জ্যোতিরিঙ্গণ' (মাসিক) ১৮৬৯। "বালকবালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত" সচিত্র পত্রিকা।

১৮৭০ এর দশকে দেখা দেয়—

'নারী-শিক্ষা পত্রিকা' (মাসিক) ১৮৭০। "স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষোপযোগিনী" পত্রিকা।

'বালারঞ্জিকা' (সাপ্তাহিক) ১৮৭০। স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা।

'হেমলতা' (পাক্ষিক) ১৮৭৩। "দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে লিখিতে উৎসাহিত করা ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।"

'বঙ্গমহিলা' (মাসিক) ১৮৭৫। "বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়াই" ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পাদক-ডাঃ ভূবনমোহন সরকার।

'পরিচারিকা' (মাসিক) ১৮৭৮। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর 'আত্মজীবন'-এ লেখেন, "আমারই প্রস্তাবে ও উদ্যোগে নারীদিগের জন্য 'পরিচারিকা' নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে।" বৈশাখ ১২৯৪/১৮৮৭ থেকে 'পরিচারিকা' মহিলা সম্পাদিত পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

১৮৮০-এর দশকে দেখা দেয়—

'বঙ্গমহিলা'[১] (মাসিক) ১৮৮৩। "বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে যেখানে অজ্ঞানতিমির চিরবিরাজমান, সেখানে তীব্রকর পণ্ডিতগণের বিতরিত জ্ঞানালোক লব্ধপ্রবেশ হয় না, সেই স্থানে থাকিয়া স্বকার্য সাধন করিবে।" সম্পাদক-নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

'বালিকা'-(মাসিক) ১৮৮৩। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বালিকা-পাঠ্য পত্রিকা।

'বঙ্গবালা'-(মাসিক) ১৮৮৫।

১৮৯০-এর দশকে দেখা দেয়—

'মহিলা'-(মাসিক) ১৮৯৫। সম্পাদক-ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। "...বঙ্গীয় নারীমন্ডলীতে যে সকল কুসংস্কার ও অনীতি এবং দূষিত আচার ব্যবহার বদ্ধমূল হইয়া আছে এবং বিজাতীয় অন্তঃসারশূন্য বিলাসাড়ম্বর প্রবেশ করিতেছে, চিরকাল মহিলা সেই সকলের প্রতিবাদ করিবেন, মহিলার এই সংকল্প ও উদ্দেশ্য।"

মহিলাদের জন্য প্রকাশিত—এমন প্রকাশ্য ঘোষণা উপরোক্ত ১৩টি পত্রিকার মতো ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত আর কোনো পত্রিকা করেনি। কিন্তু এদের মধ্যে 'বামাবোধিনী', 'পরিচারিকা' ও 'মহিলা' ছাড়া বাকি পত্রিকাগুলির উদ্যোগ প্রায় সবটাই ছিল পুরুষের লিখিত মেয়েদের উপযোগী রচনা প্রকাশ করা। তাই এই বাকি পত্রিকাগুলির প্রায় নামই নেই আমাদের প্রণীত 'মহিলারচনা সম্বলিত পত্র পত্রিকায়'। মহিলারচনা প্রকাশে প্রকাশ্য উদ্যোগ ও উৎসাহ দেখা দেয় সর্বপ্রথম 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়। পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যার (আশ্বিন ১২৭০/১৮৬৩) 'সম্পাদকীয়'-তে ঘোষণা করা হয়, "বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদরপূর্বক গৃহীত হইবে এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইবে। লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব নামধাম সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিবেন।" মহিলা রচনা প্রকাশে বিশেষ উৎসাহ দিতে এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় "বামাগণের রচনা" এই শিরোনামে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়। 'বামাবোধিনী'র অনুসরণে মহিলারচনা প্রকাশের জন্য প্রতি সংখ্যায় পৃথক বিভাগ রাখার প্রথা আরো কয়েকটি পত্রিকায় দেখা যায়, যথা, 'সাধারণী' পত্রিকায় "স্ত্রীলোকের জন্য", 'সুবোধিনী' পত্রিকায় "বামাদের লেখা", 'পরিচারিকা' পত্রিকায় "মহিলাদের রচনা", 'উৎসাহ' পত্রিকায় "স্ত্রী-কবিকুঞ্জ"।

অবশ্য মহিলা-সম্পাদিত পত্রপত্রিকা মহিলারচনা প্রকাশে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহী হয়েছে। কিন্তু ১৫টি মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে ৬টি পত্রিকার নাম নেই আমাদের প্রণীত 'মহিলারচনা-সম্বলিত পত্রপত্রিকা'-তে। এই অনুপস্থিত পত্রিকাগুলির (এদের নাম এই অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে) কোনো হদিশ আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেও পাই নি। স্পষ্টতই পত্রিকাগুলির তেমন প্রচার ছিল না, নইলে এদের দু একটা সংখ্যা হাতে আসত।

[১]। 'বঙ্গমহিলা' নামে মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র (পাক্ষিক) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং 'বঙ্গমহিলা' নামে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

যাই হোক দেখা গেছে মহিলারা তাঁদের রচনা প্রকাশের ব্যাপারে মহিলা পত্রপত্রিকা তথা মহিলারচনা প্রকাশে প্রকাশ্যভাবে উৎসাহী পত্রপত্রিকার একান্ত মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন নি। অন্য যেসব পত্রপত্রিকা তখন প্রকাশিত হয়েছে-এবং তাদের অনেকগুলিই ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত ও খুব উচ্চমানের-সেই সব পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল—সে সব পত্রিকায় তাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে—যার সাক্ষ্য বহন করছে আমাদের প্রণীত 'মহিলারচনা-সম্বলিত পত্রপত্রিকা'-র দীর্ঘ তালিকা। (দ্র ঃ বিশ্লেষিত তালিকা-১০ ক ও খ)

দশক	মুদ্রিত গ্রন্থ	প্রকীর্ণরচনা	মহিলা রচনা সম্বলিত পত্রপত্রিকা	সাময়িক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা
১৮৫০-১৮৫৯	৫	২০	৪	×
১৮৬০-১৮৬৯	১৯	১২৩	৭	৭
১৮৭০-১৮৭৯	৬১	২১৪	১৫	৭
১৮৮০-১৮৮৯	৮৯	৫২২	৩১	৪৬
১৮৯০-১৯০০	১২৩	১৮৫৬	৫৭	৯৪
মোট ১৮৫০-১৯০০	২৯৭	২৭৩৫	১১৪	১৫৪

॥ ৪॥

আমরা দেখেছি ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশ পায় মহিলারচিত মুদ্রিত গ্রন্থ[১] এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে পত্রপত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত রচনা। তারপর থেকে মহিলারচনার প্রকাশ হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ও অতিদ্রুত বর্ধমান। ১৯০০ পর্যন্ত প্রতি দশকে মুদ্রিত রচনার সংখ্যা কী পরিমান উর্ধ্বগতি হয়েছে তা স্পষ্ট করে নিচের পরিসংখ্যান সরণী। প্রকীর্ণ রচনার ক্ষেত্রে প্রতি দশকে মহিলারচনা সম্বলিত পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত উর্ধ্বগতি হয়েছে তেমনি উর্ধ্বগতি হয়েছে সাময়িকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনার সংখ্যা। বিশেষ করে ১৮৯০-১৯০০ দশকে মহিলারচনার বিকাশেব পরিমান আমাদের চমকিত করে।

মহিলারা লিখেছেন স্বনামে, ছদ্মনামে[২] এবং অনামায়। স্বনাম, ছদ্মনাম ও অনামা লেখিকাদের সংখ্যা হ'ল যথাক্রমে ঃ ৫৭৫, ২৩৫ এবং ১৯১ [দ্রঃ বিশ্লেষিত তালিকা -১ 'লেখিকা ও তাঁদের রচনা']। প্রতি দশকে স্বনামে, ছদ্মনামে ও অনামায় প্রকাশিত মোট মহিলারচিত গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা (১৮৫০-১৯০০) ও দশক অনুযায়ী এর শতকরা হিসেব নিচে দেখানো হয়েছে।

১। গ্রন্থটি অবশ্য বঙ্গমহিলা রচিত নয়। বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৫৬

২। প্রায় প্রত্যেক লেখিকাই একাধিক ছদ্মনামে লিখেছেন। অনেকে স্বনাম ব্যবহার করার পরও ছদ্মনামে লিখেছেন। উনিশ শতকের মহিলারচিত বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের ছদ্মনাম ব্যবহারের বৈচিত্র্য যে যথেষ্ঠ কৌতূহল উদ্দীপক তা আমাদের প্রণীত তালিকায় বিশ্লেষিত তালিকা-১ 'লেখিকা ও তাঁদের রচনা'-র প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অনুভব করি।

মহিলারচিত গ্রন্থ (স্বনামে, ছদ্মনামে ও অনামায়)

দশক	মোট প্রকাশিত গ্রন্থ	স্বনাম	শতকরা	ছদ্মনাম	শতকরা	অনামা	শতকরা
১৮৫০-৫৯	৫	৫	১০০	×	×	×	×
১৮৬০-৬৯	১৯	১১	৫৭.৮৯	৮	৪২.১১	×	×
১৮৭০-৭৯	৬১	৩৪	৫৫.৭৩	২৩	৩৭.৭০	৪	৬.৫৫
১৮৮০-৮৯	৮৯	৬৫	৭৩.০৩	২২	২৪.৭২	২	২.২৪
১৮৯০-১৯০০	১২৩	৯৯	৮০.৪৮	১৭	১৩.৮২	৭	৫.৬৯

মহিলারচিত প্রকীর্ণ রচনা (স্বনামে, ছদ্মনামে ও অনামায়)

দশক	মোটপ্রকাশিত প্রকীর্ণ রচনা	স্বনাম	শতকরা	ছদ্মনাম	শতকরা	অনামা	শতকরা
১৮৫০-৫৯	২০	১২	৬০	৬	৩০	২	১০
১৮৬০-৬৯	১২৩	৫০	৪০.৬৫	৪৪	৩৫.৭৭	২৯	২৩.৫৮
১৮৭০-৭৯	২১৪	৮৭	৪০.৬৫	১০২	৪৭.৬৬	২৫	১১.৬৮
১৮৮০-৮৯	৫২২	৩২১	৬১.৪৯	১৩৭	২৬.২৫	৬৪	১২.২৬
১৮৯০-১৯০০	১৮৫৬	১২৮৪	৬৯.১৮	৪৯৭	২৬.৭৮	৭৫	৪.০৪

দেখা যাচ্ছে, ছদ্মনামে ও অনামায় লিখলেও, ১৮৮০-র দশক থেকে মহিলারা ক্রমশঃ স্বনামে লিখতে অভ্যস্ত হচ্ছেন।

ছদ্মনামে ও অনামায় প্রকাশিত গ্রন্থ তথা প্রকীর্ণ রচনাগুলি যে মহিলারচিত রচনা তা নানা সূত্র[১] থেকে সনাক্ত করা গেছে। সূত্রগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। প্রকীর্ণ রচনার ক্ষেত্রে এই সনাক্তকরণের প্রধান সূত্র হয়েছে সেইসব পত্রিকা যেগুলিতে 'বামাবোধিনীর' মতো মহিলারচনা প্রকাশের জন্যে পৃথক বিভাগ রক্ষা করা হত। (পত্রিকাগুলির নাম ইতিপূর্বে করা হয়েছে)। এই সব অংশে বা বিভাগে কেবল মহিলারচনাই মুদ্রিত হত, সুতরাং এই সংরক্ষিত অংশে অনামায় বা ছদ্মনামে মুদ্রিত রচনা যে মহিলারচিত রচনা তা সনাক্ত করতে কোনো বাধা নেই।

শুধু পরিমাণে নয়, রচনাপঞ্জি ও বিশ্লেষিত তালিকা, তথা পূর্ববর্তী ছয়টি দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনা মারফত আমরা দেখেছি বৈচিত্র্যেও উনিশ শতকের মহিলারচিত সাহিত্য যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। যদিও রচনার সিংহভাগ হয়েছে কবিতা, তাই বলে মেয়েরা শুধু কবিতা লিখেছেন-তা নয়। তাঁরা নাটক লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, ছোটগল্প লিখেছেন, ছোটগল্প লিখে 'কুন্তলীন পুরস্কার' পেয়েছেন, লিখেছেন ধর্মদর্শন, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান তথা নানা সামাজিক সমস্যা, বিশেষ করে নারীদের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ। লিখেছেন জীবনী, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী। তাঁরা গান রচনা করেছেন। গানের স্বরলিপিও রচনা করেছেন। লিখেছেন সেলাই রান্না ও অন্যান্য গৃহশিল্প বিষয়ক রচনা। রচনা করেছেন গীতিনাট্য,

---

[১]। একটি বিশেষ সূত্র হল আমাদের প্রণীত বিশ্লেষিত তালিকা- ৭ 'মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনা'। এইসব সমালোচনা লেখিকাদের নাম সনাক্ত করতে যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি মহিলারচিত অনেক গ্রন্থের হদিশ দিতেও সহায়ক হয়েছে।

Chrade জাতীয় হেঁয়ালি নাট্য, আধুনিক কাব্যনাট্য, কৌতুকজনক ধাঁধা—গদ্যে ও পদ্যে। তারা গ্রন্থ সম্পাদনা ও সমালোচনাও করেছেন। এবং শুধু মৌলিক রচনা নয়, সাহিত্যে অনুবাদের মূল্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা দেখিয়ে অনেক অনুবাদ রচনা করেছেন। হোমারের ইলিয়াড, ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্য থেকে অনুবাদ, সংস্কৃত সাহিত্য, মারাঠি ইতিহাস, রাজস্থানী প্রবাদ ও ছড়ার অনুবাদ—মহিলাকৃত অনুবাদ রচনাতেও কতো না বৈচিত্র্য। উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যে মহিলাকৃত অনুবাদ রচনাগুলি একত্র সংকলিত হলে তাদেরকে নানা দৃষ্টিকোন থেকে নিরীক্ষণ করতে পারি।

মহিলারা শুধু বই ও পত্রপত্রিকায় নানাবিধ লেখা লেখেন নি, তাঁরা পত্রপত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। এবং সে কাজ করেছেন বেশ দক্ষতার সঙ্গে, কৃত্তিত্বের সঙ্গে। আমাদের আলোচ্য কালসীমায় মহিলা সম্পাদিত ১৫টি পত্রিকার উদ্ভব হয়। তার মধ্যে 'ভারতী', 'বালক', 'অন্তঃপুর', 'পুণ্য', 'পরিচারিকা' ও 'খ্রীষ্টিয় মহিলা' পত্রিকাগুলির যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ছিল। এইসব পত্রিকায়, বিশেষ করে 'ভারতী' ও 'অন্তঃপুর'-এ বিলিতি পত্রিকা থেকে নানা সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে মেয়েদের মনে বাইরের আলো প্রবেশ করানোর মহৎ প্রচেষ্টা ছিল। জানুয়ারি ১৮৯৮-তে 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রিকা "কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত"-এই পরিকল্পনা নিয়ে প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনাটি যে সে সময় কোনো আকাশকুসুম ভাবনা ছিল না, ছিল যুগপোযোগী চিন্তা এ কথা ব্যাখাত হয়েছে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ।। ৭।। অংশে।

।। ৫।।

উনিশ শতকের মহিলা কবি-প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করার এই যে, এই সময়কার মহিলাকবিরা খন্ড বা ছোট কবিতা লিখতেই সচেষ্ট হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মতো মহাকাব্য বা বৃহৎকাব্য লিখতে প্রয়াসী হন নি। বড়ো মাপের কাব্য যা রচিত হয়েছে তা হল চম্পূর আঙ্গিকে লেখা কাহিনী বা আখ্যায়িকা কাব্য, যেমন, নবীনকালী দেবীর 'কামিনীকলঙ্ক'[১] (১৮৭০), ভুবনমোহিনী দাসীর 'পদ্মকিসর' (১৮৭২), ফয়জন্নেছা চৌধুরানীর রূপজালাল[২] (১৮৭৬)।

১৮৫০-এর দশকে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের ওপর পড়েছে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ষাটের শেষ থেকে সত্তরের দশকে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের ওপর বেশির ভাগ পড়েছে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যভাষা ও ছন্দের প্রভাব। যাঁরা লিখেছেন আশির দশকে তাঁদের অনেকের ওপর বিহারীলালের প্রভাব দেখা যায়। এরপর এসেছে রবীন্দ্রনাথের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দেই উচ্চারিত হয়েছে, "বাঙ্গলা দেশীয়-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এ নূতন যুগের প্রবর্ত্তয়িতা।" (ভারতী ও বালক, অ ১২৯৭, আলো ও ছায়া-র সমালোচনা প্রসঙ্গে)।

সুকুমার সেন জানিয়েছেন, "যতদূর জানা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ছাপার অক্ষরে লেখাপড়া শেখা প্রথম বাঙ্গালী মহিলা সাহিত্যিক হইতেছেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ছোটভাই (এবং তাঁহারই মতো হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র) প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সাহিত্যিক ও কর্মী

১,২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' গ্রন্থে (পৃঃ ৫) 'কামিনীকলঙ্ক'-কে বলেছেন উপন্যাস এবং 'রূপজালাল'কে বলেছেন, 'প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা'। বই দুটি পদ্যে না গদ্যে লেখা তা কিছু বলেন নি। গ্রন্থ দুটির পৃথক শ্রেনীকরণের কারণও অব্যক্ত রেখেছেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের (১৮২২-১৮৭৩) পত্নী কৈলাসবাসিনী দেবী (?-১৮৯৫)। কৈলাসবাসিনীর গদ্য-পদ্য রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর সংবাদ প্রভাকরে বাহির হইত কিন্তু তাহাতে লেখিকার নাম থাকিত না। এই রচন : একটি সংকলন বিশ্বশোভা (১৮৬৯) বাহির হইয়াছিল।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ৫২-৫৩)। এই বক্তব্যে আমরা দ্যুট তথ্য পাচ্ছি। -(১) ছাপার অক্ষরে লেখাপড়া শেখা প্রথম বাঙালি মহিলা সাহিত্যিক ছিলেন কৈলাসবাসিনী দেবী;(২) কৈলাসবাসিনী 'সংবাদ প্রভাকর'-এ অনামায় গদ্য-পদ্য লিখতেন, যার একটি সংকলন হল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিশ্বশোভা' গ্রন্থ। দুটি তথ্যই বিতর্কমূলক এবং প্রমাণসাপেক্ষ। প্রথম তথ্যের ক্ষেত্রে কৈলাসবাসিনী দেবীর অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন 'চিত্তবিলাসিনী'র কবি কৃষ্ণকামিনী দাসী। দু'জনের মধ্যে কে প্রথম ছাপার অক্ষরে লেখাপড়া শিখেছিলেন তা অনুসন্ধান করে প্রমাণ দাখিল করা প্রয়োজন। তেমনি অনুসন্ধান করে দেখতে হবে 'বিশ্বশোভা'-র অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় মেলে কি না।

সুকুমার সেন, অপূর্ব্বসতী নাটক সম্বন্ধে যে নতুন কথা বলেছেন, অর্থাৎ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন-যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি (দ্রঃ এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ের ।। ৩।। অংশ) -সে নতুন কথা বা অভিমত সর্বাংশ গ্রহণীয় কিনা বিশেষজ্ঞদের কাছে সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ হয়তো আছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ১৮৫০-১৯০০, এই অর্ধশতাব্দী কালকে বলতে পারি বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচনার উন্মেষকাল। এই সময়কার লেকিকাদের মধ্যে যাঁর প্রতিভা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রতিভার যাদুস্পর্শে সর্বপ্রথম ইহাঁর রচনাই রসমন্ডিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।...বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস, গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে নারী, ১৩৫৭, পৃঃ ১০) আমরা অরো একটু যোগ করতে পারি—বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম আধুনিক গীতিনাট্য লেখেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর তাঁরই সম্পাদনে 'ভারতী' বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকারূপে অধিষ্ঠিত থাকে। আরও উল্লেখ্য, তিনিই 'ভারতীয়' পৃষ্ঠায় বাংলাসাহিত্যে প্রথম বারোয়ারি উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটনা। বাংলা বারোয়ারি উপন্যাসের ইতিহাস-আলোচনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর এই প্রচেষ্টার কথা অবশ্যই স্মর্তব্য। কিন্তু স্মরণ করা হয়নি। ১৩২৭ (১৯২০) বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 'ভারতী'[১]-তে বারো মাসে বারো জন সাহিত্যিক মিলে একটি উপন্যাস লেখেন। সেটি ১৩২৮/১৯২১ সালে 'বারোয়ারি উপন্যাস' নামে প্রকাশিত হয় এবং 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ লেখা হয়—"বারোজন সাহিত্যিক[২] মিলিয়া এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'বারোয়ারি'। আসল গল্পের সহিত এই নামের কোনো সংশ্রব নাই। এই ধরনের উপন্যাস গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি।" স্পষ্টতই প্রকাশক 'ভারতী ও বালক'-এর আশ্বিন ১২৯৯/১৮৯২ সংখ্যায় মুদ্রিত "নূতন ধরনের উপন্যাস" সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

১। তখন 'ভারতী' সম্পাদন করতেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

২। এই বারোজন সাহিত্যকের অন্যতম ছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচ... আরো দুটি বারোয়ারি উপন্যাসের অন্যতম লেখক ছিলেন।

আসলে উনিশ শতকের মহিলারচিত কাব্যসাহিত্য সমকালে ও পরবর্তীকালে যে গুরুত্ব পেয়েছে, গদ্যসাহিত্য তার প্রায় কিছুই পায়নি। ভাবতে অবাক লাগে কৃষ্ণভাবিনী দাস রচিত ৩৮৫ পৃষ্ঠার বিলাত ভ্রমণ কাহিনী 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' (১৮৮৫) বইটির উল্লেখ বাংলাসাহিত্য তথা বঙ্গমহিলা সম্পর্কিত ইতিহাস-আলোচনার কোথাও দেখি না[১]। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গসাহিত্যে' নারী বইতে কৃষ্ণভাবিনীর নাম থাকলেও 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'-র কোনো উল্লেখ নেই।

সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তথা 'বাংলা সহিত্যে গদ্য'-দুখানি বইয়ের কোনোটিতেই কৃষ্ণভাবিনীর নাম পর্যন্ত নেই। তাঁর গ্রন্থে পড়ি, "ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির মধ্যে নারীরচিত দুইটি পুস্তিকার উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য—প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্যাবর্ত', প্রথম ভাগ (১২৯৫) ও অনামা লেখিকার 'বঙ্গমহিলার ইংলন্ড ভ্রমণ' (১২৯১?)। শেষের বইটির রচয়িত্রী ছিলেন ব্রাহ্ম আচার্য শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।" (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃ ঃ ৪৪৬)।

আচার্য সুকুমার সেন প্রদত্ত তথ্যে জানতে পারছি, রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলন্ডে গিয়েছিলেন এবং তাঁর রচিত বঙ্গমহিলার ইংলন্ড ভ্রমণ নামে একটি পুস্তিকা অনামায় ছাপা হয়েছিল।

কৃষ্ণভাবিনী দাস-এর 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' একটি বড়ো মাপের ৩৮৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তক, আর আচার্য সেন কথিত বঙ্গমহিলার ইংলন্ড ভ্রমণ একটি অল্প পৃষ্ঠার পুস্তিকা। কিন্তু এই অনামা পুস্তিকার কোনো সন্ধান আমরা পাইনি। রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেত গিয়েছিলেন, এ তথ্য পেয়েছি (দ্রঃ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, ১ম খন্ড, ৩য় সং, ১৯৯৪, পৃঃ ৪৬৬; চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, ১৩৯২, (পরিবর্দ্ধিত ১৩শ মুদ্রণ, পৃঃ ৩১)। কিন্তু রাজকুমারী তাঁর বিলেত ভ্রমণের কোনো বিবরণ লিখে গেছেন, এমন তথ্য কোথাও পাইনি।

বর্তমান গ্রন্থে প্রণীত রচনাপঞ্জি ও তৎসম্পর্কিত আলোচনার সাক্ষ্যে এ কথা বলা যায় যে উনিশ শতকের মহিলারচিত গদ্যসাহিত্যের প্রতি সম্যক দৃষ্টি দিলে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ ও আলোচনা গ্রন্থ রচনা করা যাবে—যা উদ্‌ঘাটন করবে, উন্মোচন ঘটাবে উনিশ শতকে বঙ্গনারীর চিত্তজাগরণের কিছু কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয়, কিছু অন্তর্নিহিত কথা।

দ্বিতীয় অংশ ঃ রচনাপঞ্জি

পঞ্জি-পরিচিতি

এই রচনাপঞ্জিতে সন্নিবেশিত হয়েছে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে মুদ্রিত বাংলাভাষায় মহিলা-রচিত সমগ্র (বর্তমান অনুসন্ধান-নির্ভর) গ্রন্থ তথা পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনা।

এই রচনাপঞ্জি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে গ্রন্থের এবং দ্বিতীয় অংশ পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সম্পাদনা ও ভূমিকা ঃ সীমন্তী সেন। বইটির শেষে 'কৃষ্ণভাবিনী দাসের রচনাপঞ্জী' সন্নিবেশিত হয়েছে। এই রচনাপঞ্জি-তে ১৯০০ খ্রিঃ পর্যন্ত কৃষ্ণভাবিনীর যতগুলি রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার থেকে বেশি আরও ৪টি (চারটি) রচনার সন্ধান আমরা পেয়েছি। (দ্রঃ প ৯৪১, প ১১১৫, প ২৪৬৭, প ২৪৮২)

১৪০০ বঙ্গাব্দ (১৯৯৩ খ্রিঃ) সালে ঢাকা, বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত গোলাম মুরশীদ-এর মুরশীদ-এর 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া ঃ নারী প্রগতির একশ বছর' গ্রন্থে কৃষ্ণভাবিনী সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

প্রথম অংশে ক্রমিক সংখ্যার পূর্বে **'গ'** সংকেত বসানো হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ক্রমিক সংখ্যার পূর্বে **'প'** সংকেত বসানো হয়েছে।

লেখিকাদের নাম গ্রন্থের তথা পত্রপত্রিকায় যেভাবে (বানান) মুদ্রিত হয়েছে অবিকল সেইভাবেই এই রচনাপঞ্জিতে উল্লিখিত হয়ছে। জ্ঞাত অথবা সনাক্তকৃত লেখিকা-নাম তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। যে ক্ষেত্রে স্বনাম অথবা ছদ্মনাম মুদ্রিত হয়নি, কিংবা নামের বদলে কোনো সংকেত মুদ্রিত হয়নি, সেক্ষেত্রে 'অনামা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

রচনার ক্রমবিকাশ প্রস্ফুটতর করার জন্যে খ্রিঃ ১৮৫০-১৯০০ সময়সীমাকে পাঁচটি কালপর্বে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলি হল ঃ (১) ১৮৫০-১৮৫৯; (২) ১৮৬০-১৮৬৯; (৩) ১৮৭০-১৮৭৯; (৪) ১৮৮০-১৮৮৯; (৫) ১৮৯০-১৯০০।

রচনাপঞ্জির, প্রথম অংশ ঃ গ্রন্থ ও দ্বিতীয় অংশ ঃ পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনাবলী উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেক সংলেখ সংখ্যার নীচে রচনার বিষয় সংকেত নির্দেশিত হয়েছে। প্রত্যেক সংলেখে যথাক্রমে রচনা-নাম, লেখিকা নাম, পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল বিবৃত হয়েছে। রচনার নিচে দেওয়া হয়েছে টীকা। কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম তিন দশকে প্রতিটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে নির্বাচিত কবিতার অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। রচনার বিষয় বিভাজন বহুলাংশে ডিউই (Dewey) বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে।

বিষয় ও বিষয়-সংকেতের তালিকা নিচে প্রদত্ত হল ঃ—

বিষয়	সংকেত
কাব্য	(ক)
কাব্য-চম্পূ	(ক-চ)
কাব্য-গান	(ক-গা)
কাব্য-গাথা	(ক-গাথা)
নাটক (গদ্যে অথবা পদ্যে)	(না)
নাটক-গীতিনাট্য	(না-গীতিনাট্য)
উপন্যাস	(উ)
ছোটগল্প	(গ)
প্রবন্ধ ১ দর্শন, বিমূর্ত চিন্তা, নীতি. মনোবিদ্যা	(প্র ১)
প্রবন্ধ ২ ধর্ম, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব	(প্র ২)
প্রবন্ধ ৩ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা	(প্র ৩)
প্রবন্ধ ৪ ভাষা বিষয়ক আলোচনা	(প্র ৪)
প্রবন্ধ ৫ বিজ্ঞান	(প্র ৫)
প্রবন্ধ ৬ ফলিত বিজ্ঞান, প্রয়োগিক শিল্প, রন্ধন, সেলাই, চিকিৎসা	(প্র ৬)
প্রবন্ধ ৭ চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত-স্বরলিপি, ক্রীড়া, ব্যায়াম	(প্র ৭)
প্রবন্ধ ৮ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা	(প্র ৮)
প্রবন্ধ ৯ ভূগোল, ভ্রমণ, জীবনী, ইতিহাস	(প্র ৯)
প্রবন্ধ ১০ বিবিধ ঃ সম্পাদককে লেখা পত্র, সংস্থার প্রতিবেদন, ধাঁধা	(প্র ১০)

রচনাপঞ্জি

প্রথম অংশ ঃ গ্রন্থ

বিন্যাস ঃ প্রতি দশকে গ্রন্থের প্রকাশ-সাল খ্রিস্টসাল অনুযায়ী। একই খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থের বিন্যাস লেখিকার নামের বর্ণানুযায়ী।

১৮৫০-৫৯ (১২৫৬ পৌ - ১২৬৬ পৌ)

১৮৫১

গ ১ (প্র ২) **মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catherine) [অনুবাদিকা]**
ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস্ অফ এ বাইবেল। কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৫১ ( )। ৬০ পৃঃ।
ইংরেজি আখ্যা ঃ Voyages and travels of a Bible
সূত্র ঃ John Murdoch, 'Catalogue of the Christian Vernacular literature of India : with hints on the mangement of Indian Tract Societies,' 1870, p.20

১৮৫২

গ ২ (উ) **মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catherine)**
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ঃ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত। কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৫২ ( )। ৪, ৩০৬ পৃঃ। চিত্রিত।
ইংরেজি আখ্যা ঃ The History of Phulmani & Karuna; a book for native Christian women.
বিশপস্ কলেজ থেকে মুদ্রিত এই গ্রন্থটি যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'-য় সুস্পষ্টভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে ঘোষিত হয় (দ্র ঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', নতুন সং, ১৩৬৫, পৃঃ [৮])।

১৮৫৬

গ ৩ (ক-চ) **কৃষ্ণকামিনী দাসী**
চিত্তবিলাসিনী নামা ঃ অভিনব কাব্যগ্রন্থ। কলিকাতা, এঙ্গলো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৫৬ [১৯১৩ সংবৎ]। [২], ৭২ পৃঃ।
বঙ্গমহিলা লিখিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গদ্যে-পদ্যে রচিত। কৌলিন্য প্রথার দোষ দেখানো হয়েছে। গ্রন্থ থেকে জানা যায়, "...অধিকাংশই নানাবিধ ছন্দে বিরচিত করিয়া মধ্যে মধ্যে কত্রক পংক্তি করিয়া গদ্যও সন্নিবেশিত করিয়াছি।"

গ ৪ (প্র ২) **মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catherine) [অনুবাদিকা]**
ডে ব্রেক ইন ব্রিটেন। কুমারী টুকার (Tukher)-এর রচিত ইংরেজি হতে অনুবাদিত।

কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৫৬ ( )। ১৫৩ পৃঃ।
ইংরেজি আখ্যা ঃ Day break in Britain.
সূত্র ঃ John Murdoch, 'Catalogue of the Christian Vernacular literature of India : with hints on the management of Indian Tract Societies', 1870, p.21

১৮৫৭

গ ৫ **মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catherine)**
(প্র ২) পাদ্রী সাহেবের বজরা অথবা খ্রীষ্ট ধর্ম কি? কলিকাতা, রিলিজিয়াস ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৫৭ ( )। ১৪২ পৃঃ।
ইংরেজি আখ্যা ঃ The Missionary's Budgerow, or What is Christianity?
গ্রামে মিশনারীদের প্রচার কার্য্যের ছবি।
সূত্র ঃ John Murdoch, 'Catalogue of the Christain Vernacular literature of India : with hints on the management of Indian Tract Societies', 1870, p.21

১৮৬০-৬৯ (১২৬৬ পৌ - ১২৭৬ পৌ)

১৮৬১

গ ৬ **বামাসুন্দরী দেবী**
(প্র ৩) কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। [ ], [লোকনাথ মৈত্রেয়], ১৮৬১ (১৭৮৩ শক)। ২০ পৃঃ।
১২৬৭, ১৫ ফাল্গুন সংখ্যার 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।
"কিছুদিন হইল আমার পরমাত্মীয় কন্যাসম স্নেহপাত্রী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবীকে 'কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' এই প্রশ্নটি দিয়াছিলাম। অনেকদিন পরে তাহার উত্তর আমার হস্তগত হয়। আমি তাহার রচনা নৈপুণ্য দর্শন করিয়া যে প্রকার আনন্দিত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভাবিত নহে। এই আনন্দই আমাকে উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রচার করিবার নিমিত্ত মুহুর্মুহু প্রেরণ করিতে লাগিল। আমি ১৫ই ফাল্গুনের [১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন] সোমপ্রকাশে উহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ পত্রিকা পাঠ সকলের সুলভ নহে। বোধহয়, অনেকে এই প্রবন্ধটির মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন নাই, অতএব এই রচনাটি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের নয়ণগোচর হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রবন্ধটি একখান ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম।"—ভূমিকা।

গ ৭ **হরকুমারী দেবী, কালিঘাট**
(ক) বিদ্যাদারিদ্র দলনী। কলিকাতা, ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৬১ (১৭৮৩ শক)। [২], ৮৪ পৃঃ।
কবিতায় শিক্ষার উপকারিতা ও বিদ্যার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। যেমন ঃ

প্রথম সময় হয় শৈশব সময়।
বিদ্যাপক্ষে শ্রমকর গিয়া বিদ্যালয়।।
মহাধন বিদ্যারত্ন লব্ধ হবে তাতে।
সুযশ সুখ্যাতি লব্ধ হবে এ জগতে।। ....[পৃ ঃ ১১]

১৮৬৩

গ ৮ **কৈলাসবাসিনী দেবী**

(প্র ৩) হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। কলিকাতা, দুর্গাচরণ গুপ্ত, ১৮৬৩ (১৭৮৫ শক)। [৬], ৭২ পৃঃ।

হিন্দু নারীদের জীবনে বৈধব্য অবস্থায় সামাজিক দুরাবস্থার বর্ণনা। নারীশিক্ষার জন্য একটি আবেদন।

১৮৬৪

গ ৯ **বসন্তকুমারী দাসী, বরিশাল**

(ক) কবিতামঞ্জরী। ঢাকা সুলভ যন্ত্র, ১৮৬৪ (১২৭১)। ৮৭ পৃঃ।

কবি প্রণীত 'রোগাতুরা বসন্তকুমারী' (১৮৭২) কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় ঃ "...যিনি ইতিপূর্ব্বে 'কবিতামঞ্জরী' নামক একখানি পদ্যময়, ঈশ্বরতত্ত্ব ঘটিত গ্রন্থ রচনা দ্বারা সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নারীকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।"

গ ১০ **(শ্রীমতী) কৈলাসবাসিনী দেবী**

(প্র ৩) হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি। কলিকাতা, গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৬৫ (১৭৮৭ শক)। [৪], ৩৯ পৃঃ।

আখ্যাপত্রে প্রথমেই ইংরেজি আখ্যা ঃ Hindu Female Education and Its Progress/By KOYLAS VASINI DAVI.

লেখিকা তাঁর 'মুখবন্ধ'-তে লেখেন, "অধুনা হিন্দু শাস্ত্র নভিজ্ঞ [sic] ব্যক্তিব্যূহের মধ্যে প্রায় অনেকেই বলিয়া থাকেন যে হিন্দু অবলাকুলের মধ্যে কস্মিনকালেও বিদ্যাচর্চ্চা প্রচলিত ছিল না এবং অধুনা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশে ইংরেজ রাজপুরুষগণই তাহার নূতন সূত্রপাত করিলেন। কিন্তু আমরা তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না যেহেতু প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে তাহার ভূরি প্রমাণ সকল লক্ষিত হইতেছে কিন্তু আমাদিগের সেই গর্ব্ব এক্ষণে কোন প্রকারেই শোভা পায় না। কারণ আমাদিগের সেই সৌভাগ্য চিহ্ন বহুকালই ছিন্নভিন্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে।...।"

১৮৬৫

গ ১১ **কোন সদ্বংশীয় কুলবধূ [রাখালমণি গুপ্ত]**

(ক) **কবিতামালা অর্থাৎ নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ কবিতাসমূহ; [দ্বারকানাথ রায় কৃত কবি বিষয়ে প্রারম্ভিক সূচনা সহ]। কলিকাতা, সুচারু যন্ত্র, ১৮৬৫ (১২৭২)। ৭২ পৃঃ।**

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', ১৩৫৭, পৃঃ ৭ গ্রন্থে লেখিকার নাম 'রাখালমণি গুপ্ত' উল্লেখ করেছেন।

গ ১২ **সিংহ, মার্থা সৌদামিনী, সংগ্রাহক**

(প্র ৯) নারীচরিত। কলিকাতা, কাব্য প্রকাশ যন্ত্র, ১৮৬৫ (১২৭২)। [৪], ৯৪ পৃঃ।
বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ, তথা প্রথম পাঠ্যপুস্তক। হানামুর, হাইপেসিয়া প্রভৃতি সদ্বিদ্বান্ ইউরোপীয় মহিলাদের জীবনচরিতের সংগ্রহমালা। এটি "কলিকাতা ফিমেল নর্ম্যাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী ও কোণনগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষায়িত্রী শ্রী সৌদামিনী সিংহ কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত।"—'তত্ত্ববোধিনী,' ১৮৬৬ (বৈ ১৭৮৮ শক), পৃঃ ১৬।

১৮৬৬

গ ১৩ **দ্বিজতনয়া [কামিনীসুন্দরী দেবী]**

(না) উর্ব্বশী নাটক। কলিকাতা, ডি রোজারিও কোং, ১৮৬৬ (১২৭২)। [৩], ৮৫ পৃঃ।
জৈমিনীয়-সংহিতার দণ্ডীপর্ব কাহিনী অবলম্বনে চার অঙ্কের নাটক। "দণ্ডীপুরাণে দণ্ডী রাজার বৃত্তান্ত সকলেই পড়িয়াছেন। ভগবান্ চক্রী কি প্রণালীতে সৃষ্টি পালন করেন. পুরাণ কর্ত্তা এই গ্রন্থে তাহা বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।...দণ্ডীপুরাণের বৃত্তান্তে উর্ব্বশী ও দণ্ডী রাজাই প্রধান। আমি নাটকে তাঁহাদিগেরই প্রাধান্য রাখিয়াছি। সুতরাং আমার গ্রন্থে অপবিত্র প্রণয়ের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু তাহা বলিয়াই সুক্ষ্মদর্শী [sic] পাঠকমণ্ডলী আমার গ্রন্থকে অনাদর করিবেন না।
এই নাটকে ভূরি ২ দোষ আছে; তথাপি আমি পাঠক সমাজে প্রেরণ করিলাম। আমি অশিক্ষিতা অবলা, এই আমার প্রথম রচনা, একথা বলিয়া পাঠক-গণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে সাহসী হইব না। গ্রন্থ মাত্রেরই নিজ গুণে পরিচিত হয় গ্রন্থকারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় না। ...অতএব বৃথা অনুনয় বিনয়ের ফল কি?..." —বিজ্ঞাপন।
লেখিকার প্রকৃত নাম লেখিকা রচিত পরবর্তী গ্রন্থ (দ্রঃ **গ ১৭**) থেকে জানা যায়।

১৮৬৭

গ ১৪ **'কস্মিন্ হিন্দুমহিলা'**

(না) বল্লালীখাত নাটক। কলিকাতা, [ ], ১৮৬৭ (১২৭৪)। ৫৭ পৃঃ।
বহুবিবাহের দোষ নির্দেশক একাঙ্ক নাটক।
সূত্র : B.M.C. V.1, p.110

গ ১৫ **কোন মহিলা**

(প্র ৫) লীলাবতী (অঙ্কশাস্ত্র), প্রথম ভাগ। কোন বিদগ্ধ মহিলা দ্বারা সংস্কৃত থেকে অনুবাদিত। [ ], [১৮৬৭?] [১২৭৪?] [ ] পৃঃ।
সূত্র : জেমস্ লঙ, 'বাঙলা গ্রন্থের তালিকা', ১৮৬৭, (পুনর্মুদ্রণ), ১৩৭১, পৃঃ ৬৯।

গ ১৬ **মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catherine)**

(উ) বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান।

কলিকাতা, [খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি]; ব্যাপ্তিষ্ট মিশন্ প্রেসে মুদ্রিত, ১৮৬৭ (১২৭৪)। [৬], ৩০৪ পৃঃ।
ইংরেজি আখ্যা ঃ Faith and Victory a tale of the progress of Christianity in Bengal. "মিসিস মলিন্স কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া ট্রাক্ট সোসাইটির জন্যে অনুবাদিত হইল"—আখ্যাপত্র।
৩য় সং, ১৮৯৯।
"...মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই বই সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর লেখা; বাকী অধ্যায় ক'টি তাঁর পরিবারের কেউ লিখেছেন।..."—হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স, 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ,' চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, নতুন সং, ১৩৬৫, পৃঃ [৪৪]।

১৮৬৮

গ ১৭ **একজন হিন্দুমহিলা**

(ক) পদ্যচতুষ্টয়। কলিকাতা, দাস এন্ড সন্স, ১৮৬৮ (১২৭৪)। ১২ পৃঃ।
শরৎকালীন স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে লেখা চারটি বাংলা কবিতা।
সূত্র ঃ I.O.L V.2, pt 4, p.117.

গ ১৮ **(উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী) কামিনীসুন্দরী দেবী**

(প্র ৩) বালাবোধিকা। প্রথম ভাগ ঃ বালিকা শিক্ষার প্রথম পুস্তক। কলিকাতা, বি, পি, এমস্ যন্ত্রে কালীকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮৬৮ (১২৭৫)। [৪], ৩৯ পৃঃ।
গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ঃ "এক্ষণে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে। এবং বালিকা বৃন্দের পাঠের নিমিত্তে নানা হিতোপদেশপূর্ণ পুস্তকও প্রচারিত হইতেছে কিন্তু আমিও এই বালাবোধিকা সামান্য গ্রন্থ খানি লিখিলাম ইহা পাঠ করিলে বালিকাদিগের অবশ্যই বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ জন্মিবে ও অন্যান্য বিষয়েরও বোধ হইতে পারিবে। কেননা ইহাতে বালিকাদিগের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য বোধহয় পুস্তক পাঠ করিবার সময় তাহাদিগের সুরস বোধ হইবে। কারণ মনের কথা পড়িলে পাঠকের অত্যন্ত সন্তোষ জন্মে। অতএব বর্ণপরিচয় পড়াইয়া এই পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া আবশ্যক যে কয়েকটি গল্প আছে তাহা অতি সহজ যাহা হোক যদি ইহা সাধারণের গ্রাহ্য হয়। এবং সুকুমারমতি বালিকাদিগের পাঠযোগ্য বলিয়া সভ্যমণ্ডলীতে পরিগণিত হয়। তাহা হইলে কুলবালাদিগেরও শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহবৃদ্ধি আর আমার পরিশ্রম সফল হইবে। তাহা হইলে অবিলম্বে ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিতে সাহসিনী হইব—শ্রী কামিনীসুন্দরী দেবী। বামনগাছি, ১২৭৫।"
গ্রন্থটিতে এক থেকে পাঁচটি অধ্যায়ে গল্পের মাধ্যমে বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষা, সুনীতি শিক্ষা, সৎ ও সুশীলা হবার শিক্ষা এমনকি মায়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

গ ১৯ **(মিস্) লেস্লী, মেরী ই (Miss Leslie Mary E)**

(গ) ষ্টোরি অব বসন্ত। কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৬৮ (১২৭৫)। ১৮৩ পৃঃ।

ইংরাজি আখ্যা ঃ Story of Boshonta. 'A story of Bengali life'.

সূত্র ঃ John Murdoch, Catalogue of the Christian Vernacular literature of India : with hints on the management of Indian Tract Societies, 1870, p.21

গ ২০ **হিন্দুকুল-কামিনী**

(উ) মনোত্তমা। দুঃখিনী-সতী-চরিত, প্রথম খণ্ড। কলিকাতা, কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮৬৮ (১২৭৫)। ৫৫ পৃঃ।

'নবপ্রবন্ধ' মাসিক পত্রিকায় ১২৭৪ আশ্বিন থেকে মাঘ (১৮৬৭-৬৮) সংখ্যা পর্যন্ত ক্রমশঃ মুদ্রিত এবং ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম উপন্যাস।

১৮৬৯

গ ২১ **(হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা ও হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস রচয়িত্রী) কৈলাসবাসিনী দেবী**

(ক-চ) বিশ্বশোভা। কলিকাতা, গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৬৯ (১২৭৫)। ১১৭ পৃঃ।

গ্রন্থটির প্রথমে উল্লিখিত ইংরেজি আখ্যাপত্র ঃ

VISHWA-SHOBHA/or/ BEAUTIES OF NATURE/ by/ KOYLAS BASINEY DEVI (The Authoess of "The Hindu Females" and "The Hindu Female Education". Calcutta, : Printed at Gupta Press, 1869.)

প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তুলে ধরা হয়েছে। "..গ্রন্থাকার ধরাধামে অপরিমেয় অনন্তশোভা সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁজিয়া খুঁজিয়া তালিকা প্রস্তুত করিয়াছে।...ন্যায় ললিত ছন্দ রচনা পূর্ব্বক গদ্য পদ্যময় এই নবীন চম্পূকাব্যের প্রথম অবতারণা বাঙলাতে করিলেন।..."—'অবোধবন্ধু', আষাঢ় ১২৭৬, পৃঃ ৬০-৬২।

গ ২২ **কোন বঙ্গবালা**

(ক) বঙ্গবালা ঃ দশপদী কবিতাবলী। বোয়ালিয়া, তমোঘ্ন যন্ত্র, ১৮৬৯ (১২৭৫)। ৩০ পৃঃ।

২৭টি কবিতা সন্নিবিষ্ট গ্রন্থ। 'সতী', 'সীতা', 'পদ্মিনী', 'লাম্পট্য' প্রভৃতি দশপদী কবিতা গ্রন্থটিতে দেখা যায়। যেমন ঃ বিধবা বিয়ে প্রসঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে—

"বিধবার বিয়া দিতে অনেকের মন,
হায় রে নিগূর কথা কই বা কেমনে?
এদিকে যে পতিগৃহে পতিবতী গণ,
দহিতেছে অহরহ বিরহ দহনে।

একদিকে রেখে দিয়ে জলন্ত অনল,
আর দিকে ঢেলে জল নির্ব্বাণে কি ফল?..." (লাম্পটা, পৃঃ ২৬)

গ ২৩ **দয়াময়ী দেবী**

(প্র ২) পতিব্রতা ধর্ম্ম অর্থাৎ কুলকামিনীগণের প্রতির [sic] প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ নামক গ্রন্থ। কলিকাতা, বিদ্যারত্ন যন্ত্রে জগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৬৯ (১২৭৫)। ৮, ৫২ পৃঃ।

২য় সং, ১৮৭০।

হিন্দু শাস্ত্রের বিচারে নারীজাতির সতীত্ব ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যের নির্ণয় কথা বলা হয়েছে। এখানে ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত, স্কন্ধ, অগ্নি ইত্যাদি পুরাণ থেকে উপাখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

গ ২৪ **(মিস্) লেস্‌লী (Miss Leslie)**

(ক-গা) শিশুদিগের ধর্ম্মগীত। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৬৯ (১২৭৬)। ৭০ পৃঃ।

সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1869 no, 1895

১৮৭০-৭৯ (১২৭৬ পৌ-১২৮৬ পৌ)

১৮৭০

গ ২৫ **একজন বঙ্গমহিলা [কৃষ্ণময়ী দাসী]**

(ক) পদ্যমালা। কলিকাতা, দ্বারকানাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮৭০ (১২৭৭)।৫৮ পৃঃ।

আখ্যাপত্রে লেখিকার নাম নেই।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে বঙ্গ-মহিলার দান' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রা-আশ্বিন, ১৩৫৬, পৃঃ ২৬৪-২৮০) থেকে লেখিকার নাম 'কৃষ্ণময়ী দাসী' জানা যায়।

গ ২৬ **নবীনকালী দেবী**

(ক-চ) কামিনীকলঙ্ক। অর্থাৎ...করুণাদি রসাত্মক কাব্য। কলিকাতা, বিজয়রাজ প্রেস, ১৮৭০ (১২৭৭)। ৪, ২৩৯, ৪ পৃঃ।

পদ্যে ও গদ্যে রচিত প্রণয়মূলক কাহিনী।

সূত্র ঃ i) B.L.C. (1) 1870 no. 2717
ii) B.M.C. V.1, p.74

গ ২৭ **প্রসন্নময়ী দেবী**

(ক) আধ-আধ ভাষিনী। কলিকাতা, জি.পি.রায়. এন্ড কোং প্রিন্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭০ (১২৭৬)। ১২ পৃঃ।

লেখিকার মাত্র ১২ বৎসর বয়সে রচিত সতেরোটি ছোট ছোট কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ। মলাটে উল্লিখিত ছিল 'অমৃতং বালভাষিতং।'

১৮৭১

গ ২৮ **অনামা [ভুবনমোহিনী দাসী]**
(ক) পদ্মকিসর। [ ], [১৮৭১?], [১২৭৭?]। ২৩৬ + পৃঃ।
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি আখ্যাপত্রহীন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত।
পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে তাতার রাজপুত্র কিসর ও বিজয় নগরের রাজকন্যা পদ্মমুখীর প্রেমের কাহিনী কাব্য।
'বামাবোধিনী', চৈত্র ১২৭৭, পৃঃ ৩৪৯ থেকে রচয়িত্রীর নাম সনাক্ত করা যায়। এছাড়া গ্রন্থটির নানা কবিতায় লেখিকার নামোল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

১) "ভুবনমোহিনী কহে ভেব নাহে আর।
সত্বরেতে ভার্য্যা ধনি হইবে তোমার।।" (পৃ ঃ ২৫)

২) "ভুবনমোহিনী কহে কি কর্ম্ম করিলি।
কামে মত্ত হয়ে কেন্ন নরকে মজিলি।।" (পৃঃ ১০৫)

গ ২৯ **(শ্রীমতী) কামিনীসুন্দরী দেবী**
(না) উষা নাটক। কলিকাতা, জে, সি, চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং প্রেসে মুদ্রিত, ১৮৭১ ( )। ১৩২ পৃঃ।
আলোচ্য গ্রন্থে পৃঃ ৬ (রাজসভা। নটের প্রবেশ দৃশ্য) থেকে নাটকের বিষয়বস্তু জানা যায়, "...আমরা স্ত্রী জাতি, আমাদের পুরাণঘটিত প্রস্তাবেই ভক্তিশ্রদ্ধা হয় তা উষা অনিরুদ্ধেব উপাখ্যানটি বর্ণন কল্লে ভাল হয় না?..." এই গ্রন্থের পৃঃ ৫-এ নট-এর স্বগত উক্তিটিও উল্লেখনীয়, "যা হক্ স্ত্রী জাতির রচনা বলেই সাধ্যরণের আদরণীয় হবার সম্ভব।..."

গ ৩০ **কোন বঙ্গকামিনী**
(ক) কুসুমমালিকা। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭১ ( )। ১০, ৫৪ পৃঃ।
'বঙ্গাঙ্গনা', 'পতি' প্রভৃতি নানা বিষয়ক কবিতায় গ্রথিত হয়েছে এই কুসুমমালিকা। মুখবন্ধ থেকে জানা যায়—গ্রন্থটির রচয়িত্রী "সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা অষ্টাদশ বর্ষীয়া বালা।"

গ ৩১ **মহালক্ষ্মী দেবী**
(ক) একজন দুঃখিনীর বিলাপ। কলিকাতা, মতিলাল দাস, গুপ্ত প্রেস, ১৮৭১ ( )। ১০ পৃঃ।
প্রথম সন্তানের মৃত্যু ও স্বামীর মদ্যপান আসক্তি—এই দু'টি বিষয়ে কোন হিন্দু রমনীর বিলাপ।
সূত্র ঃ B.L.C. (I) 1872 no. 163.

১৮৭২

গ ৩২ **অনামা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]**
(প্র ৩) জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী। কলিকাতা, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮৭২। ২, ১৭ পৃঃ।

"পুস্তকখানিতে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। ইহাতে গদ্যে-পদ্যে লেখা পাঁচখানি পত্র আছে; তন্মধ্যে প্রথম চারিখানি স্বামীকে লিখিত।..."—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-৫৫ ঃ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী', পৃঃ ১২।

গ ৩৩ **(শ্রীমতী) অন্নদাসুন্দরী দাসী**

(ক) অবলাবিলাপ। কলিকাতা, হৃদয়শঙ্কর রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭২ (১২৭৮)। ৩৭ পৃঃ।

বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার সমষ্টি। হৃদয়শঙ্করবাবুর বিজ্ঞাপনে জানা যায়, "গ্রন্থকর্ত্রী নারীজন্মে নিতান্ত মন্দভাগিনী।...যখন তাঁহার শোকানল অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন নির্ব্বাপিত অথবা লঘুকৃত করিবার মানসে এই পদ্যগুলি অবসরক্রমে ক্রমশঃ রচনা করিয়াছেন।"

গ ৩৪ **(শ্রীমতী) নিতম্বিনী দেবী**

(না) অনূঢ়া যুবতী নাটক। ঢাকা, বাবু কালিদাস মিত্র, গিরিশ প্রেস, ১৮৭২ ( )। ৩৪ পৃঃ।

কৌলিন্য প্রথার দোষ ও কুফল প্রদর্শন করা হয়েছে।

গ ৩৫ **বসন্তকুমারী দাসী**

(ক) রোগাতুরা বসন্তকুমারী। বরিশাল, গঙ্গাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ১৮৭২ (১২৭৮)। ১৬ পৃঃ।

"শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসীর পীড়িতাবস্থায় প্রণীত"—আখ্যাপত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কলিকাতার তৎকালীন বর্ণনা ও নারীর পরাধীনতা বিষয়ক কবিতা আছে।

গ ৩৬ **বামারচনাবলী, প্রথম ভাগ।** কলিকাতা, বামাবোধিনী সভা, ১৮৭২ (১২৭৮)।

(প্র ১০) [১০], ২৬৭ পৃঃ।

ইংরেজি আখ্যা ঃ Female Compositors, part-I.

'The Hare Prize Fund Essay' আখ্যাপত্র।

" 'বামাবোধিনী' পত্রিকাতে এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লেখাগুলি একত্র করিয়া এই বামারচনা পুস্তক প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানি লিখিত বিষয় অনুসারে ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে ঃ —১. সমাজ ও সংস্কার, ২. স্ত্রীশিক্ষা ও বিদ্যা, ৩. নীতি ও ধর্ম্ম, ৪. স্তোত্র ও প্রার্থনা, ৫. স্বভাব বর্ণনা, ৬. বিবিধ প্রবন্ধ।...পুস্তকে 'অবলাবান্ধব' ও 'বঙ্গবন্ধু' হইতে এক একটী প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে।"

গ ৩৭ **লক্ষ্মীমণি দেবী**

(না) চিরসন্ন্যাসিনী নাটক। কলিকাতা, উমেশচন্দ্র দত্ত, ইস্ট ইন্ডিয়া প্রেস, ১৮৭২ ( )। ১৩০ পৃঃ।

গার্হস্থ্য নাটক।

১৮৭৩

গ ৩৮ **অনামা [হরকুমার ঠাকুরের সহধর্ম্মিনী]**

(উ) তারাবতী উপাখ্যান। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র এন্ড কোং ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেস, ১৮৭৩ (১২৮০)। [৪] ১১৪ পৃঃ।

আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় গ্রন্থটি "প্রকাশার্থে মুদ্রিত নহে।"

গ্রন্থটিতে তারাবতীর পুত্র শ্রীমন্তের দুঃসাহসিক অভিযান ও মগধ রাজকন্যাকে বিবাহের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। লেখিকার কথায় "...বালিকা রঞ্জনার্থ কোমল বঙ্গভাষাতে রচনা করিলাম।"

লেখিকার পরিচয়—"হরকুমার ঠাকুরের সহধর্ম্মিনী রচিত গার্হস্থ্য উপন্যাস 'তারাবতী' (১৮৭৩)..."—অনুরূপা দেবী, 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রি ও সৃষ্টি', ১৯৪৯, পৃঃ ১৩২।

গ ৩৯ **একজন হিন্দুমহিলা**

(ক) মনোরমা। কলিকাতা, সারদাপ্রসাদ চ্যাটার্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৩ ( )। ১৮ পৃঃ।

"A tale in verse, describing Manorama's faithful devotion to a young man to whom she was affianced, for whose shake she refused the hand of a king; and after many severe trials, her faithfulness was rewarded by a happy marriage with the object of her choice."–B.L.C. (2) 1874 no. 548.

গ ৪০ **কোন বঙ্গমহিলা**

(প্র ২) স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ। কলিকাতা, বেন্টিক প্রেস মহেন্দ্রলাল ঘোষ, [১৮৭৩?] [১২৮০?] [ ] পৃঃ।

সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৭৩ (আ ১২৮০, পৃঃ ১৪৩)। উপরোক্ত সূত্র থেকে জানা যায় গ্রন্থটি "বন্ধুদিগের বিতরণার্থ" প্রকাশিত।

গ ৪১ **জনৈক হিন্দুমহিলা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]**

(ক) কবিতাহার। কলিকাতা, মিনার্ভা প্রেস কার্য্যালয়, ১৮৭৩ (১২৭৯)। [৩], ৩৯ পৃঃ।

"পুস্তিকায় রচয়িত্রী নাম প্রকাশ করেন নাই; 'জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত' বলিয়া ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। 'কবিতাহার' গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম প্রকাশিত কাব্য; তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫।...."-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৫ ঃ গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী', ১৮৫৩, পৃঃ ১২।

গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখিকা 'শ্রীমতী ***' ছদ্মনামে গ্রন্থ প্রকাশের কারণ লিখেছেন যে ;—"পাঠকমহোদয়গণ! অদ্যাপি আমাদিগের ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গকামিনী আমরা কেহই বিদ্যাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই যে সামান্য রচনা করিয়া আপনাদের সমীপবর্ত্তীনি হই। এই আশা করা কেবল ভ্রম মাত্র। তবে অজ্ঞতা নিবন্ধন কতিপয় পদ্য পংক্তি প্রচারের কারণ এই যে ইতিপূর্ব্বে মদীয় স্বামীকে লিখিত পত্রাবলী তাহার কোন প্রিয়বন্ধু দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ

করিয়া হিন্দু মহিলার পত্রাবলী নামে প্রচার করেন তদ্দৃষ্টে অনেকেই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অন্যান্য বিষয় রচনা করিতে কহেন। আমি কেবল মাত্র তাঁহাদের আগ্রহাতিশয় সামান্য কতিপয় পদ্য রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে সাহসী হইতেছি। পরিশেষে সবিনয় নিবেদন অনেক ভ্রম প্রমাদাদি আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া একেবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে চরিতার্থ হইব। অলমতি বিস্তরেণ।—শ্রীমতী *** কলিকাতা, বহুবাজার, ২৯এ মাঘ ১২৭৯।"

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'কবিতাহার' কাব্যগ্রন্থটি উচ্চপ্রশংসা করে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পর্বে লেখেন, "শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণ বয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। প্রৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষের লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আশীর্ব্বাদ করি, নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী সর্ব্বসুখভাগিনী হউক।" ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈ ১২৮০, পৃঃ ৯৫-৯৬)।

গ ৪২ **(মিসেস্) টমাস, এ.এইচ (Mrs. A. H. Thomas)**

(প্র ৬) শিল্পকর্ম্মের বই। চুঁচড়া, [ ], ১৮৭৩ ( )। ২৪ পৃঃ।
২য় সং, ১৮৭৪। সৌখীন সূচি শিল্প সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।
সূত্র ঃ I.O.L. V.2, pt. 4, p.5.

গ ৪৩ **(মিস্) নীলি (Miss Neele)**

(প্র ২) দুই মেষশাবক। কলিকাতা, ট্রাক্ট সোসাইটি, ১৮৭৩ ( )। ১৮ পৃঃ।
খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ক।
সূত্র ঃ i) B.L.C. (2) 1874 no. 600.
ii) I.O.L. V.2, pt.4, p.213

গ ৪৪ **বিরাজমোহিনী দাসী**

(উ) নলিনীমোহন। কলিকাতা, নৃত্যলাল প্রেসে মুদ্রিত, ১৮৭৩ ( )। ১০২ পৃঃ।
আখ্যায়িকা জাতীয় রচনা।
সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1874 no. 322

১৮৭৪

গ ৪৫ **কোন হিন্দুমহিলা [ইন্দুমতী দাসী]**

(ক) দুঃখমালা (ভ্রাতৃবিয়োগে ভগ্নীর খেদ)। কলিকাতা, বাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক রায় প্রেসে মুদ্রিত, ১৮৭৪ ( )। ৪৫ পৃঃ।
২য় সং, ১৮৯৬ (১৩০৩)। কবির অন্তরের দুঃখগাথা।
গ্রন্থটির প্রাথমিক পত্রে 'জননীর উদ্দেশ্যে অর্পিত' পাতায় লেখিকার নাম 'ইন্দুমতি' [sic] পাওয়া যায়।
"ইন্দুমতী দাসী প্রণীত 'দুঃখমালা' নামক কবিতার বই (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য"—অনুরূপা দেবী,, 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রি ও সৃষ্টি', ১৯৪৯, পৃঃ ১৩২।

গ ৪৬ **'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী**

(উ) মনোরমা (আখ্যায়িকা)। কলিকাতা, রামনৃসিংহ ব্যানার্জী কর্ত্তৃক নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৪ ( )। ৯৮ পৃঃ।

"১২৭২ সালে আমি মনোরমার আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হই;এবং ওই সালেই ইহা সমাপ্ত করি। কিন্তু ইহা মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া এ পর্যন্ত কাহাকেও না দেখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম"—উৎসর্গপত্র।

"...বাঙ্গালী নারীর লেখা প্রথম গার্হস্থ্য উপন্যাস হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হ'লেও ছাপা হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে।"—অনুরূপা দেবী, 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি', ১৯৪৯, পৃঃ ১৩২।

"ইহাতে সমসাময়িক আখ্যায়িকার মতো মধ্যে মধ্যে অল্পস্বল্প পয়ার ছত্র থাকিলেও বইটি উপন্যাসের লক্ষণহীন নয়। গার্হস্থ্যচিত্রের পরিকল্পনায় নারীহস্তের স্পর্শ আছে। মনোরমা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আখ্যায়িকা, তবে সাহিত্যরস বর্জিত নয়।"—সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃঃ ১৯৯।

১৮৭৫

গ ৪৭ **কোন বঙ্গমহিলা**

(ক) বিলাপলহরী। কলিকাতা, এইচ, ডি, দেব এন্ড কোং, অলিম্পিয়া প্রেস [১৮৭৫?] [১২৮২?] ১১১ পৃঃ।

"শ্রীমতী ভবানীদেবীর শ্রীচরণে সাদরার্পিতা"—আখ্যাপত্র। আখ্যাপত্রে প্রকাশ সময় অনুল্লেখিত। পতি বিরহে লেখা ৩৫টি কবিতা।

গ ৪৮ **প্রসন্নময়ী দেবী**

(প্র ৯) পূর্ব্বস্মৃতি। কৃষ্ণনগর, [ ], ১৮৭৫ (১২৮২)। [ ] পৃঃ।

"কৃষ্ণনগরে জাতীয় সম্মিলন সভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রসন্নময়ী এই 'পূর্ব্বস্মৃতি' পাঠ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বস্মৃতিতে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আস্থা হইল, ভবিষ্যৎ আশা জাগ্রত হইল। প্রসন্নময়ী দেবী ভারতের জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন আর ভারতমহিলার জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন। আমরাও অশ্রুপাত করিলাম।"—'সাধারণী', ৩ শ্রাবণ, ১২৮২।

গ ৪৯ **প্রসন্নময়ী দেবী**

(ক) যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভানুগমন। [ ], ১৮৭৫ ( )। ২৬ পৃঃ।

প্রশস্তিজ্ঞাপক কবিতা।

সূত্র ঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলাকবি', ১৩৩৭, পৃঃ ৪৭৪।

গ ৫০ **(শ্রীমতী) বসন্তকুমারী দাসী**

(ক) বাসন্তিকা। [ ], [১৮৭৫?] [১২৮২?]। [ ] পৃঃ।

সূত্র ঃ 'বান্ধব', ১৮৭৫ (ভা ১২৮২), পৃঃ ১৫৯।

গ ৫১ **বসন্তকুমারী দাসী**

(প্র ৩) যোষিদ্বিজ্ঞান। বরিশাল, হরকুমার কর কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৫ (১২৮২)

। ৭৩ পৃঃ।

নারী শিক্ষা সহায়ক ২০টি বিষয় অবলম্বনে রচিত।

"An interesting work, written by a Bengali Lady, on twenty different subjects; such as Women's independence, use of time, advantages of education, & c. and intended for the benefit and instruction of the female sex."—B.L.C. (4) 1875 no. 1181.

গ ৫২ **ভবসুন্দরী দাসী**

(ক) বিলাপলহরী। কলিকাতা, পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরি এবং অশ্বিনীকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৫ ( )। ২৭ পৃঃ।

লেখিকার ভ্রাতা ও পুত্রের মৃত্যুতে লেখা শোককবিতা।

"পদ্যগুলি সরলমনের যথার্থ ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে।"—'বামাবোধিনী', ১৮৭৫ (ভা ১২৮৬), পৃঃ ১৫৮।

সূত্র ঃ B.L.C. (4) 1875 no. 1179.

গ ৫৩ **(বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী দেবী**

(ক) রত্নাবতী। পতিব্রতা উপাখ্যান। [ ], ১৮৭৫ (১২৮২)। [ ] পৃঃ।

সূত্র ঃ i) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৪৪ ঃ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়', ৪র্থ সং, ১৪০৪, পৃঃ ১৭।

ii) 'বিনোদিনী', ১৮৭৫ (১২৮২), পৃঃ ২৮০-২৮১।

iii) 'বান্ধব', ১৮৭৬ (১২৮৩), পৃ ঃ ২২১।

গ ৫৪ **'শ্রীমতী' সুরঙ্গিনী [সুরঙ্গিনী সর্বাধিকারী]**

(উ) তারাচরিত ঃ রাজস্থানীয় ইতিহাসমূক আখ্যায়িকা। কলিকাতা, রায় যন্ত্রে বাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৭৫ (১২৮১)। [২], ৫৫ পৃঃ।

রাজস্থানীয় ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা।

লেখিকা প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী-র সহধর্মিনী। (দ্র ঃ সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান, ১ম খ, সংশোধিত ৩য় সং, ১৯৯৪, পৃঃ ৫৮৮)।

গ ৫৫ **(শ্রীমতী) সুকুমারী দত্ত [এবং আশুতোষ দাস]**

(না) অপূর্ব্বসতী নাটক। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৭৫ (১২৮২)। ৯০ পৃঃ।

আখ্যাপত্রে কেবলমাত্র লেখিকার নাম—"শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত বলে উল্লিখিত। এছাড়া আখ্যাপত্রে ঃ "CASTUS MIRA BILIS" [এবং] Tragedy! Tragedy! Tragedy!-র উল্লেখ পাওয়া যায়।

I.O.L. V.2, pt. 4, p.56-এ কেবলমাত্র লেখিকার নাম উল্লিখিত।

'আর্য্যদর্শন' (আশ্বিন ১২৮২, পৃঃ ১৮৩-১৮৫)-এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা থেকে জানা যায়—"পাঠকদিগকে বোধহয় অবগত করিয়া দিতে হইবে না যে সুকুমারী দত্ত কে। যাঁহার বঙ্গরঙ্গভূমিতে দুর্গেশনন্দিনীর বিমলার গ্রেট ন্যাশনেল নাট্যশালায় শরৎসরোজিনীর সুকুমারীর অভিনয় কখন দেখিয়াছেন; গোলাপী (সুকুমারী) তাঁহাদিগের সকলেরই আদরের জিনিষ। গোলাপী সুকুমারীর অংশ এত সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিল, যে শরৎ সরোজিনীর প্রকাশক উপেন্দ্রবাবু আদর করিয়া

তাহার নাম সুকুমারী রাখিয়াছেন। সেই নামেই নাটকের রচয়িত্রী এক্ষণে জনসমাজে পরিচিত। মুখবন্ধে দেখা গেল এই নাটক দুইজন লেখক দ্বারা রচিত। অন্যতর লেখকের নাম আশুতোষ দাস।"
সুকুমার সেনের বিচারে সুকুমারী দত্ত নাটকটির স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন। নাটক লেখার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল না। (দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খ, আনন্দ সং, পৃ ঃ ৩৩৩-৩৩৬)।

১৮৭৬

গ ৫৬ **অনামা [স্বর্ণকুমারী দেবী]**
(উ) দীপ-নির্ব্বাণ। কলিকাতা, বাল্মিকী যন্ত্রালয়ে কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৮৭৬ (১২৮৩)। ৩২১ পৃঃ।
লেখিকা নাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-২৮ ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী', পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫০, পৃঃ ১৬ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।
২য় সং, ১৮৮৩ (১৮০৫ শক); ৩য় সং, ১৮৯৫ (১৩০১)।
"মুসলমানের ভারতাধিকারের অব্যবহিতপূর্বে যে সময় হিন্দুরাজদিগের মধ্যে একতার দৃঢ়বন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল এবং সর্বোচ্য পদলাভ-লালসায় পরস্পর সকলেরই মধ্যে গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল সেই সময়ের একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের আরম্ভ— এবং গৃহবিচ্ছেদ হেতু আর সুযোগ বুঝিয়া যবনেরা যে সময়ে ভারতের চিরপ্রজ্বলিত দীপ নির্বাপিত করিল সেই দীপ নির্বাণেই এই দীপনির্বাণের সমাপ্তি।"—উপক্রমনিকা।

গ ৫৭ **"জনৈকা ভদ্রমহিলা"**
(না) সন্তাপিনী-নাটক। কলিকাতা, স্মিথ এন্ড কোং প্রেস, ১৮৭৬ ( )। ১১১ পৃঃ।
তিন অঙ্কের নাটক।
অনুরূপা দেবী তাঁর 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রি ও সৃষ্টি', ১৯৪৯, পৃঃ ১৩৪-এ লিখেছেন " 'সন্তাপিনী' নাটকে বঙ্গ অন্তঃপুরের চিত্র খুব জীবন্ত; ব্যঙ্গ ও নারীসুলভ বাগ্‌বিন্যাসে বইটি সুপাঠ্য, বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ও বহু বিবাহের বিপক্ষে তৎকালোচিত যুক্তিতর্কও বইটিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়।..."

গ ৫৮ **(শ্রীমতী) নিমুমণি দাসী**
(প্র ৩) পুলিশ ঘাটের হত্যাকাণ্ড। কলিকাতা, [ ], ১৮৭৬ ( )। ১২ পৃঃ।
"The Destruction caused by the Torpedo explosion at Colvin's Ghat."---I.O.L. V.2, pt.4, p 121.

গ ৫৯ **(শ্রীমতী) ফয়জন্নেছা চৌধুরানী**
(ক-চ) রূপজালাল। উপাখ্যান। ঢাকা, গিরিশ যন্ত্র, ১৮৭৬ (১২৮২)। [২], ৩, ৪১৭, ৮ পৃঃ।
প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা। মুসলমান মহিলা লিখিত প্রথম প্রকাশনা। গদ্যে ও পদ্যে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় লেখিকার পারদর্শিতার প্রমাণ পাই গ্রন্থের উৎসর্গপত্র ও'অনুক্রমণিকা'-য়।

গ ৬০ **বিরাজমোহিনী দাসী**

(ক) কবিতাহার। কলিকাতা, ইস্ট ইন্ডিয়া প্রেসে ভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ১৮৭৬ (১২৮৩)। ৬৫ পৃঃ।

'ঈশ্বরস্তোত্র', 'প্রভাতবর্ণন', 'ভারতের প্রতি', 'বঙ্গীয় বিধবাগণের ক্লেশবর্ণনা' প্রভৃতি ২৩টি খন্ড কবিতাসমষ্টি।

গ ৬১ **(মিসেস্) ব্যানার্জী, কে, সি** **(Mrs. K.C.Banerjee)**

(ক) জগৎতারক। কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটী, ১৮৭৬ (১২৮৩)। ১২ পৃঃ।

"The Saviour of the World"–I.O.L. V.2, pt.4, p. 214.

গ ৬২ **(শ্রীমতী) রাসসুন্দরী**

(প্র ৯) আমার জীবন। কলিকাতা, সুচারু যন্ত্রে রামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮৭৬ (১২৮৩)। ১৩৫ পৃঃ।

লেখিকা তাঁর জীবনের প্রথম ৬০ বছরে কথা বিবৃত করেছেন।

২য় সং, ১৮৯৮ (১৩০৫)-এ প্রথম ৬০ বছরের জীবনবৃত্তান্ত ছাড়াও পরবর্তী জীবনের ২৫ বছরের সমুদায় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। (দ্রঃ ২য় সং, ১৩০৫, পৃঃ ১৭৪)।

আমাদের কালসীমার পরেও এর একাধিক সংস্করণ হয়েছে। 'আমার জীবন'-এর প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে রাসসুন্দরী তাঁর গ্রন্থে কিছু ভ্রমাত্মক উক্তি করেছেন। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দুই নারী ও তিন নায়িকা', ১৯৭৬ (১৩৮২), পৃঃ ৫-৭ গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১৮৭৭

গ ৬৩ **কামিনীসুন্দরী দেবী**

(না) রামের বনবাস। ২য় সং। কলিকাতা, সুধার্নব প্রেসে নাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৭ (১৭৯৯ শক)। ৬৮ পৃঃ।

প্রথম প্রকাশ, [ ]; ৩য় সং, ১৮৭৯ (৭২ পৃঃ)।

গ ৬৪ **কোন হিন্দুবিধবা**

(ক) বিধবাবিলাপ। কলিকাতা, বাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক রায় প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৭ ( )। ২০ পৃঃ।

স্বামীর মৃত্যুতে শোক কবিতা।

গ ৬৫ **জনৈক বঙ্গ-কুলকামিনী**

(ক-চ) বিনয়াবতী। উপন্যাস। কলিকাতা, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৭ (১২৮৪)। ৪৫ পৃঃ।

গদ্যে-পদ্যে রচিত প্রণয়-কাহিনী।

গ ৬৬ । **তরঙ্গিনী দাসী**

(ক) নিষ্ফল তরু। কলিকাতা, ভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৭ (১২৮৪) । ৫৬ পৃঃ।

গদ্যে ও পদ্যে রচিত গ্রন্থ। 'পূর্ণিমার শশী', 'বিধবার স্বপ্ন', 'বিধবা বঙ্গবালা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার সমষ্টি।

গ ৬৭ **প্রতুলকুমারী দাসী**

(প্র ৩) বালিকাবোধিকা, প্রথম ভাগ। অর্থাৎ বঙ্গবালাগণের প্রতি বর্ণাদি বিষয়ক উপদেশ। কলিকাতা, সনাতন যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৭ (১২৮৩)। ৩৮ পৃঃ।

গ ৬৮ **(বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী দেবী**

(ক) স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান ঃ (দার্শনিক) কাব্য। কলিকাতা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৭ (১৭৯৯ শক)। ৬৫ পৃঃ।
দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত কাব্যগ্রন্থ।

গ ৬৯ **'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী**

(উ) প্রণয় প্রতিমা। কলিকাতা, গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য রাজকীয় প্রেস, ১৮৭৭ (১২৮৪)। ৭০ পৃঃ।
রোমান্টিক আখ্যায়িকা।

১৮৭৮

গ ৭০ **একজন বঙ্গমহিলা**

(উ) কামিনী ও মৃণ্ময়ী। কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটী, ১৮৭৮ (১২৮৪)। ১২৮ পৃঃ।
সূত্র ঃ I.O.L. V.2, pt.4, p.214.

গ ৭১ **(শ্রীমতী) কুসুমকুমারী**

(না) কৈলাসকুসুম। কলিকাতা, নিউ সংস্কৃত প্রেস, ১৮৭৮ (১২৮৫)। ১১ পৃঃ।
সূত্র ঃ B.L.C. (2), 1878 no. 2089

গ ৭২ **(শ্রীমতী) কুসুমকুমারী দেবী**

(উ) কুসুমিকা। বরিশাল, সত্যপ্রকাশ প্রেস, দ্বারকানাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৮ (১২৮৫)। ১২১ পৃঃ।
'গ্রন্থের অবতরণ' (পৃ ঃ ২) থেকে জানা যায়—"...১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ, যখন দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় আলমগির নামমাত্র সম্রাট, যখন রোহিলারা, জাত বংশীয়েরা ও মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বাধীন হইবার জন্য উত্তেজিত হইয়াছিল, সেই সময়ের ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আমাদের এই আখ্যায়িকা।..."

গ ৭৩ **(শ্রীমতী) নবীন কালী দেবী**

(উ) কিরণমালা। উপন্যাস। কলিকাতা, উমেশচন্দ্র বরাট কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৮ (১২৮৫)। ২, ১১৫ পৃঃ।
আখ্যাপত্রে সংস্কৃতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ—

"ত্যজন্তি সূর্পবৎ দোষান্ গুণাণ্ গৃহ্নন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী চালনীবৎ দুরাশয়।"
"কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতিধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা।"

গাহ্যস্থ্য আখ্যায়িকা।

গ ৭৪ **ভুবনমোহিনী দেবী**

(উ) আমোদিনী। কলিকাতা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, অ্যালবার্ট প্রেস, ১৮৭৮ ( )। ১৭৮ পৃঃ।

সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1878 no. 1646

গ ৭৫ **'শ্রীমতী' স্বর্ণলতা**

(না) শূরবালা সুরবালা। হরিণাভি, হরিণাভি সাহিত্য উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত, অ্যালবার্ট প্রেস, ১৮৭৮ (১২৮৫)। ২০, ১৬ পৃঃ।

গ্রন্থের মোট ৩৬ পৃষ্ঠার ২০ পৃষ্ঠা গ্রন্থ কর্ত্রীর পরিচয়জ্ঞাপক; আর মাত্র ১৬ পৃষ্ঠা সুরবালা নাটক। যোধপুরের সুরবালা নাম্নী কোন রাজপুত কুমারীর বীরত্বের কাহিনী।

১৮৭৯

গ ৭৬ **একজন বঙ্গমহিলা**

(ক) কমলকলিকা, প্রথম খণ্ড। ঢাকা, নবীনচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৯ ( )। ৩০ পৃঃ।

সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1879 no. 138.

গ৭৭ **কমলকামিনী**

(ক) আক্ষেপ। ভবানীপুর, ওরিয়েন্টাল প্রেসে বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৯ (১২৮৫)। ১৮ পৃঃ।

প্রিয়তমের উদেশ্যে হৃদয়বেদনার প্রকাশ।

সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1879 no. 130.

গ ৭৮ **কোন হিন্দু কুলনারী** [উপেন্দ্রমোহিনী]

(ক) নারীরচিত কাব্য। কলিকাতা, রাজকীয় যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৯ (১২৮৬)। [৫০?] পৃঃ।

২য় সং, ১৮৮৯ (১২৯৬)।

গদ্যে ও পদ্যে বিভিন্ন প্রস্তাবময় গ্রন্থ।

সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত ২য় সংস্করণের আখ্যাপত্রে লেখিকার নাম 'শ্রীমতী উ—' উল্লিখিত। এঁরই বিজ্ঞাপন পাতায় লেখিকার নাম 'শ্রী উপেন্দ্রমোহিনী' পাওয়া যায়।

গ ৭৯ **কোন হিন্দুমহিলা**

(ক) মাতৃস্নেহ ও ঈশস্তুতি। কলিকাতা, রায় যন্ত্রে বাব্যুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৯ (১২৮৬)। ২৩ পৃঃ।

মাতৃভক্তিমূলক কবিতা (পৃ ঃ ১-১৩) এবং ঈশ্বর স্তুতি গান (পৃঃ ১৪-২৩)-এ সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

গ ৮০ **(শ্রীমতী) তরঙ্গিনী দাসী**

(না-গীতি সুগ্রীব মিলন গীতাভিনয়। (বা) যাত্রা[১]। অঘোর কুমার দাস ঘোষ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত

১। 'সুগ্রীব-মিলন-যাত্রা' (সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১, পৃ ঃ ৩৬২)।

নাট্য) ও পরিবর্দ্ধীত। কলিকাতা, অক্ষয় কুমার রায় এন্ড কোং, ১৮৭৯ (১২৮৬)। ৫৬ পৃঃ।
পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে যাত্রা। শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী উদ্ধারের সাহায্যকারী বানররাজ সুগ্রীবের গল্প।

গ ৮১ **দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত-উৎসব-রচয়িত্রী [স্বর্ণকুমারী দেবী]**

(উ) ছিন্নমুকুল ঃ উপন্যাস। কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৯ ( )। ২৬৭ পৃঃ।
লেখিকা নাম **গ** ৫৬ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।

" 'ওরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল পুস্পে তোর কিরে বাসা'
—তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। —আখ্যাপত্র।"

২য় সং [ ]; ৩য় সং, ১৯০০ (১৩০৭)।
এই সামাজিক উপন্যাসটি ক্রমশঃ আকারে 'ভারতী' ১৮৭৯ (পৌ-চৈ ১২৮৫ বৈ-অ ১২৮৬)১২ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

গ ৮২ **"দীপনির্ব্বাণ" লেখনী প্রসূত [স্বর্ণকুমারী দেবী]**

(না-গীতি নাট্য) বসন্ত-উৎসব ঃ গীতিনাট্য। কলিকাতা, বাল্মিকী যন্ত্রে কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৭৯ (১৮০১ শক)। ৪০ পৃঃ।
লেখিকা নাম **গ** ৫৬ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।
২য় সং, ১৮৮১ (১৮০৩ শক)। ৪১ পৃঃ।
বসন্ত উৎসবকে অবলম্বন করে লেখা। প্রচলিত অপেরা থেকে পৃথক ধরনের নতুন রচনা।

গ ৮৩ **(শ্রীমতী) নবীনকালী দেবী**

(ক) শ্মশানভ্রমণ। কলিকাতা, ভবানীপুর, ওরিএন্টাল প্রেসে বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৭৯ (১২৮৬)। ২২ পৃঃ।
শ্মশানভ্রমণ সম্বন্ধীয় কতগুলি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি।

গ ৮৪ **(শ্রীমতী) নয়ণতারা দে**

(না-গীতি নাট্য) মণি-মোহিনী ঃ গীতিকা। বাগবাজার, চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৯ (১২৮৬)। ৩২ পৃঃ।
নাটকের কাহিনী অর্জুন, বভ্রুবাহন ও চিত্রাঙ্গদাকে অবলম্বন করে গঠিত। ঘটনাস্থল মণিপুর।

গ ৮৫ **(শ্রীমতী) রাজকুমারী দেবী**

(প্র ২) লক্ষ্মী-চরিত্র নূতন বৃহৎ। নূতন বৃহৎ সং। কলিকাতা, বিনোদবিহারী দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৯ ( )। ৪৩ পৃঃ।
কবি এখানে শ্রী লক্ষ্মীদেবীর জন্মকথা, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা ও স্তুতি, ভগবান নারায়ণের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। দ্র ঃ **গ** ১৩৯।

১৮৮০-৮৯ (১২৮৬ পৌ-১২৯৬ পৌ)

১৮৮০

গ ৮৬ **কাদম্বিনী মিত্র**

(প্র ২) ধর্ম্মচিন্তামালা। কলিকাতা, সৌদামিনী ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮০ (১২৮৭)। ৬ পৃঃ।

১৩ বছরের বলিকার লেখা ধর্মের ৩০টি উপাদান ও স্ত্রীলোকের স্বামীর অনুগত থাকার উপদেশমূলক গ্রন্থ।

সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1880 no. 667.

গ ৮৭ **কুলমহিলা বিরচিত [কৃষ্ণকুমারী দেবী]**

(ক) বনফুল, প্রথম ভাগ। টাঙ্গাইল, [ ], ১৮৮০ (১২৮৬)। ৭০ পৃঃ।

"সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা প্রভৃতি কয়েকটী রমণীর চরিত ও আরও কয়েকটী বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবগুলি পদ্যে রচিত হইয়াছে।..."—'বামাবোধিনী', ১৮৮০ (ফা ১২৮৬), পৃঃ ১৫৯।

২য় সং, ১৮৮৮ (১২৯৫)।

গ ৮৮ **দীপনির্ব্বাণ রচয়িত্রী [স্বর্ণকুমারী দেবী]**

(ক-গাথা) গাথা। কলিকাতা, বাল্মিকী যন্ত্রে কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮০ (১২৮৭)। ৯৫ পৃঃ।

চারটি ছোট কাহিনী-কাব্য ঃ 'সাশ্রু সম্প্রদান'; 'সাধের ভাষাণ'; 'খড়্গ-পরিণয়' ও 'অভাগিনী'। প্রথম তিনটি গাথা ইতিপূর্বে 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়।

গ ৮৯ **(শ্রীমতী) নিস্তারিণী দেবী**

(প্র ৯) সার আসলী ইডেনের ভারতবর্ষ প্রবাস। [ ], [১৮৮০?] [১২৮৬?]। [ ] পৃঃ।

"বিনামূল্যে বিতরণার্থ প্রকাশিত।"

সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৮০ (চৈ ১২৮৬), পৃঃ ১৮৯।

গ ৯০ **প্রসন্নময়ী দেবী**

(ক) বনলতা। কলিকাতা, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, ১৮৮০ (১২৮৬)। ১১৯ পৃঃ।

২৫টি ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। কয়েকটি কবিতা কাউপার, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর কবিতার অনুবাদ। এছাড়া কয়েকটি স্বদেশভাবনামূলক।

গ ৯১ **মণি-মোহিনী রচয়িত্রী** [নয়ণতারা দে]

(না-গীতি নাট্য) বিনোদকানন বা গন্ধামিলন। নাট্যগীতি। কলিকাতা, কে, পি, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৮০ (১২৮৭)। ৩২ পৃঃ।

প্রণয়মূলক নাটক। কনকপুরের রাজপুত্র যোজন ও বিরাটাধিপতির কন্যা গন্ধাবতীর মিলন কাহিনী। গদ্য পদ্য ও গান ব্যবহৃত হয়েছে।

'মণি-মোহিনী'নাটকের আখ্যাপত্র থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে।[১]
দ্রঃ গ ৮৪

গ ৯২ **মোহিনীসুন্দরী দাসী**

(ক) সতী উপাখ্যান। ঢাকা, মুন্সী মৌলা বক্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮০ (১২৮৬) ১০ পৃঃ।
পদ্যে রচিত কোন পতী অনুরাগিনী সতীনারীর কাহিনী।

গ ৯৩ **(শ্রীমতী) রাখালদাসী দেবী**

(ক) শোকমালা। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৮০ (১২৮৭)। [২], ৪৭ পৃঃ।
লেখিকার পরিবারের আত্মীয় বিয়োগ ব্যাথার স্মৃতিচারণ করে লেখা কবিতাবলী।
সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1880 no. 677.

গ ৯৪ **রাধারানী লাহিড়ী**

(প্র ১) প্রবন্ধলতিকা। উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, জি,পি, রায় এন্ড কোং, ১৮৮০ (১২৮৬)। ২ , ৯৪ পৃঃ।
কয়েকটি নীতিমূলক প্রবন্ধ। লেখিকা বঙ্গমহিলা সমাজের সদস্যা ছিলেন।

গ ৯৫ **(শ্রীমতী) সরলাসুন্দরী**

(না) সুরেন্দ্র-সরলা। কলিকাতা, চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮০ (১২৮৭)। ৪০ পৃঃ।
"This is a melodramatic representation of a love story,....The writer of this book is a Bengali Lady"–B.L.C. (2) 1880 no. 620.

গ ৯৬ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(গ) মালতী ঃ উপন্যাস। কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র, ১৮৮০ (১২৮৬)। ৪৪ পৃঃ।
২য় সং, ১৮৯৪ (১৩০১)। প্রেমের গল্প। মালতী গল্পের নায়িকা।

গ ৯৭ **(কুমিল্লার কুমারী) হেমন্তকুমারী গাঙ্গুলী**

(ক) আলেখ্যলতিকা। [ ], [১৮৮০ ?] [১২৮৭ ?]। [ ] পৃঃ।
কতকগুলি হিতকরবিষয়ক কবিতাগ্রন্থ।
সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৮০ (ভা ১২৮৭), পৃঃ ১৬০।

গ ৯৮ **(মিস্) হেসাম্, হ্যানুট (Miss Hanut Haysham)**

(প্র ৩) বাংলা আদর্শ লিপি। কলিকাতা, এইচ, সি, গাঙ্গুলী এন্ড কোং, ১৮৮০ (১২৮৭)। ২৪ পৃঃ।
প্রতি পৃষ্ঠার উপরে এক পংক্তি আদর্শ লিপি মুদ্রিত।
সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1880 no. 753.

১৮৮১

গ ৯৯ **অন্নপূর্ণা মল্লিক**

(ক) শোকোচ্ছ্বাস। কলিকাতা, ভুবনমোহন ঘোষ, ১৮৮১ (১২৮৭)। ২০ পৃঃ।

১। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ভ্রমক্রমে 'বিনোদকানন'-এর রচয়িত্রীকে মণিমোহিনী নামে অভিহিত করেছেন।

শোক কবিতা গ্রন্থ।

গ ১০০ **কামিনী শীল, [অনুবাদিকা]**

(গ) বাজনার বাক্স অথবা "সুখময়-বাটী"। কলিকাতা, ভবানীপুর, ক্যালকাটা ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮১ (১২৮৭)। ১১২ পৃঃ।
আখ্যাপত্রে প্রাপ্ত ইংরেজি আখ্যা ঃ Christie's Old organ : or, "Home Sweet Home".
খ্রিস্টিয় উপদেশমূলক গল্প।

গ ১০১ **কামিনীসুন্দরী দেবী**

(ক) কল্পনাকুসুম। কলিকাতা, জি, সি, বসু এন্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮১ (১২৮৮)। ১০৫ পৃঃ।
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে লেখা ধর্ম্মীয়, সাংসারিক ও দেশভক্তিমূলক কবিতা।

গ ১০২ **কোন বঙ্গমহিলা**

(প্র ৩) মাতৃস্নেহ [ ], [১৮৮১?] [১২৮৮?] [ ]. পৃঃ।
স্ত্রীলোকের শিক্ষাদানে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ আলোচনা।
সূত্র ঃ 'কল্পনা', ১৮৮১ (কা-অ ১২৮৮), পৃঃ ৭২।

গ ১০৩ **কোন হিন্দুবিধবা**

(ক-চ) আমি রমণী। কলিকাতা, ভুবনচন্দ্র মুখার্জী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮১ (১২৮৭)। ৯২ পৃঃ।
দুষ্ট সতীনের জন্য কোন বঙ্গমহিলার দুর্বিসহ দুঃখময় জীবনবৃত্তান্ত গদ্য ও পদ্যে বিরচিত।
সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1881 no. 1300.

গ ১০৪ **(শ্রীমতী) দেবরানী দাসী**

(ক) নীতিপুষ্পমালা। কলিকাতা, মতিলাল দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮১ (১২৮৭)। ৩২ পৃঃ।
নীতি বিষয়ক কবিতা সমৃদ্ধ উপযোগী পাঠ্যপুস্তক।

গ ১০৫ **(শ্মশান ভ্রমণ রচয়িত্রী শ্রীমতী) নবীনকালী দেবী**

(ক) মন্দোদরীর রণসজ্জা ঃ অভিনব কাব্য। কলিকাতা, ভবানীপুর ওরিএন্টাল প্রেসে বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮৮১ (১২৮৭)। ৪৮ পৃঃ।
পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে চরিত কাব্যগ্রন্থ।

গ ১০৬ **বিনয়কুমারী ধর**

(ক) নবমুকুল। [ ], ১৮৮১ (১২৮৭)। ৯০ পৃঃ।
সূত্র ঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলাকবি', ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ২১০।

গ ১০৭ **মণি-মোহিনী রচয়িত্রী [নয়নতারা দে]**

(না) মন্দার কানন। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৮১ (১২৮৭)। ৩৬ পৃঃ।
শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।
সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1882 no. 1438.

গ ১০৮ **'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী**

(প্র ৩) মাতার উপদেশাবলী। কলিকাতা, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮১ (১২৮৮)। ৩৩ পৃঃ।

মেয়েদের সামাজিক দায়িত্ব এবং তা যথার্থভাবে পালনের উপায় সম্পর্কে উপদেশাবলী। গদ্যের সঙ্গে কিছু পদ্যও দেখা যায়।

১৮৮২

গ ১০৯ **অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়**

(প্র ১০) বগুড়া পারিবারিক সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। কলিকাতা, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ১৮৮২ (১২৮৯)। ১৪ পৃঃ।

সূত্র : B.L.C. (2) 1882 no. 1552.

গ ১১০ **(শ্রীমতী) কাদম্বিনী**

(ক) মালতীমালা, প্রথম ভাগ। কলিকাতা, বীণা প্রেস, ১৮৮২ (১২৮৯)। ৩০ পৃঃ।

সূত্র : B.L.C. (2) 1882 no. 1548.

গ ১১১ **জনৈক বঙ্গমহিলা**

(ক) পদ্যমালা। কলিকাতা, [ ], [১৮৮২?] [১২৮৯?]। [ ] পৃঃ।

সূত্র : 'অতিথি', ১৮৮২ (আশ্বিন ১২৮৯), পৃঃ ২১৩-২১৬।

গ ১১২ **জনৈক বঙ্গমহিলা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]**

(ক) ভারতকুসুম। [কলিকাতা], স্যামুয়েল্ হানিমানের জীবনী প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত, ১৮৮২ (১২৮৯)। [৬], ৮৮ পৃঃ।

লেখিকা নাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', ১৩৫৭, পৃঃ ১৫ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।

মোট ২৯টি কবিতায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটির 'পতিভক্তি', 'সাগরপাড়ে' ও 'কোজাগর পূর্ণিমা' কবিতাগুলি যথাক্রমে 'বঙ্গমহিলা', 'আর্যদর্শন' ও 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

গ ১১৩ **পার্ব্বতী সুন্দরী বসু**

(প্র ৩) আদর্শ গৃহিনী। কলিকাতা, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বীণা প্রেস, ১৮৮২ (১২৮৭)। ১২ পৃঃ।

২য় সং, ১৮৮৬ (১২৯৩)।

সূত্র : B.L.C. (2) 1882 no. 1556.

গ ১১৪ **(শ্রী) মনোমোহিনী ভট্টাচার্য্য, সম্পাদিকা**

(প্র ৩) নারীশিক্ষা। কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি, ১৮৮২ (১২৮৯)। ১৬৮ পৃঃ।

ইংরেজি পবন্ধ "Words for Women"-এর বাংলা অনুবাদ।

সূত্র : B.L.C. (3) 1882 no. 890.

গ ১১৫ **(শ্রীমতী) মহামায়া দাসী**

(ক-গা) নানা বিষয়িনী গীতমালা। বহরমপুর, রাজকৃষ্ণ সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত, ১৮৮২ (১২৮৯)। ২৪ পৃঃ।

সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1882 no. 1552.

গ ১১৬ **মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়**

(ক) বনপ্রসূন। কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৮৮২ (১২৮৯)। [ ] পৃঃ।

সূত্র ঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলাকবি', ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ২২০।

কবিতার বই। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়, ১৮৮২ (জ্যৈ ১২৮৯), পৃঃ ৯৩-৯৬-এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পর্বে উচ্চ প্রশংসা করে লেখা হয়েছে, "...মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে। স্ত্রীলোকের কবিতার বেশি প্রশংসা করিতে আমরা ভয় পাই—পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজ কলম লইয়া বসেন! তাহা হইলে গরিব পুরুষের দল একমুঠা অন্ন পাইবে না।

অতএব শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় আমাদের মার্জনা করিবেন,—আমরা একটু কম প্রশংসা করিব। পুরুষ গ্রন্থকার হইলে আমরা এ ভিক্ষা করিতাম না; পুরুষের এত ক্ষমাগুণ প্রকাশের ক্ষমতা নাই।..."

আবার 'সাধারণী' পত্রিকায়, ১৮৮২ (শ্রা ১২৮৯), পৃঃ ২০৩-২০৪-এ উল্লিখিত হয়েছে, "কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, রচয়িত্রী ক্ষমতাশালিনী বটেন...ইহার নাম প্রসূন রাখা হইয়াছে, কবিতাকুসুমগুলি নানা গন্ধের, নানা বর্ণের এবং যথেচ্ছক্রমে উৎপন্ন ও সজ্জিত। কতকগুলি শোভা ও সুগন্ধে আমরা বিমোহিত হইয়াছি।...লেখিকার বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার মত সকল উন্নত ও সুসংস্কৃত।"

গ ১১৭ **রাধারানী লাহিড়ী**

(প্র ১) সরল নীতিপাঠ। [ ], [১৮৮২?] [১২৮৯?] [ ] পৃঃ।

সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৮২ (মা ১২৮৮), পৃঃ ৩১৭-৩২১।

গ ১১৮ **(শ্রীমতী) শতদলবাসিনী দেবী**

(উ) বিজনবাসিনী (নবন্যাস)। কলিকাতা, টালা, নীলকান্ত প্রেস ১৮৮২ (১২৮৮)। ১৬৩ পৃঃ।

"পুরুষের কঠিন হৃদয়তা ও কামিনীকুলের দুরবস্থা যাহা সচরাচর অমাদের নয়নপথে পতিত হয় তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।"—'আদরিনী', ১৮৮২ (১২৮৮), পৃঃ ১৯৪।

সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1882 no. 856.

গ ১১৯ **(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী**

(প্র ৫) পৃথিবী। কলিকাতা, আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮২ (১২৮৯)। [২], [৩২], ১৮৪ পৃঃ।

বাংলা সাহিত্যে মহিলারচিত প্রথম বিজ্ঞানপুস্তক। এই পুস্তকের যা বিষয়, অর্থাৎ

ভূবিজ্ঞান-সে বিষয়ে বাংলা-ভাষায় প্রথম গ্রন্থ গিরিশচন্দ্র বসুর 'ভূতত্ত্ব, প্রথম ভাগ' 'পৃথিবী'-র অব্যবহিত পূর্বে (১২৮৮) প্রকাশিত হয়।
গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায়, গ্রন্থটি প্রধানতঃ নর্ম্মান, লকিয়ার গডফ্রে, নিউকামব্যালফোর, ষ্টুয়ার্ট ও ফিগুয়ের গ্রন্থ অবলম্বন করে লেখা।
"পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রধানত যে সকল প্রশ্ন উদিত হইতে পারে তাহারি মীমাংসা স্বরূপ প্রচলিত বিজ্ঞানের উপদেশ অনুযায়ী সাধারণের পাঠোপযোগী কতগুলি প্রবন্ধ গত দুই বৎসরের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ও'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।"—ভূমিকা।

১৮৮৩

গ ১২০ **অনামা**
(প্র ৩) পতিব্রতা ধর্ম্মশিক্ষা। [ ], [১৮৮৩?] [১২৯০?]। [ ] পৃঃ।
"*...গল্পচ্ছলে কন্যার প্রতি মাতার নানা সদুপদেশ আছে।...*"—'*বামাবোধিনী*', ১৮৮৩ (আ ১২৯০), পৃঃ ১৯০।

গ ১২১ **কোন মহিলা**
(প্র ৩) গৃহশ্রী সম্পাদন। [ ], [১৮৮৩?] [১২৯০?]। [ ] পৃঃ।
সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৮৩ (আ ১২৯০), পৃঃ ১৮৩-১৮৮।

গ ১২২ **(শ্রীমতী) নবীনকালী দাসী**
(প্র ৩) কুমারী শিক্ষা। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৮৩ (১২৯০)। ৪৭ পৃঃ।
কুমারী অবস্থায় মেয়েদের পালনীয় কর্ত্তব্য বিষয়ক।

গ ১২৩ **প্যারীমোহন ব্যানার্জীর কন্যা**
(ক) বিজনপ্রসূন। মেদিনীপুর, জে, এল, ফিলিপস্ দ্বারা মিশন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বাণী প্রেস, ১৮৮৩ (১২৯০)। ৫৯ পৃঃ।
বিভিন্ন বিষয়ক কবিতাবলী।
সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1884 no. 3155.

গ ১২৪ **(শ্রীমতী) সৌদামিনী দেবী**
(প্র ২) নূতন বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত। কলিকাতা, অক্ষয়কুমার রায় এন্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৩ (১২৯০)। ৩০ পৃঃ।
সৌভাগ্যদায়িনী দেবী লক্ষ্মী সম্বন্ধীয় প্রচলিত কয়েকটি কাহিনী।
সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1883 no. 2221.

১৮৮৪

গ ১২৫ **আজিজুন্নেসা খাতুন**
(ক) হারমিট বা উদাসীন। বাঁশদহ, খুলনা, মোকাদ্দেসুল হক, ১৮৮৪ (১২৯০)। ১০ পৃঃ।
টমাস পার্নেল (Thomas Pernell)-এর 'Hermit' কাব্যের বাংলা অনুবাদ।

সূত্র : i) B.L.C. (2) 1884 no. 3152.
ii) B.M.C. V.2, p.20.

গ ১২৬ **(মিস্) কেডি (Miss Caddy)**
(গ) শিশুর চিত্তরঞ্জন গল্প। কলিকাতা, আমেরিকান জেনানা মিশন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯১)। ৭৮ পৃঃ।
ধর্মীয় উপদেশমূলক গল্প। শিশুদের জন্য লিখিত।
সূত্র : B.L.C (1) 1885 no. 3986.

গ ১২৭ **কোন বঙ্গমহিলা [মানকুমারী বসু]**
(ক-চ) প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়। কলিকাতা, এস্, কে, লাহিড়ী এন্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯১)। ১৩০ পৃঃ।
লেখিকা নাম—লেখিকা প্রণীত "কাব্যকুসুমাঞ্জলী" (গ ২১০)-এর আখ্যাপত্র থেকে পাওয়া যায়।
আখ্যাপত্রে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী থেকে উদ্ধৃতি—

"ও কে গো কাতরস্বরে আন্ মনে গান করে
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদী পানে!
ওরো কি আমারি মত হৃদি-রাজ্য বজ্রাহত!
ফোটে না কুসুম আর সাধের বাগানে!"

কোন বাঙালী বিধবার শোকগাথা। ২য় সং, ১৯০০ (১৩০৭)।

গ ১২৮ ***(শ্রীমতী) গুণময়ী সিংহ***
(প্র ৩) স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন। কুমিল্লা, বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯০)। ২৪ পৃঃ।
স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদের বক্তব্য খন্ডনের প্রয়াস।
"...It is expressly stated in the preface that the Tract is intended for the ignorant rural community of Bengal and not for those who are educative and enlightened."--B.L.C. (3) 1884 no. 3410.

গ ১২৯ **জনৈক হিন্দুমহিলা**
(ক) অবসরবিকাশ : কবিতাবলী, প্রথম খন্ড। [[, [১৮৮৪?] [১২৯০?]। [ ] পৃঃ।
"পুস্তকখানি কবিতায় লিখিত। এবং কবিতাগুলি সরস, বিশুদ্ধ ও চিন্তাপূর্ণ।"—'বামাবোধিনী', ১৮৮৮ (মা ১২৯৪), পৃঃ ৩১৮।
সূত্র : i) 'বামাবোধিনী', ১৮৮৪ (চৈ ১২৯০), পৃঃ ৩৭৮।
ii) 'নব্যভারত', ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪), পৃঃ ৬৬২।
iii) 'প্রচার', ১৮৮৮ (১২৯৫), পৃঃ ৩৯-৪০।

গ ১৩০ **তারাকালী চ্যাটার্জী**
(উ) বনশোভনা। কলিকাতা, যদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯০)। ১৮৪ পৃঃ।
যুদ্ধ ও ভালবাসাকে কেন্দ্র করে লেখা প্রাচীন ধরণের গল্প। বনশোভনা গল্পের নায়িকার নাম।

সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1884 no. 2990.

গ ১৩১ **(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী**

(ক) বার-বিলাসিনীর বিলাপ। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৮৪ (১২৯০)। ৯ পৃঃ।
যৌবনকালে ভুলপথে যাবার জন্য কোন বারবিলাসিনীর অনুশোচনা।
সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1884 no. 3436.

গ ১৩২ **(শ্রীমতী) প্রমদা দেবী**

(উ) সুখমিলন। কলিকাতা, শশীভূষণ গাঙ্গুলী দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯০)। ৪, ৯৮ পৃঃ।
গার্হস্থ্য উপন্যাস।

গ ১৩৩ **বনপ্রসূন রচয়িত্রী [মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়]**

(উ) সফল স্বপ্ন। কলিকাতা, [ ], ১৮৮৪ (১২৯১)। ১৬৯ পৃঃ।
ঐতিহাসিক উপন্যাস।
সূত্র ঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ২২০-২২৫।

গ ১৩৪ **"বনলতা" রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]**

(ক) নীহারিকা, [প্রথম ভাগ]। কলিকাতা, এস্, কে, লাহিড়ী কোং দ্বারা প্রকাশিত, ৮৮৪ (১২৯০)।। [৬], ১৪৯ পৃঃ।
লেখিকা নাম **গ** ৯০ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।
২১টি কবিতাসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এতে Shelly-র "Address to the moon"-এর অনুকরণে লেখা "হে চন্দ্র" (পৃঃ ৪৭-৫১), Lord Byron-এর "My sister!My sweet sister!..." অনুকরণে "সাধের নলিনী" (পৃঃ ৭৮-৮৩) প্রভৃতি কয়েকটি ইংরেজি কবিতার অনুসরণে লেখা বাংলা কবিতা দেখা যায়।
এই কাব্যগ্রন্থটি সমকালে বহুলভাবে প্রশংসিত হয়। লেখিকার রচিত 'আর্য্যাবর্ত্ত' গ্রন্থের শেষে পৃঃ ১৪৬-১৭৭ সংখ্যায় ১৩টি সমসাময়িক ইংরেজি ও বাংলা কাগজে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রশংসাসূচক সমালোচনা মুদ্রিত হতে দেখা যায়।

গ ১৩৫ **বসন্তকুমারী মিত্র**

(উ) রণোন্মাদিনী, প্রথম ভাগ। কলিকাতা, পরেশনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯১)। ১৭০ পৃঃ।
মধ্যযুগের রাজপুত বীরত্বের অসমাপ্ত কাহিনী।
সূত্র ঃ B.L.C. (4) 1884 no. 3540.

গ ১৩৬ **ব্রহ্মময়ী রায়**

(প্র ৩) বর্ণবোধ। কলিকাতা, এইচ, এস, মুখার্জী এন্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯১)। ১১ পৃঃ।
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের নিয়ম অনুসরণ করে লেখা। এই গ্রন্থটি যুক্তাক্ষর বর্জিত।
সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1885 no. 3482.

গ ১৩৭ **(মিস্) রাইকস্ (Miss Rikes)**
(ক-গা) ধর্ম্মগীত। চুঁচুড়া, লেখিকা, ১৮৮৪ (১২৯০) ১২০ পৃঃ।
খ্রিষ্ট ধর্মীয় সঙ্গীত।
সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1884 no. 3494.

গ ১৩৮ **(মিস্) রাইকস্** (Miss Rikes)
(ক-গা) বাংলা ধর্ম্মগীত পুস্তক। চুঁচুড়া, লেখিকা, ১৮৮৪ (১২৯০)। ৪৪৬ পৃঃ।
বিভিন্ন বাংলা ও খ্রিস্ট ধর্মীয় সঙ্গীত গ্রন্থ।
সূত্র ঃ B.L.C. (4) 1884 no, 3737

গ ১৩৯ **রাজকুমারী দেবী**
(প্র ২) বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত। ২য় সং। কলিকাতা, হরিদয়াল শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯১)। ৪৭ পৃঃ।
"Stories illustrations of the power of the Goddess are related in this book"--B.L.C. (2) 1884 no. 3186. দ্র ঃ গ ৮৪।
১৮৭৯ সালে প্রকাশিত "লক্ষ্মীচরিত্র নূতন বৃহৎ" আখ্যার গ্রন্থটি থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে, "বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত, ২য় সং" প্রথমোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। সম্ভবতঃ এই কারণেই বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত-কে ২য় সংস্করণ বলা হয়। এই দুই আখ্যা থেকে আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি যে, "লক্ষ্মীচরিত" আখ্যায় গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'লক্ষ্মীচরিত্র নূতন বৃহৎ" "লক্ষ্মীচরিত"-এর ২য় সংস্করণ। দুঃখের বিষয় আমরা "লক্ষ্মীচরিত' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ পাইনি।

গ ১৪০ **(কুমারী শ্রীমতী) রাধারানী লাহিড়ী**
(প্র ১০) কয়েকটী প্রবন্ধ। কলিকাতা, এস, কে, লাহিড়ী এন্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯১)। ২, ৭৫ পৃঃ।
বিভিন্ন বিষয়ক মোট ১৮টি গদ্য প্রবন্ধ ও কবিতা গ্রন্থ।

গ ১৪১ **(শ্রীমতী) ষোড়শীবালা দাসী**
(ক) পুষ্পপুঞ্জ। কলিকাতা, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৮৪ (১২৯১)। ৯২ পৃঃ।
২৩টি কবিতার সংগ্রহ।
অনুরূপা দেবী ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ষোড়শীবালা দাসী প্রণীত কবিতার বই 'পুষ্পকুঁড়ী'-র উল্লেখ করেছেন। এই নামে কোন বইয়ের সন্ধান পাইনি। মনে হয় 'পুষ্পপুঞ্জ'-র বদলে 'পুষ্পকুঁড়ী' লেখা হয়েছে। (দ্রঃ সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি, ১৯৪৯, পৃঃ ১৩৫)।

১৮৮৫

গ ১৪২ **নবীনকালী দেবী**
(ক) সরমা-সমাধি বা ষট্‌চক্রভেদ। কলিকাতা, ভবানীপুর, বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৫ (১২৯২)। ৬৮ পৃঃ।
উপাখ্যান কাব্য। রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করে

লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজের বিধবা পত্নী মন্দোদরীকে বিবাহ করায় বিভীষণের পত্নী সরমা গভীর শোকাকুল অবস্থায় সাধনায় মগ্ন হন এবং তাঁরই সাধনা ব্যাখ্যায় ষট্‌চক্রভেদ নামক যোগের বর্ণনা করা হয়েছে।

গ ১৪৩ **নিস্তারিণী দেবী**

(ক) কেশবজ্যোতি। কলিকাতা, [ ], ১৮৮৫ ( )। [ ] পৃঃ।
কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ।
সূত্র ঃ অনুরূপা দেবী, 'সাহিত্যে নারী, স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি', ১৮৪৯, পৃঃ ১৩৫।

গ ১৪৪ **বঙ্গমহিলা [কৃষ্ণভাবিনী দাস]**

(প্র ৯) ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা। কলিকাতা, সত্যপ্রকাশ সর্ব্বাধিকারী দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৮৫ ( )। [২], ৩০৯ পৃঃ।
লেখিকা নাম প ৯২১ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।
বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম বিদেশ ভ্রমণ কাহিনী।
আখ্যাপত্রে কবি হেমচন্দ্র থেকে উদ্ধৃতি—

"বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এই বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

গ্রন্থটির প্রকাশকের মন্তব্য থেকে জানা যায়—"গ্রন্থকর্ত্রী স্বামীর সহিত ইংলন্ডে আছেন। তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় হস্তলিপি যথাযথ প্রকাশিত করিলাম। ...ইংরাজ জাতির অনুসরণ ও অনুশীলন দ্বারা ভারতের দুর্দ্দশা মোচনে কৃতকার্য হইবে—ইহা গ্রন্থকর্ত্রী বুঝাইয়াছেন।"

গ ১৪৫ **বামাসুন্দরী দেবী**

(ক) বিদ্যুৎবরণী উপাখ্যান। কলিকাতা, ভবানীপুর, বরদারত্ন বিদ্যারত্ন, ১৮৮৫ (১২৯১)। ৭৬ পৃঃ।
উপাখ্যান কাব্য। রুপসী কন্যার কুঁজো বরের কাহিনী।
সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1885 no. 3623.

গ ১৪৬ **(শ্রীমতী) লোপিজ্, বি, এম, [অনুবাদিকা]**

(প্র ২) ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ। কলিকাতা, রেভাঃ জে, পি, মীক দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৮৫ (১২৯১)। ১১৬ পৃঃ।
আখ্যাপত্রে ইংরেজি আখ্যা—" 'A Candle Lighted By the Lord'. শ্রীমতী বি, এম, লোপিজ্ কর্ত্তৃক ইংরেজি হইতে অনুবাদিত"—আখ্যাপত্র। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত।

গ ১৪৭ **শরৎকুমারী গুপ্ত**

(ক) *মহিলা উপদেশ। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৮৫ (১২৯১)। ৩১ পৃঃ।*
এ দেশীয় মহিলাদের উপযোগী উপদেশমূলক কবিতা।
সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1885 no. 3943.

গ ১৪৮ **(কুমারী) সরলা মহলনাবিশ**
(ক-গা) সঙ্গীত মুকুল। কলিকাতা, ভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৫ (১২৯১)। ১৮ পৃঃ।
ব্রাহ্ম শিশুদের উপযোগী ধর্মীয় সঙ্গীত।
সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1885 no. 3974.

১৮৮৬

গ ১৪৯ **একজন বঙ্গবামা**
(উ) প্রণয়-পত্রিকা ঃ অভিনব সামাজিক উপন্যাস। কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে এইচ, এম, মুখোপাধ্যায় এন্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৬ (১২৯২)। ৬৭ পৃঃ।
পত্রের আঙ্গিকে রচিত প্রণয়মূলক উপন্যাস।

গ ১৫০ **কুমুদিনী বসু**
(ক) লহরী। ঢাকা, [ ], ১৮৮৬ (১২৯৩)। [ ] পৃঃ।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।
সূত্র ঃ N.L.C. V.2 (G-L).

গ ১৫১ **মহামায়া**
(উ) সতীত্ব সরোজ, প্রথম ভাগ। কলিকাতা, কেদারনাথ দাস [কর্তৃক] ঘোষ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৬ (১২৯৩)। [৪], ১২৪ পৃঃ।
সতী স্ত্রী-র পবিত্রতা বিষয়ক সামাজিক উপন্যাস।

গ ১৫২ **স্বর্ণকুমারী দেবী**
(প্র ৩) সখি-সমিতি। কলিকাতা, সতীশচন্দ্র মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৬ (১২৯৩)। ২৪ পৃঃ।
নারী শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি বিষয়ক গ্রন্থ।
'ভারতী' ১২৯৮ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনার পুর্নমুদ্রন।

১৮৮৭

গ ১৫৩ **(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী**
(ক) অশ্রু-কণা। কলিকাতা, পিপেলস্ লাইব্রেরী, ১৮৮৭ (১২৯৪)।। [৭], ১১৯ পৃঃ।
আখ্যাপত্রে ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ার থেকে উদ্ধৃতি "A Sea of melting pearl,-which some call tears–Shakespeare."
ভূমিকা থেকে জানা যায়, " 'ভারতী' এবং 'কল্পনা'-তে ইহার কতকগুলি কবিতা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের সম্পাদনা ভার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল করিয়াছেন। তিনি যথেষ্ট যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত কবিতাগুলির নির্ব্বাচন এবং স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।"— শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। মোট ১০১টি কবিতা গ্রন্থটিতে দেখা যায়।
২য় সং, ১৮৯১ (১২৯৮)।

গ ১৫৪ **(শ্রীমতী) প্রফুল্লনলিনী দাসী**

(না) যষ্ঠিবাঁটা প্রহসন। কলিকাতা কালিচরণ বায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৭ (১২৯৪)[১]। ৪৩ পৃঃ।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম নারী প্রহসনকার রচিত প্রহসন প্রফুল্লনলিনী দাসী 'যষ্ঠিবাঁটা' প্রহসন' উল্লেখের দাবি রাখে। অসম-বিবাহের ত্রুটি ও ক্ষতি প্রসঙ্গ এ নাটিকায় অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অঙ্কিত হয়েছে।"-অশোক কুমার মিত্র, 'বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, ১৭৯৫-১৯৮৮', ১৯৮৮ (১৯৩৫), পৃঃ ২৩৫।

গ ১৫৫ **ফয়জন্নেছা চৌধুরানী**

(ক-গা) তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত। ঢাকা, বাঙলা প্রেসে হবিমোহন বসাক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৭ (১২৯৪)।২১ পৃঃ।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গীত সংগ্রহ।

সূত্রঃ B.L.C. (2) 1887 no. 6399

গ ১৫৬ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(উ) মিবাররাজ ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালীদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৭ (১২৯৪)। |১|. ৮০ পৃঃ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় (আ-পৌ ১২৯৩) "কলঙ্ক ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস" শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত।

১৮৮৮

গ ১৫৭ **কামিনীসুন্দরী দেবী**

(ক) চিন্তাকানন। কলিকাতা, যদুলাল শীল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৮ (১২৯৫)। ৮০ পৃঃ।

বিভিন্ন বিষয়ক চিন্তামূলক কবিতামালা।

গ ১৫৮ **(বিদ্যানন্দকাঠী নিবাসিনী শ্রী) কুমুদিনী রায়**

(প্র ৩) প্রবন্ধাঙ্কুর। [যশোহর], প্রসন্নকুমার ঘোষ [কর্তৃক] প্রকাশিত, ১৮৮৮ (১২৯৫)। ২০ পৃঃ।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থে লেখা। ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিক রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত। পুরস্কারমূল্য ৪০ টাকা। বিষয় ঃ "আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়, "বর্তমান প্রবন্ধ লেখিকার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ঠ হওয়ায় তিনি ওই পুরস্কার পাইয়াছেন। অনেকে সেই প্রবন্ধ দেখিতে উৎসুক হওয়ায় সেটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল।..."

গ ১৫৯ **(শ্রীযুক্তা) কুসুমকুমারী রায়**

(প্র ২) সাধন। [বরিশাল], [ ], [১৮৮৮?] [১২৯৪?]। [ ], পৃঃ।

১। সুকুমার সেন নাটকটির প্রকাশ সাল তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে "যষ্ঠীবাঁটা প্রহসন (১২৮৪ সাল)" উল্লেখ করেছেন। (দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খ. ৫ম সং.১৩৭০. পৃঃ ৩২৫; ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১. পৃঃ ৩৬২)।

"বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের দ্বাদশ-সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে তত্রস্থ ব্রাহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী রায় এই উপদেশ দেন।"
সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫), পৃঃ ৩০-৩১।

গ ১৬০ **গিরিবালা মিত্র**

(প্র ৩) রমনীর কর্ত্তব্য ঃ...ভাষায় স্ত্রীলোকগণের সাংসারিক কার্য্যশিক্ষা বিষয়ক পুস্তক। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৮৮ (১২৯৪)। |২|. ২১৬ পৃঃ।
স্ত্রীলোকদের অত্যাবশ্যক কিছু গৃহকর্ম যেমন ঃ গৃহসজ্জা, শিশুপালন, শুশ্রূষা, শিল্পকার্য্য ইত্যাদি বিষয়ক রচনায় সমৃদ্ধ।
এই পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়, ১৮৮৬, ১৮৮৭ (অ-চৈ ১২৯৩; বৈ, আ, ভা, কা, মা ১২৯৪) ১০ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

গ ১৬১ **(মিস্) ডোয়ি (Miss Dawe)**

(প্র ২) বাইবেল শাস্ত্র অনুসন্ধান পঞ্জিকা, ১৮৮৮ সালের জন্য। কৃষ্ণনগর, লেখিকা, ১৮৮৮ (১২৯৫)। ২৮ পৃঃ।
খ্রিস্টিয় পঞ্জিকা।
সূত্রঃ B.L.C. (1) 1888 no 7198.

গ ১৬২ **শ্রীমতী"বনলতা" ও"নীহারিকা" রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]**

(প্র ৯) আর্য্যাবর্ত্ত ঃ (জনৈক বঙ্গমহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত), প্রথম ভাগ। কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৮[১] (১২৯৫) ।। [৬], [৩], ১৭৭ পৃঃ।
লেখিকা নাম **গ** ৯০ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।
আখ্যাপত্রে উদ্ধৃতি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।
বঙ্গমহিলার লেখা প্রথম ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় ঃ "...বঙ্গনারীর চক্ষে ও হৃদয়ে এই ইতিহাসময় আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন স্থান কিরূপে হইয়াছিল তাহা কেহ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন এবং তাই আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা ও প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।.."
অবতরণিকা (পৃঃ ১) থেকে জানতে পারি, "অবরোধবাসিনী হিন্দুমহিলাদিগের পক্ষে দেশভ্রমণ কত যে অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়।...অসুস্থতাই আমার ভ্রমণের মুখ্য কারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গলার জলবায়ু আমার অসুস্থ শরীরের পক্ষে অনুকূল নহে।..."
গ্রন্থটি লেখিকা কন্যা প্রিয়ম্বদাকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত। উপহার পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... এই 'আর্য্যাবর্ত্ত' (ভ্রমণ) যুগান্তের ঐতিহাসিক মহিমা-গাথা স্বদেশপ্রেমের চিহ্নরূপে তোমাকেই স্নেহোপহার দিলাম।"

গ ১৬৩ **মানকুমারী বসু**

(প্র ৩) বনবাসিনী। কলিকাতা, বামাবোধিনী কার্য্যালয়, ১৮৮৮ (১২৯৫)। ২৩ পৃঃ।
বিধবাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশাবলী উপন্যাসাকারে লিখিত।

[১]। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' (১৩৫৭) গ্রন্থে (পৃঃ ১২) 'আর্য্যাবর্ত্ত'-এর প্রকাশকাল, ১৮৮৯ উল্লেখ করেছেন।

গ ১৬৪ **(শ্রীমতী) স্বর্ণময়ী গুপ্তা**

(প্র ৩) উষাচিন্তা অর্থাৎ আধুনিক আর্য্যমহিলাগণের অবস্থান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা। ফরিদপুর, হরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৮ (১২৯৫)। ৪২, ১৪২, ২ পৃঃ। সমাজ, শিক্ষা, নীতি ও রুচি, গৃহকার্য্য, ধর্ম এবং দেশাচার বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ।

গ ১৬৫ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(উ) হুগলীর ইমামবাড়ী। কলিকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৮ (১২৯৪)। ২৫৬ পৃঃ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস। কাহিনীর অবলম্বন হাজী মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত। ইতিপূর্বে 'ভারতী' ও 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১৮৮৫, ১৮৮৬ (পৌ-চৈ ১২৯১; জ্যৈ-ভা, কা-চৈ ১২৯২; বৈ ১২৯৩) ১৫ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৮৯

গ ১৬৬ **অনামা [অজ্ঞাতনাম্নী লেখিকা]**

(উ) ললনামুকুর। কলিকাতা, [ ], ১৮৮৯ (১২৯৫)। ২৩৩ পৃঃ।

মেয়েদের জীবনচিত্র অঙ্কিত সামাজিক উপন্যাস।

সূত্র ঃ B.M.C. V.2, p.144.

গ ১৬৭ **কামিনী রায়**

(ক) 'আলো ও ছায়া'। কলিকাতা, সান্যাল এন্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৯ ( )। ১৬৮ পৃঃ।

"'ইহার পরিশিষ্ট ভাগে দুইটি খন্ড কাব্য-'মহাশ্বেতা' ও 'পুন্ডরীক' মুদ্রিত হইয়াছে ইহা কবির কোন অজ্ঞাতনামা সতীর্থকে উৎসর্গীকৃত। এই সতীর্থ-মিসেস্ কুমুদিনী দাস, পরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৮ ঃ কামিনী রায়, ১৩৫৩, পৃঃ ১২)।

২য় সং, ১৮৯০।

গ ১৬৮ **কেশবমোহিনী দাসী**

(না) মাধুরী। কলিকাতা, মহেন্দ্রলাল পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৯ (১২৯৬) । ৬৭ পৃঃ।

মাধুরী নামে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী-র কোন পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে অবৈধ প্রেমকাহিনীর নাট্যরূপ।

গ ১৬৯ **(শ্রী) কৃষ্ণকুমারী দেবী**

(ক) বনফুল, দ্বিতীয় ভাগ। টাঙ্গাইল, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৯ (১২৯৫)। ৫২ পৃঃ।

ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি।

১ম ভাগ, ১৮৮০ (১২৮৬)-তে প্রকাশিত।

গ ১৭০ **(মিস্) গার্ডনার (Miss Gardner)**

(প্র ২) সদা প্রভু কি বলেন? [ ], সি এইচ, রোজি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৯ (১২৯৬)। ৩৬ পৃঃ।

খ্রিস্টধর্মীয় গ্রন্থ।

সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1889 no. 9024.

গ ১৭১ (প্র ২) **(মিস্) ডোয়ি (MIss Dawe)**

বাইবেল শাস্ত্র অনুসন্ধান পঞ্জিকা, ১৮৮৯ সালের জন্য। কলিকাতা, জি. এইচ, রোজি কর্তৃক ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৯ (১২৯৬)। ২৮ পৃঃ।

খ্রিস্টিয় পঞ্জিকা।

সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1889 no.8415.

গ ১৭২ (উ) **(শ্রীমতী) প্রাণকিশোরী দেবী**

সুরবালা। উপন্যাস। কলিকাতা, জ্ঞানেন্দ্রমোহন শেঠ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৯ (১২৯৫)। ১৫৫ পৃঃ।

প্রণয়মূলক কাহিনী।

"নতুন সং [১ম, ২য় ও অন্যান্য], ১৮৯০ (১২৯৬)"—B.L.C. (2) 1891 no. 9396.-এ উল্লিখিত।

গ ১৭৩ (প্র ২) **(মিসেস্) বেট, জে, ডি (Mrs. J. D. Bate)**

যিশুচরিত । ২য় সং। কলিকাতা, সি, ভি, ই সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৯ (১২৯৬)। ২৭০ পৃঃ।

যিশুর গল্প

সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1889 no. 9022.

গ ১৭৪ (গ) **স্বর্ণকুমারী দেবী**

গল্পস্বল্প। কলিকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৯ (১২৯৫)। ১০০ পৃঃ।

২য় সং, ১৮৯১; ৩য় সং ১৮৯২।

বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জক সচিত্র গল্প, কবিতা ইত্যাদি নানাবিধ রচনা। পাঠ্যপুস্তকরূপে অনেকদিন প্রচলিত ছিল।

১৮৯০-১৯০০ (১২৯৬ পৌ - ১৩০৭ পৌ)

১৮৯০

গ ১৭৫ (ক) **অনামা [প্রমীলা নাগ]**

প্রমীলা। কলিকাতা, কোহিনুর প্রেসে মহেন্দ্রলাল পাত্র দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৯০ (১২৯৭)। ১২৫ পৃঃ।

৫০টি কবিতা সমৃদ্ধ গ্রন্থ আখ্যাপত্রে উদ্ধৃতি ঃ

"মাতঃ বঙ্গভাষা মিটিবে কি আশা
দিবে কি চরণে স্থান?
আকিঞ্চন পুরে সেবিতে তোমারে
তনয়া কাতর প্রাণ।।"

"ইহার অধিকাংশ কবিতা ইতিপূর্ব্বে-'নব্যভারত', 'বামাবোধিনী', 'আর্যদর্শন', 'বিভা', 'ভারতী', 'দৈনিক', 'নববিভাকর ও সাধারনী', 'সঞ্জীবনী', 'ভারতবাসী' প্রভৃতি সপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বহু পূর্ব্বের লিখিত অপ্রকাশিত কয়েকটী কবিতাও ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম।"-ভূমিকা।

গ ১৭৬ **ইন্দুনিভূষণ দেবী**

(প্র ৩) আইন, আইন, আইন। ঢাকা, লক্ষ্মণ বসাক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯০ (১২৯৭)। ১২ পৃঃ।

"Written by a female in the interest of Cousent Bill agitation. ."-B.L.C (1) 1891 no. 110.

গ ১৭৭ **কাত্যায়নী**

(ক) স্তোত্রমালা, কলিকাতা, উমেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯০ (১৯৯৭)। ৩২ পৃঃ।

বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তোত্র গ্রন্থ।

সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1890 no. 9896.

গ ১৭৮ **কুসুমকুমারী দেবী**

(উ) স্নেহলতা ঃ সামাজিক উপন্যাস। কলিকাতা, কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত প্রকাশিত, ১৮৯০ (১২৯৬)। ২১১ পৃঃ।

স্নেহলতা নাম্নী কুলীনকন্যার দুঃখময় জীবন অবসানের কাহিনী। এই উপন্যাস পাঠ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অভিমত প্রকাশ করেন, "সমাজচরিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানা সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ৮ম ব, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৭৩।

গ ১৭৯ **(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী**

(ক) আভায। কলিকাতা, প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্র, ১৮৯০ (১২৯৭)। ১৪১ পৃঃ।

১৫১টি কবিতা সমৃদ্ধ গ্রন্থ। আখ্যাপত্রে উদ্ধৃতি ঃ

"হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু-উচ্ছ্বাস
'আভায' তাহারমাত্র প্রকাশের আভাস।"

২য় সং, ১৮৯১ (১২৯৮)। গ্রন্থটির ২য় সংস্করণে (১৮৯১) কয়েকটি নতুন কবিতা এবং পরিশিষ্টে কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় রচয়িত্রী বলেছেন, "আভাষের কতকগুলি কবিতা আমার পূর্ব্বাবস্থার লিখিত, কোন্ কোন্‌টী তাহা অবশ্য পাঠিকপাঠিকাগণ স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন। আভাযের মধ্যে কয়েকটী কবিতা পূর্ব্বে আশ্রুকণায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সমালোচক দিগের মতে সে গুলি 'অশ্রুকণা'য় স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া তাহা আভাযের মধ্যে রাখিয়াছি। অশ্রুকণার দ্বিতীয় সংস্করণে তদুপযোগী কয়েকটি নতুন কবিতা সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।..."

গ ১৮০ **(শ্রী) চারুশীলা গুপ্ত।**
(উ) পল ও ভার্জিনিয়া। কলিকাতা, [ ], ১৮৯০ (১২৯৬)। ৮০ পৃঃ।
ইংরেজি পল ও ভার্জিনিয়া গল্পের অনুবাদ।
মূল ফরাসী ঃ Jacques Henry Bernardinade Saint-Pieree (1737-1814) রচিত Paul et Virginie (1787)-এর ইংরেজী 'Paul & Vergin' গল্পের অনুবাদ।

গ ১৮১ **জনৈক বঙ্গমহিলা**
(ক) ভক্তিমালা (কবিতাপুস্তক)। কলিকাতা, [ ], [১৮৯০?] [১২৯৭?]; [ ] পৃঃ।
সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৯০ (অ ১২৯৭) পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

গ ১৮২ **প্রসন্নময়ী দেবী**
(উ) অশোকা। কলিকাতা, ব্যানার্জী এন্ড কোং, ১৮৯০ (১২৯৬)। ৬২, ৬ পৃঃ।
১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে রচিত কাহিনী।

গ ১৮৩ **(শ্রীমতী) ব্রজমোহিনী দাসী**
(ক) কবিতামালা। কলিকাতা, মনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯০ (১২৯৭)। ৬১ পৃঃ।

গ ১৮৪ **মনোমোহিনী গুহ, ময়মনসিং**
(ক-গাথা) চারুগাথা। কলিকাতা, সান্যাল এন্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯০ ( )। ২৫ পৃঃ।
গাথাকাব্য।

গ ১৮৫ **মানকুমারী বসু**
(প্র ৩) বাঙগালী রমনীদিগের গৃহধর্ম্ম। কলিকাতা, আশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯০ (১২৯৭)। ১২ পৃঃ।
"এই রচনাটি 'ব্রজমোহন দত্ত' মেডেল প্রাপ্ত।"

গ ১৮৬ **মুক্তকেশী**
(ক) বিষাদ। কলিকাতা, নটবর দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯০ ( )। ৫৭ পৃঃ।
প্রিয়পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত্তা মাতার দুঃখময় চিন্তার প্রতিফলন।
"শ্রীমতী মুক্তকেশী দেশীয় খ্রীষ্টান"—যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলাকবি', ১৩৩৭, পৃঃ ৪৭৪।
সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1891 no. 157.

গ ১৮৭ **(শ্রীমতী) সৌদামিনী দেবী, অনুবাদক**
(ক) অদ্ভুত রামায়ন। কলিকাতা, সিমুলিয়া, [লেখিকা], ১৮৯০ (১২৯৭)। [১০], ১৮৯ পৃঃ।
"মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত মূল গ্রন্থ হইতে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরচিত ও প্রকাশিত।"—আখ্যাপত্র।
বাল্মীকি প্রণীত সপ্তকান্ড 'রামায়ন'-এর উত্তরকান্ড বা পরিশিষ্ট অংশ।

গ ১৮৮ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(উ) বিদ্রোহ ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯০ (১২৯৬)। ৪, ২৮২ পৃঃ।
রাজপুত ও ভীল সম্প্রদায়ের জগৎ ও জীবন অবলম্বনে রচিত।

গ ১৮৯ **হরিবালা দেবী**

(ক-গাথা) সতী সংবাদ ও অন্যান্য কবিতাবলী। কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯০ (১২৯৭)। ১৫১ পৃঃ।
দক্ষযজ্ঞ ও পার্বতী পরিণয় বিষয়ক এই কাব্যগ্রন্থটি লেখিকা পনেরো বছর বয়সে রচনা করেন। এটি গাথাকাব্যের অন্তর্গত।

১৮৯১

গ ১৯০ **কামিনী রায়**

(ক) নির্মাল্য। [কলিকাতা], সখা প্রেসে ললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯১ (১২৯৭?)। [২], ৮০ পৃঃ।
ভূমিকা থেকে জানা যায়, "গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার কতগুলি কবিতা 'আলো ও ছায়া' তে প্রকাশিত হইবার অযোগ্য বলিয়া ইতিপূর্বে উজ্ঝিত হইয়াছিল। সেইগুলির সহিত দুই চারিটি নুতন কবিতা সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করা গেল। অনেকদিনের বাসি ফুলে তাঁহারা সুগন্ধ পাইবেন কিনা জানিনা।" ৫৬টি কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ।

গ ১৯১ **(শ্রী) চারুশীলা গুপ্ত**

(উ) তুমিই কি সেই? (সত্য ঘটনামূলক উপন্যাস)। কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৮৯১ (১২৯৭)। [৬], ৬০ পৃঃ।
এই উপন্যাসটি একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লেখা। যেখানে ফুটে উঠেছে রমানাথের দেবচরিত্র, যোগমায়ার পিশাচী চরিত্র, স্বর্গীয় প্রেমের নারকীয় প্রত্যাখ্যান, পাপের পরিনাম ও ধর্মের প্রভাব।

গ ১৯২ **বিনয়কুমারী ধর**

(ক) নির্ঝর। কলিকাতা, [ ], ১৮৯১ (১২৯৮)। ৮, ১০২ পৃঃ।
এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।
সূত্র ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী,' ১৩৫৭, পৃঃ ১৯।

গ ১৯৩ **মানকুমারী বসু**

(প্র ৩) দুইটি প্রবন্ধ। কলিকাতা, ব্যানার্জী যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৯১ (১২৯৮)। ৩২ পৃঃ।
"যশোহর-খুলনা সম্মিলনী সভা হইতে পুরস্কৃত 'প্রিয়প্রসঙ্গ' রচয়িত্রীর দুইটি রচনা 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য' ('বামাবোধিনী', আশ্বিন ১২৯৭) ও 'সুশীলা রমনীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য' পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে।"—'নব্যভারত', চৈ ১২৯৮, পৃঃ ৬৬৮।

গ ১৯৪ **মানকুমারী বসু**

(ক) শোকোচ্ছ্বাস। কলিকাতা, বামাবোধিনী কার্য্যালয়, ১৮৯১ (১২৯৮)। ৮ পৃঃ।

স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে এই পুস্তিকা বামাবোধিনী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ও বিতরিত।
'শোকোচ্ছ্বাস', 'রোগাতুরা মা' ও 'বিসর্জন'-এই ৩টি রচনায় পুস্তিকাটি সমৃদ্ধ।

১৮৯২

গ ১৯৫ **অনামা**
(উ) নবগ্রাম। প্রকাশনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, অমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮৯২ (১২৯৮)। ২৩৬ পৃঃ।
উপন্যাসটির মধ্যে ইংলন্ড থেকে ফিরে এসে এক স্বদেশবৎসল যুবক কল-কারখানা স্থাপন করে কিভাবে জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করেছে তা দেখানো হয়েছে। 'নব্যভারত' (ফা ১২৯৮), 'বামাবোধিনী' (কা ১২৯৯) এবং 'ভারতী ও বালক' (অ ১২৯৯) এই তিনটি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, পুস্তকাদি সমালোচনা এবং সমালোচনা-য় যথাক্রমে গ্রন্থটি 'জনৈক বঙ্গমহিলা প্রণীত' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

গ ১৯৬ **অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা**
(ক) কবিতালহরী, প্রথম খন্ড। ময়মনসিং, জালালউদ্দিন আহমেদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯২ ( )। ২১ পৃঃ।
হিন্দুমহিলাদের দুঃখ বর্ণনা করে লেখা ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি।

গ ১৯৭ **কামিনীসুন্দরী দাসী**
(প্র ২) বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত। কলিকাতা, নদেরচাঁদ শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২ ( )। ৫৬ পৃঃ।
হিন্দুধর্মের ঐশ্বর্য্যের দেবী শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।
সূত্র ঃ B.L.C. (4) 1892 no. 1257.

গ ১৯৮ **(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী**
(না) সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য)। কলিকাতা, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২ (১২৯৯)। ৬, ১০৩ পৃঃ।
চার অঙ্কের কাব্যনাট্য। চিতোর রাজ্যের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত।

গ ১৯৯ **(মিসেস্) ডাকিন (Mrs Dakin)**
(প্র ৯) কুমারী নেন্ট। কলিকাতা, খ্রীস্টিয়ান ট্রাক্ট বুক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত, ১৮৯২ ( )। ৫৮ পৃঃ।
ইংরেজী আখ্যা ঃ 'Kumari Nennet'। ঈশ্বর ও মানুষের উদ্দেশ্যে কর্মরতা বোবা ও কালা মেয়ে নেন্ট-এর কাহিনী।
সূত্র ঃ B.L.C. (4) 1892 no. 1293.

গ ২০০ **(শ্রী) "প্রমীলা" রচয়িত্রী [প্রমীলা নাগ]**
(ক) তটিনী। কলিকাতা, কোহিনূর প্রেস, ১৮৯২ (১২৯৯)। [২], [৩], ১৪৮ পৃঃ।
গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায়,—"ইহার অধিকাংশ কবিতা ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য', 'প্রতিমা', 'ভারতী', 'কল্পনা', 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়তে প্রকাশিত হইয়াছে।"

মোট ৫৭টি কবিতায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

গ ২০১ **বসন্তকুমারী নাথ**

(উ) নবসীমন্তিনী। | |. |১৮৯২?| |১২৯৮?| | | পৃঃ।

সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮), পৃঃ ৩৮১।

গ ২০২ **(মিস্) সরকার (Miss Sarkar)**

(প্র ২) এই বক্তে। কলিকাতা, জে, ডব্লু. টমাস্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯২ (১২৯৮) । ১৬ পৃঃ।

'The teaching of the celebrated Spurgeon'--B.L.C. (4) 1892 no 1295

Spurgeon এর পুরো নাম Charles Haddon Spurgeon (1834-92)। বিলেতের Baptist Mission -এর প্রচারক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

গ ২০৩ **সরোজবাসিনী দেবী**

(উ) বনবালা। কলিকাতা, গণেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২ (১২৯৯)। ১৪৮ পৃঃ।

ঐতিহাসিক রোমান্স।

গ ২০৪ **স্নেহলতা রচয়িত্রী [কুসুমকুমারী দেবী]**

(উ) প্রেমলতা। কলিকাতা, | |. ১৮৯২ (১২৯৯)। ২৬৮ পৃঃ।

২য় সং, ১৮৯৪ (১৩০০)।

সামাজিক উপন্যাস।

গ ২০৫ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(গ) নবকাহিনী। কলিকাতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২ ( )। ১২৮ পৃঃ।

সামাজিক ও ঐতিহাসিক ছোটগল্প গ্রন্থ। ঐতিহাসিক গল্পগুলি টড সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

গ ২০৬ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(না-গীতি নাট্য)

বিবাহ-উৎসব। কলিকাতা, কাশিয়াবাগান, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯২ (১২৯৯)। ২৪ পৃঃ।

পারিবারিক বিবাহ উপলক্ষে রচিত। ৭টি দৃশ্য, ৪৫টি গান। আখ্যানবস্তু ও কিছু গান স্বর্ণকুমারীর। কিছু গান জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ও অক্ষয় চৌধুরীর এবং ২৮টি গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

গ ২০৭ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(উ) স্নেহলতা বা পালিতা. প্রথম ভাগ। কলিকাতা, গোয়াবাগান, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২ (১২৯৯)। ২৩৮ পৃঃ।

সামাজিক উপন্যাস। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১৮৮৯, ১৮৯০, ১৮৯১ সংখ্যায় (বৈ--শ্রা, ভা-আশ্বিন, কা—পৌ, ফা ১২৯৬; বৈ. আ—পৌ. ফা, চৈ ১২৯৭ বৈ, জ্যৈ ১২৯৮) ২১ কিস্তিতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ সময়, ১৮৯০ (১২৯৩)।

১৮৯৩

গ ২০৮ **(শ্রীমতী) অন্নদাময়ী দেবী**

(ক) রাধাবিলাপ। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৯৩ (১৩০০)। ৬, ২৯ পৃঃ।

গ্রন্থটিতে মোট ৯টি কবিতা রয়েছে। গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন থেকে জানা যায়, "একজন আত্মীয় পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় বাবদ যাহা আয় হইবে তাহা 'দাসাশ্রমের সাহায্যার্থে প্রদান কর" বলাতে সৎকার্য্যের উদ্দেশ্য লেখিকা গ্রন্থটি মুদ্রিত করেছেন।

গ ২০৯ **(শ্রীমতী) তরঙ্গিনী দেবী**

(ক) বনফুল। কলিকাতা, ভারত প্রেস, সুরেন্দ্রমোহন বরাট কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৩ (১৩০০)। [১], ১১০ পৃঃ।

গ্রন্থটিতে মোট ২৩টি কবিতা রয়েছে।

গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন থেকে জানা যায়, "...এই পুস্তকের পরিশিষ্ট, স্বরূপ 'চিঠিপত্র' প্রকাশিত হইল। আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমতী উষাবতী দেবী, বধূমাতা আমায় যে সমস্ত পত্র দিয়াছিলেন, তাহার সহিত আমার চিঠিপত্রের বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া সেগুলিও এই সঙ্গে প্রকাশিত করিলাম।..."

আলোচ্য গ্রন্থে **উষাবতীদেবীর লেখা কাব্যাকারে প্রকাশিত ৭টি চিঠির হদিশ পাওয়া যায়।**

গ ২১০ **("প্রিয়প্রসঙ্গ" রচয়িত্রী শ্রী) মানকুমারী [মানকুমারী বসু]**

(ক) কাব্যকুসুমাঞ্জলি। কলিকাতা, তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৩ (১৩০০)। ৪, ২৭১ পৃঃ।

"এই পুস্তকে ৬৮টি কবিতা এবং বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে 'শোকোচ্ছ্বাস' নামে একটি গদ্য প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ পুস্তকে (চৈত্র ১৩০৩) প্রবন্ধটির পরিবর্ত্তে 'ভালবাসি' ও 'সাতক্ষীরা' নামে দুইটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়।..."— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৯ ঃ মানকুমারী বসু', ১৩৫৩, পৃঃ ২২। ২য় সং, ১৮৯৬।

গ ২১১ **(শ্রীমতী) শতদলবাসিনী দেবী**

(ক) বিধবা বঙ্গললনা। [কলিকাতা], [ ], ১৮৯৩ (১৩০০)। [ ] পৃঃ।

সূত্রঃ অনুরূপা দেবী, 'সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি', ১৯৪৯, পৃঃ ১৩৬।

গ ২১২ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(উ) স্নেহলতা, দ্বিতীয় ভাগ। কলিকাতা, [ ], ১৮৯৩ (১২৯৯)। ১৮২ পৃঃ।

সামাজিক উপন্যাস। প্রথম খন্ড ১৮৯২ (১২৯৯)-এ প্রকাশিত। [দ্র ঃ **গ** ২০৭ টীকা]

সূত্র ঃ "স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা' সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ভারতীতে একটি ঘোষণার মাধ্যমে স্বর্ণকুমারী 'স্নেহলতা' নাম পরিবর্ত্তন করে 'পালিতা' রাখেন। স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা'-র প্রথম ভাগের শিরোনাম 'স্নেহলতা বা পালিতা', দ্বিতীয়

ভাগের শিরোনাম 'স্নেহলতা'।"—জ্ঞানেশ মৈত্র, 'নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য', ১৯৮৭/১৩৯৪, পৃঃ ১৫৭।

১৮৯৪

গ ২১৩ **অম্বুজাসুন্দীর দাসগুপ্তা**

(ক) অশ্রুমালা। ঢাকা, লেখিকা, ১৮৯৪ (১৩০০)। ২৪ পৃঃ।
মাতুলের মৃত্যুতে ভাগ্নীর মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে।
সূত্র ঃ B.L.C. (4) 1894 no. 2588.

গ ২১৪ **(কুমারী) কুমুদিনী ঘোষ**

(প্র ৯) স্বর্ণময়ী। কলিকাতা, লেখিকা ১৮৯৪ (১৩০০)। ৪১ পৃঃ।
ব্রাহ্মমহিলা স্বর্ণময়ী দেবীর জীবনচরিত।

ঘ ২১৫ **কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী**

(প্র ৩) নারীমঙ্গল। [ ], মৈনা, শ্রীহট্ট হইতে ভগবানচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯৪ (১৩০১)।। [৪], ২৭, ৫, ০ পৃঃ।
উপদেশপূর্ণ কয়েকটি শ্লোকে সমৃদ্ধ গ্রন্থ।
"...বৈষ্ণবভাবে বৈষ্ণবভাষায় লিখিত। নারীজাতির কিসে দুর্গতি দূর হইতে পারে, একজন মহিলা সেই চিন্তা করিতেছেন; ইহা ভাবিতেও সুখ।"—'নব্যভারত', আষাঢ় ১৩০২, পৃঃ ১২০।

গ ২১৬ **জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত**

(ক) ধূলিরাশি। কলিকাতা, ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত, ১৮৯৪ (১৩০০)। [২], ১২১ পৃঃ।
আখ্যাপত্রে প্রাপ্ত ইংরেজি আখ্যা ঃ 'A Heap of Dust.' ৩৬টি কবিতায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় "দাও ছেড়ে দাও" (পৃ ঃ ১১৬-১২১), "অপার্থিব সান্ত্বনা" (পৃ ঃ ৮১-৮৭), "স্নেহ নিমন্ত্রণ" (পৃ ঃ ৭৬- ৮০) কবিতাগুলো বাইবেল থেকে যথাক্রমে "Blessed are the dead which die in the Lord"–Rev. XIV. 13; "I will come again, and receive you unto myself that where I am. thero ye may be also"–John XIV 3; "Come unto me, all that labour and are heavy laden and I will give you rest"–Matt X 1.28-এর অবম্বনে লেখা।

গ ২১৭ **(শ্রীমতী) তিনকড়ী দেবী**

(ক) বনলতা ঃ ক্ষুদ্রকাব্য। কলিকাতা, প্রমথনাথ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৪(১৩০১)। ৪, ৪৪ পৃঃ।
৪০টি কবিতায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

গ ২১৮ **মানকুমারী বসু**

(ক-চ) শুভসাধনা। কলিকাতা, [ ], ১৮৯৪ (১৩০১)। [ ] পৃঃ।
"গদ্য ও পদ্য সংকলন"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', ১৩৫৭, পৃঃ ১৬।

গ ২১৯ **(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]**

(ক) প্রতিধ্বনি। কলিকাতা, সাহিত্য যন্ত্র, তারাগতি ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯৪ (১৩০১)। [১২], ১৮৪ পৃঃ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', ১৩৫৭, পৃঃ ২১ থেকে লেখিকার সম্পূর্ণ নাম পাওয়া যায়।

মোট ৬৮টি কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ। ভূমিকা থেকে জানা যায়, গ্রন্থকর্ত্রীর ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের লেখা কবিতাগুলির অধিকাংশই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

গ ২২০ **(মিস্) সন্ডিজ (Miss Sandys)**

(প্র ২) সূর্যোদয়। কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৯৪ (১৩০১)। ৩৬৪ পৃঃ।

খ্রিস্টধর্মমূলক গ্রন্থ।

"A devotional text book for every day in the year in the words of Scripture. Translated with permission of Messers Bagsters & Sons".--B.L.C. (3) 1894 no. 2464.

গ ২২১ **(শ্রী) সরোজিনী দেবী**

(ক) সুধাময়ী। রঙ্গপুর, কানাইচাঁদ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৪ (১৩০১)। ৩৬ পৃঃ।

কাব্যগ্রন্থ।

গ ২২২ **সুরবালা দেবী**

(প্র ৩) একটি কথা। কলিকাতা, রাধিকাচরণ চক্রবর্তী, ১৮৯৪ (১৩০১)। [১], ১০ পৃঃ।

১৮৯৫

গ ২২৩ **(শ্রীমতী) জ্ঞানদাসুন্দরী গুপ্ত**

(ক) কোমল কবিতা। কড়িগ্রাম, রঙ্গপুর, জানকীনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৫ (১৩০১)। ৬ পৃঃ।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত 'কুড়িগ্রাম' নামক স্থানের বর্ণনা।

গ ২২৪ **"দুঃখমালা" রচয়িত্রী [ইন্দুমতী দাসী]**

(না) বিরাট-নন্দিনী নাটক। কলিকাতা, প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৫ (১৩০২)। ৮, ৮০ পৃঃ।

পৌরাণিক নাটক।

গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়—"...স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকট-পরে স্বর্গীয় স্বামীর নিকট-পুরাণালোচনাকালে এই নাটকখানি রচিত হয়।"

গ ২২৫ **(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]**

(ক) নির্ঝরিনী। কলিকাতা, তারাগতি ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯৫ (১৩০২)। [২], ১৬৩ পৃঃ।

গ ২১৯ থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

উপহার পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় গ্রন্থটি "শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী পূজনীয়া ভগিনী শ্রী শ্রী চরণাম্বুজেষু" সমর্পিত। ৫১টি গার্হস্থ্য বিষয়ক কবিতায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

গ ২২৬ **সরোজকুমারী দেবী**

(ক) হাসি ও অশ্রু। স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত। কলিকাতা, তারিনীচরণ বিশ্বাস দ্বারা ভারতী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৫ (১৩০১)। ২৯৫ পৃঃ।

একালের সমালোচক 'হাসি ও অশ্রু'-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। (দ্রঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য), ১৯৬০, পৃঃ ১৩৬।

গ ২২৭ **(শ্রীমতী) সৌদামিনী দেবী**

(গ) মাতঙ্গিনী। [কলিকাতা], [ ], [১৮৯৫?] [১৩০২?] [ ] পৃঃ।

"এরূপ বিভৎস ও লোমহর্ষণ ঘটনা অশ্রাব্য। লেখিকা পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বয়ং অনুতপ্তা হইয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ নারী লেখনীর অযোগ্য।"—'বামাবোধিনী', ১৮৯৫ (অ ১৩০২), পৃঃ ২৫৩।

গ ২২৮ **(শ্রীমতী) সৌদামিনী দেবী**

(ক) সীতার জীবনচরিত। [কলিকাতা], [ ], [১৮৯৫?] [১৩০২?] [ ] পৃঃ।

"ইহাতে অদ্ভুত কথা ও সতীধর্ম্ম বর্ণিত হয়েছে।"—'বামাবোধিনী', ১৮৯৫ (অ ১৩০২), পৃ ঃ ২৫৩।

"...অদ্ভুত রামায়ণের মতানুযায়ী আদর্শ সতী-সীতার জীবনী পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহার শেষ অংশে 'পতিব্রতা ধর্ম্ম' শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতা আছে।"—'সাহিত্যসেবক', ১৮৯৬ (অ ১৩০৩), পৃঃ ৪০০।

গ ২২৯ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(ক) কবিতা ও গান। কলিকাতা, "ভারতী" যন্ত্রে তারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৫ (১৩০২)। [৪], ২৪০ পৃঃ।

মোট ৭৪টি কবিতা, প্রায় ১০০টি গান ছাড়াও এতে জাতীয় সঙ্গীত ৬টি ও ধর্মসঙ্গীত ১৪টি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির কয়েকটি কবিতা 'ভারতী'-তে প্রকাশ পেয়েছে।

গ ২৩০ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(উ) ফুলের মালা। কলিকাতা, [ ], ১৮৯৫ (১৩০১)। ১৫৯ পৃঃ।

১৪শ শতকের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস কেন্দ্র করে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১৮৯২, ১৮৯৩ (ভা, কা-চৈ ১২৯৯; বৈ-পৌ ১৩০০) সংখ্যায় ১৬ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৯৬

গ ২৩১ **অনামা [সুনীতি মল্লিক]**

(ক) অকালকুসুম। ২য় সং। কলিকাতা, ইন্দুভূষণ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৬ (১৮১৮ শক)। ১. [৮], ১১১ পৃঃ।

২৪টি নানাবিধ কবিতা ও লেখিকার সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল নির্ণয় সম্ভব হয়নি। জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৯৭ (২য় সং) ও লেখিকা নাম সুনীতি মল্লিক উল্লিখিত।

গ্রন্থটির ২য় সংস্করণের আখ্যাপত্রে কোন লেখিকার নাম নেই ও পরবর্তী পৃষ্ঠায় "কোন স্বর্গগতা বঙ্গবালা বিরচিত" বলে উল্লিখিত। গ্রন্থটির শেষ কবিতা "প্রিয়তমের প্রতি"-তে লেখিকা নামের সংকেত বড় হরফে লেখা হয়েছে—

"...বিদায় হইল তব প্রাণের **সুনীতি**"

গ ২৩২ **ইন্দুবালা দাসী**

(ক) স্মৃতি। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেস, পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৬ (১৩০৩)। ৪, ৯০, ৫ পৃঃ।

৩৮টি কবিতায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মহিলা লেখনীতে বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—'বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ' (পৃ ঃ ৬১-৬৩) কবিতায়।

গ ২৩৩ **একজন হিন্দুমহিলা**

(ক) বিজ্ঞানকুসুম। মেদিনীপুর, অমৃতলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৬ (১৩০৩)। ৩৪ পৃঃ।

"A book of poetry by a Hindu Lady. There is a piece in the book headed 'Litigations' which described as only another form of terrific Goddess Kali, who has incarnated herself in that form in this Kali era to do her work of destruction"--B.L.C. (3) 1896 no. 4112.

গ ২৩৪ **একজন হিন্দুমহিলা**

(ক) মাতৃভক্তি। কলিকাতা, কালীকৃষ্ণ চ্যাটার্জী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৬ (১৩০৩)। ১৮ পৃঃ।

মায়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে লেখা কবিতাবলী।

গ ২৩৫ **(শ্রীমতী) কুন্দকুমারী গুপ্ত**

(প্র ৩) প্রেমবিন্দু। [কলিকাতা]। [ ] [১৮৯৬?] [১৩০৩?] [ ] পৃঃ।

"...সরল সুমিষ্ট ভাষায় বালক বালিকাদিগের উপযোগী সুনীতিব্যঞ্জক উপদেশ সকল ইহাতে সন্নিবেশিত..."—'মহিলা', ১৮৯৬ (চৈ ১৩০৪), পৃঃ ২১৩।

সূত্র ঃ 'বামাবোধিনী', ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩), পৃঃ ১৮৯।

গ ২৩৬ **কুসুমকুমারী দাস**

(ক) কবিতামুকুল। কলিকাতা, এম এম মজুমদার, ১৮৯৬? (১৩০৩)। [ ] পৃঃ।

সূত্র ঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ৩২৯।

গ ২৩৭ **গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী**

(প্র ৩) ধোলপুর (রাজপুত জাতির সমাজচিত্র)। কলিকাতা, সুরেন্দ্রনাথ বরাট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৬ (১৩০৩)। [৪], ৯১ পৃঃ।

আগ্রা ও গোয়ালিয়র-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্য ধোলপুরের সমাজচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

গ ২৩৮ **গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী**

(ক) শিখা। কলিকাতা, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ১৮৯৬ (১৩০৩)। ১৫৮ পৃঃ।

৭৮টি কবিতা ও লেখিকার স্বহস্ত অঙ্কিত একখানি চিত্র সম্বলিত গ্রন্থ।

গ ২৩৯ **নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী**

(ক) মর্ম্মগাথা। হুগলী, সাবিত্রী যন্ত্রে হরিদাস পাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৬ (১৩০৩)। ৫, ১৭০ পৃঃ।

'পূর্ণিমা' সম্পাদক যদুনাথ কাঞ্জিলাল এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন। আলোচ্য গ্রন্থে খন্ড কবিতাগুলিতে গ্রন্থকর্ত্রীর জীবনের বিভিন্ন সময়ে দুর্ভাগ্যের জন্য হতাশা ও দুঃখের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

গ ২৪০ **নিস্তারিনী দেবী**

(না) মাথুর। কলিকাতা, প্রিয়নাথ মিত্র, ১৮৯৬ (১৩০২)। [ ] পৃঃ।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পৌরাণিক নাটক।

গ ২৪১ **প্রসন্নময়ী দেবী**

(ক) নীহারিকা, দ্বিতীয় ভাগ। কলিকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৮৯৬ (১৮১৮ শক)। ১৬২ পৃঃ।

গ ২৪২ **(শ্রীমতী) বিনোদিনী দাসী [অভিনেত্রী]**

(ক) বাসনা। কলিকাতা, [ ], ১৮৯৬ (১৩০৩)। ৮৪ পৃঃ।

নিজ জননীকে উৎসর্গ করে লেখা ৪১টি কবিতার সমষ্টি। লেখিকা 'নটী বিনোদিনী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গ ২৪৩ **"কাব্যকুসুমাঞ্জলি" রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]**

(ক) কণকাঞ্জলি। কলিকাতা, তারাকুমার কবিরত্ন, ১৮৯৬ (১৩০৩)। ৪, ৪, ২৬০ পৃঃ।

গ ২১০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"হেয়ার প্রাইজ এসে ফন্ড" (Hare Prize Essay Fund) থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকাব্য।

গ ২৪৪ **(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]**

(ক) কল্লোলিনী। কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্রে তারাগতি ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯৬ (১৩০৩)। [৮], ২৩৭ পৃঃ।

গ ২১৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"...এই গ্রন্থে 'ফুলের বিয়ে' শিরস্ক কবিতা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শৈশব সঙ্গীতে'র ফুলবালা গাথার আদর্শে রচিত হইয়াছিল।"—ভূমিকা। এই গ্রন্থে মোট প্রকাশিত কবিতা ৭৫টি। মানকুমারী বসুর কাছে লেখা পত্র (পৃঃ ১১১-১১২) কাব্যাকারে রচিত।

১৮৯৭

গ ২৪৫ **(শ্রীমতী) অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা**

(ক) প্রীতি ও পূজা। কলিকাতা, উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৭ (১৩০৪)। ১৫২ পৃঃ।

মৃত পতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়ক কবিতায় সমৃদ্ধ। আবেগপূর্ণ লিরিকধর্মী কবিতাগ্রন্থ।

গ ২৪৬ **কামিনী রায়**

(ক) পৌরাণিকী। কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৮৯৭ (১৮১৯ শক) ৬০ পৃঃ।

কবিতাপুস্তক। খ্রিঃ ১৮৯১-৯২ লিখিত কিন্তু খ্রিঃ ১৮৯৭-তে প্রথম প্রকাশিত। এতে মাত্র একটি ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য 'একলব্য' এবং দুটি কবিতা ঃ 'ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ' ও 'রামের প্রতি অহল্যা' রয়েছে।

গ ২৪৭ **(মিস্) গার্ডনার (Miss Gardner)**

(প্র ২) প্রাইরিটিক [Prairitik] মন্ডলের ইতিহাস। [ ] উইমেনস্ ইউনিয়ন মিশনারী সোসাইটী অফ আমেরিকা কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৭ ( )। ৩২৪ পৃঃ।

খ্রিস্ট ধর্মবিষয়ক রচনা।

"The history of the Apostolic Church"-B.L.C. (4) 1897 no. 5084.

গ ২৪৮ **(শ্রীমতী) বিনোদিনী দাসী [অভিনেত্রী]**

(ক) মাতৃবিলাপ। কলিকাতা, অপূর্বচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৭ ( )। ২২ পৃঃ।

মাতার স্মৃতিচারণ করে লেখা কতকগুলি কবিতা। লেখিকা 'নটী বিনোদিনী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গ ২৪৯ **(শ্রী) বিনোদিনী দেবী**

(ক) নীহারমালা। কলিকাতা, চুঁচুড়া, হীরা যন্ত্রে মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯৭ (১৩০৪)। [৮], ২৪ পৃঃ।

গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে জানা যায়, "বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার জন্য অনেকগুলি কবিতা পুস্তক বাহির হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গভাষা যেসঙ্কীর্ণ সেই সঙ্কীর্ণই রহিয়াছে, কারণ অধিকাংশ গ্রন্থই নানা গ্রন্থকারের লেখার সংগ্রহমাত্র; ইহাতে পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষাকৃত ভাল হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তবিক বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির বিষয়ে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। আমার নীহারমালার দ্বারা সে অভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। সে যাহা হউক ইংরাজির অনুবাদ বা বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিলে পথ সুগম হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা না করিয়া দরিদ্র বঙ্গভাষার এ অভাব মোচন করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া কয়েকজন কৃতবিদ্য বঙ্গমহিলার অনুরোধে নীহারমালা প্রণয়ন করিলাম।"

গ ২৫০ **প্রভাবতী রায়**

(ক) চিত্রা। কামারবেরা (বাঁকুড়া), এ, সি, চন্দ্র নাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৭ ( )। ২, ৭৯ পৃঃ।

যশোহর জেলার 'চিত্রা' নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে কবির বাসস্থান ছিল। এই গ্রন্থটিতে পতি বিয়োগে ব্যথাতুর হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

১৮৯৮

গ ২৫১ **অনামা [কোন বঙ্গমহিলা]**

(ক) ছায়া (টেনিসনের অনুকরণে)। কলিকাতা, সাহিত্য যন্ত্র, ১৮৯৮ (১৩০৫)। [২], ২২৫ পৃঃ।

গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে জানা যায়, "...শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'অনিল' ও অন্য দুই একটি কবিতার পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন;.."- গ্রন্থকর্ত্রী।

গ ২৫২ **কুমুদিনী দেবী**

(ক) কুমুদকলিকা। কলিকাতা, মন্মথনাথ সেন, ১৮৯৮ ( )। ৯৮ পৃঃ।
ধর্মীয় ও ভক্তিমূলক কবিতার সমষ্টি।

গ ২৫৩ **(শ্রীমতী) ক্ষেত্রমণি দাসী**

(ক) সন্তান বিদেশ গমন জন্য জননীর চিন্তা। কলিকাতা, বি, দে, কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৮ ( )। ৫ পৃঃ।
মাত্র ৫ পৃষ্ঠার কবিতাপুস্তিকা।
"Verses expressive of a mothers anxiety over her absent son"--B.L.C. (4) 1898 no. 5720.

গ ২৫৪ **(শ্রীমতী) তরঙ্গিনী দাসী**

(ক) বনফুলহার ঃ গীতিকাব্য। সুশীল চন্দ্র নিয়োগী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, গুরুদাস চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৮ ( )। ১৫৯ পৃঃ।
"অনেকগুলি সুভাবপূর্ণ কবিতাকুসুমে এই বনফুলহার গ্রথিত হইয়াছে।...কি ভাষা, কি বাক্যবিন্যাস, কি ভাব, সকলেই সুন্দর হইয়াছে।..."--'বামাবোধিনী', ১৮৯৮ (অ ১৩০৫), পৃঃ ৩০২।

২৫৫ **(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী**

(ক) প্রেমগাথা। কলিকাতা, উমেশচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৮ ( )। ১১৫ পৃঃ।
গীতিকবিতার সমষ্টি।

গ ২৫৬ **নলিনীবালা দাসী**

(ক) নলিনীগাথা। ললিতচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, [ ], ১৮৯৮ (১৩০৫)। ১১, ৩৬৩, ৬ পৃঃ।
বিভিন্ন বিষয়ক কবিতাবলী এবং দেবেন্দ্রবিজয় বসু কন্যা নলিনীবালার জীবনী সমৃদ্ধ গ্রন্থ। লেখিকা মাত্র ২০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

গ ২৫৭ **(শ্রীমতী) সরোজিনী দেবী**

(প্র ৩) বালিকা শিক্ষা সোপান, প্রথম ভাগ। ফরিদপুর, হিতাক্ষী প্রেসে জানকীনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৮ ( )। ৪১ পৃঃ।
"Stepping stone to instruction for Girls"–B.L.C. (3) 1898 no. 5471.

গ ২৫৮ **(শ্রীমতী) সরোজিনী দেবী**

(প্রত ৩) বালিকা শিক্ষা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ। ফরিদপুর, হিতাক্ষী প্রেসে জানকীনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৮ ( )। ৪০ পৃঃ।
সূত্র ঃ—B.L.C. (3) 1898 no. 5472.

গ ২৫৯ **স্বর্ণকুমারী দেবী**

(উ) কাহাকে? কলিকাতা, ভারতী কার্য্যালয়, ১৮৯৮ (১৩০৫)। ১২১ পৃঃ।

প্রেম-কাহিনী। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এক তরুণী তার প্রেমকাহিনী বর্ণনা করেছে। ক্রমশঃ আকারে 'ভারতী' পত্রিকায় ১৮৯৬, ১৮৯৭ (বৈ-আ,ভা, পৌ, ফা, ১৩০৩; বৈ-আশ্বিন ১৩০৪) সংখ্যায় ১২ কিস্তিতে প্রথম প্রকাশিত।

গ ২৬০ **হেমলতা দেবী**

(প্র ৯) ভারতবর্ষের ইতিহাস। কলিকাতা, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৮ ( )। ১৫২ পৃঃ।

শিশুদের উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় পদ্ধতিতে লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ।

সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1898 no. 5450.

১৮৯৯

গ ২৬১ **অনামা [কৃষ্ণভাবিনী দাসী]**

(ক-গা) ভক্তিসঙ্গীত। ২য় সং। কলিকাতা, সাহিত্য যন্ত্রে প্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৯ (১৩০৬)। [২], ৪২ পৃঃ।

প্রথম প্রকাশ, ১২৯৯।

আখ্যাপত্রে লেখিকার নাম নেই। উপহার পাতায় লেখিকার নাম 'কৃষ্ণভাবিনী দাসী' উল্লিখিত। প্রকাশকের মন্তব্য পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়, "রচয়িত্রী একজন বর্ষীয়সী সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিধবা।...১২৯৯ প্রথম প্রকাশ।...।"

"রচয়িত্রী পুত্র শোকাতুরা হয়ে যে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।"—যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', ১৩৩৭, পৃঃ ৪৭৪—পরিশিষ্ট।

গ ২৬২ **অনামা [কোন অজ্ঞাতনাম্নী রচয়িত্রী]**

(উ) শান্তিময়। বা দুই ভগ্নী উপন্যাসের উপসংহার ভাগ। কলিকাতা, [ ], ১৮৯৯ (১৩০৬)। ৪৭ পৃঃ।

শ্রী দামোদর মুখোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস "দুই ভগ্নী"-র পরিণতি [sequel] রূপে কোন অজ্ঞাতনাম্নী রচয়িত্রীর রচিত।

গ ২৬৩ **অনামা**

(প্র ৯) হরিদাসী। কলিকাতা, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৯ (১৩০৫) । ১০৫ পৃঃ।

হরিদাসী নাম্নী কোন আদর্শ ব্রাহ্ম মহিলার জীবনী গ্রন্থ। যিনি মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে মারা যান।

সূত্র ঃ 'মহিলা', ১৮৯৯ (মা ১৩০৫), পৃঃ ১৬৪-১৬৫। সূত্রে গ্রন্থের আখ্যা ঃ "শ্রীমতী হরিদাসী" উল্লিখিত।

গ ২৬৪ **(মিস্) কাউলে (Miss Cowly)**

(প্র ২) আত্মাপ্রাপ্ত জীবন। কলিকাতা, রেভারেন্ড, জে, ডব্লু, টমাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৯ (১৩০৬)। ৩৬ পৃঃ।

'A collection of Christian texts'-B.L.C. (1) 1899 no. 5887.

গ ২৬৫ **(মিস্) কেডি (Miss Caddy)**
(প্র ৬) মাদকদ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর। [ ], ডব্লু, সি, টি, ইউনিয়ন, বেঙ্গল ব্রাঞ্চ, ১৮৯৯ (১৩০৬)। ৫৩ পৃঃ।
শরীরে মাদকদ্রব্যের কুফল বিষয়ক। শিশুদের শিক্ষার জন্য।
সূত্র ঃ B.L.C. (2) 1899 no. 6019.

গ ২৬৬ **(মিস্) কেডি (Miss Caddy)**
(প্র ৬) মাদকদ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর। [ ], সি, টি, ইউনিয়ন, বেঙ্গল ব্রাঞ্চ, ১৮৯৯ (১৩০৬)। ৭০ পৃঃ।
শরীরে মাদকদ্রব্যের হানিকর ফলাফল বিষয়ক। সাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত।

গ ২৬৭ **গিরিবালা চৌধুরানী**
(ক) ব্রতকথা। কলিকাতা, দাস যন্ত্র, ১৮৯৯ (১৩০৬)। ১১ পৃঃ

গ ২৬৮ **(শ্রীমতী) চন্দ্রকামিনী দেবী**
(ক-গা) ভক্তিসঙ্গীত। কলিকাতা, ক্ষেত্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৯ (১৩০৬)। ১০ পৃঃ
ভক্তিমূলক গানের সমষ্টি।

গ ২৬৯ **চারুশীলা দাসী**
(ক) খেদ-মলধ্ব। ভবানীপুর, চলৎচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৯৯ (১৩০৬)। ৪৮ পৃঃ।
মাতার স্মৃতি চারণ করে লেখা।

গ ২৭০ **(মিস্) ড (Miss Daw)**
(প্র ২) দৈনিক পদ ও শাস্ত্রপাঠের তালিকা সহ আমাদেব পঞ্জিকা, ১৮৯৯। কলিকাতা, ওয়াই, ডব্লু, সি, এ, সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৯ ( )। ৩২ পৃঃ।
"Prepared under the auspices of young Ladies Christian Association"-B.L.C. (1) 1899 no. 5895.

গ ২৭১ **রাজলক্ষ্মী ঘোষ**
(ক) শোকপ্রবাহ। দ্বারভাঙ্গা, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৯ (১৩০৬)। ১১ পৃঃ।
শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর মৃত্যুতে তাঁর এক শিষ্যার দুঃখ কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

গ ২৭২ **লাবণ্যপ্রভা বসু**
(প্র ২) দৈনিক, প্রথমার্ধ। কলিকাতা, কুঞ্জলাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৯ (১৩০৬)। ২১৪ পৃঃ।
ধর্মসাধনের সাহায্যার্থে দিনলিপি।
সূত্র ঃ I.O.L. V. 2, pt. 4, p. 214.

গ ২৭৩ **সরলা দত্ত**
(ক) অশ্রুবিন্দু। কলিকাতা, কার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত, ১৮৯৯ (১৩০৫)। [ ] পৃঃ।

গ ২৭৪ **(কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বনিতা) *সৌদামিনী দেবী**
(ক-গা) ভক্তিরস-তরঙ্গিনী। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮৯৯ (১৩০৬)। [৭], ১০৮ পৃঃ।
ভগবৎ স্তব ও গান-এ সমৃদ্ধ গ্রন্থ। গানের তাল ও রাগ-রাগিনী উল্লিখিত।

গ ২৭৫ **(শ্রীমতী) হেমাঙ্গিনী ঘোষ**
(ক) শবরমালা। [ ], [১৮৯৯?] [১৩০৬?] [ ] পৃঃ।
ভক্তসাধক প্রভাকর ব্যাধ ও শবর কন্যার সরলতা ও ভক্তি প্রবণতার কথা। এছাড়া কয়েকটি সুন্দর সুন্দর গানেরও সমাবেশ রয়েছে।
সূত্র ঃ 'অন্তঃপুর', ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬), পৃঃ ৯৬।

১৯০০

গ ২৭৬ **কুমুদিনী দেবী**
(ক) শুভচণ্ডী ব্রতকথা। কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ১৯০০ (১৩০৭)। [২], ২৪ পৃঃ।

গ ২৭৭ **কোন মহিলা**
(প্র ১) জ্যোতিকণা। [ ], [১৯০০?] [১৩০৭?] [ ] পৃঃ।
সূত্রঃ 'অন্তঃপুর', সূচীপত্র, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭), পৃঃ ৭৯-৮০।

গ ২৭৮ **(মিস্) গুপ্ত, কে, ডি (Miss K.D. Gupta)**
(প্র ৯) মিশরীয় ভ্রমণকারীদিগের বৃত্তান্ত। কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ১৮১ পৃঃ।

গ ২৭৯ **চারুশীলা দেবী**
(প্র ৩) টুকটুকে বই। কলিকাতা, জে, এন, হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ২৬ পৃঃ।
শিশুদের বর্ণমালা শেখানোর সচিত্র রঙিন পুস্তক।
সূত্র ঃ i) B.L.C. (1) 1900 no. 298.
ii) 'বামাবোধিনী', ১৯০০ (১৩০৭, পৃঃ ৩৬।

গ ২৮০ **(মিস্) ড (Miss Daw)**
(প্র ৩) যুবতীদিগের খ্রীষ্টিয় সমিতি। কলিকাতা, ইয়ং উইমেনস্ খ্রীষ্টিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ২৮ পৃঃ।
ইংরেজি আখ্যা ঃ Young Women's Christian Association
সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণ।
সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1900 no. 223.

গ ২৮১ **নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী**
(প্র ৩) নারীধর্ম্ম। কলিকাতা, কালিকা যন্ত্র, ১৯০০ (১৩০৭)। ১০৮ পৃঃ।
হিন্দু নারীর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক তথা সন্তানপালন, গৃহচিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশমূলক গ্রন্থ।

গ ২৮২ **প্রকৃতি গায়িকা**
(ক-গা) রসলীলা। [ ]. জগদীশ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, [১৯০০?] [১৩০৭?] [ ] পৃঃ।
সঙ্গীতপুস্তক। সূত্র ঃ 'কান্তি', ১৯০০ (চৈ ১৩০৬), পৃঃ ৭৮-৭৯।

গ ২৮৩ **(শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী**
(প্র ৬) আমিষ ও নিরামিষ আহার, [প্রথম খন্ড]। কলিকাতা, আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ১৫, ৩৮৫, [৭০] পৃঃ।
প্রায় ৩৭০ রকমের রান্না—উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ, বাসন, আঁচ, অন্নভোজন সহযোগে উল্লিখিত পরিবেশিত। রান্নাঘর, ভাড়ার ঘর ও আনুসঙ্গিক বিষয়েও আলোচনা রয়েছে। তিন খন্ডে প্রকাশিত।

গ ২৮৪ **প্রভাবতী দেবী**
(ক) অমলপ্রসূন বা প্রভাবতী কবিতাবলী। লেখিকার জীবনী সহ মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যশোহর, সম্পাদক, ১৯০০ (১৩০৭)। [২], ৩৩, ১৭৪ পৃঃ।

গ ২৮৫ **প্রিয়ম্বদা দেবী**
(ক) রেণু। কলিকাতা, উইকলিনোটস্ প্রিন্টি ওয়ার্কস, ১৯০০ (১৩০৭)। ৬৯ পৃঃ।
ছোট ছোট কবিতায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

গ ২৮৬ **(মিসেস্) ব্রুকওয়ে, ডব্লু, জি (Mrs W.G. Brockway)**
(ক-গা) আমারে গীত। কলিকাতা, সি, টি, বি, সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭) । ৬০ পৃঃ।
খ্রিস্টিয় ধর্ম্মসঙ্গীত।
সূত্র ঃ B.L.C (I) 1900 no 224.

গ ২৮৭ **(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]**
(ক) মনোবীণা। কলিকাতা, লাডলীমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ২৪৭ পৃঃ।
লেখিকা নাম **গ** ২১৯ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।
লিরিক কবিতা গ্রন্থ। কয়েকটি কবিতা স্কট, লংফেলো, বায়রণ, শেলি, কুপার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে অনুবাদিত।

গ ২৮৮ **(শ্রীমতী) রাজলক্ষ্মী ঘোষ**
(ক) আনন্দোচ্ছ্বাস। দ্বারভাঙ্গা, প্রবোধনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ১২ পৃঃ।
লেখিকার কন্যার বিবাহোপলক্ষে রচিত কবিতাবলী।

গ ২৮৯ **(মিসেস্) লী, অ্যাডা (Mrs Ada Lee)**
(প্র ৯) চন্দ্রলীলা। কলিকাতা, যোসেফ কালস (Culshaw) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ৪৯ পৃঃ।
"In a short sketch of the life and conversion to Christianity of a

Hindu female ascetic named Chandralila."--B.L.C. (3) 1900 no. 470.

গ ২৯০ **(শ্রী) শরৎকুমারী দেবী**

(প্র ২) সাবিত্রী-চরিত। কলিকাতা, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। [২], ৪৩ পৃঃ।

ভূমিকা থেকে জানা যায়, "...মহাভারতীয় মূল সাবিত্রী কথার অবিকল অনুবাদ অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ হইবে ভাবিয়া আমি মূলের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই নাই।...স্থানে স্থানে প্রকরণোপযোগী নূতনকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

পৌরাণিক মদ্র দেশের অশ্বপতি-সূতা রাজা দ্যুমৎসেন পত্নী সাবিত্রীর জীবনকথা।

গ ২৯১ **সতীদেবী**

(ক-গা) সতীসঙ্গীত। কলিকাতা, গৌরীশঙ্কর মুখার্জী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ৮৫ পৃঃ।

ভক্তিমূলক সঙ্গীতগ্রন্থ।

সূত্র ঃ B.L.C. (3) 1900 no. 660.

গ ২৯২ **সরলা দেবী**

(প্র ৭) শতগান। কলিকাতা, [ ], ১৯০০ (১৩০৭)। ২১৬ পৃঃ।

গ্রন্থকর্ত্রী পুস্তকের পরিচিতি-স্বরূপ এইরূপ লিখিয়াছেন; "প্রথমবারের বিজ্ঞাপন। যথাসম্ভব সরল করিয়া একশত গানের স্বরলিপি সঙ্কলিত হইল। আরম্ভের নিয়মগুলি আয়ত্তের সৌকর্য্যার্থে দশটি সহজ অথচ সুরাল পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীরা প্রথমে সেইগুলি বারংবার করিয়া নিয়মাবলীর সহিত মিলাইয়া অভ্যাস করিলে পরবর্ত্তী একশত গান শিখিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।...গ্রন্থকর্ত্রী।"

গ ২৯৩ **সরলাদেবী চৌধুরানী**

(প্র ৩) বাঙালীর পিতৃধন। [ ], ১৯০০ (১৩০৭)। ৯৭ পৃঃ।

পিতৃধনে মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার প্রকাশ ব্যক্ত হয়েছে।

সূত্র ঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলাকবি', ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ২৮৭।

গ ২৯৪ **সরলতা দেবী**

(ক) ব্রাহ্মণসেবধিস্মরণার্থে ঃ ভাবানুবাদ। কলিকাতা, শিক্ষক সমিত যন্ত্রে, অক্ষয়কুমার শেট দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ৪, ২৬ পৃঃ।

"Gives a metrical translation of Gold Smith's Traveller & Hermit"-B.L.C. (3) 1900 no. 624.

B.L.C.-তে উল্লিখিত গ্রন্থটির আখ্যা-'ভাবানুবাদ'।

কিন্তু আখ্যা পত্রে প্রাপ্ত আখ্যা ঃ 'ব্রাহ্মণসেবধিরস্মরণার্থে ঃ ভাবানুবাদ'।

অনুবাদগুলি যথাক্রমে ঃ সংশয়শোধন—'Far in a wild unknown to public view', সনৎকুমার ও পম্পা—'Turn, gentle Hermit of the date', সৎসদ্‌গোপ—'Around the fire on wintry night'.

গ ২৯৫ **সরোজিনী দেবী**

(ক) আবেগ ঃ গীতিকাব্য। কলিকাতা, কুঞ্জবিহারী দে, হরসুন্দর মেসিন প্রেস, ১৯০০

(১৩০৭)। ৪, ১৯৮ পৃঃ।
"রচয়িত্রীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ"---'বামাবোধিনী', ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭), পৃঃ ২০৬।

গ ২৯৬ **'স্নেহলতা' 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী [কুসুমকুমারী দেবী]**

(ক) প্রসূণাঞ্জলি। কলিকাতা, চেরি প্রেস, ১৯০০ (১৩০৭)। [২৯], ১৬ পৃঃ।
সন্দর্ভাবলীতে পূর্ণ গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখিকা জানাচ্ছেন যে, "...পূজনীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কৃত 'এ জনমের সঙ্গে কি সই' এই মনোরম গীতটী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি এবং কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'রৈবতক' হইতে অনেক কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি।..."

গ ২৯৭ **(শ্রী) স্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা**

(উ) বিজনবালা বা আদর্শ নারী। ফরিদপুর, গোপালচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, [১৯০০?] [১৩০৭?] ১২০ পৃঃ।
"...বিজনবালার বিষয় হতাশপ্রণয়।...বিবাহে শুল্কগ্রহণ প্রথার উন্মুলন করিবার জন্য লেখিকা সেখানে শিক্ষিত যুবকগণকে অনুনয় করিতেছেন।..."—'নব্যভারত', ১৯০১ (চৈ ১৩০৭), পৃঃ ৬৬৫-৬৬৬।

দ্বিতীয় অংশ ঃ পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ রচনা

সংলেখ ঃ

প্রত্যেক সংলেখে যথাক্রমে রচনা-নাম, লেখিকা-নাম, পত্রিকা-নাম ও প্রকাশকাল বিবৃত হয়েছে। তার নিচে টীকা। কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম তিন দশকে প্রতিটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে নির্বাচিত কবিতার অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।

বিন্যাস ঃ

সংলেখের বিন্যাস প্রকাশকাল অনুযায়ী ও একই প্রকাশকালের রচনাসমূহ আখ্যার বর্ণানুযায়ী। খ্রিস্টসাল বা খ্রিস্টাব্দকে প্রকাশকাল রূপে ধরা হয়েছে। বঙ্গাব্দ বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট মাসের উল্লেখ না থাকলে সে সব রচনা সেই বছরের শেষে আখ্যার বর্ণানুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। রচনার ক্রমিক সংখ্যার নিচে বিষয় সঙ্কেত নির্দেশিত হয়েছে।

১৮৫০-১৮৫৯ (১২৫৬ পৌ -১২৬৬ পৌ)

১২৫৬ বৈশাখ (১৮৪৯)

প ১ (ক) ত্রিপদী, পয়ার [এবং] পদ্য অনামা সংবাদ প্রভাকর, ২১শে এ ১৮৪৯ (১০ বৈ ১২৫৬)। [পৃ ঃ ৩-৪]

"ত্রিপদী
"শীকের দেখিয়া গতি, রানী কন্ ক্রোধ
"মতী, কি করিব একা ঘরে রোয়ে।
"বৃথা কেন দুঃখ পাই, ইংরাজ মন্দিরে
"যাই, আমার দলিপ পুত্র লোয়ে।।
"পয়ার
"একেতো সে রাঙাহাত কোকনদ প্রায়
সেহাতেতে বালা বিনা শোভা নাহি পায়,
"পদ্য
"মূর্খপুত্র হোলে সুখী নহেতো মা বাপ্,,
"তাহার কারণে পায় অশেষ সন্তাপ,,
"মূর্খপুত্র হোলে বংশে জন্মে কুলক্ষণ,,
"লেখাপড়া না শিখিলে বৃথায় জীবন,,

উপরোক্ত কবিতাগুলি 'সংবাদপ্রভাকর'-এর সম্পাদক রচিত 'দৈবশক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত।

"এতন্মহানগরীর (কোন সম্ভ্রান্ত বংশ) কুলীন কায়স্থের নবমবর্ষ বয়স্কা এক সুরূপসী অবিবাহিতা কন্যা দৈবশক্তির অনুকম্পায় গদ্য পদ্য রচনা বিষয়ে অতি অদ্ভুত ক্ষমতা

প্রাপ্তা হইয়াছে,...''—দৈবশক্তি, পৃঃ ৩। উদ্ধৃত কবিতাগুলি এই বালিকার রচনা।

১২৫৮ চৈত্র (১৮৫২)

প ২ (ক)	রূপক- বসন্তের প্রতি বিধবার উক্তি	বরাহনগর বাসিনী বিরহিনী বিধবা	সংবাদ প্রভাকর, ২৫শে মার্চ ১৮৫২ (১৩ চৈ ১২৫৮)। পৃঃ ৪।

পয়ার ছন্দে লেখা কবিতা। বিরহানলোদ্দীপক বসন্ত ঋতুকে বিধবা বিবাহ প্রচলনের পর বাংলাদেশে আবির্ভূত হতে অনুরোধ করা হয়েছে।

"বিনয়ে বসন্ত বলি, কর অবধান।
দ্বিরূপ ধরিয়া কেন অধিষ্ঠান।।
একরূপে আপনার অনুচর লয়ে।
জ্বালাও বিরহানল, বিধবা হৃদয়ে।।...।।"

১২৫৯ জ্যৈষ্ঠ (১৮৫২)

প ৩ (ক)	রূপক-দশহরা	বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী	সংবাদ প্রভাকর, ২৯শে মে ১৮৫২ (১৭ জ্যৈ ১২৫৯)। পৃ ঃ ৩-৪।

পয়ারছন্দে দশহরার শুভযোগে বৃষ্টির আবাহন করা হয়েছে।

"অখন্ড শাস্ত্রের কথা, এবারে খন্ডিল।
দশহরা শুভযোগে অশুভ হইল।
ধূপধুনা উচ্ছা লেবু, কলাযুক্ত-চ্যুত।
বিষহরী পূজে বাড়ে, বিষধরী সুত।।...।।"

১২৬০ আষাঢ় (১৮৫৩)

প ৪ (ক)	"স্ত্রীর রচিত। লঘু ত্রিপদী [এবং] পয়ার	শ্রীমতী-	সংবাদ প্রভাকর, ২৩শে জুন ১৮৫৩ (১০ আ ১২৬০)। পৃঃ ৪।

"...কোন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারের সম্ভ্রান্ত এক রসবতী যুবতী প্রয়োজনবশতঃ শ্বশুরালয় হইতে জনকালয়ে যাত্রা করিয়া কিয়দিবস কান্তা গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে বিলম্ব জন্য প্রণয়িণীর বিরহানলোদ্দীপন হওয়াতে অসহ্য বোধ করিয়া তৎপ্রতীক্ষার সাধন প্রত্যাশায় তাঁহার স্বামীকে নিজ বিরচিত নিম্ন পত্রখানি প্রেরণ করেন।।''—পাদটীকা

"পাব দরশন, বোলে প্রাণধন,
মিলন...ধরি।
উল্লসিত মনে, শয়ণে ভবণে,
পালঙ্ক শোভন করি।।...।।"

***

তব সহ সমাগম, নাহি মাস চারি।

অসহ্য মনের দুখ, মনে মনে যারি।।
বিষম লাজের দায়ে, বলা নাহি যায়।
হতাশেতে মরি নাথ, হায় হায় হায়।।...।।"

১২৬১ আশ্বিন (১৮৫৪)

প ৫ (প্র ১০)	[পত্র]	বাসভ্রস্ট বারাঙ্গনানাং, মেদিনীপুর	সংবাদ প্রভাকর, ১৮ই সে ১৮৫৪ (৩ আ ১২৬১)। পৃঃ ৪।

কোন ইংরাজী স্কুলের সামনে বসবাসকারী বারাঙ্গনাদের স্থানচ্যুত করায় সম্পাদকের উদ্দেশ্যে তাঁদের লিখিত পত্র। হীনবলা অবলাদের বাসভ্রস্টা হবার কারণ এতে ব্যক্ত হয়েছে।

১২৬১ ফাল্গুন (১৮৫৪)

প ৬ (ক)	মাতার প্রতি কোন বিদ্যার্থিনী কন্যার উক্তি	অনামা	সুলভ পত্রিকা। ১৮৫৪ (ফা ১২৬১)। পৃঃ ৬২-৬৪।

লিরিক জাতীয় কবিতা।

"ওগো মা জননী আমি শুনি সখীমুখে।
কত বালা পড়িতে যায় গো মনোসুখে।।
নানাবিধ গ্রন্থপাঠ করে অনুক্ষণ।
মনের মালিন্য তায় না থাকে কখন।।...।।"

১২৬২ অগ্রহায়ণ (১৮৫৫)

প ৭ (প্র ১০)	[পত্র]	শ্রীমতী-দাসী, ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৬২ সাল	সংবাদ প্রভাকর, ১৪ই ডি ১৮৫৫ (২৯ অ ১২৬২)। পৃঃ ৫।

মান্যবর প্রভাকর সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রে বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্য কোন দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার আকুতি ফুটে উঠেছে।

১২৬৩ ভাদ্র (১৮৫৬)

প ৮ (প্র ১০)	[প্রেরিত পত্র]	(শ্রী) বিদ্যা দেবী	সংবাদ ভাস্কর, ২১শে আগস্ট, ১৮৫৬ (ভা ১৭৭৮ শক/ ১২৬৩)। পৃঃ [ ]।

সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়নে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্ন সফল হওয়ায় কোন বিধবা নারীর আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে। যার প্রতিফলন দেখা যায় নিম্নলিখিত পংক্তিতে—"...রামমোহন রায় সতী গমন নিষেধ করাইয়া শারীরিক দাহ নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শারীরিক ও মানসিক দাহ হইতে আমাদ্দিগকে মুক্ত করিলেন।"

সূত্র ঃ বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩য় খ, ১৯৬৪, পৃঃ ৪৮৩-৪৮৪।

১২৬৪ পৌষ (১৮৫৮)

প ৯ (ক)	পয়ার	(শ্রীমতী) অনঙ্গমোহিনী দাসী, ইলিপুর নিবাসিনী	সংবাদ প্রভাকর, ৫ই জা, ১৮৫৮ (২২ পৌ ১২৬৪)। পৃ ঃ ৩।

"বহুগুণালঙ্কাকৃত মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর মহাশয় বহুগুণ-মন্দিরেষু! এ অধিনী কর্ত্তৃক পয়ার ছন্দের বিরচিত নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনান্তর প্রকাশ করিয়া উৎসাহ বর্ধনে আজ্ঞা হইবেক।"

"আশাপথ নিরখিয়ে আছয়ে কামিনী।
যেমন চকোরী থাকে, আগতে যামিনী।।
সেইরূপ কিছুদিন করিলাম ক্ষয়।
তবু সেই প্রাণকান্ত না হল উদয়।।...।।"

১২৬৫ বৈশাখ (১৮৫৪)

প ১০ (ক)	লঘু ত্রিপদী	ঠাকুরাণী দাসী	সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই এ, ১৮৫৮ (১ বৈ ১২৬৫)। পৃঃ [ ]।

"এদেশের অভিনব বিদ্যাভিলাষীনী কামিনীগণের দুই একটি প্রবন্ধ কৃপা করিয়া স্বীয় দৈনিক প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সাহসপূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদিতেছি, মল্লিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনপূর্ব্বক মহাশয় ভূবনোজ্জ্বল পত্রেক পার্শ্বে যৎসামান্য স্থানদান করিয়া এই হীনমতি অবলার উৎসাহ বর্দ্ধনে বাধিত করিবেন।"

"নম প্রভাকর, মম শঙ্কা হর,
কিঙ্করীরে কৃপা কর।
যে তব মহিমা কে জানিবে সীমা
তুমি সর্ব্ব গুণাকর।।...।।"

সূত্র ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোচনা ঃ মহিলা কবি ঠাকুরানী দাসী, 'পঞ্চপুষ্প', আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ ঃ ৮১৭-৮১৯।

১২৬৫ আশ্বিন (১৮৫৪)

প ১১ (ক)	ত্রিপদী	(শ্রীমতী) থাকমণি [থাকমণি দাসী]	সংবাদ প্রভাকর। ২৮শে সে, ১৮৫৮ (১৩ আশ্বিন ১২৬৫)। পৃঃ ৩-৪।

"কবিগ্রণাগ্রগণ্য জগন্মান্য শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। রচনাথিনী কামিনীগণের রচনার প্রতি প্রীতি সন্দর্শনে প্রত্যাশাপন্ন হইয়া এই প্রবন্ধটী প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ করিয়া সংশোধনপূর্ব্বক জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্রের পার্শ্বৈক দেশে স্থান দান করিয়া অল্পমতি অবলাজনের উৎসাহ বর্দ্ধনের আজ্ঞা হইবেক।"

"ধন্যধাতা তব সৃষ্টি ধরাতে করিলে দৃষ্টি,
সর্ব্বজীবে হয় চমৎকার।
***
তাপিত যতেক নর হেরি নব-জলধর,

প্রফুল্লিত সবাকার মন।।
সুশীতল সমীরণ, বহে তায় সর্ব্বক্ষণ,
সুখ নীরে ভাসে সর্ব্বজন।...।"

১২৬৫ আশ্বিন (১৮৫৮)

প ১২ (প্র ১০) [পত্র] (শ্রীমতী) ঠাকুরাণী দাসী সংবাদ প্রভাকর, ২৮শে সে, ১৮৫৮ (১৩ আশ্বিন ১২৬৫)। পৃঃ ৩।

শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের কাছে লেখা পত্রটিতে লেখিকা প্রেরিত সমালোচনার প্রাপ্তি ও তাঁর ছোটবোনের কবিতা প্রকাশ বিষয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে।

১২৬৫ মাঘ (১৮৫৯)

প ১৩ (প্র ১০) "তথা" গদ্যপদ্য রচনা (শ্রীমতী) ঠাকুরাণী দাসী সংবাদ প্রভাকর। ১৩ই জা, ১৮৫৯ (১ মা, ১২৬৫)। পৃঃ [ ]।

সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র। বিরূপ সমালোচনায় ক্ষুব্ধা লেখিকা কিভাবে প্রভাকর সম্পাদকের উৎসাহ লাভে পুনরায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন এখানে তা ব্যক্ত হয়েছে।

সূত্র ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোচনা ঃ মহিলা কবি ঠাকুরাণী দাসী, 'পঞ্চপুষ্প', আশ্বিন ১৩৩৮, পৃঃ ৮১৭-৮১৯।

১২৬৫ ফাল্গুন (১৮৫৯)

প ১৪ (ক) ত্রিপদী (শ্রীমতী) থাকমণি দাসী সংবাদ প্রভাকর, ২৪শে ফে, ১৮৫৯ (১৩ ফা ১২৬৫)। পৃঃ ৪।

"প্রভাকর তার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিয়োগ সংবাদে শোকাকুলা হইয়া মাতৃবৎ স্নেহকারিনী শ্রীমতী ঠাকুরাণী দাসী এবং তৎসহোদরা শ্রীমতী থাকমণি দাসী যে দুই পত্র প্রেরণ করেন তাহার একখানি পত্র আমরা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, জননী শোক বিহ্বলা হইয়া যে সকল আক্ষেপ বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, তৎপাঠে আমাদিগের শোকসন্তপ্ত চিত্ত ভেদ হইয়াছে...।"

"হায়রে দারুন বিধি এই কি তোমার বিধি
ধিক্ ধিক্ বিধান তোমার।
বেছে বেছে নিলে হরে, ধরা খ্যাত প্রভাকরে
মর্ম্মে ব্যাথা দিলে সবাকার।।
***
গুণের সাগরগুপ্ত, তাহাঁরে করিয়া লুপ্ত,
গুপ্তভাবে রাখিলে কোথায়?...।"

প ১৫ (ক) ত্রিপদী (শ্রীমতী) ঠাকুরাণী দাসী সংবাদ প্রভাকর, ২৮শে ফে, ১৮৫৯ (১৭ ফা ১২৬৫)। পৃঃ ৪।

ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়ের বিয়োগে দুঃখপ্রকাশ।

"ওরে কাল দুরাচার একি তোর অবিচার,
...লিখিতে না পারি আর নয়নে তে শতধার,...।"

১২৬৫-৬৬ (১৮৫৯)

প ১৬ (ক) [আখ্যাহীন] (শ্রীমতী) ঠাকুরাণী দাসী পূর্ণিমা, ১৮৫৯ (১২৬৫-৬৬)। পৃঃ ৩০-৩১।

"আমরা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যতদিন পূর্ণিমার কলেবর বৃদ্ধি না হইবে ততদিন প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় উপরি প্রকাশিত প্রেরিত পদ্য সাদরে গ্রহণ ও প্রকটন করিলাম। সম্পাদক।" দয়াময় শ্রীহরির মাহাত্ম্য বর্ণনা।

"পুরাণ প্রবন্ধে হরি, তব...
শ্রুত আছি সবিশেষ করুণানিধান।
ভক্তিভাবে যে তোমাকে করে আরাধনা।
অবশ্য পুরাও তার মনের বাসনা।...।"

১২৬৬ জ্যৈষ্ঠ (১৮৫৯)

প ১৭ (ক) পদ্য (শ্রীমতী) ঠাকুরাণী দাসী সংবাদ প্রভাকর, ২১শে মে, ১৮৫৯ (৮ জ্যৈ ১২৬৬)। পৃঃ ৩-৪।

"মাতৃবৎ স্নেহকারিনী শ্রীমতী ঠাকুরাণী দাসী দেবী প্রভাকরের প্রভাব উদ্দীপনার্থ পরমার্থবিষয়ক যে কবিতা প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমরা পরমাদরপূর্ব্বক তাহা নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম। সবিনয় নিবেদনমিদং নিম্নলিখিত কতিপয় পঁক্তি পদ্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া মহাশয়ের জ্ঞানপ্রভা প্রদায়ক প্রভাকর পত্রের পার্শ্বৈক দেশে যৎসামান্য স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

পদ্য।

"মরি কিবা চমৎকার, সত্য সনাতন।
করিয়াছ অপরূপ, সৃষ্টির সৃজন।
ভক্তিরসে ভিজে যায়, সবাকার মন।
স্থিরভাবে যে যখন, করে নিরীক্ষণ।।...।।"

১২৬৬ ভাদ্র (১৮৫৯)

প ১৮ (ক) [আখ্যাহীন] (শ্রী) থাকমণি দেবী সংবাদ প্রভাকর, ১৫ই সে, ১৮৫৯ (৩১ ভা ১২৬৬)। পৃঃ ২-৩।

"আমাদিগের স্নেহকারিণী মাসী ঠাকুরাণী শ্রীমতী থাকমণি দেবী প্রভাকরের প্রভাবৃদ্ধি জন্য যে একটা সৎপ্রবন্ধ লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা অতিশয় আহলাদপূর্ব্বক তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।"

হতভাগিনী রমণীদের জন্মাবধি দুঃখের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং করুণানিধান শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করা হয়েছে।

১২৬৬ আশ্বিন (১৮৫৯)

প ১৯ (ক) পদ্য (শ্রী) থাকমণি দেবী সংবাদ প্রভাকর, ২৬শে সে, ১৮৫৯ (১১ আশ্বিন, ১২৬৬) পৃঃ ২-৩।

"আমাদের স্নেহকারিনী মাসী শ্রীমতী থাকমণি দেবী ঠাকুরাণী প্রভাকরের প্রভা উদ্দীপন করনার্থ শরদ্বর্ণময়ী কবিতা প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পুলকিত চিত্তে তাহা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। এতৎপাঠে পাঠকবৃন্দ প্রচুরানন্দ প্রাপ্ত হইবেন। কবিতার ভাব রস আভিপ্রায় ছন্দ ইত্যাদি সমুদায় উৎকৃষ্ট হওয়াতে এই কবিতা অত মধুর, এবং মনোহর হইয়াছে। বিশেষত অনেক স্থানে নূতন ভাব বর্ণিত হওয়াতে বিলক্ষণ কবিত্বও প্রকাশ পাইয়াছে।"

"ঋতুচয় মধ্যে কোন, ঋতু সুখকর।
ইহার বিচার যদি, করে বিজ্ঞনর।।
শরত্ সবার শ্রেষ্ঠ, হয় অনুমান।
কত কব আছে তার, অসংখ্য প্রমাণ।।...।।"

১২৬৬ পৌষ (১৮৫৯)

প ২০ (প্র ১০) [পত্র] (শ্রী) ঠাকুরাণী দাসী সংবাদ প্রভাকর, ১৬ই ডি, ১৮৫৯ (২ পৌ, ১২৬৬)। পৃঃ ৩-৪।

"নিম্নলিখিত কতিপয় পঁক্তি গদ্য অনুগ্রপূর্ব্বক সংশোধনান্তে মহাশয়ের অমূল্য প্রভাকর পার্শ্বে যৎসামান্য স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন।"

মানুষের প্রকৃত সুখলাভের জন্য মনের স্থৈর্য সম্পাদনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দেহের সুখানুভবকারী হ'ল মন। মনের অস্থিরতা সুখলাভে বিঘ্ন ঘটায় অন্যদিকে এর স্থিরতা মনুষ্য জীবনে সুখ আনয়ন করে।

১৮৬০-১৮৬৯ (১২৬৬ পৌ-১২৭৬ পৌ)

১২৬৬ মাঘ (১৮৬০)

প ২১ (ক)	ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬০ (মা ১৭৮২ শক/ ১২৬৬)। পৃঃ ১৩৪-১৩৫।

অসার সংসার থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা।

"কোথা ও হে দীননাথ অগতির গতি।
তব পদে অধীনীর থাকে যেন মতি।।..."

১২৬৭ কার্ত্তিক (১৮৬১)

প ২২ (ক)	ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬১ (কা ১৭৮৩ শক/ ১২৬৬)। পৃঃ ১১০-১১১।

শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা।

"কোথা হে করুণাময় ডাকি বারবার।
তুমি বিনা অধীনীর গতি নাহি আর।।
তোমার নিকটে নাথ করি হে প্রার্থনা।
পরিপূর্ণ কর মম মনের বাসনা।।"

১২৬৭ ফাল্গুন (১৮৬১)

প ২৩ (প্র ৩)	কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে	বামাসুন্দরী দেবী	সোমপ্রকাশ, ১৮৬১ (১৫ ফা ১২৬৭)। পৃঃ [ ]

সূত্র ঃ রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ৬-এর টীকা।

১২৬৯ ভাদ্র (১৮৬২)

প ২৪ (প্র ২)	ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬২ (ভা ১৭৮৪ শক/ ১২৬৯)। পৃঃ ৭২।

আলোচ্য প্রবন্ধ 'অন্তঃপুর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার' (পৃঃ ৬৮-৭৩) প্রবন্ধের অংশবিশেষ। কতিপয় ব্রাহ্মনারীর প্রার্থনার অবিকল প্রকাশ। নিরন্তর জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য অনুষ্ঠানের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ২৫ (প্র ২)	ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬২ (ভা ১৭৮৪ শক/১২৬৯)। পৃঃ ৭২-৭৩।

আলোচ্য প্রবন্ধ 'অন্তঃপুর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার' (পৃঃ ৬৮-৭৩) প্রবন্ধের অংশবিশেষ। কতিপয় ব্রাহ্মনারীর প্রার্থনার অবিকল প্রকাশ। ঈশ্বর প্রেমে পরিপূর্ণ থাকার প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ২৬ (ক)	ব্রহ্মস্তোত্র	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬২ (ভা ১৭৮৪ শক/ ১২৬৯)। পৃঃ ৭১।

ঈশ্বরস্তুতিমূলক কবিতাটি 'অন্তঃপুর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার' (পৃঃ ৬৮-৭৩) প্রবন্ধের অংশবিশেষ। কতিপয় ব্রাহ্মনারীর প্রার্থনার অবিকল প্রকাশ।

"কোথা ওহে দয়াময় করুণানিধান।
আর কেহ নাহি মম তোমার সমান।।
একবার ওহে নাথ করহ শ্রবণ।
অধিনী তোমার কাছে করিছে ক্রন্দন।।...।।"

প ২৭ (প্র ৩)	ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দুরাবস্থা মোচনের উপায় কী?	বামাসুন্দরী [বামাসুন্দরী দেবী]	সোমপ্রকাশ, ২৫শে আগস্ট, ১৮৬২ (১০ ভা ১২৬৯)। পৃঃ৪৯২-৪৯৩।

সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে জানা যায়, "আমরা আজি একখানি প্রেরিত পত্র পাঠকগণের গোচর করিতেছি, পাঠ করিলে আমাদিগের ন্যায় পাঠকগণও পরমপ্রীতি লাভ করিবেন। ইহা একজন বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের লিখিত।...ইহা যথার্থই কোমল কর হইতে বিনির্গত হইয়াছে। যিনি এই পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার স্বামী ও তাঁহার স্বামীর এক বন্ধু উভয়ে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহার স্বামীর বন্ধু ওই স্থানের বর্ণন করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। প্রস্তাবিত পত্রখানি তাহারই প্রত্যুত্তর।"

পত্রখানিতে পরাধীনা নারী গভীর দুঃখের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন "...আমরা এত পরাধীনা যে আশা যাহাকে বলে তাহাও করিতে পারি না,..."—আশাহীনা, দেশভ্রমণের আনন্দলাভে বঞ্চিতা, সর্বদা রসুইয়ের কাজে নিয়োজিতা ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দুরাবস্থার চিত্র পত্রখানিতে তুলে ধরা হয়েছে।

প ২৮ (প্র ২)	শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান আচার্য্য মহাশয় অন্তঃপুরমধ্যে উপাসনাকালীন পশ্চাল্লিখিত স্তোত্র পঠিত হয়।	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬২ (ভা ১৭৮৪ শক/ ১২৬৯। পৃঃ ৭১-৭২।

আলোচ্য প্রবন্ধ 'অন্তঃপুর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার' (পৃ ৬৮-৭৩) প্রবন্ধের অংশবিশেষ। কতিপয় ব্রাহ্মনারীর প্রার্থনার অবিকল প্রকাশ। জগদীশ্বরের মঙ্গলছায়ায় আশ্রয়প্রাপ্তির প্রার্থনা।

১২৭০ বৈশাখ (১৮৬৩)

প ২৯	মাতার চতুর্থ	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬৩ (ভা ১৭৮৫

(প্র ২)	শ্রাদ্ধে কন্যার প্রার্থনা		শক/ ১২৭০)। পৃঃ ১৪-১৫।

পরমেশ্বরের কাছে গর্ভধারিণী মা ও জগতের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা।

১২৭০ অগ্রহায়ণ (১৮৬৩)

প ৩০ (ক)	ঈশ্বর বিরহে শোকাতুরা নারীর খেদ	অ-	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬৩ (অ ১৭৮৫ শক/ ১২৭০)। পৃঃ ১৫২-১৫৩।

পাপযুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা—

"নিজ করে জাগরিলে এহেন জগৎ।
এই যে আছিলা সবে অচেতন-নিদ্রা,
জননীর ক্রোড়ে নয়ন খুলিয়া দেখে
রক্তরাগে প্রাচী দিল অনল সময়।..."

প ৩১ (ক)	একাদশী দিবসে বিধবা কন্যার মাতার খেদ	অনামা	সোমপ্রকাশ, ১৮৬৩ (অ ১২৭০)। পৃঃ ৫।

সমাজিক কুসংস্কারে জর্জরিতা বঙ্গবিধবার দুঃখে লিখিত।

"কেমনে হেরিব আমি এ চাঁদ বদন।
শুকায়ে হয়েছে যেন কালীর বরণ।।
অবলা বধিতে হেন সংহার তামসী।
কে সৃজিল বল এই পাপ একাদশী।।..."

প ৩১ (ক)	পদ্য	অনামা	সংবাদ প্রভাকর। ১৮ই ন, ১৮৬৩ (৩ অ ১২৭০)। পৃঃ ৪

"আমরা এই কুল কামিনীর বিরচিত পদ্যটি সাদরে অবিকল উপরিভাগে প্রকাশ করিলাম।" —পাদটীকা। ঈশ্বরের দর্শনপ্রার্থী কোন ভক্তনারীর প্রার্থনা।

"কোথা হে ভবের পতি জনক আমার।
তনয়া তোমার আমি অতি দুরাচার।।..."

প ৩৩ (প্র ২)	ব্রাহ্মিকার স্তোত্র (প্রেরিত পত্র)	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬৩ (অ ১৭৮৫ শক/ ১২৭০)। পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

ঈশ্বরের কাজে নিয়োজিত হতে ও হৃদয়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের জন্য কোন অনাথিনীর প্রার্থনা।

প ৩৪ (প্র ২)	স্তোত্র	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৬৩ (অ ১২৭০)। পৃঃ ৫১-৫২।

ঈশ্বরের নিকট নারীর মর্মবেদনার প্রকাশ।

১২৭০ মাঘ (১৮৬৪)

প ৩৫ (ক)	ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা	(শ্রীমতী) রমাসুন্দরী, কোন্নগর [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর]	বামাবোধিনী, ১৮৬৪ (মা ১২৭০)। পৃঃ ৭৬।

প ১২২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরের নিকট পরাধীনা নারীর প্রার্থনা।

"কোথা ওহে জগদীশ, জগত জীবন।
কৃপা করি কর মম, পাপবিমোচন।।
অধর্ম্মের পথ হতে, কর মোরে ত্রাণ।
পরাধীনা নারী আমি, নাহি কিছু জ্ঞান।।..."

১২৭০ ফাল্গুন (১৮৬৪)

প ৩৬ (ক)	কাশী দর্শন	(শ্রীমতী) রমাসুন্দরী, কোণনগর [রমাসুন্দরী ঘোষ, কান্নগর]	বামাবোধিনী, ১৮৬৪ (ফা ১২৭০)। পৃঃ ৮৮।

কাশী ভ্রমণ বর্ণনা।

"বৃহস্পতিবারে যবে, যাইনু কাশীতে।
প্রথম আনন্দ মোর, হইল হৃদিতে।।
মনে করিলাম বুঝি, ভাল এ নগর।
যার নাম হয় ওহে, খ্যাত চরাচর।।..."

প ৩৭ (প্র ১০)	[পত্র]	(শ্রী) ঠাকুরাণী দাসী দেব্যা [ঠাকুরাণী দাসী]	সংবাদ প্রভাকর, ১২ই ফে, ১৮৬৩। [sic] (১ ফা ১২৭০)। পৃঃ ৯।

মান্যবর সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে কোন প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং প্রিয়তমা সহোদরা প্রেরিত দেশাচার বিষয়ক পদ্য প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প ৩৮ (ক)	পয়ার	(শ্রী) থাকমণি দেব্যা [থাকমণি দাসী]	সংবাদ প্রভাকর, ১২ই ফে, ১৮৬৩। [sic] (১ ফা ১২৭০)। পৃঃ ৯-১০।

"থাকমণি দেবী দেশাচারকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা পক্ষে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কেবল যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে এমত নহে। তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।"

"ধন্য ধন্য ধন্য তোরে ওরে দেশাচার।
তোমার চরণে মম শত নমস্কার।।
***
দাসত্ব শৃঙ্খলে সবে করিয়া বন্ধন।

প্রবল প্রতাপে ধরা করিছ শাসন।।..."

১২৭০ চৈত্র (১৮৬৪)

প ৩৯ (প্র ২)	ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা	(শ্রী) সরস্বতী সেন, খাঁটুরা	বামাবোধিনী, ১৮৬৪ (চৈ ১২৭০)। পৃ ঃ ৯৭-৯৮।

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের জন্য ও দুঃখিনীর হৃদয়ে তাঁকে সর্বদা বিরাজ থাকার প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

১২৭১ আষাঢ় (১৮৬৪)

প ৪০ (ক)	ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা	শ্রীমতী ***, মেদিনীপুর	বামাবোধিনী, ১৮৬৪ (আ ১২৭১)। পৃ ঃ ১৫০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"কোথা হে করুণাময় জগতের সার।
কাতরা কিঙ্করী ডাকে হের একবার।।
সংসার সাগরে পাড়ি না দেখি নিস্তার।
অন্তরে ভরসা করি চরণ তোমার।।..."

১২৭১ আশ্বিন (১৮৬৪)

প ৪১ (ক)	ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা	(শ্রীমতী) কমনীয়াকান্তা	বামাবোধিনী, ১৮৬৪ (আশ্বিন ১২৭১)। পৃঃ ১৯৭-১৯৮।

ঈশ্বরভক্তি ও নারীর মর্মবেদনা।

"জগদীশ সর্ব্বাশ্রয় করুণা নিধান।
বিশ্বরূপে আছ তুমি বিশ্বের বিধান।।
জগতের পতি মোরে হও হে সদয়
চিরদিন তব পদে মতি যেন রয়।।..."

১২৭১ কার্ত্তিক (১৮৬৪)

প ৪২ (ক)	পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা	(শ্রীমতী) উপেন্দ্রমোহিনী, কলিকাতা, ঠনঠনিয়া	বামাবোধিনী, ১৮৬৪ (কা ১২৭১)। পৃঃ ২১৩-২১৪।

ঈশ্বরভক্তি ও নারীর মর্মবেদনা।

"জয় জয় জগদীশ জগৎ আঁধার।
কৃপা করি কর মম জ্ঞানের সঞ্চার।।
দেবের দেবতা তুমি অনন্ত অপার।
আহা! কিবা চমৎকার মহিমা তোমার।।..."

১২৭১ অগ্রহায়ণ (১৮৬৪)

প ৪৩ (ক-চ)	[আখ্যাহীন]	(শ্রীমতী) মধুমতী গঙ্গো. সাং রাড়িপাড়া [মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়]	বামাবোধিনী, ১৮৬৪ (অ ১২৭১)। পৃঃ ২২৯

লেখিকা নাম প ৪৬ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। বিদ্যার্জনে ব্রতী হবার জন্য বঙ্গদেশবাসিনী ভগ্নিগণকে সম্বোধন করে লেখা।

১২৭১ পৌষ (১৮৬৫)

প ৪৪ (ক)	বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণের প্রার্থনা (স্বদেশীয় ভগ্নীদের প্রতি সম্বোধন)	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (পৌ ১২৭১)। পৃঃ ১৪০-১৪১।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"মোরা সবে দীনভাবে যতবালা গণে,
করি নাথ প্রণিপত তোমার চরণে।
মোরা সব পশুমত অতীব অজ্ঞান,
পরাধীনা জ্ঞানহীনা অন্ধের সমান।..."

১২৭১ মাঘ (১৮৬৫)

প ৪৫ (ক)	প্রার্থনা	(শ্রীমতী) ক্ষীরোদা মিত্র কলিকাতা, নিমতলা	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (মা ১২৭১)। পৃঃ ২৬০-২৬১।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"পাপেতে পতিত হয়ে কাহারে জানাই
তোমা বিনা ওহে নাথ গতি আর নাই।
জন্মবধি যত পাপ করিয়াছি আমি,
অজ্ঞাত নাহিক কিছু ওহে অন্তর্যামি।...।"

প ৪৬ (ক)	[আখ্যাহীন]	(শ্রীমতী) মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, সাং রাড়িপাড়া	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (মা ১২৭১) পৃঃ ১৬১।

ঈশ্বরের কাছে কোন অবলা নারীর প্রার্থনা।

"কোথা ওহে করুণাময় জগতের পতি,
তোমা বিনা অবলার আর নাহি গতি।
তুমি যদি কর কৃপা অধিনীর প্রতি,
তা হলে হইতে পারে এ দিনার গতি।...।"

১২৭১ ফাল্গুন (১৮৬৫)

প ৪৭ (ক-চ)	প্রার্থনা	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬৫ (ফা ১২৮৬ শক/ ১২৭১)। পৃঃ ১৮৩।

"স্ত্রীলোকের রচিত"—সম্পাদক।

প ৪৮ (প্র ১০)	[পত্র]	(শ্রীমতী) বিবি তাহেরণলেছা, ১ম শ্রেণীর ছাত্রী, বোদা বালিকা বিদ্যালয়।	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (ফা ১২৭১)। পৃঃ ২৭৫-২৭৭।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক পত্র।

১২৭১ ফাল্গুন (১৮৬৫)

প ৪৯ (ক)	স্তোত্র	(শ্রীমতী) ক্ষীরদা দাসী, নিমতলা [ক্ষীরোদা মিত্র]	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (ফা ১২৭১)। পৃঃ ২৭৭-২৭৮।

লেখিকা নাম **প**৪৫ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"বার বার ধন্যবাদ করিহে তোমায়।
তোমার সৃজন হেরে নয়ণ জুড়ায়।।
এই পৃথিবীর কিবা শোভা মনোহর।
হেরিলে শশিরে হয় প্রফুল্ল অন্তর।।..."

১২৭১ চৈত্র (১৮৬৫)

প ৫০ (ক)	প্রার্থনা	(শ্রীমতী) ক্ষীরদা মিত্র [ক্ষীরোদা মিত্র]	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (চৈ ১২৭১)। পৃঃ ২৮৮-২৮৯।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক। বৈষ্ণব পদাবলীর লঘু-গুরু ছন্দে রচিত।

"ওহে বিশ্বনাথ, করি প্রণিপাত,
তোমার চরণে আমি।
তুমি বিনা আর, কে আছে আমার,
তুমি জগতের স্বামী।।..."

১২৭২ বৈশাখ (১৮৬৫)

প ৫১ (ক)	বিদ্যাই পৃথিবীর সার	(শ্রীমতী) উপেন্দ্রমোহিনী, কলিকাতা, ঠনঠনিয়া	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (বৈ ১২৭২)। পৃঃ ১৮-১৯।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক।

"বিদ্যার সমান ভাই বন্ধু নাই আর।
অসার সংসারে সুধু বিদ্যাধন সার।।
এইসব টাকাকড়ি চোরে লুটে লয়।

বিদ্যাধন দিবানিশি হৃদয়েতে রয়।..."

প ৫২ (প্র ২) স্তোত্র — শ্রীমতী ***, কলিকাতা কলুটোলা — বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (বৈ ১২৭২)। পৃঃ ১৯-২০।

জ্ঞানধর্মে পরিপূর্ণ হবার ও পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার প্রার্থনা।

১২৭২ জ্যেষ্ঠ (১৮৬৫)

প ৫৩ (ক) ঈশ্বরের মহিমা — (শ্রীমতী) জয়কালী, কৃষ্ণনগর — বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (জ্যৈ ১২৭২) । পৃঃ ৩৯।

ঈশ্বরের মহিমা ও নারীর মর্মবেদনা। "...সম্পাদক মহাশয়! আমার এই প্রথম লেখা অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকাপ্রান্তে স্থানদানে বাধিত করিবেন।"

"নিশীথ সময় ক্রমে সময় পাইয়া,
নিশানাথ সঙ্গিসহ উদিত আসিয়া
কিবা শোভা হইয়াছে গগন উপরে,
নক্ষত্র বেষ্টিত তথা শশধরে।..."

১২৭২ জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৫)

প ৫৪ (প্র ১০) [পত্র] — (শ্রী) সৌদামিনী দেব্যাঃ, বাকরগঞ্জ — বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (জ্যৈ ১২৭২) । পৃঃ ৪০।

"সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু"-লেখা পত্রটিতে দেশাচার স্ত্রীশিক্ষার কতখানি অন্তরায় তা তুলে ধরা হয়েছে।

১২৭২ আষাঢ় (১৮৬৫)

প ৫৫ (প্র ১০) [পত্র] — (শ্রী) যোগমায়া দেবী, হাবড়া — বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (আ ১২৭২) । পৃঃ ৫৯-৬০।

'বামাবোধিনী' সম্পাদক মহাশয়কে উদ্দেশ্য করে লেখা। পত্রটিতে মন, বিবেক, বুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

১২৭২ শ্রাবণ (১৮৬৫)

প ৫৬ (প্র ৩) এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে, ও তাহা না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে? — (শ্রীমতী) রমাসুন্দরী [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর] — বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (শ্রা ১২৭২) । পৃঃ ৭০-৭৩।

প ১২২ থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে। নারীবাদী ভাবনা প্রসূত প্রবন্ধটিতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

১২৭২ শ্রাবণ (১৮৬৫)

প ৫৭ (প্র ৩)	এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে, ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে?	(শ্রীমতী) শৈলজাকুমারী দেব্যাঃ, বর্দ্ধমানাধিরাজ বাহাদুরের বাঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়, ছোটদেউড়ী।	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (শ্রা ১২৭২)। পৃঃ ৬৮-৭০।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ।

১২৭২ ভাদ্র (১৮৬৫)

(প ৫৮.১) (ক)	শিল্পবিদ্যা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) রমাসুন্দরী, কোণনগর [রমাসুন্দরী ঘোষ কোন্নগর]	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (ভা ১২৭২)। পৃঃ ৯৪-৯৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ১ম কিস্তি। শিল্পবিদ্যার উপকারিতা। পয়ার ছন্দে রচিত।

"শিল্পবিদ্যা উপকারী হয় অতিশয়,
ইহাতে সবার মন, শান্ত হোয়ে রয়।
অবকাশ কালে মন, কতদিকে ধায়
চঞ্চল করয়ে তাহে, নানা কুচিন্তায়।...।"

প ৫৯ (ক)*	[আখ্যাহীন]	দত্তপুকুরস্থ কোন ভদ্রকুলবালা, শকাব্দ, ১৮৮৭, ১৯ আষাঢ়	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (ভা ১২৭২) । পৃঃ ১০০।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক।

"এ কি সুমঙ্গল শুনি মহোদয়গণ,
হর্ষে লোমাঞ্চিত তনু পুলকিত মন।
প্রমোদ লহরী হৃদে বহে অনিবার;
ভাবি অবলার দুখ না রহিবে আর।...।"

১২৭২ আশ্বিন (১৮৬৫)

প ৬০ (প্র ৩)	এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে, ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে?	(শ্রীমতী) মধুমতী মুখোপাধ্যায়, শালিগ্রাম	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (আশ্বিন ১২৭২)। পৃঃ ২১৯-২২০।

স্ত্রীশিক্ষা ও বিদ্যার্জন বিষয়ে নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ।

প ৬১ (প্র ৭)	প্রদর্শন	(শ্রীমতী) শৈলজাকুমারী [শৈলজাকুমারী দেব্যাঃ]	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (আশ্বিন ১২৭২)। পৃঃ ২১৮-২১৯।

প৫৭ থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে। শিল্পকার্যের উন্নতিসাধক ও হিতকারী প্রদর্শন (Exhibition)-এর উপকারিতা বিষয়ক।

(প ৫৮.২) (ক)	শিল্পবিদ্যা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) রমাসুন্দরী, কোণনগর [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগড়]	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (আশ্বিন ১২৭২)। পৃঃ ২১৪-২১৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৭২ কার্ত্তিক (১৮৬৫)

প ৬২ (প্র ১)	আশাবৃত্তি	(শ্রীমতী) শৈলজাকুমারী দেব্যা, [শৈলজাকুমারী দেব্যাঃ]	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (কা ১২৭২)। পৃঃ ১৩৯-১৪০।

ভাবাত্মক প্রবন্ধ।

১২৭২ অগ্রহায়ণ, ১৮৬৫

প ৬৩ (ক)	[আখ্যাহীন]	(শ্রীমতী) করুণাময়ী দেবী, বর্দ্ধমান	বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (অ ১২৭২)। পৃঃ ১৬০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"করি নিবেদন, ওহে নিরঞ্জন,
তোমা বিনা নাহি গতি।
ভূচর খেচর, আর চরাচর,
তুমি হে ত্রিলোক পতি।।...।।"

প ৬৪ (প্র ১) লজ্জা (শ্রীমতী) মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, সাং রাড়িপাড়া বামাবোধিনী, ১৮৬৫ (অ ১২৭২)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

নীতিমূলক প্রবন্ধ।

১২৭২ পৌষ (১৮৬৬)

প ৬৫ (প্র ১০) [পত্র] (শ্রী) সৌদামিনী দেব্যা। [সৌদামিনী দেব্যাঃ, বাকরগঞ্জ] বামাবোদিনী, ১৮৬৬ (পৌ ১২৭২)। পৃঃ ১৮০।

প৫৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। "...বামাবোধিনীর সম্পাদক মান্যবরেষু"-র উদ্দেশ্যে লেখা পত্রটিতে পরমেশ্বরের কৃপালাভে জীবন চরিতার্থতার প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

১২৭২ মাঘ (১৮৬৬)

(প ৬৬.১) (প্র ২) ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা [স্বর্ণলতা ঘোষ] বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (মা ১২৭২)। পৃঃ ১৯৯।

লেখিকা নাম প৮৩ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রতিবেদন। ১ম কিস্তি। ৫ কিস্তিতে সমাপ্ত। ২য় কিস্তিতে স্থাননাম 'কলিকাতা' উল্লিখিত হয়েছে। বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাশয়কে উদ্দেশ্য করে লেখা।

১২৭২ ফাল্গুন (১৮৬৬)

প ৬৭ (ক) বঙ্গবাসী ভগ্নীদিগের প্রতি উপদেশ (শ্রীমতী) বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কৃষ্ণনগর বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (ফা ১২৭২)। পৃঃ ২১৭-২১৮।

বঙ্গীয় ভগ্নীগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষের আহ্বান ধ্বনিত হয়ছে।

"নিদ্রাভাঙ্গ বামাগণ, হও সচেতন,
দেখ সব করে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন।
বামাদের বোধনেত্র করিতে বিস্তার,
বামাহিতৈষীরা চেষ্টা করেন অপার।..."

(প ৬৬.২) (প্র ২) ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা, কলিকাতা [স্বর্ণলতা ঘোষ] বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (ফা ১২৭২)। পৃঃ ২১৮-২২০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রতিবেদন। ২য় কিস্তি।

১২৭২ চৈত্র (১৮৬৬)

প ৬৮ (ক) দয়া — শ্রীমতী *** — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (চৈ ১২৭২) । পৃঃ ২৩৮।

জ্ঞান, দয়া প্রভৃতি মহৎ গুণের বিকাশ সাধনের উপদেশ।

"দয়াশীল ব্যবহার, হয় যে প্রকার,
বলিতে বাসনা করে সতত আমার।
দয়ার সুযোগ্য পাত্র, এই কয়জন,
দরিদ্র্য, শোকার্ত, পাপী অজ্ঞগণ,...।"

১২৭৩ বৈশাখ (১৮৬৬)

(প ৬৬.৩) (প্র ২) ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা [স্বর্ণলতা ঘোষ] — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (বৈ ১২৭৩) । পৃঃ ২৬৩-২৬৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রতিবেদন। ৩য় কিস্তি।

১২৭৩ জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৬)

(প ৬৬.৪) (প্র ২) ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা [স্বর্ণলতা ঘোষ] — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (জ্যৈ ১২৭৩) । পৃঃ ২৮৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রতিবেদন। ৪র্থ কিস্তি।

প ৬৯ (ক) মনের প্রতি উক্তি — (শ্রীমতী) সুমতি, সাং চুয়াডাঙ্গা — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (জ্যৈ ১২৭৩) । পৃঃ২৮৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"অপার সাগর পার,
কেমনে হইব পার,
না ভাবিলে একবার,
আছ অচেতন রে।..."

১২৭৩ আষাঢ় (১৮৬৬)

প ৬৬.৫ (প্র ২) ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ — (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা [স্বর্ণলতা ঘোষ] — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (আ ১২৭৩) । পৃঃ ৩০৩-৩০৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রতিবেদন। ৫ম ও শেষ কিস্তি।

১২৭৩ শ্রাবণ (১৮৬৬)

প ৭০ (প্র ৩) মাতৃবিয়োগে কন্যার প্রার্থনা — (কুমারী) রাজলক্ষ্মী মৈত্র, রামকৃষ্ণপুর — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (শ্রা ১২৭৩) । পৃঃ ৩২৩।

পরম করুণাময়ের কাছে মাতার আত্মার শান্তি প্রার্থনা।

১২৭৩ ভাদ্র (১৮৬৬)

প ৭১ (ক) দূষিত দেশাচারের নিমিত্ত বিলাপ — (শ্রীমতী) ক্ষীরদা মিত্র, সাং কলিকাতা, নিমতলা [ক্ষীরোদা মিত্র] — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (ভা ১২৭৩)। পৃঃ ৩৪২।

প ৪৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। কৌলিন্যপ্রথা, অজ্ঞানতা, বৈধব্য আচার ও নানা সামাজিক কুসংস্কারের জন্য দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে।

"ওহে পিতা জ্ঞান দাতা অনাথেব নাথ
অভাগা নারীর প্রতি কর দৃষ্টিপাত।
তোমা বই দুঃখ আর জানাই কাহারে
তোমার সমান বন্ধু কে আছে সংসারে।..."

প ৭২ (প্র ৩) [আখ্যাহীন] — যোগমায়া গোস্বামী, অন্তঃপুর শিক্ষার ২য় বর্ষীয়া ছাত্রী — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (ভা ১২৭৩)। পৃঃ ৩৪১-৩৪২।

স্ত্রী-পুরষের সম্পর্ক। প্রশ্নাকারে রচনা।

১২৭৩ আশ্বিন (১৮৬৬)

(প ৭৩.১) (প্র ৩) বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে? [ক্রমশঃ] — শ্রীমতী *** — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (আশ্বিন ১২৭৩)। পৃঃ ৩৬১-৩৬৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

১২৭৩ কার্ত্তিক (১৮৬৬)

প ৭৪ (প্র ২) একজন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি — অনামা — তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬৬ (কা ১৭৮৮ শক/ ১২৭৩)। পৃঃ ১৫৬-১৫৭।

"কোন্নগর হইতে প্রাপ্ত"। ঈশ্বর ভক্তিমূলক প্রবন্ধ।

(প ৭৩.২) (প্র ৩) বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে? [ক্রমশঃ] — শ্রীমতী ***, মোজাফারপুর [শ্রীমতী ***] — বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (কা ১২৭৩)। পৃঃ ৩৮০-৩৮৪।

প ৭৩.১ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক রচনা। ২য় কিস্তি।

১২৭৩ অগ্রহায়ণ (১৮৬৬)

প ৭৫ (ক) পাপ হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা (শ্রীমতী) নিত্যকালী ঘোষ, কলিকাতা বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (অ ১২৭৩) । পৃঃ ৪০৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"কোথা ওহে দীননাথ জীবন আধার,
করুণা করিয়া মোরে হের একবার।
পাপেতে জড়িত মন হয়েছে আমার,
কেমনে নিকটে বল যাইব তোমার।...।"

প ৭৬ (ক) প্রাতঃকাল (কুমারী) রাধারানী লাহিড়ী, কলিকাতা বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (অ ১২৭৩)। পৃঃ ৪০৪।

প্রভাতকালের বর্ণনা।

"সুশীতল উষাকাল অতি শোভাময়
দেখিলে মনেতে কত আনন্দ উদয়।
মন্দ মন্দ বহিতেছে শীতল পবন,
প্রফুল্ল অন্তরে উঠে জীবজন্তুগণ।"

(প ৭৩.৩) (প্র ৩) বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে? [ক্রমশঃ] 'শ্রীমতী *** বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (অ ১২৭৩) । পৃঃ ৪০২-৪০৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ৭৭ (প্র ৩) ব্রাহ্মিকাগণ কর্তৃক মিস মেরী কার্পেন্টারের অভ্যর্থনা ব্রাহ্মিকাগণ বামাবোধিনী, ১৮৬৬ (অ ১২৭৩) । পৃঃ ৩৮৮-৩৯২।

প্রশস্তি-সূচক রচনা।

১২৭৩ পৌষ (১৮৬৭)

প ৭৮ (প্র ২) [আখ্যাহীন] (শ্রী) রাজলক্ষ্মী সেন বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (পৌ ১২৭৩) । পৃঃ ৪২১-৪২৪।

আলোচনামূলক প্রবন্ধ। ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশাবলী ও সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য বিষয়ক আলোচনা।

১২৭৩ মাঘ (১৮৬৭)

প ৭৯ (প্র ১) — পবিত্রতা রক্ষার সাদুপায় কি? — যোগমায়া গোস্বামী — বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (মা ১২৭৩) । পৃঃ ৪৪৪।
নীতিমূলক প্রবন্ধ।

১২৭৩ ফাল্গুন (১৮৬৭)

প ৮০ (প্র ২) — ঈশ্বরের করুণা — (শ্রী মুক্তকেশী গুপ্ত, সেরপুর — বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (ফা ১২৭৩) । পৃঃ ৪৬৪।
ধর্মীয় আলোচনা।

প ৮১ (প্র ২) — দয়া পরম গুণ — (শ্রী) স্বর্ণময়ী চৌধুরানী, সেরপুর — বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (ফা ১২৭৩) । পৃঃ ৪৬৩-৪৬৪।
ভাবাত্মক প্রবন্ধ।

প ৮২ (প্র ১০) — [পত্র] — শ্রীমতি— — নবপ্রবন্ধ, ১৮৬৭ (ফা ১২৭৩)। ২২১-২২৪।
পূজ্যবর শ্রীযুক্ত 'নবপ্রবন্ধ' সম্পাদক মহাশয়-এর উদ্দেশ্যে লেখা পত্রটিতে বিধবা নারীর দুর্দশা, দেশাচার, বৈধব্য যন্ত্রনার দুঃখ ফুটে উঠেছে।

প ৮৩ (প্র ২) — ভগলপুরস্থ ব্রাহ্মিকা সমাজে ১১মাসের উৎসব — (শ্রী) স্বর্ণলতা ঘোষ — বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (ফা ১২৭৩)। পৃঃ ৪৬০-৪৬২।
ধর্মীয় উৎসবের আলোচনা ও বর্ণনা।

১২৭৪ বৈশাখ (১৮৬৭)

প ৮৪ (ক-চ) — বিদ্যাব্যতীত স্ত্রীলোকের মন কি প্রকার — বর্দ্ধমানস্থ কোন ভদ্রকুলবালা — বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (বৈ ১২৭৪)। পৃঃ ৫০৫-৫০৬।
চম্পূরচনা।

১২৭৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৭)

প ৮৫ (প্র ২) — একজন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি — অনামা — তত্ত্ববোধিনী, ১৮৬৭ (জ্যৈ ১৭৮৯ শক/ ১২৭৪)। পৃঃ ৪১-৪২।
মানবাত্মার উন্নতি সাধন বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ৮৬ (প্র ২) — কলিকাতা ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ — (শ্রী) স্বর্ণলতা ঘোষ — বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (জ্যৈ ১২৭৪) । পৃঃ ৫২১-৫২৪।

ব্রাহ্মধর্মের উপদেশাবলী।

প ৮৭ (ক)	দেশাচার	বারাসতস্থ কোন ভদ্রকুলবালা	বামাবোধিনী,১৮৬৭ (জ্যৈ১২৭৪) । পৃঃ ৪২৪-৪২৬।

সামাজিক কুসংস্কার বিষয়ক।

"জগদীশ করেছেন জগত সৃজন
যত কিছু বস্তু সব সুখের কারণ।
সুখময় যিনি তাঁর কার্য্য সুখময়,
সুখের বিষয়ে কভু দুঃখ নাহি রয়।..."

১২৭৪ আষাঢ় (১৮৬৭)

প ৮৮ (ক-চ)	[আখ্যাহীন]	বর্দ্ধমানস্থ ভদ্রকুলবালা	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (আ ১২৭৪) । পৃঃ ৫৪৪-৫৪৫।

"পরম পিতার নিকট প্রার্থনা"।

প ৮৯ (ক)	জানকীর দুঃখবর্ণন	(শ্রীমতী) উপেন্দ্রমোহিনী, সাং ঠনঠনিয়া	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (আ ১২৭৪) । পৃঃ ৫৪৬।

"এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত"।

"পুরুষের তুল্য শঠ নাহি ধরাতলে।
কত দুঃখ দেয় তারা রমণীকে ছলে।।
আহা মরি কত দুঃখ পায় নারীচয়।
বর্ণিতে স্বজাতি দুঃখ, হৃদি বিদরয়।।..."

প ৯০ (ক)	স্তোত্র	শ্রীমতী ***	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (আ ১২৭৪) । পৃঃ ৫৬৬।

"নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পদ্য আমার এক পরম স্নেহাস্পদ বন্ধুর জননী কর্ত্তৃক রচিত। এই তাঁহার প্রথম হস্তক্ষেপ।—শ্রী, অ, ম, বসু।"

"কোথা রৈলে দীননাথ ওহে দয়াময়।
হের দুঃখিনীর দুঃখ হইয়া সদয়।।
করুণা সাগর পিতা করুণানিধান।
এ দুঃখ সাগর হতে কর পরিত্রাণ।।..."

১২৭৪ শ্রাবণ (১৮৬৭)

প ৯১ (ক-চ)	প্রিয় বাক্য কি মধুর	(শ্রীমতী) লক্ষ্মীমণি, বর্দ্ধমান [লক্ষ্মীমণি দেবী, বর্দ্ধমান]	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (শ্রা ১২৭৪) পৃঃ ৫৬৪-৫৬৫।

প ১০৩ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। গদ্যে-পদ্যে প্রিয়বাক্যের সুফলতা বিষয়ক।

প ৯২ (প্র ৩)	বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক।	(শ্রীমতী) গোলাপ-মোহিনী দাসী, নির্বাধই বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (শ্রা ১২৭৪)। পৃঃ ৫৬৩।

বিদ্যা ও ধর্মের সমন্বয়বিষয়ক।

১২৭৪ ভাদ্র (১৮৬৭)

প ৯৩ (প্র ১০)	[পত্র]	(শ্রী) কুমুদিনী দেবী, সপ্তগ্রাম। জেলা ঃ হুগলি	নবপ্রবন্ধ, ১৮৬৭ (ভা ১২৭৪)। পৃঃ ১৫৬-১৬০।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত নবপ্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু" লেখা প্রবন্ধে সামাজিক কুসংস্কারের শিকার কোন অগ্নিদগ্ধা কন্যার দুঃখের কথা বর্ণিত হয়েছে।

প ৯৪ (প্র ৩)	স্ত্রীশিক্ষা	(শ্রীমতী) কামিনী দত্ত, খৈপাড়া	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (ভা ১২৭৪)। পৃঃ ৫৮৩-৫৯০।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে নারীবাদী ভাবনার প্রতিফলন।

১২৭৪ আশ্বিন (১৮৬৭)

(প ৯৫.১) (উ)	মনোত্তমা	অনামা [হিন্দুকুল-কামিনী]	নবপ্রবন্ধ, ১৮৬৭ (আশ্বিন ১২৭৪)। পৃঃ ১৮৫-১৯২।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ২০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

প ৯৬ (ক-চ)	স্ত্রী স্বামী কি পদার্থ	শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি বর্দ্ধমান [লক্ষ্মীমণি দেবী, বর্দ্ধমান]	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (আশ্বিন ১২৭৪)। পৃঃ ৬০৪-৬০৬

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ক চম্পূ-রচনা।

১২৭৪ কার্ত্তিক (১৮৬৭)

প ৯৭ (প্র ২)	প্রার্থনা	(শ্রীমতী) সারদা, মোজাফর্‌পুর	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (কা ১২৭৪)। পৃঃ ৬২৫-৬২৬।

ভক্তিমূলক প্রবন্ধ।

১২৭৪ অগ্রহায়ণ (১৮৬৭)

প ৯৮ (ক)	১২৭৪ সাল ১৬ই কার্ত্তিকের ঝড় বর্ণন	দোরোর উত্তরপল্লী নিবাসিনী কোন মহিলা	বামাবোধিনী, ১৮৬৭ (অ ১২৭৪)। পৃঃ ৬৪৪-৬৪৬।

"পূর্বে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত ১৬ই কার্ত্তিকের ঝড় বর্ণন।"

"যে কাল প্রদোষ আসি করিল প্রবেশ।

ভাবিলে থাকে না মনে জীবনাশা লেশ।।
ধরিয়া পবনদেব সংহার মূরতি।
বহিল প্রবল বেগে ভয়ানক অতি।।..."

(প ৯৫.২) (উ) মনোত্তমা অনামা [হিন্দুকুল-কামিনী] নবপ্রবন্ধ, ১৮৬৭ (অ ১২৭৪)। পৃঃ ২৪৯-২৫৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

১২৭৪ পৌষ (১৮৬৮)

প ৯৯ (ক) ধন অনামা বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (অ ১২৭৪) । পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫।

ধনের অনিত্যতা ও অপকারিতা বিষয়ক।

"কেন মন অকারণ কর ধন ধন।
জান না যে সঙ্গে নাহি যাবে সেই ধন।।
ভয়ঙ্কর মৃত্যু আসি গ্রাসিবে যখন।
কোথা রবে অট্টালিকা কোথা রবে ধন।।..."

প ১০০ (ক-চ) বিদ্যা (শ্রীমতী) লক্ষ্মীমণি, বর্দ্ধমান [লক্ষ্মীমণি দেবী, বর্দ্ধমান] বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (পৌ ১২৭৪)। পৃঃ ৬৬৫-৬৬৬।

বিদ্যার উপকারিতা।

(প ৯৫.৩) (উ) মনোত্তমা অনামা [হিন্দুকুলকামিনী] নবপ্রবন্ধ, ১৮৬৮ (পৌ ১২৭৪)। পৃঃ ২৭৩-২৮৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

১২৭৪ মাঘ (১৮৬৮)

প ১০১ (ক) [আখ্যাহীন] অনামা হিতসাধক, ১৮৬৮ (মা ১২৭৪)। পৃঃ ২০-২৩।

"নিম্নলিখিত এই পদ্যটী জনৈক পরমাত্মীয় মহিলার রচনা। রচয়িত্রীকে আমরা বিশেষরূপে জানি, এবং ইহা যে তাহারই রচনা, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। পূর্ব্বে ইহা 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছিল।" ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"নিরাকার নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন।
চিন্তাতীত চিৎস্বরূপজগৎ কারণ।।
ইচ্ছায় করেছ এই জগৎ সৃজন।
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা কে জানে কেমন।।..."

প ১০২ (ক) [আখ্যাহীন] অনামা হিতসাধক, ১৮৬৮ (মা ১২৭৪)। পৃঃ ২৪।

"বগ্নানের নিকট চন্দ্রপুর হইতে জনৈক ভদ্রকুলোদ্ভবা মহিলার রচনা বলিয়া এই পদ্যটি প্রাপ্ত হইয়া 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ করা গিয়াছিল, মহিলার রচনা কিনা আমরা নিশ্চয় জানি না।" ধন্যবাদার্হ বা শ্রেষ্ঠ মানবের সংজ্ঞা।

"ধন্য রাজা যদি প্রজা গুণগাণ করে।
ধন্য নারী পতিব্রতা সতী হলে পরে।।
ধন্য পতি যদি ভার্য্যা হয় গুণবতী।
ধন্য ভার্য্যা যদি পায় জ্ঞানবান পতী।।..."

(প ৯৫.৪) মনোত্তমা অনামা [হিন্দুকুল-কামিনী] নবপ্রবন্ধ, ১৮৬৮ (মা ১২৭৪)।
(উ) ৩৪৫-৩৫২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সমাজিক উপন্যাস ৪র্থ ও শেষ কিস্তি। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'মনোত্তমা দুঃখিনী-সতী-চরিত, প্রথম খন্ড' আখ্যায় গ্রন্থকারে প্রকাশিত।

প ১০৩ হিংসা দুর্জয় রিপু (শ্রীমতী) লক্ষ্মীমণি দেবী সাং কলিকাতা [লক্ষ্মীমণি দেবী, বর্দ্ধমান] বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (মা ১২৭৪)
(ক-চ) । পৃঃ ৬৮৫-৬৮৬।

চম্পূরচনায় ব্যক্ত হয়েছে "হিংস্রক করিয়া দূর পৃথ্বী মুক্ত কর।..."'

১২৭৪ ফাল্গুন (১৮৬৮)

প ১০৪ প্রার্থনা (শ্রীমতি) কামিনী দত্ত, মোজাফরপুর বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (ফা ১২৭৪)
(প্র ২) । পৃঃ ৭০৫-৭০৬।

" 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।" ভক্তিমূলক প্রবন্ধ।

(প ১০৫.১) বিদ্যাশিক্ষা অনামা বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (ফা ১২৭৪)
(ক) [ক্রমশঃ] । পৃঃ ৬৯৩-৬৯৯।

"কামিনী, বিরাজমোহিনী প্রভৃতি ছাত্রীগণের প্রতি শিক্ষয়িত্রীর উপদেশ।" ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ১ম কিস্তি।

"অমর হইবে যদি শুন বালাগণ,
সুখী হয়ে যদি কাল করিবে যাপন,
ত্যজিয়া আলস্য তবে করিয়া যতন,
বিদ্যালোচনায় এবে সবে দেহ মন।।..."

১২৭৪ চৈত্র (১৮৬৮)

প ১০৬ পরিশ্রম (শ্রীমতী) কামিনী দেবী, খাঁটুরা বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (চৈ ১২৭৪)
(ক) । পৃঃ ৭২০।

"শ্রম কর যদি তুমি চাও নিজ সুখ,
অলস হইলে পরে পাবে বড় দুখ,
শ্রম বিনা ধন নাহি হয় উপার্জ্জন,

কত দুঃখ পায় সেই নাহি যার ধন;..."

(প ১০৫.২) বিদ্যাশিক্ষা অনামা বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (চৈ ১২৭৪)
(ক) (পূর্ব্বের পর) । পৃঃ ৭১২-৭১৯।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৭৫ বৈশাখ (১৮৬৮)

প ১০৭ [আখ্যাহীন] অনামা বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (বৈ ১২৭৫)
(প্র ২) । পৃঃ ১৪-১৬।
ভক্তিমূলক প্রবন্ধ।

প ১০৮ [আখ্যাহীন] (শ্রীমতী) লক্ষ্মীমণি দেবী বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (বৈ ১২৭৫)
(ক) । পৃঃ ১৭-১৮।

প ১০৯ বঙ্গনারীর দুরাবস্থা জনৈক মহিলা হিতসাধক, ১৮৬৮ (বৈ ১২৭৫)।
পৃঃ ১১৮-১২০
"এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত।"

"শুনিবারে পাই একি অপরূপভাষ;
চতুর্দ্দিকে হইতেছে বিদ্যার প্রকাশ।
শ্রবণ বিবরে মাত্র করে হে প্রবেশ,
দেখিতে না পাই কিন্তু শুন সবই শেষ।..."

প ১১০ সভ্যতা ও সমাজ কৈলাসবাসিনী দেবী অবোধবন্ধু, ১৮৬৮ (বৈ ১২৭৫)।
(প্র ৩) সংস্কার পৃঃ ১০-১৪।
বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নানাবিধ সুখদ উপকরণের কথা ও এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসীকে বিনাশপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে নেবার দুটি ব্যাধির কথা উল্লেখ করে এদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের সভ্যসমাজের ব্যাধি দুটি হল—বারুনী ও বারবিলাসিনী। সমাজ সংস্কারচ্ছন্ন, দুর্বল ভারত সন্তানদের রক্ষার নিমিত্ত এদের বিদায় করার কথা আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

(১১১.১) সায়ংকালের শ্রীমতী সা, মোজফ্ফরপুর বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (বৈ ১২৭৫)
(প্র ২) প্রার্থনা [ক্রমশঃ] [সারদা, মোজাফ্ফরপুর] । পৃঃ ১৮-২০।
প ৯৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৮)

প ১১২ ঈশ্বরের মহিমা (কুমারী) অন্নদা লাহিড়ী অবোধবন্ধু, ১৮৬৮ (জ্যৈ ১২৭৫)
(ক-চ) । পৃঃ ২৯-৩০।
চম্পূরচনায় জগদীশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন।

(প ১১৩.১) এতদ্দেশীয় (শ্রী) র, সু, দা, সাং বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (জ্যৈ ১২৭৫)
(প্র ৩) স্ত্রীগণের কোন্নগর । পৃঃ ৩৯-৪০
বিদ্যাভাব [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর]
[ক্রমশঃ]
রচনার দ্বিতীয় কিস্তিতে লেখিকা নাম ঃ 'রা, সু, ঘো, কোন্নগড়' উল্লিখিত। লেখিকার সম্পূর্ণ নাম **প** ৩৫ থেকে সনাক্ত করে হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত শিক্ষাবিষয় প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ১১৪ দুঃখী বালক (শ্রীমতী) জাহ্নবী দেবী অবোধবন্ধু, ১৮৬৮ (জ্যৈ ১২৭৫)
(ক) । পৃঃ ২৯-৩০।
মাতৃহারা বালকের দুঃখ।

"দেখ দেখ প্রিয় সখি দেখ গো চাহিয়ে,
কাহার বালক ঐ কাঁদিছে দাঁড়িয়ে।
আহা মরি শশীমুখ ভাসিতেছে জলে,
ধরায় পড়িয়ে শিশু কাঁদে মা মা বলে..."

প ১১৫ বিদ্যা (শ্রীমতী) জাহ্নবী দেবী অবোধবন্ধু, ১৮৬৮ (জ্যৈ ১২৭৫)
(ক) । পৃঃ ৩০।
বিদ্যার গুণ এর সুদূর প্রসারী সুফল বিষয়ক।

"বিদ্যার সমান ধন কি আছে সংসারে।
বিদ্যার গুণের কথা বর্ণিতে কে পারে।।
বিদ্যাই সবার মূল কুবুদ্ধি নাশিনী।
জ্ঞানময়ী বিদ্যাদেবী সুদ্ধিদায়িনী।।..."

(প ১১১.২) সায়ংকালের শ্রী সা, মোজাফ্‌রপুর বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (জ্যৈ ১২৭৫)
(প্র ২) প্রার্থনা [ক্রমশঃ] [সারদা, মোজাফ্‌রপুর] । পৃঃ ৩৮-৩৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৭৫ আষাঢ় (১৮৬৮)

(প ১১৩.২) এতদ্দেশীয় (শ্রী) রা, সু, ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (আ ১২৭৫)
(প্র ৩) স্ত্রীগণের কোন্নগর । পৃঃ ৫৮-৫৯।
বিদ্যাভাব [রমাসুন্দরী ঘোষ,
[ক্রমশঃ] কোন্নগর]
ক্রমশঃ প্রকাশিত শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১১৬ বিদ্যাশিক্ষা (শ্রীমতী) রমাসুন্দরী বামাবোদিনী, ১৮৬৮ (আ ১২৭৫)
(ক) বিষয়ক [রমাসুন্দরী ঘোষ, । পৃঃ ৫৮-৫৯।
শিশুদিগের প্রতি কোন্নগর]

উপদেশ

১২৭৫ শ্রাবণ (১৮৬৮)

প ১১৭ (প্র ২) [আখ্যাহীন] অনামা বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (শ্রা ১২৭৫) । পৃঃ ৮০।

ভক্তিমূলক প্রবন্ধ।

প ১১৮ (ক) [আখ্যাহীন] অনামা হিতসাধক, ১৮৬৮ (শ্রা ১২৭৫)। পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

'জনৈক আত্মীয় মহিলার রচনা।"—সম্পাদক। ইহজগতের অনিত্যতা বিষয়ক।

"প্রকট বিকট কাল নিকট হে মন।
আয়ু রূপমহরত্ন হরে প্রতিক্ষণ।।
মহাসুখে মত্ত আছে মনে বহু আশা।
একবার নাহি ভাব কেন ভবে আসা।।..."

১২৭৫ আশ্বিন (১৮৬৮)

প ১১৯ (প্র ৩) জল (শ্রীমতী) লক্ষ্মীমণি দেবী বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (আ ১২৭৫) । পৃঃ ১১৮-১২০।

পানীয় জল সম্পর্কে আলোচনামূলক রচনা।

১২৭৫ কার্ত্তিক (১৮৬৮)

প ১২০ (প্র ১০) কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ (ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ উপাসনায় যোগদান ইত্যাদির জন্য ভ্রাতার শ্রীচরণে) খাঁটুয়াবাসিনী অবলা বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (কা ১২৭৫) । পৃঃ ১৩৯।

উপাসনায় যোগদান করার সুযোগ প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা।

প ১২১ (প্র ৩) পরাধীনতার কি কষ্ট!! (শ্রীমতী) লক্ষ্মীমণি দেবী বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (কা ১২৭৫) । পৃঃ ১৩৭-১৩৯।

সামাজিক প্রবন্ধ।

প ১২২ (ক) মনের প্রতি উপদেশ (শ্রী) রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগড় বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (কা ১২৭৫) । পৃঃ ১৪০।

মনকে শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হতে উপদেশ।

"শুন শুন ওরে মন; ২
মোহ পারাবারে আর হৈওনা মগন।

তুমি জান না কি মন, ২
তব বন্ধু সেই যিনি, জগত কারণ।..."

প ১২৩ (প্র ১) স্বপ্নাবস্থা — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (কা ১২৭৫) । পৃঃ ১৩৫-১৩৭।

স্বপ্নে মনের অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ।

১২৭৫ অগ্রহায়ণ (১৮৬৮)

প ১২৪ (ক) [আখ্যাহীন] — শ্রী র,সু, ঘোষ [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর] — বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (অ ১২৭৫) । পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

উপদেশমূলক কবিতা।

"ওহে জ্ঞানী নরগণ, ওহে জ্ঞানী নরগণ,
পিতামাতা প্রতিভক্তি কর সর্ব্বক্ষণ।
আর মনের যতনে, আর মনের যতনে,
জনক জননী সেবা কর প্রাণ পণে।।..."

প ১২৫ (প্র ২) ঈশ্বরোপসনার ফল — শ্রী রা, সু, ঘো [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর] — বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (অ ১২৭৫) । পৃঃ ১৬০।

ভক্তিমূলক প্রবন্ধ।

প ১২৬ (ক-চ) পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৬৮ (অ ১২৭৫) । পৃঃ ১৫৫-১৫৭।

পারিবারিক কর্তব্য বিষয় গদ্যে ও পদ্যে রচনা। পিতা মাতার আজ্ঞা পালনে আত্মপ্রসাদ লাভের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

১২৭৫ মাঘ (১৮৬৯)

প ১২৭ (প্র ১) আত্মোন্নতি — শ্রী র, সু, ঘো [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর] — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (মা ১২৭৫) । পৃঃ ১৯৮-২০০।

ভাবাত্মক প্রবন্ধ।

১২৭৫ ফাল্গুন (১৮৬৯)

প ১২৮ (প্র ৩) ইংলন্ড ও জার্ম্মানির রমণীগণ — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (ফা ১২৭৫) । পৃঃ ২১৯-২২০।

ইংরেজ ও জার্মান মহিলাদের গুণাগুণ বর্ণনা।

প ১২৯ (ক) পুষ্প — শ্রী র, সু, ঘোষ [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর] — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (ফা ১২৭৫) । পৃঃ ২১৮-২১৯।

বিকশিত ফুলের সৌন্দর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন।

"হায় কিবা ঈশ্বরের, রচনা অসীমা।
পুষ্পেও তাঁহার কত রয়েছে মহিমা।।
বিবিধ বর্ণের ফুল হলে বিকশিত।
কিবা তাহে, বন স্থল হয় সুশোভিত।।..."

১২৭৫ চৈত্র (১৮৬৯)

প ১৩০ (ক) ফুলের বাগান, মাতৃস্নেহ এবং সখিদ্বয়ের কথোপকথন (শ্রীমতী) জাহ্নবী দেবী অবোধবন্ধু, ১৮৬৯ (চৈ ১২৭৫)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

তিনটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতা।

"আহা কিবা শোভাময় ফুলের বাগান,
হেরিলে কাহার বল তৃপ্ত নয় প্রাণ!
চারিদিকে বৃক্ষগণ শোভিছে কেমন!
হরেকরকম ফুল ফুটেছে এখন।..."

১২৭৬ বৈশাখ (১৮৬৯)

প ১৩১ (ক) [আখ্যাহীন] অনামা বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (বৈ ১২৭৬) । পৃঃ ২০।

"হায় রে! অবোধমন নাহি তব জ্ঞান।
নিত্য সত্য নিরঞ্জনে নাহি কর ধ্যান।।
কি হবে অন্তিমে গতি নাহি ভাব মনে।
কে তোমারে উদ্ধারিবে শমন ভবনে?..."

১২৭৬ জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৯)

প ১৩২ (ক) [আখ্যাহীন] অনামা সংবাদ প্রভাকর, ২২ মে, ১৮৬৯ (১০ জ্যৈ ১৮৭৬)। পৃঃ ৩-৪।

"কোন সচ্চরিত্রা কামিনীর প্রতি এক বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনীর উক্তি।"

"শুন দিদি গুণবতী রসবতী ধনি।
নবীনা যুবতী তুমি রূপসী রমণী।।
দেখিয়া তোমার দুখ ও চাঁদবদনী।
কাঁদিছে আমার মন দিবস রজনী।।..."

প ১৩৩ (ক) [আখ্যাহীন] (শ্রীমতী) সূরতকুমারী সংবাদ প্রভাকর, ৮ই জুন ১৮৬৯ (২৭ জ্যৈ ১৮৭৬) পৃঃ ৩-৪।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। রমণী রচিত।"

"আমাদের তরে যারা বিদেশেতে যায়।
পুত্র পরিবার দিকে ফিরে নাহি চায়।।
টাকা কড়ি ধ্যায় করি গণিকা ফুরায়।
যার হাতে খেতে নেই তারি পাতে খায়।।..."

প ১৩৪ (প্র ১) দয়া — শ্রীমতী— — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (জ্যৈ ১২৭৬) । পৃঃ ৩৮।

ভাবাত্মক প্রবন্ধ।

প ১৩৫ (ক) প্রভাত বর্ণন — শ্রী র, সু, ঘো [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর] — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (জ্যৈ ১২৭৬) । পৃঃ ৩৯।

পয়ার ছন্দে প্রভাতের শোভা বর্ণনা করা হয়েছে।

"হায় কি প্রভাত কাল, হয় মনোহর।
হায় কিবা বালাতপ, দেখিতে সুন্দর।
কি আশ্চর্য্য সুমধুর, বিহঙ্গের রব;
শুনিলে আনন্দে জীব, হয় হে নীরব।..."

১২৭৬ শ্রাবণ (১৮৬৯)

প ১৩৬ (প্র ৩) [আখ্যাহীন] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (শ্রা ১২৭৬) । পৃঃ ৭৭।

সদুপদেশ ও আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা।

প ১৩৭ (ক) নিজ শিক্ষকের পরিচয় — (শ্রী) লক্ষ্মীমণি দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (শ্রা ১২৭৬) । পৃঃ ৭৮।

শিক্ষকের গুণাবলী বিষয়ক কবিতা।

"আমার শিক্ষক যিনি, কত গুণে গুণী তিনি।
তাঁহার গুণ বর্ণন না যায়।
মিষ্টভাষ সদালাপ, শূণ্য সব পরিতাপ,
পাপহীন অতি সদাশয়।..."

প ১৩৮ (ক) পরমেশ্বরের নিকট কোন অবলা কুলবালার প্রার্থনা — কোন কুলকামিনী, গুপ্তিপাড়া — সংবাদ প্রভাকর, ২রা আগস্ট ১৮৬৯ (১৯ শ্রা ১২৭৬)। পৃঃ ৪।

ভক্তিমূলক কবিতা।

"কোথায় করুণায় ও হে বিশ্বপতি।
কি হইবে বল না অধিনীর গতি।।

মহীতে মহিলা জন্ম করিয়া গ্রহণ।
দিবানিশি পাপরাশি করিহে বহন।।..."

১২৭৬ ভাদ্র (১৮৬৯)

প ১৩৯ (ক) পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর আক্ষেপ — জাহ্নবী দেবী — অবোধবন্ধু, ১৮৬৯ (ভা ১২৭৬)। পৃঃ ১২০।

খাঁচায় আবদ্ধ পাখির দুঃখ।

"ছেড়ে দাও হে মানব ধরি তব পায়।
রেখ না রেখ না আর ধরিয়ে আমায়।।
দারুন যাতনা প্রাণে সহ্য নাহি যায়।
দেখে এ যাতনা তব দয়া নাহি হয়?..."

প ১৪০ (ক) মধ্যাহ্ন বর্ণন — শ্রী র,সু, ঘোষ, কোন্নগর [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর] — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (ভা ১২৭৬)। পৃঃ ৯৯-১০০।

মধ্যাহ্ন প্রকৃতির বর্ণনা।

"দিবাভাগে হায় কিবা, মধ্যাহ্ন সময়।
সূর্য্যের কিরণে আহা, কি শোভিত হয়।।
এ সময় পশু পক্ষী, যত জীবগণ।
আহার কারণ সবে করয়ে ভ্রমণ।।"

১২৭৬ আশ্বিন (১৮৬৯)

প ১৪১ (ক) সন্ধ্যা — (শ্রীমতী) স্বর্ণপ্রভা বসু। বৌবাজার — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (আ ১২৭৬)। পৃঃ ১১৮-১২০।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"কিবা মনোহর হয় সন্ধ্যার সময়।
দেখিলে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি উপজয়।।
সুপ্রখর কর-রবি করি বিসর্জ্জন।
শ্রান্ত হয়ে অস্তাচলে করিল গমন।।..."

১২৭৬ কার্ত্তিক (১৮৬৯)

প ১৪২ (প্র ৩) [আখ্যাহীন] — ব্রাহ্মিকা। কলুটোলা — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (কা ১২৭৬)। পৃঃ ১৩৯-১৪০।

"বামাবোধিনী ও বামাগণ"-বিষয়ক।

১২৭৬ অগ্রহায়ণ (১৮৬৯)

প ১৪৩ (ক) [আখ্যাহীন] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৬৯ (অ ১২৭৬)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"শুন শুন ভ্রান্ত মন বলি হে তোমায়।
ঈশ্বরের পদ ভুলে আছ কি আশায়?
বারে বারে বলি মন না শোন বারন।
ভ্রমণ করিছ যেন প্রমত্ত কারণ।।..."

১৮৭০-১৮৭৯ (১২৭৬ পৌ-১২৮৬ পৌ)

১২৭৬ পৌষ (১৮৭০)

প ১৪৪ (ক) [আখ্যাহীন] জগদ্দলবাসিনী বামাবোধিনী, ১৮৭০ (পৌ ১২৭৬) । পৃঃ ১৮০।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে বিদ্যাবিষয়ক কবিতা।

"বিদ্যানিধি উপার্জ্জিলে, জ্ঞানরত্ন তাহে মিলে,
অমূল্য রতন বলি যায়।
বাড়য়ে ধর্ম্মের বল, লভি পরমার্থ ফল,
হায় নর নির্ম্মল হৃদয়।।..."

১২৭৬ মাঘ (১৮৭০)

প ১৪৫ (প্র ১) [আখ্যাহীন] অনামা বামাবোধিনী, ১৮৭৯ (মা ১২৭৬) । পৃঃ ২০০।

ফলাকাঙ্খী না হয়ে কাজ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

১২৭৬ ফাল্গুন (১৮৭০)

প ১৪৬ (ক) স্ত্রীশিক্ষার ফল অনামা বামাবোধিনী, ১৮৭০ (ফা ১২৭৬) । পৃঃ ২১৯-২২০।

শিক্ষার আলোকে আলোকপ্রাপ্তা হয়ে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার দূর করার কথা বলা হয়েছে।

"অজ্ঞান শৃঙ্খল পাশে বদ্ধ বামাগণ;
জ্ঞানলাভে সে বন্ধন করহ ছেদন।
নিয়োজিত কর মন বিদ্যাধন আশে
নিষ্কৃতি পাইবে যাহে কুসংস্কার পাশে।...."

১২৭৬ চৈত্র (১৮৭০)

প ১৪৭ (প্র ২) কোন নারীর প্রার্থনা (শ্রী) রামমতি, কৃষ্ণনগর বামাবোধিনী, ১৮৭০ (চৈ ১২৭৬) । পৃঃ ২৩৮-২৩৯।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ১৪৮ (ক) সতীত্ব নারীর ভূষণ — শ্রী ভা * * দেবী, কোন্নগর — বামাবোধিনী, ১৮৭০ (চৈ ১২৭৬) । পৃঃ ২৩৯-২৪১।

পয়ার ছন্দে সতীত্বের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে।

"পাঠিকাগণের কাছে করি নিবেদন।
দোষ পরিহরি সবে করিবে গঠন।।
লিখিবারে ইচ্ছা আছে নাহিক শকতি।
না পারি লিখিব কিছু সতীর ভারতী।।..."

১২৭৭ বৈশাখ (১৮৭০)

প ১৪৯ (ক) ঈশ্বরের মহিমা — (কুমারী) রাধারানী লাহিড়ী, কলিকাতা — বামাবোধিনী, ১৮৭০ (বৈ ১২৭৭) । পৃঃ ২৭-২৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"যে দিকে ফিরাই নয়ণ
সেইদিকে করি বিলোকন
অপার বিভুমহিমা
মিলেনা যাহার সীমা।..."

১২৭৭ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭০)

(প ১৫০.১) (ক) বিদেশভ্রমণ [ক্রমশঃ] — (শ্রী) লক্ষ্মীমণি [লক্ষ্মীমণি দেবী] — বামাবোধিনী, ১৮৭০ (জ্যৈ ১২৭৭) । পৃঃ ৫৫-৫৬।

কাব্যাকারে প্রকাশিত ভ্রমণকথা। ক্রমশঃ আকারে পয়ার ছন্দে রচিত। ১ ম কিস্তি।

"মাঘের প্রথমভাগে আনন্দিত চিতে।
বাষ্পরথে চলিলাম বিদেশভ্রমিতে।।
কত দেশ কত নদী ওড়াইয়া যাই।
অবশেষে সোমভাদ্র দেখিবারে পাই।।..."

১২৭৭ আষাঢ় (১৮৭০)

(প ১৫০.২) (ক) বিদেশভ্রমণ [ক্রমশঃ] — (শ্রী) লক্ষ্মীমণি [লক্ষ্মীমণি দেবী] — বামাবোধিনী, ১৮৭০ (আ ১২৭৭) । পৃঃ ৮৩-৮৪।

কাব্যাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকথা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৭৭ শ্রাবন (১৮৭০)

প ১৫১ (ক) [আখ্যাহীন] — (শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী দেবী -, সাং সাত্রাগাছি। — বামাবোধিনী, ১৮৭০ (শ্রা ১২৭৭) । পৃঃ ১১৩-১১৪।

পয়ার ছন্দে জগদীশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা।

"কোথা ওহে জগদীশ জগত জীবন,
কৃপা করি কর নাথ পাপবিমোচন।
পাপেতে পতিত হয়ে তাহারে জানাই?
তোমা বিনা ওহে নাথ গতি আর নাই।..."

প ১৫২ (ক)	ধর্ম্ম	(শ্রী) রমাসুন্দরী ঘোষ [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর]	বামাবোধিনী, ১৮৭০ (শ্রা ১২৭৭) । পৃঃ ১১৪-১১৬।

ধর্মীয় আচরণ বিষয়ক।

"যে জন করে সদা, সৎ আচরণ।
যেই কভু পর ধন না করে হরণ।।
পরের সামগ্রী যেই, করে তুচ্ছ জ্ঞান।।
তৃণের সমান বলে, তৃণের সমান।।..."

প ১৫৩ (ক)	বিধবা বামার শোকোক্তি	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৭০ (শ্রা ১২৭৭) । পৃঃ ৯৫-৯৮।

"নিশার স্বপন হোতে উঠিল সুন্দরী,
ঊষার আশায় চায় উদয় অচল;
পূর্ব্ব বাতায়নে বসি পোহায় শর্ব্বরী,
যথায় নামিছে চন্দ্র জাহ্নবীর কোলে।..."

১২৭৭ ভাদ্র (১৮৭০)

প ১৫৪ (প্র ২)	প্রার্থনা	(শ্রী) দাক্ষায়নী	বামাবোধিনী, ১৮৭০ (ভা ১২৭৭) । পৃঃ ১৪৮।

ধর্মীয় প্রবন্ধ।

১২৭৭ আশ্বিন (১৮৭০)

প ১৫৫ (প্র ৩)	বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম্ম করিতে নাই।	(শ্রীমতী) কুন্দমালা দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৭০ (আশ্বিন ১২৭৭)। পৃঃ ১৭৬-১৭৮।

লেখিকা "মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠা কন্যা।" এই সামাজিক প্রবন্ধে শিক্ষার প্রভাবে সুশৃঙ্খলভাবে গৃহকর্ম্ম সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

১২৭৭ কার্ত্তিক (১৮৭০)

প ১৫৬ (প্র ৩)	অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা। আষাঢ় ১২৭৭। চতুর্থ	দীনতারিনী মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ বৎসর	বামাবোধিনী, ১৮৭০ (কা ১২৭৭) । পৃঃ ২০২-২০৫।

বৎসর। বিজ্ঞান ঃ
[প্রশ্নোত্তর]
অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রশ্নোত্তর। পুরস্কারপ্রাপ্ত উত্তরপত্র।

প ১৫৭ (প্র ৩) নারীশিক্ষা ঃ [প্রশ্নোত্তর] (শ্রীমতী) দাক্ষায়নী ঘোষ, ৪র্থ বৎসর বামাবোধিনী, ১৮৭০ (কা ১২৭৭) । পৃঃ ২০৫-২০৬।
ভূমিকম্প, সীতার বনবাস ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর। 'নারীশিক্ষা' নামক মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠিত বিশেষ পরীক্ষার পুস্কারপ্রাপ্ত উত্তরপত্র।

প ১৫৮ (প্র ৩) প্রকৃত সতীনারী জীবন কিরূপ? বর্ণনা কর ঃ [প্রশ্নোত্তর] কৃষ্ণকামিনী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৭০ (কা ১২৭৭) । পৃঃ ২১২।

প ১৫৯ (প্র ৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস ঃ [প্রশ্নোত্তর] (শ্রীমতী) সরস্বতী সেন বামাবোধিনী, ১৮৭০ (কা ১২৭৭) । পৃঃ ২০৮।
ভারতবর্ষের ইতিহাসমূলক প্রশ্নোত্তর।

প ১৬০ (প্র ৩) সাবিত্রীচরিত ঃ [প্রশ্নোত্তর] (শ্রীমতী) সরস্বতী সেন, ৫ম বৎসর [সরস্বতী সেন] বামাবোধিনী, ১৮৭০ (কা ১২৭৭) । পৃঃ ২০৭।
অন্তঃপুর পরীক্ষার সাহিত্য, ব্যাকরণ ও সতীনারীর জীবনীমূলক প্রশ্নোত্তর।

১২৭৭ অগ্রহায়ণ (১৮৭০)

প ১৬১ (ক) [আখ্যাহীন] (শ্রী) লক্ষ্মীমণি দেবী, বর্দ্ধমান বামাবোধিনী, ১৮৭০ (অ ১২৭৭) । পৃঃ ২৪৪।
পয়ারছন্দে দেশাচারের সংস্কার জর্জরিতা নারীর আকুতি।
"শ্রী বৃদ্ধি হইল বুঝি কামিনীর কুলে।
যু ক্তি স্থির হইয়াছে নানা শাস্ত্র তুলে।।
ত বু দেশাচার যদি নাহি ছাড়ে দ্বেষ।
বা সনা বাড়িবে যত বাড়িবেক ক্লেশ।।..."

প ১৬২ (ক) ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন (কুমারী) রাধারানী লাহিড়ী বামাবোধিনী, ১৮৭০ (অ ১২৭৭) । পৃঃ ২৩৪-২৩৬।
প্রশস্তিমূলক কবিতা।
"ছাড়ি প্রিয় পরিবার
বিশাল জলধি পার

হয়েছিল, যেই সত্য করিতে প্রচার
আজ তাহা পূর্ণ করে
নিরাপদে এলে ঘরে
শুনিয়া আনন্দ হৃদে হইল অপার।..."

১২৭৭ পৌষ (১৮৭১)

প ১৬৩ (প্র ৩) [আখ্যাহীন] (শ্রী) কুন্দমালা দেবী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (পৌ ১২৭৭) । পৃঃ ২৭৪-২৭৬।

যৌবন কালের 'শ্রী' বিষয়ক।

প ১৬৪ (প্র ১০) [আখ্যাহীন] কৃষ্ণকামিনী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (পৌ ১২৭৭) । পৃঃ ২৭৪-২৭৫।

'বামাবোধিনী', অগ্রহায়ণ ১৮৭৭-এ প্রকাশিত কোন প্রবন্ধে বঙ্গদেশীয় রমণীগণকে 'অলস' ও 'বাবু' বলাতে সম্পাদকের কাছে লিখিত প্রতিবাদপত্র।

১২৭৭ মাঘ (১৮৭১)

প ১৬৫ (ক) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা (শ্রী) রামমতি, কৃষ্ণনগর বামাবোধিনী, ১৮৭১ (মা ১২৭৭) । পৃঃ ৩০৭-৩০৮।

পয়ারছন্দে ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"কোথা ওহে দয়াময় জগত জীবন,
কৃপা করি কৃপাময় দেহ শ্রীচরণ।
যতেক সঞ্চিত পাপ করিয়া স্মরণ;
খেদেতে অন্তর মম করিছে ক্রন্দন।..."

প ১৬৬ (ক) প্রার্থনা (শ্রী) রঘুমনি দেবী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (মা ১২৭৭) । পৃঃ ৩০৪-৩০৫।

লঘু ত্রিপদী ছন্দে প্রার্থনা।

"হে জগদীশ্বর পাপ তাপ হর,
জ্বলে মরি প্রাণ যায়।
কে আছে আমার, তোমা বিনা আর,
মতি রাখি তব পায়।।..."

প ১৬৭ (ক) ভারত সংস্কারক যোগমায়া চক্রবর্তী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (মা ১২৭৭) । পৃঃ ৩০৫-৩০৬।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে ভারত সংস্কারক সভা স্থাপনে অবলাকুলের উন্নতির প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা।

"কোন এক মহামতি, দেখে ভারতের গতি,
ভারত সংস্কার-সভা করেন স্থাপন।

ধন্য সে সাধুর চিত্ত, মঙ্গলভাব পূরিত
নিয়ত সৎকার্য্য করি আনন্দে মগন।।..."

১২৭৭ ফাল্গুন (১৮৭১)

প ১৬৮ (প্র ৩)	[আখ্যাহীন]	যোগমায়া দেবী (শাশুড়ী) এবং নীরদা দেবী (বধূ)	বামাবোধিনী, ১৮৭১ (ফা ১২৭৭) । পৃঃ ৩৩৫-৩৩৯।

শাশুড়ি ও বধূ লিখিত প্রবন্ধে হিন্দু পরিবারে উভয়েরই পালনীয় কর্ত্তব্য নির্দেশিত হয়েছে।

প ১৬৯ (ক)	নিবৃত্তির প্রতি প্রবৃত্তির উক্তি	কোন কুলকামিনী, গুপ্তিপাড়া	সাহিত্যমুকুর, ১৮৭১ (২৭ ফা ১৭৯৩ শক/ ১২৭৭)। পৃঃ ৩৮৩।

"কেনলো নিবৃত্তি তোর এত অহঙ্কার,
কাঁদিবার আশা বুঝি করণাক আর।
ভুজঙ্গ মস্তক হতে নিতে চাহ মণি,
জান নাকি দশনে গরল ধরে ফণি?"

প ১৭০ (ক)	প্রার্থনা	(শ্রী) সারদাসুন্দরী রায়, শিবহাটী	বামাবোধিনী, ১৮৭১ (ফা১২৭৭) । পৃঃ ৩৩৯-৩৪০।

পয়ারছন্দে ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"কোথা ওহে দীননাথ দীন দয়াময়।
দুঃসহ পাপের জ্বালা প্রাণে নাহি সয়।।
অজ্ঞানের প্রায় আছি এ ভব সংসারে।
একবার তব নাম স্মরি গো অন্তরে।।..."

১২৭৭ চৈত্র (১৮৭১)

প ১৭১ (প্র ৩)	[আখ্যাহীন]	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৭১ (চৈ ১২৭৭)। পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭।

বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদের বিশেষতঃ বিধবাদের কষ্টের কথা।

প ১৭২ (ক)	চিত্রকাব্য	অনামা [লক্ষ্মীমণি দেবী]	বামাবোধিনী, ১৮৭১ (চৈ ১২৭৭)। পৃঃ ৩৬৭।

কবিতার আদ্যক্ষর থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"শ্রী হীন হতেছে দেহ তোমারে না স্মরি।
ম জাইছে ছয় রিপু ছলবল করি।।
তী ক্ষ্ণ বুদ্ধি দেহ নাথ করি নিবেদন।
ল ভিতে পারি হে যেন তব প্রেমধন।।

ক্ষী ণ হলো মম প্রাণ রহিতে না পারি।
ম ঙ্গল ময়ের কিসে পাব প্রেমবারি।।...”

১২৭৮ বৈশাখ (১৮৭১)

প ১৭৩ (প্র ১) দয়া (শ্রী) রমাসুন্দরী ঘোষ [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর] বামাবোধিনী, ১৮৭১ (বৈ ১২৭৮)। পৃঃ ৪০২-৪০৬।
দয়া বিষয়ক চিন্তামূলক প্রবন্ধ।

১২৭৮ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭১)

প ১৭৪ (প্র ৩) বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের স্বাধীনতার বিষয় বোয়ালিয়াস্থ কোন ভদ্রমহিলা বামাবোধিনী, ১৮৭১ (জ্যৈ ১২৭৮)। পৃঃ ৬১-৬৪।
অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ তমসাছন্ন বঙ্গীয় মহিলাদের জীবনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকুতি ও আবেদন।

১২৭৮ আষাঢ় (১৮৭১)

প ১৭৫ (প্র ১) লজ্জা (কুমারী) সৌদামিনী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (আ ১২৭৮)। পৃঃ ৯৯-১০০।
চিন্তামূলক প্রবন্ধ।

১২৭৮ শ্রাবণ (১৮৭১)

প ১৭৬ বর্তমান বর্ষা (শ্রীমতী) লক্ষ্মীমণি দেবী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (শ্রা ১২৭৮) । পৃঃ ১৩১-১৩২।
ঋতু বিষয়ক।

“বসন্তের আগমনে বর্ষার সঞ্চার।
এবার বর্ষাতে কার নাহিক নিস্তার।।
ঈশ্বরের বিধি কভু-খণ্ডিবার নয়।
একবার, বসন্তে গ্রীষ্মের উদয়।।...”

১২৭৮ ভাদ্র (১৮৭১)

প ১৭৭ (প্র ৩) বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ রাজলক্ষ্মী সেন বামাবোধিনী, ১৮৭১ (ভা ১২৭৮)। পৃঃ ১৫০-১৫২।
বঙ্গীয় মহিলাদের পরিচ্ছদ বিষয়ক চিন্তামূলক রচনা।

প ১৭৮ (প্র ৩) বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ (শ্রীমতী) সৌদামিনী কান্তগিরী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (ভা ১২৭৮) । পৃঃ ১৪৮-১৫০।
আধুনিকতা বা অনুকরণ না করে বঙ্গীয় মহিলাদের সভ্যোচিত পরিচ্ছদ বিষয়ক আলোচনা।

প ১৭৯ শিক্ষয়িত্রী (শ্রীমতী) সৌদামিনী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (ভা ১২৭৮)
(প্র ৩) বিদ্যালয়ের কাস্তগিরী । পৃঃ ১৫৩-১৫৫।
পরীক্ষার ফল ঃ
ইতিহাস ঃ
[প্রশ্নোত্তর]
ভারত সংস্কার সভান্তর্গত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে যান্মাসিক পরীক্ষা ও ছাত্রীগণের প্রশ্নের উত্তর।

প ১৮০ শিক্ষয়িত্রী রাজলক্ষ্মী সেন, প্রথম বামাবোধিনী, ১৮৭১ (ভা ১২৭৮)
(প্র ৩) বিদ্যালয়ের শ্রেণীর ছাত্রী । পৃঃ ১৫৬-১৬১।
পরীক্ষার ফল ঃ
পদার্থ বিদ্যা ঃ
[প্রশ্নোত্তর]

১২৭৮ আশ্বিন (১৮৭১)

প ১৮১ কৌলিন্য প্রথা (শ্রী) যোগীন্দ্রমোহিনী বসু [illegible] ১৮৭১ (আশ্বিন
(প্র ৩) সাং কোন্নগর ১২৭৮)। পৃঃ [illegible]
বল্লাল সেন কৃত কৌলিন্য প্রথা ও কুলীনকুমারীদের যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে লেখা সামাজিক প্রবন্ধ।

প ১৮২ প্রধান বিচারপতি (শ্রী) সৌদামিনী বামাবোধিনী, ১৮৭১ (আশ্বিন
(ক-চ) নর্ম্মান সাহেবের কাস্তগিরী ১২৭৮)। পৃঃ ১৬৫-১৬৮।
মৃত্যু
সদ্বিচারক নর্ম্মান সাহেবের শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখা।

১২৭৮ কার্ত্তিক (১৮৭১)

প ১৮৩ অবলার (শ্রীমতী) নবীনকালী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৭১
(ক) রোদন (কা ১২৭৮)। পৃঃ ২২৮।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"সকলের পিতা তুমি জগত জীবন।
দয়া কর ওহে নাথ দিয়া শ্রীচরণ।।
পাপী তাপী বলে আমি লয়েছি শরণ।
পিতা কর মোর পাপ বিমোচন।।..."

প ১৮৪ বঙ্গাঙ্গনাগণের শ্রী...দেবী, সিংগড় বামাবোধিনী, ১৮৭১ (কা ১২৭৮)
(প্র ১০) পরিচ্ছদ (ভাদ্র পাহাড় । পৃঃ ২২৫-২২৬।
মাসে প্রকাশিত

প্রবন্ধের বিষয়
বামাবোধিনীর
সম্পাদকের নিকট
লিখিত)
পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধের আলোচনা ও পোশাকে সাদৃশ্যতা যে অনুকরণ নয় তা বলা হয়েছে।

১২৭৮ কার্ত্তিক (১৮৭১)

প ১৮৫ (ক) স্বদেশের দুর্দ্দশা — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৭১ (কা ১২৭৮) । পৃঃ ২২৮।

দেশের শ্রীহীনতা দর্শনে লিখিত।

"জ্ব লিছে হৃদয় দেখি দেশের দুর্দ্দশা,
র হিল না বুঝি আর কারু প্রাণে আশা।
এ কেতো দুঃখীর প্রাণ সদা সশঙ্কিত,
দে খিতে দেখিতে মহামারী উপস্থিত।..."

১২৭৮ অগ্রহায়ণ (১৮৭১)

(প ১৮৬.১) (ক) পতি সম্মুখবর্ত্তিনী কোন অনুতাপিতা পত্নীর বিলাপ [ক্রমশঃ] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৭১ (অ ১২৭৮) । পৃঃ ২৪৪-২৪৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ১ম কিস্তি।

"প্রাণনাথ! প্রাণ কেন করে এ প্রকার।
কি রোগ প্রবেশি হৃদি করে অধিকার।।
চিনিতে না পারি নাথ, এ কি রোগ হায়।
অন্তরের থাকিয়া রোগ অন্তর জ্বালায়।।..."

প ১৮৭ (প্র ৩) পাঞ্জাববাসিনী দিগের সহিত বঙ্গীয় নারীদিগের শুভ সাক্ষাৎ — (শ্রী) সৌদামিনী মজুমদার — বামাবোধিনী, ১৮৭১ (অ ১২৭৮) । পৃঃ ২২৯-২৩০।

পাঞ্জাববাসিনীদিগের সহিত বঙ্গীয় নারীকুলের প্রণয় বন্ধন ও পরস্পরের ভাব আদান প্রদান বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

প ১৮৮ (ক) সন্ন্যাসীর উপাখ্যান — (শ্রীমতী) কুমুদিনী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৭১ (অ ১২৭৮) । পৃঃ ২৫৬-২৬০।

"লেখিকা 'Pernell's Hermit' পার্ণেলেস্ হারমিট নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি কাব্যের গল্পটি তাঁহার স্বামীর নিকট শুনিয়া এই দীর্ঘ পদ্যটি রচনা করেন। মূলের প্রায় সকল সারকথা ইহাতে আছে।..."

"ছিলেন কাননে এক সন্ন্যাসী সুজন।
শৈশব হইতে তাঁর তপস্যাতে মন।।
স্থবির হয়েছে মুনি শুভ্র বর্ণকেশ।
দেখিলে ভকতি হয় দেবতা বিশেষ।।"

১২৭৮ পৌষ (১৮৭২)

প ১৮৯ (ক) কুলীন বহুবিবাহ — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৭২ (পৌ ১২৭৮) । পৃঃ ২৮৯-২৯১।

"কুলীনের কন্যা যত, চিরদিন মান হত,
বিষাদেতে করে হায় হায়।
কুলীন যাদের পতি, সুখ নাই একরতি,
অসুখেতে জীবন কাটায়।

প ১৯০ (ক) বর্দ্ধমানের মারীভয় নিবারণার্থ প্রার্থনা — (শ্রী) লক্ষ্মীমণি [লক্ষ্মীমণি দেবী, বর্দ্ধমান] — বামাবোধিনী, ১৮৭২ (পৌ ১২৭৮) । পৃঃ ২৯১-২৯২।

প ১৬১ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। বিপদকালে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

"কোথা ওহে দয়াময়, কোথা ওহে দয়াময়।
দেখা দেহ দেখা দেহ বিপদ সময়।।
বুঝি তব সৃষ্টি যায় বুঝি তব সৃষ্টি যায়।
তুমি বিনা কেবা রাখে করে সদুপায়।।..."

১২৭৮ মাঘ (১৮৭২)

প ১৯১ (ক) ঈশ্বর একমাত্র গতি — (শ্রীমতী) কমনীয়াকান্তা সেন — বামাবোধিনী, ১৮৭২ (মা ১২৭৮) । পৃঃ ৩২৩-৩২৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

**"এস এস সবে মেলি যত ভগ্নিগণে।
লইব শরণ গিয়া, অনাথ শরণে।।
দয়াময় দীননাথ, দয়ার সাগর।
করিবেন আমাদের দুষ্কৃতি-অন্তর।।"**

(প ১৮৬.২) পতি সম্মুখবর্ত্তিনী অনামা বামাবোধিনী, ১৮৭২ (মা ১২৭৮)
(ক) কোন অনুতাপিতা । পৃঃ ৩০৬-৩০৮।
পত্নীর বিলাপ
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৯২ বিদ্যার সমান বন্ধু (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী, বামাবোধিনী, ১৮৭২ (মা ১২৭৮)
(প্র ৩) নাই কুমারহট্ট, খাষবাটী । পৃঃ ৩২২-৩২৩।
বিদ্যা বিষয়ক চিন্তামূলক প্রবন্ধ।

১২৭৮ ফাল্গুন (১৮৭২)

প ১৯৩ মহাত্মা লর্ড (শ্রী) লক্ষ্মীমণি [লক্ষ্মীমণি বামাবোধিনী, ১৮৭২ (ফা ১২৭৮)
(ক) মেয়োর মৃত্যুতে দেবী] । পৃঃ ৩৫৫-২৫৬।
খেদ
ভারতের বড়লাট (Viceroy) লর্ড মেয়ো (Mayo) ১৮৭২, ২৪ জানুয়ারী এক অততায়ীর হাতে নিহত হন।

"ভারতের অমঙ্গল শুনে প্রাণাকুল।
একি সর্ব্বনাশ চারিদিকে হুলুস্থুল।।
সুলভে করিয়া পাঠ লর্ডের মরণ।
বজ্রাঘাত সমবাদ লাগিল বেদন।।..."

১২৭৮ চৈত্র (১৮৭২)

প ১৯৪ ঈশ্বরই প্রকৃত ভারত সংস্কার সভার বামাবোধিনী, ১৮৭২
(প্র ২) বন্ধু শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী (চৈ ১২৭৮)। পৃঃ ৩৮২-৩৮৩।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

১২৭৮ (১৮৭২)

প ১৯৫ পালিতা ঢাকাস্থ কোন রমণী বঙ্গবন্ধু, [১৮৭২?] [১২৭৮?]।
(ক) কপোতিনীর প্রতি পৃঃ [ ]।
" 'বঙ্গবন্ধু' হইতে উদ্ধৃত।"

"বল ওগো কপোতিনী, কেন এত বিষাদিনী,
হেরিতেছে বলগো তোমায়।
প্রকাশিয়া বল না আমায়।।..."

সূত্র ঃ 'বামারচনাবলী', প্রথম ভাগ, ১৮৭২ (১২৭৮), পৃঃ ২৬৪-২৬৭।

প ১৯৬ (ক)	বঙ্গমহিলাগণের বর্ত্তমান হীনাবস্থা	(শ্রীমতী) প্রেমময়ী	অবলাবান্ধব, [১৮৭২?] [১২৭৮?]। পৃঃ [ ]।

" 'অবলাবান্ধব' হইতে উদ্ধৃত"। সৎ শিক্ষার অভাবে এতদ্দেশীয় স্ত্রী সমাজের হীনাবস্থা ও স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতার উপলব্ধি বিষয়ক প্রবন্ধ।

সূত্র ঃ 'বামারচনাবলী', প্রথম ভাগ, ১৮৭২, ১৮৭২ (১২৭৮) পৃঃ ২৫-২৮।

১২৭৮ অগ্রহায়ণ (১৮৭১)

প ১৯৭	[আখ্যাহীন]	কোন কুলকামিনী, গুপ্তিপাড়া	সাহিত্য মুকুর, ১৮৭২ (বৈ ১৭৯৪ শক/১২৭৯)। পৃঃ ২৩-২৪।

"স্ত্রী লোক হইতে প্রাপ্ত।" রাতের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করা হয়েছে।

"দেখিয়া দিনের শেষ, ধরিয়া রক্তিম বেশ,
দিনেশ চলেন অস্তাচলে,
সুখদা প্রদোশে আসি, আপন বিভব রাশি,
প্রকাশিল গগন মণ্ডলে।..."

প ১৯৮ (প্র ৩)	বামাবোধিনী সভায় সাংবাৎসরিক উৎসব ঃ সভ্যগণের বক্তৃতা	(শ্রী) রাধারানী লাহিড়ী, সম্পাদক [রাধারানী লাহিড়ী]	বামাবোধিনী, ১৮৭২ (বৈ ১২৭৯)। পৃঃ ২৬-২৮।

গ ৯৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। বঙ্গীয় মহিলা সমাজকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

১২৭৯ বৈশাখ (১৮৭২)

প ১৯৯ (প্র ৩)	বামাবোধিনী সভার সাংবাৎসরিক উৎসব [বক্তৃতা]	সৌদামিনী মজুমদার	বামাবোধিনী, ১৮৭২ (বৈ ১২৭৯)। পৃঃ ২৭-২৮।

বঙ্গীয় মহিলাদের বিদ্যালোচনা বিষয়ক।

১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭২)

প ২০০ (ক)	পশম	(শ্রীমতী) লক্ষ্মীমণি দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৭২ (জ্যৈ ১২৭৯)। পৃঃ ৬৫-৬৬।

"দুই তিনমাস হইল আমাদিগের মাননীয়া লেখিকা পশম বিষয়ক এই পদ্যটি

এবং তৎসঙ্গে স্বহস্ত রচিত নানাবিধ মনোরম পশমের শিল্পকার্য্য উপঢৌকন স্বরূপ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট যেরূপ বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, এতদিন তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার শিল্পকার্য্যগুলি প্রদর্শন জন্য আমরা রাখিয়াছি।"

"শুনগো পশম তুমি মম হিতকারী।
তোমার যে গুণ আমি বর্ণিতে না পারি।।
হিমালয়ে জন্ম তব আহা মরি মরি।
সতত নিকটে থাক হয়ে সহচরী।।..."

প ২০১ (প্র ১০) বামাবোধিনী সভার বক্তৃতা (শ্রী) সৌদামিনী কাস্তগিরি [সৌদামিনী কাস্তগিরী] বামাবোধিনী, ১৮৭২ (জ্যৈ ১২৭৯) । পৃঃ ৬৩-৬৫।

লেখিকা নাম **প** ১৭৮ থেকে সনাক্ত হয়েছে। বামাকুলের উন্নতি বিষয়ে চিন্তামূলক প্রবন্ধ।

প ২০২ (ক) সতীত্ব (শ্রীমতী) নবকুমারী দেবী, শ্রীরামপুর, গোস্বামীপাড়া সাহিত্যমুকুর, ১৮৭২ (জ্যৈ ১৭৯৪ শক/১২৭৯)। পৃঃ ৪৬।

পয়ার ছন্দে সতীত্ব গুণের মহিমা কীর্ত্তন।

"ভূষিলে কাঞ্চন কায়ে মুকুতার মালা।
সুন্দরী কি হয় কভু ধনাঢ্যের বালা।
হীরকে খচিত দিব্য হার মনোহর।
শোভিলে কি হয় রূপ অতি শোভাকর।।..."

১২৭৯ আষাঢ় (১৮৭২)

প ২০৩ (ক) [আখ্যাহীন] (শ্রী) নর্ম্মদামোহিনী বসু বামাবোধিনী, ১৮৭২ (আ ১২৭৯) । পৃঃ ৯৮।

ঈশ্বরভক্তি ও সংসারের অনিত্যতার উপলব্ধি।

"তব কৃপা বলে নাথ, আসা ধরাতলে।
তব কৃপা বলে প্রভু আছি ভূমণ্ডলে।।
দয়া করে সৃজিয়াছ বস্তু অগনন।
পালন করিছে সব জীবজন্তুগণ।।

১২৭৯ শ্রাবণ (১৮৭২)

প ২০৪ (প্র ১০) [আখ্যাহীন] (শ্রীমতী) নন্দিনী, সিন্দুরিয়াপটী বামাবোধিনী, ১৮৭২ (শ্রা ১২৭৯) । পৃঃ ১৩০।

'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লেখা সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মিকা সমাজের কার্য্যবিবরণ।

প ২০৫ (প্র ৩)	স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা	প্রসন্নতারা গুপ্তা, ভাটপাড়া	বামাবোধিনী, ১৮৭২ (শ্রা ১২৭৯) । পৃঃ ১২৮-১৩০।

"প্রস্তাবটি সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছে।" বঙ্গদেশে স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ও এর কারণ নির্দেশ করে লেখা।

১২৭৯ ভাদ্র (১৮৭২)

প ২০৬ (প্র ১০)	চতুর্থ সাম্বৎসরিক নন্দিনী, উৎসব	সিন্দুরিয়াপটী, ২৩ শ্রাবণ, ১৭৯৪	বামাবোধিনী, ১৮৭২ (ভা ১২৭৯)। পৃঃ ১৬৩-১৬৬।

সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মিকা সমাজ সম্পর্কিত বিবরণ।

১২৭৯ আশ্বিন (১৮৭২)

প ২০৭ (প্র ১০)	সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মিকা সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক বক্তৃতা	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৭২ (আশ্বিন ১২৭৯)। পৃঃ ১৯৪-১৯৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

১২৭৯ কার্ত্তিক (১৮৭২)

প ২০৮ (ক)	ডেঙ্গুজ্বর	(শ্রী) সারদাসুন্দরী রায়, শিবহাটী	বামাবোধিনী, ১৮৭২ (কা ১২৭৯)। পৃঃ ২২৭-২২৯।

বিদেশ থেকে আগত ডেঙ্গুজ্বরকে অবলম্বন করে লেখা।

"গল বস্ত্র ওগো পিতঃ করি নিবেদন হে, করি নিবেদন।
এ বিপদে তব পদে করহ রক্ষণ হে, করহ রক্ষণ।।
কোথা ওহে দয়াময় জগত আশ্রয় হে, জগত আশ্রয়।
ডেঙ্গুজ্বরে প্রাণে মরে মানব নিচয় হে, মানব নিচয়।।..."

১২৭৯ কার্ত্তিক (১৮৭২)

প ২০৯ (ক)	স্ত্রীজাতির উন্নতি	(শ্রীমতী) নৃত্যকালী বন্দ্যোপাধ্যায়	বামাবোধিনী, ১৮৭২ (কা ১২৭৯)। পৃঃ ২২৯-২৩০।

বিদ্যা আহরণের জন্য বঙ্গবালার আকুতি।

"তবে নাকি বঙ্গবালা ভারত ভিতরে।
পিবে না বিজ্ঞান সুধা পবিত্র অন্তরে?
বিদ্যা সুখ স্বর্গধামে তাঁহাদের মন।
তবে নাকি আনন্দেতে যাবে না কখন?..

১২৭৯ (১৮৭২)

প ২১০ (ক) জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা (শ্রীমতী) রঘুমণি দেবী, শান্তিপুর [রঘুমনি দেবী] বামাবোধিনী, ১৮৭২ (অ ১২৭৯)। পৃঃ ২৬১-২৬২।

প ১৬৬ থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"অজ্ঞান আছি হে প্রভু দেহ জ্ঞান দান।
দয়া করে অধীনীরে কর পরিত্রাণ।।
বিকল বধির প্রায় আছি সর্ব্বক্ষণ।
পাপদিকে মতি মম করায় গমন।।..."

১২৭৯ পৌষ (১৮৭৩)

প ২১১ (ক) বিদুরের বিলাপ (শ্রীমতী) নৃত্যকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং বাগবাজার বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (পৌ ১২৭৯)। পৃঃ ২৯৩-২৯৪।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে বিলাপ।

"কপট অক্ষের বলে শকুনি দুর্জ্জন।
পাণ্ডবের ধনবল, করিল হরণ।।
হৃষ্ঠ মনে দুর্যোধন বলে 'দুঃশাসন।
পাঞ্চালিরে আন্ ভাই সভায় এখন'।।..."

১২৭৯ মাঘ (১৮৭৩)

প ২১২ (ক) বালক সারদাসুন্দরী রায় [সারদাসুন্দরী রায়, শিবহাটী] বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (মা ১২৭৯)। পৃঃ ৩২৬।

প ২০৮ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"দেখ বালকের কিবা হরষিত মন।
কিছুতেই নাহি ক্লেশ আনন্দে মগন।।
অসুখের লেশমাত্র কিছুই জানেনা।
প্রফুল্ল বদনে সদা থাকে অন্যমনা।।..."

১২৭৯ ফাল্গুন (১৮৭৩)

প ২১৩ (ক) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা (শ্রীমতী) কা-বসাক [কামিনী বসাক] বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (ফা ১২৭৯)। পৃঃ ২৫৭-২৫৮।

প ২৩৯ থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত হয়েছে।

"অজ্ঞান আছি হে প্রভু কর জ্ঞান দান।
দয়া করে অধিনীরে কর পরিত্রাণ, হে কর পরিত্রাণ।।
বিকল বধির প্রায় আছি সর্ব্বক্ষণ।
পাপদিকে মতি মম ধায় অনুক্ষণ।।"

১২৭৯ চৈত্র (১৮৭৩)

প ২১৪ (প্র ২)	ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু	ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী	বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (চৈ ১২৭৯)। পৃঃ ৩৮২-৩৮৩।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক প্রবন্ধ।

প ২১৫ (ক)	প্রিয় সখীর প্রতি কোন অবলার খেদোক্তি	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (চৈ ১২৭৯)। পৃঃ ৩৬৯-৩৭১।

শিক্ষার জন্য আকুতি।

"এস এস প্রাণসখী! কি কর বসিয়া।
দেখিছ না দিন সব যাইছে চলিয়া?
যে কিছু করিতে পার কর এই বেলা।
আর কি করিতে সাধ মিছে ছেলেখেলা?..."

প ২১৬ (ক)	মাঘোৎসবের প্রার্থনা	জনৈক শান্তিগৃহ প্রার্থিনী অবলা, খাঁটুরা	বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (চৈ ১২৭৯)। পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধা কোন অন্তঃপুরবাসিনী মাঘোৎসবে যোগদান করতে না পারায় গৃহকোণে বিষাদ চিত্তে শ্রী ভগবানের অনুধ্যান করেন।

"উৎসবেব দিন আজি, ভ্রাতা ভগ্নী সনে।
বরিতে না পারিলাম হরষিত মনে।।
কেমনে সাহস বিনে, যাইব তথায়।
যাইতে যথায় সদা প্রাণমন চায়।।..."

১২৮০ বৈশাখ (১৮৭৩)

প ২১৭ (প্র ৯)	ইংরাজদিগের দ্বারা এদেশের কি কি উপকার হইয়াছে?	রাজলক্ষ্মী সেন	বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (বৈ ১২৮০)। পৃঃ ৩০-৩২।

"ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে লিখিত।" ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা ও ইংরাজ রাজত্বে ভারতের সুখ, সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নতি তথা স্ত্রী শিক্ষার প্রসারতার চেষ্টার কথা বলা হয়েছে।

১২৮০ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৩)

প ২১৮ (ক)	মাতৃবিয়োগে কন্যাল বিলাপ	(শ্রীমতী) নীরোদিনী দাসী, কলিকাতা, চোরবাগান	বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (জ্যৈ ১২৮০)। পৃঃ ৬৭-৬৮।

পয়ার ছন্দে মাতৃবিয়োগ ব্যথায় কাতরা কন্যার দুঃখ।

"কোথা গো জননি মম, দেখ একবার।
কি দুঃখে কাটিছে কাল, বিরহে তোমার।।
মনোভাব কারে কব, বিদরে হৃদয়।
পাষাণ হৃদয় বলি, সহ্য এত হয়।।"

প ২১৯ (প্র ৯) সীতার চরিত্র — রাধারানী লাহিড়ী, ১ম শ্রেণী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় — বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (জ্যৈ ১২৮০)। পৃঃ ৬৪-৬৭।
"ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের গত পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল।" নারী জীবনে উচ্চতম আদর্শ-বিনয়, ক্ষমা, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সীতাদেবীর জীবনী।

১২৮০ আষাঢ় (১৮৭৩)

প ২২০ (প্র ৩) দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন — (শ্রীমতী) অনৃতসুন্দরী দাসী [স্ত্রীস্বত্ব রক্ষণী সভার সম্পাদিকা] — বঙ্গদর্শন, ১৮৭৩ (আ ১২৮০)। পৃঃ ১২৩-১২৪।
দাম্পত্য আইন বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ২২১ (প্র ৩) স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার — অনামা — সুলভ সমাচার, ১৮৭৩ (আ ১২৮০)। পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯।
দেশের সমাজ সংস্কারকদের কাছে অনাথা ভদ্র স্ত্রীলোকদের জন্য ও প্রকাশ্য বেশ্যাদের উপকারের জন্য আশ্রম নির্মাণের আবেদন করা হয়েছে।

১২৮০ শ্রাবণ (১৮৭৩)

প ২২২ (প্র ২) ঈশ্বরই একমাত্র বন্ধু — (শ্রী) বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায় — বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (শ্রা ১২৮০)। পৃঃ ১৩৮-১৩৯।
মানুষের চিরকালের বন্ধু একমাত্র সুহৃদ ঈশ্বরকে অবলম্বন করে লেখা ধর্ম্মীয় প্রবন্ধ।

প ২২৩ (প্র ৩) স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম — শ্রী কৃ, কা, রানাঘাট — বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (শ্রা ১২৮০)। পৃঃ ১৩৯-১৪০।
স্ত্রীজাতিকে সম্ভ্রম করার জন্য উপদেশমূলক প্রবন্ধ।

১২৮০ ভাদ্র (১৮৭৩)

প ২২৪ (প্র ৫) বিজ্ঞান পাঠের আনন্দ ও উপকারিতা — বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদিকা — বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (ভা ১২৮০)। পৃঃ ৯৯-১০০।
"বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদিকা কর্ত্তৃক পঠিত"। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা।

প ২২৫ (ক) সরলতা স্ত্রীজাতির ভূষণ (শ্রীমতী) মনোমোহিনী দাসী সাং সীমুলিয়া বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (ভা ১২৮০)। পৃঃ ১৭৮।

সরলতা গুণে বিভূষিতা হবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

"তুচ্ছ অলঙ্কার সবে করি পরিধান।
রূপের গৌরব হেতু কত যত্ন পান।।
যে বামার নাহি থাকে অলঙ্কার গায়।
বামাকুলে সমাদর নাহি সেই পায়।।..."

১২৮০ আশ্বিন (১৮৭৩)

প ২২৬ (ক) আমার বয়স্যার আশ্চর্য মৃত্যুর বিবরণ (শ্রীমতী) ক্ষীরোদকামিনী দেবী। মুরাগাছা, নদিয়া বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (আশ্বিন ১২৮০)। পৃঃ ২২২।

প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত পদ্মমুখীর বৃত্তান্ত।

"স্বর্ণলতা সুললনা স্থলপদ্মমুখী।
প্রসবিয়া দিব্যজ্ঞানে মুদিয়াছ আঁছি।।
প্রসবের কালে কিছু কষ্ট পেয়েছিল।
প্রসবী অমুক' বলে কাঁদিতে লাগিল।।..."

প ২২৭ (ক-চ) আশ্চর্য সতী রা** বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (আশ্বিন ১২৮০)। পৃঃ ২০৩-২০৬।

"কর্ণেল ডাল্টন মধ্য ভারতবর্ষের করদ মহলে ভ্রমণ করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি সতীর বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য ও শোচনীয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যাজপুর নামক স্থানে এই ঘটনাটি সংগঠিত হয়।..." গদ্যে পদ্যে রচিত।

প ২২৮ (প্র ৯) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (শ্রী) অন্নদায়িনী সরকার বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (আশ্বিন ১২৮০)। পৃঃ ২০৯-২১২।

সমাজসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২৮০ কার্ত্তিক (১৮৭৩)

প ২২৯ (প্র ৩) সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মিকা সমাজের নন্দিনী বক্তৃতা অনামা বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (কা ১২৮০)। পৃঃ ২৪২-২৪৪।

অন্তঃপুরবাসিনীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে লেখা প্রবন্ধ।

১২৮০ অগ্রহায়ণ (১৮৭৩)

প ২৩০ (ক-চ) এলোকেশীর শোচনীয় হত্যা — (শ্রী)শান্তকালী বন্দ্যোপাধ্যায় বাগবাজার — বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (অ ১২৮০) । পৃঃ ২৬৯-২৭৩।

তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবগিরির কুকীর্তির বৃত্তান্ত। কুলীন কন্যা এলোকেশীর সতীত্ব হরণ করে তাকে নিয়ে পালাবার চক্রান্তকে অবলম্বন করে গদ্য-পদ্যে লেখা।

প ২৩১ (প্র ১) ক্রোধের সময় প্রার্থনা — শ্রী কাঃ — বামাবোধিনী, ১৮৭৩ (অ ১২৮০)। পৃঃ ২৭৫-২৭৬।

রাগরূপ রোগযন্ত্রণা মুক্তির প্রার্থনা।

১২৮০ (১৮৭৩)

প ২৩২ (ক) জগদীশ্বরের প্রতি (অকারণ চোর সৃষ্টি) — শ্রীমতী- — পূর্ণশশী, ১৮৭৩ (১২৮০)। পৃঃ ২৮১-২৮২।

দুরাচারী চোর সৃষ্টির জন্য ভাগবানের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে।

"ওহে প্রভু জগদীশ! জগত আধার!
কেন করিয়াছ সৃষ্টি চোর দুরাচার।।
এ ভবে ভবেশ! যদি চোর না রহিত,
অমরাবতীর তুল্য অবনী হইত।।..."

প ২৩৩ (ক) নাতিনীর প্রতি ঠাকুরুণ দিদি — অনামা — মাসিক সমালোচক, ১৮৭৩[১] (১২৮০)। পৃঃ ২৬৮-২৭১।

"ভুলে সে চারু চোরা আঁখির বাহার
ভুলে যা বিনোদ নাম, তুলে যা বিনোদ ঠাম,
ভুলে যা সে চাঁদমুখ নাতিনী আমার।..."

প ২৩৪ (ক) প্রভাত — শ্রীমতী- — পূর্ণশশী, ১৮৭৩ (১২৮০)। পৃঃ ২৮০-২৮১।

"বর্তমান সময়ে অন্তঃপুর শিক্ষায় উৎসাহ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এজন্য আমরা একটি ভদ্র কুলকামিনী বিরচিত এই কবিতা দুটি নিম্নে প্রকাশ করলাম।"
প্রকৃতি বিষয়ক।

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক-পত্র', ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫৯-এ পত্রিকাটির প্রকাশকাল ১৮৭৯ (১২৮৬) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (পৃঃ ২৮)।

কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে 182Qc 873.1 ডাক সংখ্যার (Call no.) অধীনে প্রাপ্ত মাসিক সমালোচক-এর প্রকাশকাল ১৮৭৩। আমরা তাই ১৮৭৩ সালকে গ্রহণ করেছি।

"যামিনীর দর্পনাশি, তপন উদিত আসি,
হইলেন নীল নভস্তলে।
কুমুদ মলিনমুখী, হিমাংশু হইয়ে সুখী,
তারা সহ যান অস্তাচলে।।..."

প ২৩৫ (ক) সুরা শ্রীমতী + + দেবী তমোলুক পত্রিকা, ১৮৭৩ (১২৮০)। পৃঃ ৯৫।

"আমরা এই প্রবন্ধটি কোন ভদ্রমহিলার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করিলাম। আশা করি সুরাপায়ী মহাত্মারা বিশেযতঃ রচয়িত্রীর স্বামী বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবেন-সম্পাদক।"

"ধন গো বরুণ সুতা বারুণী সুন্দরী।
প্রণতি চরণে তব ওগো সুরেশ্বরী।।
বোতল বাসিনী সুরে! তরঙ্গ রূপিনী।
ভুবনমোহিনী, নরে আনন্দদায়িনী।।

১২৮০ পৌষ (১৮৭৪)

প ২৩৬ (প্র ৩) [আখ্যাহীন] কতিপয় অনুগত পাঠিকা বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (পৌ ১২৮০)। পৃঃ ৩০৬-৩০৭।

স্বামীকে সম্বোধনসূচক বাক্য ব্যবহারের বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ।

প ২৩৭ (প্র ৩) [আখ্যাহীন] শ্রী সৌ বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (পৌ ১২৮০)। পৃঃ ৩০৫-৩০৬।

ভ্রমণের আনন্দ ও উপকার বিষয়ক।

প ২৩৮ (ক) সন্তোষ (শ্রী যোগীন্দ্রমোহিনী বসু [যোগিন্দ্রমোহিনী বসু, সাং কোন্নগর] বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (পৌ ১২৮০)। পৃঃ ৩০৮।

প ১৮১ থেকে লেখিকা নাম নির্ণয় করা হয়েছে। সংসারে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা।

"সন্তুষ্ট থাক হে সবে নিজ অবস্থায়।
নতুবা জ্বলিবে সদা সংসার জ্বালায়।।
জানিবে নিশ্চয় সেই অসন্তোষ-মন।
তাহার কপালে সুখ না হয় কখন।।..."

১২৮০ মাঘ (১৮৭৪)

প ২৩৯ (ক) ধন্য ঈশ্বরের দয়া (শ্রীমতী) কামিনী বসাক, পাতুরিয়াঘাটা [কামিনী বসাক] বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (মা ১২৮০)। পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"কোথা ওহে দীনবন্ধু, দীন দয়াময়।
অসহ্য পাপের জ্বালা, প্রাণে নাহি সয়।।
জ্ঞান হত হয়ে আছি এভব সংসারে।
বারেক তোমার নাম স্মরি না অন্তরে।।..."

১২৮০ ফাল্গুন-চৈত্র (১৮৭৪)

প ২৪০ (প্র ৩) | [আখ্যাহীন] | (শ্রীমতী) রাজবালা দেব | বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (ফা-চৈ ১২৮০)। পৃঃ ৩৯৪-৩৯৫।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক রচনা।

প ২৪১ (প্র ৩) | [আখ্যাহীন] | শ্রী **, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী | বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (ফা-চৈ ১২৮০)। পৃঃ ৩৯৩-৩৯৪।

জাতিভেদ প্রথা বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ২৪২ (ক) | মনস্তাপে দুঃখিতা কন্যার মাতার নিকট খেদ উক্তি | জগদ্দল | বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (ফা-চৈ ১২৮০)। পৃঃ ৩৯৬।

বৈধব্য যন্ত্রণার দুঃখ।

"দুঃখে মন তাপে দগ্ধ হৃদয় আমার।
মা তব কন্যার পানে চাহ একবার।।
সুখের বালিকা কালে না পুড়িত চিন্তানলে,
কত সুখ ছিল আহা কে বলিতে পারে।
পালিত হতাম তব স্নেহের আগারে।।..."

১২৮১ বৈশাখ (১৮৭৪)

প ২৪৩ (ক) | নূতন বর্ষ | জগদ্দলস্থ হিন্দু মহিলা | বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (বৈ ১২৮১)। পৃঃ ৩২।

নববর্ষকে আবাহন করে লেখা।

"এস এস বর্ষরাজ ধরায় কর বিরাজ,
নূতন ভাবেতে আজ নিজ কাজ কর হে।
গত হল পুরাতন, ছিল বটে আলাপন,
তোমায় করে অর্পণ, হল দেহান্তর হে।..."

প ২৪৪ (ক) | পদ্য | (শ্রী) ঠাকুরাণী দাসী দেব্যা, শিবপুর [ঠাকুরাণী দাসী] | তমোলুক পত্রিকা, ১৮৭৪ (বৈ ১২৮১)। পৃঃ ২৬৬-২৬৭।

প ১০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। কুৎসিত দেশাচারে জর্জরিতা

অবলাগণের দুঃখ।

"হায়রে অবলা, নাহি যায় বলা,
যে দশা দেখিতে পাই;
কহিব কাহায়, কেবা দিবে সায়,
দিবানিশি ভাবি তাই।..."

প ২৪৫ (ক)	সিরাজউদ্দৌলার সমাধি	অনুগত স্ত্রী, মুর্শিদাবাদ	সুলভ-সমাচার, ১৮৭৪ (বৈ ১২৮১)। পৃঃ ৫১-৫২।

সিরাজদৌল্লার উদ্দেশ্যে।

"সমাধি গহ্বরে, নিবিড় কাননে
নিস্তব্ধ ভাবেকে, পড়িয়া আছ,
সিরাজউদ্দৌলা, বুঝি অনুমানে,
কি ভাবি এ শান্ত, ভাব ধরেছ?..."

১২৮১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৪)

প ২৪৬ (ক)	কুলীন বিধবা	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (জ্যৈ ১২৮১)। পৃঃ ৫৩-৫৫।

দেশাচারে জর্জরিতা কুলীন কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা।

"আলু থালু কেশ পাগলিনী প্রায়,
অঙ্গের বসন ধুলায় লুটায়,
আহা মরি মরি, কি রূপমাধুরী,
শুকায়ে মলিন হয়েছে;..."

প ২৪৭ (ক)	মনের প্রতি	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (জ্যৈ ১২৮১)। পৃঃ ১৩০।

সৎকার্য সাধনের উপদেশ।

"কি কার্য্য সাধিলে এই ভবে এসে মন।
একবার না স্মরিলে জগৎ শরণ।।
বৃথা কার্য্যে কাটাইলে সময় হেলায়।
ক্ষণকাল না ভাবিলে শেষের উপায়।।..."

১২৮১ শ্রাবণ (১৮৭৪)

প ২৪৮ (ক)	মাণিক্যময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যা	(শ্রী) শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়	বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (শ্রা ১২৮১)। পৃঃ ১৩১-১৩২।

"যে পদ্যটি লিখিত হইল তাহা সত্য বিষয়।..."

"নবীন বয়সী সরলাবালা,
সহিতে পারে কি এহেন জ্বালা?
শুনিনি শ্রবণে কভু এরূপ ঘটন,
এমন রতনে স্বামী না করে যতন?..."

১২৮১ ভাদ্র (১৮৭৪)

প ২৪৯ (ক) মাধবীলতা — শ্রী ব্র, সু — বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (ভা ১২৮১)। পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

স্বল্পায়ু মাধবীলতা দর্শনে পরমার্থ উপদেশ।

"অয়ি! প্রাণপ্রিয় প্রিয় সখি! মাধবী লতিকা।
সুখী হব তোমার দেখিয়া মুকলিকা।।
রোপন করিনু হৃদে এই আশা দরি।
সেচন করিনু নীর বহু যত্ন করি।।..."

১২৮১ আশ্বিন (১৮৭৪)

প ২৫০ (ক) প্রভাতে যামিনী — অনামা — ভ্রমর, ১৮৭৪ (আশ্বিন ১২৮১)। পৃঃ ১৫৩-১৫৬।

হতভাগিনী কোন নারীর হৃদয় বেদনা। লিরিক ধর্মী কবিতা।

"কেন জনমিল এ হতভাগিনী?
হৃদয় জ্বালায় দিবস যামিনী
জ্বলিতে কি সদা করমের ফলে?
ভাসিতে নিয়ত নয়নের জলে?..."

প ২৫১ (প্র ৩) বামাবোধিনী ও ভগ্নিগণ — শ্রীপুর হইতে কোন বঙ্গকামিনী — বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (আশ্বিন ১২৮১)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

'বামাবোধিনী' পত্রিকার একাদশ বৎসর পূর্তিতে নারীকুলের বিদ্যান্নোতি ও স্বাধীনতা মহারত্ন লাভের প্রার্থনা।

প ২৫২ (ক) মাতৃপ্রেম — (শ্রী) চিন্তময়ী গুপ্ত — বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (আশ্বিন ১২৮১)। পৃঃ ১৯৪-১৯৬।

স্নেহময়ী জননীর প্রতি।

"মরি কিবা স্নেহময়ী জননী আমার,
সতত স্নেহেতে পূর্ণ হৃদয় তাঁহার।
ভজেন সর্ব্বদা মাতা ইষ্ট দেবতারে,
সদা দেন পুষ্পাঞ্জলি সন্তানের তরে।..."

প ২৫৩ (প্র ৩) সতীত্ব নারীর ভূষণ (শ্রী) শ্যামাসুন্দরী [শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়] বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (আশ্বিন ১২৮১)। পৃঃ ১৯২-১৯৪।

প ২৪৮ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত হয়েছে। বিদেশীয়দের অনুকরণে কালো মেম না সেজে সতীত্ব ভূষণে সজ্জিত হবার কথা বলা হয়েছে।

১২৮১ কার্ত্তিক (১৮৭৪)

প ২৫৪ (ক) [আখ্যাহীন] একজন পাঠিকা বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (কা ১২৮১)। পৃঃ ২২৮-২৩০।

বিচারপতি দ্বারকনাথ মিত্র (১৮৩৬-১৮৭৪)-এর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

"আহা মাগো বঙ্গভূমি কি শুনি শ্রবণে।
দ্বারি মিত্র জজে নাকি হরিল শমনে।।
হায়রে নিদয় যম কি বলিব তোরে।
অকালে লইলি তুই হেন বিধি হরে।।..."

১২৮১ অগ্রহায়ণ (১৮৭৪)

প ২৫৫ (প্র ৬) [আখ্যাহীন] (শ্রীমতী) ক্ষান্তমণি দেবী, গৌহাটি, আসাম বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (অ ১২৮১)। পৃঃ ২৬২-২৬৩।

মেয়েদের বাধক বেদনার ঔষধ বিষয়ক তথ্য।

প ২৫৬ (ক) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা রামমতি, কৃষ্ণনগর বামাবোধিনী, ১৮৭৪ (অ ১২৮১)। পৃঃ ২৬৩-২৬৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"দুঃসহ পাপের ভার
সহিতে পারি না আর,
দীনবন্ধো! এ দীনার না দেখি
উপায়,
ওহে নাথ! এই অসময়,
দেহ পিতা তব পদাশ্রয়।..."

১২৮১ পৌষ (১৮৭৫)

প ২৫৭ (ক) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জনৈক বঙ্গমহিলা বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (পৌ ১২৮১)। পৃঃ ২৯৬।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"কোথা ওহে জগদীশ জগত আধার।
কৃপা করি কৃপাময় হের একবার।।

তোমা বিনে দীননাথ নাহি অন্য গতি।
নাহি জানি পিতা আমি নতি।..."

প ২৫৮ (ক) দুর্ভিক্ষ (শ্রীমতী) প্রসন্নময়ী দেবী, কৃষ্ণনগর [প্রসন্নময়ী দেবী] বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (পৌ ১২৮১)। পৃঃ ২৯৩-২৯৫।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, গ ২৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, কৃষকের দুঃখ ও নর্থব্রুক-এর দয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

"হে কৃষক!
এক দৃষ্টে ক্ষুন্নমনে গভীর চিন্তায়।
বসিয়া মনের দুঃখে কি ভাবিছ হায়।।
ফেলিতেছ দীর্ঘশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া।
নয়ন আসারে মুখ যাইছে ভাসিয়া।।..."

১২৮১ মাঘ-ফাল্গুন (১৮৭৫)

প ২৫৯ (ক) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জনৈক বঙ্গমহিলা বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (মা-ফা ১২৮১)। পৃঃ ৩৫৯-৩৬০।

ঈশ্বরভক্তি ও নারীর দুঃখ।

"তুমি ওহে বিশ্বনাথ বিশ্বের আধার।
আমি কি বলিব নাথ মহিমা তোমার।।
তুমি হে করুণাময় জগতের পতি।
ত্রিলোক পালন কর্ত্তা ত্রিলোকের গতি।।..."

প ২৬০ (ক) স্তোত্র জগদ্দলবাসিনী হিন্দুমহিলা বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (মা-ফা ১২৮১)। পৃঃ ৩৫৭-৩৫৯।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"কোথা ওহে জগতনাথ, তব পদে প্রণিপাত,
করিছে এ জ্ঞানহীন জন।
তব পদ পূজিবারে, ইচ্ছা করি বারেবারে,
পাপাশয়ে করেছে বারণ।।..."

১২৮১ চৈত্র (১৮৭৫)

প-২৬১ (প্র ৩) মুখরার প্রত্যুত্তর শ্রীমতী (আর কি?) বান্ধব, ১৮৭৫ (চৈ ১২৮১)। পৃঃ ২৫৬-২৬১।

কোন প্রৌঢ়া নারী প্রেমের করুণ পরিণতিতে জীবনসর্বস্ব স্বামীর বিরুদ্ধে পাঠকদের কাছে মোকদ্দমার আপিল করেছেন। এটি পাঠকদের কাছে তাঁর পতি দেবতার

প্রকাশিত গৃহিনী রোগের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

১২৮২ বৈশাখ (১৮৭৫)

প ২৬২ (ক) | আশা | শ্রীমতী- | বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (বৈ ১২৮২)। পৃঃ ২১-২২।

আশার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আশাবাদী হবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

"আজিকার চেয়ে কালি আসিবে উত্তম।
এই মত ভাবি মুগ্ধ মানব অধম।।
জানে না যে কল্য কলি ধরি কোন্ বেশ।
করিবে যাহার সেই আশাতরু শেষ।।..."

প ২৬৩ (ক) | ঈশ্বরের প্রতি | (শ্রীমতী) চারুমোহিনী | বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (বৈ ১২৮২)। পৃঃ ২৩।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"কোথায় জগত পিতা ডাকি হে কাতরে।
দেখা দাও দয়াময় এ দীন পামরে।।
তোমা বিনা এ জগতে সকলি আঁধার
দয়ার সাগর প্রভু তুমি সারাৎসার।।..."

প ২৬৪ (ক) | নববর্ষ | (শ্রীমতী) শ্যামাসুন্দরী দেবী ঢাকা | বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (বৈ ১২৮২)। পৃঃ ৩১-৩২।

নতুন বছরে জীবনের হিসেব এবং নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ।

"গত হল আজ বর্ষ পুরাতন
আর কি আসিবে থাকিতে জীবন
শত স্বর্ণ দানে, কে ফিরায়ে আনে,
যে বৎসর গত হয়েছে?..."

১২৮২ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৫)

প ২৬৫ (ক) | পতি সতীর একমাত্র গতি | হিন্দুমহিলা, চোরবাগান | বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (জ্যৈ ১২৮২)। পৃঃ ৪৬-৪৭।

পয়ার ছন্দে পতি ভক্তি বিষয়ক।

"দুঃখের আধার এই জগৎ সংসার।
মানব জনম বৃথা যাতায়াত সার।
সুখের নাহিক লেশ এ ভব মাঝারে,
দিবানিশি নিরবধি ব্যথিত অন্তরে।..."

প ২৬৬ (ক)	বঙ্গনারী	শ্রীমতী ভ-	বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (জ্যৈ ১২৮২)। পৃঃ ৪৫-৪৬।

পয়ার ছন্দে বঙ্গনারীদের বিদ্যোৎসাহী হবার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

"জাগ ভগ্নীগণ কর অবধান,
ঐ ঘোর নিশা হল অবসান,
কেন আছ আঁখি হয়ে নিমীলিত,
ঐ শুখতারা হয়েছে উদিত,..."

প ২৬৭ (প্র ৩)	স্ত্রীলোকের অবশ্য শিক্ষণীয় কি?	কুমারী * লাহিড়ী	বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (জ্যৈ ১২৮২)। পৃঃ ৬২-৬৪।

স্ত্রীশিক্ষার দ্বারা নারীকে গৃহকর্ম নিপুণা ও নানা সদ্‌গুণে ভূষিতা করে তোলার কথা বলা হয়েছে।

১২৮২ আষাঢ় (১৮৭৫)

প ২৬৮ (প্র ৬)	নারিকেল বৃক্ষ	(শ্রীমতী) কাদম্বিনী বসু, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়, ৩য় শ্রেণী	বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (আ ১২৮২)। পৃঃ ৯৫-৯৬।

"সম্প্রতি কলিকাতা উপনগরস্থ বালিকা বিদ্যালয় সকলের যে বার্ষিক পরীক্ষা হয়, তাহাতে যত ছাত্রী রচনা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ইঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা ও ঈশ্বর বিষয়ে সচরাচর রচনা লিখিয়া থাকেন। কিন্তু 'নারিকেল বৃক্ষ' বিষয়ে উপস্থিত প্রশ্ন পাইয়া যে বালিকা এরূপ সুসজ্জিত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ রচনা লিখতে পারেন তাহার শিক্ষা ও রচনা দক্ষতায় ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। বা, বো, স।"

প ২৬৯ (ক)	রজনী	শ্রীমতী—সর্ব্বাধিকারিনী	বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (আ ১২৮২)। পৃঃ ৬৯-৭২।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"দেখিয়ে সুধাংশু রূপ
নয়নে জন্মিল সুখ
বিশ্বকার্য্যে হৃদিমাঝে কি অঙ্কিত রহিল।
কিবা শোভা আহা মরি
দেখিনু গগনো পরি
অপরূপা রূপ হেরি কিবা মন ভুলিল।..."

প ২৭০ (প্র ৩)	স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা	শ্রীমতী—	বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (আ ১২৮২)। পৃঃ ৫৫-৫৭।

স্ত্রীজাতিকে অধীনতা শৃঙ্খলমুক্ত ও সাবলম্বী করে তোলাই প্রকৃত স্বাধীনতার

যথার্থতা। সামাজিক প্রবন্ধ।

প ২৭১ (প্র ৩) — স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা — বরদাসুন্দরী, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, ৩য় শ্রেণী — বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (আ ১২৮২)। পৃঃ ৯২-৯৪।

"এই প্রস্তাব লেখিকা ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী। তিনি যেরূপ অল্পদিন শিক্ষা করিতেছেন তাহাতে এরূপ সুন্দর লেখা দেখিয়া আমরা অতিশয় আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়াছি। বা, বো, স।"

কুসংস্কার দূরীকরণে, ধর্ম ও বিদ্যা শিক্ষায় স্ত্রী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তা ও সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

১২৮২ শ্রাবণ (১৮৭৫)

প ২৭২ (প্র ৩) — নারী জন্ম কি অধর্ম্ম — (শ্রীমতী) মায়াসুন্দরী — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (শ্রা ১২৮২)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

বঙ্গদেশের শিক্ষাহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্ত্রীজাতির দুঃখ-বেদনার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৭৩ (ক) — প্রাবৃট কমল — জনৈক হিন্দুমহিলা — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (শ্রা ১২৮২)। পৃঃ ৯৫-৯৬।

বর্ষাকালের পদ্ম বিষয়ক।

"একি! সন্ধ্যার কমল সম আনন তোমারি,
কেন গো নলিনী তব দিবা দ্বিপ্রহরে?
শোভে তব সুখ রবি মধ্যাহ্ন অম্বরে,
তবে কেন তব মুখ মলিন নেহারি?..."

প ২৭৪ (প্র ৩) — স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা — শরৎকুমারী, ভারতসংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী — বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (শ্রা ১২৮২)। পৃঃ ১২৮।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আলোচনা।

প ২৭৫ (ক) — হবরে যোগিনী আমি ত্যাজিব সংসার — অনামা [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়, কাল্না] — আর্য্যদর্শন, ১৮৭৫ (শ্রা ১২৮২)। পৃঃ ১৬৬।

লেখিকা নাম প ৩৩৪ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। সংসারের প্রতি অনীহা ও অশ্রদ্ধার প্রকাশ।

"হবরে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার।
বনবাসী হয়ে রব, সুধালে না কথা কব,
মানবের মুখ আমি দেখিব না আর।
মনেতে বড়ই ঘৃণা হয়েছে আমার।..."

১২৮২ ভাদ্র (১৮৭৫)

প ২৭৬ (ক) অশনি পতন — কোন একটি বঙ্গীয় বিধবা — বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (ভা ১২৮২)। পৃঃ ১৫৫-১৫৮।

পতি বিরহে লেখা কবিতা।

"জীবন যাতনা, কেমনে বলনা,
পারি কি আমি-রে সহিতে আর?
হৃদয় রতনে, না রাখি জীবনে;
পারি কি আমি রে থাকিতে আর?..."

প ২৭৭ (ক) কেহ কারো নয় — কোন বঙ্গমহিলা — বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (ভা ১২৮২)। পৃঃ ১৫৮-১৬০।

অনিত্য সংসারে শাশ্বত ঈশ্বরের উপলব্ধি।

"বোনরে-হৃদয় আঁধার এবে; যাতনা সয় না।
জীবনে জীবন বুঝি আর কিছু রয় না।
কি করে এ ছার প্রাণে; এ যাতনা নিশিদিনে,
সহিব কেমনে রে জীবন যে রয় না।..."

প ২৭৮ (ক) নলের প্রতি দময়ন্তী ঃ [স্থান-নিবিড়বন] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (ভা ১২৮২)। পৃঃ ১৪১-১৪৫।

পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লেখা কবিতা।

"এ কি কথা শুনি নাথ, আজি তব মুখে—
'যাও পিত্রালয়ে প্রিয়ে তেয়াজি আমায়।
চিরদিন কে কোথায় বল থাকে সুখে,
আজি সুখ পারাবার, কালি হায় হায়; —...'।"

প ২৭৯ (ক) পতি সতীর একমাত্র গতি — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (ভা ১২৮২)। পৃঃ ১৫৮।

পতি ভক্তি বিষয়ক।

"পতি বিনা অন্য গতি সতীতে না পায়।
পতি প্রাণ, পতি মন, পতি সুখে সুখ,
বিধাতা তাহার প্রতি কভু না বিমুখ।..."

প ২৮০ (ক) ভীষণা — (শ্রীমতী) ললিতাসুন্দরী দেবী, তারপাশা — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (ভা ১২৮২)। পৃঃ ১১৯।

কালীমূর্তির ভীষণা রূপের বর্ণনা।

"অরুণ-নয়না, লোহিত বসনা;

করাল-বদনা, কে এ কামিনী;
বিলোল-রসনা, বিকট দশনা;
কাঁচলি কসনা, লোহ-পায়িনী।...”

প ২৮১ (ক) মনুষ্য জীবন শ্রীমতী— বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (ভা ১২৮২)। পৃঃ ১১৭-১১৮।

অনিত্য মানব সংসারে শাশ্বত ঈশ্বরের বন্দনা।

“হে প্রভো জগৎ পিতঃ, দয়াময় সুবিদিত-
তব পদে কবি প্রণিপাত।...”

১২৮২ আশ্বিন (১৮৭৫)

প ২৮২ (ক) পতি শোকাতুরা রমণীর খেদ অনামা বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (আশ্বিন ১২৮২)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

পতি বিরহ বিষয়ক।

“কোথা হে জগৎ পতি, ব্রহ্মসনাতন,
কৃপা করি কর মোর, দুঃখ বিমোচন।
দয়ার সাগর তুমি, খ্যাত চরাচরে,
তাই জেনে কাঁদিতেছি, তোমার গোচরে।...”

১২৮২ কার্ত্তিক (১৮৭৫)

প ২৮৩ (ক) অনিত্য সংসার শ্রীমতী ণ বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (কা ১২৮২)। পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

শাশ্বত ঈশ্বরের আরাধনা ও সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধির প্রকাশ। বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ অনুসৃত তিন মাত্রার ছন্দে লেখা।

“কেন রে পাগল মানস আমার,
কেন অভিমান কিসের তরে?
কেন বা রে কর হিংসা অহঙ্কার,
কহ দেখি শুনি তাহা হে মোরে।...”

প ২৮৪ (ক) উপহার (শ্রীমতী) হেমাঙ্গিনী বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (কা-অ ১২৮২)। পৃঃ ২৪৪-২৪৭।

ভারতবাসীর দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট ‘মহাত্মা নর্থ ব্রুক’, ‘মহাত্মা টেম্বল’, ‘যুবরাজ (প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, ৭ম এডওয়ার্ড)’-এর প্রশস্তি।

“এস গো ভারতভগ্নী সকলে মিলিয়া।
করি তাঁর যশগান একত্র হইয়া।।
যিনি পাঠালেন পুত্রে জলধির পাড়ে।

ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিবারে।।..."

প ২৮৫ (ক)	ভারতমাতা	হিন্দুমহিলা	বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (কা ১২৮২)। পৃঃ ১৬৩-১৬৫।

ভারতমাতার দুঃখ ও বঙ্গবালার সুখ্যাতি ধ্বনিত হয়েছে।

"কে তুমি সুন্দরী! বিষন্ন বদনে,
সুচিকণ তব সুন্দর তনু
ঢাকিয়াছ হায় যেন কাদম্বিনী,
প্রভাতে উদিত নবীন ভানু।..."

প ২৮৬ (ক)	মনের প্রতি উপদেশ	(শ্রীমতী) হেমন্তনন্দিনী	বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (কা ১২৮২)। পৃঃ ১৪৪।

অনিত্য ভব সংসারে মনকে আবদ্ধ না রেখে শ্রী ভগবানের শরণ নেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ।

"কি কর বসিয়ে মন, কি কর বসিয়ে মন,
ভব জালে তুমি আর হও না বন্ধন।
যাতে পার হবে মন, যাতে পার হবে মন;
এই বেলা কর সার নিত্য নিরঞ্জন।..."

প ২৮৭ (প্র ৩)	মহারাষ্ট্রীয় জাতি	শ্রীমতী বি, মো, বসু	বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (কা ১২৮২)। পৃঃ ১৫৪-১৬০।

মারাঠি জাতি ও মহারাষ্ট্রের স্ত্রী স্বাধীনতার কথা।

প ২৮৮ (প্র ২)	মাতৃবিয়োগে কন্যার খেদ	শ্রীমতী...মিত্র, কোন্নগর	বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (কা-অ ১২৮২)। পৃঃ ২৫৪-২৫৬।

পরমেশ্বরের কাছে মায়ের জন্য প্রার্থনা।

প ২৮৯ (ক)	যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের শুভাগমন	(কুমারী) নীরোদ মোহিনী মিত্র, বর্দ্ধমান [নীরদ মোহিনী মিত্র, বর্দ্ধমান]	বামাবোধিনী, ১৮৭৫ (কা-অ ১২৮১)। পৃঃ ২৪৭-২৪৯।

প ২৯৮ ও **প** ২৯৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। প্রশস্তিমূলক কবিতা।

"অদ্য কিবা শুভ দিন শুন ভগ্নীগণ।
প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বঙ্গে আগমন।।
প্রিন্স আসিছেন শুনি বঙ্গবাসীগণ।
হর্সরসে সবাকার উথলয় মন।।..."

১২৮২ অগ্রহায়ণ (১৮৭৫)

প ২৯০ (ক) কবির অভাবে কবিতা — (শ্রী) ললিতাসুন্দরী দেবী, তারপাশ — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫ (অ ১২৮২)। পৃঃ ১৯০-১৯২।

কবির অভাবে কবিতার অযত্ন অবস্থা। ভারতচন্দ্র অনুসৃত ছন্দ।

"গজগামিনী, মৃগনয়নী, মনোমোহিনী ললনা।
এলোকেশে, হীনবেশে, করিতেছ ভাবনা।।
যেন পদ্মিনী, হলে যামিনী, বিণে দ্যুমনি মলিনা।
কুমুদিনী বিষাদিনী, অস্তগতে চন্দ্রমা।..."

১২৮২ পৌষ (১৮৭৬)

প ২৯১ (ক) কি সুখ আমার — কৃষ্ণনগরের পরিচিতা পাঠিকা — বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (পৌ-মা ১২৮২)। পৃঃ ২১৯-২২২।

"এ লেখাটি অতি সুন্দর হওয়াতে আমরা সম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিলাম। বা, বো, স।" প্রকৃতি বিষয়ক। শরৎকাল দর্শনে কোনো অভাগীর দুঃখ।

"এই তো শরত কাল পুনরায় আইল।
নিরমল শশধর গগনেতে উঠিল।।
অসংখ্য নক্ষত্ররাজী হাসি হাসি ফুটিল।
অপরূপ বেশে ধরা পুনরায় শোভিল।।..."

প ২৯২ (ক) পিতৃ বিয়োগে কন্যার খেদ — কালিঘাটস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপুর্ব্ব ছাত্রী — বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (পৌ-মা ১২৮২)। পৃঃ ২২৫-২২৬।

"এই বালিকাটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া এবং এই তাঁহার ১ম পদ্য রচনা। ইহা দুই এক স্থানেই সামান্য সংশোধন মাত্র করিয়াছিলাম। অভ্যাস করিলে ইনি যে কবিতা রচনায় দক্ষতা লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বা, বোং, স।" পিতৃহীন বালিকার দুঃখ।

"পিতা পিতা বলে আমি ডাকি একবার।
জনমের মতো দেখা পাইব না আর।।
কোথায় গেলে ওগো পিতা হইয়া নিদয়।
তব কন্যা পুত্র কাঁদে ব্যাকুল হৃদয়।।..."

প ২৯৩ (ক) বঙ্গকামিনী ক্ষেদ — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (পৌ-মা ১২৮২)। পৃঃ ২২৭-২২৮।

শিক্ষাবিহীনা পরাধীনা বঙ্গনারীর দুঃখ।

"অস্তাচলে ভানু যবে করিলাম গমন,
আরক্তিম রবি কর হইল যখন।

কমলিনী ম্লান মুখে নত করি শির;
আবরিল আঁখিদ্বয় সলিল ভিতর।..."

প ২৯৪ (ক) শরৎশশী দর্শনে সখীর প্রতি — হিন্দুমহিলা, কলিকাতা — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (পৌ ১২৮২)। পৃঃ ২১২-২১৩।

বিরহানলে জর্জরিতা নারীর উক্তি। ত্রিপদী ছন্দে।

"সখীরে—ওই যে শরৎশশী, শোভে নীল গগনে;
বিমল শীতল কর, বরষয়ে সুধাকর,
মোহিত মানবগণ হেরি যাহা নয়নে;
কেন রে দহিছে দেখ লো তা যেমন।..."

১২৮২ মাঘ (১৮৭৬)

প ২৯৫ (ক) লর্ড ক্লাইভের আত্মহত্যা — শ্রীমতী কৃ-দেবী, জয়দেবপুর, ঢাকা — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (মা ১২৮২)। পৃঃ ২৩৮-২৪০।

নানা অপবাদে ক্লাইভের অন্তর্জ্বালা ও আত্মহত্যা বিষয়ক।

"সদা মম মন উচাটন, হইয়াছে বিপদ মগন;
শত্রুচয় অগণন, দ্বেষে পূর্ণ অনুক্ষণ
দশ দিকে করিয়াছে দোষ বিঘোষণ;
হায় কি করি এখন।..."

১২৮২ ফাল্গুন (১৮৭৬)

প ২৯৬ (ক) আমি তো উদাসীনা — (শ্রীমতী) ভবসুন্দরী মিত্র, সাং চেতলা — বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (ফা-চৈ ১২৮২)। পৃঃ ২৮২-২৮৪।

সংসারে দুঃখ জ্বালায় জর্জরিতা হয়ে নিত্যনিরঞ্জনের পাদপদ্মে মনস্থির করার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

"আর ভেবে কাজ নাই অতীত বিষয়,
আর ভেবে কাজ নাই প্রিয় পরিজন,
আর কেন মুগ্ধ আমি হতেছি মায়ায়
একেবারে মায়াপাশ করিব ছেদন।..."

প ২৯৭ (ক) ঈশ্বরস্তোত্র — (কুমারী) নীরদমোহিনী মিত্র, বর্দ্ধমান — বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (ফা-চৈ ১২৮২)। পৃঃ ২৮৬-২৮৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"আহা কি বা শোভাময় এ ভব ভবন।
যখন যেদিকে আমি ফিরাই নয়ন।।
কত যে সুন্দর দ্রব্য পাই দেখিবারে।

অসংখ্য অগণ্য কেহ বলিতে না পারে।।..."

প ২৯৮ (ক)	ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা	(কুমারী) নীরদমোহিনী মিত্র, বর্দ্ধমান	বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (ফা-চৈ ১২৮২)। পৃঃ ২৮৫-২৮৬।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"ওহো প্রভো পরমেশ জগৎ জীবন।
তোমার নিকটে আমি করি নিবেদন।।
আমি হে তোমার কন্যা নিতান্ত দুখিনী।
গাইতে তোমার নাম নাহি আমি জানি।।..."

প ২৯৯ (ক)	চিন্তা	শ্রীমতী শ-, নৈহাটী	বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (ফা ১২৮২)। পৃঃ ২৬০-২৬৪।

রমণীদের চিন্তাবিষয়ক।

"বল হে বল হে শুনি ভাবুকপ্রবর,
কি লাগি বসিয়া বল প্রান্তর ভিতরে?
কি লাগি বল হে শুনি ক্ষীণ কলেবর?
কোন কি অসুখ তব আছে হে অন্তরে?..."

প ৩০০ (ক)	শ্রীকাব্য	শ্রী ঃ—বহুবাজার	বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (ফা-চৈ ১২৮২)। পৃঃ ২৮৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"শ্রীহীনা হতেছে দেহ না স্মরি ঈশ্বর।
মন মম হইয়াছে পাপে জর জর।।
তীক্ষ্মবুদ্ধি দেহ নাথ স্থির করি চিত্ত।
যোড় হস্তে গাই যেন তব প্রেমগীত।।..."

১২৮২ চৈত্র (১৮৭৬)

প ৩০১ (ক)	মাননীয় মিসট্রেস্ ফিয়ারের অভিনন্দন	চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ	বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (চৈ ১২৮২)। পৃঃ ২৮৭-২৮৮।

মিসট্রেস্ ফিয়ারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় প্রশস্তিমূলক কবিতা।

"দয়াবতী, সতীমতি, ফিয়ার রমণি!
ধন্যবাদ প্রণিপাত লও গো জননি।
অনুপম মনোরম দিলা পুরস্কার
এতদিনে হ'ল মনে পরিশ্রম সার।..."

১২৮৩ বৈশাখ (১৮৭৬)

প ৩০২ (ক) নববর্ষ (শ্রী) প্রসন্নময়ী [প্রসন্নময়ী দেবী] বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (বৈ ১২৮৩)। পৃঃ ৩০-৩১।

প ৩০৮ থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"পরিয়া নুতন সাজ নবীন রাজন।
সুবিশাল বিশ্বরাজ্য করিতে শাষণ।।
হাসিতে হাসিতে আসি হইল উদয়।
প্রফুল্ল প্রকৃতি দেবী তাহার প্রভায়।।..."

প ৩০৩ (ক) বঙ্গীয়া ভগ্নীগণের প্রতি উপদেশ (শ্রীমতী) হরিমতি চট্টোপাধ্যায়, কাল্‌না বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (বৈ ১২৮৩)। পৃঃ ৩১-৩২।

বঙ্গভগ্নীগণকে পরমেশ্বরের স্মরণ করে দেশাচারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

"এস বঙ্গ ভগ্নীগণে, হরষিত হয়ে মনে,
ঈশ্বরের লইগে শরণ
সুখেতে থাকিব সবে, কোন দুঃখ নাহি রবে,
এড়াইব শমন ভবন।..."

১২৮৩ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৬)

প ৩০৪ (ক) অশোকে রাজবালা শ্রীমতী—দেবী, সাং নৈহাটী বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (জ্যৈ ১২৮৩)। পৃঃ ৩৩-৩৯।

অশোকবনে বন্দিনী রাজনন্দিনী সীতাদেবীর দুঃখ।

"নিবিড় তমসাবৃত শীতল রজনী,
তিমির বসন লয়ে ক্রমে আগুসরি
অবনী হইতে যবে যায় সুবদনী,
তখন কুটীরে সীতা উঠেন শিহরি।।..."

প ৩০৫ (ক) আমি তো ভালবাসি না? (শ্রীমতী) সুরসোহাগিনী দেবী বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (জ্যৈ ১২৮৩)। পৃঃ ৪৭-৪৮।

প্রিয়তমের ভালবাসা না পাবার দুঃখ।

"কি শুনালে প্রিয়তম? আমি ভালবাসি না—
শত বজ্র এককালে
পড়িত যদি হে ভালে
তাহা হ'লে এ হৃদয় কাতর হ'ত না,..."

প ৩০৬ (ক) পূর্ণশশী — শ্রীমতী—দেবী — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (জ্যৈ ১২৮৩)। পৃঃ ৪৬-৪৭।

পয়ারছন্দে প্রকৃতি বিষয়ক।

"জাহ্নবী হৃদয়ে যবে
কেলি করে মৃদুরবে,
থেকে থেকে কেঁপে উঠি তরঙ্গ নিশ্চয়
হেনকালে ছাদে বসি,
হেরিলাম পূর্ণশশী,
উঠিয়াছে নভোমাঝে পীযূষ আলয়।..."

প ৩০৭ (ক) শৈশব — (শ্রী) প্রসন্নময়ী দেবী, কৃষ্ণনগর — বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (জ্যৈ ১২৮৩)। পৃঃ ৬৩-৬৪।

[প্রসন্নময়ী দেবী]

শৈশব স্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

"সুখের শৈশব কাল মানব জীবনে।
চিন্তা পাপীয়সী হায় পশে না মরমে।।
সঙ্গীগণ সঙ্গে করি লতা পাতা লয়ে।
দিবানিশি খেলা করে প্রফুল্ল হৃদয়ে।।..."

প ৩০৮ (ক) সেই একদিন — হরিমতি, কাল্‌না [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়, কাল্‌না] — বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (জ্যৈ ১২৮৩)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

প ৩০৩ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"সেইদিন! হতেছে স্মরণ;
যেদিনেতে হায়, সকল ফুরায়,
কিছুই বলিতে থাকে না আপন।..."

১২৮৩ আষাঢ় (১৮৭৬)

(প ৩০৯.১) (ক) লঙ্কার পতন [ক্রমশঃ] — শ্রীমতী কৃ-দেবী, জয়দেবপুর — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (আ ১২৮৩)। পৃঃ ৬৫-৭১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ১ম কিস্তি। লঙ্কেশ্বর রাবণকে তাঁর কৃতকর্ম স্মরণ করিয়ে তাঁকে বধের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

"নীলাম্বুধি বক্ষে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
স্বর্ণ-সৌধ শ্রেণী বিরাজে তায়,
যেন স্বর্ণ-পদ্ম সাগর হৃদয়ে,
অটল প্রণয়ে বাঁধা সদায়।..."

১২৮৩ শ্রাবন (১৮৭৬)

প ৩১০ (ক) কি দিব তোমায়? (শ্রীমতী) সুরসোহাগিনী দেবী বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (শ্রা ১২৮৩)। পৃঃ ৯৫।

"কি দিব তোমায় আর হৃদয় রতন!
নয়নে নয়নে যবে হয়েছে মিলন—
সেইদিন তনু মনঃ
করিয়াছি সমর্পণ,..."

প ৩১১ (ক) কেন কাঁদি পাঠিকা, দ্বারভাঙ্গা বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (শ্রা ১২৮৩)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

বঙ্গদেশের অধঃপতন দর্শনে।

"আনন্দ সাগর এ ভব ভবন।
সুখে বিচরণ করে জীবগণ।।
চারিদিক দেখি সুখেতে মগন।
হাস হাসি দিন করিছে ক্ষেপণ।।..."

প ৩১২ (ক) নিদাঘ নিশিতে শ্রীমতী শ, নৈহাটী [শ্রীমতী শ-, নৈহাটী] বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (শ্রা ১২৮৩)। পৃঃ ৯৩-৯৫।

প ২৯৯ থেকে লেখিকার ছদ্মনাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"বিশাল অনন্ত গভীর গগনে
ভাসিছে সুন্দর পূর্ণেন্দু মন্ডল!
চকোর চাহিছে চন্দ্রমা উপর;
সেইদিকে আমি চাহিয়ে কেবল।..."

প ৩১৩ (ক) পাপ হইতে দুঃখের কারণ অন্নপূর্ণা দেবী বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (শ্রা ১২৮৩)। পৃঃ ১২৬-১২৭।

পাপাচারে মত্ত যন্ত্রণাময় চিত্তকে শান্তির পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

"হায় ২ একি হায়, প্রমত্ত বারণ প্রায়,
সর্ব্বদাই মম চিত্ত পাপদিকে ধায় রে।
নাহি পারি নিবারিতে কুবৃত্তি সবায় রে।।..."

১২৮৩ ভাদ্র (১৮৭৬)

প ৩১৪ (ক) কোন একটি পাখির প্রতি শ্রীমতী—যশোহর বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (ভা ১২৮৩)। পৃঃ ১১৭-১২০।

কোন একটি পাখির সুললিত কণ্ঠ কবির দুঃখ ও বিরহের স্মৃতি জাগরিত করেছে।

"কে তুমি রে বল পাখি, সুললিত স্বরে,
জাগাইছ থাকি থাকি মোহনীয় ডাক ডাকি,
আমার অন্তরে?..."

প ৩১৫ (ক) ভ্রাতৃবিরহে (শ্রী) ললিতাসুন্দরী দেবী, তারপাশা বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (ভা ১২৮৩)। পৃঃ ১১৪-১১৭।

ভ্রাতার উদ্দেশ্যে শোক কবিতা।

"বৃন্দাবন ধামে ছিল একটি রতন,
সুখ দরশন, মানস-রঞ্জন,
স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রসারণে উজলি কানন,
পরধন লোভী কংস হরিল সে ধন,
অস্তমিত বৃন্দাবনে সৌভাগ্য তপন।..."

১২৮৩ আশ্বিন (১৮৭৬)

প ৩১৬ (ক) মাতৃবিয়োগে কন্যার বিলাপ (শ্রীমতী) শরৎমোহিনী মজুমদার বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (আশ্বিন ১২৮৩)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

স্নেহময়ী মাতার স্মৃতিচারণ।

"কোথায় আছ গো মাতা স্নেহস্বরূপিনী,
সকল বিপদে রক্ষা করিতে জননী।
অকূল পাথারে মাগো আমায় ভাসায়ে,
কোথায় গিয়াছ বল সকল ত্যজিয়ে?..."

প ৩১৭ (ক) শিবচতুর্দশী (শ্রীমতী) ব্রজবালা দেবী শান্তিপুর বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (আশ্বিন ১২৮৩)। পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

শিবচতুর্দশী মাহাত্ম্য।

"একে চতুর্দ্দশী তাহাতে আবার,
পূরিত রজনী ঘোর অন্ধকার,
দৃষ্টি নাহি চলে দেহ বসুধার,
চিত্রিত সকলি তিমির জালে।..."

প ৩১৮ (প্র ৩) স্ত্রীশিক্ষা মহলা নবিশজা বামাবোধিনী, ১৮৭৬ (আশ্বিন ১২৮৩)। পৃঃ ১৮৯-১৯০।

"এই প্রস্তাব আমার জনৈক বন্ধু আদ্যোপ্রান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। — লেখিকা।" বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও এর ফলাফল বিষয়ক।

১২৮৩ কার্ত্তিক (১৮৭৬)

প ৩১৯ আমি কি (শ্রীমতী) ব্রজবালা দেবী বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (কা ১২৮৩)।
(ক) উন্মাদিনী পৃঃ ১৬৪-১৬৮।

হিন্দু শাস্ত্রের শাসনে, বিদ্যাহীনতায় জর্জরিতা ভারতকামিনীর দুঃখ।

"আমার অঙ্গেতে নাহি সখা ছাই,
গেরুয়া বসন পরিধান নাই,
কেমনেতে তবে 'বলিহারি যাই',
গাইবে সুকবি বীণার সনে?..."

১২৮৩ অগ্রহায়ন (১৮৭৬)

প ৩২০ আমি তো বিধবা (শ্রীমতী) কামনা দেবী, বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (অ ১২৮৩)।
(ক) শান্তিপুর পৃঃ ১৮৬-১৮৯।

বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিপক্ষে কোন ভারতীয় সতী নারীর প্রার্থনা।

"এখন তরুণ যৌবন আমার,
এখন কামনা হৃদয়ে অপার।
তবে কেন প্রাণ চাহে নাকো আর
ধরিতে হৃদয়ে বরিতে আবার
পতিভাবে পুনঃ ধিক্। অন্যজনে;
এই কি বাসনা রমণীর মনে?..."

(প ৩২১.১) বিরহিনী শ্রীমতী বঙ্গবালা বঙ্গমহিলা, ১৮৭৬ (অ ১২৮৩)।
(ক) [ক্রমশঃ] পৃঃ ১৮৯-১৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ১ম কিস্তি। কোনও একাকিনী, পতি বিরহিনী, অনাথিনী নারীর দুঃখ।

"তিমির-বসন পরি, দিনান্তে শর্ব্বরী,
আবরিলা দশদিক অন্ধকার করি;
নিশিথ-রজনী, নিদ্রিত সব,
নীরব সকল, স্তম্ভিত ভব,..."

১২৮৩ পৌষ (১৮৭৭)

প ৩২২ আর কেন? শ্রীমতী—দেবী বঙ্গমহিলা, ১৮৭৭ (পৌ ১২৮৩)।
(ক) পৃঃ ২০৯-২১৩।

বিরহ বিষয়ক।

"আর কেন প্রিয়সখি কল্পনে আমার
আসিতেছ দুখিনীরে দিতে দরশন

বহুদিন করি নাই আলাপ তোমার
তাই কি চিন্তিত হয়ে করিছ গমন।..."

(প ৩২১.২) বিরহিনী — শ্রীমতী বঙ্গবালা — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৭ (পৌ ১২৮৩)।
(ক) [ক্রমশঃ] — পৃঃ ২১৩-২১৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৩২৩ (প্র ১০) মেয়ে মহলে গন্ডগোল — আপনার আশীর্ব্বাদিকা — সাধারনী, ১৭ই ডি ১৮৭৭ (৩ পৌ ১২৮৩)। পৃঃ ৮৯-৯০।
খবর কাগজের কোন বিশেষ সংবাদ সম্পর্কে কৌতূহল। সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লেখা।

১২৮৩ মাঘ (১৮৭৭)

প ৩২৪ (ক) কে লিখিল? — (শ্রীমতী) কুসুমকামিনী, কালিকাপুর — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৭ (মা ১২৮৩)। পৃঃ ২৩৫-২৩৮।
বিধবাদের দুঃখে লেখা আলোচ্য কবিতায় সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর, ভূদেব মহাশয় প্রভৃতির গুণগান করা হয়েছে।

"কোথা ব্রজবালে মধুর-ভাষিণী
মানস মোহন পতি সোহাগিনী,
'যৌবন নর্তনে নুপূর নিক্কনে',
নাচিয়া নাচিয়া সংসার ভবনে,
কঙ্কন বাজায়ে টলাও অবনী।..."

প ৩২৫ (ক) মৃত পত্নীর নিমিত্ত পতীর বিলাপ — শ্রীমতী সু — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৭ (মা ১২৮৩)। পৃঃ ২৩৮-২৪০।
পত্নীবিরহের দুঃখ।

"কেমন করিয়া প্রিয়ে তব মুখ ভুলিব!
কেমন করিয়া আমি অনুগামী হইব!
কেমন করিয়া হায়, তব মুখ চন্দ্রিমায়,
অগ্নি সমর্পণ প্রিয়ে এ চক্ষেতে দেখিব।..."

১২৮৩ ফাল্গুন (১৮৭৭)

প ৩২৬ (ক) বসন্ত — (শ্রীমতী) দেবকুমারী দেবী — বঙ্গমহিলা, ১৮৭৭ (ফা ১২৮৩)। পৃঃ ২৫৯-২৬১।
বিহারীলালের ছন্দের অনুকরণে ঋতুরাজ বসন্তের বর্ণনা।

"আসিল বসন্ত হাসিতে হাসিতে
শীতের প্রভাব হইল শেষ।

সখিগণ সহ নাচিতে নাচিতে,
পরিয়া ভূষণ করিয়া বেশ।।..."

(প ৩০৯.২) লঙ্কার পতন শ্রীমতী কৃ-দেবী, জয়দেবপুর বঙ্গমহিলা, ১৮৭৭ (ফা ১২৮৩)।
(ক) [ক্রমশঃ] পৃঃ ২৬১-২৬৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৮৩ চৈত্র (১৮৭৭)

প ৩২৭ সংসারের সাররত্ন (শ্রীমতী) নয়নতারা বঙ্গমহিলা, ১৮৭৭ (চৈ ১২৮৩)।
(ক) দে, বাগবাজার পৃঃ ২৮৭-২৮৮।
পয়ার ছন্দে পতিভক্তি বিষয়ক।

"রমণীর জীবনের সাররত্ন পতি,
সহায় সম্পদ ধন একমাত্র গতি।
নিদাঘ শোকেতে যদি দহে প্রাণমন,
শত পুত্র শোকে হয় অস্থির জীবন,..."

১২৮৪ বৈশাখ (১৮৭৭)

(প ৩২৮.১) কুললক্ষ্মী মাননীয় ভগিনী বামাবোধিনী, ১৮৭৭
(উ) [ক্রমশঃ] (বৈ ১২৮৪)। পৃঃ ১-৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

প ৩২৯ চিন্তিত যুবক অনামা বামাবোধিনী, ১৮৭৭
(ক) (বৈ ১২৮৪)। পৃঃ ৩১-৩২।
প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনে চিন্তিত যুবকের হৃদয়ে বিশ্বপতির মহিমা উপলব্ধি।

"দিনমণি অস্তাচলে করিছে গমন।
কমলিনী ম্লান প্রায় হয়েছে এখন,
মৃদু ২ দোলাইয়া লতা পাতাগণ,
ধীরে ২ বহিতেছে মলয় পবন।..."

প ৩৩০ পিঞ্জরে পাখী (শ্রী) সুকুমারী ঘোষ, বামাবোধিনী, ১৮৭৭
(ক) কৃষ্ণনগর (বৈ ১২৮৪)। পৃঃ ৩১-৩২।
পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর দুঃখ।

"হে পাখী! দুঃখিত মনে পিঞ্জরে বসিয়া।
কি ভাবিছ মনে মনে নয়ন মুদিয়া।।
লোহার শিকলে তব আবদ্ধ চরণ।
যাইবারে নাহি পার যথায় মনন।।..."

প ৩৩১ (ক) | সেই দিন | পরিচিতা পাঠিকা, কৃষ্ণনগর | সাধারণী, ১৫এ ১৮৭৭ (৪ বৈ ১২৮৪)। পৃঃ ১১।

প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা।

"সেই দিন, সেই দিন বলিব কেমনে
স্বচ্ছ সলিলের ন্যায়, নিরমল চিত্ত হায়,
হাস্যময় সমুজ্জ্বল সুখের কিরণে।
সেই দিন, সেই দিন, বলিব কেমনে- ..."

১২৮৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৭)

প ৩৩২ (ক) | পূর্ণিমা | (শ্রীমতী) শশীমুখী দাসী, বগুড়া, মাস্টারপাড়া | বামাবোধিনী, ১৮৭৭ (জ্যৈ ১২৮৪)। পৃঃ ৬১-৬২।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"অপূর্ব্ব পূর্ণিমা তিথি কিবা মনোহর।
শোভা দরশনে মুগ্ধ মানব অন্তর।।
শেফালিকা তরুবর ফুল্ল ফুল দলে।
গাঁথিয়া চিকণ হার পরিয়াছে গলে।।..."

প ৩৩৩ (ক) | হবরে যোগিনী ত্যজিব সংসার | হরিমতি, কাল্না [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়, কালনা] | বামাবোধিনী, ১৮৭৭ (জ্যৈ ১২৮৪)। পৃঃ ৬২-৬৪।

অনিত্য সংসার থেকে দূরে সরে শাশ্বত ঈশ্বরের আরাধনায় রত হবার বাসনা ব্যক্ত হচ্ছে।

" 'হবরে যোগিনী ত্যজিব সংসার'
কাননে ভ্রমিব, বৃক্ষতলে রব,
বন ফল তুলি করিব আহার।
বেড়াব বিজনে, বন্যজন্তু সনে
কহিব তাদেরে মনের বেদন..."।

১২৮৪ আষাঢ় (১৮৭৭)

প ৩৩৪ (প্র ১০) | [আখ্যাহীন] | শ্রীমতী— | সাধারণী। জু ১৮৭৭ (১৮ আ ১২৮৪)। পৃঃ ১৪০।

"স্ত্রীলোকের লেখা এই পত্র 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হইল। সা-স।" বিধবা বিবাহ প্রচলনে সন্তোষ প্রকাশ।

প ৩৩৫ (প্র ১) | আমার মালা গাঁথা | কৃ— | বঙ্গদর্শন, ১৮৭৭ (আ ১২৮৪)। পৃঃ ১৪১-১৪৪।

স্বীয় তৃপ্তি লাভের চিন্তা।

প ৩৩৬ (ক) কুলীন কামিনী (শ্রীমতী) ভবসুন্দরী মিত্র, সাং চেতলা বামাবোধিনী, ১৮৭৭ (আ ১২৮৪)। পৃঃ ৯২-৯৪।

বঙ্গীয় কুলীন কামিনীর দুঃখ বর্ণনা করা হয়েছে।

"তুমি কি কুলীন বালা কুলীন কুমারী,
নীরবে কাঁদিছ বসি! আহা মরি মরি!
প্রভাতে পদ্মের-সম, ওই মুখ নিরুপম,
ম্লান এত বল ধনি কিসের কারণে,
অবিরল বারিধারা ঝরিছে নয়নে?..."

প ৩৩৭ (ক) ভারতের পূর্ব্বতন অবস্থা (শ্রীমতী) ভবসুন্দরী মিত্র, সাং চেতলা বামাবোধিনী, ১৮৭৭ (আ ১২৮৪)। পৃঃ ৯২-৯৪।

ভারতের অতীত অবস্থার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে।

১২৮৪ শ্রাবণ (১৮৭৭)

প ৩৩৮ (ক) ঈশ্বরস্তোত্র অন্নপূর্ণা দেবী বামাবোধিনী, ১৮৭৭ (শ্রা ১২৮৪)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"তোমার মহিমা বল ভবে কেবা জানে।
তোমার অনন্ত শক্তি কেবা পায় ধ্যানে?
তোমার এ বিশ্ব বিভু হেরিয়া নয়নে।
বল কেবা পায় সংখ্যা ভেবে মনে মনে?..."

প ৩৩৯ (প্র ৩) নিবেদন শ্রী স, ম বামাবোধিনী, ১৮৭৭ (শ্রা ১২৮৪)। পৃঃ ১২৩-১২৬।

বঙ্গীয় ভগ্নীগণকে উন্নতির পথে আহ্বান জানিয়ে লেখা।

প ৩৪০ (ক) বঙ্গবালা (শ্রীমতী) প্রসন্নময়ী, কৃষ্ণনগর [প্রসন্নময়ী দেবী] সাধারণী, ৫ই আগস্ট ১৮৭৭ (২২ শ্রা ১২৮৪)। পৃঃ ২০৩।

"ভারত রমণীগণ পূজিত জগতে,
দয়া, মায়া, সরলতা, ভক্তি প্রেম, পবিত্রতা,
সদ্গুণে ভূষিত সব নারীর জীবন,
ভারতের চিরসুখ রমণী রতন।..."

প ৩৪১ (প্র ৩) বিদ্যাবৃক্ষ শ্রী স, ম বামাবোধিনী, ১৮৭৭ (শ্রা ১২৮৪)। পৃঃ ১২৬-১২৭।

বিদ্যা আহরণের জন্য বঙ্গীয় ভগ্নীগণকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প ৩৪২ (প্র ৩) বিধবা বিবাহ অনামা সাধারণী, ১৮৭৭ (৮ শ্রা ১২৮৪)। পৃঃ ১৭৪-১৭৯।

বিধবা বিবাহ ত্বরান্বিত করার অনুরোধজ্ঞাপক পত্রটিতে বলা হয়েছে, "...যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় আর একবার মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে অনেকটা সুখময় ফল ফলিবার আশা করিতে পারা যায়।..."

প ৩৪৩ (ক)	ভারত ললনা	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৭৭ (শ্রা ১২৮৪)। পৃঃ ১১৬-১২০।

"দুঃখিনী মাতার কন্যে,
চির দুঃখিনী ললনা,
ভারতবাসিনী অয়ি,
চির অশ্রুজল নয়না,..."

প ৩৪৪ (প্র ৩)	স্ত্রীলোকের দুর্গতি	অনামা	সাধারণী, ৫ই আগস্ট ১৮৭৭ (২২ শ্রা ১২৮৪)। পৃঃ ১৯৯-২০০।

'স্ত্রীলোকের লেখা'। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে সন্তোষজ্ঞাপক রচনা।

১২৮৪ আশ্বিন (১৮৭৭)

প ৩৪৫ (ক)	বঙ্গাঙ্গনার উত্তর	শ্রীমতী ঃ—	সাধারণী, ১৬ই সে ১৮৭৭ (১ আশ্বিন ১২৮৪)। পৃঃ ২৭৫।

বঙ্গীয় নারীর ধর্ম, চরিত্র, আচার-ব্যবহার, কাজ-কর্ম ও দুঃখের কথা। লঘু চৌপদী ছন্দ।

"না জানি ছলনা, বঙ্গের ললনা
আছে বলে কান বসিয়া শুনি।
নারীর জীবন, পতি মাত্র ধন,
অমূল্য রতন কেবল জানি।..."

১২৮৪ অগ্রহায়ণ (১৮৭৭)

প ৩৪৬ (ক)	পোহাও না	পাঠিকা—, কৃষ্ণনগর	সাধারণী, ২৫ ন ১৮৭৭ (অ ১২৮৪)। পৃঃ ৫৯।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"পোহাও না বিভাবরী মিনতি আমার!
হাসি মাখা শশধর,
কিবা শোভা মনোহর;
সাজিয়াছ বিভাবরী নক্ষত্র মালায়—
রত্নময় হার ধনি পরেছ গলায়।..."

১২৮৪ ফাল্গুন (১৮৭৮)

প ৩৪৭ (ক)	বাল্যসখী	স্ব—[স্বর্ণকুমারী দেবী]	ভারতী, ১৮৭৮, (ফা ১২৮৪)। পৃঃ ৩৮৩।

পশুপতি শাসমল, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', ১৩৭৮, পৃঃ ৯৮ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"এই তো সুরম্য নন্দন কাননে,
কত যে করেছি খেলা,
দেখিতে দেখিতে, জানিনে কেমনে,
কাটিয়া যাইত বেলা।..."

প ৩৪৮ (প্র ১)	বিজনচিন্তা	বিধবা, ছদ্ম	ভারতী, ১৮৭৮, (ফা ১২৮৪)। পৃঃ ৩৬৩-৩৬৬।

কোন বিধবা নারীর একাকিত্বের বেদনার প্রকাশ।

১২৮৪ চৈত্র (১৮৭৮)

প ৩৪৯ (প্র ১০)	বাঙালী স্ত্রীলোকের আক্ষেপ	শ্রীমতী—	সাধারণী, ৩১ মার্চ, ১৮৭৮ (১৯ চৈ ১২৮৪)। পৃঃ ২৭০-২৭১।

বাংলা সংবাদপত্রে স্বাধীনতা লোপের জন্য ইংরেজ প্রবর্তিত নূতন আইন প্রণয়নে আক্ষেপ। সম্পাদকের উদ্দেশ্য লিখিত।

১২৮৫ বৈশাখ (১৮৭৮)

প ৩৫০ (প্র ৩)	উত্তেজনা	***	বামাবোধিনী, ১৮৭৮ (বৈ ১২৮৫)। পৃঃ ৩২।

নারী কল্যাণ ও উন্নতির সম্পর্কিত চিন্তা।

প ৩৫১ (ক)	দুঃখিনী বঙ্গাঙ্গনা	শ্রীমতী নিঃ, খিদিরপুর	বামাবোধিনী, ১৮৭৮ (বৈ ১২৮৫)। পৃঃ ৩০-৩১।

একাকিনী, দুঃখিনী বঙ্গনারীর বেদনা।

"একাকিনী নারী আমি জনম দুঃখিনী,
এ দুঃখের জ্বালা আর সহিতে না পারি,
দিবানিশি কাঁদিতেছি যেন পাগলিনী,
জনেক নাহিক মোরে দিতে শান্তি বারি।..."

প ৩৫২ (প্র ১০)	নূতন আইন জারি হওয়াতে বঙ্গবাসীর	শ্রীমতী—বসু	সাধারণী, ২১শে এ, ১৮৭৮ (৯ বৈ ১২৮৫)। পৃঃ ১৯।

আৰ্ত্তনাদ
সম্পাদকের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পত্রটিতে সংবাদপত্র-এর ৯ আইন জারি বিষয়ক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৮)

(প ৩৫৩.১) রুসিয়া (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৭৮ (জ্যৈ ১২৮৫)।
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৭২-৭৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

১২৮৫ আষাঢ় (১৮৭৮)

(প ৩৫৩.২) রুসিয়া (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৭৮ (আ ১২৮৫)।
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] পৃঃ ১৩৪-১৪০।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৮৫ পৌষ (১৮৭৯)

(প ৩৫৪.১) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭৯ (পৌ ১২৮৫)।
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৪১২-৪২৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

১২৮৫ মাঘ (১৮৭৯)

(প ৩৫৪.২) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭৯ (মা ১২৮৫)।
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৪৪০-৪৫৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

১২৮৫ ফাল্গুন (১৮৭৯)

(প ৩৫৪.৩) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭৯ (ফা ১২৮৫)।
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৪৮১-৫০০।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

১২৮৫ চৈত্র (১৮৭৯)

(প ৩৫৪.৪) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭৯ (চৈ ১২৮৫)।
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৫৪৯-৫৬৩।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

১২৮৬ বৈশাখ (১৮৭৯)

(প ৩৫৪.৫) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ১-৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৯)

(প ৩৫৪.৬) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৬০-৬৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

১২৮৬ আষাঢ় (১৮৭৯)

(প ৩৫৪.৭) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ১৯৭-১০
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৭ম কিস্তি।

১২৮৬ শ্রাবন (১৮৭৯)

(প ৩৫৪.৮) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ১৪৮-১৫
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৮ম কিস্তি।

১২৮৬ ভাদ্র (১৮৭৯)

প ৩৫৫ একটি প্রার্থনা পরিচিতা পাঠিকা। সাধারণী, ১৭
(ক) কৃষ্ণনগর ১২৮৬)। পৃঃ
অনিত্য সংসারে জীবনের শেষ দিনে মাতা জাহ্নবীর কাছে

"কোন সাধ নাহি আর
এ সংসারে অভাগার,
সকলেই একে একে দিয়াছি বিদায়।
তাহে কোন কোন খেদ নাই— ..."

(প ৩৫৪.৯) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ২২৫-২৩
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৯ম কিস্তি।

১২৮৬ আশ্বিন (১৮৭৯)

(প৩৫৪.১০) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭
(উ) [ক্রমশঃ] (আশ্বিন ১২৮

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১০ম কিস্তি।

১২৮৬ কার্ত্তিক (১৮৭৯)

(প৩৫৪.১১) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭৯ (কা ১২৮৬)।
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৩২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১১শ কিস্তি।

প ৩৫৬ পুষ্প সুমতি মজুমদার। বামাবোধিনী, ১৮৭৯
(ক) কলুটোলা (কা ১২৮৬)। পৃঃ ৩২।
ফুলের সৌন্দর্য ও গুণ বিষয়ক।

"সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুসুম সুন্দর,
রূপে গুণে সমতুল মনোমুগ্ধকর।
মন্দ মন্দ গন্ধ বহ হয়ে সঞ্চালিত;
সুগন্ধেতে চারিদিক করে আমোদিত।..."

প ৩৫৭ শ্মশান (শ্রীমতী) নবীনকালী দেবী ভারতী, ১৮৭৯ (কা ১২৮৬)।
(প্র ২) পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬।
শ্মশান বিষয়ে ধর্মীয় চিন্তামূলক প্রবন্ধ।

১২৮৬ অগ্রহায়ণ (১৮৭৯)

(প৩৫৪.১২) ছিন্নমুকুল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৭৯, (অ ১২৮৬)।
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৩৩৭-৩৪৮
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১২শ কিস্তি। ১৮৭৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

১৮৮০-১৮৮৯ (১২৮৬ পৌ—১২৯৬ পৌ)

১২৮৬ পৌষ (১৮৮০)

প ৩৫৮ পৃথিবীর উৎপত্তি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী তত্ত্ববোধিনী, (১৮০২ শক/
(প্র ৫) ১২৮৬)। পৃঃ ১৭৪-১৭৯।
"৪র্থ ভাগ ৭ম সংখ্যক 'ভারতী' হইতে উদ্ধৃত"। পৃথিবীর উৎপত্তি বিষয়ক পুনর্মুদ্রিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৩৫৯ প্রভাত (শ্রীমতী) জগৎমোহিনী দাসী, বাগবাজার বামাবোধিনী, ১৮৮০
(ক) (পৌ ১২৮৬)। পৃঃ ৯৫।
প্রবহমান পয়ার ছন্দে রচিত।

"যামিনী হইল শেষ, দিনেশ উঠিল,
চারিদিকে রাঙ্গারঙ্গে সজ্জিত হইল।

গাভীগণ হাম্বা রবে, মাঠপানে ধায়;
কৃষকেরা ব্যস্ত হয়ে পাছু পাছু যায়।..."

প ৩৬০ (ক-গাথা) সাধের ভাষাণ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮০ (পৌ ১২৮৬)। পৃঃ ৪১১-৪১৬।

'গাথা', ১৮৮০ (১২৮৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

"কে ও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল মোহিয়া কে ওই,
আপনার মনে গাহিছে গান?..."

১২৮৬ মাঘ (১৮৮০)

প ৩৬১ (প্র ১০) বঙ্গমহিলা সমাজ ঃ [রিপোর্ট] (শ্রী) স্বর্ণপ্রভা বসু, বঙ্গমহিলা সমাজের সম্পাদিকা বামাবোধিনী, ১৮৮০ (মা ১২৮৬)। পৃঃ ১১৬-১২০।

বঙ্গমহিলা সমাজের কার্যধারা, সদস্য সংখ্যা ও সমাজের অবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদন।

প ৩৬২ (প্র ৩) বাল্য বিবাহের ফল কোন হিন্দু মহিলা বামাবোধিনী, ১৮৮০ (মা ১২৮৬)। পৃঃ ১২৬-১২৮।

সামাজিক প্রবন্ধ।

(প ৩৬৩.১) (গ) মালতী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮০ (মা ১২৮৬)। পৃঃ ৪৬৪-৪৭৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

১২৮৬ ফাল্গুন (১৮৮০)

প ৩৬৪ (ক) [আখ্যাহীন] (শ্রী) নীরদমোহিনী বসু বামাবোধিনী, ১৮৮০ (ফা ১২৮৬)। পৃঃ ১৬০।

প্রবহমান পয়ার ছন্দে ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"কোথা হে জগৎপতি ডাকি হে কাতরে।
কৃপা কর পরমেশ! এই অধীনীরে।।
পাপপঙ্কে ডুবে আমি আছি সর্ব্বক্ষণ।
উদ্ধার কর হে মোরে পতিত পাবন।।..."

(প ৩৬৩.২) (গ) মালতী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮০ (ফা ১২৮৬)। পৃঃ ৪৮৭-৪৯৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ২য় ও শেষ কিস্তি। খ্রিঃ ১৮৮০ (১২৮৬)-তে 'মালতী ঃ উপন্যাস' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত।

১২৮৬ চৈত্র (১৮৮০)

প ৩৬৫ (ক)	উদাসিনী	অনামা	পরিচারিকা, ১৮৮০ (চৈ ১২৮৬)। পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

সমাজের দুঃখ, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা বঙ্গবালাকে উদাসিনী করে তুলেছে।

"উদাসিনী বালা আমি যাইব না ঘরে—
নাহি বুদ্ধি, নাহি জ্ঞান
উদাস উদাস প্রাণ
ইচ্ছা নাই তিলমাত্র থাকিতে সংসারে।..."

প ৩৬৬ (ক)	উদ্দীপনা	শ্রী কা	বামাবোধিনী, ১৮৮০ (চৈ ১২৮৬)। পৃঃ ১৮৬-১৮৯।

"বঙ্গমহিলা সমাজের গত সাংবাৎসরিক উৎসবে পঠিত।"

"জান কি ভগিনীগণ,—
এ ভারতভূমি হায় আজি তমোময়—
আছিল একদা জ্ঞান বিদ্যার আলয়।..."

প ৩৬৭ (ক-গাথা)	গাথা। খড়্গ-পরিণয়	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮০ (চৈ ১২৮৬)। পৃঃ ৫৪৯-৫৬১।

'গাথা' ১৮৮০ (১২৮৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কথাবস্তু টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত।

"ঘুমঘোরে ডোলে, তারকার কোলে
শোভিছে চাঁদিমা আকাশ মাঝে;
অম্বরের রাজা পৃথ্বিরাজ বালা
দ্বিতীয় চাঁদিমা প্রাসাদে রাজে।..."

১২৮৭ বৈশাখ (১৮৮০)

প ৩৬৮ (ক)	[আখ্যাহীন]	(শ্রী) হেমলতা [হেমলতা রায়]	বামাবোধিনী, ১৮৮০ (বৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৩০-৩২।

প ৪১২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"শুন গো ভগিনীগণ—
নববর্ষ পুনরায় আসিল ধরায়,
আজি এ পৃথিবী হলো আনন্দ আলয়,
আনন্দে ভাসিল সবে, মহাকোলাহল রবে,
উঠিল আনন্দরবি গগন ভেদিয়া,
মোহিত করিল আজ মানবের হিঁয়া।..."

প ৩৬৯ (প্র ১০)	বঙ্গমহিলা সমাজের নিয়মাবলী	(শ্রী) স্বর্ণপ্রভা বসু, সম্পাদিকা। কলিকাতা	বামাবোধিনী, ১৮৮০ (বৈ ১২৮৭)। পৃঃ ২৮-২৯।

ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী সদস্য অন্তর্ভুক্তির নিয়মাবলী।

প ৩৭০ (ক-গাথা)	সাশ্রু সম্প্রদান। গাথা	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮০ (বৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৮-১৫।

'গাথা, ১৮৮০ (১২৮৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

"কবেরে কবে রে হইবে সেদিন
যেদিন আহা এ অভাগা দুখি,
মরণের স্নিগ্ধ শীতল কোলেতে
সমাধি রাখিয়ে হইবে সুখী?..."

১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮০)

প ৩৭১ (ক)	সাধের কুসুম	(শ্রীমতী) সত্যবতী সেন	বামাবোধিনী, ১৮৮০ (জ্যৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৬৩-৬৪।

বিরহ বিষয়ক।

"সখীরে! যবে মন সুখের গহন কাননে,
জুড়াতে মনের জ্বালা,
বসিনু বিরলে চিকণ চিকণে
গাঁথিতে প্রসূন মালা; ..."

১২৮৭ আষাঢ় (১৮৮০)

প ৩৭২ (ক)	বিদ্যুৎ	(শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ	বামাবোধিনী, ১৮৮০ (আ ১২৮৭)। পৃঃ ৯৫-৯৬।

ঈশ্বর ও প্রকৃতি বিষয়ক। চৌপদী ছন্দে।

"কেলো অয়ি দীপ্তিময়ী শূন্য-বিহারিনী!
গাঢ় কাদম্বিনী মাঝে, অপরূপ রূপ সাজে;
কার সনে খেলা করি চঞ্চলগামিনী,
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া লুকাও অমনি।..."

প ৩৭৩ (প্র ৩)	সৎমা কর্ত্তৃক সৎ মার প্রতিবাদ	একজন সৎমা	বামাবোধিনী, ১৮৮০ (আ ১২৮৭)। পৃঃ ৯১-৯৩।

সন্তানের প্রতি বিমাতার ব্যবহার বিষয়ক পত্র।

১২৮৭ শ্রাবণ (১৮৮০)

প ৩৭৪ (ক) প্রাবৃট — শ্রীমতী নী - কটক — বামাবোধিনী, ১৮৮০ (শ্রা ১২৮৭)। পৃঃ ১২৫-১২৮।

বর্ষা প্রকৃতি বিষয়ক। প্রবহমান পয়ার ছন্দে রচিত।

"আইল প্রাবৃট কাল পৃথিবী মাঝারে।
গ্রীষ্ম ঋতু - চলি গেল হেরিয়া তাহারে।।
ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকালে বসুন্ধরা কায়।
আহা মরি হয়েছিল ঠিক মৃতপ্রায়।।..."

প ৩৭৫ (ক) সৎমার প্রতিবাদের প্রতিবাদ — মুকসুদ্‌পুর নিবাসিনী- জনৈক সৎমা — বামাবোধিনী, ১৮৮০ (শ্রা ১২৮৭)। পৃঃ ১১৮-১২১।

সৎমার সমস্যা ও দুঃখের কথা।

১২৮৭ ভাদ্র (১৮৮০)

প ৩৭৬ (প্র ১০) অঙ্ক কৌশল — (শ্রীমতী) আমোদিনী দাসী — বামাবোধিনী ১৮৮০ (ভা ১২৮৭)। পৃঃ ১৫৩-১৫৪।

অঙ্ক নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের খেলা।

প ৩৭৭ (প্র ৫) পৃথিবীর পরিণাম — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮০ (ভা ১২৮৭)। পৃঃ ২১২-২১৮।

পৃথিবী বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ও যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত, জ্যোতিষিক অনুসন্ধান লব্ধ তথ্য নির্ভর প্রবন্ধ।

প ৩৭৮ (ক) শৈশব কুসুম — শ্রীমতী শি- — পরিচারিকা, ১৮৮০ (ভা ১২৮৭)। পৃঃ ৮৬-৮৭।

শৈশব স্মৃতি বিষয়ক।

"সুখের শৈশব সখি! কোথায় এখন,
কোথায় সে প্রাণাধিকা প্রিয়তমা গণ।
কুসুমিত উপবনে,
সকলে সঙ্গিনীগণে,
ছুটোছুটি করিতাম কুরঙ্গী মতন; ..."

প ৩৭৯ (ক) হরিবোল — হরিমতি [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়] — বামাবোধিনী, ১৮৮০ (ভা ১২৮৭)। পৃঃ ১৫৮-১৬০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"হরিবোল শব্দ হৃদয় ভিতরে,
বাজিল সজোরে ভয়ঙ্কর স্বরে,

নিশ্চিন্ত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল,
সহসা যেন কে হৃদে আঘাতিল,..."

১২৮৭ আশ্বিন (১৮৮০)

প ৩৮০ (ক)	নারীর কোমলতাই বীরত্ব	কোন প্রাচীনা ব্রাহ্মণী	পরিচারিকা, ১৮৮০ (আশ্বিন ১২৮৭)। পৃঃ ১১৭-১১৯।

"সরলা অবলা ভীরু কোমলাঙ্গী নারী,
চকিতা কুরঙ্গী যথা, বনবিহারিনী;
কিন্তু কোমলতা তার, দেবদত্ত অলঙ্কার,
অজেয় বীরত্ব শূরাসুর বিমর্দ্দিনী;
যার কাছে নত কত বীর ধনুর্দ্ধারী।..."

প ৩৮১ (প্র ৫)	ভূগর্ভ	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮০ (আশ্বিন ১২৮৭)। পৃঃ ৩৫১-৩৫৭।

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৩৮২ (ক)	রজনী	শ্রীমতী	বামাবোধিনী, ১৮৮০ (আশ্বিন ১২৮৭)। পৃঃ ১৯২।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"আইল রজনী তিমির বসনে,
ফুটিল সুরভি কুসুম রাজি।
হাসি হাসি শশী প্রকাশি গগনে
শোভিল তারার মালায় সাজি।..."

১২৮৭ কার্ত্তিক (১৮৮০)

প ৩৮৩ (প্র ৫)	পৃথিবীর উৎপত্তি	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮০ (কা ১২৮৭)। পৃঃ ৩১১-৩১৯।

বস্তুবিজ্ঞান ও আধ্যাত্ম দর্শনকে সমন্বিত করার দুরূহ অভিপ্রায় আলোচ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটিতে দেখা যায়।

প ৩৮৪ (ক)	প্রাবৃট জলদ	(শ্রী) তরঙ্গিনী দাসী, মাহেশ	বামাবোধিনী, ১৮৮০ (কা ১২৮৭)। পৃঃ ২২১-২২৪।

বর্ষা প্রকৃতি বিষয়ক।

"উঃ! একি ভয়ানক জলদ গর্জ্জন।
জগৎ তমসে ঢাকা, কিছু নাহি যায় দেখা,
নীরব শর্ব্বরী ঘোর ঘুমে অচেতন।..."

১২৮৭ অগ্রহায়ণ (১৮৮০)

প ৩৮৫ (ক) এই কি প্রণয় বিধি (শ্রীমতী) বিনোদিনী দাসী আদরিনী, ১৮৮০ (অ ১২৮৭)। পৃঃ ২৩।

প্রণয়ের নিষ্ঠুর ও ছলনাময় পরিণতিতে দুঃখ।

"সখি রে!
ওই দেখ সরসীতে কমলিনী ফুটিছে,
মজাইতে অবলারে কত অলি ছুটিছে,
সোহাগেতে কমলিনী হইতেছে
উল্লাসে আবেশে দেহ ছড়াইয়া পড়িছে।..."

(প ৩৮৬.১) (উ) জ্যোতির্ম্ময়ী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আদরিনী, ১৮৮০ (অ ১২৮৭)। পৃঃ ১১-২৩।

ব্রাহ্মণ কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীকে কেন্দ্র করে লেখা সামাজিক উপন্যাস। ক্রমশঃ প্রকাশিত। ১ম কিস্তি।

প ৩৮৭ (ক) হিমগিরি (শ্রীমতী) সুমতি মজুমদার বামাবোধিনী, ১৮৮০ (অ ১২৮৭)। পৃঃ ২৫৬।

"আহা কিবা অপরূপ গিরি হিমালয়,
অত্যুন্নত, অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গময়।
দৃষদ্‌নির্ম্মিত দেহ, অচল অটল,
শোভে সর্ব্ব অঙ্গে তার তরুতৃণ দল।..."

১২৮৭ পৌষ (১৮৮১)

(প ৩৮৬.২) (উ) জ্যোতির্ম্ময়ী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আদরিনী, ১৮৮১ (পৌ ১২৮৭)। পৃঃ ৩৭-৫৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ৩৮৮ (প্র ১০) পুরুষ ভেড়া শ্রীমতী বঙ্গঙ্গণা দাসী আদরিনী, ১৮৮১ (পৌ ১২৮৭)। পৃঃ ৬৭-৭১।

পুরুষেরা কিভাবে ভেড়া হয়ে থাকে তা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

প ৩৮৯ (ক) ভারত মহিলার বীরত্ব (শ্রীমতী) সুমতি মজুমদার বামাবোধিনী, ১৮৮১ (পৌ ১২৮৭)। পৃঃ ২২৮।

প্রবহমান পয়ারছন্দে ভারত রমনীর অতীত বীর গাথা।

"কে বলে বীরত্বহীনা ভারত রমণী?
কে বলে এদের দেহে চলে না ধমনী?
কে বলে ভারতনারী দীন হীন মতি,

সাহস শকতি হীনা নিস্তেজ-প্রকৃতি?...”

(প ৩৯০.১) ভূপঞ্জর ঃ প্রথম (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৮১ (পৌ ১২৮৭)।
(প্র ৫) প্রস্তাব [ক্রমশঃ] দেবী পৃঃ ৪১৬-৪২৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ৩৯১ সতীর প্রেম অনামা পরিচারিকা, ১৮৮১
(ক) (পৌ ১২৮৭)। পৃঃ ১৮৯।

“এই পদ্যটি একজন নবলেখিকা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহার প্রথমাংশ চন্দ্রের প্রতি গোলাপ পুষ্পের প্রেম, শেষাংশ ঈশ্বর প্রীতি বিষয়ক। আমরা শেষাংশ এ স্থলে প্রকাশ করিলাম।”

“তুমি পতিব্রতা সতী,
বশীভূত করে পতি,
রেখেছ কুসুম, নিজ হৃদয় মাঝারে।...”

১২৮৭ মাঘ (১৮৮১)

প ৩৯২ আখ্যানমালা অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১
(গ) (মা ১২৮৭)। পৃঃ ৪৬-৪৭।
দেশ-বিদেশের শিক্ষা ও উপদেশমূলক কাহিনী।

(প ৩৮৬.৩) জ্যোতির্ম্ময়ী (শ্রীমতী) জ্যোতির্ম্ময়ী আদরিনী, ১৮৮১ (মা ১২৮৭)।
(উ) [ক্রমশঃ] দেবী পৃঃ ৮১-৮৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ৩৯৩ পর্ব্বত প্রদেশ (শ্রী) বসন্তকুমারী রায় খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১
(ক) হৃদয়োচ্ছ্বাস (মা ১২৮৭)। পৃঃ ৩৭-৩৯।
প্রকৃতি বিষয়ক।

“দিবা অবসান প্রায়, স্নিগ্ধ সৌরকর
পড়িয়াছে তরুশিরে, পাতায় পাতায়,
শ্যাম অঙ্গে হেম আভা মরি কি সুন্দর।...”

প ৩৯৪ প্রার্থনা হরিমতি বামাবোধিনী, ১৮৮১
(ক) [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়] (মা ১২৮৭)। পৃঃ ৩১৮-৩২০।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

“কোথায় দীনের বন্ধু! দীনজন গতি।
কৃপা নয়নেতে হরি! চাহ পাপী প্রতি।
মোহান্ধ হৃদয়ে নাথ! এস একবার।
দূরে থাক্ অন্তরের যাতনা আমার।।...”

প ৩৯৫ (গ) বিচারপতি ও কাফ্রী নারী (সত্যঘটনা) — কুমারী ব ** — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (মা ১২৮৭)। পৃঃ ৪০-৪৫।
আমেরিকার ন্যান্সী নাম্নী কোন কাফ্রী নারীর ঈশ্বরের জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ক সত্য ঘটনা।

(প ৩৯০.২) (প্র ৫) ভূপঞ্জর ঃ দ্বিতীয় প্রস্তাব — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮১ (মা ১২৮৭)। পৃঃ ৪৪৯-৪৫৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ৩৯৬ সংবাদসাজী (প্র ৩) — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (মা ১২৮৭)। পৃঃ ৪৭-৪৮।
দেশ-বিদেশের শিক্ষা, মহিলাদের নানা সৎকার্য, বঙ্গদেশের বেথুন স্কুলের নামকরণ বিষয়ক সংবাদ।

প ৩৯৭ (প্র ১) সরলতা — (শ্রী) সৌদামিনী হালদার — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (মা ১২৮৭)। পৃঃ ৩২-৩৬।
মানব হৃদয়ের মনোগত ভাব বিকাশে ও একতাবর্দ্ধক প্রকৃতি সরলতা বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ৩৯৮ (প্র ৩) স্ত্রী শিক্ষাব উন্নতি — সম্পাদিকা [কীমিনী শীল] — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (মা ১২৮৭)। পৃঃ ২৫-৩১।
এই সময়ে 'খ্রীষ্টীয় মহিলা' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন—কামিনী শীল। ইংরেজ শাসনকালে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধ।

১২৮৭ ফাল্গুন (১৮৮১)

প ৩৯৯ (গ) আখ্যানডালা — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ৬৭-৬৯।
খ্রিস্টিয় ধর্মকাহিনী।

প ৪০০ (প্র ৩) আদর্শ গৃহিনী — (শ্রী) পার্ব্বতী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ৩৪৭-৩৫২।
সামাজিক প্রবন্ধ।

(প ৪০১.১) (গ) একটি দশ বৎসরের বালিকার মৃত্যুকালীন ঘটনা [ক্রমশঃ] — সম্পাদিকা [কামিনী শীল] — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ৬৩-৬৮।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় কাহিনী। ১ম কিস্তি।

(প ৩৮৬.৪) (উ)	জ্যোতির্ম্ময়ী [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	আদরিনী, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ১০২-১১১।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।		
প ৪০২ (প্র ১)	পরোপকার (শ্রী বসন্ত কুমারী কর্ত্তৃক বঙ্গ খ্রীষ্টীয় মহিলা সমাজে পঠিত)	(শ্রী) বসন্তকুমারী বিশ্বাস	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ৫৩-৫৯।
	পরোপকার ব্রতে ব্রতী হবার শিক্ষামূলক প্রবন্ধ।		
প ৪০৩ (ক)	বঙ্গবিধবা	(শ্রী) সুরেন্দ্রমোহিনী বসু	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ৬০-৬৩।
	"অনাথিনী একাকিনী বঙ্গবিধবার" দুঃখকাহিনী।		
(প ৩৯০.৩) (প্র ৫)	ভূপঞ্জর ঃ তৃতীয় প্রস্তাব [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ৪৯৭-৫০৭।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।		
প ৪০৪ (প্র ৩)	সংবাদসাজী	অনামা	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ৭১-৭২।
	দেশ বিদেশের মহিলাদের শিক্ষায় কৃতিত্বের কথা। এখানে বঙ্গদেশে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু ও কুমারী কাদম্বিনী বসু'র যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ২০ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্তির সংবাদও দেওয়া হয়েছে।		

১২৮৭ চৈত্র (১৮৮১)

প ৪০৫ (গ)	আখ্যানমালা	অনামা	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (চৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৯০-৯৩।
	প্যারীনগরের কোন কন্যার পিতৃভক্তির গল্প ও মদ্যপানের কুফল বিষয়ক ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে।		
(প ৪০১.২) (গ)	একটি দশ বৎসরের বালিকার মৃত্যুকালীন ঘটনা [ক্রমশঃ]	সম্পাদিকা [কামিনী শীল]	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (চৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৮৬-৯০।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় কাহিনী। ২য় ও শেষ কিস্তি।		
(প ৩৮৬.৫) (উ)	জ্যোতির্ম্ময়ী [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	আদরিনী, ১৮৮১ (চৈ ১২৮৭)। পৃঃ ১৩৬-১৪৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

প ৪০৬ (প্র ৩) দুর্ভাগ্য ভারত নারী — (শ্রী) সরস্বতী দেব্যা, মুড়াগাছা — বামাবোধিনী, ১৮৮১ (চৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৩৩৭-৩৭৮।
শিক্ষাবিহীন, গৃহপিঞ্জরাবদ্ধ ভারতীয় নারীর দুর্দশা বর্ণনা করা হয়েছে।

প ৪০৭ (প্র ১) পরিবর্তন — (শ্রী) সৌদামিনী হালদার — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (চৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৭৩-৭৮।
নৈসর্গিক ও নৈমিত্তিক ঘটনার ও অবস্থার পরিবর্ত্তন বিষয়ক।

(প ৩৯০.৪) (প্র ৫) ভূপঞ্জর ঃ তৃতীয় প্রস্তাব [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮১ (চৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৫৪৫-৫৫২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ৪র্থ ও শেষ কিস্তি।

প ৪০৮ (ক) মরুভূমি দর্শন — কুমারী ব ** — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ফা ১২৮৭)। পৃঃ ৮২-৮৫।
"অচল আসনে পর্ব্বত শিখরে" বসে প্রকৃতির শোভা দেখার বর্ণনায় মরুভূমির বালিকা সাগরের ধূ ধূ প্রান্তরের চিত্র ফুটে উঠেছে।

প ৪০৯ (প্র ৩) সাংবাদসাজী — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (চৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৯৩-৯৪।
দেশ-বিদেশের মহিলাদের খবরাখবর।

(প ৪১০.১) (প্র ৩) সমাজ সংস্করণ — কুমারী ব ** — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (চৈ ১২৮৭)। পৃঃ ৭৮-৮২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

১২৮৮ বৈশাখ (১৮৮১)

প ৪১১ (গ) আখ্যানডালা — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১১৪-১১৫।
রুশদেশীয় সৈনিকের কাহিনী ও খ্রিস্টান ধর্মের গল্প।

(প ৩৮৬.৬) (উ) জ্যোতির্ম্ময়ী [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী — আদরিনী, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১৫৩-১৬০।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ৪১২ (প্র ২) নববর্ষ — (শ্রী) হেমলতা রায় — বামাবোধিনী, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ৩১-৩২।
নববর্ষের পুণ্যলগ্নে নারীজাতির উন্নতির জন্য প্রার্থনা।

(প ৪১৩.১) (প্র ৯) বঙ্গ খ্রীষ্টীয় মহিলা সমাজে মিসেস্ মিচেলের — সম্পাদিকা [কামিনী শীল] — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১০৮-১১২।

অভ্যর্থনা ও
তাঁহার বক্তৃতা
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণের বক্তৃতামালা। ১ম কিস্তি। ইংরেজি থেকে অনুবাদ। ডঃ জন মরে মিচেলের সহধর্মিনী স্বামীর সঙ্গে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করার বর্ণনা করেছেন।

প ৪১৪ (প্র ৪) রুসিয় ভাষা ও সাহিত্য (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ৫৪৪-৫৪৯।
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ৪১৫ (প্র ১০) সংবাদসাজী অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১১৯-১২০।
দেশ-বিদেশের খ্রিস্টিয় ধর্মকাহিনী ও সংবাদ।

(প ৪১০.২) (প্র ৩) সমাজ সংস্করণ (২য় প্রস্তাব) [ক্রমশঃ] কুমারী ব ** খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১০৪-১০৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ৪১৬ (প্র ৫) সৌরপরিবার (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী তত্ত্ববোধিনী, ১৮৮১ (বৈ ১৮০৩ শক/১২৮৮)। পৃঃ ১০-১৫।
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৪১৭ (প্র ৩) স্বাধীনতা (শ্রী) সৌদামিনী হালদার খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ৯৭-১০৪।
স্বাধীনতার অবস্থা ও সংসারে স্বাধীন হবার ব্যবস্থা বিষয়ক।

প ৪১৮ (ক) স্বামী বিয়োগ-সম্ভূত শোক (শ্রী) যোগমায়া দাস খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১১২-১১৪।
"স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিবার কিছুদিন পর একটি হিন্দু যুবতী নিম্নের পদ্যটি লিখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দুই এক স্থানে ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ ছিল। সেই অংশ পরিত্যক্ত বা শব্দান্তর দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে।"

"অবলার ধন পতি, পতিই জীবন—
পতিহীনা অবলার জীবনে মরণ—
অনুনয় করি তোরে বধ এ জীবন
এ ছার দেহের ভার বহি অকারণ।..."

১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮১)

প ২৪১ (গ)	আখ্যানডালা	অনামা	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১৪০-১৪২।

প্রুশিয়া দেশে যীশু এক ভক্ত এক কর্মচারীর কাহিনী।

প ৪২০ (প্র ৩)	এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিল্প শিখান কর্ত্তব্য।	সম্পাদিকা [কামিনী শীল]	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১২১-১২৫।

মিস্ গুড-এর প্রচেষ্টায় এ দেশের মহিলাদের শিল্প শিক্ষা দেবার প্রথাকে উৎসাহ দান বিষয়ক প্রবন্ধ।

(প ৪২১.১) (প্র ৩)	জন্মভূমি ও বাল্যাবাস [ক্রমশঃ]	(শ্রী) সৌদামিনী হালদার	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১২৫-১৩৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ও দেশীয় সমাজের উন্নতি বিষয়ক।

(প ৩৮৬.৭) (উ)	জ্যোতিৰ্ম্ময়ী [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	আদরিনী, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১৭৭-১৮৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৭ম কিস্তি।

প ৪২২ (ক)	পার্ব্বতীয় বালক-বালিকার গীত	পর্ব্বত বালিকা	পরিচারিকা ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ২১-২২।

লোকসঙ্গীত ঃ ভ্রমণকালে সঙ্গীদের আহ্বান করে পর্বত বালিকাদের গান।

প ৪২৩ (ক)	প্রভাতে মনের প্রতি	(শ্রীমতী) সুশীলা, কালীগঞ্জ	বামাবোধিনী, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ৯৬।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"ধীরে ধীরে চলে যায়, শশী সুশীতল।
শর্ শর্ স্বরে বায়ু, বহিছে শীতল।।
ক্রমে দেখ পূর্ব্বদিক, ফরসা হইল।
জাগরিত হয়ে সবে, অমনি উঠিল।।..."

(প ৪১৩.২) (প্র ৯)	বঙ্গ খ্রীস্টীয় মহিলা সমাজে মিসেস্ মিচেলের অভ্যর্থনা ও তাঁহার বক্তৃতা	সম্পাদিকা [কামিনী শীল]	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১৩৬-১৪২।

[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণের বক্তৃতামালা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৪২৪ (ক) | বাল্য বিবাহের ফল | (শ্রী) চমৎকারমোহিনী ঘোষ দর্জিপাড়া | বামাবোধিনী, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ৬৩-৬৪।

বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত সামাজিক বিষয়ক।

"কত শত দেখ রমণী রতন,
মন দুঃখে কাটে যাবৎজীবন,
ঐহিকের সুখ হল বিসর্জন,
মনের মতন পতি না পেয়ে।।..."

প ৪২৫ (প্র ৩) | সংবাদসাজী | অনামা | খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১৪২-১৪৪।

দেশ-বিদেশের মহিলাদের শিক্ষা ও অগ্রগতির সংবাদ।

(প ৪১০.৩) (প্র ৩) | সমাজ সংস্করণ (শেষ প্রস্তাব) | কুমারী ব ** | খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১৩০-১৩৫।

[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ৪২৬ (ক) | স্বর্গধাম | (শ্রী) শরৎকুমারী বসু | খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (জ্যৈ ১২৮৮)। পৃঃ ১৩৩।

স্বর্গপুরীর বর্ণনা।

"স্বর্গ অতি তেজোময় সুপবিত্র স্থান,
থাকেন তথায় কত সাধু পুণ্যবান।..."

১২৮৮ আষাঢ় (১৮৮১)

প ৪২৭ (ক) | [আখ্যাহীন] | অনামা | ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৮৮১ (আ ১৮০৩ শক/১২৮৮)। পৃঃ ১৪১-১৪২।

"কোন আর্য্য নারী রচিত সঙ্গীত—সম্পাদক"। 'নববিধান' ও এর স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা।

প ৪২৮ (গ) | আখ্যানডালা | অনামা | খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আ ১২৮৮)। পৃঃ ১৬৬-১৬৮।

ঈশ্বর বিশ্বাসী এক বালকের গল্প।

প ৪২৯ (ক) | একটি পাখী দেখিয়া | (শ্রী) সুরেন্দ্রমোহিনী বসু | খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আ ১২৮৮)। পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

(প ৪২১.২) (প্র ৩) জন্মভূমি ও বাল্যাবাস ঃ (২য় প্রস্তাব)। [ক্রমশঃ] (শ্রী) সৌদামিনী হালদার খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আ ১২৮৮)। পৃঃ ১৬০-১৬৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ও দেশীয় সমাজের উন্নতি বিষয়ক।

(প ৩৮৬.৮) (উ) জ্যোতিস্ময়ী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) জ্যোতিস্ময়ী দেবী আদরিনী, ১৮৮১ (আ ১২৮৮)। পৃঃ ২১১-২৩৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৮ম ও শেষ কিস্তি।

প ৪৩০ (প্র ৩) সংবাদসাজী অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আ ১২৮৮)। পৃঃ ১৬৮।

দেশ বিদেশের নানা সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

(প ৪৩১.১) (গ) সন্তোষিণী ও তাহার পরিচারিকার বিবরণ (কুমারী) অনসূয়া পাল খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আ ১২৮৮)। পৃঃ ১৫৪-১৫৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ১ম কিস্তি। ভগবান যীশুর দয়া ও প্রেম কাহিনী।

প ৪৩২ (প্র ৩) সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান ও প্রভাব সম্পাদিকা [কামিনী শীল] খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আ ১২৮৮)। পৃঃ ১৪৫-১৫৪।

সামাজিক প্রবন্ধ।

প ৪৩৩ (প্র ৩) স্ত্রীশিক্ষা (শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সিমলাপাহাড় [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী] ভারতী, ১৮৮১ (আ ১২৮৮)। পৃঃ ২৬৩-২৭৩।

প ৪৭৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার শুভফল বিষয়ক আলোচনা।

১২৮৮ শ্রাবণ (১৮৮১)

প ৪৩৪ (প্র ৩) অনুকরণ সম্পাদিকা [কামিনী শীল] খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১৭৪-১৭৯।

মানবজীবনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ অনুকরণ বিষয়ক।

প ৪৩৫ (গ) আখ্যানডালা অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

উপদেশমূলক কাহিনী।

প ৪৩৬ (প্র ৩)	ইংরাজ নিন্দা ও দেশানুরাগ	(শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, বম্বে [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী]	ভারতী, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১৫৫-১৬৩।

ইংরাজ জাতির সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি, বাহুবল প্রভৃতি গুণাবলী বিষয়ক।

প ৪৩৭ (প্র ১)	চঞ্চল জীবন	(শ্রী) সৌদামিনী হালদার	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১৬৯-১৭৪।

অস্থায়ী জীবনে মোহ ত্যাগের শিক্ষা।

প ৪৩৮ (প্র ৩)	সংবাদসাজী	অনামা	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১৯২।

মহিলাদের অগ্রগতির নানা সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(প ৪৩১.২) (গ)	সন্তোষিণী ও তাঁহার পরিচারিকার বিবরণ	(কুমারী) অনসূয়া পাল	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১৮৬-১৯০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় কাহিনী। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৪৩৯ (প্র ১)	সময় অমূল্যনিধি	(কুমারী) অনসূয়া পাল	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১৭৯-১৮৬।

অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহারের শিক্ষা।

প ৪৪০ (ক)	সাগরপাড়ে	জনৈক হিন্দু মহিলা	আর্যদর্শন, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১৮১।

সমুদ্রতটে এক নারীর বর্ণনা।

"কে ঐ কামিনী একাকিনী রজনী গভীরে?
দুই করে শির ধরি'
ভাসিছ' সুর-সুন্দরি!..."

প ৪৪১ (ক)	সুখ-মনের প্রতি	হরিমতি [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়]	বামাবোধিনী, ১৮৮১ (শ্রা ১২৮৮)। পৃঃ ১২৬-১২৮।

অনিত্য সুখে মত্ত না হয়ে শাশ্বত ভগবানকে স্মরণ করার উপদেশমূলক কবিতা।

"হায় রে অবোধমন—
নিয়ত ব্যাকুল তুমি সুখের লাগিয়ে,
ভ্রমিছ উন্মত্ত প্রায় বল কি বুঝিয়ে,
কি সুখ সংসারে মন, ভুলিয়ে জীবন ধন?
মরুভূমে জল আশা কর কি কারণ?..."

১২৮৮ ভাদ্র (১৮৮১)

প ৪৪২ (গ) আখ্যানডালা — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ভা ১২৮৮)। পৃঃ ২১৪-২১৫।

প্রভু যীশু বিষয়ক উপদেশমূলক গল্প।

প ৪৪৩ (গ) আমি মদ খাইব না ([illegible]প্ত) — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ভা ১২৮৮)। পৃঃ ১৯৯-২০০।

নেশা করার ক্ষতি উপলব্ধি করে লেখা উপদেশমূলক গল্প।

(প ৪৪৪.১) (প্র ৩) কলিকাতার স্ত্রী সমাজ। পত্র [ক্রমশঃ] — শ্রীমতী শা—দাসী, সিমলা [শরৎকুমারী চৌধুরানী] — ভারতী, ১৮৮১ (ভা ১২৮৮)। পৃঃ ২৩১-২৩৮।

ছদ্মনামে স্বাক্ষরিত রচনাটির লেখিকার সম্পূর্ণ নাম 'ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৩১৬-এ প্রকাশিত রচনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর সাক্ষ্য দেখে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', ১৩৫৭, পৃঃ ১৩ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। কলকাতার মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা বা গল্পের বিষয়বস্তু, প্রভৃতি অবলম্বন করে লেখা প্রবন্ধ।

(প ৪৪৫.১) (প্র ২) প্রার্থনা [ক্রমশঃ] — সম্পাদিকা [কামিনী শীল] — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ভা ১২৮৮)। পৃঃ ২১০-২১৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। প্রার্থনা শব্দের অর্থ এবং পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ৪৪৬ (প্র ২) লোকালয় ও নিভৃতাবাস — (শ্রী) সৌদামিনী হালদার — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ভা ১২৮৮)। পৃঃ ১৯৩-১৯৯।

নিভৃত চিন্তা ও ঈশ্বরের প্রসাদ ছাড়া জীবনের সার্থকতা সম্ভব নয়। তা আলোচ্য উপদেশমূলক প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

প ৪৪৭ (প্র ৩) সংবাদসাজী — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (ভা ১২৮৮)। পৃঃ ২১৬।

বঙ্গ খ্রিস্টীয় অধিবেশন ও মহিলাদের অগ্রগতির তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

প ৪৪৮ (ক) সুখস্বপ্ন — (শ্রী) মাতঙ্গিনী — বামাবোধিনী, ১৮৮১ (ভা ১২৮৮)। পৃঃ ১৬১।

রজনীকালে সুখস্বপ্ন অবলম্বন করে চৌপদী ছন্দে লেখা।

"আইল রজনী সঙ্গি-গণ-লয়ে
দেখাতে আপন শোভা,
ফিরে কি নয়ন সে শোভা নেহারি,
ভাবুকের মনো লোভা।..."

(প ৪৪৯.১) সূর্য্য [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী তত্ত্ববোধিনী, ১৮৮১ (ভা ১৮০৩
(প্র ২) শক/১২৮৮)। পৃঃ ৯১-৯৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

১২৮৮ আশ্বিন (১৮৮১)

প ৪৫০ আখ্যানডালা অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আশ্বিন
(গ) ১২৮৮)। পৃঃ ২৩৫-২৩৮।
উপদেশমূলক গল্প।

প ৪৫১ ঈশ্বরের স্তব (শ্রী) গোপালকুমারী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৮১
(ক) (আ ১২৮৮)। পৃঃ ১৯৬।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক।
"হে গুণনিধান, পুরুষ প্রধান, সংসার বিধানকারী।
অখিল কারণ, ত্রিলোক-তারণ, অনুপমরূপধারী।।
তোমার মহিমা কে করে বর্ণনা, নিগম আগম হারে।
ওহে বিশ্বপতি, আমি মূঢ়মতি, কি জানি বল তোমারে।।..."

(প ৪৫২.১) এনা রস (শ্রী) ভবকুমারী ঘোষ খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আশ্বিন
(গ) [ক্রমশঃ] ১২৮৮)। পৃঃ ২৩১-২৩৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত আখ্যায়িকা। ১ম কিস্তি। "শ্রীমতী গ্রেস কেনেডি বিরচিত 'এনা রসা' নাম্নী আখ্যায়িকার অনুবাদ"—পাদটীকা। ১৮১৫ খ্রীঃ ওয়াটরলুর সমরক্ষেত্রের কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা।

প ৪৫৩ দুই ভিক্ষুকের কথোপকথন সম্পাদিকা [কামিনী শীল] খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আশ্বিন
(প্র ২) ১২৮৮)। পৃঃ ১২২-১২৬।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ৪৫৪ প্রতিকার (শ্রী) সৌদামিনী হালদার খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আশ্বিন
(প্র ৫) ১২৮৮)। পৃঃ ২১৭-২২২।
কোন শারীরিক নিয়ম উলঙ্ঘনে দেহের অনিময় ও তা নিবারণের উপায় বিষয়ক।

(প ৪৪৫.২) প্রার্থনা সম্পাদিকা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আশ্বিন
(প্র ২) [ক্রমশঃ] [কামিনী শীল] ১২৮৮)। পৃঃ ২২৬-২৩১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৪৫৫ সংবাদসাজী অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (আশ্বিন
(প্র ৩) ১২৮৮)। পৃঃ ২৩৯-২৪০।
কলকাতার খ্রিস্টিয় মহিলা সভার অধিবেশন ও মহিলাদের অগ্রগতির সংবাদ বিষয়ক।

(প ৪৪৯.২) সূর্য্য (পূর্ব্ব (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী তত্ত্ববোধিনী, ১৮৮১ (আ ১৮০৩
(প্র ২) প্রকাশিতের পর) শক/১২৮৮)। পৃঃ ১০৬-১১৪।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৮৮ কার্ত্তিক (১৮৮১)

প ৪৫৬ আজি অনামা নলিনী, ১৮৮১ (কা ১২৮৮)।
(ক) পৃঃ ১৫৯।
কোন ত্রিশোর্দ্ধ কবির মনের বিশেষ উপলব্ধি।

"তিন দশ পূর্ণকায় অতীত যৌবন।
তিন দশ পূর্ণকায়,
জীবন প্রবাহ ধায়,
মহাকাল মহার্ণব সহসম্মিলন।..."

(প ৪৪৪.২) কলিকাতার স্ত্রী শ্রীমতী শা—দাসী, সিমলা ভারতী, ১৮৮১ (কা ১২৮৮)।
(প্র ৩) সমাজ। পত্র [শরৎকুমারী চৌধুরানী] পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৪৫৭ সময় (শ্রী) রমাসুন্দরী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৮১
(প্র ১) (কা ১২৮৮)। পৃঃ ২২৫-২২৮।
সময়ের মূল্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ক।

১২৮৮ অগ্রহায়ণ (১৮৮১)

প ৪৫৮ আখ্যানডালা অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (অ
(গ) ১২৮৮)। পৃঃ ২৮৫-২৮৭।
শ্রীরামপুরে মিশনারীগণের মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও রেভারেণ্ড জন ওয়েস্‌লি-র খ্রিস্টগত জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা আখ্যানমালা।

প ৪৫৯ উদ্যমশীলতা (শ্রী) সৌদামিনী হালদার খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১
(প্র ১) (অ ১২৮৮)। পৃঃ ২৮১-২৮৫।
নীতিমূলক প্রবন্ধ।

প ৪৬০ এ সংসারে সুখী (শ্রী) সৌদামিনী খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১
(প্র ১) কে? হালদার (অ ১২৮৮)। পৃঃ ২৬৫-২৭০।
নীতি ও ধর্ম্মমূলক প্রবন্ধ।

(প ৪৫২.২) এনা রস (শ্রী) ভবকুমারী ঘোষ খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১
(গ) [ক্রমশঃ] (অ ১২৮৮)। পৃঃ ২৭১-২৭৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত আখ্যায়িকা। ২য় কিস্তি।

প ৪৬১ (প্র ৯) লেডী জেন গ্রে — সম্পাদিকা [কামিনী শীল] — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (অ ১২৮৮)। পৃঃ ২৭৬-২৮১।

সাফক প্রদেশে ডিউক হেনরি গ্রে-র জ্যেষ্ঠা কন্যা, বীর নারী লেডী জেন গ্রে-র জীবন বৃত্তান্ত।

প ৪৬২ (ক) শৈশব সুখ — হরিমতি [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়] — বামাবোধিনী, ১৮৮১ (অ ১২৮৮)। পৃঃ ২৫৭-২৬০।

শৈশবের সুখস্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

"কত সুখে গত হায়! শৈশব জীবন
ভাবিলে হৃদয় হয় আনন্দে মগন।
ছিল না রে এ দারুন মরম বেদন,
গোপনে রোদন হায়! ছিল না তখন।..."

প ৪৬৩ (প্র ৩) সংবাদসাজী — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (অ ১২৮৮)। পৃঃ ২৮৭-২৮৮।

এ দেশের মহিলা শিক্ষার উন্নতি বিষয়ক।

১২৮৮ (১৮৮১)

প ৪৬৪ (ক) প্রিয়তমের প্রতি — (শ্রীমতী) বিনোদিনী দেবী — আদরিনী, ১৮৮১ (১২৮৮)। পৃঃ ৩১৫-৩১৬।

প্রিয়তমকে উদ্দেশ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা।

"হের নাথ! গগন মাঝারে নিশাকর,
বিরাজিছে তারাদল সরসীর বুকে;
খেলিছে কৌমুদী-জাল মানস রঞ্জন,
হাসিছে প্রণয়রসে কুমুদ সুন্দরী,
হাসিছে মধুর মৃদু জগৎ সংসার।..."

১২৮৮ পৌষ (১৮৮২)

প ৪৬৫ (গ) আখ্যানডালা — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (পৌ ১২৮৮)। পৃঃ ১৯-২৩।

"এই আখ্যায়িকাটি ইংরাজি ভাষা হইতে অনুবাদ হইয়াছে।" কোন নাস্তিক পরিবার দুর্ঘটনা হেতু ঈশ্বরবিশ্বাসী হবার কাহিনী।

(প ৪৫২.৩) (গ) এনা রস [ক্রমশঃ] — (শ্রী) ভবকুমারী ঘোষ — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (পৌ ১২৮৮)। পৃঃ ৯-১৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত আখ্যায়িকা। ৩য় কিস্তি।

প ৪৬৬ (ক) দাম্পত্য বিধি (শ্রী) অভয়সুন্দরী দাস বামাবোধিনী, ১৮৮২ (পৌ ১২৮৮) । পৃঃ ২৯১-২৯২।

বঙ্গনারীর অসুখী দাম্পত্য জীবনের ব্যথা।

"কোথা সে দাম্পত্য বিধি যাহারে গড়িল বিধি,
পবিত্র করিয়া আহা, ধরণী মাঝারেতে।
নিদয় পুরুষ জাতি, অবহেলি এই রীতি,
ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য হয়ে রত স্বেচ্ছাচারেতে।..."

প ৪৬৭ (প্র ১) দীদৃক্ষা (শ্রী) সৌদামিনী হালদার খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (পৌ ১২৮৮)। পৃঃ ১-৪।

লোভ থেকে উৎপন্ন দীদৃক্ষায় মানুষের যে বাহ্যিক ব্যক্তি বা বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্খা জন্মে তা আলোচিত হয়েছে।

প ৪৬৮ (গ) মুসলমান রমণীদের মধ্যে রাত্রিযাপন অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (পৌ ১২৮৮)। পৃঃ ৪-৯।

"একজন বঙ্গবামা কর্ত্তৃক অনুবাদিত"। —সম্পাদক। অনুবাদ গল্প। মিস্ রজার্স নাম্নী এক কুমারী সিরিয়ার মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র বিষয়ে একটি মনোহর উপাখ্যান পরিবেশন করেছেন। সেই উপাখ্যানের অনুবাদ।

প ৪৬৯ (প্র ৩) সংবাদসাজী অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (পৌ ১২৮৮)। পৃঃ ২৩-২৮।

ভারতবর্ষে মহিলা শিক্ষার প্রগতি বিষয়ক সংবাদ।

১২৮৮ মাঘ (১৮৮২)

প ৪৭০ (গ) আখ্যানডালা অনামা খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (মা ১২৮৮)। পৃঃ ৪২-৪৩।

ইংলণ্ডের খ্রিস্টধর্মের এক শ্রেণী—কোয়েকার সম্বন্ধে গল্প। এছাড়া চেরী ফল ও যিশু ভক্তের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।

প ৪৭১ (প্র ১) আশা (শ্রী) সৌদামিনী হালদার খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (মা ১২৮৮)। পৃঃ ৪৯-৫৩।

দুঃখনাশিনী, সন্তাপহারিণী, শান্তিদায়িনী আশা-কে অবলম্বন করে লেখা।

(প ৪৫২.৪) (গ) এনা রস [ক্রমশঃ] (শ্রী) ভবকুমারী ঘোষ খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (মা ১২৮৮)। পৃঃ ৩৭-৪১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত আখ্যায়িকা। ৪র্থ কিস্তি।

প ৪৭২ (প্র ৩) কিসে সমাজের উন্নতি হইতে (শ্রী) সৌদামিনী হালদার খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (মা ১২৮৮) । পৃঃ ৩০-৩৬।

পারে?
সমাজের উন্নতিকল্পে লেখা চিন্তামূলক সামাজিক প্রবন্ধ।

প ৪৭৩ (প্র ১০) [সম্পাদককে লেখা পত্র] ঃ পত্র নং ৩ (খ) — অনামা — রামধনু, ১৮৮২ (মা-ফা ১২৮৮)। পৃঃ ১২৫-১২৬।

শিশু সন্তান পালনের উপদেশ বিষয়ক।

প ৪৭৪ (প্র ১০) [সম্পাদককে লেখা পত্র] ঃ পত্র নং ৬ (ক) — (শ্রীমতী) নিতম্বিনী দেবী, কাঁশিধাম — রামধনু, ১৮৮২ (মা-ফা ১২৮৮)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

গৃহস্থালী বিষয়ক। লেবুর আচার তৈরির প্রণালী।

প ৪৭৫ (ক) বর্ষাকালের নদ — শ্রী বি, সু — বামাবোধিনী, ১৮৮২ মা ১২৮৮)। পৃঃ ৩২৪।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"কোথা যাও যাও নদী নাচিতে নাচিতে,
একভাবে নিরন্তর একদিক পানে,
তব গতি হেরি হেন লয় মম চিতে
নিগূঢ় কামনা কোন উদিয়াছে মনে।..."

প ৪৭৬ (প্র ৪) বাড়বানল — (শ্রী) সৌদামিনী হালদার — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (মা ১২৮৮)। পৃঃ ২৫-৩১।

ভূমন্ডলের অনেক স্থানে ভূগর্ভ থেকে উষ্ণস্রোত উত্থিত হওয়া বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৪৭৭ (প্র ৩) সংবাদসাজী — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (মা ১২৮৮)। পৃঃ ৪৫-৪৮।

ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা প্রগতি বিষয়ক তথ্যাদি।

১২৮৮ ফাল্গুন (১৮৮২)

প ৪৭৮ (ক) মধুমাস — অনামা — অতিথি, ১৮৮২ (ফা-চৈ ১২৮৮)। পৃঃ ৫৪।

রজনীর শোভা বর্ণিত হচ্ছে।

"সই কি সুন্দর নিশি নিরমল,
বিধুর বিভায় ধৈতে ধরাতল
অচল সচল সুহাসে সকল,
মধুর মিলনে।..."

১২৮৮ মাঘ (১৮৮২)

প ৪৭৯ (প্র ৩০) কিন্টারগার্টেন — জ্ঞানদানন্দিনী দেবী — ভারতী, ১৮৮২ (চৈ ১২৮৮)। পৃঃ ৫৪৯-৫৫৯।

ফ্রুবেলের শিশুশিক্ষা পদ্ধতির বিবরণ।

প ৪৮০ (ক) বসন্তবর্ণনা — হেমলতা [হেমলতা রায়] — বামাবোধিনী, ১৮৮২ (চৈ ১২৮৮)। পৃঃ ২৮২-২৮৩।

বসন্ত প্রকৃতির বর্ণনা।

"দেখিতে দেখিতে বসন্তের আগমন,
ক্লেশকর শীতঋতু হলো অদর্শন।
ত্যজিল বসুধা জীর্ণ মলিন বসন,
নববেশে প্রফুল্লিত শোভে অতুলন।..."

প ৪৮১ (ক) বারাঙ্গনা — অনামা — নলিনী, ১৮৮২ (চৈ ১২৮৮)। পৃঃ ২৬৫-২৬৬।

বারাঙ্গনার মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে।

"বারাঙ্গনা নারী মম অন্তর পাষাণ;
প্রেম কোথা পাবে স্থান,
শ্মশান আমার প্রাণ,
রমণী হৃদয় আমি দিছি বলিদান।..."

১২৮৯ বৈশাখ (১৮৮২)

প ৪৮২ (গ) আখ্যানডালা — অনামা — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)। পৃঃ ১১৯-১২০।

ইংলন্ডের কোনও এক বিচারপতির পরহিতকর কাজের গল্প।

প ৪৮৩ (প্র ১) কার্য্যেতেই মহত্ত্ব — বঙ্গমহিলা সমাজের কোন সভ্য — বামাবোধিনী, ১৮৮২ (বৈ-জ্যৈ ১২৮৯)। পৃঃ ২৮-৩০।

সামাজিক প্রবন্ধ।

প ৪৮৪ (ক) কোজাগর পূর্ণিমা — অনামা — বঙ্গদর্শন, ১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)। পৃঃ ১৮।

"এই পদ্য কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের লেখা। আমরা ইহার কেবল দুই এক স্থান যৎসামান্য পরিবর্তন করিয়াছি। সম্পাদক।"

(প ৪৫২.৫) (গ) এনা রস [ক্রমশঃ] — (শ্রী) ভবকুমারী ঘোষ — খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)। পৃঃ ১০২-১১০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত আখ্যায়িকা। ৫ম কিস্তি।

প ৪৮৫ (প্র ২)	খ্রীষ্ট জগতে দুঃখেতে শান্তি	(কুমারী) গিরিবালা দে	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)। পৃঃ ১১৬-১১৭।

যিশু খ্রিস্টের মাহাত্ম্য বর্ণন করে লেখা ধর্মীয় প্রবন্ধ।

প ৪৮৬ (ক)	খ্রীষ্টের প্রেম	(শ্রী) শরৎকুমারী বসু	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)। পৃঃ ১১৭-১১৮।

যিশু খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে লেখা ভক্তিমূলক কবিতা।

প ৪৮৭ (গ)	বিশ্বাসিনী "নন্দ" নাম্নী সিকিন্দ্রানগরের একটি বালিকার বিবরণ ঃ (সত্য ঘটনামূলক আখ্যায়িকা	(কুমারী) সুশীলাবালা চট্টোপাধ্যায়	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)। পৃঃ ৯৭-১০২।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ। পরমার্থিক বিষয়ক গল্প।

প ৪৮৮ (ক)	রজনী	(শ্রী) সৌদামিনী হালদার	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)। পৃঃ ১১১-১১৬।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ৪৮৯ (প্র ৩)	সংবাদসাজী	অনামা	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)। পৃঃ ১২০।

পাঞ্জাব প্রদেশে মহিলা প্রগতি ও শিক্ষার উন্নতি বিষয়ক সংবাদ।

১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮২)

প ৪৯০ (ক)	অশ্রুজল	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮২ (জ্যৈ ১২৮৯)। পৃঃ ৮৯।

"...একান্তভাবে কাহিনী নিরপেক্ষ এবং বাল্যসখী—ধর্মী।" —পশুপতি শাসমল, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', ১৩৭৮, পৃঃ ৩৩২।

১২৮৯ আষাঢ় (১৮৮২)

প ৪৯১ (ক)	ইডেন শোকাতুরার বিলাপ	(শ্রীমতী) কাদম্বিনী দাসী	প্রবাহ, ১৮৮২ (আ ১২৮৯)। পৃঃ ৭৮-৭৯।

ইডেনের দুঃখে বিলাপরত বঙ্গ নারীকুল।

"ইডেন গমনে যত বড়লোক কাঁদিলো,
আয় আয় প্রাণ সখি আমরাও কাঁদিলো;

আমরা কেহ নাই ভারতের ভিতরে,
সাধারণ শোকে কেন কাঁদিব কাতরে।...”

(প ৪৯২.১) (প্র ৫) পৃথিবীর গতিপ্রণালী [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — তত্ত্ববোধিনী, ১৮৮২ (আ ১৮০৪ শক/১২৮৯)। পৃঃ ৫৯-৬০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ৪৯৩ (ক) বসন্ত উৎসব — (শ্রী) তরঙ্গিনী দাসী, মাহেশ — বামাবোধিনী, ১৮৮২ (আ ১২৮৯)। পৃঃ ৯৫-৯৬।

প্রকৃতি বিষয়ক। ছন্দে হেমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

“মধুর নাদিনী বীনে বাজ্‌র মধুর বোলে।
বসন্ত মঙ্গল গান গাও মন কুতুহলে।
মধুর হেন যামিনী, মধুর হেন ধরণী
মধুর মলয়ানিল বহিছে মধুর স্বনে।...”

১২৮৯ আষাঢ় (১৮৮২)

(প ৪৯২.২) (প্র ৫) পৃথিবীর গতিপ্রণালী [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — তত্ত্ববোধিনী, ১৮৮২ (শ্রা ১৮০৪ শক/১২৮৯)। পৃঃ ৬৮-৭৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ৪৯৪ (ক) প্রাবৃট বর্ণনা — (শ্রীমতী) নীরদমোহিনী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৮২ (শ্রা ১২৮৯)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

প্রকৃতি বিষয়ক।

“আইল প্রাবৃট কাল পৃথিবী মাঝারে।
গ্রীষ্ম ঋতু চলি গেল হেরিয়া তাহারে।।
ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকালে প্রকৃতির কায়।
আহা মরি হয়েছিল ঠিক্ মৃতপ্রায়।...”

প ৪৯৫ (ক) বিজ্ঞানশিক্ষা — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮২ (শ্রা ১২৮৯)। পৃঃ ১৯০-২০০।

মানুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা থেকে সৃষ্ট বিজ্ঞানের আদিম জন্মভূমি ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক চর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ।

১২৮৯ ভাদ্র (১৮৮২)

প ৪৯৬ (প্র ৩) নারী জীবনের উদ্দেশ্য — (শ্রী) লাবণ্যপ্রভা বসু — বামাবোধিনী, ১৮৮২ (ভা ১২৮৯)। পৃঃ ১৫৭-১৬০।

বঙ্গমহিলা সমাজের পারিতোষিক রচনা। সামাজিক প্রবন্ধ।

(প ৪৯২.৩) (প্র ৫)	পৃথিবীর গতিপ্রণালী [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৮২ (ভা ১৮০৪ শক/ ১২৮৯)। পৃঃ ৯১-৯৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।

প ৪৯৭ (প্র ৩)	বঙ্গমহিলা সমাজের তৃতীয় বাৎসরিক মহোৎসব	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৮২ (ভা ১২৮৯)। পৃঃ ১৫৪-১৫৬।

বঙ্গমহিলা সমাজের বাৎসরিক উৎসব ও এর নানাবিধ কার্যধারা বিষয়ক প্রতিবেদন।

১২৮৯ আশ্বিন (১৮৮২)

প ৪৯৮ (প্র ৩)	গৃহিণী	শ্রী—	বামাবোধিনী, ১৮৮২ (আশ্বিন ১২৮৯)। পৃঃ ১৮৯-১৯৩।

যথার্থ গৃহিনীর নির্ধারিত কর্মধারা বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

(প ৪৯২.৪) (প্র ৫)	পৃথিবীর গতিপ্রণালী [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৮২ (আশ্বিন ১৮০৪ শক/ ১২৮৯)। পৃঃ ১১৩-১১৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ৪র্থ ও শেষ কিস্তি।

প ৪৯৯ (প্র ৫)	প্রলয়	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮২ (আশ্বিন ১২৮৯)।পৃঃ ২৯১-২৯৭।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ধূমকেতু পতনে পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রলয় সম্বন্ধে আলোচনা।

১২৮৯ কার্ত্তিক (১৮৮২)

প ৫০০ (ক)	কেন কাঁদে!!!	অনামা	অতিথি, ১৮৮২-৮৩ (কা-পৌ ১২৮৯) পৃঃ ২৭২-২৭৪।

চির দুঃখিনী রমণীর দুঃখ ও বেদনার কথা।

"নীরব বিহীন সুনীল আকাশেষ
মন্দরশ্মি অই ভাস্কর বিকাশে,
শাখায় বসিয়া কোকিল কুহরে,
মধুর মলয় মৃদুল সঞ্চরে,..."

প ৫০১ (প্র ১০)	[সম্পাদককে লেখা পত্র] ঃ পত্র নং ৩ (খ)	(শ্রীমতী) কৃষ্ণমণি দেবী, স্যামগ্রাম	রামধনু, ১৮৮২-৮৩ (কা-অ ১২৮৯)। পৃঃ ৬৫-৬৬।

কোন ১১ বৎসর বয়স্কা মাতাকে সন্তান পালনের শিক্ষাদান।

প ৫০২ (ক) মাতৃস্নেহ (শ্রীমতী) সুমতি মজুমদারা ধাত্রীগ্রাম বামাবোধিনী, ১৮৮২ (কা ১২৮৯)। পৃঃ ২২৪।

মাতার স্নেহধারা ও সন্তানের মার কাছে অপরিশোধ্য ঋণের কথা। দ্রঃ **প** ৫২৭।

"এ জগতে স্নেহময়ী কে আছে এমন,
জননী সন্তানে স্নেহ করেন যেমন?
প্রাণপণে সযতনে সন্তান রতনে,
দিবানিশি রত রন তাদের পালনে।..."

১২৮৯ অগ্রহায়ণ (১৮৮২)

প ৫০৩ (ক) আশা মরীচিকা অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮২ (অ ১২৮৯) । পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

মায়াময়ী আশাকে কেন্দ্র করে লেখা।

"রে আশা সাবাশ তোর মায়াময়ী ছলনে,
মন্ত্রে মুগ্ধবৎ ধরা ঝুলিতেছে চরণে।
এ সংসার মরুভূমি, তাহে মরীচিকা তুমি,
প্রসারী মায়ার জাল হাসি হাসি আননে;
বিচিত্র এ নাট্যলীলা করিতেছ যতনে।...

প ৫০৪ (প্র ৩) পত্র হে— [হে, কলিকাতা] পরিচারিকা, ১৮৮২-৮৩ (অ-পৌ ১২৮৯)। পৃঃ ১৯৬-১৯৭।

প ১৫৩৬ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। "একটি যুবতী মহিলা তাঁহার কোন গুরুজনকে এই পত্র লিখিয়াছেন।" শিক্ষা ও সৎসঙ্গের অভাবজনিত কোন হতভাগিনী মহিলার খেদোক্তি।

প ৫০৫ (প্র ২) প্রকৃত সুখী কে? সু পরিচারিকা, ১৮৮২-৮৩ (অ-পৌ ১২৮৯)। পৃঃ ১৯৫-১৯৬।

ভক্তিমূলক প্রবন্ধে ঈশ্বর বিশ্বাসী ধর্মনিষ্ঠা পরায়ণ ও পরোপকারী হয়ে সুখ লাভের কথা বলা হয়েছে।

(প ৫০৬.১) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮২ (অ ১২৮৯)। ৩৮১-৩৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

১২৮৯ পৌষ (১৮৮৩)

প ৫০৭ (প্র ৯) টর্কিটো ট্যাসো স্ব, ছদ্ম [স্বর্ণকুমারী দেবী] ভারতী, ১৮৮৩ (পৌ ১২৮৯)। পৃঃ ৪৩২-৪৪৬।

পশুপতি শাশমল, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', ১৩৭৮, পৃঃ ৪৩৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ইটালীর বিখ্যাত কবি ট্যাসোর জীবনী।

(প ৫০৬.২) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৩ (পৌ ১২৮৯)। পৃঃ ৪৪৯-৪৫৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ৫০৮ (প্র ৩) স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা — (শ্রী) কামিনীকুমারী গুপ্ত। মাহিলাড়া, বরিশাল — বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (পৌ ১২৮৯)। পৃঃ ২৮৭-২৮৮।
মহিলাকেন্দ্রিক সামাজিক প্রবন্ধ।

১২৮৯ মাঘ (১৮৮৩)

(প ৫০৬.৩) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৩ (মা ১২৮৯)। ৪৮৯-৪৯৮।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ৫০৯ (প্র ৩) বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (মা ১২৮৯)। পৃঃ ২১৫।
মহিলা সমাজে অনুষ্ঠিত উৎসবের বর্ণনা।

প ৫১০ (ক) স্বামী বিয়োগ বিধুরা কোন মুসলমান কন্যার বিলাপ। — অনামা [মুসলমান লেখিকা] — পরিচারিকা, ১৮৮৩ (মা ১২৮৯)। পৃঃ ২২৯-২৩১।
বিরহের কবিতা।

"একমাত্র তুমি বট মম অধিশ্বর,
এখন কি জন্য নাথ! ত্যজিলে আমায়।
তথাপি যোগাতে আমি তোমাকেই কর,
দিব না এরাজ্যে স্থান অপর রাজায়।..."

১২৮৯ ফাল্গুন (১৮৮৩)

প ৫১১ (প্র ১) চরিত্র সংগঠন — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (ফা ১২৮৯)। পৃঃ ৩৫১-৩৫২।
নীতিমূলক প্রবন্ধ।

(প ৫০৬.৪) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৩ (ফা ১২৮৯)। পৃঃ ৩৪৮-৩৫০।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ৫১২ (ক) বসন্তের প্রতি শীতের সম্ভাষণ — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (ফা ১২৮৯)। পৃঃ ৩৪৮-৩৫০।

"রানাঘাট শ্রী পঞ্চমী মেলার ৪র্থ বাষিক উৎসবে তত্রত্য বালিকাগণ কর্ত্তৃক সমস্বরে পঠিত।" প্রকৃতি বিষয়ক।

এসো দিদি রাজরানী, এসো এসো কুশলে,
তোমার আসার আশে সুখে ভাসে সকলে।
রসবতী মধুমতী মধু ঢালো ভুবনে,
সম্ভাষে তাইতে তোমা সকলে সযতনে।..."

১২৮৯ চৈত্র (১৮৮৩)

(প ৫০৬.৫) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৩ (চৈ ১২৮৯)। ৫৬৫-৫৭৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

(প ৫১৩.১) (প্র ৩) বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা[১] [ক্রমশঃ] — অনামা [শ্যামাসুন্দরী দেবী] — বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (চৈ ১২৮৯)। পৃঃ ৩৭৮।

প্রবন্ধটির ২য় ও ৩য় কিস্তি থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। পরবর্তী কিস্তি দু'টির আখ্যা ঃ 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা।' মহিলাদের প্রতি সামাজিক কুসংস্কারের সমালোচনা।

১২৮৯ (১৮৮৩)

প ৫১৪ (ক) উচ্ছ্বাস — শ্রীমতী শ, কু, বি — আদরিনী, ১৮৮৩ (১২৮৯)। পৃঃ ১৮৭।

উচ্ছ্বাসের চরম পরিণতির দুঃখ ব্যক্ত হচ্ছে।

"কোমল কুসুমে তুলি নিষ্ঠুরতা তব ভুলি,
কে হেন নিরেট বোকা হাতে হাতে সাপ দিল?
ভেবে ছিল ভালমনে, তুষিবে কুসুম ধনে,
কি ভাবিল একি হল, কেনরে সে শুকাইল?..."

[১] । রচনাটি 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা' আখ্যায় "সন ১২৮৯ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরির ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করাতে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীকে আমাদের প্রতিশ্রুত ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।"—'সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত-প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা', ১২৯৩, পৃঃ ২১৬, পাদটীকা।

১২৯০ বৈশাখ (১৮৮৩)

প ৫১৫ (প্র ৬)	চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম	জনৈক মহিলার সাহায্যে সম্পাদক।	সখা, মে ১৮৮৩ (বৈ ১২৯০)। পৃঃ ৭৬-৭৭।

উপকরণ, পরিমাণ সহ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী।

প ৫১৬ (ক)	ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঢাকা আগমন উপলক্ষে লিখিত।	(শ্রী) শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা	বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (বৈ ১২৯০)। পৃঃ ৩১-৩২।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

"এস এস ভাই—বঙ্গের গৌরব,
দুঃখিনী মায়ের আশার রতন;
তব পরবাসে আগমন আশে
ব্যাকুলিত ছিল মায়ের পরাণ...।"

(প ৫০৬.৬) (উ)	ফুলের মালা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮৩ (বৈ ১২৯০)। ৩৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। পরবর্তী সংখ্যা ৬ষ্ঠ কিস্তি (২২ পরিচ্ছেদ) থেকে অসম্পূর্ণরূপে উপন্যাসটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১২৯০ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৩)

(প ৫১৩.২) (প্র ৩)	বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা [ক্রমশঃ]	শ্যামাসুন্দরী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (জ্যৈ ১২৯০) । পৃঃ ৬০-৬৪।

১ম কিস্তির আখ্যা 'বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা'। ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ৫১৭ (প্র ৩)	সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার	(শ্রীমতী) জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী	ভারতী, ১৮৮৩ (আ১২৯০)। পৃঃ ১৩০-১৩৮।

বঙ্গমহিলা সভায় শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্তৃক পঠিত।

১২৯০ শ্রাবণ (১৮৮৩)

প ৫১৮ (ক)	মদ্যপায়ী পিতার প্রতি কন্যার বিনতি	গো, চ, দত্ত। বর্দ্ধমান মিশন	বঙ্গবন্ধু, আগস্ট ১৮৮৩ (শ্রা-ভা ১২৯০)। পৃঃ ২৫৯-২৬০।

"পূর্ণিমার শশী, ঘনজালে পশি,
হৃদে গাঢ় মসী যেমতি ধরে;—
তেমনিত গো পিতঃ, প্রীতি-প্রফুল্লিত।
আলয়ে মোদের দুঃখ সঞ্চারে!..."

প ৫১৯ (ক) শারদীয় উৎসব Mrs. K.M.Datt [কাঞ্চনমালা দত্ত] প্রবাহ, ১৮৮৩ (শ্রা ১২৯০)। ১৬৯-১৭০।

"লেখিকার অনুরোধে পরতন্ত্র হইয়া আমরা এ স্থলে তাঁহার নাম ইংরাজিতে সন্নিবিষ্ট করিলাম। সন্দর্ভের সহিত একখানি ইংরাজি পত্র লিখিয়াছেন; তাহার কিয়দংশ এই ঃ 'Sir- I request you to insert my name in English *** আমরা লেখিকা মহাশয়ার এতাদৃশ্য অসঙ্গত অনুরোধও উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম না।" প্রঃ সং।

"সুখের শরৎকাল আজি প্রবাহিত!
দেখিলাম প্রকৃতিরে হাস্যময়ী কলেবরে,—
কি যেন অপূর্ব সুখে সকলে মগন!
সুনীল আকাশ হায়! চন্দ্রকর মাখি গায়
ধীরে ধীরে চলে যায় শুভ্র মেঘগণ,..."

১২৯০ ভাদ্র (১৮৮৩)

প ৫২০ (গ) বীরেন্দ্র সিংহের রত্নলাভ শ্রীমতী ** দেবী [স্বর্ণকুমারী দেবী] সখা, অক্টো, ১৮৮৩ (ভা-আশ্বিন ১২৯০)। পৃঃ ১৫৪-১৫৬।

পশুপতি শাশমল, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', ১৩৭৮, পৃঃ ২৭২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরভক্তি ও উপদেশ মূলক গল্প।

প ৫২১ (প্র ৩) সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার ঃ প্রতিবাদ শ্রীমতী, ছদ্ম ভারতী, ১৮৮৩ (ভা১২৯০)। পৃঃ ২০৮-২১৬।

মহিলাদের নামে 'দাসী' 'দেবী' ইত্যাদি ব্যবহার নিয়ে সামাজিক চিন্তামূলক আলোচনা।

১২৯০ আশ্বিন (১৮৮৩)

প ৫২২ (প্র ৩) আমাদের জীবনে শিক্ষার ফল (শ্রী হেমলতা দেবী বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (আশ্বিন ১২৯০)। পৃঃ ১৯১-১৯২

আত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতিতে শিক্ষার প্রভাব বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ৫২৩ (প্র ৩) গৃহশ্রী সম্পাদন অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (আশ্বিন (১২৯০)। পৃঃ ১৮৩-১৮৮।

"কোন মহিলা হইতে প্রাপ্ত"—সম্পাদক। গৃহিনীদের গৃহশ্রী সম্পাদনের শিক্ষা বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

১২৯০ কার্ত্তিক (১৮৮৩)

(প ৩২৮.২) (উ) কুললক্ষ্মী [ক্রমশঃ] — মাননীয় ভগিনী — বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (কা ১২৯০)। পৃঃ ২০৬-২১১।

"অনেক দিন হইল 'কুললক্ষ্মী' উপন্যাস বামাবোধিনীতে প্রকাশ হইয়াছে। ইহা আমাদিগের কোন মাননীয় ভগিনীর লেখা। তিনি অনবকাশবশতঃ এতদিন আর কিছুই লিখিতে পারেন নাই, যাহা হউক এক্ষণে সত্বর উপন্যাসটী সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।..." ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি। ১ম কিস্তির প্রকাশকাল, ১৮৭৭ (বৈ ১২৮৪)। কৌলিন্য পীড়িতা কোন একটি সরল বালিকাকে নিয়ে লেখা ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস।

প ৫২৪ (প্র ৩) মহিলাগণের বিদ্যাভাসের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতা — অনুজানন্দিনী রায় — বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (কা ১২৯০)। পৃঃ ২২১-২২৪।

নারী শিক্ষা বিষয়ক চিন্তামূলক সামাজিক প্রবন্ধ।

১২৯০ অগ্রহায়ণ (১৮৮৩)

(প ৩২৮.৩) (উ) কুললক্ষ্মী [ক্রমশঃ] — মাননীয়া ভগিনী — বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (অ ১২৯০)। পৃঃ ২৩৫-২৩৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ৫২৫ (গ) কে বড়লোক — (কুমারী) হেমলতা দেবী — সখা, ডি ১৮৮৩ (অ-পৌ ১২৯০)। পৃঃ ১৮৭-১৮৮।

উপদেশমূলক গল্প।

প ৫২৬ (ক) ভাইবোনের দোলনা — (কুমারী) হিরন্ময়ী দেবী — সখা, ডি ১৮৮৩ (অ-পৌ ১২৯০)। পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"পূরবে উঠেছে রবি, ঊষার হিঙ্গুল ছবি,
সুমুখে খেলিছে,
বকুলের তরুকোলে, চারুলতিকার দোলে,
দুজনে দুলিছে।..."

প ৫২৭ (ক) মাতৃস্নেহ (শ্রীমতী) সুমতি মজুমদার, ধাত্রীগ্রাম-কালনা [সুমতি মজুমদার। ধাত্রীগ্রাম] বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (অ ১২৯০)। পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

দ্রঃ **প** ৫০২।

প ৫২৮ (ক) সতীনারী (শ্রী) মোক্ষদাসুন্দরী দাসী, কাফিনীয়া [মোক্ষদাসুন্দরী ঘোষ, কাকিনীয়া] বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (অ ১২৯০) । পৃঃ ২৫৬।

প ৫৩৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। সতীত্বের মহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

"ধন্য গো সাবিত্রী সতী সতীত্ব তোমার।
প্রশংসে তোমারে সবে ভারত মাঝার।
বাঁচাইলে মৃতপতি সতীত্বের গুণে।
মরি কি অক্ষয় কীর্ত্তি রেখেছ ভুবনে।।..."

১২৯০ পৌষ (১৮৮৪)

(প ৩২৮.৪) (উ) কুললক্ষ্মী [ক্রমশঃ] মাননীয়া ভগিনী বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (পৌ ১২৯০)। পৃঃ ২৭০-২৭৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ৫২৯ (ক) কেন গাঁথিলাম? (কুমারীর চিন্তা) শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] আলোচনা, ১৮৮৪ (পৌ ১৮০৬ শক/ ১২৯০)। পৃঃ ২৫১-২৫২।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৮, কামিনী রায়', ১৩৫৩, পৃঃ ৯, পাদটীকা থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"নাম জানিতে পারি নাই। কিন্তু লেখা দৃষ্টে ইহাকে একজন হিন্দু দার্শনিক বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে আমরা 'জনৈক হিন্দু দার্শনিক পন্ডিত' নাম দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এবার তাহারই প্রকৃত নাম প্রকাশিত হইল।"-পাদটীকা।

"কেন গাঁথিলাম হার আশার কুহকে?
হৃদয় উদ্যান ভরি
যে কুসুম শোভন করি
ফুটেছিল প্রীতি-রাগে জীবন প্রভাতে,..."

প ৫৩০ (প্র ৯) তাজমহল (শ্রীমতী) সুবর্ণপ্রভা বসু সখা, জা, ১৮৮৪ (পৌ-মা ১২৯০)। পৃঃ ৬-৭।

বাদশাহ শাহজাহানের গভীর পত্নীপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ বেগম মমতাজের সমাধির

ওপর নির্মিত তাজমহলের বর্ণনা করা হয়েছে।

(প ৫৩১.১) নারী জীবনের (শ্রীমতী) নিস্তারিনী বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (পৌ ১২৯০)
(প্র ৩) উদ্দেশ্য [ক্রমশঃ] দেবী, কানপুর। । পৃঃ ২৮৭-২৮৮।
মহিলাকেন্দ্রিক ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

১২৯০ মাঘ (১৮৮৪)

প ৫৩২ কার জিৎ? শ্রীমতী** দেবী সখা, ফে, ১৮৮৪
(গ) (মা-ফা ১২৯০)। পৃঃ ১৭-১৯।
উপদেশমূলক গল্প।

(৫৩১.২) নারী জীবনের (শ্রীমতী) নিস্তারিনী বামাবোধিনী, ১৮৮৪(মা ১২৯০)।
(প্র ৩) উদ্দেশ্য [ক্রমশঃ] দেবী, কানপুর। পৃঃ ৩১৯-৩২০।
মহিলাকেন্দ্রিক ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ৫৫৩ বঙ্গমহিলা (শ্রী) সুবর্ণপ্রভা বসু, বামাবোধিনী ১৮৮৪ (মা ১২৯০)।
(প্র ৩) সমাজের বার্ষিক সম্পাদিকা পৃঃ ৩১৫-৩১৮।
কার্য্যবিবরণ, ৮ই [সুবর্ণপ্রভা বসু]
মাঘ; ১৮০৫ শক
বঙ্গমহিলা সমাজের কার্যাবলী বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

প ৫৩৪ বাগানেতে খেলা (শ্রীমতী) হিরন্ময়ী সখা, ফে ১৮৮৪
(ক) দেবী (মা-ফা ১২৯০)। পৃঃ ৩০-৩১।
দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে শিশুদের খেলাকে অবলম্বন করে লেখা।

"বাগানে ফুটেছে ফুল—
কত রকমের আহা!
কি সুন্দর সাজিয়াছে,
বলিতে না পারি তাহা;.."

প ৫৩৫ বাবু কেশবচন্দ্র কোন বঙ্গমহিলা বামাবোধিনী ১৮৮৪ (মা ১২৯০)।
(ক) সেন পৃঃ ৩১৮-৩১৯।
শ্রী কেশবচন্দ্র সেন-এর তিরোধানে শোককবিতা।

"এ কি অমঙ্গল কথা বঙ্গবাসিগণ!
ভারতে ত্যজিল নাকি ভারত রতন;
দুঃখিনী ভারত আহা অতি সমাদরে,
রেখেছিল সেই রত্ন যত্নে হৃদে ধরে।..."

(প ৫৩৬.১) ভাটসাহেবের (শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী ভারতী ১৮৮৪ (মা ১২৯০)।
(প্র ৯) বখর [ক্রমশঃ] পৃঃ ৪৫৯-৪৬৮।
ক্রমশঃ প্রকাশিত অনুবাদ প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

"বখর" অর্থাৎ ইতিহাস বিদ্যমান আছে। ১৭৫৪ থেকে ১৭৬১ সময় পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের ইতিহাস প্রবন্ধাকারে লিখিত। মূল মহারাষ্ট্রী গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ। গ্রন্থখানি পত্রকারে লিখিত। লেখকঃ কৃষ্ণাজী শ্যামরাও। সোরপুরের জায়গীরদার ব্যাঁকাপা নাইক দিল্‌নূরকরের উদ্দেশ্যে লিখিত।

১২৯০ ফাল্গুন (১৮৮৪)

(প ৩২৮.৫) কুললক্ষ্মী মাননীয়া ভগিনী বামাবোধিনী, ১৮৮৪
(উ) [ক্রমশ] (ফা ১২৯০)। পৃঃ ৩৩৯-৩৪৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

(প ৫৩১.৩) নারী জীবনের (শ্রীমতী) নিস্তারিনী বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (ফা ১২৯০)
(প্র ৩) উদ্দেশ্য [ক্রমশঃ] দেবী, কানপুর। । পৃঃ ৩৫০-৩৫২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ । ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ৫৩৭ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুমারী * * দেবী সখা, মার্চ ১৮৮৪
(গ) ফুল (ফা-চৈ ১২৯০)। পৃ ঃ ৩৯-৪০।
উপদেশমূলক গল্প।

(৫৩৬.২) ভাটসাহেবের (শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী ভারতী ১৮৮৪ (ফা ১২৯০)।
(প্র ৯) বখর [ক্রমশঃ] দেবী ৫২০-৫২৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত অনুবাদ প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

১২৯০ চৈত্র (১৮৮৪)

প ৫৩৮ কওনা কথা শ্রী নিঃ, শিলং সখা, এ ১৮৮৪ (চৈ ১২৯০)।
(ক) কাকাতুয়া (সচিত্র পৃঃ ৫৯।
পদ্য)

"কও না কথা কাকাতুয়া! চাও না একটীবার।
অমন করে ঘাড়টি গুঁজে, চুপ্‌টি করে চক্ষু বুজে,
আজ কেন রয়েছে যাদু! মুখটি করে ভার!..."

প ৫৩৯ ধর্ম্ম ও (শ্রী) মোক্ষদাসুন্দরী ঘোষ, বামাবোধিনী, ১৮৮৪
(প্র ২) ঈশ্বরোপসনা কাকিনীয়া (চৈ ১২৯০)। পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক ধর্মীয় প্রবন্ধ।

(প ৫৩৬.৩) ভাটসাহেবের (শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী ভারতী ১৮৮৪ (চৈ ১২৯০)।
(প্র ৯) বখর [ক্রমশঃ] দেবী পৃঃ ৫৭৪-৫৭৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত অনুবাদ প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।

প ৫৪০ সতীর মহিমা (শ্রী) সুমতি মজুমদার, বামাবোধিনী, ১৮৮৪
(ক) ধাত্রীগ্রাম (চৈ ১২৯০)। পৃঃ ৩৭৯-৩৮০।

"ধন্য রে প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মাচার্য্যা নারী,
বিমলা সরলা যেন কমলা সুন্দরী,
পতিতেই গতি, রতি, পতিতেই মতি;
আরাধ্য দেবতা পতি, পতি সুরপতি,..."

১২৯০ (১৮৮৪)

প ৫৪১ (প্র ৩) প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ — (শ্রীমতী) শ্যামাসুন্দরী দেবী — [সাবিত্রী...[১]] ১৮৮৪ (১২৯০)। পৃঃ [ ]।

"সন ১২৯০ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এবারেও শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী লিখিত প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে আমাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।"—পাদটীকা।

প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার আলোচনায় লেখিকা বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রমে কেবলমাত্র বিদ্যাশিক্ষার আয়োজনের বিপক্ষে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি শিল্প, গৃহকার্য, সন্তানপালন, অতিথি সেবা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করার কথা বলেছেন।

১২৯১ বৈশাখ (১৮৮৪)

প ৫৪২ (প্র ১) আয় যাদু কোলে আয়! সচিত্র — কুমারী * দেবী — সখা, মে ১৮৮৪ (বৈ-জ্যৈ ১২৯১)। পৃঃ ৭৫-৭৬।

"আয় যাদু কোলে আয়! তোকে বুকে করে রাখি...এই বলিয়া দিদি ছোট ভাইকে আদর করিতেছে।"

(প ৩২৮.৬) (উ) কুললক্ষ্মী [ক্রমশঃ] — মাননীয়া ভগিনী — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। পৃঃ ৪৫-৫০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

(প ৫৪৩.১) (প্র ৬) পাকবিদ্যা [ক্রমশঃ] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। পৃঃ ২৯-৩০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত খাদ্যপাক। ১ম কিস্তি। জিলিপি, বোঁদে, মালপোয়া প্রভৃতি প্রস্তুতকরণের উপকরণ, পরিমাণ ও পদ্ধতি বিষয়ক।

প ৫৪৪ (ক) বর্ষ — (শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। পৃঃ ১১।

"রাত আসে দিন যায়

---

[১]। 'সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী রচনা', ১২৯৩ পৃঃ ২২৮-২৩২।

মধুময় সন্ধ্যায়
মরুভূমি মাঝে শ্রান্ত পথিক যেমন
দেখে তার চারিধারে
দিগান্তের সীমাপারে
তারকা কুসুমপুরী হতেছে সৃজন...”

প ৫৪৫ (ক) | ব্যাকুলতা | শ্রী—কল্‌না | বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। পৃঃ ৩১-৩২।

মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর ঈশ্বরনাম শ্রবণের ব্যাকুলতা স্মরণ করে লেখা।

“ব্যাধিগ্রস্ত দেহ এক, বিশুষ্ক বদন,
কার সাধ্য চেনে আহা সেই মুখ ব'লে।
সব বিপরীত, নাই সেই সুবর্ণ বর্ণ
মুখ-শোভা তার; পড়েছে কালিমা মুখে,...”

(প ৫৩৬.৪) (প্র ৯) | ভাটসাহেবের বখর [ক্রমশঃ] | (শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী | ভারতী ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। পৃঃ ১২-১৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত অনুবাদ প্রবন্ধ। ৪র্থ কিস্তি।

প ৫৪৬ (প্র ৩) | ভূমিকা | (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। পৃঃ [৬-৮]।

নূতন সম্পাদিকার তত্ত্বাবধানে ‘ভারতী’ পত্রিকা পরিচালন বিষয়ক।

১২৯১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৪)

প ৫৪৭ (প্র ৫) | অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাসভূমি কিনা? | (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী, ১৮৮৪ (জ্যৈ ১২৯১)। পৃঃ ৬২-৬৮।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

(প ৫৪৮.১) (গ) | চিরদিন কি দুঃখে যায়? [ক্রমশঃ] | কুমারী * দেবী | সখা, জুন ১৮৮৪ (জ্যৈ-আ ১২৯১) পৃঃ ৯০-৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ১ম কিস্তি।

(প ৫৪৯.১) (প্র ১) | পরনিন্দা [ক্রমশঃ] | অনামা | বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (জ্যৈ ১২৯১)। পৃঃ ৬২-৬৪।

“বিগত ২৪-এ মে বঙ্গমহিলা সমাজে পঠিত।” ক্রমশঃ প্রকাশিত নীতিমূলক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ৫৫০ (ক) | সরসী জলে শশী | কবিতাহার রচয়িত্রী [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী] | ভারতী, ১৮৮৪ (জ্যৈ ১২৯১)। পৃঃ ৫৩-৫৪।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, গ ৪১-এর টীকা থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা

হয়েছে। প্রকৃতি বিষয়ক।

"কি দেখাও সরসি
হৃদয়ে ধরেছ তুমি গগনের শশী?
আনন্দে লহরী মেখে
গরবে উঠিছ ফেঁপে
হাসিতেছ টিপি টিপি
সোহাগের হাসি..."

১২৯১ আষাঢ় (১৮৮৪)

প ৫৫১ (ক) অমিয় মুরতি — শ্রী—কাল্‌না — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (আ ১২৯১)। পৃঃ ৯৯-১০০।

অভাগিনী বঙ্গীয় বিধবার দুঃখ।

"জান কি ভগিনী! কাহার জীবন
ভাবিয়ে কাঁদিয়ে হতাশ হয়?
প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, কোন্ অভাগিনী,
দেয় গো দুখের সু-পরিচয়?...."

প ৫৫২ (প্র ৯) আমাদের মহারানী (সচিত্র) — কুমারী * দেবী — সখা, জু ১৮৮৪ (আ-শ্রা ১২৯১)। পৃঃ ১০৫-১০৮।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর সৎকার্যাবলীর বিবরণ।

(প ৩২৮.৭) (উ) কুললক্ষ্মী [ক্রমশঃ] — মাননীয়া ভগিনী — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (আ১২৯১)। পৃঃ ৮৭-৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৭ম কিস্তি।

(প ৫৪৮.২) (গ) চিরদিন কি দুঃখে যায়? [ক্রমশঃ] — কুমারী * দেবী — সখা, জু ১৮৮৪ (আ-শ্রা ১২৯১)। পৃঃ ৯৯-১০৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ২য় কিস্তি।

(প ৫৪৯.২) (প্র ১) পরনিন্দা [ক্রমশঃ] — অনামা [বামাগণের রচনা] — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (আ ১২৯১)। পৃঃ ৯৮-৯৯।

"বিগত ২৪-এ মে বঙ্গমহিলা সমাজে পঠিত।" ক্রমশঃ প্রকাশিত নীতিমূলক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৫৪৩.২) (প্র ৬) পাকবিদ্যা [ক্রমশঃ] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (আ ১২৯১)। পৃ ঃ ৯১-৯২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত খাদ্যপাক। ২য় কিস্তি। খেচরান্ন প্রস্তুতের পরিমাণ পদ্ধতি, উপকরণ এবং রান্নার কিছু সাধারণ সঙ্কেত ও বিচিত্রবর্ণ ও সুদৃশ্য করার পদ্ধতি

বিষয়ক।

(প ৫৩৬.৫) ভাটসাহেবের [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী — ভারতী ১৮৮৪ (আ ১২৯১)। পৃঃ ১২৩-১২৪।
(প্র ৯) বখর [ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত অনুবাদ প্রবন্ধ। ৫ম কিস্তি।

১২৯১ শ্রাবণ (১৮৮৪)

(প ৩২৮.৮) কুললক্ষ্মী [ক্রমশঃ] — মাননীয়া ভগিনী — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (শ্রা ১২৯১)। পৃঃ ১২২-১২৫।
(উ)

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৮ম কিস্তি।

(প ৫৪৮.৩) চিরদিন কি দুঃখে যায়? [ক্রমশঃ] — কুমারী * দেবী — সখা, আগস্ট ১৮৮৪ (শ্রা-আ ১২৯১)। পৃঃ ১১৯-১২২।
(গ)

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ৩য় কিস্তি।

প ৫৫৩ পদার্থের চতুর্থ পদার্থ বা কিরন্ড পদার্থ — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৪ (শ্রা ১২৯১)। পৃঃ ১৬০-১৬৭।
(প্র ৫)

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। পদার্থের কঠিন, তরল ও বাষ্পময় অবস্থা ছাড়াও সম্প্রতি ক্রুক্‌শ-এর আবিষ্কৃত চতুর্থ অবস্থা—কিরন্ড বা বৈকিরক অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ।

(প ৫৪৩.৩) পাকবিদ্যা (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) [ক্রমশঃ] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (শ্রা ১২৯১)। পৃঃ ১২৫-১২৮।
(প্র ৬)

ক্রমশঃ প্রকাশিত খাদ্যপাক। ৩য় ও শেষ কিস্তি। শাকের ঘন্ট, ডিম্বপ্রলেহ ইত্যাদি রান্নার উপকরণ, পরিমাণ ও পদ্ধতি বিষয়ক।

প ৫৫৪ প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার প্রভেদ — (শ্রী) নিস্তারিণী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (শ্রা ১২৯১)। পৃঃ ১৩৪-১৩৬।
(প্র ৩)

স্ত্রীশিক্ষায় প্রাচীন ও আধুনিকতার ব্যবধান দূর করার বিষয়ে চিন্তামূলক প্রবন্ধ।

প ৫৫৫ বর্ত্তমান ভারত নারীর দুর্দ্দশা — (শ্রীমতী) সুমতি মজুমদার, ধাত্রীগ্রাম-কাল্‌না — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (শ্রা ১২৯১)। পৃঃ ১৩৬।
(ক)

বিলাস ব্যসনে মত্ত বঙ্গনারীর দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে।

"কি দশা তোমার আজ ভারত ললনা!
কি ছিলে তোমরা সবে কি ছিলে বল না!
কই সে ধর্ম্মভাব সে শিক্ষা তোমার?

বিলাস বাসনা আজ আড়ম্বর সার।...”

(প ৫৩৬.৬) ভাটসাহেবের (শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী ভারতী ১৮৮৪ (শ্রা ১২৯১)।
(প্র ৯) বখর [ক্রমশঃ] দেবী ১৫০-১৫৩।
ক্রমশঃ প্রকাশিত অনুবাদ প্রবন্ধ। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

১২৯১ ভাদ্র (১৮৮৪)

(প ৫৪৮.৪) চিরদিন কি দুঃখে কুমারী * দেবী সখা, সে ১৮৮৪ (ভা-আশ্বিন
(গ) যায়? [ক্রমশঃ] ১২৯১)। পৃঃ ১৪১-১৪৩।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ৪র্থ কিস্তি।

প ৫৫৬ পারিবারিক সুখ অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮৪
(প্র ৩) (ভা ১২৯১)। পৃঃ ১৬৫-১৬৮।
পারিবারিক সুখলাভের পথনির্দেশ করে লেখা প্রবন্ধ।

প ৫৫৭ বাবা আমায় কুমারী * দেবী সখা, সে ১৮৮৪ (ভা-আশ্বিন
(গ) রেখে গেছেন ১২৯১)। পৃঃ ১৪৩-১৪৪
উপদেশমূলক গল্প।

১২৯১ আশ্বিন (১৮৮৪)

প ৫৫৮ অজাবিলাপ (শ্রীমতী) মল্লিকা দেবী বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (আশ্বিন
(ক) ১২৯১)। পৃঃ ২০৪।
শরৎকালে উৎসবের আনন্দে অজমাতার বিলাপ।

“আইল শরৎ কাল আকাশ নির্ম্মল।
সবার আনন্দ মনে হতেছে কেবল।।
পিতৃপক্ষ জানি মনে যতেক ব্রাহ্মণ।
আনন্দে উন্মত্ত খোঁজে কোথা নিমন্ত্রণ।।...”

(প ৫৪৮.৫) চিরদিন কি দুঃখে কুমারী * দেবী সখা, অক্টো ১৮৮৪ (আশ্বিন-কা
(গ) যায়? [ক্রমশঃ] ১২৯১)। পৃঃ ১৫৬-১৫৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ৫ম কিস্তি।

(প ৫৩৬. ৭) ভাটসাহেবের (শ্রীমতী) জ্ঞানদানন্দিনী ভারতী ১৮৮৪ (আশ্বিন ১২৯১)।
(প্র ৯) বখর [ক্রমশঃ] দেবী পৃঃ ২৭৫-২৭৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত অনুবাদ প্রবন্ধ। ৭ম ও শেষ কিস্তি।

প ৫৫৯ শুভবিবাহোপলক্ষে অনামা বামাবোধিনী ১৮৮৪ (আশ্বিন
(প্র ৩) কন্যার প্রতি ১২৯১)। পৃঃ ১৯৭-২০০।
উপদেশ ঃ উদ্ধৃত
“গত ৭ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের আটর্নি বাবু ভুবনমোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা

শ্রীমতী তরলার শুভবিবাহ ঢাকা নিবাসী ডাক্তার প্যারীলাল গুপ্তের সহিত সমারোহে ও ব্রাহ্মপদ্ধতি অনু সারে সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে কন্যাকর্ত্তা এই উপদেশ দেন।"—পাদটীকা

প ৫৬০ (ক)	সিন্দুর ফোঁটা ঃ বঙ্গবালার উক্তি	অনামা	বামাবোধিনী ১৮৮৪ (আশ্বিন ১২৯১)। পৃঃ ১৯১।

"সিন্দুর মুসলমান রমনীরাও পরিয়া থাকে। সুতরাং সিন্দুর পরাই হিন্দু না পরাই যে যবনাচার এরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক্ নহে। বা, বো, স।"—পাদটীকা। সিন্দুর ফোঁটার মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

"কি ছার শিশির ফোঁটা গোলাপের দলে!
কি ছার পদ্মিনী শোভা সরসীর জলে!
কি ছার কৌস্তভ মণি নৃমণি মুকুটে!
ধরে কি সুষমা হেন, নীল নভপটে,..."

প ৫৬১ (প্র ৯)	সীতা	(শ্রী) সরলাসুন্দরী সেন। বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা	বামাবোধিনী ১৮৮৪ (আশ্বিন ১২৯১)। পৃঃ ২০১-২০৩।

সীতার জীবনকথা।

১২৯১ কার্ত্তিক (১৮৮৪)

প ৫৬২ (প্র ১)	আশা	(শ্রীমতী) মল্লিকা দেবী-কাশী	বামাবোধিনী, ১৮৮৪ কা ১২৯১)। পৃঃ ২৩৫-২৩৬।

'আশা'কে অবলম্বন করে দার্শনিক ও নীতিমূলক চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ।

(প ৩২৮.৯) (উ)	কুললক্ষ্মী [ক্রমশঃ]	মাননীয়া ভগিনী	বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (কা ১২৯১)। পৃ ২২৭-২৩২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৯ম কিস্তি।

(প ৫৪৮.৬) (গ)	চিরদিন কি দুঃখে যায়? [ক্রমশঃ]	কুমারী * দেবী	সখা, ন ১৮৮৪ (কা-অ ১২৯১)। পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি।

প ৫৬৩ (ক)	দাম্পত্য প্রণয়	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (কা ১২৯১) । পৃঃ ২৩৫।

"দে—ব তুল্য সুপবিত্র প্রণয় রতন।
হে—লাতে কি ত্যজে কেহ, লভেছে যখন।।
বে—ষ্টিত যদিও আছে নানা প্রলোভনে।
মা—থায় রাখিছে কিন্তু দম্পতী সুজনে।।..."

১২৯১ অগ্রহায়ণ (১৮৮৪)

প ৫৬৪ (ক) আমার এই পূজা — শ্রীমতী "বনলতা" রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] — আলোচনা, ১৮৮৪(অ ১৮০৬ শক/ ১২৯১)। পৃঃ ২৯০-২৯১।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ৯০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। P.B.Shelly-র কবিতার অনুবাদ।

"ধীরে, অতি ধীরে যবে জীবন নির্ঝর
মৃদু, মন্দ, বহি বহি-কত বাধা বিঘ্ন সহি
নীরবে পড়িল আসি তোমার চরণে।

প ৫৬৫ (ক) আর না (প্রবাসে লিখিত) — নীহারিকা রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] — আলোচনা, ১৮৮৪ (অ ১৮০৬ শক/ ১২৯১)। পৃঃ ১২৩-১২৬।

সায়াহ্ন শোভার বর্ণনা।

"একদা সায়াহ্নে শ্রান্ত সন্ধ্যায় তপন
বিমল অম্বর শিরে
শেষ রশ্মি-কণা ধীরে
মাখাইয়া, ঘুমাইল নীরব শোভায়,
শান্তির মাধুরী আনি প্রদোষ ধরায়।..."

(প ৩২৮.১০) (উ) কুললক্ষ্মী [ক্রমশঃ] — মাননীয়া ভগিনী — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (অ ১২৯১)। পৃঃ ২৪১-২৪৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১০ম ও শেষ কিস্তি।

প ৫৬৬ (ক) কেন এ জীবন — হরিমতি [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়] — বামাবোধিনী, ১৮৮৪ (অ ১২৯১)। পৃঃ ২৬৮।

মানব জীবনে ঈশ্বর বিস্মরণে অনুশোচনা।

১২৯১ পৌষ (১৮৮৫)

(প ৫৬৭.১) (প্র ৫) ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৫ (পৌ ১২৯১)। পৃঃ ৪০৯-৪১০।

মনের কথা মনে মনে চালিত হতে পারে—এই বিষয়ে ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ৫৬৮ (ক) সরমার প্রতি সীতা — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রমোহিনী দে — বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (পৌ ১২৯১)। পৃঃ ২৯৮-৩০০।

"এই কবিতায় তাঁহার লিপিনৈপুণ্য না থাকিলেও ইহা একটী নূতন ধরনের বামারচনা বলিয়া প্রকাশ করা গেল। স্থানে স্থানে সংশোধিত হইয়াছে। বাঃ, বো,

স।" অশোকবনে বন্দিনী সীতার রাক্ষস উপদ্রব্যে দুর্বিসহ জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

"সরমে সরমে মরি কি কব মনের কথা।
রাক্ষসের উপদ্রবে সহি দুর্ব্বিসহ ব্যথা।।
পামর ঘৃণিত অতি, কটু কহে মম প্রতি,
শুনিয়া সভয় মতি মুখে না নিঃসরে কথা।..."

(প৫৬৯.১) (প্র ৬) সেলাই (নং ১) [ক্রমশঃ] (কুমারী) সরলা মহলনাবিশ সখা, জা ১৮৮৫ (পৌ-মা ১২৯১)। পৃঃ ১০-১১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ব্যবহারিক শিল্প প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। শীতকালে ব্যবহার্য গলাবন্ধ তৈরির নিয়মাবলী।।

প ৫৭০ (ক) সোহাগ জনৈক বঙ্গমহিলা [মানকুমারী বসু] সখা, জা ১৮৮৫ (পৌ-মা ১২৯১)। পৃঃ ৩।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৯ ঃ মানকুমারী বসু', ১৩৫৩, পৃঃ ১৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। অপত্য স্নেহের কবিতা।

"আয় খুকু! আয় বুকে
আয় হৃদয়ের ধন!
আমারে একেলা রেখে
কোথা ছিল এতক্ষণ?"

প ৫৭১ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি (প্র ৩) শ্রী সা— বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (পৌ ১২৯১)। পৃঃ ২৯৭-২৯৮।

নারীশিক্ষার সুফল বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

(প ৫৭২.১) (উ) হুগলীর ইমামবাড়ী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৫ (পৌ ১২৯১)। পৃঃ ৪১৭-৪২৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

১২৯১ মাঘ (১৮৮৫)

(পর ৫৬৭.২) (প্র ৫) ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৫ (মা ১২৯১)। পৃঃ ৪৩৬-৪৪০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

(প ৫৭৩.১) নারীগণের শ্রী - খিদিরপুর বামাবোধিনী, ১৮৮৫
(প্র ৩) অল্পশিক্ষা (মা ১২৯১)। পৃঃ ৩২৯-৩৩২।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

(প ৫৭২.২) হুগলীর (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৮৫ (মা ১২৯১)।
(উ) ইমামবাড়ী দেবী পৃঃ ৪৫০-৪৫৮।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

১২৯১ ফাল্গুন (১৮৮৫)

(প ৫৬৭.৩) ইন্দ্রিয়ের সাহায্য (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৮৫ (ফা ১২৯১)।
(প্র ৫) বিনা মনের কথা দেবী পৃঃ ৫১৫-৫১৯।
জানা [ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৫৭৩.২) নারীগণের শ্রী-খিদিরপুর বামাবোধিনী, ১৮৮৫
(প্র ৩) অল্পশিক্ষা (ফা ১২৯১)। পৃঃ ৩৬১-৩৬৪।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৫৬৯.২) সেলাই (নং ২) (কুমারী) সরলা সখা, মার্চ ১৮৮৫
(প্র ৬) সচিত্র [ক্রমশঃ] মহলনাবিশ (ফা-চৈ ১২৯১)। পৃঃ ৪৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ব্যবহারিক শিল্প প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৫৭২.৩) হুগলীর (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৮৫ (ফা ১২৯১)।
(উ) ইমামবাড়ী দেবী পৃঃ ৫১৯-৫২২।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

১২৯১ চৈত্র (১৮৮৫)

প ৫৭৪ পিসিমার পত্র ঃ তোমাদের বৃদ্ধা পাক্ষিক সমালোচক,১৮৮৫
(প্র ১৮) (প্রেরিত) পিসিমা (চৈ ১২৯১)। পৃঃ ৭৫০-৭৫২।
মহিলাসভায় নির্দিষ্ট কোন বিল্ পাশ হওয়ায় উদ্বিগ্ন ও জিজ্ঞাসু কোন পিসিমার পত্র—সম্পাদকের উদ্দেশ্যে। এতে নানারকম তরকারি রন্ধন লুপ্ত পাবার ভয়ে শঙ্কিতা পিসিমার দুশ্চিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে।

(প ৫৭২.৪) হুগলীর (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৮৫ (চৈ ১২৯১)।
(উ) ইমামবাড়ী দেবী ৫৩২-৫৩৮।

[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

১২৯২ বৈশাখ (১৮৮৫)

প ৫৭৫ (ক) অনন্ত মহাশূন্যের প্রতি — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)। পৃঃ ৩২

"হে অনন্ত তুমি কি হে প্রতিবিম্ব তাঁহারি!
রবির সুতীক্ষ্ণ জ্যোতি, শশীর বিমল ভাতি,
প্রকাশে অপূর্ব্ব ভাব গগনেতে যাঁহারি!..."

প ৫৭৬ (প্র ৩০ — আমরা — সম্পাদিকা [স্বর্ণকুমারী দেবী] — ভারতী, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)। পৃঃ ১-২।

'ভারতী' পত্রিকার নবম বর্ষ পদার্পণে তৎকালীন সম্পাদিকার কিছু প্রতিশ্রুতি এবং এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও কার্যধারা সম্পর্কে বিবৃতি।

(প ৫৭৭.১) (প্র ৯) আশ্চর্য্য পলায়ন [ক্রমশঃ] — জ্ঞানদানন্দিনী দেবী — বালক, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)। পৃঃ ৪৫-৪৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ । ১ম কিস্তি। আত্মজীবনীমূলক এই প্রবন্ধে তৎকালীন রাশিয়ার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়।

প ৫৭৮ (প্র ৩) একটি প্রস্তাব — শ্রী-দেবী [স্বর্ণকুমারী দেবী] — ভারতী, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)। পৃঃ ১৪-২৪।

পশুপতি শাশমল, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', ১৩৭৮ পৃঃ ৪৬১ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। দেশীয় স্ত্রীলোকদের শিক্ষিতা করার কয়েকটি পন্থা বা উপায় বর্ণিত হয়েছে।

প ৫৭৯ (ক) নববর্ষ — জনৈক বঙ্গমহিলা [মানকুমারী বসু] — সখা, মে ১৮৮৫ (বৈ-জ্যৈ ১২৯২) । পৃঃ ৬৫।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-চরিতমালা-৫৯ ঃ মানকুমারী বসু', ১৩৫৩ পৃঃ ১৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ছড়ার ছন্দে নববর্ষের প্রার্থনা।

প ৫৮০ (প্র ৫ — ব্যায়াম (সচিত্র) — জ্ঞানদানন্দিনী দেবী — বালক, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)। পৃঃ ৩৩-৪০

শারীরিক দ্রিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হবার উপায় সম্বন্ধে।

প ৫৮১ (প্র ৫) মঙ্গলে জীব থাকিতে পারে কি না? — (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)। পৃঃ ৩৮-৪১।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৫৮২ (গ) লীলায় ভয় (কুমারী) হেমলতা দেবী সখা, মে ১৮৮৫ (বৈ-জ্যৈ ১২৯২) । পৃঃ ৬৮-৬৯।

শিক্ষামূলক গল্প।

প ৫৮৩ (প্র ৭) সহজে গান শিক্ষা প্রতিভাসুন্দরী দেবী বালক, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)। পৃঃ ১৩-২১।

উদাহরণ সহযোগে সঙ্গীতের সুর, তাল, মাত্রা ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ৫৪৮ (প্র ৫) সূর্য্যের কথা নরেন্দ্রবালা দেবী বালক, ১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)। পৃঃ ৬-৮।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

১২৯২ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৫)

প ৫৮৫ (ক) আমরা সে ফুলদুটি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৫ (জ্যৈ ১২৯২)। পৃঃ ৫১।

"সারাদিন পথ চেয়ে থাকি—
ধীরে ধীরে রবি উঠে, অন্ধকার পড়ে টুটে—
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি।..."

(প ৫৭৭.২) (প্র ৯) আশ্চর্য্য পলায়ন [ক্রমশঃ] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বালক, ১৮৮৫ (জ্যৈ ১২৯২)। পৃঃ ৯৬-১০০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ৫৮৬ (প্র ৩) দুর্ভিক্ষ সরলা দেবী বালক, ১৮৮৫ (জৈ ১২৯২)। পৃঃ ৮৫-৮৭।

"বালিকার রচনা।" ১৮৭৩-এর দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার বর্ণনা। এবং বঙ্গকামিনীদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

প ৫৮৭ (প্র ৫) সূর্য্যকিরণের ঢেউ নরেন্দ্রবালা দেবী বালক, ১৮৮৫ (জ্যৈ ১২৯২)। পৃঃ ৭২-৭৪।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

(৫৮৮.১) (গ) স্ত্রীলোকদিগের নিকট একটী উপদেশপূর্ণ কথা [ক্রমশঃ] শ্রী— বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (জ্যৈ ১২৯২)। পৃঃ ৬১-৬৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ইংরেজি নাটকের অনুবাদ গল্প। ১ম কিস্তি।

"কোন মহিলা স্বামীর নিকট সেক্ষপিয়ার নাটকের উপন্যাস পড়িয়া আপনার কোন আত্মীয়কে তাহার সারমর্ম্ম লেখেন, তাহাই প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।' 'মুখরার দমন'—ইংরেজ কবি সেক্ষপীয়রের লেখা 'Taming of the Shrew'

র মর্ম্মানুবাদ। শেষভাগ মাত্র হুবহু অনুবাদ।

(৫৮৯.১) (প্র ৩) হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা (শ্রীমতী) শ্যামসুন্দরী দেবী নবজীবন, ১৮৮৫ (জ্যৈ ১২৯২)। পৃঃ ৬৮৯-৭১১।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

"বিগত ২৮শে বৈশাখ কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরীতে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়"—পাদটীকা। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে লেখিকার মতবাদ ও ভারত রমনীর সতীত্বের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে! আলোচ্য প্রবন্ধটী "সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী লিখিত এই প্রবন্ধটী তৃতীয় বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে প্রতিশ্রুত উপহার প্রদত্ত হয়।" —'সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কার নারী রচনা', ১২৯৩, পৃঃ ২৩৩-২৬০।

(প ৫৭২.৫) (উ) হুগলীর ইমামবাড়ী (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৫ (জ্যৈ ১২৯২)। পৃঃ ৯১-৯৬।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

১২৯২ আষাঢ় (১৮৮৫)

(প ৫৭৭.৩) (প্র ৯) আশ্চর্য্য পলায়ন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বালক, ১৮৮৫ (আ ১২৯২) পৃঃ ১১৮-১২৫।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ৫৯০ (প্র ৯) ইতিহাস পাঠের ফল অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (আ ১২৯২) পৃঃ ৯১-৯৬।

মনন-জাত প্রবন্ধ।

প ৫৯১ (ক) ঈশ্বরের দয়া জনৈক বঙ্গমহিলা [মানকুমারী বসু] সখা, জু ১৮৮৫ (আ-শ্রা ১২৯২)। পৃঃ ১০২-১০৩।

প ৫৭০ ও **প** ৫৭৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। চৌপদী ছন্দে ছন্দে ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"জগদীশ!

এ ভুবন মাঝে

যে দিকে যখন চাই,

তোমার করুণা আহা!
কেবলি দেখিতে পাই..."

(প ৫৯২.১) গান অভ্যাস প্রতিভা দেবী বালক, ১৮৮৫ (আ ১২৯২)।
(প্র ৭) [ক্রমশঃ] [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] পৃঃ ১৪৩-১৪৮।

প ৬০০.৪ লেখিকা নাম থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ১ম কিস্তি।
"ভাসিয়ে দে তরী..." ও "আজ শুভদিনে..." গান দু'টির স্বরলিপি যথাক্রমে ঃ রাগিনী জয়জয়ন্তী-তাল-কাওয়ালী ও রাগিনী কর্ণাটী খাম্বাজ-তাল ফেরতা, একতালায় পরিবেশিত হয়েছে।

প ৫৯৩ বসন্ত-সখা শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী আলোচনা, ১৮৮৫ (আ-শ্রা ১৮০৭
(ক) [প্রসন্নময়ী দেবী] শক/ ১২৯২)। পৃঃ ৩৩৯-৩৪০।
"ইংরাজি কবিতা অনুকরণ করিয়া লিখিত"। মাইকেল ব্রুশ-এর কবিতার অনুবাদ।

"সম্ভাষি, তোমায় ওই মধু সহচর!
সুন্দর পথিক পাখী নিকুঞ্জ ভিতর,
সাজায়েছে বাস তব,—বন, উপবন
গাইছে সকলে মিলি তব আগমন।..."

প ৫৯৪ সিন্দুর বিলাপ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৫ (আ ১২৯২)।
(ক) পৃঃ ১০৪-১০৬।

"নাহি দিবা নাহিসিন্ধু, যান,
অবিশ্রান্ত কেন অবিরাম
গাহিতেছ বিষাদের গান?..."

প ৫৯৫ সূর্য কিরণের কার্য্য নরেন্দ্রবালা দেবী বালক, ১৮৮৫ (আ ১২৯২)।
(প্র ৫) পৃঃ ১২৫-১২৭।
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

(৫৮৯.২) হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) শ্যামাসুন্দরী দেবী নবজীবন, ১৮৮৫ (আ ১২৯২)।
(প্র ৩) পৃঃ ৭৬৬-৭৭৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৫৭২.৬) হুগলীর ইমামবাড়ী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৫ (আ ১২৯২)।
(উ) পৃঃ ১৩৬-১৪৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

১২৯২ শ্রাবণ (১৮৮৫)

(প ৫৯২.২) গান অভ্যাস প্রতিভা দেবী বালক, ১৮৮৫ (শ্রা ১২৯২)।
(প্র ৭) [ক্রমশঃ] [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] পৃঃ ১৯২-১৯৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ২য় কিস্তি।
"একি সুন্দর শোভা,..." ও "রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে..." গান দুটির স্বরলিপি যথাক্রমে ঃ রাগিনী ইমন ভূপালী-তাল কাওয়ালি ও রাগিনী মল্লার-তাল কাওয়ালিতে পরিবেশিত হয়েছে।

প ৫৯৬ পরীক্ষা শ্রীমতী (বালিকার রচনা) বালক, ১৮৮৫ (শ্রা ১২৯২)।
(প্র ১০) পৃঃ ২০১-২০৪।
স্ত্রী শিক্ষায় পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও লেখকের মতবাদের সমর্থন করে লেখা পত্র।

প ৫৯৭ শিশুর হাসি শ্রী নিঃ, শিলং সখা, আগস্ট ১৮৮৫
(ক) (মায়ের আদর) (শ্রা-ভা ১২৯২)। পৃঃ ১২৩।
অপত্য স্নেহের সচিত্র কবিতা।

'আয়রে আমার সোনার যাদু! বুক জুড়ান ধন।
আয়রে কোলে, নয়ন মেলে দেখি ও বদন।..."

প ৫৯৮ শোকসঙ্গীত। জনৈক বঙ্গমহিলা সখা, আগস্ট ১৮৮৫ (শ্রা-ভা
(ক) প্রাপ্ত [মানকুমারী বসু] ১২৯২)। পৃঃ ১১৩-১১৪।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৯ ঃ মানকুমারী বসু', ১৩৫৩, পৃঃ ১৬ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। 'সখা' পত্রিকার সম্পাদকের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

প ৫৯৯ সক্রেটিস (কুমারী) কামিনী সেন সখা, আগস্ট ১৮৮৫ (শ্রা-ভা
(প্র ৯) [কামিনী রায় (সেন)] ১২৯২)। পৃঃ ১৩১-১৩২।
প ৬১৬ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী।

(৫৮৮.২) স্ত্রীলোকদিগের শ্রী— বামাবোধিনী, ১৮৮৫
(গ) নিকট একটী (শ্রা ১২৯২)। পৃঃ ১২৭-১২৮।
উপদেশপূর্ণ কথা
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ইংরেজি নাটকের অনুবাদ গল্প। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৫৭২.৭) হুগলীর (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৮৫ (শ্রা
(উ) ইমামবাড়ী দেবী ১২৯২)। পৃঃ ১৮০-১৮৮।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৭ম কিস্তি।

১২৯২ ভাদ্র (১৮৮৫)

(প ৬০০.১) গান অভ্যাস ঃ প্রতিভা দেবী বালক, ১৮৮৫ (ভা ১২৯২)।
(প্র ৭) [কালমৃগয়া ঃ স্বরলিপি] [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] পৃ ঃ ২৪৩-২৪৮।

[ক্রমশঃ]

লেখিকার সম্পূর্ণ নাম ৪র্থ ও শেষ কিস্তি থেকে নির্ধারিত হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ১ম কিস্তি।
"এবারে আমরা কালমৃগয়া নামক গীতিনাট্য আনুপূর্ব্বিক স্বরলিপিতে বদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গকে ক্রমশঃ উপহার দিব।" এই পর্বে রাগিনী মিশ্র ভূপালী-তাল যৎ রাগিনী মিশ্র খাম্বাজ-তাল কাওয়ালী ও রাগিনী মিশ্র খাম্বাজ-তাল খেমটায় যথাক্রমে "বেলা যে চলে যায়...", "ও ভাই দেখে যা..." এবং "ও, দেখবি রে ভাই..." গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

প ৬০১ বায়ু স্তরের চাপ বালক, ১৮৮৫ (ভা ১২৯২)।
(প্র ৫) পৃঃ ২৫১-২৫৪।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৬০২ সবলার জীবনের এক শিক্ষার দিন (কুমারী) হেমলতা দেবী সখা, সে ১৮৮৫ (ভা-আশ্বিন ১২৯২)।
(গ) উপদেশমূলক গল্প। পৃঃ ১৩২-১৩৫।

(প ৫৭২.৮) হুগলীর ইমামবাড়ী (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৫ (ভা ১২৯২)।
(উ) ২২৪-২৩৩।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৮ম কিস্তি।

১২৯২ আশ্বিন (১৮৮৫)

(প ৬০০ কালমৃগয়া ঃ ২য় দৃশ্যঃ [স্বরলিপি] প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] বালক, ১৮৮৫ (আশ্বিন ১২৯২)।
(প্র ৭) পৃঃ ৩১৬-৩২১।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ২য় কিস্তি। এই পর্বে রাগিনী মিশ্র সিন্ধু-তাল কাওয়ালি, রাগিনী মিশ্র কেদারা-তাল একতালা ও রাগিনী ছায়ানট-তাল কাওয়ালি-তে যথাক্রমে "সমুখেতে বহিছে তটিনী...", "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে...", "নেহার লো সহচরী..." সঙ্গীতগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

প ৬০৩ (গ) কিছুই বৃথা যায় না — হিরন্ময়ী দেবী — বালক, ১৮৮৫ (আশ্বিন ১২৯২)। পৃঃ ২৭৯-২৮২।

নেপোলিয়ানের মহানুভবতা অবলম্বনে শিক্ষামূলক গল্প।

প ৬০৪ (প্র ১) ফুল — (শ্রী) প্রিয়ম্বদা দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (আশ্বিন ১২৯২)। পৃঃ ১৯২।

"বালিকা সমিতিতে পঠিত।" ফুলের সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী বিষয়ক।

প ৬০৫ (প্র ৫) বাব্‌লা গাছের কথা — সরলা দেবী — বালক, ১৮৮৫ (আশ্বিন-কা ১২৯২)। পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬।

একটি বাব্‌লা গাছের আত্মকাহিনীতে ছোট্ট বালিকা কুসুমের বিরহে তার দুর্বিষহ জীবনের কথা ফুটে উঠেছে।

১২৯২ কার্ত্তিক (১৮৮৫)

প ৬০৬ (ক) আবার! আবার — (শ্রী) হরিমতি দেবী [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়] — বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (কা ১২৯২)। পৃঃ ২২৩-২২৪।

বাল্যকালেব সুখস্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

"বিগত রে কতদিন, তথাপি সে সব,
মনে পড়ে প্রাণ ভরা বাল্যের বৈভব।
সেই সে সুমিষ্ট কথা,
সুপবিত্র সরলতা,..."

প ৬০৬ (প্র ৩) পিতামাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য — (কুমারী) সরলা দেবী — সখা, ন ১৮৮৫ (কা-অ ১২৯২)। পৃঃ ১৬৭-১৬৯।

"পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা। লেখিকাব বয়স ১২ বৎসর ১১ মাস...।" সামাজিক উপদেশমূলক প্রবন্ধ।

প ৬০৮ (ক) ভাই বোন — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভাবতী, ১৮৮৫ (কা ১২৯২)। পৃঃ ৩২৯-৩০০।

"পরিপূর্ণ জোছনায় মগ্ন দশদিশি,
সুখেতে মরমহারা অতি স্তব্ধ নিশি।
রজনীর কানে কানে, কি কথা কহে কে জানে,
বারে বারে ধীরে আসি মলয় বাতাস,..."

(প ৫৭২.৯) (উ) হুগলীর ইমামবাড়ী [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৫ (কা ১২৯২)। পৃ ঃ ৩১৪-৩১৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৯ম কিস্তি।

১২৯২ অগ্রহায়ণ (১৮৮৫)

প ৬০৯ (ক) আকাশ — শ্রী নিঃ, শিলং — সখা, ডি ১৮৮৫ (অ-পৌ ১২৯২)। পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির উপলব্ধি করে লেখা।

প ৬১০ (ক) উন্নত তরু — সুমতি [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দ্বারভাঙ্গা] — বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (অ ১২৯২)। পৃঃ ২৫৫।

প ৭১৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছ। "জনৈক কবিতার লেখক কর্ত্তৃক সংশোধিত।"

"আহা কিবা চারুরূপ ধরি, তরুবর,
ঊর্দ্ধশিরে ধীরে ধীরে উঠ শূন্যোপর,
বিস্তারি বিশাল শাখা বিমান প্রদেশে,
উঠিছ আকাশে যেন পরশ উদ্দেশ্যে,..."

প ৬১১ (ক) গ্রাম্যছবি বা জন্মভূমি — কবিতাহার রচয়িত্রী [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী] — ভারতী, ১৮৮৫ (অ ১২৯২)। পৃঃ ৩৫৪।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ৪১ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

"মাটীতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর
সমুখেতে মাটীর উঠান,
খড়ো-চালা-খানি ছাঁটা, লতিয়া কর লালতা,
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।..."

প ৬১২ (ক) মাতৃশোকার্ত্তা দুঃখিনী কন্যার বিলাপ — (কুমারী)ইন্দুমতি সিংহ, মুঙ্গের, লালদরজা — বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (অ ১২৯২)। পৃঃ ২৫৬।

"কোথা মা প্রফুল্লময়ী কোথায় রহিলে।
আমা সবে ফেলে মাগো কেমন পালালে।।
কোথায় রহিলে তুমি কোথায় মা গেলে।
আমাদের দুর্দ্দাশা চক্ষে না দেখিলে।।..."

(প ৬১৩.১) (প্র ১) মেস্‌মেরিজম বা শক্তিচালনা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৫ (অ ১২৯২)। পৃঃ ৩৬৬-৩৭৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব-এর আবিষ্কর্তা মেসমার সম্বন্ধে ও মানসিক শক্তির বিষয়ক প্রবন্ধ।

(প ৫৭২.১০) (ড) হুগলীর ইমামবাড়ী — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৫ (অ ১২৯২)। পৃঃ ৩৮৪-৩৮৯।

[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১০ম কিস্তি।

১২৯২-৯৩ (১৮৮৫-৮৬)

প ৬১৪ (ক) | আবাহন | শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী] | আলোচনা, ১৮৮৫-৮৬ (১৮০৭-১৮০৮ শক/১২৯২-৯৩)। পৃঃ ১১৪-১১৬।

"গৃহে এস জীবনের আনন্দ আলোক
নিত্য সম্মিলন হাসি
বরষি, তাপস রাশি
দূর কর বিরহের, চির-প্রাণাধার,
তোমার দূরতা ক্ষণে সহে না আমার..."

(প ৬১৫.১) (প্র ৯) | আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা : অবতরণিকা [ক্রমশঃ] | শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী] | আলোচনা, ১৮৮৫-৮৬ (১৮০৭-১৮০৮ শক/ ১২৯২-৯৩)। পৃঃ ৭৮-৮০।

বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম ক্রমশঃ প্রকাশিত ভারত ভ্রমণ কাহিনী। ১ম কিস্তি।

(প ৬১৫. ২) (প্র ৯) | আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা : [ক্রমশঃ] | শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী] | আলোচনা, ১৮৮৫-৮৬ (১৮০৭-১৮০৮ শক/ ১২৯২-৯৩)। পৃঃ ৩৫০-৩৫৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ২য় কিস্তি।

প ৬১৬ (ক) | কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর? [সন্ন্যাসিনীর উক্তি] | জনৈক বঙ্গমহিলা [কামিনী রায় (সেন)] | আলোচনা, ১৮৮৫-৮৬ (১৮০৭-১৮০৮ শক/ ১২৯২-৯৩)। পৃঃ ৩৭-৩৮।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৮ : কামিনী রায়', ১৩৫৩, পৃঃ ৯ পাদটীকা থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর?
শ্মশানেতে যার বাস;
যার ঘরে সর্ব্বনাশ,
কি সুখে সে গাঁথে ফুলহার?..."

প ৬১৭ (ক) | সন্ন্যাসী-গায়ক (স্থান-গিরিশিখর, সম্মুখে কুটীর, | শ্রীমতী নীহারকা রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] | আলোচনা, ১৮৮৫-৮৬ (১৮০৭-১৮০৮ শক/ ১২৯২-৯৩)। পৃঃ ১৫-১৯।

পদতলে
নির্ঝরিনী)

"শুকাইল ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল!
হায় রে সে রূপরাশি,
যে স্বপনের হাসি ..।"

প ৬১৮ (ক)	সাধের মেয়ে	শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী]	আলোচনা, ১৮৮৫-৮৬ (১৮০৭-১৮০৮ শক/ ১২৯২-৯৩)। পৃঃ ২৯৩-২৯৫।

"সাধের মেয়ে, আদর পেয়ে,
হেসে কুটি কুটি
মায়ের কাছে, সদাই নাচে,
তুলি হাতদুটি।..."

১২৯২ পৌষ (১৮৮৬)

প ৬১৯ (ক)	আত্মবিলাপ	(শ্রীমতী) ক্ষীরোদমোহিনী সেন	বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (পৌ ১২৯২) ।পৃঃ ২৮৮।

কোন নারীর দুঃখকথা ও মৃত্যুকে 'রানী' সম্বোধনে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখা কবিতা।

"কোথা গো মরণ রানী—
সে চাঁদ বদনখানি
আঁখি পুরি প্রাণভরি দেখি একবার; ."

(প ৬০০.৩) (প্র ৭)	কালমৃগয়া ঃ [স্বরলিপি] [ক্রমশঃ]	প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী]	বালক, ১৮৮৬ (পৌ ১২৯২)। পৃঃ ৪২৩-৪২৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ৩য় কিস্তি। "গত ভাদ্র সংখ্যায় 'বেলা যে চলে যায়' এই গানটির ঝাঁপতালের পরিবর্তে যৎতাল লেখা হইয়াছিল।..." এই পর্বে জয়জয়ন্তী-তাল ঝাঁপতাল, দেশ-কাওয়ালি, খাম্বাজ-কাওয়ালি-তে যথাক্রমে, "জল এনে বাছা...", "না না কাজ নাই..." গানগুলি পরিবেশিত হয়েছ।

প ৬২০ (প্র ১)	তর্জ্জমা	শ্রীমতী ইঃ (ও যোগেন্দ্রনাথ লাহা) [ইন্দিরা দেবী]	বালক, ১৮৮৬ (পৌ ১২৯২)।পৃঃ ৪৪৫-৪৪৯।

চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', ১৩৯০ (১০ম মুদ্রণ), পৃঃ ১২৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"...নিম্নলিখিত সরল ও প্রায় অবিকল অনুবাদটি একটি অল্প বয়স্কা বালিকার রচনা। স্থানে স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।" রাস্কিন (John Ruiskin)-এর লেখার অনুবাদ।

প ৬২১ (প্র ১) সূর্য্যোদয় (শ্রীমতী) মল্লিকা দেবী, কাশী বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (পৌ ১২৯২)। পৃঃ ২৮৬-২৮৭।

"প্রভাতে সূর্য্যোদয় দেখিয়া একটী রমণীর মনে কত আশ্চর্য্য ভাবোদয় হইতে পারে, এই রচনা তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। পাঠিকাগণের কৌতুহল উদ্দীপণের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।"

(প ৫৭২.১১) (উ) হুগলীর ইমামবাড়ী (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৬ (পৌ ১২৯২)। পৃঃ ৪৩৪--৪৪০।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১১শ কিস্তি।

১২৯২ মাঘ (১৮৮৬)

প ৬২২ (ক) অর্দ্ধস্ফুট ফুল (শ্রীমতী) প্রমীলাসুন্দরী মল্লিক। অগ্রদ্বীপ বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (মা ১২৯২)। পৃঃ ৩১৯-৩২০।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"আসে যবে হাসি হাসি মধুরা যামিনী,
গগন বিভাসি যবে হাসে নিশামণি,
ছোট ছোট তারাগুলি, করি যবে গলাগলি,
কি জানি কিসের কথা করে কানাকানি,...

(প ৬০০.৪) (প্র ৭) কালমৃগয়া ঃ [স্বরলিপি] প্রতিভাসুন্দরী দেবী বালক, ১৮৮৬ (মা ১২৯২)। পৃঃ ৪৭৪-৪৭৮।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ৪র্থ ও শেষ কিস্তি। প্রথম কিস্তির আখ্যা ঃ গান অভ্যাস ঃ কালমৃগয়া ঃ [কালমৃগয়া ঃ স্বরলিপি]। ১২৯২ ভাদ্র, আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যায় লেখিকা নাম ঃ প্রতিভা দেবী। এই কিস্তিতে রাগিনী মিয়ামল্লার-তাল কাওয়ালি; রাগিনী মল্লার-তাল কাওয়ালি; জয়-জয়ন্তী-তাল ঝাঁপতাল-এ "সঘন ঘন ছাইল...," "রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে...", "আয়লো সজনী..." এবং "জল এনে দেরে বাছা..." গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

প ৬২৩ (ক) গার্হস্থ্য চিত্র (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী, ১৮৮৬ (মা ১২৯২)। পৃঃ ৪৬৮।

গ্রামবাংলার গার্হস্থ্য ছবির বর্ণনা।

"ফুটে ফুটে জোছনায় ধব্‌ধবে আঙ্গিনায়।
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ারে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।...."

প ৬২৪ (ক) চোর বিড়াল শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] সখা, ফে ১৮৮৬ (মা-ফা ১২৯২)। পৃঃ ২৮-২৯।

প ৬৪৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত হয়েছে। কাহিনীমূলক কবিতা।

"একবাটী দুধ রেখে ভাঙ্গা ডালা তলে,
'ঘোষপিসি' গিয়াছে কোথায়।
'সুসময়' বুঝি পুশি চুপে চুপে চলে,
উপনীত হইল তথায়।..."

প ৬২৫ (ক) নিদ্রা (শ্রী) বসন্তকুমারী বসু। মিকশিথিল-খুলনা বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (মা ১২৯২)। পৃঃ ৩১৮-৩১৯।

ক্লান্তিহরা নিদ্রার গুণগান ও নিদ্রাদাতা শ্রী ভগবানের স্তুতি।

"ও হে পিতঃ! তব দয়া অনন্ত অপার,
কত রূপে কতভাবে করিছ প্রচার।
নিদ্রারূপে দয়া তব করি বিতরণ;
কর মানবের দুঃখ ক্ষণেকে হরণ।..."

প ৬২৬ (প্র ১০) পাষাণ কুমুদিনী-বিদ্যানন্দকাঠী [কুমুদিনী রায়, বিদ্যানন্দ কাঠী] বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (মা ১২৯২)। পৃঃ ৩১৭-৩১৮।

রচনাপঞ্জির প্রথম অংশ **গ** ১৫৮ ও **প** ১৪১৫.১ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। রম্যপ্রবন্ধ। নির্দয়, স্বার্থপর মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা নির্বাক পাষাণের মুখে ব্যক্ত হয়েছে।

(প ৬১৩.২) (প্র ১) মেস্‌মেরিজম বা শক্তিচালনা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী। ভারতী, ১৮৮৬ (মা ১২৯২)। পৃঃ ৪৬৮-৪৭৩

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

(প ৫৭২.১২) (উ) হুগলীর ইমামবাড়ী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৮৬ (মা ১২৯২)। পৃঃ ৪৭৩-৪৮১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১২শ কিস্তি।

১২৯২ ফাল্গুন (১৮৮৬)

প ৬২৭ (প্র ৫) ছায়াপথ স্বর্ণকুমারী দেবী বালক, ১৮৮৬ (ফা ১২৯২)। পৃঃ ৫৪১-৫৪৪।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৬২৮ (ক)	প্রভাত	(শ্রীমতী) প্রমীলাসুন্দরী মল্লীক, অগ্রদ্বীপ	বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (ফা ১২৯২)। পৃঃ ৩৫০-৩৫২।

প্রভাত প্রকৃতির বর্ণনা।

প ৬২৯ (গ)	লোহার সিন্দুক	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮৬ (ফা ১২৯২)। । পৃঃ ৫৪১-৫৪২।

স্ত্রী লোকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে হাস্যরসাত্মক গল্পের পরিবেশন।

(প ৫৭২.১৩) (উ)	হুগলীর ইমামবাড়ী [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮৬ (ফা ১২৯২)। । পৃঃ ৫১৪-৫১৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৩শ কিস্তি।

১২৯২ চৈত্র (১৮৮৬)

প ৬৩০ (গ)	অবাধ্যতার প্রতিফল। ১ম অধ্যায় (ঠাকুরমা ও নাতি, নাতিনী)	(কুমারী) স্নেহলতা দেবী	সখা, ১৮৮৬ (চৈ-বৈ ১২৯২-৯৩)। পৃঃ ৫৬-৫৯।

শিক্ষামূলক গল্প।

প ৬৩১ (ক)	জাগো	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী, ১৮৮৬ (চৈ ১২৯২)। পৃঃ ৫৮৬-৫৮৭।

শীতের অবসানে বসন্তের আবাহন।

"জাগো, জাগো, মধুসখা,
প্রভাত শীতের-নিশি;
তাড়ায়েছে—রবিকর
কুয়াশার ধূম রাশি।..."

প ৬৩২ (ক)	প্রাণ কাঁদে সই	অনামা	নবনলিনী, ১৮৮৬ (চৈ ১২৯২)। পৃঃ ২৯১-২৯৫।

কান্ত বিনা কামিনীর দুঃখেব কথা।

"প্রাণ কাঁদে সই!
কুসুমিত কুঞ্জবন
ভ্রমরের গুঞ্জরণ,
সোঙরি সে চন্দ্রানন..."

(প ৬১৩.৩) (প্র ১)	মেস্‌মেরিজম বা শক্তিচালনা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৮৬ (চৈ ১২৯২)। পৃঃ ৫৫৩-৫৫৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৫৭২.১৪) হুগলীর (উ) ইমামবাড়ী [ক্রমশ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৮৬ (চৈ ১২৯২)। পৃঃ ৫৬৪-৫৭৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৪শ কিস্তি।

১২৯৩ বৈশাখ (১৮৮৬)

প ৬৩৩ (প্র ৩) আর একটি প্রস্তাব — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)। পৃঃ ২১-২১।

অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবাদের শিক্ষিত করে তাঁদের অন্তঃপুরবদ্ধা অন্যান্য নারীদের ও বালক বালিকাদের শিক্ষাদানে ও দেশহিতকর কাজে নিয়োজিত করার প্রস্তাব বিষয়ক।

প ৬৩৪ (গ) কুমার ভীম সিংহ ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৩৪-৪১।

মিবারের রাণা রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমসিংহের মহানুভবতা ও দেশ প্রীতি অবলম্বনে ঐতিহাসিক গল্প।

(প ৬৩৫.১) (প্র ৭) গান অভ্যাস ঃ [তুমি হে...] [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] — ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৪৫-৪৬।

লেখিকার সম্পূর্ণ নাম **প** ৬৩৫.৪ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সংগীত ও স্বরলিপি। ১ম কিস্তি। রাগিনী কাফি-তাল ঝাঁপ তাল-এ গানটির স্বরলিপি উল্লিখিত। ৬ টি কিস্তিতে প্রকাশিত। ২য়-৪র্থ ও ৬ষ্ঠ কিস্তি 'সহজে গান অভ্যাস' শীর্ষকের অর্ন্তভূক্ত। ১ম-ও ৫ম কিস্তি' 'গান অভ্যাস' শীর্ষকভুক্ত। কিন্তু সূচীতে সব কিস্তিই 'সহজে গান অভ্যাস' শীর্ষকভূক্ত। এছাড়া ৪র্থ কিস্তিতে লেখিকা নাম ঃ 'প্রতিভাসুন্দরী দেবী' উল্লিখিত।

প ৬৩৬ (প্র ৩) নূতন বৎসরে ভারতী — সম্পাদিকা [স্বর্ণকুমারী দেবী] — ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)। পৃঃ ১।

সম্পাদকীয় রচনা। নববর্ষারম্ভে বিগত বছরের সাফল্যের পরিমাণ নির্ণয় ও ভবিষ্যত কর্ম নির্ধারণ বিষয়ক রচনা।

প ৬৩৭ (প্র ৯) প্রয়াগ যাত্রা — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৮-১৯।

ভ্রমণকাহিনী।

প ৬৩৮ (প্র ৯)	প্রয়াগে	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৮৫-৯৪।

ভ্রমণকাহিনী।

প ৬৩৯ (ক)	সাবিত্রী	(শ্রীমতী) বসন্তকুমারী দত্ত	নব-নলিনী, ১৮৮৬ (বৈ ১২৯২) । পৃঃ ৩৩১-৩৩৫।

"প্রকৃতি-প্রশান্ত-ফুল্ল সপ্তচ্ছদ-তলে
পৌর্ণ মাসী-যামিনীর শান্তিময় কোলে,
হীরক-সন্নিভ-আভা
প্রদীপ্ত-সুন্দর-প্রভা-
তারাদল বিভাসিত নীলাভ গগণে
কি দেখ কামিনী রত্ন নিথর নয়ণে?...।"

(প ৫৭২.১৫) (উ)	হুগলীর ইমামবাড়ী	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক ১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৫৩-৬০।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৫শ কিস্তি। ১৮৮৮ (১২৯৪) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

প ৬৪০ (না)	হেঁয়ালি নাট্য	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক ১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)।পৃঃ ৪১-৫১।

"হেঁয়ালি বাহির করিবার নিয়ম এই, সমস্ত হেঁয়ালি নাট্যটার মধ্যে এমন একটা কথা রাখা হয়, যাহা দুই, তিন ভাগে ভাগ করিলেও প্রত্যেক ভাগে একটা অর্থ পাওয়া যায়। যেমন—মনকর পাগোল শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে একটা অর্থ থাকে। এখন হেঁয়ালির নাট্যের মধ্যে স্থানে স্থানে কোথাও পা শব্দ কোথাও গোল, এবং কোথাও পাগোল, শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করা যায়। ইহা হইতে আসল কথাটি আন্দাজ করিয়া পাঠকের বুঝিয়া লইতে হইবে।"

১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৬)

প ৬৪১ (ক)	দারভাঙ্গাধিপতি মহারাজের উদ্যোগে লেডি ডফরিন কর্ত্তৃক দ্বারাভাঙ্গায় স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভিত্তি	(শ্রীমতী) সুমতি মজুমদার [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা।]	বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (জ্যৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৬৪।

স্থাপনোপলক্ষে
লিখিত

প ৭১৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। বিহারের অশিক্ষিতা ভগ্নিদের উদ্ধার কল্পে আগতা সাধ্বী ডফরিন-এর উদ্দেশ্যে রচিত।

"পোহাল রজনী
রক্তিম বরনী
ঊষা বিনোদিনী উদিল অই,
উজল অরুণ
কিরণ তরুণ
উঠিছে ছড়ায়ে শনৈঃ শনৈঃ।..."।

প ৬৪২ (ক) নক্ষত্র (শ্রী) কুমুদিনী, বিদ্যানন্দ-কাঠী [কুমুদিনী রায়, বিদ্যানন্দকাঠী] বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (জ্যৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৬২-৬৪।

"বুঝিয়া সমস্ত দিন যবে নিশীথিনী
পরাজযি প্রভাকরে, বিপুল আনন্দভরে,
বিস্তারিয়া অধিকার ছাইলা মেদিনী,
লাজে ভয়ে তেজোহীন হ'য়ে বিবস্বান,..."।

প ৬৪৩ (ক) বাদল বা চাযার ভাষা· (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক। ১৮৮৬ (জ্যৈ ১২৯৩)। পৃঃ ১১৩।

চাষীদের কথ্যভাষায় বৃষ্টির বর্ণনা।

"আঁধার করে এসেছে রে মেঘ,
ইঃ-ইঃ-বড় হানতেছে চিক্কুর!
ও ক্ষেত্তর চট্ করে আয় আয়,
গৈলেতে নে তোল্ গোরু বাছুর।..."

প ৬৪৪ (ক) ভিখারিনী মেয়ে শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] সখা,জুন ১৮৮৬ (জ্যৈ-আ ১২৯৩)। পৃঃ ৮৫-৮৬।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ২১০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘাক্ষরা ছন্দে রচিত।

"দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায়!
কে গাইছে পথে বসি এমন সময়-
না না না আমারি ভুল, গান ও তো নয়;.."

(প ৬৩৫.২) সহজে গান (শ্রীমতী) প্রতিভা দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(প্র ৭) অভ্যাস ঃ [কে [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] (জ্যৈ ১২৯৩)। পৃঃ ১২৫-১২৬।
রচে...]
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সংগীত ও স্বরলিপি। ২য় কিস্তি। ১ম কিস্তি 'গান অভ্যাস' শীর্ষকভুক্ত। রাগিনী পরজ-ঝাঁপতাল-এ স্বরলিপি উল্লিখিত।

১২৯৩ আষাঢ় (১৮৮৬)

(প ৬৪৫.১) কলঙ্ক [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(উ) দেবী (আ ১২৯৩)। পৃঃ ১৭৩-১৭৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

প ৬৪৬ ক্ষত্রিয় রমনী ঃ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(গ) ঐতিহাসিক দেবী (আ ১২৯৩)। পৃঃ ১১৪-১২১।
উপন্যাস
মেবারের বীরশ্রেষ্ঠ হামীর জননীর কাহিনী।

প ৬৪৭ খুকুরানী (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬।
(ক) দাসী (আ১২৯৩)। পৃঃ ১৪৪।
অপত্য স্নেহের কবিতা।

"না ডাকিতে আসে ছুটে, হেসে এসে বসে কোলে,
সোহাগে জড়ায়ে গলা, মনের হরষে দোলে।।
মুখ পরে মুখ রেখে, আধো আধো কথা ক'য়ে,
মাথায় কাপড় ফেলে, খেলা করে চুল লয়ে।...."

(প ৬৪৮.১) প্রয়াগ দর্শন (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(প্র ৯) দেবী (আ ১২৯৩)। পৃঃ ১৫৭-১৬৬
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী। ১ম কিস্তি।

(প ৬৩৫.৩) সহজে গান (শ্রীমতী) প্রতিভা দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(প্র ৭) অভ্যাস ঃ [গাও [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] (আ ১২৯৩)। পৃঃ ১৮৭-১৮৮।
তারে ...]
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সহজে গান অভ্যাস শীর্ষক রচনার ৩য় কিস্তি। রাগ গৌড়মল্লার-তাল চৌতাল-এ সঙ্গীত ও স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ৬৪৯ সৌর জগতে কত (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(প্র ৫) চাঁদ দেবী (আ ১২৯৩)। পৃঃ ১৮২-১৮৬।
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

(প ৬৫০.১) স্বপ্নে স্বর্গদর্শন ঃ অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮৬
(ক) প্রিয়তম বিয়োগে (আ ১২৯৩)। পৃঃ ৯৬।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ১ম কিস্তি।
"এ চিন্তার কারণ মৃত বন্ধুকে একদিন মৃত্যু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল-মানুষ মরিলে কি হয়? তিনি উত্তর দেন 'নক্ষত্র'।"

"নীরব নিশীথ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি
না নড়ে একটি পাতা,
প্রফুল্ল হৃদয়া, কুসুমা যৌবনী
ললিত মাধবীলতা।..."

১২৯৩ শ্রাবণ (১৮৮৬)

(প ৬৪৫.২) কলঙ্ক (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(উ) [ক্রমশঃ] (শ্রা ১২৯৩)। পৃঃ ২৪৬-২৫১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ৬৫১ দৈব ঘটনা (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(গ) (শ্রা ১২৯৩)। পৃঃ ২৩১-২৩৪।
দৈব কৃপায় এক ইংরেজ সৈনিকের প্রাণ রক্ষার কাহিনী।

প ৬৫২ পথে কে চলেছে গাহি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬
(ক) (শ্রা ১২৯৩)। পৃঃ ২৩৮।

"অশ্রু জলে ভরা আখি তারে না দেখিতে পাই,
নীরব নিশীথ প্রাণে পথে কে চলেছে গায়ি?
কত দিন কত দিন কত দিন পরে আজ
হেরিতে মানব মুখ হৃদয়ে হতেছে সাধ...।"

প ৬৫৩ প্রকৃত ঘটনা জনৈক বঙ্গমহিলা সখা, আগষ্ট ১৮৮৬
(গ) (শ্রা-ভা ১২৯৩)। পৃঃ ১১৮।
একটি সৎসাহসী ও সত্যপ্রিয় বালকের কাহিনী।

(প ৬৪৮.২) প্রয়াগ দর্শন (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক। ১৮৮৬
(প্র ৯) (শেষ) (শ্রা ১২৯৩)। পৃঃ ২০২-২১৩।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৬৫০.২) স্বপ্নে স্বর্গদর্শন ঃ অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮৬
(ক) প্রিয়তম বিয়োগে (শ্রা ১২৯৩)। পৃঃ ১২৭-১২৮।
[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৯৩ ভাদ্র (১৮৮৬)

প ৬৫৪ (ক)	আগমনী	(শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (ভা-আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬।

শরৎ প্রকৃতির বর্ণনা।

প ৬৫৫ (ক)	আমার দেবতা	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (ভা ১২৯৩)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ১২৭-এর টীকা থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"নামিল সুখদা সন্ধ্যা এ ভব ভবনে,
হইল জগৎ-চিত
নব ভাবে বিকশিত,
উজলিল শশধর সুনীল গগনে।..."

প ৬৫৬ (ক)	আশীর্ব্বাদ	(শ্রী) কুমুদিনী, যশোহর [কুমুদিনী রায়, যশোহর]	বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (ভা ১২৯৩)। পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

প ৭৮৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। কবির ছোটভাই-এর শুভ পরিণয়ে আশীর্বাদ বাণী।

"ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া আজ মিলিত হইল,
আনন্দে প্রবাহে মন ভাসিয়া চলিল।
কি দিব আশীষ চিহ্ন ভাবিয়া না পাই
নয়নে দেখিয়া আজ সপত্নীক ভাই,..."

(প ৬৪৫.৩) (উ)	কলঙ্ক [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (ভা-আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ৩২৭-৩৩৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ৬৫৭ (ক)	প্রীতি উপহার ঃ ইংলন্ড প্রবাসী ভ্রাতার প্রতি	(শ্রী) প্রমীলাসুন্দরী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (ভা-আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ৩৬৬।

"বালিকার রচনা" বলে উল্লিখিত।

"দীর্ঘকাল তরে হায়! শোক পারাবারে
ভাসায়ে আত্মীয় জনে,
কাঁদাইয়া বন্ধুগনে,
ইংলন্ডে গিয়াছে, ভাই, প্রফুল্ল অন্তরে,

জ্ঞানের অপূর্ব্ব জ্যোতি লভিবার তরে।...”

প ৬৫৮ (ক)	ভাইবোন্ (ঘুম পাড়াইবার সঙ্গীত	শ্রীমতী মা ঃ [মানকুমারী বসু]	সখা, সে ১৮৮৬ (ভা-আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ১৩৩।

"ঘুম যাও ভাই খোকন বাবু সোনার যাদুমনি,
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে! দিব ছানা ননী;
আসবি যদি মণির চোখে,
কত ভালবাস্‌ব তোকে...।”

প ৬৫৯ (ক)	রত্নাবলী	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (ভা-আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ৩৫৪।

প্রকৃতির কোলে কোন বালিকাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

"নিরিবিলি বন, নিঝুম কানন
রজনী পূর্ণিমা নিশি গো
শির পরে চাঁদ, সুমোহন ছাঁদ
ধীরে ধীরে যায় ভাসি গো।...”।

প ৬৬০ (ক)	সতীত্বভূষণ	(শ্রী) সুমতি মজুমদার, দরভাঙ্গা [সুমতি মজুমদার সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]	বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (ভা ১২৯৩)। পৃঃ ১৬।

"কি ছার্ সে মহিলার স্বর্ণ অলঙ্কার,
কি ছার তাঁহাব গলে মুক্তার হার,
কি ছার সে কমনীয় কুন্তল বিন্যাস,
কি ছার তাঁহার গাত্রে বহু মূল্য বাস,...।”

(প ৬৩৫.৪) (প্র ৭)	সহজে গান অভ্যাস ঃ [আয় তবে...]	প্রতিভাসুন্দরী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (ভা-আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ৩৫২-৩৫৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সংগীত ও স্বরলিপি। ৪র্থ কিস্তি। ১ম কিস্তি 'গান অভ্যাস' শীর্ষকভুক্ত। এই পর্বে লেখিকা নাম ঃ প্রতিভাসুন্দরী দেবী। ছায়ানট-কাওয়ালি-তে সঙ্গীত ও স্বরলিপি পরিবেশিত।

১২৯৩ আশ্বিন (১৮৮৬)

প ৬৬১ (গ)	ধ্রুবোপখ্যান	(শ্রীমতী) কিরণশশী চট্টোপাধ্যায়	সখা, অক্টোবর ১৮৮৬ (আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ১৫২-১৫৫।

শ্রীহরিভক্ত ধ্রুব-র পৌরানিক কাহিনী।

প ৬৬২ (ক)	প্রভাত চাতক	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

"সরিছে আঁধার কালো;
ঊষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধ আধ ছবি;
এত ভোরে কোন্ পাখী
গাহিছে আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি।..."

প ৬৬৩ (প্র ৩) স্ত্রী স্বাধীনতা — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (আশ্বিন ১২৯৩)। পৃঃ ১৭৭-১৮২।
"বামাবোধিনীর পরিচিতা লেখিকা কোন হিন্দু মহিলার লিখিত।"-সম্পাদক। নারীজাতির স্বাধীনতা বিষয়ক চিন্তামূলক সামাজিক প্রবন্ধ ।

১২৯৩ কার্ত্তিক (১৮৮৬)

প ৬৬৪ (গ) কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র — (কুমারী) লাবন্যপ্রভা বসু — সখা, ন ১৮৮৬ (কা-অ ১২৯৩)। পৃঃ ১৬১-১৬২।
উপদেশমূলক গল্প।

(প ৬৪৫.৪) (উ) কলঙ্ক [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৬। (কা ১২৯৩)। পৃঃ ৪৩১-৪৩৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ৬৬৫ (ক) গান — (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৬। (কা ১২৯৩)। পৃঃ ৩৭৯।
"বালিকার রচনা" বলে উল্লিখিত। লিরিক-ধর্মী কবিতা।

"চিন্তার তরঙ্গগুলি হৃদয় বেলাব পাশে,
একটি দুইটি করি ধীরে ধীরে বয়ে আসে।
কত চিন্তা, কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা
তুলিয়া হিল্লোল-মৃদু হৃদয়ে ছুঁইয়া যায়। ..."

প ৬৬৬ (ক) পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ — (শ্রী) কুমুদকুমারী দে, রানীগঞ্জ — বামাবোধিনী ১৮৮৬ (কা ১২৯৩)। পৃঃ ২২৩-২২৪।
"চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার লিখিত।"

"সোনার পিঞ্জরাবদ্ধ কে তুমি রে পাখি?
কি দুঃখে দুধারে মরি ঝড়ে দুটি আঁখি?
দুধ ছোলা আশাবরে
খেতে দেয় যত্ন করে
কতই আদরে রাখে সুবর্ণ পিঞ্জরে;..."

প ৬৬৭ (ক)	সংসার	(শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (কা ১২৯৩)। পৃঃ ৪০৬-৪০৭।

সংসারকে সুখের সমাধিক্ষেত্র রূপে কল্পনা করে লেখা।

"এ যে শুধু সুখের সমাধি!
এ নহে গো সুখের আবাস,
হেথাকার যত ফল
না ফুটিতে ছিন্নমুল
কাঁদে শুধু আকুল সুবাস।..."

প ৬৬৮ (গ)	সর্ব্বোত্তম ছাত্রী	(কুমারী) হেমলতা [হেমলতা দেবী]	সখা, ন ১৮৮৬ (কা-অ ১২৯৩)। পৃঃ ১৭২-১৭৩।

উপদেশমূলক গল্প।

প ৬৬৯ (ক)	স্বপ্ন	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬। (কা ১২৯৩)। পৃ ৪৩৬।

"বকুলের ডালে বসি পিউ পিউ করিয়া,
গাহিতেছে গীত মধু মন খুলে পাপিয়া।
দুপুরে নিজন ঘর,
বায়ু বহে ঝর ঝর,
পাতাদের সর সর, লতা উঠে দুলিয়া।..."

১২৯৩ অগ্রহায়ণ (১৮৮৬)

প ৬৭০ (ক)	আমার ঘুম ভেঙ্গেছে	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (অ ১২৯৩)। পৃঃ ৪৭৬ ৪৭৭।

শীতের শেষে বসন্তের আগমনে প্রকৃতির নিদ্রাভঙ্গ।

"আমার ঘুম ভেঙ্গেছে,
শীতের প্রভাতে আছে বসন্তে পাখি
আধার বকুল শাখে উঠিয়াছে ডাকি!..."

প ৬৭১ (ক)	আমার শৈশব	প্রণয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী	বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (অ১২৯৩)। পৃঃ ২৫৪-২৫৬।

শৈশব সুখের স্মৃতিচারণ।

"শৈশব! তোমারে আমি খুঁজি কতবার,
আজিও তোমার তরে পরাণ কেমন করে,
সুখের শৈশব মম গিয়াছে কোথায়?-
আবার আয়রে মন! শৈশব দোলায়।..."

(প ৬৪৫.৫) (উ) কলঙ্ক [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (অ ১২৯৩)। পৃঃ ৪৫৫-৪৫৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

(প ৬৩৫.৫) (প্র ৭) গান অভ্যাস। ব্রহ্মসঙ্গীত ঃ [চন্দ্র বরিষে জ্যোতি...] (শ্রীমতী) প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (অ ১২৯৩)। পৃঃ ৪৫৮-৪৬০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সংগীত ও স্বরলিপি। ৫ম কিস্তি। ১ম কিস্তি 'গান অভ্যাস' শীর্যকভুক্ত। এই পর্বে রাগিনী ভুপালী-তাল সুরফাঁকতাল-এ স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ৬৭২ (ক) গোধূলী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (অ ১২৯৩)। পৃঃ ৪৯৪।

"গোধূলী কণক বেলা,
পরায়ে কিরণ বালা
পল্লবের কানে সোনাদুল ঝিকিমিকি,
মাথা নাড়ি কয় কথা
অনিলের সনে পাতা,..."

প ৬৭৩ (ক) চন্দ্রেব প্রতি (পূর্ণিমা নিশীথে লিখিত) (শ্রী) প্রমীলাসুন্দরী বসু বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (অ ১২৯৩)। পৃঃ ২৫৬।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"বসুন্ধরা আলো করি সুনীল অম্বরে,
অসংখ্য তারকাসনে,
উদিয়া প্রফুল্লমনে,
শোভিতেছ শশধর গগণ মাঝারে,.."

প ৬৭৪ (ক) প্রেমফোটা (শ্রী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৬ (অ ১২৯৩)। পৃঃ ৪৭৯-৪৮০।

প্রকৃতির প্রেমবারি সিক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

"কতবার দেখিয়াছে তারে
স্রোতময়ী তটিনীর ধারে,
এলান রয়েছে কেশপাশ,
নয়ণে ঝরিছে সুধাহাস,..."

(প ৬৭৫.১) (প্র ৩) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] গিরিবালা মিত্র বামাবোধিনী, ১৮৮৬ (অ ১২৯৩)। পৃঃ ২৩০-২৩৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ৬৭৬ (ক) হৃদয়পাখী (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী নব্যভারত, ১৮৮৬ (অ ১২৯৩) পৃঃ ৩৬৮।

হৃদয় বাসনার বহিঃপ্রকাশ।

"আবদ্ধহৃদয়-পাখী উড়িবারে চায়!
কি হেতু, কিসের লাগি, কিবা বাসনায়?
যতনে তনু পিঞ্জরে
রাখিয়াছি সমাদরে;..."

১২৯৩ (১৮৮৬)

প ৬৭৭ (ক) অক্ষযকুমাব দত্ত (শ্রীমতী) গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী কল্পনা, ১৮৮৬ (১২৯৩)। পৃঃ ১৩০-১৩১।

সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত-কে নিয়ে লেখা। ছন্দ রচনায় বিহারীলালের প্রভা· দেখা যায়।

"জীবলীলা পথে শ্রান্ত
কে ওই শায়িত পান্থ
অলসে নয়ন দুটী পড়িয়াছে ঢুলে।.."

প ৬৭৮ (ক) ছাই (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কল্পনা ১৮৮৬ (১২৯৩)। পৃঃ ১৮২-১৮৪।

মানব শরীরেব শেষ পরিণাম বিষয়ক।

"জীবনের পরপার নাই?
মানবের পরিণাম ছাই!
দেহ শুধু ভূতের ভবন
প্রাণ শুধু বায়ুর মিলন।..."

প ৬৭৯ (ক) রাজকৃষ্ণ "ভারতকুসুম" রচয়িত্রী [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী] প্রচার, ১৮৮৬-৮৭ (১২৯৩-৯৪)। পৃঃ ২৬১-২৬৩।

"গত ২রা ফাল্গুন সাবিত্রী লাব্রেরীতে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ে জন্য শোকপ্রকাশার্থ আহুত সভা উপলক্ষে লিখিত।"

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ ১১২** থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৩১.১০.১৮৪৫-১০.১০.১৮৮৬)-উদ্দেশ্যে রচিত।

"সখা হে, তোমার তরে, আজিকে ব্যাকুলান্তরে,
মিলিত হয়েছি সেই সাবিত্রী ভবনে,
এ নহে সুখমেলা, এ নহে হাসির খেলা,
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা গুণের কীর্তনে।..."

প ৬৮০ (ক) সখি দেখন হাসি (শ্রী) স্বর্ণময়ী দেবী প্রচার, ১৮৮৬-৮৭ (১২৯৩-৯৪)। পৃঃ ৪৪৮।

লঘু ত্রিপদী ছন্দে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা।

"সকাল হ'ল ঘুম ভাঙিল সখি দেখন-হাসি,
মুচকে হেসে মধুরভাবে জিজ্ঞাসিল আসি।
কেমন সখি, বাগানে কি যাবি সকাল বেলা,
ফুটেছে ফুল ভ্রমর কুল করছে ফুলে খেলা।..."

১২৯৩ পৌষ (১৮৮৭)

(প ৬৪৫.৬) (উ) কলঙ্ক [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (পৌ ১২৯৩)। পৃঃ ৫৫২-৫৫৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি। ১৮৮৭-তে "মিবাররাজ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

প ৬৮১ (ক) পাড়া গাঁ (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (পৌ ১২৯৩)। পৃঃ ৫৩০।

প্রভাতকালের গ্রামের দৃশ্য। ছড়ার ছন্দে রচিত।

"রোদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
ঘাসে শিশির মেলা
চুপবি হাতে যায় ক্ষেতেতে
প্রাতে কৃষক বালা।..."

(প ৬৭৫.২) (প্র ৩) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] গিরিবালা মিত্র বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (পৌ ১২৯৩)। পৃঃ ২৬৩-২৬৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

১২৯৩ মাঘ (১৮৮৭)

প ৬৮২ (ক) বন্দনা গান (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (মা ১২৯৩)। পৃঃ ৪৬৪।

দেশভক্তিমূলক কবিতা।

"অমল কমল পরে
চরণ কমল রাখি-
কোথা মা কমলাননা
ভারতী কমল-আঁখি,..."

প ৬৮৩ (ক) মরীচিকা (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কল্পনা ১৮৮৭ (মা-ফা ১২৯৩)। পৃঃ ২৫৩-২৫৪।

জীবনের ব্যক্তিগত উপলব্ধি।

"দিন দিন গনি দিন; পায় পায় লয়
না জানি রে কোন্ পথে চ'লেছি কোথায়?
হেথা ত হ'লো না সুখ, অবিরত বলি'-
জানিনা কি সুখ-আশে কোথা যাই চলি!..."

(প ৬৭৫.৩) রমণীর কর্ত্তব্য গিরিবালা মিত্র বামাবোধিনী, ১৮৮৭
(প্র ৩) [ক্রমশঃ] (মা ১২৯৩)। পৃঃ ৩০২-৩০৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।

প ৬৮৪ শ্রী পঞ্চমী (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (মা
(ক) দেবী ১২৯৩)। পৃঃ ৫৬৩-৫৬৪।

দেবী বীনাপানির বন্দনা।

"আঁধারেতে দিশেহারা
সুনীল আকাশ সিন্ধু
অনন্তের পানে চাহি রয়েছে পড়িয়া-
সে মহা আঁধার হ'তে
রূপের বিমল আলো
ফুটিতেছে একটু করিয়া!..."

১২৯৩ ফাল্গুন (১৮৮৭)

প ৬৮৫ আশ্চর্য বিনয় (শ্রীমতী) সরলাসুন্দরী সখা, মার্চ ১৮৮৭ (ফা-চৈ ১২৯৩)
(গ) (প্রাপ্ত) লাহিড়ী । পৃঃ ৪৪।

রুশিয়ার সম্রাট আলেকজান্ডারের মহত্ত্ব অবলম্বনে উপদেশমূলক কাহিনী।

প ৬৮৬ ঈশ্বর ও প্রকৃতির অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (ফা ১২৯৩)
(ক) প্রতি । পৃঃ ৩৫২।

ঈশ্বর ও প্রকৃতির অচিন্ত্য ও অনন্ত সৌন্দয্যের কথা।

"অচিন্ত্য অনন্ত দেব! সুন্দর আনন তব
কেন ঢাক হে ঘন আঁধারে,
দেখি তবে কিরূপে তোমারে?...."

প ৬৮৭ কিরণের মৃত্যু (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (ফা
(ক) দেবী ১২৯৩)। পৃঃ ৬৪২।

"শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ লোয়ে ধীরে ধীরে ঢোলে,
পড়েছে অলস রবি পশ্চিমের কোলে,

না পেয়ে দেখিতে তারে, কিরণ তাহার,
আকুল ব্যাকুল হয়ে খোঁজে চারিধার।..."

প ৬৮৮ (ক) ধীরে ধীরে (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (ফা-চৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৬৫৩।

"কাছে এসে, আধ পথে কি ভাবিয়ে ফিরে যায়,
মরমে উঠিয়ে সাধ, প্রকাশিতে মরে যায়।
বলি বলি করি কথা, রজনী হইল ভোর,
চেয়ে চেয়ে-চেয়ে পথ; চোখে এল ঘুম ঘোর।..."

প ৬৮৯ (গ) প্রভুর কাজ (কুমারী) কামিনী সেন [কামিনী রায় (সেন)] সখা, মার্চ ১৮৮৭ (ফা-চৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৩৯-৪০।
কুকুরের প্রভুভা কাহিনী।

(প ৬৭৫.৮) (প্র ৩) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] গিরিবালা মিত্র বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (ফা ১২৯৩)। পৃঃ ৩২৬-৩২৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ৪র্থ কিস্তি।

(প ৬৩৫.৬) (প্র ৭) সহজে গান অভ্যাস। (শ্রীমতী) প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (ফা ১২৯৩)। পৃঃ ৬৫৬-৬৫৭।
ব্রহ্মসঙ্গীত ঃ
[ধন্য সেই...]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সংগীত ও স্বরলিপি। ৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি। ১ম ও ৫ম কিস্তি 'গান অভ্যাস' শীর্ষকভুক্ত। কিন্তু সূচীতে সব কিস্তিগুলিই 'সহজে গান অভ্যাস' শীর্ষকের অর্ন্তগত। ৪র্থ কিস্তিতে লেখিকার নামঃ 'প্রতিভাসুন্দরী দেবী।'

১২৯৩ চৈত্র (১৮৮৭)

প ৬৯০ (ক) ঈশ্বরের প্রতি (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (চৈ ১২৯৩) । পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯।
প ৯৪৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।ঈশ্বরভক্তিমূলক কবিতা।

"কৃপা কর দয়াময় জগত ঈশ্বর,
করুণা নিদান তুমি গুণের আকার,
তুমিই সৃজিছ সব
এই রমনীয় ভব
অসীম মাহাত্ম্য তব বর্ণিতে কে জানে?..."

প ৬৯১ (ক) জ্যোৎস্নারাতে (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (চৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৭১২-৭১৩।
লিরিকধর্মী কবিতা।

"আজি এ জোছনা রাতে,
মধুর বসন্ত বাতে,
কবে কার কথা পড়ে মনে!
সাদা মেঘ ভেসে যায়,
চাঁদ খানি হেসে যায়,
ঢল ঢল মধুর স্বপনে।..."

প ৬৯২ (ক) পুরস্কার। বালিকার রচিত অনুবাদ — শ্রীমতী দেবী,ছদ্ম — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (চৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৭৫৩-৭৫৪।

পুরস্কার ঘোষিত ইংরেজী কবিতা "A Comparison"-এ "...'ভারতী'র একজন গ্রাহক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই পদ্যটির সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ রচনার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।...পদ্য পাঠের সেই অনুবাদ...এবং একটি বালিকার রচিত অনুবাদ ভারতীতে প্রকাশ করিলাম। পাঠকেরা মিলাইয়া দেখিবেন, যে বালিকার অনুবাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি পুরস্কার গ্রহণে সম্মত নহেন এই নিমিত্ত উক্ত পুরস্কার হেমচন্দ্র বাবু পাইবেন, বাবু বরদাশঙ্কর সিংহের অনুবাদটিও উত্তম হইয়াছে।"

"The Lapse of time and rivers is the same"—এই ইংরেজী কবিতার হুবহু বাংলার অনুবাদ।

প ৬৯৩ (ক) বসন্ত সঙ্গীত — (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (চৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৬৯৬।

ঋতুরাজ বসন্তের বর্ণনা।

"ফুটিল ফুল, অলি আকুল,
কোকিল কুল কুহরে;
মলয় বায়, পরশী যায়,
লতিকা-কায় শিহরে।...

(প ৬৭৫.৫) (প্র ৩) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] — গিরিবালা মিত্র — বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (চৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৩৭১-৩৭৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ৫ম কিস্তি।

প ৬৯৪ (প্র ১) সৌন্দর্য্য — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (চৈ ১২৯৩)। পৃঃ ৩৫৪-৩৫৭।

"বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসবের কোন মহিলা কর্ত্তৃক পঠিত।" প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনে রমনীকুলের হৃদয় উদ্ভাসিত করার উপদেশমূলক প্রবন্ধ।

১২৯৪ বৈশাখ (১৮৮৭)

প ৬৯৫ (ক) ঊষা সমাগমে প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (বৈ ১২৯৪) । পৃঃ ৩২।

ঊষা প্রকৃতির বর্ণনা ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

"কে তুমি আমার বুকে
ঢালিলে অমৃত ধারা!
সহসা কিসের তরে
হইনু আপন হারা!..."

(প ৬৭৫.৬) (প্র ৩) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] গিরিবালা মিত্র বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (বৈ ১২৯৪) । পৃঃ ১২-১৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ৬৯৬ (ক) সংসার (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বীণা, ১৮৮৭ (বৈ ১২৯৪)। পৃঃ ২২৬-২২৭।

সংসারের নত্যতার উপলব্ধি।

"সংসারের সুখ, দুখ,
ইহা কিছু নহে ত নূতন।
তবে কেন দুখ আলিঙ্গিতে
ভয়ে কেঁপে উঠিতেছে মন।..."

১২৯৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৭)

প ৬৯৭ (ক) আক্ষেপ শ্রীমতী— [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী] ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (জ্যৈ । পৃঃ ১০০-১০১।

লেখিকা নাম পত্রিকার সূচী থেকে পাওয়া গেছে। জ্ঞানীব্যক্তিদের বাসস্থান এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আক্ষেপ।

" হায়! কবির ঘটিল ঘোর দায়,
কৈফিয়ৎ কেমনে যোগায়!
আপনারে বোঝে না যে
বোঝাবে কাহায়?..."

প ৬৯৮ (ক) আশায় নিরাশা শ্রীমতী নিঃ বীণা, ১৮৮৭ (জ্যৈ ১২৯৪)। পৃঃ ২৬২-২৬৩।

লঘু চৌপদী ছন্দ। জীবনের আশা-নিরাশা বিষয়ক।

"ম্রিয়মান মন আশাভর করি
হরয প্রভাবে নাচিয়ে উঠে

হৃদয় কাননে নবীন আশার
আবাব নবীন কুসুম ফুটে।...”

প ৬৯৯ (প্র ৮) কবি, নাস্তিকতা ও শেলী — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (জ্যৈ ১২৯৪)। পৃঃ ১১৪-১২০।
কবি শেলী (P.B Shelley) - র জীবন ও কাব্য অবলম্বনে সাহিত্য আলোচনা।

(প ৭০০.১) (প্র ৩) কাফ্রিগণৎকার (ক্রমশঃ) — হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (জ্যৈ ১২৯৪)। পৃঃ ১০৯-১১১।
“আফ্রিকা-পর্যটক রেবরেন্ড জে.জি.উড-এর লিখিত পুস্তক হইতে গৃহীত।” ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ৭০১ (ক) কে? — (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (জ্যৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৭১।

“জানি না কে তুমি, বসন্তের সনে
হাত ধরাধরি করে,
হাতে লয়ে বীণা, মুখে গুণগুণ
আইলে আঁধার ঘরে;..”

প ৭০২ (গ) বকুলের গল্প — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (জ্যৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৯৪-৯৬।
বকুল বৃক্ষেব আত্মকথা এবং মালতী ও সুরেশের কিশোর প্রেমের গল্প।

প ৭০৩ (প্র ৩) রানা-বংশে ইরাণীত্ব আরোপ — সম্পাদিকা [স্বর্ণকুমারী দেবী] — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (জ্যৈ ১২৯৪)। পৃঃ ১০১-১০৬।
উদয়পুরের রানা বংশের ইতিহাস ও বংশ পরিচয়।

প ৭০৪ (ক) সাধের মেয়ে (প্রিয়বালার প্রতি) — প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী দেবী] — বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (জ্যৈ ১২৯৪)। পৃঃ ১০১-১০৬।
অপত্য স্নেহের কবিতা।

“কেন মা! কাঁদিস এত এতো বড় দায় রে
বোকা মেয়ে, ও যে চাঁদ, ধরা নাহি যায় রে
নিবারিতে চাহি যত, তুমি আরো কাঁদ
তত,
আকাশের চাঁদ ও যে ধরাতলে নামে না,...”

প ৭০৫ (না) হেঁায়লি নাট্য — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (জ্যৈ ১২৯৪)। পৃঃ ১০৭-১০৯।
“গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর 'জামাই'।” গোঁড়া হিন্দুয়ানীতে বিশ্বাসী রমানাথবাবুর ভোজন ব্যাপারে ইংরেজ খাবার গ্রহণ বিষয়ক হাস্যকর নাটক।

১২৯৪ আষাঢ় (১৮৮৭)

প ৭০৬ (ক) অভিনয় (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪)। পৃঃ ১৮৭।

"এই ত জীবন অভিনয়!
কেহ কাঁদে কেহ হাসে—
দাড়াইয়ে পাশে পাশে;
তবুও কাহারো কেহ নয়।...."

প ৭০৭ (ক) আমি (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪)। পৃঃ ১৫৬।

"দীরঘ স্বপন একি
ভাবিতে বিদরে বুক,
প্রভাতে মিলাবে সব
মিছে এই সুখ দুঃখ,..."

(প ৭০০.২) (প্র ৩) কাফ্রিগণৎকার (ক্রমশঃ) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪)। পৃঃ ১৪০-১৪৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৭০৮ (প্র ৩) গিল্‌টির বাজার (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪)। পৃঃ ১৭৩-১৭৫।

সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভেব জন্যে বাঙালি সমাজকে খাঁটিত্ব বর্জন করে ঝুটা পসরা নিয়ে চিৎকার করার শিক্ষাদান।

প ৭০৯ (ক) গৃহিণী অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪) । পৃঃ ৮১।

"রাধন বাড়ন, ঝাড়ন পাড়ন,
লেপামুছা, ঝাঁটি পাটি—
নাটা-এর মত ঘুরিছে নিয়ত,
সকল কর্ম্মেতে আঁটি।...

প ৭১০ (প্র ৯) পিথাগোরাস (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪)। পৃঃ ১৬৫-১৭৩।

ইউরোপের অদ্বিতীয় গ্রীক পন্ডিত পিথাগোরাসের জীবনকাহিনী ও বহুমুখী প্রতিভার কথা।

প ৭১১ (ক) বসন্তের পাখী (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪)। পৃঃ ১৫৬-১৫৭।

"প্রভাত মলয় বায়

সুধীরে বহিয়ে যায়
মরমে হরসে ভাসে নলিনীর প্রাণ
কম্পিত আলোক ঝরে
প্রকৃতি হাসিয়া গাহে বসন্তের গান।...”

প ৭১২ (ক) বিরহ বিধুরা ঃ প্রাপ্ত পত্র — (শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ — এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, ৮ই জু, ১৮৮৭ (২৫ আ ১২৯৪)। পৃঃ ২০২।

“দিবসের কাজ করি সমাপন,
বিরাম মন্দিরে গেলেন তপন;—
অভিনব বেশে প্রকৃতি তখন
সাজিল প্রদোষে ডাকিয়া আনি।...”

(প ৬৭৫.৭) (প্র ৩) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] — গিরিবালা মিত্র — বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪) । পৃঃ ৭৭-৮১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষযক সামাজিক প্রবন্ধ। ৭ম কিস্তি।

প ৭১৩ (ক) লজ্জাবতী — (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪) । পৃঃ ১৫৭।

“নিশীথ ঘুমায়ে যবে—
স্তব্ধতার সুখকোলে—
কামিনীকানন বালা
মুখখানি ধীরে খোলে...”

প ৭১৪ (ক) শুষ্ক তরুদেহে জীবন্তলতা — (শ্রী) সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা — বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (আ ১২৯৪) । পৃঃ ৯৪

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিয়য়ক।

“বিজরিত স্থানু দেহে ব্রততী সুন্দরী,
ফুল্ল ফুল, ফসল পত্রসুশোভিত-কায়,
দেখায় স্বর্গের শোভা কিবা মরি মরি,
সজীবতা, প্রফুল্লতা, কোমলতা তায়।...”

১২৯৪ শ্রাবণ (১৮৮৭)

প ৭১৫ (ক) **উচ্ছ্বাস সঙ্গীত** — শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] — নব্যভারত, ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ১৯৫-১৯৭।

মধুসূদনীয় ছন্দের প্রভাব দেখা যায়।

‘বসন্ত প্রভাত লাগি

ঘুমন্ত হৃদয় জাগি
উঠিয়াছে আজ,
নাহি তথা অন্ধকার
নিরাশ-হিমানী ধার
বাষ্পময় করি।...”

প ৭১৬ (প্র ৫)	উদ্ভিদের জীবনরক্ষার নবাবিষ্কৃত উপায়	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ২১১-২১৪।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৭১৭ (ক)	একটী কামিনী	(শ্রী) হরিমতি দেবী হরিমতি চট্টোপাধ্যায়।	বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪) । পৃঃ ১২৭-১২৮।
প ৭১৮ (ক)	ওরের সোনার শশি তোরে আমি ভালবাসি	(শ্রীমতী) লাল দাস	নব্যভারত, ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ১৮৯-১৯০।

“ওরের সোনার শশি,
তোরে আমি ভালবাসি;
তাই তোরে মনে হলে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া;
শরীর কেমন করে,
থাকিতে পারি না ঘরে,
দেখিতে বদন তোর আসি হেথা ধাইয়া।...”

প ৭১৯ (প্র ৯)	গ্রীসের জাতীয় ক্রীড়া ও তাহার ফল	(শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ১৮৮-১৯৩।

জাতীয় ক্রীড়ার প্রথম সৃষ্টি এবং এর ফলাফল ও ইতিহাস বিষয়ক।

প ৭২০ (ক)	মিলন ঃ প্রাপ্তপত্র	(শ্রীমতী) জ্যোৎস্নায়মী ঘোষ, কোন্নগর	এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, ২৯শে জু ১৮৮৭ (১৪ শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ২৪৯।

“দিবা অবসান আসিছে রজনী,
যামিনী বিগতে আবার দিবা;—
নব নব সাজে সাজিছে অবনী
পলে পলে; -মরি শোভাই কিবা!...”

প ৭২১ (ক)	শোভা	(শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ কোন্নগর	এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবাহ, ১২ই আগস্ট ১৮৮৭

(২৮ শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ২৮৫।

শরৎশোভার বর্ণনা।

প ৭২২ (প্র ১)	সবলতা কি নিন্দাপ্রিয়তা?	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ২১৪-২১৭।

সবলতা গুণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

প ৭২৩ (প্র ৩)	স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ২২৪-২২৯।

স্ত্রীশিক্ষা সম্প্রসারণে বেথুন স্কুলের অবদান ও উক্ত স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ক।

প ৭২৪ (না)	হেঁয়ালি নাট্য	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)। পৃঃ ২৩৩-২৩৮।

১২৯৪ ভাদ্র (১৮৮৭)

(প ৬১৫.৩) (প্র ৯)	আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা : [ক্রমশঃ]	শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী]	নব্যভারত, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। ১৭৪-২৭৯।

"এই প্রবন্ধেব পূর্ব্বাংশ 'আলোচনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল।" ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ৩য় কিস্তি।

প ৭২৫ (ক)	কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত	(শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)]	বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। ২৫৯-২৬০।

প ৯৪৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তির জয়গান ধ্বনিত হয়েছে।

"ভারত ভান্ডারে রাখি অমূল্য রতন,
জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া,
সুমধুর কাব্যোদ্যানে কত লীলা করি,
চলি গেছ স্বর্গধামে বঙ্গ আঁধারিয়া।..."

প ৭২৬ (ক)	কেন কাঁদি	(শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, কোন্নগর	এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক ২৬ই আগস্ট ১৮৮৭ (১০ ভা ১২৯৪)। পৃঃ ৩১৭-৩১৮।

লিরিক জাতীয় কবিতা।

"প্রদোষেব আবরণে ঢাকিল মেদিনী,—
প্রস্থান করিল ভয়ে, দেব দিবাকর;
নির্ভয়ে তিমির রাশি হ'ল অগ্রসর,

ধরিল কালিমা হৃদে, উজ্জ্বল অবনী।..,"

প ৭২৭ (প্র ৩)	নিউ হ্যাম কলেজ	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। পৃঃ ২৮৬-২৯৯।

বিলাতেব একটি মহিলাকলেজ 'নিউ হ্যাম'-এর ইতিহাস ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর নিয়মাবলী, ছাত্রী আবাস ইত্যাদি বিষয়ে লেখিকার নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

প ৭২৮ (ক)	প্রকৃতি ও মানুষ	(শ্রী) কুমুদিনী, যশোহর [কুমুদিনী রায়, যশোহর]	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। পৃঃ ১৬০।

"তমোময়ী অমানিশা জলদ আচ্ছন্ন
সম নভো ধরা
ক্রোড়স্থিত শিশুমুখ তাতে দেখা নাহি যায়
অন্ধকার ভরা।..."

প ৭২৯ (ক)	বসন্ত	(শ্রীমতী) মোক্ষদাসুন্দরী দেবী	বীণা, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। পৃঃ ৩৭৫।

বসন্ত ঋতুর বর্ণনা।

"শীত যায় মৃদু গতি, বাসন্তী প্রকৃতি সতী,
প্রফুল্ল আননে দেবী প্রকাশিত হইল!
সমুন্নত বৃক্ষরাজি, নূতন পল্লবে সাজি,
চির-বিরহীর চিত সন্তাপিত করিল!..."

(প ৭৩০.১) (উ)	বিদ্রোহ [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। পৃঃ ২৭৩-২৮৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

প ৭৩১ (ক)	বিধবার কাহিনী	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪) । পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

বৈধব্য যন্ত্রণার চিত্র।

"আঁধারের মাঝে শৈশবে আছিনু,
অন্ধ হৃদয়ের তলে
একটি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল
প্রেমের মোহন বলে।..."

প ৭৩২ (প্র ১)	বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ তৃপ্তি ঃ (জনম অবধি হম রূপ	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। পৃঃ ৩০৪-৩০৫।

নেহারনু নয়ণ না
তিরপিত
ভেল,...)
তৃপ্তি ও ভোগ বিষয়ক আলোচনা।

প ৭৩৩ (ক) ভালবাসার তুলনা ঃ প্রাপ্ত পত্র — (শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ। কোন্নগর — এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, ১৬ই সে, ১৮৮৭ (৩১ ভা ১২৯৪)। পৃঃ ৩৬২।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

(প ৬৭৫.৮) (প্র ৩) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] — গিরিবালা মিত্র — বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। পৃঃ ১৪০-১৪৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ৮ম কিস্তি।

প ৭৩৪ (ক) সন্ধ্যা ঃ প্রাপ্তপত্র — (শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, কোন্নগর — এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, ১৯শে আগস্ট (৩ ভা, ১২৯৪)। পৃঃ ৩০০।

“রবি অস্তে যায়, ধরণীর গায়ে
ঢাকিছে ক্রমশঃ তিমির রাশি।
তরুলতা বন, পৃথিবী গগন
ছাইছে খদ্যোত উড়িয়া আসি।...”

প ৭৩৫ (না) হেঁয়ালি নাট্য ঃ খুড়া ও ভ্রাতুস্পুত্রের কথোপকথন — (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (ভা ১২৯৪)। পৃঃ ৩০২-৩০৩।

“গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর হাহাকার।...” ঃ রে পুরোনো ও নব্যপন্থী কাকা ও ভাইপোর কথোপকথন।

১২৯৪ আশ্বিন (১৮৮৭)

(প ৬১৫.৪) (প্র ৯) বঙ্গমহিলা [ক্রমশঃ] — শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী] — নব্যভারত, ১৮৮৭ (আশ্বিন ১২৯৪)। পৃঃ ৩২৯-৩৩৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ৪র্থ কিস্তি।

প ৭৩৬ (ক) চারুশীলা ও সুশীলার কথা — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (আশ্বিন ১২৯৪)। পৃঃ ১৯২।

“চারুশীলা সুশীলা যে বোসেদের মেয়ে,

উঠে বসে বোন দুটি সুপ্রভাত পেয়ে।
চারুশীলা সুশীলা সে নামেও যেমন,
এক প্রাণ দুটি বোন কাজেও তেমন।..."

১২৯৪ কার্ত্তিক (১৮৮৭)

(প ৭৩০.২) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (কা ১২৯৪)। পৃঃ ৪০৫-৪১৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

(প ৬৭৫.৯) (উ) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] গিরিবালা মিত্র বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (কা ১২৯৪)। পৃঃ ২১৬-২১৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ৯ম কিস্তি।

প ৭৩৭ (ক) সাবিত্রী কথা (শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী মঙ্গীঘাট, বেনারস [ভুবনমোহিনী দেবী, বেনারসবাসিনী] বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (কা ১২৯৪)। পৃঃ ২২৩-২২৪।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ৫৩ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। বিষয় ঃ সাবিত্রী ও সত্যবানের পৌরাণিক কাহিনী। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে লেখা।

"অশ্বপতি নামে ছিল এক রাজা,
মেয়ে হল নাম সাবিত্রী তার
যেমন সুবোধ তেমনি সুন্দরী,
সংসারে তুলনা নাহিক যার।।..."

প ৭৩৮ (ক) স্রোত (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (কা ১২৯৪)। পৃঃ ৪২০।

লিরিক ধর্মী কবিতা।

প ৭৩৯ (না) হেঁয়ালি নাট্য (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (কা ১২৯৪)। পৃঃ ৪১৪-৪১৬।

"একটি ইংরাজী গল্পের ছায়া।" "গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর 'কেমন'। " কোন অপরাধী ও তার উকিলের কথোপকথন।

১২৯৪ অগ্রহায়ণ (১৮৮৭)

প ৭৪০ (ক) আকাঙ্খা (শ্রীমতী) মোহিনী দেবী নব্যভারত, ১৮৮৭ (অ ১২৯৪)। পৃঃ ৪৪০।

লিরিক ধর্মী কবিতা।

"আও মেরে সখী চামেলিয়া,

আও মেরে প্রিয় বিহগীয়া,
আও মেরে ছোটী ননদীয়া,
সবে মিলি চলো যাঁহা পিয়া।..."

প ৭৪১ (ক) আমাব পবিমাণ (শ্রী) কুমুদিনী, মহিমনগর [কুমুদিনী রায়] বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (অ ১২৯৪)। পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা।

"এতদিন শৈশবেব অঘোর নিদ্রায়—
ছিলাম, নিদ্রিত স্বপ্ন দেখিতাম তায়,
উঠিয়া গগনে চাঁদে পাড়িয়া এনেছি;
সুখের স্বরগাসন ধরায় পেতেছি;..."

(প ৭৩০.৩) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (অ ১২৯৪)। পৃঃ ৪২৩-৪৩৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ৭৪২ (ক) সতীত্বের জয় (শ্রী) সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা বামাবোধিনী, ১৮৮৭ (অ ১২৯৪)। পৃঃ ২৫৬।

"সমস্তিপুরস্থ গন্তক নদীব উপরে ইংরাজদিগের একটী সমাধিক্ষেত্র আছে। ওই সমাধিক্ষেত্রে বিলাত হইতে জনৈক ইংরাজ মহিলা তাঁহার সমাধিস্থ স্বামীর প্রতি হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ গুটীকতক কারুকার্য্য বিনির্ম্মিত পুষ্পরচনা করিয়া তাঁহার সমাধিপার্শ্বে সংস্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ওই ফুল কয়েকটীতে অক্ষর সংযত করিয়া ইংরাজিতে "Loving remember once" লিখিত আছে। পদ্যটি এই বিষয়ে অবলম্বনে লিখিত হইল।-- সুঃ।

"কি দেখিনু আজ অই সমাধি আসনে,
সতী রমণীর উচ্চ সতীত্ব দর্শন
সমাধিস্থ পতি পার্শ্বে চারু আবরণে
সুরক্ষিত গুটীকত কুসুম রতন।..."

প ৭৪৩ (ক) সন্ধ্যার স্মৃতি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (অ ১২৯৪)। পৃঃ ৪৩৫-৪৩৬।

লিরিক ধর্মী কবিতা।

"প্রতিদিন দূর হতে তোমাপানে চাই—
আঁখি পরে পড়ে লুটি
গভীর হরষ মাঝে মগ্ন হয়ে যাই!..."

১২৯৪ পৌষ (১৮৮৮)

প ৭৪৪ (ক) গোলাপের হাসি (শ্রী) হরিমতি দেবী [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়] বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৪)। পৃঃ ২৮৬-২৮৮।

"বোঝ কি তোমরা আমি, কেন ভালবাসি,
কেন ভালবাসি এত, গোলাপের হাঁসি?
ওই যে কুসুমরানী,
হাঁসিমাখা মুখখানি,
দেখাতেছে ঢালিতেছে সোহাগের রাশি,
জান কি এ দৃশ্য আমি কত ভালবাসি?"

প ৭৪৫ (প্র ৫) তারকা-জ্যোতি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৪)। পৃঃ ৫৩৮ ৫৪০।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৭৪৬ (ক) প্রভাতে জলাক্ষেত্র (শ্রীমতী) গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী বিভা, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৪)। পৃঃ ১৬১।

"বিপুল প্রান্তর হৃদি অতি দূর দূরান্তরে,
নীল আকাশের কোলে গিয়াছে মিশিয়া,
আকুল পরাণ খানি, লইয়া গগন যেন,
প্রশান্ত বুকেতে তার পড়েছে ঢলিয়া।..."

প ৭৪৭ (ক) প্রার্থনা (শ্রীমতী) কুঞ্জবালা দাসী বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৪)। পৃঃ ২৮৮।

"একটী ১৩শ বর্ষ বয়স্কা বালিকার লিখিত, দুই একস্থানে সামান্য সংশোধিত।"

"কুসুম লইয়া খেলিছে রবি
কুমুদিনী হেরে হাঁসিছে চাঁদ
জলদে খেলিছে দামিনী ছবি
জাগিছে মনেতে তোমার ছাঁদ।"..."

(প ৭৩০.৪) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৪)। ৫০৪-৫১২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ৭৪৮ (ক) মিলন ও বিরহ শ্রী - দেবী [স্বর্ণকুমারী দেবী] ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৪)। পৃঃ৫৪১।

লেখিকার সম্পূর্ণ নাম 'ভারতী', ১৮৮৮ (১২৯৪) সূচী থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।

"মিলন মিলন কতবারই বলি,

কইরে মিলন কই?
মিলন চাহিতে বিরহ সায়রে
ডোব ডোব তরী সই।..."

প ৭৪৯ (প্র ৬)	সেলাই শিক্ষা (বহুছিদ্র নমুনা)	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৪)। পৃঃ ২৭০-২৭১।

ছেলেদের মোজা তৈরির প্রণালী, ক্রোশে এজিং শিক্ষার নমুনা। ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যা।

প ৭৫০ (না)	হেঁয়ালি নাট্য	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৪)। পৃঃ ৫১২-৫১৫।

একাল ও সেকালের গান নিয়ে নব্য ও পুরোনো পন্থীর কথোপকথন।

১২৯৪ মাঘ (১৮৮৮)

(প ৬১৫.৫) (প্র ৯)	আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা ঃ [ক্রমশঃ]	শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী]	নব্যভারত, ১৮৮৮ (মা ১২৯৪)। পৃঃ ৫৩০-৫৩৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ৫ম কিস্তি।

প ৭৫১ (প্র ৫)	তারকা-রাশি	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (মা ১২৯৪)। পৃঃ ৫৭৩-৫৭৮।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

(৭৫২.১) (প্র ৫)	দুইখানি ছবি [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) লাবণ্যপ্রভা বসু	সখা, ফে ১৮৮৮ (মা-ফা ১২৯৪)। পৃঃ ২৬-২৯।

"বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত।" ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ১ম কিস্তি।

প ৭৫৩ (ক)	ফুল	(শ্রীমতী) হেমলতা ঘোষ	বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (মা ১২৯৪)। পৃঃ ৩২।

"একটী ১২ বর্ষীয়া বালিকার লিখিত।"

কি সুন্দর ফুলগুলি রয়েছে ফুটিয়া
আয় বোন্ যাই মোরা আনিতে তুলিয়া।
রাশি রাশি ফুল তুলে নির্জ্জনে বসিব।
মনের মতন মালা কতই গাঁথিব।।..."

প ৭৫৪ (ক)	বসন্তপঞ্চমী	(শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (মা পঃ ৫৭২।

"মানস সরঃ জলে,

হৃদি কমলদলে,
বিহরে বীণাবাদিনী—
রুনু রুনু রুন্ রুণ
মূর্চ্ছনা সুনিপুণ,..."

(প ৭৩০.৫) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (মা ১২৯৪)। পৃঃ ৫৪৫-৫৫৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

(প ৬৭৫.১০) (প্র ৩) রমণীর কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] গিরিবালা মিত্র বামাবোধিনী, ১৮৮৮(মা ১২৯৪) । পৃঃ ৩০৯-৩১১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। ১০ম ও শেষ কিস্তি। ১৮৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

প ৭৫৫ (ক) রাগ শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] সখা, ফে ১৮৮৮ (মা-ফা ১২৯৪)। পৃঃ ৩০-৩১।

কোনও বালকের রাগ-কে কেন্দ্র করে হাস্যরসের কবিতা।

"দাদা পেল সন্দেশ, দিদি পেল আর,
আমায় দিলেন সব ছোট টা এ কি অন্যায় মা'র
তাইতে আমি রইছি ব'সে কিছু খাব না,
এম্‌নি করে থাক্‌লে পরে জব্দ হবে মা।..."

প ৭৫৬ (ক) সাধ (শ্রীমতী) মোহিনী দেবী নব্যভারত, ১৮৮৮ (মা ১২৯৪)। । পৃঃ ৫০৮-৫০৯।

লিরিক ধর্ম্মী কবিতা।

"আঁধার রজনী কোলে,
তারকা মধুর হাসে,
বনলতা ধীরে দোলে
শিশির নীরবে ভাসে।..."

প ৭৫৭ (ক) সাধের জীবন (অভাগীর ছবি) (শ্রী) হরিমতি দেবী [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়, কাল্‌না] বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (মা ১২৯৪)। পৃঃ ৩১৮-৩১৯।

বৈধব্যজ্বালায় জর্জরিতা নারীর দুঃখ। প্রাচীন ভারতচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের ছন্দ।

"জানিনে জীবন মোর, কেন নাহি যায় রে,
কেন হৃদি দিবানিশি, আমারে জ্বালায়রে,
নিয়ত অন্তরানলে,
অভাগিনী মরে জ্বলে,

এত জ্বালা অবলার প্রাণেতে কি সয়রে,...”

প ৭৫৮ (না)	হেঁয়ালি নাট্য	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (মা ১২৯৪)। পৃঃ ৬০০-৬০৩।

“গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর ‘কারবার’।” অন্ধ পরামানিক ও চক্ষুষ্মানের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্য দেখার শিক্ষা।

১২৯৪ ফাল্গুন (১৮৮৮)

প ৭৫৯ (ক)	অনাহূত	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	বিভা, ১৮৮৮ (ফা ১২৯৪)। পৃঃ ২৮৮।

অনাহূত শিশুদের উপদ্রবে আনন্দপ্রকাশ।

প ৭৬০ (প্র ৩)	আমাদের সমাজ	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভাবতী ও বালক, ১৮৮৮ (ফা ১২৯৪)। পৃঃ ৬৬১-৬৬২।

ইংরেজ শাসনে ভিক্ষের ঝুলি না নিয়ে দেশবাসীকে সত্য, জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উপর ভিত্তি করে সামাজিক উন্নতি ও সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প ৭৬১ (ক)	গ্রাম্যসন্ধ্যা	(শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	নব্যভারত, ১৮৮৮ (ফা ১২৯৪)। পৃঃ ৫৭১-৫৭২।

“দিগন্তে ডুবিল রবি
বসুধা কনক ছবি
বিষাদেতে ছায়াময়ী, মিলায় মিলায়।...”

(৭৫২.২) (প্র ৫)	দুইখানি ছবি (ক্রমশঃ)	(শ্রীমতী) লাবণ্যপ্রভা বসু	সখা, মার্চ ১৮৮৮ (ফা চৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৩৩-৩৮।

“বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত।” ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ২য় কিস্তি।

(প ৭৩০.৬) (উ)	বিদ্রোহ [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (ফা ১২৯৪)। পৃঃ ৬০৫-৬১৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ৭৬২ (প্র ৫)	যমক ও সহসঙ্গিক তারকা	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (ফা ১২৯৪)। পৃঃ ৬৩৯-৬৪১।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৭৬৩ (ক)	সহমরণ	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (ফা ১২৯৪)। পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

“আয়রে কৃতান্ত, প্রাণের দোষর!
তোরে পরশিবে বিধবা বালা,

অনলে পসিয়া এড়াবে হাসিয়া
অসহ বেদন বৈধব্য জ্বালা।...”

প ৭৬৪ (ক)	সুখের অবসাদ	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (ফা ১২৯৪)। পৃঃ ৬১৬-৬১৭।

“রূপের মদিরা পিয়ে
নিশীথ বিহ্বলকায়!
কত সাধ উঠে মনে
কত স্বপ্ন উথলায়!...”

১২৯৪ চৈত্র (১৮৮৮)

(প ৬১৫.৬) (প্র ৯)	আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা ঃ [ক্রমশঃ]	শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী]	নব্যভারত, ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৬১৪-৬২১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

(৭৫২.৩) (প্র ৫)	দুইখানি ছবি (ক্রমশঃ)	(শ্রীমতী) লাবণ্যপ্রভা বসু	সখা, এ ১৮৮৮ (চৈ বৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৫৫-৫৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ৭৬৫ (প্র ৫)	পরিবর্ত্তনশীল তারকা	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৭১৫-৭২৭।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৭৬৬ (ক)	বর্ষের বিদায়গান	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৭২৩-৭২৪।

“আয় প্রাণ আয় বসন্ত যে যায়,
এই বেলা তার সাথে চলে আয়।
তরু দেহ হতে পাতা পড়ে ঝরে
সুকুমারী লতা ধীরে যায় মরে!...”

প ৭৬৭ (ক)	বসন্তরাগ ও বাসন্তী যামিনী	(শ্রীমতী) গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৬৬৫-৬৬৬।

“হরিত কানন, লতা কুঞ্জবন
দোয়েলা কোয়েলা গায়।
গন্ধে ভরভর, ফুল্ল ফুলথর,
উথলে সুবাস বায়।...” [বসন্তরাগ]

(প ৭৩০.৭)	বিদ্রোহ	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (চৈ

(উ)	[ক্রমশঃ]	দেবী	১২৯৪)। পৃঃ ৬৬৬-৬৭০।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৭ম কিস্তি।		
প ৭৬৮ (না)	হেঁয়ালি নাট্য	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪)। পৃঃ ৭১৯-৭২১।
	"মাঘ মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর 'আদেশ'।" মনুষ্যরাজ্যে ব্রিটিশ ব্যাঘ্র ও তাঁর দ্বিতীয়াবতার নেকড়ের কথোপকথন।		

১২৯৪ (১৮৮৮)

প ৭৬৯ (ক)	ঊষা	(শ্রীমতী) স্বর্ণময়ী সেন	কল্পনা, ১৮৮৮ (১২৯৪)। পৃঃ ৪৩২-৪৩৩।
	প্রকৃতি বিষয়ক। 'রাতি হ'লো ভোর ঊষা আসি ধরে, সলাজ বয়ানখানি, তুলিয়া কহিল, 'আর ঘুমাও'না, জাগ জাগ জগপ্রাণী।'..."		
প ৭৭০ (ক)	কাল	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	দীপিকা, ১৮৮৮ (১২৯৪)। পৃঃ ২০৩-২০৪।
	মানব জীবনে নিষ্ঠুর কাল-এর ধীর আগমন বার্তার কথা বলা হয়েছে।		
প ৭৭১ (ক)	চোখ্ গেল	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	দীপিকা, ১৮৮৮ (১২৯৪)। পৃঃ ১৪৯-১৫০।
	"অতি গূঢ় মরমের কথাটি আমার কেমনে জেনেছ তুমি ভাবিয়া না পাই, ভাসায়ে আকাশ নীল বল বারবার চোখ্ গেল', 'চোখ্ গেল' চলিয়াছ গায়ি,—"		
প ৭৭২ (ক)	পরজন্ম	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	দীপিকা, ১৮৮৮ (১২৯৪)। পৃঃ ২০৪।
	দুর্লভ মনুষ্য জীবনের পরজন্ম বিষয়ক।		

১২৯৫ বৈশাখ (১৮৮৮)

(প ৬১৫.৭) (প্র ৯)	আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা : [ক্রমশঃ]	শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী]	নব্যভারত, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৫১-৫২।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ৭ম কিস্তি।		
প ৭৭৩ (প্র ৫)	তারকাবর্ণ ও তারকার নির্ম্মাণ উপাদান	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ১৯-২২।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

(প ৭৭৪.১) (প্র ৯) দারজিলিং পত্র [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ২২-৩১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত দারজিলিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত। ১ম কিস্তি।

প ৭৭৫ (ক) নববর্ষের আশীর্ব্বাদ (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ১-২।

"বাছা
সারাদিন কেন এ সংশয়?
সত্য যাহা রবে তাই
মিথ্যার নাহিত ঠাঁই
মঙ্গল রহিবে শুধু অমঙ্গল নয়।..."

প ৭৭৬ (প্র ৩) পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৫৩-৫৮।

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নারীর অধিকার সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা।

প ৭৭৭ (প্র ১০) প্রেরিত পত্র হইতে উদ্ধৃত অনামা বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৩২।

বামাগণের রচনার অন্তর্ভুক্ত। ইটালী বালিকা বিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণকার্য বিষয়ক বিবরণ।

(প ৭৩০.৮) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ১২-১৯।

"গত ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা হইতে আরম্ভ।" ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৮ম কিস্তি।

প ৭৭৮ (ক) ভাইবোন (শ্রী) কুমুদিনী, যশোহর [কুমুদিনী রায়, যশোহর] বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৩১-৩২।

শৈশব স্মৃতিচারণ করে লেখা।

প ৭৭৯ (ক) মরণ (শ্রীমতী) গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী বিভা, ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৩৮১।

মরণকে প্রিয়তম বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান" মনে করায়।

"মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর,
দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়ন লোর।
কি দিবস কিবা রাতি,
তারে চাহি গাহি গীতি,..."

১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৮)

(প ৭৭৪.২) দারজিলিং পত্র (শ্রীমতী) স্বর্ণকমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (জ্যৈ
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] দেবী ১২৯৫)। পৃঃ ৯৫-১০২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত দারজিলিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত। ২য় কিস্তি।

(প ৭৩০.৯) বিদ্রোহ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (জ্যৈ
(উ) [ক্রমশঃ] দেবী ১২৯৫)। পৃঃ ৭৬-৮৩।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৯ম কিস্তি।

প ৭৮০ ভুল না আমায় [প্রঃ— বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (জ্যৈ
(ক) ১২৯৫)। পৃঃ ৬৩-৬৪।

"সেই একদিন--
রুচিরা প্রকৃতি বালা
সাজায়ে বসন্তডালা
দিতেছেন উপহার প্রিয় বসুধায়

প ৭৮১ সুন্দরী ঃ ফুলের (শ্রীমতী) গিরীন্দ্র- কর্ণধার, ১৮৮৮ (জ্যৈ-আ ১২৯৫-
(ক) সাজি, নং ৪ ঃ মোহিনী দাসী ৯৬)। পৃঃ ১৯১।
কবিতা ও গান
'ফুলের সাজি' কবিতাগুচ্ছের অন্তর্ভূক্ত চতুর্থ সংখ্যক কবিতা।

"কোমল মৃণাল বাহুযুক্তা সিমন্তিনী,
আর্ত্তের আশ্বাস তব বলয়ের ধ্বনি;
জলদ প্রতিম যেমন তাপিতের ছায়,
পূতহৃদি পদ্ম-গন্ধ ভূবন ভুলায়।..."

১২৯৫ আষাঢ় (১৮৮৮)

(প ৬১৫.৮) আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীমতী নীহারিকা নব্যভারত, ১৮৮৮ (আ ১২৯৫)।
(প্র ৯) বঙ্গমহিলা ঃ [প্রসন্নময়ী দেবী] পৃঃ ১০৯-১১৪।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ৮ম ও শেষ কিস্তি।
'আর্য্যাবর্ত্ত ঃ (জনৈক বঙ্গমহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত), প্রথম ভাগ' নামে ১৮৮৮ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত।

প ৭৮২ খোকার হাসি (শ্রী) কুমুদিনী, যশোহর বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (আ ১২৯৫)
(ক) [কুমুদিনী রায়, যশোহর] । পৃঃ ৯৫-৯৬।

"লইয়া তারকাদলে তারাপতি সুধাকর
নির্ম্মল গগন মাঝে হাসিয়াছে কতবার

হেরিয়া আপনাপতি হেসেছে ক্ষণদাসতী,
হেসেছে রজনীগন্ধা সৌরভ বিতরি
কত—!..."

প ৭৮৩ (প্র ৫) | তারকাগুচ্ছ | (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (আ ১২৯৫)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

সচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

(প ৭৭৪.৩) (প্র ৯) | দারজিলিং পত্র [ক্রমশঃ] | (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (আ ১২৯৫)। পৃঃ ১৩৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত দারজিলিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত। ৩য় কিস্তি।

প ৭৮৪ (প্র ৬) | পাষ্টের আবিস্কৃত চিকিৎসা | (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী | ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (আ ১২৯৫)। পৃঃ ১৭১-১৭৭।

"নাইন্‌টিনথ্ সেনচুরি' হইতে গৃহীত।" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৭৮৫ (ক) | প্রতিধ্বনি | (কুমারী) প্রিয়বালা রায় | নব্যভারত, ১৮৮৮ (আ ১২৯৫)। ১২৯৫)। পৃঃ ১৪৪।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"মহান্ শৈলের শিরে কে তুমি ললনে,
খেলিতেছ শোভাময়ী পাগলিনী প্রায়,
কখন হাসিয়া বালা জগত হাসাও
কখন কাঁদিয়া বালা জগত কাঁদাও!..."

প ৭৮৬ (ক) | প্রেরিত পত্র। শুভকামনা | সুমতি (সমস্তিপুর) [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] | পরিচারিকা, ১৮৮৮ (আ ১২৯৫)। পৃঃ ৭১-৭২।

নববিধান সমাজের জয়যাত্রায় শুভকামনা জানিয়ে লেখা।

"শুভ সমাচার এক ভারতবাসীর
প্রচারিত দেশে দেশে, সুদূর সাগর শেযে,
নব সমাচার নববিধানবাদীর
প্রতিধ্বনি হয় গৃহে জগতবাসীর..."

প ৭৮৭ (ক) | বসন্তের পাখী | (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] | নব্যভারত, ১৮৮৮ (আ ১২৯৫)। পৃঃ ১৪৩।

"নিবিড় কানন মাঝে
কোথায় লুকায়ে থাকি,
সহসা কিসের তরে,
উঠিলি মধুরে ডাকি?..."

(প ৭৩০.১০)বিদ্রোহ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (আ
(উ) [ক্রমশঃ দেবী ১২৯৫)। পৃঃ ১২১-১২৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১০ম কিস্তি।

প ৭৮৮ সময় (শ্রী) কুমুদিনী রায়, বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (আ
(ক) যশোহর ১২৯৫)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

"অনন্ত সময়! চলেছ কোথায়
বলনা বলনা বলনা আমায়,
জীবনের কোন মন্ত্র সাধনায়
অবিরাম গতি চাহনা ফিরে?..."

১২৯৫ শ্রাবণ (১৮৮৮)

প ৭৮৯ অমানিশা (শ্রী) প্রমীলা বসু নব্যভারত, ১৮৮৮ (শ্রা ১২৯৫)।
(ক) [প্রমীলা নাগ (বসু)] পৃঃ ২২২।
প্রকৃতি বিষয়ক।

প ৭৯০ আনন্দ উচ্ছ্বাস নবীন প্রচার, ১৮৮৮ (শ্রা ১২৯৫)।
(ক) (সিন্ধুতীরবাসিনী পৃঃ ৫৪-৫৬।
জননী মুখে)

"রহ রহ সিন্ধো! নিবার বারেক
নব নিদাঘের গর্জ্জন ভীষণ!
দেও সরাইয়া দেও একবার,
নব নীরদের ঘন আবরণ!...

(প ৭৭৪.৪) দারজিলিং পত্র (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (শ্রা
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] দেবী ১২৯৫)। পৃঃ ১৯৪-২০০।
ক্রমশঃ প্রকাশিত দারজিলিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত। ৪র্থ কিস্তি।

প ৭৯১ নানা কথা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (শ্রা
(প্র ১০) দেবী ১২৯৫)। পৃঃ ২০২-২০৮।
চীন দেশে বাঘপুজো, ইয়া সিয়্যাট্ বীরধর্ম্ম-যা খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত, ইত্যাদি দেশ-বিদেশের নানা কথা পরিবেশিত হয়েছে।

প ৭৯২ নীহারিকা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (শ্রা
(প্র ৫) দেবী ১২৯৫)। পৃঃ ১৯০-১৯১
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ৭৯৩ প্রভাত শ্রী...দেবী নব্যভারত, ১৮৮৮ (শ্রা ১২৯৫)।
(ক) পৃঃ ২২১।

"আসিল প্রভাত,
জাগিল জগত,
গাইল পাখী মোহিল মন,
ফুটিল মুকুল
বহিল অনিল,
নাচিল লতা-কুসুম বন!..."

প ৭৯৪ (ক) বর্ষা-বাদল (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (শ্রা ১২৯৫)। পৃঃ ২০০-২০১।

'বর্ষা ও বাদল' দুটি কবিতা।

"আষাঢ়ে নবীন মেঘ ছেয়েছে গগন!
দুরু দুরু গুরু ঘন গরজন!..." [বর্ষা]

প ৭৯৫ (ক) বিজলী (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (শ্রা ১২৯৫)। পৃঃ ১২৬-১২৭।

প্রকৃতি বিষয়ক।

(প ৭৩০.১১) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (শ্রা ১২৯৫)। পৃঃ ১৮১-১৮৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১১শ কিস্তি।

প ৭৯৬ (ক) যতনের অশ্রুবারি (শ্রী) হরিমতি [হরিমতি চট্টোপাধ্যায়, কাল্না] বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (শ্রা ১২৯৫)। পৃঃ ১২৮।

"ত্যজিব গো এতদিনে সাধের সংসার,
যাব দূরদূরান্তরে,
লোকালয়ে পরিহ'রে,
ভুলেও মানব নাম করিব না আর,..."

প ৭৯৭ (ক) রোগসজ্জায় (শ্রীমতী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] নব্যভারত, ১৮৮৮ (শ্রা ১২৯৫)। পৃঃ ২২০।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে লেখা।

"এই রুগ্ন শয্যা'পরে, পড়ে আছি সকাতরে,
পীড়িত দুর্ব্বল দেহ ধমনী অচল।
সহসা শোণিতে হেন, তড়িত পশিল কেন,
কেন রে অলস হিয়া হইল চঞ্চল।..."

১২৯৫ ভাদ্র (১৮৮৮)

প ৭৯৮ (প্র ৮) কবিতা ও কবি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (ভা ১২৯৫)। পৃঃ ২৫৫-২৫৭।
সাহিত্য-আলোচনা। মুখ্যপ্রতিপাদ্য ঃ ভাবময় কবিতাই কবিতা।

(প ৭৭৪.৫) (প্র ৯) দারজিলিং পত্র [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভাবতী ও বালক, ১৮৮৮ (ভা ১২৯৫)। পৃঃ ২৪৬-২৫৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত দারজিলিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত। ৫ম কিস্তি।

প ৭৯৯ (ক) দিন চলে যায় (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] বিভা, ১৮৮৮ (ভা ১২৯৫)। পৃঃ ৫৩৭-৫৩৮।

"ধীরে ধীরে স্রোতের মতন,
নীরবেতে দিন ব'য়ে যায়,—
কত আশা কালের সাগরে
তারি সনে ধীরে মিশে যায়।..."

(প৭৩০ ১২) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (ভা পৃঃ ২৮৬-২৮৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১২শ কিস্তি।

প ৮০০ (ক) সুখের দিবস (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বিভা, ১৮৮৮ (ভা ১২৯৫)। পৃঃ ৫৩৭।
সুখের অন্তরালে থাকা গভীর দুঃখের কথা।

প ৮০১ (না) হেঁয়ালি নাট্য (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (ভা ১২৯৫)। পৃঃ ২৮৯-২৯৪।
এই নাটকের বিষয়বস্তু ইংরেজ নাট্যকার শেরিডন (Sheridan)-এর 'দি ক্রিটিক' (The Critic) নাটক থেকে গৃহীত।

১২৯৫ আশ্বিন (১৮৮৮)

প ৮০২ (ক) অভিমান (শ্রীমতী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] নব্যভারত, ১৮৮৮ (আশ্বিন ১২৯৫)। পৃঃ ৩০৩।
প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা।

প ৮০৩ (ক) বঙ্গনারী (প্রাপ্ত) একজন মহিলা পরিচারিকা, ১৮৮৮ (আশ্বিন ১২৯৫)। পৃঃ ১৪১-১৪৩।
দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে আলোকপ্রাপ্তা, সুরুচিসম্পন্না কোন বঙ্গনারীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

"শিক্ষাতা বঙ্গের নারী বিদ্যা উপার্জন করি,
কুরুচি কুসংস্কার, গিয়াছে চলিয়া।
সুরুচির আভরণে, সেজেছেন সযতনে,
নূতন নূতনতর, বেশেতে শোভিয়া।..."

প ৮০৪ (ক)	শিশুর হাসি	(কুমারী) প্রিয়বালা রায়	নব্যভারত, ১৮৮৮ (আশ্বিন ১২৯৫)। পৃঃ ৩০৪।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি
ভেসে ভেসে চলে যায়,
মায়ের কোলেতে শুয়ে
ডাকে শিশু আয় আয়।...'

প ৮০৫ (ক)	সন্ধ্যা	(শ্রীমতী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	নব্যভারত, ১৮৮৮ (আশ্বিন ১২৯৫)। পৃঃ ৩০২।

সন্ধ্যাকালীন প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা।

প ৮০৬ (ক)	সাধের কুঞ্জটি আমার	(শ্রীমতী) সন্তোষকুমারী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (আশ্বিন ১২৯৫)। পৃঃ ১৯২।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"সাধের কুঞ্জটি মোর আহা কি সুন্দর,
আছে কি জগতে কিছু ইহার দোসর?
ফুলে ফুলে কত শোভা
কি সৌরভ কিবা বিভা,
আমর কুঞ্জেতে তাহা আছে সমুদয়,..."

(প ৮০৭.১) (প্র ৫)	সূর্য্য [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (আশ্বিন ১২৯৫)। পৃঃ ৩২৫-৩৩৪।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সূর্য্য নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল,—এ প্রবন্ধটি তাহারই দ্বিতীয় সংস্করণ।"

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। দ্র ঃ **প** ৪৪৬.১ - **প** ৪৪৬.২।

১২৯৫ কার্ত্তিক (১৮৮৮)

প ৮০৮ (ক)	ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা	সু	পরিচারিকা, ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)। পৃঃ ১৮৪।

কবিতা।

"অনন্ত পুরুষেব অনন্ত মহিমা
মানব কি পায় তার দয়ার সীমা,
প্রচরিত সর্ব্বত্র অনন্ত করুণা
মানবের জ্ঞানে তা হয় কি ধারণা,..."

প ৮০৯ (প্র ৯) উীন জোনাথন্ সুইফট্ — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)। পৃঃ ৩৮২-৪০৬।
ইংরেজ লেখক উীন জোনাথন্ সুইফট্-এর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা।

(প ৭৭৪.৬) (প্র ৯) দারজিলিং পত্র [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)। পৃঃ ৩৭৩-৩৮২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত দারজিলিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ৮১০ (প্র ৩) বঙ্গমহিলার পত্র ঃ (আদর্শ বঙ্গরমণী) — মানকুমারী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)। পৃঃ ২০৫-২০৯।
"পারিতোষিক রচনা উপলক্ষে শ্রীমতী মানকুমারী বসু লিখিত। পারিতোষিক যোগ্য না হইলেও লেখাটী পাঠিকাগণের পক্ষে উপাদেয় হইবে বলিয়া পত্রিকাস্থ হইল। বা. বো. স।"

(প ৭৩০.১৩) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)। পৃঃ ৩৬৮-৩৭৩।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৩শ কিস্তি।

প ৮১১ (ক) সমুদ্র — সু— [সু] — পরিচারিকা, ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)। পৃঃ ১৮৪।
প ৮০৭ থেকে লেখিকার ছদ্মনাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"কল্লোল-পূরিত বিস্তৃত সাকার
তুলিয়া উত্তাল লহরী নিকর
পৃথিবী বেষ্টিয়া নাচিয়া নাচিয়া
দেশে দেশে যাও অবাধে চলিয়া....।"

প ৮১২ (প্র ৩) স্ত্রীশিক্ষা — (শ্রীমতী) নলিনীসুন্দরী মিত্র, ঠনঠ্নিয়া — বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)। পৃঃ ২২৩-২২৪।
স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রবন্ধ।

প.৮১৩ (না) হেঁয়ালি নাট্য — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)। পৃঃ ৪১৫-৪১৬।
১০ বছরের পত্নীর ব্যবহারে দুঃখিত স্বামীকে নিয়ে হাস্যকর নাটক।

১২৯৫ অগ্রহায়ণ (১৮৮৮)

প ৮১৪ (প্র ৩) নব্যাগৃহিণী (শ্রীমতী) মানকুমারী বসু বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (অ ১২৯৫)। পৃঃ ২৩০-২৩৫।

"শ্রীমতী মানকুমারী বসু লিখিত। পারিতোষিক রচনা সকলের মধ্যে এ বিষয়ে একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে পারিতোষিক যোগ্য হইয়াছে। বা, বো, স।"
"নব্যাগৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তা উন্মোচনের উপায়।"

প ৮১৫ (ক) ফুল ভুল (উপহার) শ্রীমতী নীহারিকা দেবী [প্রসন্নময়ী দেবী] নব্যভারত, ১৮৮৮ (অ ১২৯৫)। পৃঃ ৪৪৭-৪৪৮।

"কবিতাটি প্রবাসী স্বামীকে ভাবিতে ভাবিতে পতিপ্রাণা পত্নীর একদিনের ভুলচিন্তা অবলম্বনে লিখিত।"

(প ৭৩০.১৪) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (অ ১২৯৫)। পৃঃ ৪২৭-৪৩১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৪শ কিস্তি।

প ৮১৬ (প্র ১০) বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভাবতী ও বালক, ১৮৮৮ (অ ১২৯৫)। পৃঃ ৪৭৪-৪৭৭।

"দানের মতো মূল্যবান কিছুই নাই; ধার দিলে সে শোধ পায না, পায় আর একজন..." ইত্যাদি নানা জ্ঞানগর্ভ প্রসঙ্গের অবতারণা।

প ৮১৭ (ক) শরতে (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বিভা, ১৮৮৮ (অ-পৌ ১২৯৫)। পৃঃ ৪১-৪২।

"বিপুল গগন হৃদি ঢেকে ফেলে নিলীমায়!
তর্ তর্ নবঘন কোন দেশে চলে যায়?
ফোঁটা ফোঁটা আঁখি জল, বুঝি পড়ে নিরাশায়।
কেন অত, গতি দ্রুত? কাহারে পাইতে চায়?..."

প ৮১৮ (ক) শুকতারা (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (অ ১২৯৫)। পৃঃ ৪৬৪-৪৬৫।

প্রকৃতি বিষয়ক।

(প ৮০৭.২) (প্র ৫) সূর্য্য [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (অ ১২৯৫)। পৃঃ ৪৬৫-৪৭১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি। দ্রঃ **প** ৪৪৬.১-**প** ৪৪৬.২।

প ৮১৯ (প্র ৩) হিন্দুবিবাহ (শ্রী) কুমুদিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৮৮ (অ ১২৯৫)। পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা।

১২৯৫ পৌষ (১৮৮৯)

প ৮২০ (ক) উত্তর (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (পৌ ১২৯৫)। পৃঃ ৫১৬।

"দেহ নহে কারাগার এ নহে অস্থি চর্ম্মসার
পবিত্র অক্ষয়বর, মাটীর মঙ্গলঘট
হৃদিরূপা দেবতা মন্দির।...."

প ৮২১ (ক) কারাগার (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (পৌ ১২৯৫)। পৃঃ ৫১৫-৫১৬।

মানব হৃদয়রত্নকে অস্থিকারাগার কল্পনা করে লেখা।

প ৮২২ (প্র ৩) গয়া বালিকা বিদ্যালয় (শ্রীমতী) সরোজিনী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (পৌ ১২৯৫)। পৃঃ ২২৮।

গয়া বালিকা বিদ্যালয়েব ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের উৎসাহ ও প্রেরণাদাত্রী, শিক্ষা সম্প্রসারণে সাহায্যকারী গয়া জেলার কালেক্টরের স্ত্রী মিসেস্ গিয়ারসনের দীর্ঘ জীবন কামনা করে লেখা।

প ৮২৩ (প্র ৩) প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও তাহার উন্নতির উপায় (শ্রীমতী) কুমুদিনী রায় [কুমুদিনী রায়, বিদ্যানন্দ কাঠী] বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (পৌ ১২৯৫)। পৃঃ ২৬৫-২৬৬।

"যশোহর বিদ্যানন্দ কাঠীর শ্রীমতী কুমুদিনী রায় লিখিত। পারিতোষিক রচনা এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে পুরস্কৃত হইয়াছে। বা, বো, স।" নারীব গৃহকার্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

প ৮২৪ (প্র ৯) বান্দেলের গির্জ্জা (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (পৌ ১২৯৫)। পৃঃ ৫০০-৫০৫।

চুঁচড়ায় স্থাপিত ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম গির্জ্জা বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ।

(প ৭৩০.১৫) (উ) বিদ্রোহ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (পৌ ১২৯৫)। পৃঃ ৪৭৯-৪৮৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৫শ কিস্তি।

প ৮২৫ (না) হেঁয়ালি নাট্য (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (পৌ ১২৯৫)। পৃঃ ৫১৪-৫১৫।

সম্রাট আকবরের সভাকে কেন্দ্র করে লেখা।

১২৯৫ মাঘ (১৮৮৯)

প ৮২৬ (ক)	অনন্ত প্রহেলিকা	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামবোধিনী, ১৮৮৯ (মা ১২৯৫)। পৃঃ ৩১৯-৩২০।

বিরহানলে দগ্ধা রমণীর আক্ষেপ।

"কে মোরে শুনাবি আজ অনন্তের কথা?
সে দেশে কি কালো জল,
রাঙা ফুল, পীতফল
দোলে কি তরুর গায়ে কুসুমিত লতা?..."

প ৮২৭ (ক)	জাগো	(শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (মা ১২৯৫)। পৃঃ ৫৯০।

বালিকার রচনা।

"শীত ঋতু গেল তাই ওই দারুণ হিমানী-ভরা,
মধুরে আগত মধু, জাগো জাগো বসুন্ধরা!
মলয় অচল হতে সুরভি মাখিয়া গায়,
নমিছে চরণে তবে মৃদুল দখিনা বায়।..."

প ৮২৮ (ক)	বসন্ত নিশীথে	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (মা ১২৯৫)। পৃঃ ৫৪৭।

প্রকৃতি বিষয়ক।

(প ৭৩০.১৬) (উ)	বিদ্রোহ [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (মা ১২৯৫)। পৃঃ ৫৩৯-৫৪৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৬শ কিস্তি।

প ৮২৯ (ক)	সরস্বতী বন্দনা	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (মা ১২৯৫)। পৃঃ ৫৬৯।

"এই যে ভারতী শোভিতা ভারতে,
তুলিয়া বীণায় ললিত গান।
শ্বেত শতদল চরণ কমলে
অলি মাতোয়ারা ধরেছে গান।..."

প ৮৩০ (প্র ৩)	স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার	(শ্রীমতী) মানকুমারী বসু	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (মা ১২৯৫)। পৃঃ ৩১৫-৩১৮।

"ইহা শ্রীমতী মানকুমারী বসু লিখিত, পারিতোষিক রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।"

প ৮৩১ (না)	হেঁয়ালি নাট্য দেবী	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (মা ১২৯৫)। পৃঃ ৫৯০-৫৯২।

১২৯৫ ফাল্গুন (১৮৮৯)

প ৮৩২ (গ)	এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঃ অনুবাদ	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (ফা ১২৯৫)। পৃঃ ৬৪৯-৬৫৩।

"পাওনিয়ারে কনগ্রেসের কথা পড়িলে আমাদের এই গল্পটি মনে পড়ে।" ইংরেজি কাহিনী থেকে অনুবাদ।

প ৮৩৩ (ক)	কে তুমি	(শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)]	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (ফা ১২৯৫)। পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

বসন্তেঋতুর কোকিলের উদ্দেশ্যে রচিত।

প ৮৩৪ (ক)	দুইটি বকুল	(শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (ফা ১২৯৫) পৃঃ ৬৬০।

"আঁধারে নিবিড় বন ঘন তরুরাশি,
আগুলিয়া রহিয়াছে সবে দশদিশি।
সেথায় কুসুম নাই নাহি রবিকর;
কখন না সুধারাশি ঢালে সুধাকর।..."

(প ৭৩০.১৭) (উ)	বিদ্রোহ [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (ফা ১২৯৫)। পৃঃ ৬১০-৬২৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৭শ ও শেষ কিস্তি। ১৮৯০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

(প ৮৩৫.১) (প্র ৩)	ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের কতপ্রকার উপায় হইতে পারে? [ক্রমশঃ]	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (ফা ১২৯৫)। পৃঃ ৩৩০-৩৩৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। অনাথা স্ত্রীলোকদের বিভিন্ন কাজে। শিক্ষা দেওয়া ও পারদর্শী করে তোলার বিষয়ে সামাজিক প্রবন্ধ।

প ৮৩৬ (ক)	মৃত্যুমুখে	(শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)]	নব্যভারত, ১৮৮৯ (ফা ১২৯৫)। পৃঃ ৫৬০।

"অবশ শীতল দেহ

পড়ে আছে শয্যা পরে,
নিশ্চল ভাবেতে হায়
অযতনে অনাদরে।..."

প ৮৩৭ (ক)	শূণ্যপ্রাণে	(শ্রীমতী) দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (ফা ১২৯৫)। পৃঃ ৬৬১-৬৬২।

কোন দুঃখিনীর উদ্দেশ্যে লিখিত।

"মনে আছে মনে নাই,
কি ছিল কি যেন গিয়াছে হারায়ে।
যখন যাতনা ভরে
শুয়ে থাকি ধরাপরে
ফুলগুলি পড়ে খসে মোর পানে চেয়ে।..."

প ৮৩৮ (প্র ২)	সাধকের উক্তি	শ্রীমতী উ—	পরিচারিকা, ১৮৮৯ (ফা ১২৯৫)। পৃঃ ৬৬১-৬৬২

ধর্মীয় প্রবন্ধ।

১২৯৫ চৈত্র (১৮৮৯)

(প ৮৩৯.১) (প্র ৯)	আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা। (২য় প্রস্তাব) [ক্রমশঃ]	নীহারিকা দেবী [প্রসন্নময়ী দেবী]	নব্যভারত, ১৮৮৯ (চৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৬২০-৬২১

ক্রমশঃ প্রকাশিত আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয় প্রস্তাব। ১ম কিস্তি।

প ৮৪০ (প্র ১০)	কুড়ানো	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (চৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৬৮৮-৬৯০।

দেশ বিদেশের বিবিধ সংবাদ।

প ৮৪১ (ক)	ঘুমন্ত ছবি	(শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)]	নব্যভারত, ১৮৮৯ (চৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৬৬৮।

কোন ঘুমন্ত শিশুকন্যার চিত্র।

(প ৮৩৫.২) (প্র ৩)	ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের কতপ্রকার উপায় হইতে পারে? [ক্রমশঃ]	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (চৈ ১২৯৫)। পৃঃ ৩৬২-৩৬৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৯৫-৯৬ (১৮৮৯)

প ৮৪২ (ক)	ভ্রান্ততারা ও খাদ্যোতিকা ঃ ফ্লের সাজি, নং ২ ঃ কবিতা ও গান	(শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	কর্ণধার, ১৮৮৯ (১২৯৫-৯৬)। পৃঃ ৪০।

"ফ্লের সাজি' কবিতাগুচ্ছের অন্তর্ভূক্ত দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতা।

"গাছে একি মাণিক জ্বলছে!
এত হীরা কোথায় পেয়েছে!
কিবা আকাশের তারা বুঝি ভুলে,
দেশে কোন আশার স্বপন,
জোনাকির রূপ ধ'রে হেথা,
এসেছে করিতে বিচরণ!..."

১২৯৬ বৈশাখ (১৮৮৯)

প ৮৪৩ (ক)	নববর্ষ	(শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)]	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (বৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৩১।

"একটী বরষ ক্ষুদ্র প্রবাহ মতন,
মিশে গেল ধীরে ধীরে কালের সাগরে
হাসাইয়া, কাঁদাইয়া মানব জীবন
অদৃশ্যে চলিয়া যায় চিরদিন তরে।..."

প ৮৪৪ (ক)	নববর্ষ	(শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (বৈ ১২৯৬) । পৃঃ ২৮-২৯।

"মোছ নয়ণের জল
হৃদয়ে বাঁধো গো বল,
নূতন বরষ ফিরে এসেছে আবার..।"

প ৮৪৫ (প্র ৫)	বৈজ্ঞানিক সংবাদ	সম্পাদিকা [স্বর্ণকুমারী দেবী]	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (বৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৫০-৫৩।

মানব বিজ্ঞান ও নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিষয়ক তথ্য। প্রফেসর ফ্লাওয়ার, বুরবুল ওয়াটারস্ (Bourboule Waters) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের বক্তৃতা ও ঔষধ আবিষ্কারের কথা।

প ৮৪৬ (ক) মহাযাত্রা — প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (বৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৩১-৩২।

"১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে বুঁদীরাজ সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান সময়ে তদীয় মহিষী অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীদিগকে আহার পানীয় প্রভৃতি দিয়া দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন; রানীর সহায়তায় ইউরোপীয়দিগের দিল্লী শিবিরে প্রস্থানের পব বুঁদীরাজ স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন ও রানী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। জনশ্রুতি শত্রুপক্ষের প্রতি দয়াপ্রকাশ করাতে ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা রানীকে নিহত করে। তদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইল।

'উচ্চতর রক্ত স্রোত ধমনীতে ধরি
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি।'—নবীনচন্দ্র সেন।"—পাদটীকা।

"আজি মহারাজ তোমার চরণে
এ দাসী বিদায় মাগে
জনমের মত দুই এককথা
কহিতে বাসনা জাগে।...."

(প ৮৪৭.১) (উ) স্নেহলতা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (বৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৯-২৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

১২৯৬ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৯)

প ৮৪৮ অনুরাগ (ক) — (শ্রী) কুমুদিনী রায় — বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (জ্যৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৬২-৬৩।

"যজ্ঞ উপলক্ষে দক্ষপুর আজ
হয়েছে উৎসবময়
নানা স্থান হতে নিমন্ত্রিতগণ
সমাগত দক্ষালয়।..."

প ৮৪৯ (ক) কুড়ান — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (জ্যৈ ১২৯৬)। পৃঃ ১২৬।

নানাবিধ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

(প ৮৫০.১) (প্র ৯) গাজিপুর পত্র [ক্রমশঃ] — সম্পাদিকা [স্বর্ণকুমারী দেবী] — ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (জ্যৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৯৭-১০৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ১ম কিস্তি।

প ৮৫১ (গ) জনার জীবনত্যাগ — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (জ্যৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৫৭-৫৯।

"বামাবোধিনীর কোন পরিচিত লেখিকার রচিত।" পৌরাণিক উপাখ্যান।

প ৮৫২ (ক) ভালবাসি! কীর্ত্তনসুরে — শ্রীমতী অ. মো, বসু — গান ও গল্প, ১৮৮৯ (জ্যৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৬২-৬৩।

"ভালবাসি এই জানি।
কেন ভালবাসি কি জানি?
দেখাবার হ'লে, হৃদিপট তুলে, দেখাতাম খুলে,
ভালবাসি কতখানি।..."

প ৮৫৩ (ক) শুকতারা — প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (জ্যৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৬৩-৬৪।

শুকতারাকে দূত হিসেবে পরপারে পাঠিয়ে কোন বিরহানলে দগ্ধা নারী তার মৃত স্বামীর সঙ্গে মিলনের দিন জানতে চাইছেন।

"দাঁড়া ভাই শুকতারা!
দিব অশ্রু দুটো ধারা
বলিব কয়টী কথা, তুমি কি তা বুঝিবে?..."

প ৮৫৪ (প্র ৭) সঙ্গীতশিক্ষা ঃ [চতুরঙ্গ রসঘন গাওয়ে...] — (শ্রীমতী) প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী] — ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (জ্যৈ ১২৯৬)। পৃঃ ১২৩-১২৫।

ইমন্ কল্যাণ-তাল কাওয়ালি-তে পরিবেশিত স্বরলিপি। সঙ্গীতসহ।

(প ৮৪৭.২) (উ) স্নেহলতা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (জ্যৈ ১২৯৬)। পৃঃ ১১০-১১২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

১২৯৬ আষাঢ় (১৮৮৯)

প ৮৫৫ (প্র ৩) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার উপায় — সুরমাসুন্দরী দাসী, কৃষ্ণনগর, ঘোষপাড়া। — বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (আ ১২৯৬)। পৃঃ ৯৬।

নারীশিক্ষা বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

প ৮৫৬ (ক) আজকাল — বনলতা, নীহারিকা ও আর্য্যাবর্ত্ত রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] — পরিচারিকা, ১৮৮৯ (আ ১২৯৬)। পৃঃ ৫২-৫৪।

অন্ধকারময় জীবনে শান্তি ও মুক্তির আকাঙ্খা।

"প্রভাত হল না আলো
হাসে না ঊষার আলো
পূরব অম্বরে,
বৈতালিক পিককুলে
জাগাল না প্রাণকুলে
মধুর সুস্বরে।..."

৮৫৭ (ক)	আমি বুঝি থাকি সুধু পড়িয়া (গুচ্ছস্থ ফুলের বিষাদ)	যো—	পরিচারিকা, ১৮৮৯ (আ ১২৯৬)। পৃঃ ৫৪।

একান্ত আপনজনদের একে একে মৃত্যুর বিয়োগব্যাথায় কবির ভাবোচ্ছ্বাস।

"আপনার ছিল মোর বড়ই যাহারা,
একে একে গেল সব ওই বুঝি তাহারা।
এখনও আছে রে যারা কাছে কাছে বসিয়া,
তারাও রয়েছে সব মরমেতে মরিয়া।..."

(প ৮৫৮.১) (প্র ৩)	চীন জাতির বিবরণ [ক্রমশঃ]	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (আ ১২৯৬)। পৃঃ ৭০-৭৩।

"কোন মহিলা প্রণীত"-সম্পাদক। ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। চীন জাতির উৎস - এঁদের ভাষা-সাহিত্য, রীতি-নীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ৮৫৯ (প্র ৯)	প্রহ্লাদচরিত	(শ্রীমতী) কিরণশশী দেবী	সখা, জু ১৮৮৯ (আ-শ্রা ১২৯৬)। পৃঃ ১০৩-১০৮।

পৌরাণিক জীবনকাহিনী।

(প ৮৪৭.৩) (উ)	স্নেহলতা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (আ ১২৯৬)। পৃঃ ১৬৯-১৮৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

১২৯৬ শ্রাবণ (১৮৮৯)

(প ৮৫৮.২) (প্র ৩)	চীন জাতির বিবরণ [ক্রমশঃ]	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (শ্রা ১২৯৬)। পৃঃ ১০৩-১০৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৮৫০.২) গাজিপুর পত্র সম্পাদিকা ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (শ্রা
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] [স্বর্ণকুমারী দেবী] ১২৯৬)। পৃঃ ১৯৯-২০৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ২য় কিস্তি।

প ৮৬০ পত্র "বনলতা, নীহারিকা ও পরিচারিকা, ১৮৮৯ (শ্রা ১২৯৬)।
(ক) আর্য্যাবর্ত্ত" রচয়িত্রী পৃঃ ৮৬-৮৭।
[প্রসন্নময়ী দেবী]
পূর্ব দিগন্তে উদিত প্রভাতকালীন সূর্যের উদ্দেশ্যে।

প ৮৬১ বঙ্গমহিলাব পত্র শ্রীমা বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (শ্রা
(ক) [মানকুমারী দেবী] ১২৯৬)। পৃঃ ১২৬-১২৮।
লেখিকা নাম যথাক্রমে—
i) লেখিকারচিত 'শুভ-সাধনা' গ্রন্থের, ১৩শ সং-এর তৃতীয়বারের নিবেদন (১৯২১);
ii) শ্যামলী গুপ্ত সম্পাদিত, 'শতলেখিকা ঃ শত গল্প', প্রথম খ, ১৩০১-১৩৫০, ১৯৯৬, পৃঃ ৪৭৫; এবং
iii) নব্যভারত, মা ১৩০৭, পৃঃ ৫৩৪-৫৩৬ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।

"আমরা সবাই এসেছি বাই
ভাগীরথীর কোলে;
হেথায় শোভা নয়ণলোভা
দেখ্‌লে আঁখি ভোলে।..."

প ৮৬২ রমাবাই সম্পাদিকা ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (শ্রা
(প্র ৯) [স্বর্ণকুমারী দেবী] ১২৯৬)। পৃঃ ২৪৩-২৪৬।
লেখিকার সম্পূর্ণ নাম 'ভারতী', ১৮৮৯ (১২৯৬) সূচীপত্র থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। পন্ডিতা রমাবাই ও তাঁর নির্মিত বোম্বাই শহরে অবস্থিত 'সারদাসদন'-এর বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ।

(প ৮৪৭.৪) স্নেহলতা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক ১৮৮৯ (শ্রা
(উ) [ক্রমশঃ] দেবী ১২৯৬)। পৃঃ ২০৯-২১৮।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

১২৯৬ ভাদ্র (১৮৮৯)

প ৮৬৩ আবাহন শ্রী রবি, ১৮৮৯ (ভা.ও আশ্বিন
(ক) ১২৯৬)। পৃঃ ৪৯।
জননী কৈলাসবাসিনীর বন্দনা ও আবাহন।

(প ৮৫০.৩) গাজিপুর পত্র | সম্পাদিকা | ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (ভা
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] | [স্বর্ণকুমারী দেবী] | ১২৯৬)। পৃঃ ২৭৯-২৮৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ৮৬৪ প্রেম | শ্রী | ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (ভা
(ক) | [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী] | ১২৯৬)। পৃঃ ৩০২।

"সই পিরীতি পরাণ চাহে,
কত জন্ম ঘুরে, কোন সুরপুরে
না জানি মিলিবে কাহে?..."

প ৮৬৫ মধ্য বাঙ্গালা | অনামা | বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (ভা
(প্র ৬) সম্মিলনীর সপ্তম | [যোড়শীবালা ঘোষ] | ১২৯৬)। পৃঃ ১৫৪-১৫৬।
সাংবৎসরিক সভা
ঃ [প্রসংশিত
রন্ধনবিদ্যাব
পরীক্ষার
প্রত্যুত্তর]

লেখিকার নাম রচনার পাদটীকা থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।

"গত ১৯শে আগস্ট সিটী কলেজ গৃহে মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলীর ৭ম বাৎসরিক অধিবেশন হয়,...গত পরীক্ষায় শ্রীমতী যোড়শীবালা ঘোষ রন্ধনবিদ্যার পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুত্তরের কিয়দংশ প্রকটিত হইল—.. ।"

বিভিন্ন আনাজের ডালনা প্রস্তুতকরণের উপকরণ, পরিমাণ ও নিয়মাবলী সম্বন্ধীয়।

প ৮৬৬ সেই ত সকল! | শ্রী...দেবী | বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (ভা
(ক) (গোলাপের প্রতি) | | ১২৯৬)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

"গোলাপ ফুটন্ত মুখে কেনলো আবার,
হাঁসিছ মধুর হাঁসি, ছুটায়ে অমৃতরাশি,
মিছে তুমি ফুটিয়াছ মিছে ও বাহার,
দিব যাঁর হাতে তুলি, কোথা সে আমার?..."

(প ৮৪৭.৫) স্নেহলতা | (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী | ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (ভা
(উ) [ক্রমশঃ] | দেবী | ১২৯৬)। পৃঃ ২৮৯-৩০২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

১২৯৬ আশ্বিন (১৮৮৯)

প ৮৬৭ **ঈশ্বরের প্রতি** | **শ্রীমতী মাঃ** | **সখা, অক্টোবর ১৮৮৯ (আশ্বিন-কা**
(ক) | [মানকুমারী বসু] | ১২৯৬)। পৃঃ ১৫০-১৫১।

"তোমারে পূজিতে নাথ!
এসেছি এ ধরাতলে,
কি ভুলে ভুলেছ মন
ডাকে না 'আমার' বলে।..."

প ৮৬৮ (প্র ৭)	গান শিক্ষা ঃ [যাওরে অনন্তধামে...]	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (আশ্বিন ১২৯৬)। পৃঃ ৩৩১।

"১২৯৫ ভারতীয় ১২ ভাগের ৯ম সং ৪৮৪ পৃষ্ঠার স্বরলিপি দেখ।" গুজরাটি ভজন—তাল ঝাঁপতাল-এ সঙ্গীত ও স্বরলিপি পরিবেশিত

প ৮৬৯ (প্র ১)	দোষ	কুমুদিনী রায়	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (আশ্বিন ১২৯৬)। পৃঃ ১৯৯-১৯২।

চিন্তামূলক প্রবন্ধ। দোষ-এর ১৯১/১৯২ প্রকারভেদ, সংশোধনের উপায় ইত্যাদি বিষয়ক।

১২৯৬ কার্ত্তিক (১৮৮৯)

প ৮৭০ (ক)	অনন্তে	(শ্রী) বিমলা দাস	নব্যভারত, ১৮৮৯ (কা ১২৯৬)। পৃঃ ৩৮৫।

"অসীম সসীমের চেনাচিনি সাধাসাধি—"

"স্বপন টুটিয়া গেছে, ফুরায়ে গিয়াছে খেলা
অসীম অনন্ত মাঝে, মিলায়ে গিয়াছে মেলা!
জীবনের কোলাহল, পলায়ে গিয়াছে দূরে
পরানের চারিধার, অনন্ত রয়েছে ঘিরে।..."

প ৮৭১ (ক)	বরিষা	(শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	নব্যভারত, ১৮৮৯ (কা ১২৯৬)। পৃঃ ২২৪।

"বরিষা এসেছে ওই দিগন্ত আঁধার করে,
উড়িছে জলদ রাশি সুনীল গগন প'রে
গাছপালা উপবন
স্বপনের ছবিমম,
দাঁড়ায়ে নিচল ভাবে নবীন নীরদ ছা'য়
উপরে মেঘের কোলে বক শ্রেণী ভেসে যায়।..."

প ৮৭২ (ক)	সোহাগ (সন্তানের প্রতি)	শ্রী, নী, কলিকাতা	বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (কা ১২৯৬)। পৃঃ ২২৪।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"আয়রে সুধীর, প্রাণের কুমার
বহুক্ষণ হল মুখানি তোমার,
না হেরিয়া আমি পরাণে মরি।..."

(প ৮৪৭.৬) (উ) স্নেহলতা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (কা ১২৯৬)। পৃঃ ২৫৭-৩৬৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ৮৭৩ (ক) স্মৃতি (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] নব্যভারত, ১৮৮৯ (কা ১২৯৬)। পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫।
দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে অতীত স্মৃতিচারণ করে লেখা।

১২৯৬ অগ্রহায়ণ (১৮৮৯)

প ৮৭৪ (ক) আদরিনী (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (অ ১২৯৬)। পৃঃ ২৫৫-২৫৬।
ছোট্ট বোন আদরিনীকে আদর সম্ভাষণ।

"নেচে নেচে দুলে দুলে,
আদরিনী আয় কোলে,
ঢেলে দেরে প্রাণে মোর,
সুখ হাসিখানি তোর,...।"

প ৮৭৫ (ক) কি-তুমি (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] নব্যভারত, ১৮৮৯ (অ ১২৯৬)। পৃঃ ৪৩৯।

"কি তুমি, শরতের পূর্ণশশী?
বরিষার সৌদামিনী?
বসন্ত ফুলের বুঝি মধুর সুবাসখানি?...।"

প ৮৭৬ (প্র ৭) গান শিক্ষা ঃ [কি দোষ করেছি...] (শ্রী) ইন্দিরা দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (অ ১২৯৬)। পৃঃ ৪৫৮-৪৫৯।
"১২৯৫ শকের 'ভারতী' ১২ ভাগ ৯ম সংখ্যায় ৪৮৪ পৃষ্ঠায় যে স্বরলিপি আছে তাহা দেখ।"

প ৮৭৭ (ক) দুরন্ত সিন্ধু শ্রীমতী - দেবী, মাদ্রাজ বামাবোধিনী, ১৮৮৯ (অ ১২৯৬)। পৃঃ ২৫৩-২৫৫।

"সুনীল অম্বরতলে
ঢালিয়া বিশাল কায়,
ঘোর নীল বারি রাশি,
করিতেছে হায় হায়!...।"

(ক)	ফুল	[ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর]	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (অ ১২৯৬)। পৃঃ ৪৭৫-৪৭৬।

বার্নস্-এর কবিতার অনুবাদ শ্রী সরোজকুমারী দেবী করেছেন। সেলি-র অনুবাদ শ্রী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছেন। লেখিকার অনুবাদ—

"বসন্তের বিকশিত গোলাপের প্রায়,
এ প্রেম আমার
কোমল বীণার তারে সুর রেখা প্রায়,
এ প্রেম আমার।..."

(প ৮৪৭.৭) (উ)	স্নেহলতা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (অ ১২৯৬)। পৃঃ ৪৩৫-৪৭৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৭ম কিস্তি।

১২৯৬ পৌষ (১৮৮৯)

প ৮৭৯ (ক)	আমার ভাবনা (একাবলী ছন্দঃ)	(শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, মণিপাড়া, কোন্নগর	এড়ুকেশন গেজেট, ২৭ ডি ১৮৮৯ (১৩ পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ৫৪৮-৫৪৯।

একাবলী ছন্দে প্রতি চরণে ১১ মাত্রা দেখা যায়।

"ভাবিবার মম কিছুই নাই;
তবু কেন ভাবি? - ভাবি যে তাই!
ভাবিবার ভবে বল কি আছে?
ভাবিয়া মিছে কি করিব আমি
ভাবনা যে মম ভাবে ভব স্বামী।..."

১২৯৬ (১৮৮৯)

প ৮৮০ (ক)	কোথায়	প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)]	কল্পনা, ১৮৮৯ (১২৯৬)। পৃঃ ৩৭৩-৩৭৫।

"কোথায় যাইতে চাহে প্রাণ!
এমন সাঁজের বুকে
বাসন্তী মলয় সুখে
পেতে দেছে স্নিগ্ধ উপাধান
তবু কেন তাপিত পরাণ...।"

১৮৯০-১৯০০ (১২৯৬ পৌ -১৩০৭ পৌ)

১২৯৬ পৌষ (১৮৯০)

প ৮৮১ (ক) কুমার আগমনে বঙ্গমহিলার কথোপকথন — শ্রী.. দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ২৮৭।

"একি কেন আজ ভারতবাসীরা
আনন্দ হৃদয়ে - বলিছে জয়,
বল কেন আজ হাসিছে নগরী
সকলি নেহারি আনন্দময়?..."

প ৮৮২ (ক) ছায়া — (শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী — ভারতী বালক, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ৫০৯।

অবলম্বন করে লেখা।

প ৮৮৩ (ক) পূজা — শ্রী...দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ২৮৮।

"পুজিতে পবিত্র প্রাণে, বাসনা-মানস মাঝে,
কি আছে গো হৃদয়ে কি দিলে ও পদ সাজে।
এ প্রেম পূজার নয়,
কেবল কলঙ্ক-ময়,
এ নহে গো ভালবাসা, স্বার্থের বিকাশ এ যে
তোমার হবে না প্রাণ, লাগিবে না কোন কাজে।..."

প ৮৮৪ (ক) পূর্ব্বস্মৃতি — শ্রীমতী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ৪৯৩-৪৯৪।

লিরিক ধর্মী কবিতা।

"এমনই সময়ে সখী—
সুখ-নিশি যায় যায়,
সে আমারে বলেছিল
'কা'ল-যাব মথুরায়।..."

প ৮৮৫ (ক) বংশী-শিক্ষা — (শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, মালিপাড়া-কোন্নগর — এডুকেশন গেজেট, ১০ই জা, ১৮৮৯ [sic] (২৭ পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ৫৮৩।

বিষয় ঃ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি।

প ৮৮৬ (প্র ৩)	বরাহনগর মহিলাশ্রম	বরাহনগর হইতে প্রাপ্ত	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ৫২৩-৫২৪।

বোম্বাই শহরে রমাবাই-এর স্থাপিত 'শারদাশ্রম' প্রতিষ্ঠার দু-বছর আগেই বরানগরে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী-র যুগ্ম প্রচেষ্টায় মহিলাশ্রম স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এখানে স্ত্রীলোকদের বিদ্যা শিক্ষা, বোর্ডিং স্কুল, চিকিৎসা ও বস্ত্রদান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

প ৮৮৭ (ক)	বাসনা	(শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ৫০৯।

অতৃপ্ত বাসনার দুঃখ।

প ৮৮৮ (ক)	বিরহীর চিন্তা	(শ্রী) বিনয়কুমারী [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	নব্যভারত, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ৪৯২।

লঘু চৌপদী ছন্দে লেখা।

বিষাদ কুহেলি ঢাকা, যাতনা তুষার মাখা,
বিপুল এ বিরহের ভীম পারাবার,
দুর্ব্বল জীবনতরী, জানিলে কেমন করি',
কতদিনে যাবে তরি হৃদয় ইহার!

(প ৮৪৭.৮) (উ)	স্নেহলতা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬। পৃঃ ৪৩৫-৪৭৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৮ম কিস্তি।

প ৮৮৯ (ক)	হতাশ	সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (পৌ ১২৯৬)। পৃঃ ৫০৮-৫০৯।

প্রিয়জনের আগমন প্রতিক্ষায় নিরাশ হবার দুঃখ।

১২৯৬ মাঘ (১৮৯০)

প ৮৯০ (ক)	বাণী	(শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (মা ১২৯৬)। পৃঃ ৫৮১।

'ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলিছে কমল,
কমল চরণখানি;
আননে ভাতিছে পবিত্র আলোক
নয়ণে ঝরিছে প্রাণের পুলক।...''

প ৮৯১ (ক)	বিশ্বের প্রেম	(শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, মণিপাড়া-কোন্নগর	এডুকেশন গেজেট, ২১শে জা, ১৮৯০ (১৯ মা ১২৯৬)। পৃঃ ৬২৮-৬২৯।

"রজনীর অবসানে রবির উদয়;

সরোবরে সরোজিনী বিকশিত হয়।..."

প ৮৯২ (প্র ৩)	রমণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য	মুক্তকেশী দেবী	শিক্ষা-পরিচয়, ১৮৯০ (মা ১২৯৬)। পৃঃ ২২১-২২৬।

রমণীর কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

প ৮৯৩ (ক)	শোকোচ্ছ্বাস	প্রিয়প্রসঙ্গ রচিয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (মা ১২৯৬)। পৃঃ ৩১৯-৩২০।

"স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম.বি, মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।"
এঁরই পুত্র সুবিখ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

"আরে কাল! কি করিলি,
কারে আজ কেড়ে নিলি,
কেমনে এমন জ্যোতিঃ সহসা নিবালি?—...!"

১২৯৬ ফাল্গুন (১৮৯০)

প ৮৯৪ (ক)	আবার	শ্রী—দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (ফা ১২৯৬)। পৃঃ ৩৫১।

"মধুর বসন্ত এল আবার,
স'রে যায় শীত কোয়াসা আঁধার,
উদাস উদাস বহে বসন্তের বায়,
শুষ্ক পাতা ঝরে ঝরে ধুলায় লুকায়।..."

প ৮৯৫ (প্র ৩)	স্ত্রীলোক ও পুরুষ	(শ্রীমতী) কৃষ্ণভাবিনী দাস	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (ফা ১২৯৬)। পৃঃ ৬০৬-৬১৬।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্ত্তনশীল সমাজে স্ত্রী ও পুরুষেব পরস্পব সম্বন্ধ, অধিকার ও কর্ত্তব্য বিষয়ক আলোচনা।

	[ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (ফা ১২৯৬)। পৃঃ ৫৯৪-৫৯৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১০ম কিস্তি থেকে পরিবর্তিত নাম হয়েছে "পালিতা"।

১২৯৬ চৈত্র (১৮৯০)

প ৮৯৬ (ক)	অন্ধকার নিশি	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (চৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৩৬৯-৩৭০।

তমসাচ্ছন্ন রাত্রির বর্ণনা। পয়ার ছন্দ।

প ৮৯৭ (ক)	জীবন জলের মত	(শ্রীমতী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (চৈ ১২৯৬)। পৃঃ ৬৮৪।

"জীবন জলের মত অবিরত চলে যায়,
কালের সাগর নীরে সঁপিতে আপনকায়;
তীরে বসে অন্ধনর! ঢেউ গুণে কিবাফল?
কত কার্য আছে পড়ে কে করিয়ে দেবে বল?..."

১২৯৬ (১৮৯০)

প ৮৯৮ (ক)	স্মরণার্থে	(শ্রীমতী) বসুমতী দেবী	কল্পনা, ১৮৯০ (১২৯৬)। পৃঃ ৫৮৩-৫৮৪।

পত্নীর বিয়োগে পতির দুঃখ।

"অধীরা হইতে— দেখিলে যাঁহার
বিরস বদন তিলেক তরে,
সে পতিরে, সতি, কেমন কাঁদায়ে
চলিয়া যেতেছ অমর পুরে?..."

১২৯৭ বৈশাখ (১৮৯০)

প ৮৯৯ (গ)	অহংকারীর পরিণাম	শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ১৮-২১।

নীতিমূলক গল্প।

প ৯০০ (প্র ৩)	ইংরেজ সমাজ	(শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ২৯-৩৫।

ইংরেজ সমাজের ভিত্তি, প্রকারভেদ ও ভারতীয় সমাজের সঙ্গে তার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা।

প ৯০১ (ক)	কবি	(শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	নব্যভারত, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ২৪।

দীর্ঘ চৌপদী।

"শারদ চাঁদিনী নিশি বহিছে মৃদুল বায়,
আকাশে মধুর শশী হেসে হেসে ভেসে যায়।
তরুলতা ফাঁক দিয়ে শ্যামল ধরার পরে
ঘুমের কুহক নিয়ে চাঁদের কিরণ ধরে!..."

প ৯০২ (ক-চ)	কুলমহিলা ও লজ্জা	(শ্রী) নীরদবরণী গুপ্তা	শিক্ষা-পরিচয়, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৫০-৫৪।

"আমার বিশেষ জানি লেখিক অন্তঃপুরে গৃহকার্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও বিনা সাহায্যে

কেবল নিজের যত্নেই লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার কৌশলশূন্য সরলভাষায় স্বভাবশুদ্ধ রুচি এবং জাতীয়তার জন্য আবেগ দেখিয়া পাঠক অবশ্যই সুখী হইবেন। লজ্জাশীর্ষক প্রবন্ধেব জন্য আমাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার দুই টাকা লেখিকাকে প্রদত্ত হইল। শি. প. স।"—পাদটীকা। গদ্যে-পদ্যে হিন্দুকুলনারীর লজ্জা ভূষণের জয়গান করা হয়েছে।

প ৯০৩ (ক) নবজাত শিশুর প্রতি — (শ্রীমতী) রেবা রাই, কটক — বামাবোধিনী, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৩২।

"একটী অল্পবয়স্কা মহারাষ্ট্রীয় বালিকার রচিত, স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধিত। বা.বো.স। "

"এ কুটীর আলো করি;
কোথা হতে এলে তুমি?
এসেছ কি বল সার,
ছাড়িয়ে স্বরগ ভূমি?..."

প ৯০৪ (ক) নববর্ষ — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ২৮-২৯।

"কিসের হরষ কোলাহল?
কেন সুখে হেসে গেয়ে
ছুটে সব ছেলেমেয়ে
মুছিয়া প্রাণের অশ্রুজল?..."

(প ৮৪৭.১০) (উ) পালিতা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৫৩-৬১।

"সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে 'স্নেহলতা' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে 'ভারতী ও বালকে' "স্নেহলতা" শীর্ষক যে উপন্যাসটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই একই উপন্যাস। এটি তাঁহাদেব সম্পূর্ণ ভ্রম। এই নবপ্রকাশিত স্নেহলতা 'ভারতী'র স্নেহলতা এক নহে এবং একজনের লেখাও নহে। এই গোলযোগের জন্য 'ভারতী'র উপন্যাসটির নাম স্নেহলতার পরিবর্ত্তে 'পালিতা' দেওয়া হইল।"

ক্রমশঃ প্রকাশিত 'স্নেহলতা' উপন্যাসের ১০ম কিস্তি। এই সংখ্যা থেকে উপন্যাসের নাম হল 'পালিতা'।

প ৯০৫ (ক) ভুল ভাঙ্গা — (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] — নব্যভারত, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৫৩-২৪।

"একদিন স্বপনে ডুবিয়া

ভাবিতাম স্বরগ ধরনী,
একদিন অমানিশি কোলে
ভ্রম হ'ত চাঁদিনী যামিনী!..."

প ৯০৬ (প্র ১০) Miss বঙ্কিম বিনোদিনীর পত্র — Miss বঙ্কিমবিনোদিনী — মজ্‌লিস্, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ২১-২৩।

সম্পাদকের উদ্দেশ্যে প্রেরিত নিজস্ব প্রতিমূর্তি (Woodcut) সহ কোন শিক্ষিতা নারীর লেখা চিঠি। এতে তাঁর "...সরস কবিতা, সমধুর সঙ্গীত, প্রেমপূর্ণ প্রবন্ধ, খোশ গল্প, বৈঠকী আলাপনী..." ইত্যাদি বিষয়ে লেখার ইচ্ছে ব্যক্ত হয়েছে।

প ৯০৭ (ক) সুবচনীর ব্রতকথা — (শ্রীমতী) পরমেশ্বরী দেবী — সুবোধিনী, ১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৫৭-৫৮।

গণেশজননী সুবচনীর মাহাত্ম্য বর্ণনা। ত্রিপদী (লাছাড়ী) ছন্দ।

"শুন সুবচনী-কথা; আলো, তমঃ নাশে যথা,—
সেইরূপ, মনঃ-মলা যা'বে;
গণেশ-জননী, সতী, তাঁর পদে রাখমতি,
কেহ আর, দুঃখ নাহি পাবে।"

১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯০)

প ৯০৯ (ক) গীতধ্বনি — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (জ্যৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৭৯-৮০।

"রয়েছ বসি দিবস নিশি
একেলা হেথা বিজনে,
একটি করি যেতেছে ঝরি
কত না আশা পরাণে।..."

প ৯১০ (ক) চিতোর রাজ্ঞীর প্রতি মুকুল ধাত্রীর ভৎর্সণা — (শ্রী) কুমুদিনী রায় — বামাবোধিনী, ১৮৯০ (জ্যৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৬২-৬৩।

"রাজস্থান মিবার" অবলম্বন করে ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনীমূলক কবিতা।

প ৯১১ (প্র ১০) বিবাহের বিজ্ঞাপন ঃ মানাবর শ্রীযুক্ত প্রতিমা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু — (শ্রী) কিরণশশী [কিরণশশী বাগ] — প্রতিমা, ১৮৯০ (জ্যৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৭৭-৮০।

প ৯১২ থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে। পত্রটি নারী স্বাধীনতার এক দৃষ্টান্ত। (অবশ্য কিরণশশী যদি কোন পুরুষের ছদ্মনাম না হয়।) কিরণশশী নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এতে

উপযুক্ত পাত্রের যোগ্যতা নিজেই যাচাই করার কথা জানিয়েছেন। সুন্দর চেহারার এম.এ পাশ, রান্না জানা ও নানা বিষয়ে গুণবান ব্যক্তি যিনি উপযুক্ততা পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ হবেন, তিনিই বিবাহের জন্য নির্বাচিত হবেন।

প ৯১২ (প্র ১০) — বিবাহের বিজ্ঞাপন — (শ্রী) কিরণশশী বাগ — মজলিস্, ১৮৯০ (জ্যৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৫-৭।

"প্রতিমার কিরণশশী বাগের 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' পাঠে[১] কতিপয় বিবাহার্থী মজলিসে দরখাস্ত করিয়াছেন। তজ্জন্যই বিজ্ঞাপনের সার অংশ উদ্ধৃত হইল। ম. সং।"[২]

প ৯১৩ (ক) — মুহূর্ত — 'নীহারিকা' রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] — সাহিত্য, ১৮৯০ (জ্যৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৫৮-৫৯।

"তামসী নিশার ঘোর
সহসা অরুণ অঙ্গে
মিশিল, প্রভাত রঙ্গে
জাগিল অন্তর,...।"

প ৯১৪ (ক) — রাধিকা — (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (জ্যৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৮০-৮২।

বসন্ত ঋতুতে শ্যামবিরহে শ্রী রাধার হৃদয় যাতনা।

"সখি, এমন চাঁদিনী নিশি
এমন চাঁদের হাসি,
কেন লো শ্যামের বাঁশী
বাজেনা না বিপিনে আজ?...।"

প ৯১৫ (প্র ৯) — শ্রীমতী কুমুদিনী — অনামা — পরিচারিকা, ১৮৯০ (জ্যৈ ১২৯৭) পৃঃ ৪১-৪৬।

"কোন মহিলা হইতে প্রাপ্ত"—সম্পাদক। আর্য্য নারী সমাজের সভ্য, নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহের পত্নী শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

প ৯১৬ (ক) — স্তব — শ্রীমতী — বামাবোধিনী, ১৮৯০ (জ্যৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৬৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"অনন্ত করুণাসিন্ধু কোথা তুমি প্রেমময়?
কোথা তুমি জগৎ-জীবন?

[১]। দ্রঃ প ৯১১

[২]। বিজ্ঞাপনের উত্তর 'মজলিস' পত্রিকায় পাঠাবার কারণ হয়ত এই ছিল যে 'মজলিস' ছিল বৈঠকী মেজাজের পত্রিকা।

আকুল পরাণ মম, চরণে যে চায় স্থান,
দেও পিতঃ দীনের শরণ।..."

১২৯৭ আষাঢ় (১৮৯০)

(প ৮৩৯.২) আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীমতী নীহারিকা সাহিত্য, ১৮৯০ (আ ১২৯৭)।
(প্র ৯) বঙ্গমহিলা। দেবী [প্রসন্নময়ী দেবী] । পৃঃ ৮৫-৮৬।
(২য় প্রস্তাব)
[ক্রমশঃ]
"ইহার প্রথমাংশ 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল"-পাদটীকা। ক্রমশঃ প্রকাশিত আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয় প্রস্তাবের ২য় কিস্তি।

প ৯১৭ জীবন প্রভাত (শ্রী) সরোজকুমারী সাহিত্য, ১৮৯০ (আ ১২৯৭)।
(ক) দেবী পৃঃ ১১৮-১১৯।

"একি হায়, কেন মোরে এনেছো হেথায়?
কোথা যাব, নাহি জানি পথ।
সম্মুখে গরজি সিন্ধু পড়িছে বেলায়,
তপ্ত মরু রয়েছে পশ্চাত।..."

(প ৮৪৭.১১) পালিতা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (আ
(উ) [ক্রমশঃ] দেবী ১২৯৭)। পৃঃ ১৪৭-১৫৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১১শ কিস্তি।

প ৯১৮ পুত্রশোকে অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯০ (আ
(ক) ১২৯৭)। পৃঃ ৮৯।
সন্তান শোকাচ্ছন্ন জননীর ক্রন্দন।

প ৯১৯ বিদায় (শ্রী) সরোজকুমারী প্রতিমা, ১৮৯০ (আ ১২৯৭)।
(ক) দেবী পৃঃ ১২৫।
পতি বিরহে দুঃখের কথা।

প ৯২০ বৃক্ষ (শ্রীমতী) নিস্তারিনী সুবোধিনী, ১৮৯০ (আ ১২৯৭)।
(ক) দেবী পৃঃ ৮১-৮২।
পত্রশোভিত বৃক্ষ-এর সৌন্দর্য্য ও এর উপাসনায় মুগ্ধ কবির ভাবোচ্ছ্বাস।

"আহা মরি তরুবর! কি শোভা ধরেছ।
নবনব পত্র সব, শোভিছে অঙ্গেতে তব,
কে দিল এ হেন রূপ! কি পুণ্য করেছ?
মোহন শ্যামল বেশে কেমন সেজেছ।..."

১২৯৭ শ্রাবণ (১৮৯০)

(প ৮৩৯.৩) (প্র ৯) আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা। (২য় প্রস্তাব) [ক্রমশঃ] — শ্রীমতী নীহারিকা দেবী [প্রসন্নময়ী দেবী] — সাহিত্য, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয় প্রস্তাবের ৩য় কিস্তি।

প ৯২১ (প্র ৩) ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি — (শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস ('ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলার' লেখিকা) — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ১৯৩-২০২।

রানী এলিজাবেথের সময় থেকে রানী ভিক্টোরিয়ার সময় পর্যন্ত ইংরেজ মহিলাদের ক্রমশঃ এগিয়ে চলা এবং তাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা।

প ৯২২ (ক) একাকিনী — শ্রী—দেবী [স্বর্ণকুমারী দেবী] — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ২০৪।

পশুপতি শাশমল, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', ১৩৭৮, পৃঃ ৪৮১ থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

প ৯২৩ (ক) জন্মভূমি ও শৈশব সমাধি — (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — াহিত্য, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

শৈশবের সুখস্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

প ৯২৪ (ক) তিনদিনের কথা — প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭) । পৃঃ ১২৭-১২৮।

অপত্য স্নেহের কবিতা। দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ।

"একদিন দুইদিন তিনদিন যায়,
দিন যায় রাতি আসে,
রবি গেলে শশী হাসে
ধরণী তেমনি ভরা স্নেহ মমতায়।..."

(প ৮৪৭.১২) (উ) পালিতা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ২০৪-২১৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১২শ কিস্তি।

প ৯২৫ (ক) বর্ষা সঙ্গীত — (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ২০৩।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ৯২৬ (ক)	বিস্মৃত স্মৃতি	(শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী	সাহিত্য, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ১৬০।

শৈশব স্মৃতিচারণ করে লেখা।

প ৯২৭ (ক)	ময়ূর	সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ১২৮।

সুরঞ্জিত, সুন্দর ময়ূর পাখির বর্ণনা।

প ৯২৮ (ক)	মায়ের কুটীর	(শ্রী) প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	নব্যভারত, ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৭)। পৃঃ ২২৩।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"আয় তোরা যাদুধন,
দেখিনি রে কতক্ষণ,
ভিজিয়ে রেখেছি খুদ, ঘরে গুড় আছে;
বেশি নাতো একমুটো,
ধর এই দুটো দুটো,..."

১২৯৭ ভাদ্র (১৮৯০)

প ৯২৯ (গ)	অপূর্ব বীরত্ব (গ্রীস দেশের কাহিনী)	(কুমারী) কুমুদিনী খাস্তগির	সখা, সে ১৮৯০ (ভা-আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ১৩২-১৩৪।

গ্রীস দেশের ইটিওকলস্, এন্টিগনি, ক্রীয়ণ প্রভৃতি রাজাদের সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ ও বীরত্বের কাহিনী।

(প ৯৩০.১) (প্র ৬)	পাকবিদ্যা [ক্রমশঃ]	অনামা	বামাবোধিনী ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ১৫৫-১৫৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত খাদ্যপাক। ১ম কিস্তি। ছোলার ডালের ভুনি খিচুড়ি ও আলুর নিরামিষ চপ তৈরীর উপকরণ, পদ্ধতি বিষয়ক।

(প ৮৪৭.১৩) (উ)	পালিতা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ২৭৭-২৮৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১৩শ কিস্তি।

প ৯৩১ (প্র ৯)	প্রাচীন তক্ষশীলা	কু, রা [কুমুদিনী রায়]	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ১৩২-১৩৫।

লেখিকা নাম **প** ৯৮৫.১-এর পাদটীকা থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন তক্ষশীলা ও তক্ষক বংশের টড্-এর উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ।

(প ৯৩২.১) (ক) ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী (ক্রমশঃ) — প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ১৬০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ১ম কিস্তি। শিক্ষিত, সভ্য দেশবাসীকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে দেশের মেয়েরা তাঁদের দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাতের অনুরোধ জানাচ্ছে।

প ৯৩৩ (ক) যমুনা কল্পনা (ক্রমশঃ) — (শ্রী) কামিনী সেন [কামিনী রায় (সেন)] — সাহিত্য, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ১৬১।

লিরিক-ধর্মী কবিতা।

"তার কূলে কূলে বুঝি বকুল তমাল
করে ফুল, ছায়া দান,
তার জলে জলে বহে প্রেমের স্মিরিতি
কল্লোলে বিরহ গান;..।"

প ৯৩৪ (ক) যদি হাসি চাও — গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ২৮৭।

সংসারের ক্ষণিক দাম্পত্য সুখে আকৃষ্ট হয়ে সংসার কারাগারে প্রবিষ্ঠ না হবার জন্যে কবি বালিকাদের উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি তাঁদের হাসি ও আনন্দ অক্ষুণ্ণ রাখতে বলছেন।

প ৯৩৫ (ক) সায়াহ্নে — গুপ্তা, সিলভিয়া — প্রতিমা, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ২০৮।

"I have no other but a women's reason
I think him so, because think him so"—ইংরেজি কবিতার ভ
অবলম্বনে রচিত।

প ৯৩৬ (প্র ১০) সারদামঙ্গল। শ্রী বিহারীলাল কর্ত্তৃক বিরচিত — নীহারিকা রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] — সাহিত্য, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ১৬৭-১৭১।

গ্রন্থ সমালোচনা জানা যায় গীতিকাব্য "'সারদামঙ্গল' কবির কাতর প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস ও বিয়োগের ছায়াময় কবিত্ব প্রবাহ।..."

প ৯৩৭ (ক) স্বপনে! — (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] — ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ২৮৬।

"এমনি মধুর কাল,
সাঁঝের অলক জাল
ছড়াইয়া পড়েছিল দিনের বদনে,
আকাশে একটি তারা,

হইয়া আপন হারা
চেয়েছিল ধরাপানে করুণ নয়নে।..."

প ৯৩৮ (ক) স্বপনে বাসনা (শ্রী) গুপ্তা, এমিলিয়া প্রতিমা, ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। পৃঃ ২০৭-২০৮।

"The moon looks upon many night-flowers;
The night flowers see but one moon."—ইংরেজী কবিতার ভাব অবলম্বনে লেখা।

"যেথায় উষার কমল রক্তিম অধরে সুরভি হাসিয়া উঠে কমলের স্তরে,
প্রতিবিম্ব অলকার যায় মিশাইয়া; উদয় অনলবায়ু পড়ে মুরছিয়া।..."

১২৯৭ আশ্বিন (১৮৯০)

প ৯৩৯ (ক) আসিবে না ফিরে? (শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)] প্রতিমা, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ২১৪-২১৬।

Hamlet -এর অনুপ্রেরণায় ওপোলিয়ার-এর কথার অনুবাদ "And will he not come again?"

প ৯৪০ (ক) উপহার (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ৪০৮-৪০৯।

"শুকায়ে গিয়েছে ফুল কি দিব গো উপহার?
ভুলে গেছি গীত গান, ছিঁড়িছে বীণার তার!
আকাশ জলদে ঢাকা
পরাণ আঁধারে মাখা..."

প ৯৪১ (ক) এই কি জীবন (শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস বামাবোধিনী, ১৮৯০ (আশ্বিন১২৯৭)। পৃঃ ১৯২।

"এই কি জীবন সখি! এই কি জীবন?
মরুভূমে প'ড়ে শুধু প্রাণের দহন?
কত স্নেহ যত্নে ওরে, জননী লালন করে,
বুকে টানে প্রেমভরে সুখের স্বপন।..."

প ৯৪২ (ক) গেলে আর আসে না (শ্রীমতী) নিস্তারিণী দেবী সুবোধিনী, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

"সেদিন আর কি হ'বে।
আসিবে শৈশবকাল,
না র'বে জঞ্জাল-জাল,

প ৯৪৩ (ক) দুরাকাঙখা (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী সাহিত্য, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮।

অনন্ত জীবন স্রোতে প্রাণের অস্ফুট আশা ও দুরাশার কথা।

(প ৮৪৭.১৪) (উ) পালিতা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ১৪৭-১৫৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১৪শ কিস্তি।

প ৯৪৪ (ক) পূজার চিঠী (শ্রীমতী) নিস্তারিনী [নিস্তারিনী দেবী] মজ্‌লিস, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ৭০-৭৩।

প ৯৪২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। পতির বিদেশে বসবাসকালে পত্নীপ্রেরিত পত্র। ১৫২ রকমের জিনিস আনার অনুরোধ করা হয়েছে।

"শ্রীচরণকমলেষু-এই নিবেদন,
জান তুমি প্রাণনাথ মনের বেদন।
পড়িনি ত সেক্ষপীর কিম্বা মিল্‌টনে,
যথা গাঁথা ভাবে কথা মিল টনটনে।..."

প ৯৪৫ (ক) ফুরায়েছে (শ্রী) প্রমীলা নাগ (বসু) সাহিত্য ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ৩৩৮।

একাকীত্ব ও বিরহ দুঃখের কথা।

প ৯৪৬ (ক) বাসন্তী নিশায় (শ্রী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] সাহিত্য ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ৪০৬-৪০৭।

"রজত জোছনাময়ী বাসন্তী যামিনী,
সুরভি লভে সে বায়,
আলসে বহিয়া যায়,
ফুলে যেথা নিশিগন্ধ্যা সুচারুহাসিনী,
সরমে আনতমুখী সেফালী কামিনী।..."

(প ৯৪৭.১) (প্র ৩) বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) মানকুমারী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ১৬৯-১৭৩।

"যশোহর ও খুলনা সম্মিলনী সভা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত।" ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ৯৪৮ (প্র ৩) বিলাত ভেল্কী কৃষ্ণভাবিনী দাস সাহিত্য, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ৩৬৩-৩৬৭।

দেশাত্মবোধক প্রবন্ধে দেশবাসীকে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্বকে মনে স্থান না দিয়ে নিজেদের দেশীয় শিল্প নৈপুণ্যে মনোনিবেশ করার কথা বলা হয়েছে।

(প ৯৩২.২) (ক)	ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী (ক্রমশঃ)	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ১৯১।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।		
প ৯৪৯ (ক)	মিছে	(শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)]	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ১৯২।
	নশ্বর জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্নেহ, মায়া, মমতা তথা শেষ পরিণামের কথা ব্যক্ত হয়েছে।		
প ৯৫০ (প্র ৯)	যদুবংশ	(শ্রীমতী) কুমুদিনী বায়	প্রতিমা, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ২৮২ ২৮৯।
	যদু বংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস বিষয়ক।		
প ৯৫১ (ক)	যেতে হবে	(শ্রী) সরোজকুমারী দেবী	সাহিত্য, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ৮০৯-৮১০।
	মৃত্যু বিষয়ক কবিতা।		
(প ৯৫২.১) (প্র ৬)	রন্ধনপ্রণালী [ক্রমশঃ]	সু, সিংহ	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ১৮৪-১৮৬।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত খাদ্যপাক শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। ওলের কচুরী, অমৃতকেলী ইত্যাদি তৈরিব সময, প্রণালী ও উপকরণ বিষয়ক।		
প ৯৫৩ (ক)	শ্মশান	(শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	সাহিত্য, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ৩৮৫।
	মৃত্যু বিষয়ক কবিতা।		
প ৯৫৪ (ক)	সাধ	প্র ঃ— [প্রমীলা নাগ (বসু)]	প্রতিমা, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ২৫৮।
	লেখিকার নাম সূচীপত্র থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। কবিতায় কবির হৃদয়ের আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছে।		
প ৯৫৫ (ক)	হতাশের আক্ষেপ	শ্রী নী	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (আশ্বিন ১২৯৭)। পৃঃ ১৮৯-১৯০।

"কেন হেন অকস্মাৎ—
হৃদয় আমার এত ব্যথিত হইল?
হৃদয় ভিতরে কেন
জলন্ত অনল হেন
নিরবধি হু হু করি পুড়িতে লাগিল?..."

১২৯৭ কার্ত্তিক (১৮৯০)

প ৯৫৬ (ক)	অন্তঃপুরের উদ্দীপনা	অনামা	মজ্‌লিস্, ১৮৯০ (কা, অ, পৌ ১২৯৭)। পৃঃ ৯৬-৯৭।

"বহুকাল হইল এ কবিতাটী 'বাঁদরামী' নামক পত্রিকায় একবার বাহির হয়, আপাততঃ উক্ত পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্তবাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নাম দিয়া 'সুবোধিনী' নামক পত্রিকাতে কবিতাটী বাহির করিয়াছেন; আমরা প্রণেতার নাম দিলাম না, দ্বারিকাবাবু মনে মনে জানিবেন প্রণেতা কে?"

"ঘুচাইব জঞ্জাল সই! ঘুচাইব জঞ্জাল,
থালা মেজে-পান সেজে-কাটাব না কাল।
হাঁড়ি কুড়ি, হাতা, বেড়ী, দূর করে দাও,
চীনের বাসনগুলি টেবিলে সাজাও।..."

প ৯৫৭ (ক)	আঁধারে	(শ্রী) প্রমীলা বসু [প্রমীলা নাগ (বসু)]	বামাবোধিনী, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ২২৪।

আঁধার হৃদয়ে বসন্তের উপস্থিতি উপলব্ধি না করতে পেরে ও অতীত সুখস্মৃতি মনে করে লেখা।

(প ৮৩৯.৪) (প্র ৯)	আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা। (২য় প্রস্তাব) [ক্রমশঃ]	শ্রীমতী নীহারিকা দেবী [প্রসন্নময়ী দেবী]	সাহিত্য, ১৮৯০ (কা-অ ১২৯৭)। পৃঃ ২৬৬-২৬৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত আর্য্যাবর্ত ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয় প্রস্তাবের ৪র্থ কিস্তি।

প ৯৫৮ (প্র ৭)	গান শিক্ষা ঃ [চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে...]	(শ্রী) ইন্দিরা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ৩৬৮-৩৬৯।

"শ্রীমতী মৃণালিনী দাসীর অনুরোধ মতে নিম্নলিখিত গানটির সুর সন্নিবিষ্ট হইল।" রাগিনী মিশ্র মল্লার-তাল রূপক-এ স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ৯৫৯ (ক)	জগতের মৃত্যু	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ৩৮৬।

"যবে উথলিত অশ্রুনদী,
দোঁহার কপোলবাহী
চুম্বনের তলে মিশে,
তখনি জগত নাহি!..."

প ৯৬০ (ক)	নব পরিণয়ে	(শ্রী) সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ৩৮৫।

সখীর নবপরিণয় উপলক্ষে আনন্দ উপহার।

প ৯৬১ (ক) পত্র "পিসীমা" [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ২২৩-২২৪।

লেখিকা রচিত "কণকাঞ্জলি' (রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, গ ২৪৩) গ্রন্থের পৃঃ ২৩২-২৩৬ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। " ১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসের প্রবল জলোচ্ছ্বাস উপলক্ষে লিখিত।"

"কি লিখিব নিরুপমে, কি লিখিব বল,
যে দিকে নিরখি শুধু জল, জল, জল!
আজি ইছামতী হেন (১)
কুপিতা ভৈরবী কেন,
গরজিয়া গরাসিতে আসে এ ভূতল?..."

(প ৯৩০.২) (প্র ৬) পাকবিদ্যা [ক্রমশঃ] অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ২১৮-২১৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত খাদ্যপাক। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৮৪৭.১৫) (উ) পালিতা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ৩৭০-৩৭৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১৫শ কিস্তি।

প ৯৬২ (প্র ১০) প্রসন্নময়ীর প্রণয়পত্র। (পড়ে যাওয়া) প্রসন্নময়ী পোদ্দার মজ্‌লিস্, ১৮৯০ (কা, অ. পৌ ১২৯৭)। পৃঃ ১০৩।

পতির উদ্দেশ্যে পত্নীর পত্র। অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহৃত।

"প্রাণেশ্বর। পোনেরই পৌষের পূর্ব্বে পাঁচ পত্র পাঠাইয়াছি, প্রাণনাথ! প্রেমাধিনীর পত্র পাওনি?..."

(প ৯৪৭.২) (প্র ৩) বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) মানকুমারী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ১৯৮-২০৩।

"গতবারের শেষ।" ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৯৬৩ (ক) বীরনারী (শ্রী) কুমুদিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ২২১-২২৩।

"যখন যবন বীর আকবর শাহ
সুন্দরী চিতোর পুরী ফেলাইতে ধ্বংস করি
বাড়াইয়ে যবনের বিপুল উৎসাহ;
চন্দ্রাবৎ শাহিদাস সে মহাসমরে

সূর্য্য তোরণের দ্বারে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে
ত্যজিল জীবন বীর চিতোরের তরে।..."

প ৯৬৪ (ক) মিলনবন্ধন (কুমারী) কামিনী সেন [কামিনী রায় (সেন)] সখা, ন ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ১৬৬।

দেশাত্মবোধক কবিতা।

"মিলন বাঁধনে বাঁধা সমুদায়,
এ জগতে কোনমতে নাহি পরাজয়;
এই বাঁধা হাতে হাত, চলিয়াছে এক সাথ,
অচ্ছিন্ন বন্ধনে যবে, উদ্যম অক্ষয়।..."

প ৯৬৫ (প্র ৩) সতীত্ব (শ্রী) নীরদবরণী গুপ্তা শিক্ষা-পরিচয়, ১৮৯০ (কা ১২৯৭)। পৃঃ ১৪৮-১৫৩।

নানা উদাহরণ দিয়ে ভারতীয় সতীত্বের গুণগান করা হয়েছে।

১২৯৭ অগ্রহায়ণ (১৮৯০)

প ৯৬৬ (ক) আকুলতা (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] নব্যভারত, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ৪১৯।

হৃদয়ে আকুলতা ও ব্যাথা অনুভব এবং এর উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা।

প ৯৬৭ (ক) ঈশ্বর চরণে নিবেদন (শ্রীমতী) সরলা সেম [sic] পরিচারিকা, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ১৮৪।

"জয় হরি দয়াময় দারিদ্র ভঞ্জন।
দীনবন্ধু দীননাথ দুঃখ নিবারণ।।
পতিত পাবন তুমি পাতক নাশণ।
পরিত্রাতা পরমেশ পাষন্ড দলন।।...."

প ৯৬৮ (প্র ৩) উদাসিনীর সংসার শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ২২৬-২৩১।

সংসাররূপ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরে প্রেমের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে সমগ্র নারীজাতিকে একতাবদ্ধ হয়ে বিশ্ব সংসারের কাজে ব্রতী হবার কথা বলা হয়েছে।

প ৯৬৯ (প্র ৩) কিন্ডর-গার্টেন শিক্ষা প্রণালী (শ্রীমতী) কৃষ্ণভাবিনী দাসী [কৃষ্ণভাবিনী দাস] ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ৪৩৫-৪৪৪।

জার্মানদেশীয় ফ্রোয়েবেল আবিষ্কৃত কিন্ডারগার্টেন শিশু শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ক প্রবন্ধ।

(প ৯৭০.১) (প্র ১) গুণগ্রাহিতা শক্তি শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯০(অ ১২৯৭)। পৃঃ ৩১১-৩১২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। যে শক্তি লোকের মনকে গুণের দিকে টানে

সেই মানসিক শক্তির নাম গুণগ্রাহীতা শক্তি। এই শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প ৯৭১ (ক) চিতায় চিতায় (শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী নব্যভারত, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ৪২৩-৪২৪।

"একটী বিধবার মৃত্যু উপলক্ষে।"

"বড় ব্যাথা পেয়েছিল ও—
হৃদয়ে জ্বলতি শত চিতা,
চিতায় চিতায় আজি মিশে,
নির্ব্বাণ হইল ওর ব্যথা।..."

প ৯৭২ (ক) দুইটি। চিন্তা • শ্রীমতী [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী] ভারতী ও বালক, ১২৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ৪৫৭।

পত্রিকার সূচীপত্র থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"শ্যামল ধরণী এই, নীলীম আকাশে ছাওয়া,
মনে হয় একখানি গেহ।
ওই লক্ষ লক্ষ জন, করিছে বিচরণ
ওরা কি আপন নহে কেহ?..."

প ৯৭৩ (ক) দুঃখ স্মৃতি (কুমারী) কুসুমকুমারী দাস, বরিশাল, বালিকা বিদ্যালয় বামাবোধিনী, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ২৫৬।

"আহা কি সুখেব স্বপ্নে অবশ হইল প্রাণ!
আশা-সুখ এসে কবে জাগাইবে সুপ্ত গান?
বহিছে মৃদুল বায়
কুসুম সুরভি গায়...।"

(প ৮৪৭.১৬) (উ) পালিতা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ৪১১-৪২১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১৬শ কিস্তি

প ৯৭৪ (ক) বসন্ত ফুরায়ে গেল? (শ্রী) রণকুমারী নব্যভারত, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ৪১৯-৪২০।

লিরিক-ধর্মী কবিতা।

"কখন বসন্ত এসে
সেজেছিল নববেশে
কখন ফুটিল ফুল
বহিল মলয়বায়?..."

প ৯৭৫ (ক)	ব্যাকুলতা	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৯০ (অ ১৮১২ শক/ ১২৯৭)। পৃঃ ১৫৩-১৫৪।

"কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের স্ত্রীলোকের রচনা।"—সম্পাদক

"হে প্রভু তোমাকে আমি পাব বলে আশা করি!
খনি থেকে হিরা তুলে সাধ হয় গলে পরি।
তুমি কাছে থেকে বাজাও বাঁশী,
দূর ভেবে তাই শুন্‌তে আসি
চারদিকে তাকিয়ে ভাসি নয়নেরি নীরে হে।..."

প ৯৭৬ (ক)	লজ্জাবতী	(শ্রীমতী) সরলাবালা সরকার	ভারতী ও বালক, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। পৃঃ ৪৪৪।

"মরে যায় প্রাণখানি তার,
একটু কথার উপেখায়,
একটু ঘৃণার চাহনিতে
কচি প্রাণ গলে তার যায়।..."

প ৯৭৭ (ক)	শুভদিনে	(শ্রীমতী) প্রমীলা নাগ	প্রতিমা, ১৮৯০ (অ ১২৯৭)। (বসু) পৃঃ ৩১৬-৩১৭।

শুভদিনে যে মিলন ঘটেছে তা যেন চিরস্থায়ী হয় এই প্রার্থনা করা হয়েছে।

১২৯৭ পৌষ (১৮৯১)

(প ৮৪৭.১৭) (উ)	পালিতা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (পৌ ১২৯৭)। পৃঃ ২৬৭-২৬৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১৭শ কিস্তি।

(প ৯৫২.২) (প্র ৬)	রন্ধনপ্রণালী [ক্রমশঃ]	সু. সিংহ	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (পৌ ১২৯৭) । পৃঃ ২৬৭-২৬৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত খাদ্যপাক। ২য় ও শেষ কিস্তি। ক্ষীরের বরফী, মোন্ডা বা সন্দেশ, সরভাজা ইত্যাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণের উপকরণ প্রণালী।

প ৯৭৮ (ক)	শিবচন্দ্র স্বর্গে	সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর [সুমতি। মজুমদার, সমস্তিপুর দারভাঙ্গা]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (পৌ ১২৯৭)। পৃঃ ২৮৮।

"একি সমাচার, শোকে পারাবার
উথলে শুনিয়া হৃদয়ে আজ,
বঙ্গের কুমার শিবচন্দ্র আর
নাই মর্ত্ত্যে আজ সেই ভক্তরাজ।..."

প ৯৭৯ (প্র ৩)	সমাজ ও সংস্কার	(শ্রীমতী) কৃষ্ণভাবিনী দাস	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (পৌ ১২৯৭)। পৃঃ ৪৯৪-৫০১।

সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয়েছে।

১২৯৭ মাঘ (১৮৯১)

প ৯৮০ (ক)	উষা	শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু]	সখা, ১৮৯১ (মা ১২৯৭)। পৃঃ ২৭-২৮।

পূর্বাকাশে উষাকালীন রূপছটার বর্ণনা।

"নিভেছে তারা'র বাতি
নিভেছে চাঁদিমা খানি,
উজলি পূরবকাশ—
আসিছেন উষারানী।..."

প ৯৮১ (ক)	কা'র?	বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (মা ১২৯৭)। পৃঃ ৫৫৯-৫৫০।

বসন্ত ঋতুতে হৃদয়ের দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে।

প ৯৮২ (প্র ৯)	জেনারেল গর্ডন	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (মা ১২৯৭)। পৃঃ ৫৩৭-৫৪১।

লেফ্‌টনান্ট জেনারেল হেনরী গর্ডনের পুত্র বার্নস গর্ডন জেনারেল গর্ডন নামে পরিচিত। বীরত্ব, মহত্ত্ব ও ঈশ্বর নির্ভরতার গুণে বিভূষিত জেনারেল গর্ডন-এর জীবনী ও 'গর্ডনের জয়দন্ড'-এর কথা বলা হয়েছে।

প ৯৮৩ (ক)	তুমি তো আমার	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (মা ১২৯৭)। পৃঃ ৩১৯-৩২০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ৯৮৪ (প্র ২)	মানুষের ধর্ম্ম কি?	কৃষ্ণভাবিনী দাস	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (মা ১২৯৭)। পৃঃ ৫৩০-৫৩৭।

আত্মবিস্মৃতি, স্বার্থত্যাগ ও চিত্তসংযম—মানুষের ধর্ম। অনন্ত জ্ঞানের ধারণা মনুষ্য ধর্মের মূল কথা। সৎচরিত্রের অধিকারী ধার্মিক লোকই পরোপকারী ও যথার্থ ধর্মপরায়ণ।

(প ৯৮৫.১) যদুবংশ কু, রা বামাবোধিনী, ১৮৯১ (মা
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] [কুমুদিনী রায়][১] ১২৯৭)। পৃঃ ২৯২-২৯৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। যদুবংশের পৌরাণিক ইতিহাস।

১২৯৭ ফাল্গুন (১৮৯১)

(প ৯৭০.২) গুণগ্রাহিতা শক্তি শ্রীমাঃ বামাবোধিনী, ১৮৯০ (ফা ১২৯৭)
(প্র ১) [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ৩২২-৩২৬।
"তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক উপহারস্বরূপ।" ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৯৮৬ নবযুগ (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (ফা
(প্র ৫) দেবী ১২৯৭)। পৃঃ ৬২৭-৬২৮।
নিজেদের অতীত অবগাহনে - নতুন যুগে দেশ-বিদেশের শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। বিশেষতঃ জাতীয় উন্নতির জন্য দ্রুতপদে বিজ্ঞানের উন্নতির পথে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

(প ৮৪৭.১৮) পালিতা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (ফা
(উ) [ক্রমশঃ] দেবী ১২৯৭)। পৃঃ৬০০-৬১১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১৮শ কিস্তি।

প ৯৮৭ প্রকৃতি মাধুরী (কুমারী) কুসুমকুমারী বামাবোধিনী, ১৮৯১ (ফা
(ক) দাস ১২৯৭)। পৃঃ ৩৫১ ৩৫২।

"মধুর জোছনা রেতে মৃদুল বাতাসে,
ধীরে ধীরে বসিলাম এক তরুপাশে।
কোটী কোটী তারা সাথ
হাসিছে কুমুদ নাথ,
হাসিছে সমস্ত ধরা কি যেন উল্লাসে!.."

(প ৯৮৫.২) যদুবংশ কু, রা বামাবোধিনী, ১৮৯১ (ফা
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] [কুমুদিনী রায়] ১২৯৭)। পৃঃ ৩৩১-৩৩৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ৯৮৮.১) সংসারে নারীর (শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী বামাবোধিনী, ১৮৯১ (ফা
(প্র ৩) ক্ষমতা [ক্রমশঃ] দাস ১২৯৭)। পৃঃ ৩৪২-৩৪৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত নারী বিষয়ক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। সংসারে নারীর অপরিসীম প্রভাব ও ক্ষমতার কথা পৌরাণিক গ্রন্থাদি ও দেশে বিদেশের সাহিত্য থেকে

১। এই রচনাই শ্রীমতী কুমুদিনী রায়-এর নামে 'প্রতিমা' পত্রিকায় (১৮৯০/কা ১২৯৭) প্রকাশিত হয়। অতএব কুমুদিনী রায় এর ছদ্মনাম - কু, রা।

তুলে ধরা হয়েছে।

প ৯৮৯ (প্র ৩)	সমারভিল হল	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (ফা ১২৯৭)। পৃঃ ৬৬৩-৬৬৮।

১৮৭৯ সালে বিলেতে 'সমারভিল-হল' নামে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের ইতিহাস, পাঠ-ব্যবস্থা, গৃহসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ৯৯০ (ক)	সাধ	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (ফা ১২৯৭)। পৃঃ ৩৫২।

জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব উপলব্ধিতে মহৎ কার্য সাধনের সাধ ব্যক্ত হয়েছে।

১২৯৭ চৈত্র (১৮৯১)

প ৯৯১ (প্র ৩)	গৃহিণীর কর্ত্তব্য	(শ্রী) নীরদবরনী গুপ্তা	শিক্ষা-পরিচয়, ১৮৯১ (চৈ ১২৯৭)। পৃঃ ২৭০-২৭৫।

গৃহিণীর নানা সামাজিক দায়িত্ব ও গৃহ তত্ত্বাবধানের কর্ত্তব্য বিষয়ক। নব্য গৃহিণী ও পুরাতন গৃহিণীর বিষয়ে অলোচনা করা হয়েছে।

(প ৮৪৭.১৯) (উ)	পালিতা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী.	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (চৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৬৪৯-৬৬৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ১৯শ কিস্তি।

প ৯৯২ (প্র ১)	শ্রেয়ঃ ও প্রেয়	সরোজিনী রায়	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (চৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৩৭৮-৩৮০।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়-র পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে।

(প ৯৮৮.২) (প্র ৩)	সংসারে নারীর ক্ষমতা [ক্রমশঃ]	(শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (চৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৩৬৭-৩৬৯।

"পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।" ক্রমশঃ প্রকাশিত নারী বিষয়ক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ৯৯৩ (ক)	সন্তানের প্রতি মায়ের আহ্বান	শ্রীমতী কুঃ	প্রতিমা, ১৮৯১ (চৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৪৯৮-৪৯৯।

"উঠ উঠ বাছাগণ! ঘুমাইও না আর,
সগর ও ভগীরথ,
দিলীপ আর দশরথ,
ভরত, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র রঘুবর,
শত্রুঘ্ন, কুশী, লব,
গিয়াছে, গিয়াছে সব;.."

প ৯৯৪ (ক)	সন্ধ্যাবায়ু	(শ্রীমতী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (চৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৭০৮-৭০৯।

প্রকৃতিতে সন্ধ্যা সমীরণের প্রভাব।

প ৯৯৫ (ক)	সেই ফুল	(শ্রী) প্রমীলা নাগ (বসু)	প্রতিমা, ১৮৯১ (চৈ ১২৯৭)। পৃঃ ৪৮০।

অতীত স্মৃতিচারণ করে লেখা।

১২৯৮ বৈশাখ (১৮৯১)

প ৯৯৬ (ক)	অভাগিনী	শ্রী ***	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৩১-৩২।

"একটী বিধবা বালিকা দর্শনে লিখিত।"

"সাঁঝের বাতাস অই ধীরে বয়ে যায়।
কেরে তুই এলো চুলে,
কচি মেয়ে বেল ফুল,
তোর মা, বাঁধেনি খোপা, অমন মাথায়?..."

(প ৯৯৭.১) (প্র ৯)	আর্য্যমহিলা : গান্ধারী [ক্রমশঃ]	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৪-৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। পতিপ্রাণা, সাধ্বী, কঠোর কর্তব্যপরায়ণা গান্ধারপতি সুবলরাজের কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর জীবনী।

প ৯৯৮ (ক)	দৃষ্টি	(শ্রী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	সাহিত্য, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৫৬।

শুভদৃষ্টিতে দুটি প্রাণের গভীর বন্ধনের কথা।

প ৯৯৯ (ক)	নববর্ষে	(শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)]	সাহিত্য, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৫৪-৫৫।

নববর্ষে নব আনন্দে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়ে লেখা।

"আজ, নূতন বরষে নূতন হরষে
বাজরে হৃদয় বাঁশী।
ওই নবীন গগনে নবীন ধারায়
ফুটেছে নবীন হাসি।..."

প ১০০০ (প্র ৩)	পত্রোত্তর	গরিব ভগিনী ***	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)। পৃঃ ২০-২৫।

আইনের সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও বাল্যবিবাহ নিবারণ করার সুফল বিষয়ক পত্র। আইনের সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(প ৮৪৭.২০) পালিতা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (বৈ
(উ) [ক্রমশঃ] ১২৯৮। পৃঃ ৩৭-৪৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ২০শ কিস্তি।

প ১০০১ বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (বৈ
(প্র ১০) ১২৯৮)। পৃঃ ৫৫-৫৬।
'পৃথিবী একটা নীরব দুঃখময় মহানাট্য', 'স্থির নিরাশা ভাল না সন্দেহ ভাল?', 'আমাদের জীবন তৃতীয় খন্ড উপন্যাসের মধ্যভাগ' ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা।

প ১০০২ ভিখারী ভ্রমর শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] সখা, মে ১৮৯১ (বৈ-জ্যৈ
(ক) ১২৯৮)। পৃঃ ৭০-৭১।

"কি বলিব, গুণ গুণ গুণ—
অভাগার কপালে আগুন!
যুথি, জাতি, গন্ধরাজ,
কর করুণার কাজ,
তোমরাই চিরদিন দয়ায় নিপুণ,
দুয়ারে গরীব ডাকে হও সকরুণ!..."

প ১০০৩ মানসী ও রাজা ও রানী [শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সাহিত্য, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)।
(প্র ১০) পৃঃ ৩-১৫।
"...'মানসী' পড়িতে পড়িতে চোখের সামনে একখানা স্বপ্নরাজ্য ভাসিয়া আসে। বিরহের বিচিত্রতা চোখে পড়ে। বিরহকে আনন্দধামে অভিহিত করেছেন। ...রবীন্দ্রবাবুর 'রাজা ও রানী' একখানি জীবন্ত কাব্য। ক্ষুদ্রে বৃহৎ মুকুট। ... বস্তুতঃ 'রাজা ও রানী' ভাবের গাম্ভীর্য্যে, শব্দমাধুর্য্যে, ও পূর্ণ প্রাণতায় সাহিত্য সংসারে একখানি উচ্চদরের গ্রন্থ।..."

প ১০০৪ রহস্যনাট্য স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (বৈ
(না) ১২৯৮)। পৃঃ ৫৭-৫৯।
আহার ও অজীর্ণতা বিষয়ক হাস্যকর সংলাপ। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ফল, মাংস, নিমকি ইত্যাদির অজীর্ণতা সম্পর্কে হাস্যকর আলোচনা।

প ১০০৫ রানী (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সাহিত্য, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)।
(ক) পৃঃ ৫৬।
সন্তান বিরহের দুঃখ।

"পারি না যে আর দেখিতে তাহার
উৎফুল্ল আনন হাসি,

স্নেহের বালিকা কিশোরী বালিকা
হৃদয় আনন্দ রাশি।..."

প ১০০৬ (গ)	সন্ন্যাসিনী	(শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৪-১৩।

রাজপুত কাহিনী।

প ১০০৭ (ক)	সেই তিরস্কার	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৫৪-৫৫।

তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে স্বার্থশূন্য প্রেমের প্রকাশ লক্ষ্য করে লেখা।

"এমনি একটি সন্ধ্যা মধুর উজ্জ্বল,
পশ্চিমে সোনার মেঘে বহেছিল ঢল।
পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত সুতরুণ শশি
ছায়াখানি বিকশিত সরোবরে খসি।..."

১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯১)

প ১০০৮ (ক)	আদর (শিশুর প্রতি)	শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু]	সখা, জুন ১৮৯১ (জ্যৈ-আ ১২৯৮)। পৃঃ ১০১।

"ভাই সন্তোষ!

কেন রে দুখ কেন রে হাসি
কেন রে আনাগোণা,
কোথা যাদু কোথায় এলি
কার আঁচলের সোনা?..."

প ১০০৯ (ক)	আয় ফিরে আয়	শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৬২-৬৩।

সন্তান শোকে জননীর আর্তি।

(প ৯৯৭.২) (প্র ৯)	আর্য্যমহিলা ঃ গান্ধারী [ক্রমশঃ]	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৪১-৪৩।

"গতবারের শেষ।" ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ১০১০ (ক)	একখানি ছবির প্রতি	(শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ১২২।

অন্ধকারে আলোর দিশারী করুণার প্রতিমূর্তি কোন একটি ছবিকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

"দেখা শোনা হয় নাই—দূর হতে কাছে,
আমার আকুল হিয়া—তুমি হে কোথায়?

কার স্নেহ নির্ঝরিনী কোন দূরে আছে?
বাসনা হারায়ে দিশা তারই পানে ধায়!..."

প ১০১১ (ক) — একটি ছবি — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — সাহিত্য, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ১০৬-১০৭।

কবি কল্পনায় যুগল মিলনের কোন একটি ছবিকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প ১০১২ (ক) — তুমি শুধু রবে দয়াময় — (শ্রী) উমাশশী রায় — পরিচারিকা, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৩০-৩২।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা। দিগক্ষরা ছন্দে।

"নদীর গভীর জলে নেমে
ধুইলাম দেহ শতবার,
ধুই যদি সাগরের জলে
ঘুচিবে না কালিমা তাহার।..

প ১০১৩ (ক) — দেখিছ অন্তর মম — (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — সাহিত্য, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ১০৬।

অন্তর্যামী ভগবানকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প ১০১৪ (ক) — নিবেদন পরিচারিকার — অনামা — পরিচারিকা, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮) ১২৯৮)। পৃঃ ৩১-৩২।

ঈশ্বরের পাদপদ্মে আস্থা রেখে, লক্ষ্যভ্রষ্ঠ না হয়ে সংসার সমরাঙ্গনে কাজ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

"বিপদের ঘন ঝঞ্ঝা বায়ু মাঝে
চেয়ে থেক মুখ পানে তাঁর;
লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হইও না নিমেষের তরে,
নিবেদন পরিচারিকার..."

প ১০১৫ (ক) — পত্র ঃ লক্ষ্মৌ — গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ১২২।

কাব্যাকারে লক্ষ্মৌ ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(প ৮৪৭.২১) (উ) — পালিতা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৭৯-৮৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের ২১শ ও শেষ কিস্তি। ১৮৯২ ও ১৮৯৩ (১২৯৯) সালে যথাক্রমে 'স্নেহলতা ও পালিতা' ১ম ও ২য় ভাগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

প ১০১৬ (প্র ১) — প্রেম — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৮৫-৮৭।

প্রেমের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। "ভালবাসা অর্থাৎ ভালবাসনা করা..."—

ভালবাসার প্রসার অসীম। ভালবাসা থেকে মিলনের ইচ্ছে বা স্পৃহা হয়। ব্যক্তিবিশেষে ভালবাসা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। নিষ্কাম প্রেম আদর্শ প্রেম নহে—কারণ এতে আত্মত্যাগ বা মিলনের আকাঙ্খা থাকে না।

প ১০১৭ (ক) · বিদায়ে — সরলাবালা সরকার — সাহিত্য, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ১০৭।

লিরিক ধর্মী কবিতা।

"মিলনের আলোক হইতে, চলিয়াছি বিরহ আঁধারে,
হিয়াখানি রাখিয়া যেতেছি, বোধহয় জনমের তরে।..."

প ১০১৮ (ক) মলয় বাতাস — শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৮০-৮১।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ১০১৯ (ক) সন্ধ্যা — শ্রী নীঃ — বামাবোধিনী, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৬৪।

"অবসান প্রায় দিবা,
এ সময়ে শোভা কিবা,
করেছে ধারণ প্রকৃতি সতী,
মন প্রাণ বিমোহন,
করি দৃশ্য দরশণ,
আনন্দে মগন হয়েছে মতি।..."

প ১০২০ (ক) সোহাগ — শ্রী নিঃ (শিলং) — সখা, জুন ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"বল্ দেখি যাদুমনি কেন তোরে ভালবাসি?
দেখিলে ও মুখ তোর, প্রাণ যেন হয় ভোর,
হৃদয়ে উথ্‌লে উঠে স্বরগের সুখরাশি!..."

প ১০২১ (প্র ২) স্বর্গযাত্রীর প্রতি নিবেদন — (শ্রীমতী) উমাশশী দেবী — পরিচারিকা, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৩৪-৩৫।

স্বর্গযাত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ঈশ্বর কয়েকটি প্রার্থনা।

প ১০২২ (ক) হরিষে বিষাদে — (কুমারী) রেবা রাই, কটক — বামাবোধিনী, ১৮৯১ (জ্যৈ ১২৯৮) । পৃঃ ৬৩-৬৪।

সন্তানলাভে ক্ষণকালের আনন্দে মাতোয়ারা জননী ও গৃহের সকলেই সেই সন্তানের অকাল বিয়োগে বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে জগদীশ্বরের কাছে সান্ত্বনা প্রার্থনা করছে।

"আনন্দে ভাসিছে আজি সবার হৃদয়,

শরতের শশিসম,
স্নেহের বোনের মম
সৃত আগমনে গৃহে পবিত্রতাময়।..."

১২৯৮ আষাঢ় (১৮৯১)

প ১০২৩ (ক) এইখানে — (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। পৃঃ ১৪৮।

বিরহের কবিতা।

"কেমন স্বপন পারা, থেকে থেকে মনে হয়,
এইখানে হৃদিতলে কার,
বহিত রে করে যেন, কবিতার কল্পনার
মদির জোয়ার।..."

প ১০২৪ (ক) একে-একে — (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] — সাহিত্য, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। পৃঃ ১৫৫।

সংসার সমুদ্রতীরে দিশেহারা অবস্থায় একাকী দাঁড়িয়ে জীবনের বাসনাগুলোকে একে একে ভেসে যেতে দেখার অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে।

প ১০২৫ (ক) কে বুঝিবে — (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনযকুমারী ধর (বসু)] — সাহিত্য, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। ১৫৫-১৫৬।

নয়নের এক বিন্দু জলে হৃদয়ের অন্তঃস্থিত গভীর দুঃখের প্রকাশ অনুভব করে লেখা।

প ১০২৬ (ক) চোর — (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — সাহিত্য, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। পৃঃ ১৫৪।

অন্ধকার জীবনে মমতাকাঙ্খী স্নেহচোরা কোন শিশুর দৃষ্টি লক্ষ্য করে লেখা।

প ১০২৭ (ক) তার! — গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। পৃঃ ১৪৭।

ব্যাথাতুর কোন দুঃখীর দর্শনে দুঃখ অনুভব।

"কি ভেবে আসিত চোখে জল—কে জানে?
কেন বেধে পড়িত নিঃশ্বাস—বয়ানে!
কত ব্যথা ভরা ছিল প্রাণে—তাহারি,
হায়, খুলে না বলিল আমরি!..."

প ১০২৮ (ক) তুমি শুধু করিবে মার্জনা — (শ্রীমতী) উমাশশী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। পৃঃ ১৩০-১৩১।

বিশ্ব-পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে লেখা।

প ১০২৯ (প্র ১০) প্রেমিকসভা শ্রী অলীকপ্রকাশ শর্ম্মণ [সবলা দেবী] ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ১৬৫-১৬৮।

সূচীপত্র থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে। সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে কিছু যুবকের প্রতিষ্ঠিত 'প্রেমিকসভা'-র কার্যধারার আলোচনা ও এর উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ১০৩০ (ক) বালিকা আমার শ্রীমতী নিঃ—পূঁড়া বামাবোধিনী, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। পৃঃ ৯৬।

কন্যা বিয়োগে ব্যাথাতুরা জননীর দুঃখ ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

"গাইছে পরাণ শুধু দুঃখময় গান,—
হৃদয় হয়েছে মম শ্মশান সমান।
কতবার ভাবি মনে,
সুখ স্মৃতি আলাপনে,
মুছির হৃদয় হ'তে শোকের নিশান।..."

প ১০৩১ (ক) ভালবাসা (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। পৃঃ ১৪৮।

সখীদ্বয়ের পরস্পরের হৃদয়ের গভীর ভালবাসার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১০৩২ (প্র ৩) শ্বাশুড়ী-বৌ (শ্রীমতী) শরৎকুমারী চৌধুরানী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আ ১২৯৮)। পৃঃ ১৪৯-১৫৮।

মাতৃস্থানীয়া শ্বশ্রূঠাকুরানী ও কন্যাতুল্য বধূমাতার পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ সচরাচর সমাজে দেখা যায় এবং কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা।

১২৯৮ শ্রাবণ (১৮৯১)

(প ৯৯৭.৩) (প্র ৯) আর্য্যমহিলা ঃ গান্ধারী [ক্রমশঃ] শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ৯১-১০৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি। অশ্বপতি রাজার কন্যা ও রাজ্যচ্যুত অবন্তীরাজপুত্র সত্যবানের স্ত্রী সাবিত্রীর জীবন ও পতিসাধনা বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ১০৩৩ (ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (আবাহন) (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী সাহিত্য, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আহ্বান জানিয়ে লেখা।

প ১০৩৪ (ক) চন্দ্রাবলী (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ২০২-২০৩।

"ও কেন বাজিয়ে বাঁশী আকুল করে?
বাঁধিতে দেয় না মন আপনঘরে!
মধুর মোহন তানে,
কি মায়া ছড়ায় প্রাণে...।"

প ১০৩৫ (ক)	তুমি	(শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)]	সাহিত্য, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ২০২।

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশ্ববিধাতার উপস্থিতির অনুভব।

প ১০৩৬ (প্র ১০)	দশমহাবিদ্যা (সমালোচনা) [শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]	শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]	সাহিত্য, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। ১৬৫-১৬৮।

কবির শেষ পুস্তক—দশমহাবিদ্যায় লুক্কায়িত দৃঢ় সৌন্দর্য্য রহস্য হৃদয়গ্রাহী। সমালোচনায় জানা যায়, "এ গ্রন্থে পুরাণাদির আখ্যান সকল ঠিক ঠিক অনুসরণ করা হইয়াছে।—ইহা কবির নিজের কথা।...তিনি পৌরাণিক উপাখ্যান 'ঠিক অনুসরণ' না করিয়া, নতূনভাবে 'সুদর্শন চক্রে সতীদেহ ছিন্ন হইবার পর' দশমহাবিদ্যার আরম্ভ করিয়াছেন।..."

প ১০৩৭ (ক)	বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক গমন	উমাশশী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ২২২-২২৪।

"কাঁদ ঘরে ঘরে নরনারী সবে
মিলিয়া ভগিনী-ভাই,
ধরার দেবতা শ্রী বিদ্যাসাগর
এ ধরায় আর নাই!..."

প ১০৩৮ (প্র ১০)	বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ "হেস না হেসনা অত হাসি ভাল নয়"	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ২০৩-২০৫।

এই জগতে যেমন সুক্ষ্ম-স্থুল, বর্তমান-অতীত আছে তেমনি হাসির পরে কান্নাও আছে।

প ১০৩৯ (ক)	মনুষ্যের প্রতি নদীর উক্তি	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ২০৯-২১০।

"কেহ প্রেম ডোরে বাঁধে নাক মোরে
বন্ধন সহিতে নারি;

লয়ে পূর্ণ হিয়ে চলি বেগে ধেয়ে,
স্নান পান কর বারি।..."

প ১০৪০ (ক) রাধিকা (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] নব্যভারত, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ২২৪।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শব্দে শ্রীরাধার বিহ্বল অবস্থা।

প ১০৪১ (ক) শোকাতুরা মা শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮) ১২৬-১২৮।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।"

"উ হু হু রে বাপধন!
ভেঙ্গে চুরে গেল মন,
আজ অভাগীর মাথা, কেন হেন খেলি,
তুই আঁচলের হীরা,
মালা খোঁড়া—বুক চিরা,
কাঙালিনী মা'য় ফেলে কার-কাছে গেলি?..."

প ১০৪২ (ক) স্বর্গ-প্রবেশ উমাশশী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (শ্রা ১২৯৮)। পৃঃ ২২৩-২২৪।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

১২৯৮ ভাদ্র (১৮৯১)

প ১০৪৩ (গ) আমার জীবন (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২৫৩-২৬১।

"...কেউ কেউ গল্পটির সঙ্গে অলেকজান্ডার পুশিকিনের 'The Snow storm' এর কাহিনীগত সুদূর-সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করেছে।"

(প ৮৩৯.৫) (প্র ৯) আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা। (২য় প্রস্তাব) [ক্রমশঃ] শ্রীমতী নীহারিকা দেবী [প্রসন্নময়ী দেবী] নব্যভারত, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২২৫-২৩০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয় প্রস্তাবের ৫ম কিস্তি।

প ১০৪৪ (ক) চলে যায় (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী সাহিত্য, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২৫২।

লিরিক-ধর্মী কবিতা।

প ১০৪৫ (না) নক্সা (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২৬১-২৬২।

পার্লামেন্টে নতুন মেম্বার ও প্রাইভেট সেক্রেটারির নিয়োগ বিষয়ে হাস্যকর

কথোপকথন।

প ১০৪৬ (ক)	পার্থিব মিলন	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	সাহিত্য, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২৫২।

পার্থিব মিলনের ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য দুঃখবোধ।

প ১০৪৭ (ক)	প্রার্থনা	অনামা	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৯১ (ভা ১৮১৩ শক/ ১২৯৮)। পৃঃ ৮১।

"মহিলা রচিত"—সম্পাদক। ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১০৪৮ (প্র ১০)	বিবিধ প্রসঙ্গ	(শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	সাহিত্য, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২২১-২২৪।

বিবিধ বিষয়ে চিন্তামূলক রচনা।

১০৪৯ (প্র ১০)	বিসর্জন	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

প ১০৫০ (গ)	ভিখারিনী	(শ্রীমতী) প্রজ্ঞা দেবী	সাহিত্য, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২৩৭।

নবদ্বীপধামে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া হরিদাসের ছেলেকে ভিখারিনীরূপী মাসির কাছ থেকে ফিরে পাবার গল্প।

প ১০৫১ (প্র ৩)	মাতৃ ও শাশুড়ীর ভক্তি	(শ্রীমতী) রেবা রায়, কটক [রেবা রাই, কটক]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮) ১২৯৮)। পৃঃ ১৫৬-১৫৯।

প ৯০২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।
"পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।" মা ও শাশুড়ি উভয়কেই সুমিষ্ট ভক্তি করার কথা বলা হয়েছে।

প ১০৫২ (ক)	মায়াবিনী	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২৯২।

মায়াবিনী শিশুকন্যা বিভার কথা।

প ১০৫৩ (ক)	সেই একদিন	(শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)]	সাহিত্য, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। ২৫০-২৫১।

বিষাদময় জীবনে প্রথম প্রণয়ের সুখময় দিনটির কথা স্মরণ করে লেখা।

প ১০৫৪ (প্র ৩)	স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য	(শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (ভা ১২৯৮)। পৃঃ ২৪৪-২৫৩।

স্ত্রীলোকদের গৃহকর্ম, ধাত্রীবিদ্যা, সূচীশিল্প ইত্যাদির সঙ্গে শারীরিক শুদ্ধতা ও সুপরিচ্ছেদ ধারণের কথা বলা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক স্ত্রীলোকদের

সঙ্গে প্রাচীনাদের কাজের তুলনা করা হয়েছে।

১২৯৮ আশ্বিন (১৮৯১)

প ১০৫৫ (ক) অভিনয় (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আশ্বিন কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩২২।

"বলিবার নাই কিছু খুলে
মিলে যদি পরাণে পরাণ,
প্রেমিকের কথা আঁখি কুলে
বুঝাইয়া দেয় সে নয়ান!..."

প ১০৫৬ (প্র ১) আত্মিক মিলন (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী পরিচারিকা, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ১২৯-১৩০।

পতি বিয়োগে আত্মমিলনের অনুভব করে লেখা প্রবন্ধ।
"... বিয়োগের মধ্যে যে একপ্রকার গাঢ় ও দীর্ঘ মিলন প্রচ্ছন্ন থাকে..." তা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১০৫৭ আয় অশ্রু (ক) অনামা সুবোধিনী, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ১৭৩।

'বামারচনা' ভুক্ত।

"হেসে বড় শ্রান্ত, অতি শ্রান্ত এ হৃদয়!
একবার জুড়া তুই, একবার আয় বুকে,
জুড়াই হৃদয়!
আয় অশ্রু আয়!..."

প ১০৫৮ (ক) উদ্‌ভ্রান্ত শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] নব্যভারত, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ২৯০-২৯১।

"নলিনীর ভালবাসা-শুনে হাসি পায়,
সে তো ফোটে ঘোর পাঁকে,
কার মুখ চেয়ে থাকে? —
যে রাজ বিরাজে নিতি আকাশের গা'য়!..."

(প ১০৫৯.১) (প্র ৩) একাল ও একালের মেয়ে [ক্রমশঃ] (শ্রী) শরৎকুমারী চৌধুরানী [শ্রীমতী 'শা-দাসী'] ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ৩৮৮-৩৯৬।

সূচীপত্রে - "শ্রীমতী 'শা-দাসী' ছদ্মনামে লিখিত।" ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। সামাজিক অবস্থা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রভাবে একালের মেয়েদের আচার-আচরণে সেকালের মেয়েদের থেকে পার্থক্য দেখা যায়। নিন্দা বা প্রশংসা না করে বলা যেতে পারে," ....একালের মেয়ে একালেরই উপযোগী। সাদা ভাতের দাম নাই,

হলদে্ ভাত রাঁধিতে জানিতে হয়।..."

প ১০৬০ (ক) জীবন উপভোগ (শ্রী) সরলাবালা সরকার সাহিত্য, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ৩০৩।

মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রিয়জন সমাগমে কবি জানাচ্ছেন যে, তিনি জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন।

"মরিব দু'দিন পরে ভাই, সকলে কি এলো কাছাকাছি?
চাহিয়া স্নেহের মুখগুলি, সাধ হয়, কিছুদিন বাঁচি!
আমিত পড়িয়া ছিনু হেথা রণের অপেক্ষা করিয়া;
তোরা কেন স্নেহমুখ নিয়ে, চারিদিকে দাঁড়ালি ঘিরিয়া?..."

প ১০৬১ (ক) নীরব বীণা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আশ্বিন-কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩২২-৩২৩।

লিরিক-ধর্মী কবিতা।

"আমি নীরব বীণা, অতি দীনা
ভাঙ্গা হৃদয়খানি।
আমার ছেঁড়া তার, নাই আর
মধুর বাণী।"

(প ১০৬২.১) (প্র ৯) পত্র (শ্রা ১৮৯২) [sic] [ক্রমশঃ] (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আশ্বিন-কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩৬৮-৩৮২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত। ১ম কিস্তি। পত্রাকারে রচিত ভ্রমণ কাহিনী।

প ১০৬৩ (ক) পূর্ণ প্রেম বা অপূর্ণ মিলন (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সাহিত্য, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ৩০৪।

এই সংসারে প্রেম-সম্মিলনে বিরহের গোপন ছায়া ছড়িয়ে থাকে।

প ১০৬৪ (প্র ৩) প্রবাসীর দু'চার কথা শ্রীঃ— [সরলা দেবী] ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আশ্বিন-কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩৫৯-৩৬৪।

সূচীপত্র থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে। সোলাপুর ও মারাঠা বিষয়ক পত্রাকারে প্রাকাশিত প্রবন্ধে প্রবাসীর দৃষ্টিতে বাঙালী ও মারহাট্টীদের তুলনা, পার্সীদের কথা—তাঁদের সামাজিক ও রাজনীতির বিষয় ও স্বভাব চরিত্রের চিত্র ফুটে উঠেছে।

প ১০৬৫ (ক) বাঁশী (শ্রীমতী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ৩০৫-৩০৬।

"পরাণ পাগল করে!
ও কে গো স্বজনি! বাজায় বাঁশরী;
অমন মধুর স্বরে?..."

প ১০৬৬ (ক) বিড়ালের ঝগড়া — শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] — সখা, অক্টোবর ১৮৯১ (আশ্বিন-কা ১২৯৮)। পৃঃ ১৫৪-১৫৫।

শিক্ষামূলক কবিতা।

"রাজুদের খাবার থালায়
দুইজন বিড়াল তাকায়;
ভুলো সে পুরুষ, তাই বলে তাড়াতাড়ি
'মেও মেও', হেথা কেন পুষি লক্ষ্মীছাড়ি!..."

প ১০৬৭ (ক) বিদ্যাসাগর স্মৃতি — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

"বেথুন কলেজের মহিলাসভায় পঠিত।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা।

প ১০৬৮ (ক) ভুলে যেতে গিয়েছি ভুলিয়া! — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আশ্বিন -কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩২৩-৩২৪।

লিরিক-ধর্মী কবিতা।

প ১০৬৯ (প্র ১০) মান্যবর শ্রীযুক্ত উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু — শ্রীমতী—, খাঁড়গ্রাম — উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ২০৩-২০৪।

এই পত্রিকার যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমাজের সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার, ইত্যাদি-তা যেন সফল হয় এই কামনা করে পত্রটি লিখিত।

প ১০৭০ (ক) রাখ্ ফেলে ঃ (কোন কুমারীর প্রতি) — অনামা — সুবোধিনী, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ১৭২-১৭৩।

'বামারচনা'-র অন্তর্ভূক্ত।

"রাখ ফেলে মালা।
যাহারে পরাতে যাবি,
স'রে স'রে সেই যাবে—
পাবি বড় জ্বালা।..."

প ১০৭১ (ক) "রাজা ও রানী" — শ্রী - দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আশ্বিন -কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩৫০-৩৫২।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী'-র চরিত্রগুলোকে কাব্যাকারে তুলে ধরা হয়েছে।

প ১০৭২ (গ)	লজ্জাবতী	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও ও বালক, ১৮৯১(আ-কা ১২৯৮)। পৃঃ ২৯৭-৩০৫।

লজ্জাবতী নাম্নী কোনও একটি বালিকার নানাবিধ গুণাবলী ও জীবনের করুণ সমাপ্তির কাহিনী।

প ১০৭৩ (প্র ৩)	শিক্ষিতা নারী	(শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস	সাহিত্য, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ২৮৬-২৯১।

স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষ সম্পর্কে আলোচনা।

প ১০৭৪ (ক)	শোকগাথা	(শ্রীমতী) ধনদামোহিনী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (আশ্বিন-কা ১২৯৮) পৃঃ ৩৬৫।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে রচিত।

"কোথা হে অনাথবন্ধু, দরিদ্র-সম্বল।
তোমার লাগিয়া কাঁদে ভারত মন্ডল।।
দীনজনে আর কেবা দয়া বিতরিবে।
কোমল অন্তরে আর কে ভালবাসিবে।।..."

প ১০৭৫ (ক)	সুখের স্বপন	(শ্রী) সরোজকুমারী দেবী	সাহিত্য, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। পৃঃ ৩০৬-৩০৭।

"সুখের স্বপন,
মিলায় যখন,
হাসির কিরণ,
থাকে কোথায়?..."

প ১০৭৬ (ক)	স্বপ্নদর্শন	(শ্রীমতী) উমাশশী দেবী	পরিচারিকা, ১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)। ১৩০-১৩২।

স্বপ্নে দেখা এক সুন্দর প্রাসাদ, সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা ও চারদিকের শোভার বর্ণনা।

১২৯৮ কার্ত্তিক (১৮৯১)

(প ৯৯৭.৪) (প্র ৯)	আর্য্যমহিলা ঃ পার্ব্বতী [ক্রমশঃ]	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (কা ১২৯৮)। পৃঃ ২২৭-২৩৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৪র্থ কিস্তি। পার্ব্বতীর জীবনকথা।

প ১০৭৭ (ক)	উদার অনন্ত	(শ্রী) সরলাবালা সরকার	সাহিত্য, ১৮৯১ (কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩৫৬।

লিরিক ধর্মী কবিতা।

প ১০৭৮ (গ)	করুণা	(শ্রীমতী) উমাশশী দেবী	পরিচারিকা, ১৮৯১ (কা ১২৯৮)। পৃঃ ১২৬-১৫২।

করুণানাম্নী এক বালিকার কল্পিত কাহিনী।

প ১০৭৯ (ক)	ঘটকালি	পরিচিতা আশীযাকাঙ্খিনী	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (কা ১২৯৮)। পৃঃ ২০৩-২০৫।

বিবাহের সম্বন্ধকারী 'ঘটকালি'—পেশাদারদের কাজ ও তাঁদের চাহিদা, বাংলাদেশের মেয়েদের দুর্গতি, পণপ্রথা, কুলীন কন্যাদের দুঃখ, ছেলেদের চাহিদা ও ঘটকালি বিদায় নীতি— এই কবিতার বিষয়।

"শুভমস্তু—নমঃ প্রজাপতি
পরস্পরে সহস্র প্রণতি।—
মেয়ের বাজার বড় সস্তা বাঙলায়,
এত সুবিধার দিন ছাড়া নাহি যায়।..."

প ১০৮০ (ক)	বর্ষায়	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	সাহিত্য, ১৮৯১ (কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩২৩।

বর্ষা ঋতুতে নিরুদ্দেশ প্রিয়তমের কথা ও বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা ফুটে উঠেছে - বৈষ্ণব কবিদের ভাষায়।

"দিন দিন করি, মোহ ভরি আওল,
মাস ও বরষে ভেল শেষ,
বরষ বরষ বার, হেলে চলি যাওত,
করব যুগ পরবেশ।...."

প ১০৮১ (ক)	শরৎযামিনী	(শ্রী) অছিময়েযাখাতুন ছিদ্দিসা	বামাবোধিনী, ১৮৯১(ক ১২৯৮)। পৃঃ ২২৮।

"কবিতার দুই একস্থান সংশোধিত হইল। যাহা হউক মুসলমান রমণীগণ বাঙ্গলা ভাষাব চর্চ্চা করিযা সুন্দর কবিতা লিখিতেছেন, ইহা যারপর নাই আনন্দের বিযয়। বা, বো, স।"

"অই যে দেখিতে পাই নির্ম্মল আকাশ,
কোন ঠাঁই নাই কিছু নীরদ কালিমা;
খেলে না চপলা দাম—হয় না প্রকাশ,
বিরজিছে তারা সহ শারদ চন্দ্রিমা।।..."

প ১০৮২ (ক)	সন্ধ্যা	শ্রীমতী - দাসী	সুবোধিনী, ১৮৯১ (কা ১২৯৮)। পৃঃ ২১৫।

"আকাশের পর পার হ'তে,
ভেসে এল কল্পনা আমার,

শুধু এল? তা নয় - তা নয়,
নিয়ে এল চুম্বন কাহার !..."

প ১০৮৩ (ক) সমর্পন — (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] — সাহিত্য, ১৮৯১ (কা ১২৯৮)। পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।

বিবাহে মুহূর্তমধ্যে দুটো জীবন এক করার কথা এবং বিবাহে সমর্পণ করার প্রথা ও পরস্পরের মানসিক অবস্থা ও নূতন জীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

"করেতে স্থাপিত কর
তুলিতে পারে না মুখ
হৃদয়ে বহিছে সিন্ধু,
জগত স্বপন মম..."

১২৯৮ অগ্রহায়ণ (১৮৯১)

(প ১০৮৪. ১) (প্র ৯) আথেন্সের ব্যবস্থাবলী [ক্রমশঃ] — (শ্রী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ৪১৯-৪৩১।

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস। ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনার ১ম কিস্তি।

(প ৯৯৭.৫) (প্র ৯) আর্য্যমহিলা ঃ পার্ব্বতী [ক্রমশঃ] — শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ২২৭-২৩৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৫ম কিস্তি। পৌরাণিক জীবনকথা।

প ১০৮৫ (প্র ৩) কর্ত্তব্যানুষ্ঠান — (শ্রী) নীরদবরণী গুপ্তা — শিক্ষা পরিচয়, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ১৯০-১৯১।

কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তামূলক আলোচনা।

প ১০৮৬ (ক) কেন হাহাকার — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১(অ ১২৯৮)। পৃঃ ৪৩৫-৪৩৬।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১০৮৭ (গ) গহনা — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ৩৯৭-৪০৩।

বিদেশ ফেরত ছেলের জন্য বাড়িতে বিয়ের গয়না তৈরী বিষয়ক আলোচনা এবং সেই ছেলের এক বিদেশিনীকে বিয়ে করার গল্প।

প ১০৮৮ (ক) দুঃখমিলন — (শ্রী) কুমুদিনী রায় — বামাবোধিনী, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

বহুদিন পরে ভ্রাতা ও ভগ্নীর সুখমিলনে দুঃখভরা হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ।

"বল দেখি কেন, বাল্যের বদন হেরি তোর,
স্মৃতি পথে আসে পুনঃ বাল্যের সে ঘুম ঘোর?
কতদিন দেখি নাই, বল কেন তবু ভাই
বাল্যের সে স্মৃতিগুলি ভাসিতেছে তোর মুখে,"

প ১০৮৯ (ক)	পথিক	শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

অনন্তের পথে হরিনামের গান গেয়ে অমরত্বলাভ ও 'দেবতার মেয়ে' হবার ইচ্ছে ব্যক্ত হয়েছে।

প ১০৯০ (ক)	বিফল আশা	শ্রীমতী—দাসী	সুবোধিনী, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ২২৫।

"আমার, আশার স্বপন রহিল শুধু,
শৃঙ্খলে রহিল পড়াণ জড়া'য়ে,
বেড়াই কেবল বাসনা কুড়া'য়ে,
শুধু নদীকুল
মেঘ নিরমল,
কুহরিয়া উঠে কোকিল বঁধু।..."

প ১০৯১ (প্র ১০)	বিলাতের পত্র	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী [অনুবাদিকা]	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ৪০৯-৪১৬।

"Illustrated Magazines of England and their methods"–ইংরেজী ও বঙ্গানুবাদ সহ। মূল লেখিকা ঃ মিস.এ.এফ.মরীশ।

"সম্প্রতি ইংলন্ড হইতে একজন ইংরাজললনা 'ভারতী'-র জন্য তাঁহাদের দেশের সচিত্র পত্রিকা ও তাহার সম্পাদন প্রণালী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এবং ইহা বঙ্গীয় পাঠকদের নিকট আদৃত হইলে পরে তদ্দেশীয় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গবাসীর এই মঙ্গলাকাঙ্খী রমণীকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাহার সন্তোষের জন্য মূল প্রবন্ধটি এবং ভারতীর পাঠক পাঠিকাদের জন্য তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল। ভাং সং।"

প ১০৯২ (ক)	মরমী ও তটিনী	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ৪৪৯-৪৫০।

শৈশব সুখস্মৃতি রোমন্থনে দুঃখ প্রকাশ।

"নিরিবিলি বনে ছিল আমাদের
ছোট একখানি বাড়ী;
দশটী বারটী বকুলের গাছ,

আশেপাশে ছিল তারি।..."

প ১০৯৩ (ক) মহাব্রত (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ৪০৭।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ১০৯৪ (ক) যাও (শ্রী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯১ (অ ১২৯৮)। পৃঃ ৪০৮।

লক্ষ্যহারা জীবনের অপ্রয়োজন ও মূল্যহীনতার উপলব্ধি।

১২৯৮ পৌষ (১৮৯২)

প ১০৯৫ (প্র ৩) অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী (শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস সাহিত্য, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)। পৃঃ ৪৪১-৪৪৬।

দেশ বিদেশের দরিদ্রা ও অশিক্ষিতা নারীর স্বভাবসিদ্ধ কোমল প্রেম ও সহিষ্ণুতার কথা। ভারতবর্ষের মতোই আইরিশ দরিদ্রা রমণীরা অতিথি পরায়ণা ও ধার্মিকা হয়ে থাকেন। পরিশ্রমী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সত্ত্বেও এঁরা দেশ-কালভেদে নারীসুলভ নানা সদ্‌গুণের অধিকারিনী।

(প ১০৮৪.২) (প্র ৯) আথেন্সের ব্যবস্থাবলী [ক্রমশঃ] (শ্রী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)। পৃঃ ৪৭০-৪৭৬।

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস। ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনাব ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১০৯৬ (ক) আশা (শ্রীমতী) উমাশশী দেবী পরিচারিকা, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)। পৃঃ ১৯৮-২০০।

দিগাক্ষরা ছন্দে রচিত।

"অন্ধকার হৃদয়ের মাঝে
কত কত কত সাধনায়,
ফুটিছে যে আস্থার আলোক
যেন প্রভু নিবিয়ে না যায়।..."

প ১০৯৭ (ক) কত ভালবাসি (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)। পৃঃ ৪৮২।

শিশুদের প্রতি ভালবাসাকে অবলম্বন করে লেখা।

(প ১০৬২.২) (প্র ৯) পত্র [ক্রমশঃ] (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)। পৃঃ ৪৫৩-৪৬০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত। ২য় কিস্তি।

প ১০৯৮ (ক)	প্রেম	(শ্রীমতী) উমাশশী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮ ১২৯৮)। পৃঃ ২৮৭-২৮৮।

"স্থানে স্থানে সামান্য পবিবর্ত্তিত।" বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে রচিত।

(প ১০৯৯.১) (প্র ৯)	বিলাতের গল্প [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) কৃষ্ণভাবিনী দাসী [কৃষ্ণভাবিনী দাস]	সখা, জা ১৮৯২ (পৌ-মা ১২৯৮)। পৃঃ ১২-১৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

"প্রবন্ধলেখিকা অনেকদিন বিলাতে ছিলেন। বিলাতের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক জানাশুনা আছে। সখায় নিয়মিতরূপে তিনি লিখিবেন এ প্রকার আশা দিয়াছেন। আমরা আশা করি, 'সখা' পাঠক পাঠিকা, তাঁহাব মনোহর প্রবন্ধ পড়িয়া বিলাতের অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন এবং অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।"

প ১১০০ (ক)	ভুল	(শ্রীমতী) সরলাবালা সবকাব	নব্যভারত, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)। পৃঃ ৪৯৯।

"কবিতা লিখিতে যাই ছবি কেন আঁকি,
পরের হৃদয় নিয়ে করি টানাটানি,
পরানের ভাষাগুলি কোথা পেলে রাখি,
অজানা নতুন সুর কল্পনায আনি।।..."

প ১১০১ (ক)	মরণ	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)। পৃঃ ৪৮২-৪৮৩।

"কে বহিতে পারিত এ জীবনেব ভাব
আবদ্ধ রহিত যদি মরণের দ্বার।
যতই বোঝার ভারে অবসন্ন হিয়া
ততই মরণ তরে উঠে আকুলিয়া। "

প ১১০২ (ক)	মা	(কুমারী) বনলতা বন্দোপাধ্যায়, বারহনগব মহিলাশ্রম	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮) । পৃঃ ২৮৭।

মাতৃবন্দনা।

(প ১১০৩.১) (প্র ৭)	মায়ার খেলা ঃ [স্ববলিপি] [মোরা জলে স্থলে কত ছলে...] [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮-৯৯) । পৃঃ ১৪৮-১৫২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ১ম কিস্তি। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গীতিনাট্য ঃ 'মায়ার খেলা'। স্বরলিপিকার---শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। পিলু একতালা-

য় প্রথম দৃশ্যের স্বরলিপি পরিবেশিত।

(প ১১০৪ ১) মালবিকা- সরলা দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (পৌ
(প্র ৮) অগ্নিমিত্র ১২৯৮)। পৃঃ ৪৯১-৪৯৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। কালিদাসের রচিত সংস্কৃত নাটকের আলোচনা।

প ১১০৫ রাধিকা শ্রীমতী - দাসী সুবোধিনী, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)।
(ক) পৃঃ ২৫৭।

শ্রী রাধিকাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প ১১০৬ লক্ষ্যহীন জীবন (শ্রীমতী) সরলাবালা বামাবোধিনী, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)
(ক) দেবী ১২৯৮)। পৃঃ ২৮৭-২৮৮।

জীবনকান্ডারী বিশ্ববিধাতার কাছে লক্ষ্যহীন জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দেবার জন্য প্রার্থনা।

প ১১০৭ শ্রীকৃষ্ণ শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী নব্যভারত, ১৮৯২ (পৌ ১২৯৮)।
(ক) [মানকুমারী বসু] পৃঃ ৪৯৯।

রাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রেম কাহিনী ও রাধার বিরহের কথা।

প ১১০৮ সুরেশের উপহার (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (পৌ
(গ) ১২৯৮)। পৃঃ ৪৬৬-৪৬৯।

সামাজিক গল্প।

প ১১০৯ সূতিকা গৃহে হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (পৌ
(প্র ৬) বানরত্ব ১২৯৮)। পৃঃ ৪৮৩-৪৯৮।

বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার লুই রবার্টসন 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় মানুষের অভিব্যক্তি বিষয়ে ডারুইনের মত পোষণ করে কতকগুলি লক্ষণ শিশুদের মধ্যে লক্ষ্য করেন। তিনি সে বিষয়ে যে কৌতুহলজনক বিবরণ প্রকাশ করেছেন—আলোচ্য প্রবন্ধে সেই বিবরণের মর্ম-অনুবাদ করা হয়েছে।

১২৯৮ মাঘ (১৮৯২)

প ১১১০ আদরের না শরৎকুমারী চৌধুরানী সাধনা, ১৮৯২ (মা ১২৯৮)।
(গ) অনাদরের পৃঃ ২৫১-২৫৮।

ছেলেরা আদরের, আর মেয়েরা অনাদরের বস্তু। কিন্তু বংশ রক্ষার জন্য পুত্রসন্তানবতি বৌমা হ'ল আদরের। ছেলেমেয়েদের প্রতি এই বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে লেখা গল্প।

প ১১১১ ঋণ পরিশোধ হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (মা
(গ) ১২৯৮)। পৃঃ ৫২৭-৫৩০।

ভগ্নীর মৃত্যুর ঋণ পরিশোধের গল্প।

(প ১০৫৯.২) একাল ও (শ্রী) শরৎকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (মা
(প্র ৩) একালের মেয়ে চৌধুরানী ১২৯৮)। পৃঃ ৫৬৬-৫৬৭।

[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ১১১২ (ক) | কবিতার জন্ম | হিরণ্ময়ী দেবী | ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (মা ১২৯৮)। পৃঃ২৬-৫২৭।

কবি হৃদয়ে সৃষ্ট শব্দ থেকে কবিতার জন্ম বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ১১১৩ (প্র ১) | ধর্ম্মবিজ্ঞান | (শ্রী) হিরণ্ময়ী দেবী | ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (মা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৫১-৫৬১।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক। বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্মে উৎকর্ষতা লাভ বিষয়ে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের ভিত্তি বিষয়ক

(প ১০৬২.৩) (প্র ৯) | পত্র (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) | (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (মা ১২৯৮)। পৃঃ ৫১৯-৫২৫।

[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ১১১৪ (প্র ১০) | বিবিধ প্রসঙ্গ | (শ্রীমতী) স্বর্ণকমারী দেবী | ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (মা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৫০-৫৫১।

অভাববোধই অসুখ, সংসারে আদরনীয় মৃত্যু, ইত্যাদি নানা বিষয়ক আলোচনা।

প ১১১৫ | বিলাতি খেলাঘর | সখা [কৃষ্ণভাবিনী দাস] | পরিচারিকা, ১৮৯২, (মা ১২৯৮)। পৃঃ-২২১-২২৪।

"বিলাত হইতে প্রত্যাগত কোন সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।" বিলাতি খেলাঘর অর্থাৎ 'নর্সারি'-র বিষয়ক প্রবন্ধে শিশুদের নানারকম খেলা ও খেলার সামগ্রীতে ভরপুর এই ঘরটির বর্ণনা ও ক্রীড়ারত শিশুদের আচাবআচরণের কথা।

(প ১০৯৯.২) (প্র ৯) | বিলাতের গল্প ঃ বাহিরের খেলা | (শ্রীমতি) কৃষ্ণ-ভাবিনী দাস | সখা, ফে ১৮৯২ (মা-ফা ১২৯৮)পৃঃ ২৩-২৬।

[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

(প ১১১৬) | মাঘমেলা | (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (মা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৭০-৫৭২।

বাঙলার মেয়েদের মাঘ মাসের ব্রত ও এই উপলক্ষে মেলা, ব্রত উদ্‌যাপনের কারণ ও ব্রতী নারীদের বর্ণনা করা হয়েছে।

"পবিত্র মাঘের মেলা, গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা
মরি কি অপূর্ব দৃশ্য, রূপের তুফান
পা দুখানি খোলাখোলা, হাতে প্রদীপের থালা,
ঈষৎ-ঘোমটা টানা উজল বয়ান।...'

(প১১০৩.২) মায়ার খেলা ঃ (শ্রীমতী) ইন্দিরী দেবী সাধনা, ১৮৯২ (মা ১২৯৮-৯৯)।
(প্র ৭) [স্বরলিপি] পৃঃ২১৮-২২২।
[পথহারা তুমি...;
জীবনে আজ...;
কাছে আছে...;
যেমন দখিনে....;
কাছে কাছে...;]
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বররলিপি। ২য় কিস্তি। ইমন কল্যাণ-একতালা; মিশ্র বাহার-কাওয়ালি; কাফি-খেম্‌টা; মিশ্র বাহার - কাওয়ালি; [এবং] কাফি - খেম্‌টা-'য় পাঁচটিগানের স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১১১৭ 'শিক্ষিতা নারী'র (শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দস সাহিত্য, ১৮৯২ (মা ১২৯৮)।
(প্র ৩) প্রতিবাদ পৃঃ৪৭৪-৪৭৮।
স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য।

প ১১১৮ পূর্ণিমা শ্রীমতী মাঃ সখা, ফে ১৮৯২ (মা-ফা
(ক) [মানকুমারী বসু] ১২৯৮)। পৃঃ ২০-২১।
পূর্ণিমার চাঁদের মতো শিশুদের হৃদয় অপরূপভাবে সুশোভিত হবার প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ১১১৯ প্রকৃতি সাধনা শ্রীমতী-দাসী সুবোধিনী, ১৮৯২ (মা ১২৯৮)।
(ক) পৃঃ ২৮৯।

"আয় প্রাণময়ী! তুই আকাশের রানী হ'য়ে,
বিমল কুসুম ওষ্ঠে ফুলবাস বিছাইয়ে,
প্রশান্ত নয়ন কোলে তারা-জ্যোতি মিশাইয়ে,
ঢলঢল আঁখি দুটি জলস্রোতে ভাসাইয়ে,
আয় সখি আয়!"

প ১১২০ প্রিয়বালা শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী বামাবোধিনী, ১৮৯২ (মা
(ক) [মানকুমারী বসু] ১২৯৮)। পৃঃ ৩১৯-৩২০।
প্রিয়বালা নাম্নী কোন বালিকার জন্মদিনে আশীর্বাদ জানিয়ে লেখা।

প ১১২১.১ বিফল মিলন ঃ (শ্রী) সরোজকুমারী ভারতী ও বালক, ১৮৯২
(না) [১ম-৫ম দৃশ্য] দেবী (মা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৪২-৫৪৯
[ক্রমশঃ]
"নদীতীরে বিনয় ও করুণা।" ক্রমশঃ প্রকাশিত ক্যাব্যাকারে নাটক। ১ম কিস্তি।

১২৯৮ (ফাল্গুন)

প ১১২২ অভিমন্যু শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] নব্যভারত, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৬৫-৫৬৬।

বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুকে 'চক্রব্যূহ'-এ সপ্তরথী মিলে অন্যায়ভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবার কাহিনী।

"মরেছে কি? মরেনি তো, সে যে বীরবর—
মৃত্যু তার প'ড়া পা'য়,
ছুঁইতে পারেনি তা'য়,
সে যে ছিল মরণের অনেক উপর।..."

প ১১২৩ অভিমানে প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৩৫২।

কোন অধম, অভাগা, স্নেহ-ভালবাসাকাঙ্খী অভিমানী নারীর দুঃখ।

প ১১২৪ (প্র ৭) আকার মাত্রিক স্বরলিপি ঃ অন্তরের ধন (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী তত্ত্ববোধিনী, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ২২২।

মহিসুরী ভজন-একতালা-য় পরিবেশিত।

প ১১২৫ আমি কে? কুঃ রা [কুমুদিনী রায়] বামাবোধিনী, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৩৬০-৩৬৩।

বর্তমান চিন্তামূলক প্রবন্ধে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট মানুষকে নিছক আমিত্বের বড়াই অথবা আত্মজিজ্ঞাসার অতল সমুদ্রে না হারিয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছেতেই সহজভাবে চলার কথা বলা হয়েছে। মানুষের চিন্তা ও কার্যধারার সংকীর্ণ সীমার সত্য উপলব্ধির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

প ১১২৬ (ক) এইখানে (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯২, (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৭৫-৫৭৬।

প্রকৃতির শান্তিময় কোল দুঃখময় জীবনের বিশ্রামস্থল বলে উল্লিখিত হয়েছে।

প ১১২৭ (ক-গা) একই গান (শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৮২।

পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নূতনকে বরণ করার গান।

প ১১২৮ (গ) কৃপণের নামের মহিমা (শ্রী) নীরদবরণী গুপ্তা শিক্ষা-পরিচয়, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ২৫৭-২৬০।

নীতিমূলক গল্প। অতি কৃপণ কেশবচন্দ্র সিংহের নাম উচ্চারণের কুফলসম্বন্ধীয় গল্পটিতে সমাজে অর্থব্যয়ের পন্থা অনুযায়ী তিন শ্রেণীর লোকের কথা বলা হয়েছে।

প ১১২৯ (ক) জীবন জলের মত — বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৬৪৮।

প্রকৃতির শান্ত, নির্জন পরিবেশ শ্রান্তি ও ক্লান্তিহারা সুখ শয়নের স্থানরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

প ১১৩০ (গ) নীলাম — (শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৮৯-৫৯৩।

অনাথ ও আশ্রিত বালক অতুলের আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীর প্রতি পরবর্তী জীবনে মহানুভবতা ও উপকারের গল্প।

প ১১৩১ (ক) প্রেমগীতি — (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — সাহিত্য, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৭৫।

লিরিক-ধর্মী কবিতা।

প ১১৩২ (প্র১০) প্রশ্নোত্তর — শ্রী লেখিকা — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৩৬৪-৩৬৬।

ধার্মিক, সামাজিক, নৈতিক বিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর।

প ১১৩৩ (ক) ফুল — বালিকার রচনা — সখা, মার্চ ১৮৯২ (ফা-চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৭১।

"ফুলের মতন সুন্দর এমন
দেখি নাই কোন ঠাঁই,
রূপে অতুলন ভুবন মোহন
দেখিয়া আঁখি জুড়াই।...'

প১১৩৪ (ক) বড় ভালবাসি — শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] — সখা, মার্চ ১৮৯২ (ফা-চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৫৪-৫৫।

প্রকৃতি-প্রেম বিষয়ক কবিতা।

প ১১৩৫ (ক) বিধবার সুখ — (শ্রী) সুশীলাসুন্দরী দাসী — নব্যভারত, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৭০-৫৭১।

"কে বলে রে বিধবার জীবন অসার?
অভাগ্য তাদের মত নাহি কারো আর,
কে বলে বিধবা প্রাণ, জ্বলন্ত শ্মশান সম,
নিরাশার অনল তথা দহে অনিবার?..."

(প ১১২১.১) (না) বিফল মিলন ঃ [৬ষ্ঠ-৯ম দৃশ্য] [ক্রমশঃ] — (শ্রী সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৯৩-৫৯৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কাব্যাকারে নাটক। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১১৩৬ (ক)	বিরহে	(শ্রী) সরো দেবী	সাহিত্য, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৫৭৬।
	লিরিক-ধর্মী কবিতা।		
(প ১০৯৯.৩) (প্র ৯)	বিলাতের গল্প ঃ কলেজ জীবন [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) কৃষ্ণ-ভাবিনী দাস	সখা, মার্চ ১৮৯২(ফা-চৈ১২৯৮)। পৃঃ ৪৩-৪৬।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।		
(প১১৩৭.১) (প্র ৭)	"ব্রহ্মসঙ্গীত" হ'তে ঃ স্বরলিপি ঃ [দরশন দাও...] [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮-৯৯)। পৃঃ ৩১৯-৩২০।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ১ম কিস্তি। সুরট-তেওট-এ স্বরলিপি পরিবেশিত।		
প১১৩৮ (প্র১)	মনে মনে বার্ত্তাবহন বা মেন্টাল টেলিগ্রাফী	হিরন্ময়ী দেবী. [অনুবাদক]	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৬২৩-৬৩২।
	হার্পাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত মার্ক টোয়েনের লেখা 'মেন্টাল টেলিগ্রাফি' নামক রহস্যাত্মক প্রবন্ধটির অনুবাদ রচনা।		
(প ১১০৪.২) (প্র ৮)	মালবিকা অগ্নিমিত্র	সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। পৃঃ ৬৪০-৬১১।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।		
(প ১১০৩.৩) (প্র ৭)	"মায়ার খেলা" হ'তে ঃ স্বরলিপি ঃ [আমার পরাণ...] [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮-৯৯)। পৃঃ ৩১৬-৩১৮।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ৩য় কিস্তি। মিশ্র কানেড়া কাওয়ালি,-তে স্বরলিপি পরিবেশিত।		
প ১১৩৯ (প্র১)	লজ্জাশীলতা	শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (ফা ১২৯৮) । পৃঃ ৩৩০-৩৪২।
	লজ্জাশীলতার গুণগান।		

(প১১৪০.১) (প্র৯)	হিমালয় ভ্রমণ [ক্রমশঃ]	(কুমারী) নলিনীবালা বসু	সখা, মার্চ ১৮৯২ (ফা-চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৪০-৪৩।

"বালিকার লিখিত"। ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকথা। ১ম কিস্তি। ২য় ও শেষ কিস্তি থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে। দার্জিলিং থেকে ৪৮ মাইল দূরে তুষরাবৃত ফেলুট ও টংলু ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১২৯৮ চৈত্র (১৮৯২)

প ১১৪১ (ক)	একা	(শ্রী) হিরন্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৬৭২।

বনের মাঝে একাকিনী লতিকার কথা।

প ১১৪২ (ক)	ছায়া	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৬৫৬।

ছায়ার রূপমাধুরী ও প্রকৃতিতে তার খেলা বিষয়ক।

প ১১৪৩ (ক)	নববর্ষের সন্ধ্যায়	(শ্রী) সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৬৫৮-৬৬০।

টেনিসনের 'New Year's eve' কবিতাটির অনুবাদ।

"ডেকো তুমি প্রভাতে আমায়, মা তোমার, সুমধুর স্বরে,
কাল আমি দেখে লব নববর্ষে নব প্রভাকরে!
শেষ এই নববর্ষ মাগো দেখে লব কাল শেষবার,
তারপর সমাধির তলে ঘুমাব, মা কেঁদনা আমার।...."

প ১১১৪ (ক)	পড়িয়া ছড়ায়ে	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (চৈ১২৯৮)। পৃঃ ৩৬৭।

"পড়িয়া ছড়ায়ে জগতের মাঝে,
দিবানিশি ঘুরি সদা মিছে কাজে,
ওগো, আপনে আনিতে আপনার মাঝে,
কি করে পারিব হায়!..."

প ১১৪৫ (ক)	প্রবোধ	অনামা	সুবোধিনী, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৩৬৭।

"জানি সখি তিনি হৃদয়ের ধন
তিনি হৃদয়ের স্বামী;
পরম পুরুষ, মানুষ রতন,
মনের অন্তরযামী।...."

প ১১৪৬ (ক) বসন্তের রাণী ঃ বসন্তের সন্ধ্যায় — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৬৫৭-৬৫৮।

"টেনিসন হইতে অনুবাদিত। The May-Queen" দীর্ঘ পয়ার ছন্দে রচিত।

"ডেকো তুমি প্রভাতে আমায়, মা আমার, ডাকিও প্রভাতে,
মাগে সেই সুখময় দিন বর্ষ পরে আসিবে জগতে!
হরষের নববর্ষ মাগো, আনন্দের সেই দিনখানি!
মাতোয়ারা হৃদয় আমার, কাল আমি বসন্তের রানী!..."

প ১১৪৭ (ক) "বিষবৃক্ষ" — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — সাহিত্য, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৫৯২-৫৯৪।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্রগুলি কাব্যাকারে বর্ণিত হয়েছে।

প ১১৪৮ (ক) বেদনা বা দুঃখ — গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — বামাবোধিনী,১৮৯২, (চৈ১২৯৮)। পৃঃ ৩৬৭।

জীবনের অতৃপ্তির হাহাকার ও নানা কু-আচরণের দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে।

(প ১১৩৭ ২) (প্র ৭) "ব্রহ্মসঙ্গীত" হ'তে ঃ স্বরলিপি ঃ [দেখি হৃদয়ে সদা...] [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯২(চৈ ১২৯৮-৯৯)। পৃঃ ৪২৪-৪২৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ২য় ও শেষ কিস্তি। নিসাসাগ-ঝাঁপতাল-এ স্বরলিপি পরিবেশিত।

(প ১১০৩.৪) (প্র ৭) "মায়ার খেলা" হ'তে স্বরলিপি ঃ [সখি, সে গেল...] [ক্রমশ ঃ] — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮-৯৯)। পৃঃ ৪১৪-৪২৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ৪র্থ কিস্তি। বেহাগ-খেমটায় স্বরলিপি পরিবেশিত।

(প ১১০৪ ৩) (প্র ৮) মালবিকা-অগ্নিমিত্র — সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৬৭৩-৬৮২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ১১৪৯ (ক) শেষ — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)। পৃঃ ৬৬৮-৬৬২।

"অনুবাদে অনেকগুলি ফুলের নাম ও লোকের নাম বাঙ্গলায় দিতে হইয়াছে নহিলে কবিতার মাধুর্য্য হ্রাস হয়। —পাদটীকা।" টেনিসনের কবিতার অনুবাদ।

"এখনোত রয়েছি জননী, ভেবেছিনু চলে যাব হায়;
মেষের শাবক ডাকে মাঠে ওই দূরে তাই শোনা যায়,
মনে হয় কি বিষাদ ভরা নববর্ষে প্রভাত নূতন,
অপরাজিতাটি হেথা রবে নীহার না আনিতে মরণ।...."

প ১১৫০ সান্ত্বনা অনামা সুবোধিনী, ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)।
(ক) পৃঃ ৩৬৭।

"কেন সখি হইলি এমন?
ছাড়ি বৃন্দাবন যবে প্রাণ প্রিয়তম,
মথুরায় করিল গমন,
কি জানি কেন যে তোর হইল শরম,
ফুটিল না একটি বচন।...."

১২৯৯ বৈশাখ (১৮৯২)

প ১১৫১ আপনা হতে তুমি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২
(ক) আপনা (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৩।
লিরিক-ধর্মী কবিতা।

প ১১৫২ কেন স্মৃতি (শ্রী) প্রমীলা নাগ সাহিত্য, ১৮৯২
(ক) |প্রমীলা নাগ (বসু)| (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৭০।
অন্ধকার জীবনে হাসি ও আনন্দভরা স্মৃতির আলোয় পরিপূর্ণ হবার কথা বলা হয়েছে।

প ১১৫৩ কৃষ্ণঃ (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু সাহিত্য, ১৮৯২
(ক) |বিনয়কুমারী ধর (বসু)| (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৭০।

"বেলা যে প'ড়ে এল, দিন যে যায়!
বহিছে ঝুরু ঝুরু দখিনা বায়,
আকাশে মেঘ-গিরি, ভাসিছে ধীরি ধীরি,
ঘিরেছে মাঠখানি সাঁঝের ছায়!..."

(প ১১৫৩.১) গৃহলক্ষ্মী শ্রীমা বামাবোধিনী, ১৮৯২
(গ) |ক্রমশঃ| |মানকুমারী বসু| (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ২০-২৪।
"দুই সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইবে।" ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক গল্প। ১ম কিস্তি। মুকুল নাম্নী এক আদর্শ চরিত্রের গৃহলক্ষ্মীর কাহিনী। যে যথার্থ সহধর্মিনী, সহকর্মিনী ও সহযোগিনী হয়ে স্বামীকে উন্নতির পথে ও শ্বশুরকুলকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

প ১১৫৫ (ক) — বসন্ত আহ্বান — শ্রী নী — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ২৯।

"এস গো বসন্ত এস সৌন্দর্য্যের প্রতিমাখানি।
পিক পিকবধু সাথে গাহে তব আগমনী।...."

প ১১৫৬ (প্র ৭) — "ব্রহ্মসঙ্গীত" হ'তে ঃ স্বরলিপি ঃ [কি গাব আমি...] — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯২ (বৈ১২৯৯)। পৃঃ৫৪৬-৫৪৮।

রাগিনী কানাড়া-তাল একতালা-য় রচিত স্বরলিপি সঙ্গীত সহ পরিবেশিত।

প ১১৫৭ (প্র ৮) — রতি বিলাপ — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৩-৪৮।

সংস্কৃত কাব্য আলোচনামূলক প্রবন্ধ।

প ১১৫৮ (প্র ৭) — শুধু (নূতন গান) ঃ [শুধু যাওয়া আসা...] — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯২ (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৫৪৩-৫৪৮।

"নূতন গান। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত।" রাগিনী মিশ্র বেহাল-তাল ফেরতা-য় স্বরলিপি সঙ্গীতসহ পরিবেশিত।

প ১১৫৯ (প্র ৭) — সংস্কৃত গান ঃ স্বরলিপি [মন্দং মন্দং....] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৫৪-৫৮।

"এই গানটী পুনা বালিকা বিদ্যালয়ের একটী আট নয় বৎসরের বালিকা কর্তৃক গীত হইয়াছিল। ইহার চতুর্থ শ্লোকের তৃতীয় চরণের কোন মানে হয় না। ঐ চরণে এবং আরো কোন কোন স্থানে ও ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে। সে দোষ রচয়িতার বোধ হয় না, সম্ভবতঃ বালিকার ভুল হইয়া থাকিবে। শ্রী স।"—পাদটীকা। সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্কেত ও সংস্কৃত গানটির স্বরলিপি বেহাগ কাওয়ালি-তে পরিবেশিত।

প ১১৬০ (প্র ৯) — সতী — লাবণ্যপ্রভা বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৩-৬।

দক্ষকন্যা সতীর জীবন ও সাধনার কথা।

(প ১১৬১.১) (প্র ৩) — হিন্দুরমণীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা। [ক্রমশঃ] — (শ্রী) কুলবালা দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (বৈ ১২৯৯)। পৃঃ ২৯-৩০

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। অতীত ভারতবর্ষে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হিন্দুরমনীর অধিকার ও শিক্ষার কথা। বর্তমান নারীশিক্ষার আলোচনা

ও উপযুক্ত পাঠক্রম নির্ধারণে সংকীর্ণতামুক্ত, লজ্জাশীল, মার্জিত-বুদ্ধি স্ত্রীলোক তৈরী করার কথা বলা হচ্ছে।

১২৯৯ জৈষ্ঠ্য (১৮৯২)

(প ১১৫৪.২) (গ) গৃহলক্ষ্মী [ক্রমশঃ] — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৪-৪৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক গল্প। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১১৬২ (প্র ৭) জাপানে ফুলবিন্যাস — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ১০৮-১০৯।
ধর্মভাব থেকে সৃষ্ট জাপানে পুষ্পবিন্যাস-এর ইতিহাস ও এর শিল্পচাতুর্য্য বিষয়ক।

প ১১৬৩ (ক) ধরার ধারা — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ ১৯০।
নিজের দোষ না দেখে পরের দোষ দেখার রীতিকে নিয়ে লেখা।

প ১১৬৪ (ক) নববধূ — (শ্রী) গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী — সাহিত্য, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ১২৪-১২৫।
কোনও নববধূর পতিগৃহে প্রথম আগমন ও অভ্যর্থনার স্মৃতি।

(প ১০৬২.৪) (প্র ৯) পত্র [ক্রমশঃ] — (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ ১১১-১১৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী। ৪র্থ কিস্তি।

(প ১০৯৯.৪) (প্র ৯) বিলাতের গল্প ঃ ইংরেজদের শিষ্টাচার ও একটি আদর্শ ভদ্রলোক [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) কৃষ্ণভাবিনী দাসী — সখা, জু ১৮৯২ (জ্যৈ-আ ১২৯৯)। পৃঃ ১০১-১০৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৪র্থ কিস্তি। এই পর্বে ইংরেজদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সদালাপ ইত্যাদি গুণের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

(প ১১৬৫.১) (প্র ৮) মালতী মাধব [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৯৮-১০৩।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সংস্কৃত নাটকের আলোচনা। ১ম কিস্তি। ভবভূতি রচিত মূল সংস্কৃত নাটকটি একটি প্রকরণ অর্থাৎ দশ-অঙ্কের নাটক। এই নাটকের সংযম, পুঞ্জীভূততা ও দ্রুততার সমালোচনা।

প ১১৬৬ (গ) সম্পাদকের চিত্রচয়ণ ঃ — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ ১০৩-১০৮।

জাপানী উপাখ্যান

জাপানে ইয়োদা নগরের অনতিদূরে মগুরো নামক ক্ষুদ্র গ্রামে 'শিয়োকুর সমাধি মন্দির'-এর ঐতিহাসিক এক প্রেমকাহিনী। প্রেমিক যুগলের নাম ঃ গোবপাচী ও কোমুরাসাকী।

প ১১৬৭ (ক)	সসীম ও অসীম	(শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ ১১০।

"সসীমে অসীমে মিশি,
গাহিতেছে দিবানিশ,
এক মহা বিলাপের তান,..."

প ১১৬৮ (ক)	সাধক	(শ্রী) প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	নব্যভারত, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৯০-১৯২।

বিশ্বের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য কোন এক প্রাণের সাধক বিশ্বময় মহৎ, সুন্দর, সরল, তেজস্বী-প্রেমিক, উদার ও জিতেন্দ্রিয় প্রাণের সন্ধানী।

প ১১৬৯ (প্র ৭)	স্বরলিপি ঃ [মান্দ্রাজী ভজন ঃ প্রণমামি অনাদি, ...]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯। পৃঃ ৮৭-৯৩।

"ভুল সংশোধন-গতবারের সংস্কৃত গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে সন' ধপ' র্সন' হইবে।" সঙ্গীতের তাল সম্বন্ধে আলোচনা। মান্দ্রাজী ভজন থেকে পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় দ্বারা যে ব্রহ্মসঙ্গীতটী ভাঙ্গা হয়েছিল তার স্বরলিপি একত্রে দেওয়া হয়েছে। স্বরলিপিটি বেগড়া-কাওয়ালী-তে পরিবেশিত। সঙ্গীতটীর আরম্ভ ঃ "বনমালী সুরালী কপালী..."।

(প ১১৬১.১) (প্র ৩)	হিন্দুরমণীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা [ক্রমশঃ]	(শ্রী) কুলবালা দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৬৩-৬৪।

"পূর্ব্বের ক্রমশঃ।" ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৯৯ আষাঢ় (১৮৯২)

প ১১৭০ (প্র ৭)	ঐ বুঝি বাঁশি বাজে ঃ [রাজা ও রানী হইতে] স্বরলিপি	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ১২০-১২৫।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রানী' নাটকের সঙ্গীতটি রাগিনী মিশ্র-কাওয়ালি-তে পরিবেশিত।

প ১১৭১ (ক)	খোকা	(শ্রীমতী) সরোজ-কুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৬।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

প ১১৭২ (গ)	ক্ষমা	কু, রা [কুমুদিনী রায়]	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ৭২-৭৫।

মহাভারতেব কাহিনী অবলম্বনে। অশ্বত্থামাকে দ্রৌপদীর ক্ষমা করার কাহিনী।

প ১১৭৩ (ক)	তরুর বিলাপ	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৬।

তরুর প্রতি লতার ভালবাসা ও পরস্পরের সম্পর্ক।

(প ১০৬২.৫) (প্র ৯)	পত্র [ক্রমশঃ]	(শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৭-১৭০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী। ৫ম কিস্তি।

প ১১৭৪ (ক)	বরষা	কু, রা [কুমুদিনী রায়]	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ৮৪-৮৭।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ১১৭৫ (ক)	বৈরাগিনী বালিকা	(শ্রী) নিস্তারিনী দেবী, কানপুর	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ৯৪।

জটাধারী, মলিন বসনা, কাতর নয়না কোন বালিকাকে মমতার বন্ধনে বাঁধার ইচ্ছে প্রকাশিত হয়েছে।

প ১১৭৬ (প্র ৭)	মহীশূরী গান ঃ [শ্রী ত্রিপুরাসুন্দবী ...]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ১২৪-১৩৫।

মহীশূরী দেশ-একতালায়-য় রচিত স্বরলিপি। এই গানটি মহীশূরের মহারানী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে একটী ৭/৮ বছরের বালিকার কণ্ঠে গীত হয়। বালিকাটী দেশরাজ রঙ্গচার্লুর দৌহিত্রী।

প ১১৭৭ (ক)	শিবপূজা	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

মহাদেবের আরাধনায় শিবত্ব প্রাপ্তির আশা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১১৭৮ (প্র ৩)	সংসারে শিশু	(শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস	সাহিত্য, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ১৪৯-১৫২।

শিশুর লালন-পালন ও তার বিকাশ সাধন সম্পর্কিত আলোচনা।

প ১১৭৯ (না) সম্পাদকের চিত্রচয়ন ঃ জাপানী প্রহসন — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ১৪৮-১৫৫।

'চিত্রচয়ন', এখানে চিত্র অর্থে 'বিচিত্র' বুঝিতে হইবে, 'ছবি' নহে। দু'চারিজন পাঠক উহার ছবি অর্থ করিয়া কথার সহিত মিলাইতে না পারিয়া আমাদের জানাইয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধে এই নোট করিতে বাধ্য হইলাম। ভাং সাং।" জাপানের কেন বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত ও গ্রামবাসীদের নিয়ে নাট্যরচনা।

প ১১৮০ (ক) হায় — (শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী — ভাবতী ও বালক, ১৮৯২ (আ ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৫।

"হায়—ক্ষুদ্র এ এক কথা—
তার মাঝে কত আকুলতা!
তার মাঝে কি গভীর ব্যাথা!..."

১২৯৯ শ্রাবণ (১৮৯২)

(প ৯৯৭.৬) (প্র ৯) আর্যমহিলা ঃ শৈব্যা [ক্রমশঃ] — শ্রী মা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী. ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ১০১-১০৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত আর্য্য মহিলাদের জীবন কাহিনী। ৬ষ্ঠ কিস্তি। রাজা হরিশচন্দ্রের সহধর্মিনী শৈব্যার জীবন কথা।

প ১১৮১ (ক) তিনটি ফুলের মালা — (শ্রী) সুমতি মজুমদার — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ১২৫।

সাধু, ভক্ত ও স্বামী—ভারতমাতার এই রত্নত্রয়ের উপহারের জন্য গ্রথিত তিনটি মালার উল্লেখ করা হয়েছে।

"তিনটী ফুলের মালা গাঁথিয়াছি আমি,
জানিনাক কারে ইহা দিব উপহার,
উপযুক্ত পাত্র এর সাধু, ভক্ত, স্বামী,
তিনটী রতন এই ভারতমাতার।...."

প ১১৮২ (প্র ৭) বর্ষার গান ঃ এ ভরা বাদর... — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ২০০-২০৪।

"...পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানের সুর রচয়িতা।" মিশ্র মল্লার-তাল ফেরতা্-য় রচিত স্বরলিপি।

প ১১৮৩ (প্র ৭) বর্ষার দিনে ঃ [মানসী হইতে]ঃ — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ২২২-২২৮।

|স্বরলিপি| ঃ
|এমন দিনে...|
" 'মানসী'-র এই কবিতাটির চতুর্থ শ্লোকটি সুরে বসানো হয় না। ষষ্ঠ শ্লোকের সুর দ্বিতীয়টিরই অনুরূপ। সেইজন্য স্বতন্ত্র স্বরলিপি দেওয়া হয় নাই।" রাগিনী দেশমল্লার-রূপক- এ স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১১৮৪ (প্র ৯) বাঙালী ও মাবহাট্টী — শ্রী নব্যবাঙ্গালী |সরলা দেবী| — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ২০৫-২১৩।
সূচীপত্র থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে। পুনার ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক পত্রে বাঙালী ও মারাঠীদের বিষয়ে আলোচনা।

প ১১৮৫ (ক) বালিকার প্রেম — (কুমারী) কুসুমকুমারী দাস, |কুসুমকুমারী দাস, বরিশাল, বালিকা বিদ্যালয়| — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ১২৪-১২৫
প ১২৩৩ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"মুগ্ধা বালা এ সংসারে প্রেমের কনক-তারে
চায় নাই বাঁধিবারে মানবের প্রাণ;
বিজন প্রান্তর মাঝ পবিত্র সোনার সাঁঝে
শুনিয়াছি বালিকার প্রাণভরা গান।..."

(প ১১৮৬.১) (উ) মহামুহূর্ত্ত |ক্রমশঃ| — শ্রীমা |মানকুমারী বসু| — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ১০৮-১১১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি। ক্ষমা-র সঙ্গে তাঁর শৈশব সহচর সত্যপ্রিয়ের মিলনের মহামুহূর্ত্ত থেকে উপন্যাসের শুরু। পরোপকারী ও গীতার আদর্শে ব্রতী আদর্শবাদী দুই জীবন সহচরের কাহিনী।

(প ১১৬৫.২) (প্র ৮) মালতী মাধব |ক্রমশঃ| — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ২১৩ ২২১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সংস্কৃত নাটকের আলোচনা। ২য় কিস্তি।

প ১১৮৭ (ক) সমর্পণ — (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — সাহিত্য, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ২৬৯।
শুভ পরিণয় উপলক্ষে কুমারী কন্যাকে সমর্পণ করতে জননী হৃদয়ের ব্যথা।

প ১১৮৮ (প্র ১০) সম্পাদকের চিত্রচয়ন ঃ পিয়ের লোটি — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ২২৮-২৩৫।
"এপ্রিল মাসে 'ফটনাইটলি রিভিউ' পত্রিকায় ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ লেখিকা উইডা

ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ লেখক পিয়ের লোটির 'করুণা ও মৃত্যুর কথা' নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন..."। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁর লেখা গ্রন্থ থেকে 'কথা'গুলো অনুবাদ করা হয়েছে।

প ১১৮৯ (ক) সেই ফুল (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯২ (শ্রা ১২৯৯)। পৃঃ ২৬৯।

"কবে যেন স্বপনেতে আধ-ভাঙ্গা ঘুমঘোরে
যতনে কে দিয়েছিল একটি কুসুম মোরে,
ফুটন্ত লাবণ্যমাখা সেই পরিজাত ফুলে
ভ্রমেতে ঘুমের ঘোরে রেখেছিনু হৃদে তুলে!..."

১২৯৯ ভাদ্র (১৮৯২)

প ১১৯০ (ক) আকুল রোদন শ্রীনী— বামাবোধিনী, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৮।

"গভীর নিশীথ, নীরব ধরণী
নাহি কোন কোলাহল;
এ হেন সময়ে, কোন্ অভাগিনী
ফেলিতেছে অশ্রুজল?..."

প ১১৯১ (ক) আবাহন কোন হিন্দুমহিলা দাসী, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ৬৫।

"আয় লো ভগিনী, সবে মিলি আয়,
জগতের তরে, ঢালি গো প্রাণ!
এ জীবন বোন, ছেলেখেলা নয়;
পাপী, তাপী হেরে কাঁদে কি প্রাণ!..."

প ১১৯২ ইংরাজদের পর্ব্ব (শ্রীমতী) কৃষ্ণভাবিনী দাস সখা, সে ১৮৯২ (ভা-আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ১৩৭-১৩৯।
ইংরাজদের 'খৃস্টমাস ডে' ও 'খৃস্টমাস ইভ' পর্বের কথা।

প ১১৯৩ (প্র ৭) কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়ঃ [নূতন গান]ঃ [স্বরলিপি] (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী সাধনা, ১৮৯২ (ভা-আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩৫৮-৩৬২।
ভৈরবী-একতালায় স্বরলিপি রচিত।

প ১১৯৪ (ক) চোরধরা (শ্রীমতী) সরলাবালা দাস [সরলাবালা সরকার] সাহিত্য, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ৩৩১-৩৩২।

চিরআকাঙ্খিত সকল হৃদয়ে লুক্কায়িত শ্রীভগবানকে নিজের মাঝে উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে।

প ১১৯৫ (ক) পুঁটুর হাসি (ঠাকুরমাতার আনন্দ) (শ্রীমতী) কৃষ্ণ-ভাবিনী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৭।

"পুঁটুরানি তোমার কি সুমধুর হাসি রে।
হেরিয়া মধুর হাসি,
আনন্দ সাগরে ভাসি,
এমন সুন্দর হাসি কে তোরে শিখাল রে।...."

(প ১১৯৬.১) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ১২৯৯)। ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ২৫৬-২৬৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

প ১১৯৭ (গ) বুড়া ও বুড়ির কথা (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী সাধনা, ১৮৯২ (ভা- আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩৩৩-২৬৩।

"আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক পিয়ের লোটির 'করুণা ও মরণের কথা" নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।"

প ১১৯৮ (গ) ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ২৪৬-২৬৭।

ব্রাউনিংয়ের কবিতা 'My Last Duchess' গল্পাকারে বর্ণিত হয়েছে।

প ১১৯৯ (ক) "মন-সাবধান" (শ্রীমতী) সুশীলাবালা দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৮।

আধ্যাত্মিক কবিতা। হেমচন্দ্রের প্রভাব ছন্দে ফুটে উঠেছে।

"কি হেতু এসেছে মন সংসারে বাজারে রে?
জীবন সর্বস্ব দিয়ে কিনিতে অসারে রে?
বিপণি যতেক দেখ বাজারের মাঝারে—
মায়া, প্রবঞ্চনা তায় সাজায়ে রেখেছে রে।..."

(প১১৮৬.২) (উ) মহামুহূর্ত্ত [ক্রমশঃ] শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ১৩৩-১৩৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি

(প ১১০৩.৫) (প্র ৭) মায়ার খেলা : [দেলো, সখি দে...] স্বরলিপি : [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী সাধনা, ১৮৯২ (ভা ১২৯৮-৯৯)। পৃঃ ৩৫৫-৩৫৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ৫ম কিস্তি। রাগিনী দেশ-কাতয়ালি-তে পরিবেশিত।

প ১২০০ (ক) মোহ — (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা বসু] — সাহিত্য, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ৩৩২।

সংসারের কোলাহল শূন্য বাসন্তী শিশির-সিক্ত স্বপ্নময় পরিবেশের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে কবিতাটি লেখা হয়েছে।

(প ১২০১ ১) (প্র ৯) রুসিয়ার শাযণ প্রনালী — (শ্রীমতী) হিরন্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ২৬৭-২৭৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। রুসিয়র শাযণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, রাজা ও প্রজাদের কুসংস্কার, রাজার নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দেশের স্বদেশভক্ত বীর সন্তানদের কথা আলোচ্য রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে জানা যায়।

প ১২০২ (ক) সেই — গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (ভা ১২৯৯)। পৃঃ ২৮৫।

নববর্ষের নবযুগের মাঝে পরিচিত পুরোনো বছরের দুঃখ স্মরণ।

১২৯৯ আশ্বিন (১৮৯২)

প ১২০৩ (ক) আমাদের দেশ — শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩২৫-৩২৭।

দেশপ্রেমের কবিতা।

প ১২০৪ (প্র ৯) কবি শেলির শবদাহ — (শ্রী) প্রজ্ঞা দেবী — সাহিত্য, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩৯০-৩৯৩।

শেলি-র মৃত্যুকাহিনী।

প ১২০৫ (প্র ১০) তদুত্তর — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩৪৫-৩৫৫।

যোগীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জবাবে শ্রী হেমন্তকুমার রায় 'প্রত্যুত্তর' দেন এখন তদুত্তরে সরলা দেবী এই প্রত্যুত্তরের জবাব দেন।

প ১২০৬ (ক) দুরন্ত ছেলে — (শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩০৮।

বাৎসল্য রসের কবিতা।

"এখুনি দুরন্ত ছেলে বুঝেছ সকলি;
বুঝেছ সোহাগ বাণী, হৃদয়ের টানাটানি,
বুঝেছ বাহুর ডোর প্রেমের শিকলি..."

(প ১২০৭.১) নূতন ধরনের (উ) উপন্যাস ঃ নববর্ষের স্বপ্ন[১] [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩৩১-৩৩৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি।

" 'ভারতী'র পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী'তে ('ভারতী ও বালক'-এ) ইংলণ্ড হইতে মিস্ মরিস্ 'বিলাতের সচিত্র সংবাদপত্র ও তাহার কার্য্য প্রণালী' নামক যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে 'জেন্টলউম্যান' নামক পত্রিকায় সম্প্রতি যে একটী নতুন বিষয় পরীক্ষিত হইয়াছে তাহার বিবরণ দিয়াছিলেন— তাহা এই--

'এক সংখ্যা পত্রিকায় একটী উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সম্পাদক বিজ্ঞাপন দেন যে যাঁহারা ইহার ২য় অধ্যায় লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার মধ্যে যাঁহার লেখা সম্পাদক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। ... আমরা ইচ্ছা করিয়াছি 'ভারতী'তে একটি উপন্যাসের প্রত্যেক অধ্যায় ঐরূপ বিভিন্ন লেখকের দ্বারা লিখাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব কিরূপ দাঁড়ায়। 'নববর্ষের স্বপ্ন' নামক উপন্যাসের ১ম অধ্যায় এবারে প্রকাশিত হইল। আগামী ২০শে আশ্বিনের মধ্যে যাঁহারা ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার লেখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর চারটি গ্রন্থ উপহার দেওা হইবে। উপন্যাস লেখক পাঁচ অধ্যায়ে তাঁহার উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় উপন্যাসখানিও পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইলেও ভাল হয়, প্রত্যেক অধ্যায়ের লেখকগণ তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এইরূপে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখিত উপন্যাসখানি শেষ হইলে আমরা প্রথম উপন্যাসখানি সমস্তটা একেবারে এক সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

... এই প্রথম বোধহয় একটী উপন্যাসের প্রত্যেক অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।"

১। সরলাদেবীর লেখা 'নববর্ষের স্বপ্ন' উপন্যাসটি পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত। এটি 'ভারতী' র দপ্তরে জমা রাখা হয়। এবার পাঁচটি অধ্যায় বিভিন্ন জনে লিখিত হলে উপন্যাসটির রূপ কেমন দাঁড়ায় তাই পরীক্ষা করার জন্য সরলাদেবীর লিখিত প্রথম অধ্যায় ছাপিয়ে বাকি অধ্যায়গুলির জন্য লেখা আহ্বান করা হয়। যাঁদের লেখা মনোনীত হয় তাঁরা হলেন--

শ্রী·অঃ · ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় (অ ১২৯৯)
শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রী শশিভূষণ বসু ঃ তৃতীয় অধ্যায় (মা ১২৯৯)
শ্রী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ চতুর্থ অধ্যায় (ফা ১২৯৯)
শ্রীমতী সরলাবালা দাসী [সরকার] ঃ পঞ্চম অধ্যায় (চৈ ১২৯৯)
সরলাদেবী রচিত সম্পূর্ণ 'নববর্ষের স্বপ্ন' বৈ ১৩০০ সংখ্যার 'ভারতী' তে ছাপা হয়।

প ১২০৮ (প্র ১০) পঞ্চামৃত। শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সঙ্কলিত ও তৎকৃত বঙ্গানুবাদ সহ। — কোন বঙ্গমহিলা [এবং রাজনারায়ণ বসু] — নব্যভারত, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩৩৪-৩৩৯।

ভগবৎ প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ 'পঞ্চামৃত' গ্রন্থের সমালোচনা।

প ১২০৯ (ক) পথহারা — (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] — সাহিত্য, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ৩৯৬।

বিস্তীর্ণ সংসার ক্ষেত্রে মনকে কল্পনার পথে লক্ষ্যভ্রষ্ঠ না হয়ে চলার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

প ১২১০ (ক) পুতুলেব বিয়ে (প্রাপ্ত) — অনামা — সখা, অক্টোবর ১৮৯২ (আশ্বিন-কা ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৮।

"ছেলেমেয়ে ছুটির পরে মিলেমিশে সবে,
'পুতুল বিয়ে' 'পুতুল বিয়ে' মেতে গেল রবে।
এ আনছে শাড়ী কাপড় ও আনছে ফুল,
বিয়ে পাড়ায় ধুম লেগেছে নাহি যেন কুল।..."

প ১২১১ (ক) বিড়ালের ঝগড়া — শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] — সখা, অক্টোবর ১৮৯২ (আশ্বিন-কা ১২৯৯)। পৃঃ ১৫৪-১৫৫।

নীতিশিক্ষামূলক কবিতা।

প ১২১২ (ক) ব্রত — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ১৭৪-১৭৬।

পরহিত ব্রতী ভারতীয় নারীর গুণগান।

"ব্রত গ্রহণেতে ভারত রমণী
উদাসীনী বল কবে?
করি প্রাণপণ পরহিত ব্রত
পালন করিছে সবে।..."

প ১২১৩ (ক) ভাদরে — (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — সাহিত্য, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯) । পৃঃ ৩৯৬।

প্রকৃতি প্রেমের কবিতা।

(প ১২১৪.১) (ক) ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া [ক্রমশঃ] — কুমুদিনী রায় — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ১৭৯-১৮৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সমাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সম্বন্ধে যে কয়েকটী রচনা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমতী মানকুমারী বসু ও শ্রীমতী কুমুদিনী রায়ের লেখা উৎকৃষ্ট ও পারিতোষিক যোগ্য হইয়াছে। কুমুদিনী রায়ের লেখাটি অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া অগ্রে প্রকাশ করা গেল। বা.বো.স।"
কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার পবিত্র উৎসবের উদ্‌যাপন ও এর উদ্দেশ্য বিষয়ক।

প ১২১৫ (ক) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া — প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী দেবী] — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ১৮৯-১৯০।

"দেবতা ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়,
চরণ পরশে তোর,
অবনী আনন্দে ভোর,
আকাশে অমর কণ্ঠ আগমনী গায়।..."

(প ১১৮৬.৩) (উ) মহামুহূর্ত্ত [ক্রমশঃ] — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (আশ্বিন ১২৯৯)। পৃঃ ১৬৫-১৭২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

১২৯৯ কার্ত্তিক (১৮৯২)

প ১২১৬ (ক) অভিনন্দন ঃ (আলো ও ছায়া প্রণেত্রীর প্রতি) — প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ২২২।
"আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায়ের উদ্দেশ্যে।

প ১২১৭ (গ) আমাদের পুতুলের বিয়ে — শরৎকুমারী চৌধুরানী — সাধনা, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ৪৯৬-৫০৯।
উপদেশমূলক গল্প। পুতুল খেলাকে অবলম্বন করে নাতনীর উদ্দেশ্যে দাদুর উপদেশ।

প ১২১৮ (ক) কোকিলের দুঃখ — শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] — সখা, ন ১৮৯২ (কা-অ ১২৯৯)। পৃঃ ১৬৪-১৬৫।
শীতরানীর রাজত্বে কোকিলের দুঃখকাহিনী।

প ১২১৯ (গ) ঘরের লক্ষ্মী — সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] — সাহিত্য, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ৪৩৯-৪৪৯।
লেখিকা নাম সূচীপত্র থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। সহজ, সরল ঘরের লক্ষ্মী চারুর জীবনে নির্মম পরিণতির গল্প।

(প ১০৯৬.২) (উ)	ফুলের মালা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ৩৯৯-৪০৬।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।		
(প ১০৯৯.৫) (প্র ৯)	বিলাতের গল্প ঃ [লন্ডন] [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) কৃষ্ণ-ভাবিনী দাস	সখা, ন ১৮৯২ (কা-অ ১২৯৯)। পৃঃ ১৭৩-১৭৪।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৫ম ও শেষ কিস্তি।		
প ১২২০ (ক)	বিশ্ব	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ৩৯৭-৩৯৮।
	বিশ্বসৌন্দর্যের বর্ণনা।		
(প ১২১৪.২) (ক)	ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া	কুমুদিনী রায় [ক্রমশঃ]	বামাবোধিনী, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ২০৩-২০৮।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।		
(প ১১০৩.৬) (প্র ৭)	মায়ার খেলা ঃ [সখি, বহে গেল বেলা...] স্বরলিপি ঃ [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ৮৯২-৮৯৫।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত সঙ্গীত ও স্বরলিপি। ৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি। মিশ্র ভূপালী-ছন্দ একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।		
(প ১২০১.২) (প্র ৯)	রুসিয়ার শাষণ-প্রণালী	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ৩৭৪-৩৮৫।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।		
প ১২২১ (প্র ৭)	স্বরলিপি ঃ [এই মল্লিকাটী...; কেমনে সখি...]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। পৃঃ ৩৯২-৩৯৭।
	"গতমাসের ভারতীতে বিবাহোৎসবের প্রথম দৃশ্যের সমস্ত গানগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যেগুলির স্বরলিপি বাকি ছিল, নিম্নে তাহাদের স্বরলিপি দেওয়া হইল।-" কাফি—যৎ ও দেশ-খেমটা-য় স্বরলিপি দুটি পরিবেশিত হয়েছে।		
(প ১১৪০.২) (প্র ৯)	হিমালয় ভ্রমণ [ক্রমশঃ]	(কুমারী) নলিনী-বালা বসু	সখা, ন ১৮৯২ (কা-অ ১২৯৮)। পৃঃ ১৬৮-১৭০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণ কথা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১২৯৯ অগ্রহায়ণ (১৮৯২)

প ১২২২ (প্র ৭) আগে চল্ আগে চল্ ভাই ঃ স্বরলিপি — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪১-৪৬।
বেহাগ-একতালা-য় স্বরলিপি রচিত।

প ১২২৩ (গ) কমল-কুমারিকাশ্রম — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৫০-৭৪।
বৌদ্ধ উপাখ্যান। ফরাসি থেকে অনুবাদিত।

প ১২২৪ (ক) কেন ডাকি — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৩১।
দুঃখের সময়ে আশ্রয়দাতাকে আহ্বান করে লেখা।

(প ১০৬২.৬) (প্র ৯) পত্র [ক্রমশঃ] — (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৩৭-৪৪১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী। ৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি।

(প ১১৯৬.৩) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৫৪-৪৫৮।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

(প ১১৬৫.৩) (প্র ৮) মালতী মাধব [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৭০-৪৭৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সংস্কৃত নাটকের আলোচনা। ৩য় কিস্তি।

প ১২২৫ (ক) মৃত্যুসঙ্গীত ঃ নববধূ — (শ্রীমতী) গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী — ভারতী, ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৬৮।
শুভ্রনিশিথে পৌর্ণমাসী তিথিতে আনন্দবাসরে প্রস্ফুটিত নববধূর মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প ১২২৬ (ক) মৃত্যুসঙ্গীত ঃ সমাধি — (শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৬৯।
একটি শিশুর মৃত্যুর জন্য শোক।

প ১২২৭ (প্র ৩) রুসিয়ার কারাগার — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪২৬-৪৩০।
রাশিয়ার কারাগার ব্যবস্থা ও সেখানকার অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যবহুল রচনা।

(প ১২২৮.১) রোগশয্যা [ক্রমশঃ] — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ২৫০-২৫৪।
(প্র ১)
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। রোগশয্যার শিক্ষাদানকারী গুণ উপলব্ধি করে লেখা।

(প ১২২৯.১) সঙ্গীত চর্চ্চায় কি দোষ? [ক্রমশঃ] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ২৫৫-২৫৬।
(প্র ৭)
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। সঙ্গীত চর্চার গরিমা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১২৩০ (গ) সম্পাদকের চিত্রচয়ণ ঃ একটী মেয়েলী পুরুষ — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৫৮-৪৬৫।
ফ্রান্সের লাবে ডি শোয়াসী নামে একজন পুরোহিতের কাহিনী। ইনি নারীবেশে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন।

প ১২৩১ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [ক্ষ্যাপা তুই...] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (অ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৬৫-৪৬৮।
"কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে 'ক্ষ্যাপার প্রতি' শীর্ষক যে গান প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার স্ববলিপি প্রদত্ত হইল।..." শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাউলের সুর - একতালা-য় স্বরলিপি রচিত।

১২৯৯ পৌষ (১৮৯৩)

প ১২৩২ (গ) চন্দ্রালোক (গী-ড-মোপাঁসা) — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (পৌ ১২৯৯)। পৃঃ ৫৩৭-৫৪২।
গী-ড-মোপাঁসা-র "In the Moon" গল্পের অনুবাদ।

প ১২৩৩ (ক) ছবি — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (পৌ ১২৯৯)। পৃঃ ৫০১-৫০২।
কোন বিশেষ ছবির আবেদন কবির হৃদয়ে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যক্ত হয়েছে।

(প ১১৯৬.৪) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (পৌ ১২৯৯)। পৃঃ ৫২০-৫২৫।
(উ)
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ১২৩৪ (প্র ৬) রুশিয়ার বাণিজ্য — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (পৌ ১২৯৯)। পৃঃ ৪৮৩-৪৮৮।
রুশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ।

(প ১২২৮.২) রোগশয্যা শ্রীমা বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (পৌ ১২৯৯)
(প্র ১) [ক্রমশঃ] [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ২৭২-২৭৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

(প ১২২৯.২) সঙ্গীত চর্চ্চায় দোষ কি? অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (পৌ ১২৯৯)
(প্র ৭) [ক্রমশঃ] । পৃঃ ২৮৭।
পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যায় (অ ১২৯৯) রচনার আখ্যা ঃ 'সঙ্গীত চর্চ্চায় কি দোষ?' ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১২৩৫ স্বরলিপি ঃ [কি হল তোমার...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (পৌ ১২৯৯)। পৃঃ ৫২৬-৫৩২।
(প্র ৭)
"গত কার্ত্তিক মাসের 'ভারতী'-তে 'বিবাহ-উৎসব' নামক গীতিনাট্যের যে কয়েকটী গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে তিনটী গানের তালের নামকরণ সম্বন্ধে বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন নিম্নলিখিত বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।—(১) একটি গানের উপর সুর ও তাল লেখা আছে 'কাফী - যৎ' কিন্তু তাহার ছেদ বিভাগ...করা হইয়াছে তিনমাত্রা -চারমাত্রা করিয়া।....(২) দুইটি গানের তাল লেখা আছে 'খেমটা' তাহাদের ছেদ বিভাগ করা হইয়াছে—চারমাত্রা করিয়া। ...উপেন্দ্রবাবুর আপত্তি সঙ্গত। ...'যৎ'-এর পরিবর্তে 'একতালা' হইবে, এবং 'খেমটা'র পরিবর্ত্তে কাওয়ালি হইবে। ...শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'সাধনা'র ১৪৭ পৃষ্ঠায় তালের সঙ্কেত ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত তালের নাম উল্লেখ করা হয়। মহিলা শিল্প মেলায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে 'বিবাহ উৎসব' পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ...গানের পাশে পাশে তালের নাম দেওয়া হয়। ...আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।"
শ্রীমতী কুমুদিনী কাস্তগিরির অনুরোধে মিশ্র সিন্ধু - একতালা-য় গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

১২৯৯ মাঘ (১৮৯৩)

প ১২৩৬ আনন্দধ্বনি ঃ [স্বরলিপি] (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী সাধনা, ১৮৯৩ (মা ১২৯৯)। পৃঃ ২৭২-২৭৫।
(প্র ৭)
রাগিনী মিশ্র হাম্বির - তাল ফেরতা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

(প ১১৯৬.৫) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (মা ১২৯৯)। পৃঃ ৫৭৪-৫৭৯।
(উ)
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

প ১২৩৭ (প্র ৭)	বেদ গান ঃ [যদেমি প্রস্ফুরন্নিব...] ঃ [স্বরলিপি]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (মা ১২৯৯)। পৃঃ ৫৮৭-৫৯১।

"ত্রিষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোৎসবে গীত।" রাগিনী ভূপালি—তাল ফেরতা (তৃতীয় শ্লোকের প্রথমাংশের তাল শুধুরূপক, বাকী সমুদায় কাওয়ালী)-তে পরিবেশিত।

(প ১১৬৫.৪) (প্র ৮)	মালতী মাধব [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (মা ১২৯৯)। পৃঃ ৫৯৮-৬০৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সংস্কৃত আলোচনা। ৪র্থ কিস্তি।

প ১২৩৮ (ক)	স্বর্গের ফুল	কুসুমকুমারী দাস [কুসুমকুমারী দাস, বরিশাল, বালিকা বিদ্যালয়]	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (মা ১২৯৯)। পৃঃ ৩১৭-৩১৮।

প ১৫৩৩ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। সন্তানবিয়োগে রচিত অপত্য স্নেহের কবিতা।

প ১২৩৯ (প্র ৭)	স্বরলিপি ঃ [আমার পরাণ লয়ে...]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (মা ১২৯৯)। পৃঃ ৫৮০-৫৮২।

রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি কানাড়া-কাওয়ালি-তে পরিবেশিত।

১২৯৯ ফাল্গুন (১৮৯৩)

প ১২৪০ (ক)	বঙ্কিমচন্দ্র ঃ আয়েসা	সরোজকুমারী দেবী	সাহিত্য, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৬৮৪।

বঙ্কিমচন্দ্র-এর উপন্যাসের চরিত্র অবলম্বন করে কাব্যাকারে লেখা। 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক এই কবিতাগুলিতে 'আয়েসা' ও 'কপালকুন্ডলা'-র চরিত্র ছাড়া বাকি 'শৈবলিনী', 'মতিবিবি', 'ভ্রমর' ইত্যাদি চরিত্রগুলি দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর লেখা।

"মধুর সৌন্দর্য্য ভারে সুন্দর আপনি,
বিধাতার চিত্র এটি মনোমত করে;
কি কৌশলে চারু করি রচিল না জানি,
কি যে চিত্র মনোহর কি সৌন্দর্য্য ঝরে।..."

প ১২৪১ (ক)	বঙ্কিমচন্দ্র ঃ কপালকুন্ডলা	সরোজকুমারী দেবী	সাহিত্য, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৬৮১।

"প্রদোষে সিন্ধুর কূলে দাঁড়ায়ে পথিক,
কে এলো বিজন পথে, বুঝি দিগাঙ্গনা

এলেন স্বরগ হতে দেখাইতে দিক,
কাতরে এমন আর কাহার করুণা।..."

প ১২৪২ (ক)	ছোট ভাইটী আমার (১২৯৯, ৮ই চৈত্র)	"দিদি"—	বামাবোধিনী, ১৮৮৩ (ফা ১২৯৯) ১২৯৯)। পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮।

ছ-বছরের ছোট্ট ভাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে প্রীতি উপহার।

"ছোট ভাইটী আমার!
এ জগতে তুমি যাহা,
ভাষায় আসেনা তাহ,
সে দেব শকতি নাই প্রাণে কবিতার;..."

প ১২৪৩ (ক)	পতিতোদ্ধারিণী ঃ "মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে বিফলে মিশিবে কেন?"	প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯) । পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

"বঙ্গজননীর যে দুহিতা পতিতোদ্ধার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এই কবিতা সাদরে তাহাকে উৎসর্গীকৃত হইল। লেখিকা।" পতিতাকে অবহেলা না করার কথা বলা হয়েছে।

(প ১১৯৬.৬) (উ)	ফুলের মালা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৬৩২-৬৩৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ১২৪৪ (প্র ১০)	সমস্তিপুর বালিকা বিদ্যালয় ঃ [আবেদন পত্র]	(শ্রীমতী) সুমতি মজুমদার [সুমতি মজুমদার, সমস্তি - পুর, দারভাঙ্গা]	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৩৫১।

স্বদেশ বৎসলা বিদ্যোৎসাহিনী ভগ্নীদের উদ্দেশ্যে সমস্তিপুর [বিহার] বালিকা বিদ্যালয়ের এক বৎসর পূর্তি উৎসবে সাহায্যের আবেদনপত্র।

প ১২৪৫ (প্র ৮)	সম্পাদকেব চিত্রচয়ণ ঃ রানী ও কবি	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৬২৫-৬২৮।

টেনিসনের 'এনক্ আর্ডেন' নামে ধীবর কাহিনী পড়ে রানী এলিজাবেথ টেনিসনের সাক্ষাতে যান এবং এই কবিতার সত্যতা বিষয়ে ও এর সঙ্গে কবির যোগাযোগ সম্বন্ধীয় নানা তথ্য জানতে চান।

প ১২৪৬ (না) সম্পাদকের চিত্রচয়ণ ঃ হালী বিলাতী নাট্য — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৬২৫-৬৩১।

আলোচ্য প্রহসনে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে পুরুষবেশী এক মহিলা মেম্বারের কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় হাস্যকর ঘটনা ফুটে উঠেছে।

প ১২৪৭ (ক) সুপ্রসন্ন — শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৫৮৬-৫৮৭।

"নব্যভারত' সম্পাদক মহাশয়কৃত 'মুরলা' পাঠে লিখিত।"

প ১২৪৮ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [চিরবন্ধু...; একি লাবণ্য...; অন্তরের ধন...] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৬৫৭-৬৬৩।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি। তিনটি সঙ্গীতের স্বরলিপি যথাক্রমে ঃ মহীশূরী খাম্বাজ-তাল ঠুংরী, মহীশূরী পূর্ণষড়জ-তাল একতালা ও মান্দ্রাজী-সিন্ধু-কাওয়ালী-তে পরিবেশিত হয়েছে।

প ১২৪৯ (ক) স্মৃতি — (শ্রী) সরলাবালা দত্ত — নব্যভারত ১৮৯৩ (ফা ১২৯৯)। পৃঃ ৬১০-৬১১।

প্রিয়তমের আগমনে অতীত সুখস্মৃতি ও বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে লেখা।

"আবার এসেছ ফিরে?
সখা হে এসেছ ফিরে?
এই যে বুক পাতা আছে, এসো বোস জুড়াই হিয়া।..."

১২৯৯ চৈত্র (১৮৯৩)

প ১২৫০ (ক) উপহার (ছবি পাইয়া) — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৬৭৯-৬৮০।

উপহার প্রাপ্ত কোন ছবি দর্শনে স্বর্গের স্বপ্নে বিভোর অবস্থা।

প ১২৫১ (ক) এ নহে অবিশ্বাস — (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৬৮১।

সখার উদ্দেশ্যে অপূর্ণমনের অতৃপ্ত বাসনার প্রকাশ।

প ১২৫২ (ক) গান — (শ্রী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৬৭৯।

কোমল প্রাণে আঘাত দিয়ে দুঃখ কষ্টের গান না গাইবার অনুরোধ ব্যক্ত হয়েছে।

(প ১২০৭.৫) (উ) নূতন ধরনের উপন্যাস ঃ নববর্ষের স্বপ্ন [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৭৩০-৭৩৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বারোয়ারি উপন্যাস। ৫ম ও শেষ কিস্তি। "যে তিনজনের নিকট হইতে শেষ পরিচ্ছেদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর রচনা ভাল হইয়াছে। তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল এবং তিনি পুরস্কার পাইবেন।" বারোয়ারি উপন্যাসের এই পঞ্চম ও শেষ পরিচ্ছেদ মহিলার লেখা। এর পূর্বের [প ১২০৭.২ থেকে প ১২০৭.৪] সংখ্যাগুলি পুরুষের লেখা। এই উপন্যাসে প্রেমের জয় দেখানো হয়েছে।

(প ১১৯৬.৭) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৬৭৫-৬৭৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৭ম কিস্তি।

প ১২৫৩ (ক) বসন্ত স্বপ্ন (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৩৮২।

বসন্ত প্রকৃতির আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছে।

"ঘুম ঘোরে ছিনু অচেতন।
হিমানী-কম্পিত হিয়া, ঢাকা ছিল আবরণে
অফুটন্ত যুগল নয়ন।..."

(প ১১৬৫.৫) (প্র ৮) মালতী মাধব [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী [সরলাবাল সরকার] ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৭২১-৭৩১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সংস্কৃত নাটকের আলোচনা। ৫ম ও শেষ কিস্তি।

প ১২৫৪ (গ) সঙ্গিনী (শ্রী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] সাহিত্য, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৭২৫-৭৩৮।

সূচীতে লেখিকা নাম ঃ সরলাবালা সরকার। রমা, সরস্বতী ও মোহনলাল-কে অবলম্বন করে লেখা গল্পে রমা ও সরস্বতী-র জীবনের গভীর দুঃখজনক পরিণতির কাহিনী।

প ১২৫৫ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [খাঁচার পাখী..., তবু মনে রেখো...] (শ্রীমতী) সরলাবালা [সরলাবালা সরকার] ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৬৮২-৬৮৫।

রবীন্দ্রনাথের গান দুটির স্বরলিপি যথাক্রমে কীর্তনের সুর-তালরূপক ও মিশ্র-একতালা-য় পরিবেশিত।

প ১২৫৬ (ক) স্বামী (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ নব্যভারত, ১৮৯৩ (চৈ ১২৯৯)। পৃঃ ৬৬৪।

পতিভক্তিমূলক কবিতা।

"কোথাকার কারছেলে কে জানিত তোমারে,
কোন দেশ উজলিয়া বিরাজিতে সংসারে?
প্রবাসী বালিকা আমি,
কে চিনিত কেবা তুমি?
ঘুমন্ত পরাণে ছিনু আঁখি মুদি কাতরে;
কোথা হ'তে এসে তুমি জাগাইলে আমারে?..."

১৩০০ বৈশাখ (১৮৯৩)

প ১২৫৭ (ক) আক্ষেপ (শ্রীমতী) মোহিনী দেবী নব্যভার, ১৮৯৩ (বৈ ১৩০০)। পৃঃ ৫১।

"ভালবাস না বাস তুমি
ভালবাসিব প্রাণ ভরিয়ে,
দুদিনের তরে দেখাশুনা,
দুই দিনে যাবে ফুরায়ে।..."

(প ১২৫৮.১) (প্র ১) আপেল আঘ্রাণে [ক্রমশঃ] হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (বৈ ১৩০০)। পৃঃ ২৬-৩০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। অ্যারিস্টটল-এর অন্তিমকালের উপদেশাবলী সমৃদ্ধ 'বুক অফ দি আপেল' নামক লুপ্ত গ্রন্থ থেকে অনুবাদ।

প ১২৫৯ (উ) নববর্ষের স্বপ্ন (শ্রী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (বৈ ১৩০০)। পৃঃ ৪৩-৬০।

এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় 'ভারতী' ১২৯৯ আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়। এখানে পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কাহিনীটি ছাপা হয়েছে। [দ্রঃ **প** ১২০৭.১ এবং **প** ১২০৭.৫]।

(প ১১৯৬.৮) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (বৈ ১৩০০)। পৃঃ ২-৭।

প ১২৬০ (ক) বসন্ত সুহৃদ শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (বৈ ১৩০০) । পৃঃ ৩১।

অন্তরে ও বাইরে চিরবসন্তকে আহ্বান করে লেখা।

(প ১২৬১.১) (ক) শোকার্ত্তা অবলার খেদ [ক্রমশঃ] (শ্রী) লক্ষ্মীমণি দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (বৈ ১৩০০)। । পৃঃ ৩২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত শোক কবিতা। ১ম কিস্তি। পুত্র ভুবনকে হারিয়ে শোকার্তা

মাতার কান্না।

"ভুবন হইয়া হারা, ভুবনেতে বাস।
এ ভুবনে আর কিছু নাহি অভিলাষ।।
হায় হায় কোথা গেলে পাইব ভুবন।
ভুবন আমার ছিল জীবনের ধন।।..."

১৩০০ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৩)

(প ১২৫৮.২) (প্র ১)	আপেল আঘ্রাণে [ক্রমশঃ]	হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (জ্যৈ ১৩০০)। পৃঃ ৮৪-৯০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ১২৬২ (ক)	খুলি নাই বা খুলি	(শ্রী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (জ্যৈ ১৩০০)। পৃঃ ৯৭-৯৮।

চিত্তের রহস্যতা ও গোপনীয়তা উন্মোচনের কথা।

(প ১১৯৬.৯) (উ)	ফুলের মালা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (জ্যৈ ১৩০০)। পৃঃ ৭৩-৭৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৯ম কিস্তি।

প ১২৬৩ (ক)	বাসন্তী পূর্ণিমা	(শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী দেবী মণিপাড়া-কোন্নগর [জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, মণিপাড়া, কোন্নগর]	এডুকেশন গেজেট, ২৬শে মে ১৮৯৩ (১৩ই জ্যৈ ১৩০০)। পৃঃ ১০০।

প ৮৭৮ থেকে লে   াম সনাক্ত করা হয়েছে। "জীবন সঙ্গিনী শ্রীমতী মণিমালা দে সহ প্রদোষে ছাদে বসিয়া।"

"পৌর্ণমাসী নিশা আজি, পূর্ণ শশধর
ঢালিছে রজতরশ্মি অবনী উপর।..."

প ১২৬৪ (প্র ৭)	ভারতের জয় ঃ [মিলে সবে ভারত সন্তান]ঃ স্বরলিপি	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯৩ (জ্যৈ ১৩০০)। পৃঃ ৭৬-৮১।

খাম্বাজ-তাল ফের্‌তা-য় রচিত স্বরলিপি।

প ১২৬৫ (ক)	মা (অনুকরণ)	(শ্রী) অন্নদাসুন্দরী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (জ্যৈ ১৩০০)। পৃঃ ৬২।

মাতৃভক্তিমূলক কবিতা।

"জননী, দয়ার খনি,   স্নেহের প্রতিমাখানি,
এস, মা, পূজিব আজি কবিতা খুলে!

জ্বালাময়ী ধরাধামে, মা, তব মধুর নামে
গলে গো পাষাণ হিয়া প্রেমাশ্রু-জলে!..."

(প ১২৬১.২) শোকার্ত্তা অবলার (ক) খেদ [ক্রমশঃ] — (শ্রী) লক্ষ্মীমণি দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (জ্যৈ ১৩০০)। পৃঃ ৬২-৬৪।

" 'বামাবোধিনী'র এক পুরাতন শ্রদ্ধেয়া লেখিকা বড় শোক পাইয়া তাঁহার এই শেষ লেখা 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশ করিতে একান্ত অনুরোধ করাতে ইহা প্রকাশিত হইল, আশা করি পাঠকপাঠিকাগণ ইহার সহিত সহানুভূতি করিবেন।" ক্রমশঃ প্রকাশিত শোক কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১২৬৬ (ক) সখীর প্রতি সখি — (শ্রীমতী) জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, মণিপাড়া, কোন্নগর — এডুকেশন গেজেট, ৯ই জুন ১৮৯৩ (২৭ জ্যৈ ১৩০০)। পৃঃ ১৩১।

"শ্রীমতী মণিমালা দে'র প্রতি।" বসন্ত ঋতু অবলম্বনে রচিত।

"সই!—পার কি কহিতে, কেন ফুটে ফুল!
সুমধুর সমীর পরশে?
কেন আসে অলি, ফুলবালা পাশে
পিতে মধু? - মনের হরষে।!..."

১৩০০ আষাঢ় (১৮৯৩)

(প ১২৫৮.৩) আপেল আঘ্রাণে (প্র ১) [ক্রমশঃ] — হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১৫১-১৬০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ১২৬৭ (প্র ৭) আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না ঃ [স্বরলিপি] — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১৬৫-১৬৯।

সিন্ধু-একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১২৬৮ (প্র ৩) কন্যাদায় — শরৎকুমারী চৌধুরানী — সাধনা, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১১৫-১২৬।

সামাজিক প্রবন্ধে বরপণপ্রথা ও সমাজে কন্যাসন্তানের মূল্যের অধঃপতনের কথা বলা হয়েছে।

প ১২৬৯ (ক) নূতন জগৎ, প্রকাশ — (কুমারী শ্রীমতী) লজ্জাবতী [লজ্জাবতী বসু] — তত্ত্ববোধিনী ১৮৯৩ (আ ১৮১৫ শক/ ১৩০০)। পৃঃ ৫৪।

প ১২৯০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। উপরোক্ত কবিতা দুটিতে যথাক্রমে ঃ আশাহীন, মৃতপ্রায় জীবনে নূতন জগতের দ্বার উন্মোচন এবং জীবনের

অন্ধকারে আলোর প্রকাশ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(১) "পদতলে প্রজ্বলন্ত বালুকারাশি,
দিগন্তে হাসিতেছিল মরীচিকা ছল-হাকি।..." (নূতন জগৎ)

(২) "কার সুধা বাণী পশিতেছে প্রাণে?
কে আনিল অশ্রু এ শুষ্ক নয়ণে?..." (প্রকাশ)

(প ১১৯৬.১০) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১২৭-১৩৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১০ম কিস্তি।

প ১২৭০ (প্র ১০) ভালবাসা না চক্ষুলজ্জা কস্যচিৎ ভুক্তভোগিনঃ [সরলা দেবী] ভারতী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১৩৮-১৪১।
সুনীল দাস, 'ভারতী ঃ ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী,' ১৩৯১, পৃঃ ৩৫৮ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। নববর্ষ উপন্যাসের প্রেমিকবর শ্রীমান কিরণচন্দ্রের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য বিভীষিকা 'ভালবাসা'-র হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশীগণের হিতার্থে জীবনপথে অগ্রসর হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

(প ১২৭১.১) (প্র ৩) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) মানকুমারী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ৭৬-৮২।
"পারিতোষিক যোগ্য বলিয়া যে দুইটী রচনা বিবেচিত হইয়াছে ইহা তাহার অন্যতর এবং শ্রীমতী মানকুমারী বসু বিরচিত।" ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ১২৭১.১ক (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ আলেখ্য। শ্রীসীতানাথ নন্দী (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১৮৭-১৮৮।
"ইহাতে কয়েকটি কাল্পনিক চিন্তাতরঙ্গ এবং দুইচারিটি গল্প আছে।...স্থানে স্থানে এইরূপ অসংযত কল্পনার উচ্ছ্বাস ব্যতীত লেখকের রচনা বেশ হইয়াছে।..."

প ১২৭১.১খ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা। শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র, অনুবাদক। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১৮৮।

"পুস্তকখানি ইংরেজীর অনুবাদ। ...শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র পুস্তকখানির অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

প ১২৭১.১গ (প্র ১০)	দারোগার দপ্তর (১৩, ১৪, ১৫)। শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১৮৮।

"ইহা প্রতি মাসে মাসে প্রকাশিত এক একটি ডিটেক্‌টিভ গল্প। ...ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেকটিভের অনুকরণে প্রিয় 'বাবু'-স্বয়ং একজন ডিটেক্‌টিভ তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল এইরূপে গল্পে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রিয়বাবুর লেখনী ধারণ নিষ্ফল নহে।..."

প ১২৭২ (প্র ৩)	সাত বৎসরের সখি সমিতি	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ১২৫-১২৭।

১২৯৩ সালে বিধবা মহিলাদের ভরণপোষণ, আশ্রয়, জীবিকা নির্বাহ, অন্তঃপুরের স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার ও নানা দেশহিতকর কাজের মহৎ উদ্দেশ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখি-সমিতি' স্থাপন করেন। এই সমিতির সাত বৎসরের পূর্তি উৎসবে এর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প ১২৭৩ (ক)	হতাশে	শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (আ ১৩০০)। পৃঃ ৯৬।

হতাশার গভীর যাতনা ব্যক্ত হয়েছে।

১৩০০ শ্রাবণ (১৮৯৩)

প ১২৭৪ (প্র ৩)	কয়খানি চিঠি	(শ্রী) শরৎশশী মিত্র	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১০০-১০১।

"১নং চিঠি ঃ শ্রীমতী জয়মণি দেবী ঘটকী ঠাকুরানী শ্রীচরণেষু।"
পণপ্রথা বিষয়ক পত্র। ঘটকীকে লেখা চিঠিতে সামজিক পণপ্রথার দৃষ্টান্ত যেমন পাওয়া যায়। তেমনি পাত্রের মাতার বরপণের চাহিদার একটা হিসেব ও সমাজে ঘটকীদের স্থান নির্ণয় করা যায়।

প ১২৭৫ (প্র ৩)	কয়খানি চিঠি	(শ্রী) সরোজিনী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০) । পৃঃ ১০১-১০২।

"২নং চিঠি। শ্রীমতী জয়মণি দেবী ঘটকী ঠাকুরানী শ্রদ্ধাস্পদেষু।" পণপ্রথা বিষয়ক। এই পত্রে তিনটে পাশ করা জমিদার পুত্রের মাতার বরপণ নেবার হিসেব পাওয়া যায়।

প ১২৭৬ (প্র ৩) কয়খানি চিঠি (শ্রী) সুহাসিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০) । পৃঃ ১০২।

"৩নং চিঠি ঃ শ্রীমতী ঘটকিনী ঠাকুরানী মহোদয়াসু।" পণপ্রথা বিষয়ক।

প ১২৭৭ (প্র ৩) কয়খানি চিঠি (শ্রী) বিনোদিনী সরকার বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০) । পৃঃ ১০২-১০৩।

"৪নং চিঠি ঃ পুজনীয়া শ্রীমতী ঘটকী ঠাকুরানী পূজনীয়াসু।"
বরপণ বিষয়ক। পত্র চারটিতে বর্ণিত ঘটনাগুলি বাঙালি সমাজে পণপ্রথা যে কতখানি বিষময় হয়ে উঠেছে তার সাক্ষ্য দেয়।

প ১২৭৮ (ক) দ্বিপ্রহরে (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] নব্যভারত, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ২১৭।

"নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর বেলা;
স্বজন সংসারখানি সহসা বিজন পারা,
ভেঙ্গে গেছে কলরব মেলা।..,"

প ১২৭৯ (ক) ধৃষ্টদুম্নের প্রতি দ্রোণ "আলো ও ছায়ার" কবি [কামিনী রায় (সেন)] সাহিত্য, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ৩০০-৩০২।

"এস বৎস। আমি দ্রোণ। সুক্ষত্র সমাজে
অনেকের গুরু আমি। অস্ত্র শিক্ষা লাগি—
আসিয়াছ মোর কাছে, ক্ষত্রিয় কুমার,
ফিরিবে না শূন্য হস্তে; কৌশলে পূরিয়া
দিব হস্ত;.."

প ১২৮০ (ক) পদাঙ্কে চন্দ্রের ছায়া (শ্রী) কুমুদিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

"পদাঙ্ক সলিলে আজি কি মাণিক জ্বলে,
গগন হইতে শশি।
হেথায় পড়েছ খসি,
অন্য ঠাই তোমার কি ছিল না ভুতলে?..."

প ১২৮১ (ক) পিপাসী শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] নব্যভারত, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ২১৫-২১৬।

(প ১২৮২.১) (প্র ৯) পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী সাধনা, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ২৪৮-২৬৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। পিয়ের লোটি খ্যাতনামা ফরাসী লেখক। তাঁর "যে পুস্তকখানি আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় তাহা লোটির একটি সর্ব্বপ্রথম রচনা—নাম 'আজিয়াদে'। ইহা ১৮৭৬।৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তুরস্ক দেশে থাকাকালে লিখিত একটি ডায়ারির মত।..."

প ১২৮৩ (প্র ৯) পুরাণ কথা ঃ সৌভরি চরিত — কু, রা [কুমুদিনী রায়] — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ৯৮-১০০।

"বিষ্ণুপুরাণ' হইতে এই সৌভরি চরিত লিখিত।"

প ১২৮৪ (ক) প্রজাপতির মৃত্যুগান — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১৮৯-১৯০।

প্রজাপতির মৃত্যুগান কবিতায় প্রজাপতির সৌন্দর্য ও প্রকৃতিতে তার অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প ১২৮৫ (ক) ফটো বিচার — "দিদি" — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

"তুই আর আমি ভাই! ছবি ভিতর,
ভাই-বো'ন দুইজনে,
বসে আছি এক সনে,
এঁকেছে সুখের চিত্র, কৃতী চিত্রকর!..."

(প ১১৯৬.১১) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১৯৯-২০৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১১শ কিস্তি।

প ১২৮৬ (ক) বিজনে — (শ্রীমতী) হিঙ্গনকুমারী ঘোষ, রায়না, বর্দ্ধমান — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১৫৯।

"বিজন ভূধর মাঝে একেলা বসিয়া,
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিখানি ধ্যান করে থাকি,
আঁধারেতে আলোকের জ্যোতি প্রকাশিয়া,
হৃদয়ের থরে থরে ছবিখানি আঁকি।..."

প ১২৮৭ (প্র ১০) বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ আকাশকুসুম — স্বর্ণকুমারী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ২৩৯-২৪২।

সংসারে অহেতুক কল্পনার জাল না বুনে বাস্তব, কঠিন পৃথিবীতে এগিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে।

প ১২৮৮ (ক) ভিখারিনী — নী — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১২৮।

"ভিখারিনী নারী আমি,

ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে;
কিছুই আমার নাই,
সব গেছে পরপারে।..."

(প ১২৭১.২) (প্র ৩) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) মানকুমারী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১০৩-১০৮।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ১২৮৯ (ক) লক্ষ্মী — (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] — ভারতী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ২১১-২১২।
চৌপদী ছন্দে পাতালপুরীতে অবস্থিতা সাগরকুমারী লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য্য ও জীবনকথা।

প ১২৯০ (ক) সিন্ধু — (শ্রীমতী) লজ্জাবতী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১২৬।
সিন্ধুর অনন্ত হাহাকার ও বন্ধনছিন্ন করার প্রয়াস বর্ণিত হয়েছে।

প ১২৯১ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [তোমার কথা...; একি সুন্দর...] ঃ [ব্রাহ্মসঙ্গীত] — (শ্রীমতী) শৈলবালা রায় — ভারতী, ১৮৯৩ (শ্রা ১৩০০)। পৃঃ ১৯৪-১৯৯।
" 'ভারতী'র জনৈক পাঠিকা - শ্রীমতী শৈলবালা রায় ব্রহ্মসঙ্গীত দুইটীর স্বরলিপি করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা প্রকাশ করিতেছি।" গান দু'টির স্বরলিপি যথাক্রমে ঃ ঈমন্ ভূপালী - তাল একতালা ও ইম্‌ন ভূপালী-তার কাওয়ালী।

১৩০০ ভাদ্র (১৮৯৩)

প ১২৯২ (প্র ১০) অভিনন্দন ঃ বামাবোধিনীর প্রতি — তোমারই আমি — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ১৩৪-১৩৮।
স্ত্রী জাতির উন্নতিকল্পে সৃষ্ট 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ত্রিশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে রচিত।

প ১২৯৩ (ক) অলস প্রেম — (শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী — সাহিত্য, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ৩৮২।
আত্মহারা প্রাণের এক বিশেষ অবস্থার বর্ণনা।

প ১২৯৪ (ক) কার? — (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] — সাহিত্য, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ৩৮২-৩৮৩।
সমগ্র প্রকৃতিতে বিশ্বপিতাকে অনুসন্ধানের উপলব্ধি।

প ১২৯৫ (ক) দূরস্থ সিন্ধুর প্রতি (কুমারী) লজ্জাবতী বসু সাহিত্য, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ৩৮৩।

"কার দূর তান, আকুল আহ্বান,
দিবানিশি পশে পরাণে।
বুঝিতে পারি না কে কের ছলনা,
মোহন গভীর স্বনে;.."

প ১২৯৬ (ক) নদী (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ৩৮৩।

নদীর অবিরাম গতি ও জোয়ার ভাঁটায় চলার ছন্দে অশান্ত হৃদয়ের কাহিনী ব্যক্ত হবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

প ১২৯৭ (ক) প্রবাস যাত্রা ঃ জলপথে (শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ২৫৩-২৫৮।

"এই ত সংসার তলে সবে দুটি ফেলেছি চরণ,
এরি মাঝে এত শ্রান্তি কুয়াষায় আঁধার নয়ণ।
জড় জগতের সাথে জড় হয়ে শুধু বসে আছি,
কিসের এ গুরুভার ঘিরে সদা থাকে কাছাকাছি।..."

(প ১১৯৬.১২) (উ) ফুলের মালা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ২৬২-২৬৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১২শ কিস্তি।

(প ১২৭১.৩) (প্র ৩) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) মানকুমারী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ১৪৫-১৪৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ১২৯৮ (প্র ২) মানবের পরম গতি (শ্রী) ইন্দিরা দেবী কল্পনা, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ৯১-৯২।

আধ্যাত্মিক রচনা।

প ১২৯৯ (প্র ৩০ সিংভূমের কোলজাতি (শ্রী) গিরিবালা দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ২৮৮-২৯৯।

জাতিতত্ত্ব বিষয়ক এই প্রবন্ধে কোলজাতির একটা সার্বিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

প ১৩০০ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [এমনি ক'রে...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (ভা ১৩০০)। পৃঃ ২৬৭-২৭৯।

মিশ্র-একতালা-য় রচিত স্বরলিপি।

১৩০০ আশ্বিন (১৮৯৩)

প ১৩০১ (ক) | অন্তঃপুরবদ্ধা | (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী | ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৩৬৮-৩৬৯।

অন্তঃপুরবাসিনী নারী জীবনের কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে জগতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে।

(প ১২৮২.২) (প্র ৯) | পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল [ক্রমশঃ] | (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী | সাধনা, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৫৫৯-৫৭৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

(প ১১৯৬.১৩) (উ) | ফুলের মালা [ক্রমশঃ] | (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৩১৭-৩২২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৩শ কিস্তি।

প ১৩০২ (গ) | বাঁশী | শ্রী [সরলা দেবী] | ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। ৩৪৩-৩৪৮।

সূচীপত্র থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে। সামাজিক গল্প।

প ১৩০৩ (ক) | মন! তুমি হও না রাজা | কু, রা [কুমুদিনী রায়] | বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ১৮৩-১৮৪।

"মন! তুমি হও না রাজা
কেন বও ভুতের বোঝা!
ছ'জন রাজার অধীন হয়ে
কাল কাটাবে আদেশ ব'য়ে?..."

প ১৩০৪ প্র ৯) | মহীশূরের পত্র | (শ্রীমতী) কুমুদিনী কাস্তগির [কুমুদিনী খাস্তগির] | সাথী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ১০৮-১১০।

প ৯২৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। মহীশূর ভ্রমণ কথা।

প ১৩০৫ (প্র ২) | শৈশবে ধর্ম্মশিক্ষা | শরৎকুমারী চৌধুরানী | সাধনা, ১৮৯৩ (আশ্বিন-কা ১৩০০)। পৃঃ ৪৫২-৪৬১।

শৈশব থেকে ধর্মশিক্ষা দেবার উপযোগীতা বিষয়ক।

প ১৩০৬ (প্র ১০) | সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ অভিজ্ঞান শকুন্তলা। | (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৩৬৯-৩৭১।

	শ্রী প্রমথনাথ সরকার "মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।...আলোচ্য গ্রন্থে ভাষার প্রাণ ঠিক রক্ষিত না হওয়ায় অনুবাদ নির্জীব অসরস হয়ে পড়েছে।"		
প ১৩০৭ (প্র ১০)	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ জাতীয় উন্নতির উপায়। শ্রী শ্যামলাল দত্ত "ইহা একখানি উপদেশ পুস্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না;উপদেশগুলি অধিকাংশই সদুপদেশ কিন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণ, মানুষ জন্মিয়া অবধি নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসকল শুনিয়া আসিতেছে।..."	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৩৭৭।
প ১৩০৮ (প্র ১০)	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ তটিনী। শ্রী প্রমীলা রচয়িত্রী প্রণীত এই পুস্তক পাঠে লেখিকার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। "...তবে তিনি তাঁহার কবিতাগুলিকে এখনো তেমন একটা নূতন আকৃতি দিতে পারেন নাই;ইহা অনেকটা অনুকরণের ছাঁদে রচিত।"	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৩৭৩-৩৭৬।
প ১৩০৯ক (প্র ১০)	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ দার্শনিক মীমাংসা, প্রথম ভাগ। শ্রী শশীভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত "লেখক মহাশয় এভাগে কেবলমাত্র শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।...কিন্তু ১৯৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থখানি হইতে কতকগুলি অসম্বন্ধ ও অসংলগ্ন সর্ব্বজন বিদিত কথা ব্যতীত প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই পাওয়া গেল না।..."	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭।
প ১৩০৯ (প্র ১০)	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ বিবিধ প্রবন্ধ।	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৩৭৮।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ
বসু
লেখক 'নবজীবন' ও 'ভারতী'তে মাঝে মাঝে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন পুস্তকখানিতে তাহাই একত্রে সম্বন্ধ। প্রবন্ধগুলি যে সুপাট্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প ১৩০৯খ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০) । পৃঃ ৩৭৩।
ব্রজলিপি। অর্থাৎ
ভ্রমণ বিষয়ক।
বৃত্তান্ত। কাব্য।
শ্রী ব্রজলাল কুন্ডু
"দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি পুস্তকখানির আমরা বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না।"

প ১৩০৯ গ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০) । পৃঃ ৩৭৮।
ভারতবর্ষীয়
ভক্তকবি, প্রথম
ভাগ
শ্রী বীরেশ্বর
চক্রবর্তী
"...এই পুস্তকে কবীর, নানক, তুলসী দাস ও তুকারামের জীবনী সম্বলিত হইয়াছে।..." এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বা দ্বিতীয় ভাগে জীবনীগুলো একটু বিস্তৃত বর্ণনা করার কথা সমালোচনায় বলা হয়েছে।

প ১৩০৯ঘ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০) । পৃঃ ৩৭৭।
মহরমের ইতিবৃত্ত
শ্রী কুমুদবন্ধু
ঘোষ
"এই ইতিবৃত্ত শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত 'বিষাদ সিন্ধু'-র সার সংকলন। পুস্তকখানি ভাল হইয়াছে।"

প ১৩১০ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)। পৃঃ ৩৭১-৩৭৩।
যুগপূজা।
শ্রী বিজয়চন্দ্র
মজুমদার

যুগপূজা গ্রন্থটি ধর্মভাব-দ্যোতক একটি কবিতা পুস্তক।

প ১৩১০ক (প্র ১০)	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা স্বামী স্ত্রীর পত্র। "ললনা সুহৃদ" ও "দম্পতি সুহৃদ" প্রণেতা শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০) পৃঃ। ৩৭৮।

"...এই পুস্তকে স্বামীর পত্র দ্বারা স্ত্রীকে তাঁহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া পত্নীগণ আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হইয়া 'ললনা সুহৃদ' প্রণেতার পরিশ্রম স্বার্থক করিবেন।—ইহাই অনুরোধ।"

প ১৩১১ (প্র ৭)	স্বরলিপি ঃ [আজি শরতে তপনে...]	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯৩ (আশ্বিন-কা ১৩০০)। পৃঃ ৪৮২-৪৮৭।

যোগিয়া বিভাস-একতালা-য় পরিবেশিত স্বরলিপি।

১৩০০ কার্ত্তিক (১৮৯৩)

প ১৩১২ (প্র ৪)	আলোচনা	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (কা ১৩০০)। পৃঃ ৪৩৮-৪৪০।

"ভাষা-পুষ্টির সম্পর্কে।" বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, নানা বিদেশী ও ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ এবং পূর্ববঙ্গের নানা শব্দের ব্যবহার বিষয়ক।

প ১৩১৩ (ক)	ঈঙ্গিত মিলন	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	সাহিত্য, ১৮৯৩ ((কা ১৩০০)। পৃঃ ৫৩৩।

"জানিনেক কভু সুধার আস্বাদ, ধরায় কোথায় সুধা,
মর্ত্ত্যের মানবে কোথা পাবে তাহা, দেবে যাহে হয়ে ক্ষুধা;
তবু, কথায় কথায় সুধার তুলনা কখন না দিয়ে থাকি?
সুধা-মাখা কথা, সুধাময় রাতি, সুধামুখী প্রিয়সখী।..."

(প১১৯৯৬.১৪) (উ)	ফুলের মালা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (কা ১৩০০)। পৃঃ ৩৮১-৩৮৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৪শ কিস্তি।

প ১৩১৪ (প্র ৭)	বন্দেমাতরং ঃ [স্বরলিপি]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৩ (কা ১৩০০)। পৃঃ ৩৮০।

গানটির কথা ঃ শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুর ঃ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত।

রাগিনী দেশ-কাওয়ালি-তে পরিবেশিত।

প ১৩১৫ (ক) সুরূপা ও কুরূপার খেদ — (শ্রী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৩ (কা ১৩০০)। পৃঃ ৩৮৫।

সুরূপা ও কুরূপা এই দুই-এর দুঃখের কথা। পয়ার ছন্দে রচিত।

১৩০০ অগ্রহায়ণ (১৮৯৩)

প ১৩১৬ (ক) অনলের প্রতি পতঙ্গ — প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী (কাব্যকুসুমাঞ্জলির কবি) [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)। পৃঃ ৪২৬-৪২৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ১৩১৭ (ক) অভ্যর্থনা — শ্রীমতী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — সাহিত্য, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)। পৃঃ ৬৭০।

"কোনও সদ্যজাত শিশুর প্রতি।"

প ১৩১৮ (গ) অহিফেন কাহিনী — বি,বা,দ — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)। পৃঃ ২৫৬।

কোন সম্পত্তিশালিনী বিধবার একমাত্র পুত্রের অহিফেন নেশাসক্ত হয়ে নিজের ও পরিবারের ধ্বংসের কথা।

প ১৩১৯ (ক) আঁধারে আলো — কু, রা [কুমুদিনী রায়] — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)। পৃঃ ২৩৬-২৩৭।

"সংসার! নিলেনা মম
ভালবাসা, ভক্তি স্নেহ
অভাগা দেখিয়া উহা
আমায় দিলে না কেহ।..."

প ১৩২০ (ক) আমন্ত্রণ — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)। পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

"গত ২রা ডিসেম্বর সিটী কলেজগৃহে জেনারেল বুথের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী রোহিনীর বক্তৃতা উপলক্ষে তাঁহাকে এই উপহার প্রদত্ত হয়।"

"মুক্তি ফৌজের বর্ত্তমান সেনানায়িকা মিস্ লুসী বুথ্ বা কাপ্তেন রোহিনীর প্রতি।"

(প ১২৮২.৩) (প্র ৯) পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)। পৃ১ ৮৩-১০০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

(প ১১৯৬.১৫) ফুলের মালা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)।
(উ) [ক্রমশঃ] দেবী পৃঃ ৪৫৪-৪৫৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৫শ কিস্তি।

প ১৩২১ বঙ্গ-বধূ (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু সাহিত্য, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)।
(ক) [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] পৃঃ ৬৭০।

"মূর্ত্তিমতী নবপ্রেম, সলাজসুন্দরী,
ষোড়শী কিশোরী বালা উষার প্রতিমা,
লুক্কায়িত গৃহকোণে; বধূ-রূপা ধরি
বঙ্গ অন্তঃপুর-মাঝে বদ্ধ মধুরিমা!..."

প ১৩২২ বাঙ্গলা রঙ্গভূমি অনামা ভারতী, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)।
(প্র ৭) [সরলা দেবী] পৃঃ ৫০২-৫০৬।
সুনীল দাস, 'ভারতী ঃ ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী', ১৩৯১, পৃঃ ৩৫৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। 'সরলা'-সিটি থিয়েটার ও 'সপ্তমীতে বিসর্জন' মিনার্ভা থিয়েটার—এই দুই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকদ্বয়ের অভিনয় বিষয়ক আলোচনা।

প ১৩২৩ স্বরলিপি ঃ যদি (শ্রীমতী) ইন্দিরা সাধনা, ১৮৯৩ (অ ১৩০০)।
(প্র ৭) আসে তবে কেন দেবী পৃঃ ৭৪-৭৫।
যেতে চায়
মিশ্র মল্লার-তাল একতালা-য় রচিত স্বরলিপি।

১৩০০ পৌষ (১৮৯৪)

প ১৩২৪ নূতন গান ঃ (শ্রী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০)।
(প্র ৭) [ওগো তোরা কে পৃঃ ৫৭২-৫৭৩।
যাবি...]ঃ
[স্বরলিপি]
গানটির কথা ও সুর ঃ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মিশ্র-কাওয়ালী-তে স্বরলিপি পরিবেশিত।

(প ১১৯৬.১৬) ফুলের মালা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০)।
(উ) [ক্রমশঃ] দেবী পৃঃ ৫২৪-৫২৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৬শ ও শেষ কিস্তি। ১৮৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

(প ১৩২৫.১) বাঙ্গলা সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০)।
(প্র ৩) অ্যাকাডেমি পৃঃ ৫৭৪-৫৭৮।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা। ১ম কিস্তি। বর্তমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাথমিক

ইতিহাস।

প ১৩২৬ (ক) বাসর (শ্রীমতী) দেবী সাহিত্য, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০)। পৃঃ ৭৪২।

সুখময় বাসরস্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

প ১৩২৭ (ক) যাই (শ্রী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০)। পৃঃ ৭৪১।

জীবনগ্রন্থী ছিন্ন করে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৩২৮ (প্র ৩) রাঁচীর বর্তমান অবস্থা শ্রী— বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০) । পৃঃ ২৮৭-২৮৮।

রাঁচীর অধিবাসী ও তাঁদের অর্থনৈতিক, ও সামাজিক অবস্থার কথা।

(প ১৩২৯.১) (প্র ২) শোকের শান্তি [ক্রমশঃ] শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০) । পৃঃ ২৭৫-২৭৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। শ্রী ভগবানের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসাই মানবের শোকে শান্তি আনয়ন করতে পারে।

প ১৩৩০ (ক) শ্রী শ্রী নন্দোৎসব (শ্রী) কাদম্বরী দাসী, বীরভূম সজ্জনতোষিনী, ডি ১৮৯৩[sic] (পৌ ১৩০০)। পৃঃ ১৭৭-১৭৮।

"বৃন্দাবনে আজু কি আনন্দ। অবতীর্ণ হইলা গোবিন্দ।
ব্রজবাসী নয়ণ চকোর। প্রেমানন্দে হইল বিভোর।।
নিরখিয়া মুখ শশধর। জুড়াইল তাপিত অন্তর।।..."

প ১৩৩১ (ক) সাথীহারা (শ্রী) বিনয়কুমারী বসু [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০)। পৃঃ ৭৪২।

সাথীহারা জীবনে বিরহের মাঝে মিলনের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে।

প ১৩৩২ (ক) স্ব-নিকেতন (শ্রী) কুমুদিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০)। পৃঃ ২৮৬-২৮৭।

"যদ্গাতা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

"এসেছি প্রবাস ক্ষেত্রে, নিজ নিকেতন তরে,
উপার্জিয়া ধন, রত্নফিরিয়া যাইব ঘরে;
বৃথায় সময়গত হলে সন্ধ্যা সমাগত
শূন্যহাতে যাইতে হইবে কি স্ব-নিকেতনে?..."

প ১৩৩৩ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ এখনো তারে চোখ দেখিনি (শ্রীমতী) ইন্দিরী দেবী সাধনা, ১৮৯৪ (পৌ ১৩০০)। পৃঃ ১৯১-১৯৫।

ইমন-কাওয়ালি লয়-এ স্বরলিপি রচিত।

১৩০০ মাঘ (১৮৯৪)

প ১৩৩৪ (ক) [ ]* — আলো ও ছায়া রচয়িত্রী [কামিনী রায় (সেন)] — আশা, ১৮৯৪ (মা ১৩০০)। পৃঃ ১৬।

* পত্রিকায় পৃষ্ঠা জীর্ণ হওয়ায় কবিতাটির আখ্যা পাওয়া যায়নি।

"হাত পা তো সকলেরি আছে-
সকলেরি জোর আছে গায়,
মাথা পারে সবাই খাটাতে
কে কাহার অনুগ্রহ চায়?..."

প ১৩৩৫ (ক) নবলাট আগমনে — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, যাজপুর [নিগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (মা ১৩০০)। পৃঃ ৩২০।

"এস এস নবলাট এস এলগিন!
আজি ভারতের ভাগ্যে বড় শুভদিন।
রাজ প্রতিনিধি তুমি, এসেছ ভারতভূমি,
ভারত কল্যাণ ব্রত করিয়া গ্রহণ,...."

প ১৩৩৬ (ক) প্রীতি-প্রতিমা — (শ্রী) প্রিয়প্রসঙ্গ ও কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (মা ১৩০০)। পৃঃ ৩১৯-৩২০।

মাতৃভক্তির কবিতা।

প ১৩৩৭ (প্র ৭) বেদগান ঃ [য আত্মদা বলদা...] ঃ স্বরলিপি — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯৪ (মা ১৩০০)। পৃঃ ২৭৯--২৮৫।

'ঋগ্বেদ', ১০ম মন্ডল, ১২১ শুক্ত-এর স্বরলিপি।

প ১৩৩৮ (প্র ৭) ব্রাহ্মসঙ্গীত ঃ [এস হে গৃহ দেবতা...! আনন্দলোকে...] ঃ স্বরলিপি — (শ্রী) সরলা দেবী — ভারতী ১৮৯৪ (মা ১৩০০)। পৃঃ ৫৯০-৫৯৩।

গান দু'টির কথা ঃ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত। সুর ঃ শ্রী সরলা দেবী কর্তৃক সঙ্কলিত। মহীশূরী আনন্দ ভৈরবী-কাওয়ালী এবং মহীশূরী ভজন-একতালা-য় গান দুটির স্বরলিপি যথাক্রমে পরিবেশিত হয়েছে।

(প ১৩২৯.২) (প্র ২) শোকের শান্তি [ক্রমশঃ] — শ্রীমা . [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (মা ১৩০০)। পৃঃ ৩০৫-৩০৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১৩০০ ফাল্গুন (১৮৯৪)

প ১৩৩৯ (প্র ৫)	উদ্ভিদের কথা : (সচিত্র)	(শ্রীমতী) সুশীলা দেবী, লেডী ডাক্তার	সাথী, ১৮৯৪ (ফা ১৩০০)। পৃঃ ২২১-২২৪।

চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্ভিদের ভেষজ গুণাবলী সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ১৩৪০ (প্র ৭)	একগান : তিনসুর : [শুভ ঘড়ী শুভদিন...] : স্বরলিপি	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (ফা ১৩০০)। পৃঃ ৬৯৩-৬৯৭।

"তানসেনের গানের স্বরলিপি।" তানসেনের একটি গানের স্বরলিপিতে সাদৃশ্য তাল-ঝাঁপতাল ও ২টি মিঞামল্লার ও একটী সুখ্‌রাই কানাড়া-য় পাওয়া যায়।

প ১৩৪১ (ক)	বসন্ত	(শ্রী) সরোজিনী দেবী, কিশোরগঞ্জ	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (ফা ১৩০০) । পৃঃ ৩৫২।

"বসন্ত! সাধে কি তোমায় বলে ঋতুরাজ?
শীতের প্রকোপ যায় তব পরশনে।
তোমার পরশ পেয়ে,
কোকিল মধুর গেয়ে,..."

প ১৩৪২ (ক)	বিশ্বাস	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (ফা ১৩০০)। পৃঃ ৬৫৩।

সংসারে মঙ্গল ও কল্যানে পরস্পরের ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা।

প ১৩৪৩ (ক)	"শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	(শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	সাহিত্য, ১৮৯৪ (ফা ১৩০০)। পৃঃ ৮৯৩।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৮.৫.১৮৩৯—৭.২.১৮৯৪) রাজনৈতিক পন্ডিত, বিখ্যাত সংবাদপত্র পরিচালক, সাংবাদিক, সুমন্ত্রণাদাতা, অসাম্প্রাদায়িক নেতা, হোমিওপ্যাথিতে 'এম.ডি' প্রাপ্ত, বহুগ্রন্থ প্রণেতা মানব ও পশুপ্রেমিক ছিলেন। তাঁরই মৃত্যুতে লেখা।

প ১৩৪৪ (প্র ৭)	সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল : স্বরলিপি	(শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯৪ (ফা ১৩০০)। পৃঃ ৩২৯-৩৩২।

রাগিনী হাম্বীর-কেদারা-তাল কাওয়ালী-তে রচিত স্বরলিপি।

১৩০০ চৈত্র (১৮৯৪)

প ১৩৪৫ (ক)	বঙ্কিমচন্দ্র : শোকোচ্ছ্বাস	(শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (চৈ ১৩০০)। পৃঃ ৭৬২।
	সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮—-৮.৪.১৮৯৪)-এর মৃত্যুতে লেখা শোকগাথা।		
(প ১৩২৫.২) (প্র ৩)	বাঙ্গলা অ্যাকাডেমি [ক্রমশঃ]	সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (চৈ ১৩০০)। পৃঃ ৭৪৩-৭৪৮।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা। ২য় ও শেষ কিস্তি।		
প ১৩৪৬ (ক)	ভিক্ষা	(শ্রী) কুমুদিনী রায়	বামাবোধিনী, ১২৯৪ (চৈ ১৩০০)। পৃঃ ৩৮১-৩৮২।
	মানুষকে নিরন্তর চাহিদায় নিমজ্জিত না হয়ে ক্ষুদ্র হৃদয়ে শ্রীভগবানকে স্থাপন করার ভিক্ষা চাইবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেই পরমধনের প্রাপ্তিতেই জীবনের পরিপূর্ণতা আসে।		
প ১৩৪৭ (ক)	মিনতি	(শ্রীমতী) হিরণ্ময় দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (চৈ ১৩০০)। পৃঃ ৭২৫-৭২৬।
	তরল পয়ার ছন্দে শাশ্বত ঈশ্বরের দর্শন প্রার্থীর মিনতি ও করুণ প্রার্থনার ধ্বনি।		
প ১৩৪৮ (ক)	রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা প্রকৃতি বিষয়ক।	বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	ভারতী, ১৮৯৪ (চৈ ১৩০০)। পৃঃ ৭০৮।
প ১৩৪৯ (ক)	শিশুর হাসি	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, যাজপুর	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (চৈ ১৩০০)। পৃঃ ৩৮২।

"শিশুর সুন্দর হাসি
কি মধুর মরে যাই।
তেমন সুন্দরভবে
আরত কিছুই নাই।..."

১৩০০-১৩০১ (১৮৯৩-১৮৯৪)

প ১৩৫০ (ক)	কুন্তলীন কবিতা	নিকুঞ্জকামিনী দেবী	কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৩-১৮৯৪ (১৩০০)। পৃঃ [ ]।
	"বিশেষ পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্।		
	সূত্র : বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন : গল্প শতক', ১৩৯৬, পৃ : ১০৫-১০৬।		

প ১৩৫১ (ক) শিশির (শ্রীমত) ব্রজমোহিনী দাসী চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১৮৯৩-১৮৯৪ (১৩০০-১৩০১)। পৃঃ ৬৯৫।

"শ্যামল দুর্ব্বার গলে হীরকের হার।
ফেরে সে লুকায়ে এসে, পরায়ে রজনী শেষে,
চলে গেছে কোন দেশে দেখা নাই আর!..."

১৩০১ বৈশাখ (১৮৯৪)

প ১৩৫২ (ক) অবসান (শ্রীমতী) কিরণশশী বসু বীণাপানি, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ১৩৪।

"হেথা হতে চলি' যাও, সুখ আশা মিছে।
কি দিব? কি আছে আর? সকলি গিয়েছে!
গেছে সুখ সাধ-আশা,
বুক ভরা ভালবাসা,..."

প ১৩৫৩ (প্র ৯) অশ্বপৃষ্ঠে (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ১৪-২৫।

দারজিলিং থেকে অশ্বপৃষ্ঠে রঙ্গিত ভ্রমণের কাহিনী ও ভৌগোলিক পরিচয়।

প ১৩৫৪ (ক) বিদ্যাপতি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ৩৯।

"পশিলে তোমার অন্তঃপুরে,
রৌদ্রে দগ্ধ দিবাচয়, হয়ে যায় শ্যামময়,
বসিয়া হোথায় শ্যাম-সরোবর তীরে।..."

প ১৩৫৫ (ক) রবির প্রেম (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ৪০।

সূর্যের জ্যোর্তিময় প্রেম উপহারের কথা ও পৃথিবীর মানুষের সত্যের প্রতি, আলোকের প্রতি আদরহীনতার কথা ফুটে উঠেছে।

(প ১৩৫৬.১) (না) লান্‌করানের উজীর [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ৫৬-৬৩।

মূল পারস্য থেকে অনুবাদিত। ক্রমশঃ প্রকাশিত নাটকের ১ম কিস্তি।

প ১৩৫৭ (ক) শুভাশীর্ব্বাদ, ১৩০১ সাল- ১২ই বৈশাখ 'মা' [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ৩২।

রচনাপঞ্জিঃ প্রথম অংশ, গ ২৪৩ 'কনকাঞ্জলি' গ্রন্থের পৃঃ ১৩২-১৩৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। শুভবিবাহে কন্যাকে মাতার শুভশীর্ব্বাদ।

"বিষাদে সুখ স্মৃতি
আঁধারে মধুর বাঁশি,
বিপদে দেবের বর
হতাশে উদ্যম রাশি;..."

প ১৩৫৮ (প্র ১) শোকসন্তপ্ত হৃদয় — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ৫-৯।

সাহিত্য স্রষ্টা, ঔপন্যাসিক, নব জাগরণ যুগের অন্যতম প্রধান পুরুষ শ্রী বঙ্কিমচন্দ্রর (২.৬.১৮৩৮—৮.৪.১৮৯৪) মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

প ১৩৫৯ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ সঙ্কেতের ব্যাখ্যা — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ৪১-৪৫।

স্বরলিপিতে ব্যবহৃত নানা সঙ্কেতচিহ্ন, সুরের বিভিন্ন রূপ, সুরের আওয়াজের চিহ্ন, তাল, মাত্রা ইত্যাদি বিষয়ক।

প ১৩৬০ (প্র ৭) হেলাফেলা সারাবেলা ঃ স্বরলিপি — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)। পৃঃ ৪৮২-৪৮৪।

মিশ্র ভৈরবী - কাওয়ালী লয়-এ পরিবেশিত স্বরলিপি।

১৩০১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৪)

প ১৩৬১ (ক) অবসান — শ্রী নী— — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ৬৪।

অৰ্দ্ধস্ফুট ফুলের মতোই অৰ্দ্ধস্ফুট জীবনে সবকিছু শেষ হয়ে যাবার দুঃখ গাথা।

প ১৩৬২ (ক) কি ক্ষতি আমার — শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলী রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। ৭৬-৭৮।

ব্যক্তিগত অনুভবের কথা।

প ১৩৬৩ (ক) কিছুই লাগে না ভাল — (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী, কানপুর — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ৬৪।

বিরহের দুঃখে প্রকৃতির সৌন্দর্যে অনীহা ও বিরহীর সঙ্গে মিলনের জন্য চিরনিদ্রাচ্ছন্ন থাকার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৩৬৪ (ক) ত্রিকাল — কু, রা [কুমুদিনী রায়] — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ৪৪-৪৫।

অবহেলিত অতীতের দিনগুলি ভুলে ভবিষ্যতের আদর্শ সামনে রেখে বর্তমানে কাজ করার বাসনা।

প ১৩৬৫ (ক)	বঙ্কিমবিয়োগ	(শ্রীমতী) গিরিবালা [গিরিবালা দেবী]	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ৬৩-৬৪।

প ১২৯৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"শুয়েছ শ্মশানে নাকি মুদিয়া নয়ন
সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের ধন!
কবির লাগিয়া আজি প্রতি ঘরে ঘরে
ভাসে শোকে বঙ্গবাসী নয়ণের নীরে।...."

প ১৩৬৬ (ক)	বসন্ত বিরহ ঃ [বঙ্গকবিতা]	(শ্রীমতী) নির্ম্মলা দেবী	অনুসন্ধান, ১৮৯৪(জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১১৫।

"বঙ্গীয় সেলীর অনুকরণে এই কবিতাটী লিখিত হইল।" বঙ্গীয় শেলি হলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"উদার অলস কুসুমে বিভোর,
জলদে বিজলি খেলে না আর,
ফুলের বয়ানে নাহিক হাসনি,
সুবাসেতে দিক ভাসে না আর।..."

(প ১২১৪.৩) (ক)	ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া [ক্রমশঃ]	কু, রা [কুমুদিনী রায়]	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ৩৯-৪১।

"পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।" ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৩৬৭ (ক)	মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চ	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ৪৬।

"ঢালি নব ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষারে
সাজাইলা নবরঙ্গে,
নর নারী সব নিরখি তাহায়
ভসিল ভাবতরঙ্গে।..."

প ১৩৬৮ (প্র ৩)	মুখচন্দ্র, না মুখপদ্ম?	শ্রীমতী—	অনুসন্ধান, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ৮১-৯০।

কবি, সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত নারীর মুখের সঙ্গে এঁদো পুকুরের পদ্মের বা আকাশের চাঁদের তুলনা করার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

প ১৩৬৯ (প্র ৮)	মুদ্রারাক্ষস	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১২০-১২৬।

বিশাখাদত্ত প্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষসের আলোচনা।

প ১৩৭০ (ক)	রত্নাবলী	বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)]	সাহিত্য, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১৫৬।

"নিস্তব্ধ নিশিথ অতি, লতা-ফাঁস ল'য়ে করে,
রজত-জ্যোছনা-স্নাত-বিজন বাগান পরে
নতজানু হ'য়ে বালা বসি বকুলের তলে,
মুখেতে চাঁদের আলো, তরুছায়া পড়ে কোলে।..."

(প ১৩৫৬.২) লান্‌করানের (না) উজীর — (শ্রীমতী) সরলা দেবী [ক্রমশঃ] — ভারতী ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১০০-১০৭।
মূল পারস্য থেকে অনুবাদিত। ক্রমশঃ প্রকাশিত নাটকের ২য় কিস্তি।

প ১৩৭১ (ক) শিক্ষা — জনৈক হিন্দুমহিলা — শিক্ষা-পরিচয়, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ৩৪।

"নিতি নিতি আসি যাই চৌদিকে আঁধার,
অনন্ত অব্যক্ত ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ জ্যোতি
প্রকাশিছে ক্ষণে ক্ষণে তাহার মাঝারে।
জগতের শিক্ষাগুরু, নিরমল ভাতি।..."

প ১৩৭২ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ১৩০১)। পৃঃ ১২৮।
অঞ্জলি দান।
শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র
শোকগাথা। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে বঙ্কিমবাবু সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করে এই শোকগাথা পিতৃতুল্য পিতৃসুহৃদের বিয়োগে তাঁর পুত্রের লেখা।

প ১৩৭৩ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১২৯।
আর্য্যগাথা,
দ্বিতীয় ভাগ।
শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ
রায়
"...ইঁহার কবিত্ব শক্তি, পুরাতন ভাব ইনি কিরূপ নুতন ছাঁদে নুতন সুরে নুতন করিয়া তোলেন..."তা দৃষ্টান্ত সহযোগে সমালোচনা।

প ১৩৭৪ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১২৮।
উপনিষদ।
শ্রী সীতানাথ দত্ত
ছয়খানা সমগ্র উপনিষদ ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহ। সমালোচকের মতে "...তাঁহার এই গ্রন্থাখানি সার্থক হইয়াছে। 'উপনিষদ' ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের আকর। সুতরাং

এতদ্বিহিত সত্য যত সরলভাবে সাধারণের আয়ত্ত সাধ্য হয় ততই ভাল। বাবু সীতানাথ নন্দী এই কার্য্যখানি করিয়া যে দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।..."

প ১৩৭৫ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১২৮।

কুমারসম্ভব।
শ্রী শরচ্চন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়
"বঙ্গভাষায় এই প্রথম 'কুমারসম্ভবের' সমগ্র অনুবাদ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এজন্য বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ ধন্যবাদার্হ।..."

প ১৩৭৬ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১২৮।

পদ্মপ্রসূন।
শ্রী হরিচরণ
আচার্য্য
"কবিতাগুলি নিতান্ত নীরস নহে। বইখানি বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকের যোগ্য।"

প ১৩৭৭ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১২৯।

প্রতিভাপূজা।
শ্রী দেবেন্দ্র বিজয়
বসু
শোকগাথা। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

প ১৩৭৮ (প্র ১০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১২৮।

ভক্তচরিতামৃত।
অর্থাৎ শ্রী
গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত
বৈষ্ণব
সম্প্রদায়ের
আদিগুরু শ্রীমৎ
রূপ, সনাতন ও
জীব গোস্বামীর
জীবনচরিত
সমালোচনা থেকে জানা যায়, "সেই সময়কার ইতিহাস, দেশের ও সমাজের

জ্ঞান ও ধর্ম্মের অবস্থা এই জীবনচরিতখানি পড়িলে বোধগম্য হয়।..."

প ১৩৭৯ (প্র ১০)	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঃ শিখযুদ্ধের ইতিহাস	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

সমালোচনা থেকে জানা যায়, "...যদিও পুস্তকখানিতে ভাষা জটিল, অনুবাদ অস্পষ্ট, তথাপি বিষয়ের গুণে ইহা বঙ্গসাহিত্যের একখানি মূল্যবান পুস্তক হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রধান গুণ, অনেকগুলি ইংরাজি গ্রন্থ পড়িয়া লেখক তাহার সার সঙ্কলন করিয়াছেন;..."

প ১৩৮০ (প্র ৭)	স্বরলিপি ঃ সবে কর আজি তাঁর	(শ্রীমতী) ইন্দিরা	সাধনা, ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)। পৃঃ ২২-২৫।

রাগিনী ভৈরবী-কাওয়ালি-তে পরিবেশিত স্বরলিপি।

১৩০১ আষাঢ় (১৮৯৪)

প ১৩৮১ (ক)	কি দোষ আমার	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (আ ১৩০১)। পৃঃ ১৩৮।

"কি দোষ তোমার!
দোষ যদি কারো থাকে বিধাতার দোষ!
দেবতা ক'জন হেথা, ফুল শত শত!
যদি কোন পুণ্যবলে, কোন সুপ্রভাতে..."

প ১৩৮২ (ক)	বাসনা	(শ্রীমতী) প্রিয়বালা রায়, কাঠিহার	বামাবোধনী, ১৮৯৪ (আ ১৩০১)। পৃঃ ৯৬।

কবির অন্তরের বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৩৮৩ (ক)	বিদেশে	শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (আ ১৩০১)। পৃঃ ৯৬।

বিদেশে একাকী অবস্থায় কবি স্বদেশকে স্মরণ করছেন।

প ১৩৮৪ (ক)	শোকোচ্ছ্বাস	(শ্রীমতী) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)]	পূর্ণিমা, ১৮৯৪ (আ ১৩০১)। পৃঃ ৮৯-৯০।

সন্তান শোকে লেখা কবিতা।

প ১৩৮৫ (প্র ৭)	স্বরমিলন ও ঃ [স্বরলিপি] ঃ [সকাতরে ওই...]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (আ ১৩০১)। পৃঃ ১৮১-১৮৬।

স্বরমিলন কাকে বলে, স্বরমিলন শিক্ষার উপায় ও সঙ্কেতের ব্যাখ্যা। এছাড়া শ্রী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় ও সুরে, শ্রীমতী সরলা দেবী কর্ত্তৃক রচিত মিল-এ-কর্ণাটি ভজন-একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১৩৮৬ (ক) হরপার্ব্বতীর তপস্যা ঃ পার্ব্বতী হর — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (আ ১৩০১)। পৃঃ ১৯৩-১৯৪।

ত্রিকালজ্ঞ মহেশ্বর ও যোগমায়া পার্ব্বতীর পরস্পরের জন্য ধ্যানের তন্ময়তা ও গভীরতা বিষয়ক।

১৩০১ শ্রাবণ (১৮৯৪)

(প ১৩৮৭.১) (প্র ৯) কতকগুলি সুমাতা [ক্রমশঃ] — সুশীলাবালা সিংহ — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ১২২-১২৫

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। পৌরাণিক তথা আধুনিক যুগের কয়েকজন সুমাতার জীবন ও আদর্শ বিষয়ক। বর্তমান কিস্তিতে উত্তানপদ রাজমহিষী ধ্রুবের মাতা সুনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

প ১৩৮৮ (ক) কবির পরিণাম — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — ভারতী, ১৮৯৪৫ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ১০৮-১১২।

কবিতা রোগী কোন যুবকের করুণ পরিণতির কথা।

প ১৩৮৯ কাজ নেই (ক) — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — বামাবোদিনী, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ২৩৯।

"কাজ নেই এসে কাছেতে আমার!
থাক, সখি, থাক দূরে;
দূর হতে ওই মুখখানি তব,
দিবস রজনী ঢালে নবনব,..."

প ১৩৯০ (প্র ৩) কোলজাতির আমোদ-প্রমোদ — (শ্রীমতী) গিরিবালা দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ২০১-২০৫।

"*বিগত ভাদ্রমাসে 'ভারতী'-তে কোলজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।* তাহাদের আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে আর দুই চারিটি কথা বলা যাইতেছে।" কোলজাতির নানা অনুষ্ঠানে নৃত্য ও গীত বিষয়ক।

প ১৩৯১ (ক) তেমনি — (শ্রীযুক্তা) মোক্ষদাসুন্দরী দাসী [মোক্ষদাসুন্দরী ঘোষ] — অনুসন্ধান, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ৪২৩-৪২৪।

"তেমনি হাসিছে চাঁদ আকাশের গায়,
তেমনি ত চকোরিনী সুধা লোভে ধায়;

তেমনি বিটপ শ্রেণী পাগলের পারা-,
তেমনি জোছ্না মেখে হেসে হেসে সারা।...”

প ১৩৯২ (ক) ফুল ও অলি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ২১৭-২১৮।

ফুল ও অলির তুলনা-অলি স্বার্থপর, ফুল পরার্থপর।

১৩৯৩ (প্র ৩) বিষম সমস্যা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ২১১-২১৭।

মেয়েরা পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট এই বিষম সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা।

(প ১৩৫৬.৩) (না) লান্‌করানের উজীর [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ২৪৫-২৪৯।

মূল পারস্য থেকে অনুবাদিত। ক্রমশঃ প্রকাশিত নাটকের ৩য় কিস্তি।

প ১৩৯৪ (ক) শোকসঙ্গীত (শ্রী) কুমুদিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ১২৬-১২৭।

ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্তা দিদির বিলাপ।

“পরাণে সহে না
লেখনী সরে না
কোথায় যতীন্দ্র মম অমূল্য রতন!...”

প ১৩৯৫ (প্র ৭) সাধের তরণী আমার ঃ সুর ও স্বরলিপি (শ্রীমতী) সরলাদেবী ভারতী, ১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ২৩০-২৩৩।

“ ‘সাধের তরণী’-র প্রচলিত থিয়েটারের সুর বঙ্কিমবাবুর সম্পূর্ণ অমনোনীত থাকায় তাঁহার আত্মীয়গণের অনুরোধে মৎকর্তৃক ইহাতে নূতন সুর সংযোজিত হইল।—শ্রী সরলা দেবী।” কথা ঃ শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুর ঃ শ্রীমতী সরলা দেবী। মিশ্র বাগেশ্রী। আড়াঠেকায় স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১৩৯৬ (ক) স্রোতের ফুল কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী ১৮৯৪(শ্রা ১৩০১)। পৃঃ ১১৫-১১৬।

“একটী পতিতা অল্পবয়স্কা রমনী দর্শনে লিখিত।”

১৩০১ ভাদ্র (১৮৯৪)

প ১৩৯৭ (ক) অপেক্ষা (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (ভা ১৩০১)। পৃঃ ২৯৮।

প্রবাসে নদীকূলে একাকী দুর্বল শরীরে অপেক্ষারত কোন ব্যক্তির চিন্তাকে অবলম্বন করে লেখা। লঘু ত্রিপদী (লাচ্ছাড়)।

প ১৩৯৮ (ক)	অম্বিকা দেবজায়ার উদ্দেশ্যে ঃ চিত্রপট	শ্রীমতী সু—ঘোষ, নওগাঁ	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (ভা ১৩০১)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

"আমার আঁধার ঘরে,
এ কে গো বিরাজ করে,
লক্ষ্মীপ্রতিমার মত এ কার প্রতিমা!
মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যময়ী,
দয়াময়ী, স্নেহময়ী,
মানবীতে সম্ভবে কি এত মধুরিমা?..."

প ১৩৯৯ (ক)	অশিক্ষিতা	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (ভা ১৩০১)। পৃঃ ২৯৯।

বাঙ্গালী অশিক্ষিতা নারীর নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার ও তাঁদের শিক্ষায় বাধাদানকারী পুরুষ সমাজকে বিদ্রূপ করে লেখা কবিতা।

প ১৪০০ (ক)	আকুল আহ্বান	শ্রী–	শিক্ষা-পরিচয়, ১৮৯৪ (ভা ১৩০১)। পৃঃ ১২৯।

"দাঁড়ায়ে ভবাব্ধিতটে ডাকিতেছি বারবার,
কোথা দেব দীনবন্ধু, কোথা ভব কর্ণধার!
আসিছে তামসী নিশা, অস্তগত দীননাথ,
আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে, হ'তেছে অশনীপাত,.."

প ১৪০১ (ক)	প্রার্থনা	শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (ভা ১৩০১)। পৃঃ ১৪৪-১৪৫।

"রোগশয্যায় লিখিত।" ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১৪০২ (ক)	মার প্রেম	অনামা	সৎসঙ্গ, ১৮৯৪ (ভা ১৩০১)। পৃঃ ১০২।

"কোন মহিলার রচিত"-সম্পাদক।

"অনন্ত এ বসুন্ধরা,
তোমারি প্রেমেতে ভরা,
তোমারি করুণা কণা বিকাশিছে জ্যোছনায়।..."

প ১৪০৩ (প্র ৩)	সঙ্গীত বাদ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ ((ভা ১৩০১)। পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

স্ত্রীলোকের শরীর ও মনের বিকাশে, সংসার ও স্বামীর মন যোগাতে, স্বাস্থ্য রক্ষায় ও মনোমালিন্য দূর করতে সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে লেখা।

প ১৪০৪ (ক) সুখী — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯৪(ভা ১৩০১)। পৃঃ ২৩১-২৩৩।

আনন্দময় ঈশ্বরের নাম স্মরণ করাই সুখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

প ১৪০৫ (ক০ স্বপন — (শ্রীমতী) সুশীলাবালা বসু বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (ভা ১৩০১) পৃঃ ১৬০।

"শেষ চরণ, অল্প পরিবর্তিত। বা, বো, স।"

"দেখিনু স্বপনে আর বসন্ত না হবে,
প্রকৃতির সে ক্ষমতা নাহিক এখন
কু আশায় ধূমজালে আবৃত সে পথ,
দ্বারে আসে মিছে কথা বলে সর্ব্বজন।..."

১৩০১ আশ্বিন (১৮৯৪)

(প ১৩৮৭.২) (প্র ৯) কতকগুলি সুমাতা [ক্রমশঃ] — সুশীলাবালা সিংহ — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (আশ্বিন ১৩০১)। পৃঃ ১৮০-১৮২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি। বর্তমান অংশে প্রহ্লাদ জননী কয়াধু ও শ্রীরামচন্দ্রের জননী কৌশল্যার কথা বর্ণিত হয়েছে।

প ১৪০৬ (ক) প্রয়োজনীয় প্রার্থনা — নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (আশ্বিন ১৩০১)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

প ১৪০৬ক (ক) ভাইফোঁটা — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (আশ্বিন ১৩০১)। পৃঃ ৩৪৪।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

প ১৪০৭ (ক) ভুল — (শ্রী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (আশ্বিন ১৩০১)। পৃঃ ৩৪৪।

স্বপ্নে দেখা স্মৃতিতে গত হয়ে যাওয়া মানুষকে জীবন্ত বলে প্রতিভাত হওয়ার উপলব্ধি।

প ১৪০৮ (ক) শুভযাত্রিক (সন ১৩০১ সাল, ২৭ শে ভাদ্র, মঙ্গলবার) — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (আশ্বিন ১৩০১)। পৃঃ ১৮৮-১৮৯।

"কলিকাতা সিটী কলেজের মূক ও বধির শিশুগণের শিক্ষার উন্নতির জন্য, তাহাদের জনৈক সদাশয় শিক্ষক গত ১২ই সেপ্টেম্বর বিলাতে প্রেরিত হইয়াছেন, এই কবিতাটি তদুপলক্ষে লিখিত। লেখিকা।"

প ১৪০৯ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ আমারে কর — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — সাধনা, ১৮৯৪ (আশ্বিন-কা ১৩০১)। পৃঃ ৪৮৭-৪৮৯।

তোমার...

রাগিনী খাম্বাজ-তাল একতালা-য় পরিবেশিত স্বরলিপি।

প ১৪১০ (ক)	স্মৃতি	(কুমারী) সরযূবালা দেবী	চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১৮৯৪ (আশ্বিন ১৩০১)। পৃঃ ১৬।

স্বপ্নবৎ অতীত সুখস্মৃতির স্মরণে।

"চন্দ্রমার রজত কিরণে,
বাঁশরীর মোহময় তানে,
সমীরের সুমন্দ হিল্লোলে,
বিহগের মৃদু মধু বোলে,..."

১৩০১ কার্ত্তিক (১৮৯৪)

প ১৪১১ (ক)	বাসনা	(শ্রী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	নব্যভারত, ১৮৯৪ (কা ১৩০১)। পৃঃ ৩৭৫।

রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ২১৯ 'প্রতিধ্বনি' গ্রন্থের টীকা থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। জীবনের অন্তিম সময়ে পরম পিতার আশ্রয় লাভ করার বাসনা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প ১৪১২ (ক)	বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম, কলিকাতা অনাথাশ্রম ও দাসাশ্রম স্থপয়িতৃগণের প্রতি	(শ্রী) মোক্ষদায়িনী, কাকিনীয়া [মোক্ষদাসুন্দরী ঘোষ, কাকিনীয়া]	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (কা ১৩০১)। পৃঃ ২১৯-২২০।

প ৫৩৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"স্বর্গের দেবতা ভাই তোরা কি সকলে?
মানব দুর্গতি হেরি,
আসিলি স্বরগ ছাড়ি,
দূরিতে দুঃখীর দুঃখ নামিলি ভূতলে?..."

প ১৪১৩ (ক)	মা ও ছেলে	শ্রী শ	বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (কা ১৩০১)। পৃঃ ২০৯-২১০।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"মায়ের কোলের ছেলের খেলা,
দেখলে জুড়ায় প্রাণ,.
ভালবাসি চাঁদের হাসি

তাও কি এর সমান?..."

১৪১৪ (কo শকুন্তলা (শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেব ভারতী, ১৮৯৪ (কা ১৩০১)। পৃঃ ৪৩০।

কুণ্বমুনির আশ্রম পালিতা কন্যা শকুন্তলার জীবনবৃত্তান্ত।

(প ১৪১৫.১) (প্র ৩) হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) কুমুদিনী রায়, বিদ্যানন্দকাঠী বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (কা ১৩০১)। পৃঃ ২২১-২২৪।

"*পারিতোষিক রচনা -- বিদ্যানন্দকাঠী নিবাসিনী শ্রীমতী কুমুদিনী রায় লিখিত।*" ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

১৩০১ অগ্রহায়ণ (১৮৯৪)

প ১৪১৬ (ক) দুটি তারা (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ৪৭১।

দুইটি হারানো তারার মিলিত জীবনে চিরপ্রেম অক্ষুন্ন থাকার জন্য শ্রী ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

১৪১৭ (প্র ৯) দেওঘর (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ৪৪১-৪৪৪।

মধুপুর থেকে দেওঘরের ভ্রমণকথা ও বৈদ্যনাথ ধামের বর্ণনা।

প ১৪১৮ (ক) শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১) । পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

পৃথিবীর তুচ্ছ কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত ও নিরাকাঙ্খী হয়ে শ্রীভগবানের কৃপাপ্রাপ্তির আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছে।

(প ১৪১৯.১) (না) প্রহসন [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা মল্লিক ভারতী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ৪৮৮-৫০০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত নাটক। ১ম কিস্তি। বিয়ে নিয়ে রচিত প্রহসন।

প ১৪২০ (ক) বউ কথা কও (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ৪৭০।

বঙ্গের বধূর নীরবতায় ব্যথিত ছোট্ট পাখীর আকুল ডাকের কবিতা।

(প ১৪২১.১) (প্র ৩) বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা [ক্রমশঃ] (শ্রী) মানকুমারী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ২২৬-২৩০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকপ্রাপ্তা ভারতের নারীরা কেবলমাত্র সমাজের অতীত শিক্ষার উন্নতি ও

সামাজিক প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান করেননি তাঁরা বঙ্গ দেশে বিগত শতাব্দীতে আদর্শস্বরূপা, ধর্মভাবাপন্না, কর্তব্যপরায়ণা মহাপ্রাণ নারীদের বিষয়েও আলোচনা করেছেন।

প ১৪২২ (ক) শোকোচ্ছ্বাস — (শ্রী) সরোজিনী দেবী — সৎসঙ্গ, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ১৬৫-১৬৭।

"এই কবিতা একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার রচিত। বালিকার পিতা একজন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বালিকার এই শোকোচ্ছ্বাস। স, সম্পাদক।"

প ১৪২৩ (ক) স্বর্গ — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ২৫৬।

"স্বরগ স্বরগ নমি সর্বক্ষণ।
কোথায় স্বরগ ধাম, স্বরগ কাহার নাম,
ভেবেছি করিব আমি তাহার বর্ণন।..."

প ১৪২৪ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [সুন্দরী রাধে আওয়ে...] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ৪৫৩-৪৫৪।

"শ্রীমতী স্নেহলতা দত্তের অনুরোধে এই গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইল।"
কথা ঃ গোবিন্দ দাস ও এবং সুর ঃ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(প ১৪১৫.১) (প্র ৩) হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম [ক্রমশঃ] — কু, রা [কুমুদিনী রায়, বিদ্যানন্দকাঠী] — বামাবোধিনী, ১৮৯৪ (অ ১৩০১)। পৃঃ ২৪৯-২৫৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি। লেখিকার নাম রচনার পূর্ব সংখ্যা (কা ১৩০১) থেকে জানা যায়।

১৩০১ পৌষ (১৮৯৫)

প ১৪২৫ (ক) ঘুঘু — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ৫৫৩।

ঘুঘু পাখির করুণ-মধুর ঘু-ঘু ধ্বনি-তে প্রাণে সুখময় প্রতিক্রিয়ার কথা।

প ১৪২৬ (ক) দুর্গোৎসবে — (শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] — নব্যভারত, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ৪৯৯-৫০০।

নিষ্কাম ও নিরস্বার্থভাবে দেবী দুর্গার আরাধনার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৪২৭ (ক) নির্বাসিতা — (শ্রী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] — দাসী, জা ১৮৯৫ (পৌ-মা ১৩০১)। পৃঃ ১-২।

নির্বাসিতা সীতার কথা।

(প ১৪১৯.২) প্রহসন [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা মল্লিক ভারতী, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ৫০১-৫১২।
(না)
ক্রমশঃ প্রকাশিত নাটক। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ১৪২১.২) বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা [ক্রমশঃ] (শ্রী) মানকুমারী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ২৬৬-২৭০।
(প্র ৩)
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

(প ১৪২৮.১) ব্রীটিশ-রাজনীতি [ক্রমশঃ] শ্রী *** ভারতী, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ৫৪৫-৫৫২।
(প্র ৩)
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মহাসভার রাজনৈতিক দল ও সেখানকার রাজনৈতিক পরিবর্তনশীলতা বিষয়ক।

প ১৪২৯ মরণসোহাগ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ৫৬২।
(ক)
মৃত পুষ্পরাজি বাতাসের মধুর সোহাগে জাগ্রত হয় না সেজন্য সমীরণকে মরণসোহাগ করতে নিষেধ করে লেখা হয়েছে।

(প ১৪৩০.১) মহানদী বক্ষে (শ্রীমতী) গিরিবালা দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ৫৩০-৫৩৫।
(প্র ৯)
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকথা। ১ম কিস্তি। বর্ষায় মহানদীবক্ষে নৌকায় ভ্রমণবৃত্তান্ত।

প ১৪৩১ শীতকালের পত্র তোমারই মেজদিদি [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ২৮৭-২৮৮।
(ক)
রচনাপঞ্জি ঃ প্রথম অংশ, **গ** ২৪৩ 'কনকাঞ্জলি' গ্রন্থের পৃঃ ১৩৮-১৪২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

প ১৪৩২ স্বামী (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] নব্যভারত, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ৪৯৯।
(ক)
প ১৪২৩ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। পতিভক্তিমূলক কবিতা।

(প ১৪১৫.৩) হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম [ক্রমশঃ] কু, রা [কুমুদিনী রায়, বিদ্যানন্দকাঠী] বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (পৌ ১৩০১)। পৃঃ ২৮২-২৮৬।
(প্র ৩)
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি। এই প্রবন্ধের ১ম কিস্তি (কা ১৩০১) থেকে লেখিকা নাম পাওয়া যায়।

১৩০১ মাঘ (১৮৯৫)

(প ১৩৮৭.৩) (প্র ৯)	কতকগুলি সুমাতা [ক্রমশঃ]	সুশীলাবালা সিংহ	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ৩১৪-৩১৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি। এই পর্বে লক্ষণ জননী সুমিত্রা ও ধর্মপ্রাণা কুন্তী দেবীর চরিত্র বর্ণিত হয়েছে।

প ১৪৩৩ (প্র ৯)	গানের বহি বা মনুষ্যত্ব	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ৫৮০-৫৮৫।

আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধটিতে লেখিকার জীবনের অলৌকিক রহস্যময় ও আশ্চর্য্যজনক কিছু ঘটনার কথা জানা যায়।

প ১৪৩৪ (ক)	জাগিল না	(শ্রীমতী) ফুলকুমারী বসু	চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ২৭৫।

"বসন্ত এসেছে আজি
ফুটিয়াছে কত ফুল;
পুণঃ আজি মধুতরে
ছুটিয়াছে অলিকুল।...."

প ১৪৩৫ (ক)	ঝুমঝুমি	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ৫৭২।

সন্তান শোকের কবিতা।

প ১৪৩৬ (ক)	দেবঘর	শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ৩১৯-৩২০।

"সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি"। ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১৪৩৭ (ক)	প্রিয় বোন্‌টী আমার	(শ্রীমতী) ব্রজমোহিনী দাসী	চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ২৭৫-২৭৬।

"হায় এ গভীর রাতে
চেয়ে একা শূন্যপথে,
জাগে মনে আধোমুখ বচন তোমার—
প্রিয় বোন্‌টী আমার।..."

(প ১৪২১.৩) (প্র ৩)	বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা [ক্রমশঃ]	(শ্রী) মানকুমারী বসু	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ২৯৯-৩০১

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।

প ১৪৩৯ (ক)	বীণাপানি	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ভারতী, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ৫৬৫-৫৬৬।

দেবী বীণাপানির বিষণ্ন মূর্ত্তির বর্ণনা।

(প ১৪১৫.৪) (প্র ৩)	হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম [ক্রমশঃ]	কু, রা [কুমুদিনী রায়, বিদ্যানন্দকাঠী]	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (মা ১৩০১)। পৃঃ ৩১০-৩১৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৪র্থ ও শেষ কিস্তি। রচনার ১ম কিস্তি থেকে লেখিকার নাম পাওয়া যায়।

১৩০১ ফাল্গুন (১৮৯৫)

প ১৪৪০ (ক)	বসন্ত কোকিল	কু, রা [কুমুদিনী রায়]	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (ফা ১৩০১) । পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

বসন্ত ঋতুর কোকিলকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প ১৪৪১ (প্র ৮)	বাঙলার হাসির গান ও তার কবি	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৫ (ফা ১৩০১)। পৃ১ ৬৭৯-৬৯২।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি ব্যক্তিদের অবদান আলোচনা ও হাসির গানের ভান্ডারাধিকারী কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাল রায়ের সাহিত্য আলোচনা করা হয়েছে।

(প ১৪২১.৪) (প্র ৮)	বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা [ক্রমশঃ]	(শ্রী) মানকুমারী বসু	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (ফা ১৩০১)। পৃঃ ৩২৩-৩২৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৪র্থ কিস্তি।

(প ১৪২৮.২) (প্র ৩)	ব্রীটিশ-রাজনীতি [ক্রমশঃ]	শ্রী ***	ভারতী, ১৮৯৫ (ফা ১৩০১)। পৃঃ ৬৪৮-৬৫২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৪৪২ (ক)	মনের মানুষ	(শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী, ১৮৯৫ (ফা ১৩০১)। পৃঃ ৬৭৮।

মনের মতো মানুষের খোঁজে।

১৩০১ চৈত্র (১৮৯৫)

প ১৪৪৩ (ক)	আঁধার মানিক	(শ্রী) কুমুদিনী দাসী	নব্যভারত, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৬৩৪-৬৩৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"আমার এ অন্ধকার ঘরে,
আঁধার সাজানো স্তরে স্তরে,
আঁধারের পথ ধ'রে, অন্ধকার নৃত্য করে;
আমার এখানে মাত্র আঁধারের মেলা,
ঘোর অন্ধকার ল'য়ে আঁধারের খেলা।..."

প ১৪৪৪ (ক) ঈশ্বরী পাটনী — গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৬৯৩।

কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে অঙ্কিত ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রের উদ্দেশ্যে রচিত।

(প ১৩৮৭ ৪) (প্র ৯) কতকগুলি সুমাতা [ক্রমশঃ] — সুশীলাবালা সিংহ — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৩৬১-৩৬৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৪র্থ কিস্তি। রাজমহিষী মদালসা ও শাক্য মহিষী মহামায়া এই দুই সুমাতার কথা এই কিস্তিতে আলোচিত হয়েছে।

প ১৪৪৫ (ক) কলিকালে কালোরূপ — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৭৪৯।

"সখি ওলো!
চুপে চুপে বলি শোন,
পাইয়াছি দরশন,
কলিকালে কালোরূপে আলো করা শ্যাম!..."

প ১৪৪৬ (ক) কৃষ্ণবিরহিনী রাধিকা — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — নব্যভারত, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৬৩৪।

শ্রী রাধিকার কৃষ্ণবিরহ জ্বালার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প ১৪৪৭ (ক) পুন্ডরীক কাহিনী — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃ ৩৭৭-৩৮০।

কাহিনী কাব্য। পন্ডরপুরের পুন্ডরীক নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তানের কাহিনী।

"পন্ডর পুরেতে বাস দ্বিজ একজন,
পুত্র আশে ভার্য্যা সনে পূজে নারায়ণ;
কতদিন পরে তবে প্রসাদে ধাতার,
জন্মিল সুন্দর পুত্র উজলি আগার...।"

প ১৪৪৮ (ক) বসন্তে শৈশবস্মৃতি — (শ্রী) সুশীলাবালা সিংহ — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৩৮১-৩৮২।

"মূর্ত্তিমান সুবসন্ত বিরাজিত তথা,

প্রাণ পুলকিত হয় ভাবিয়া সেকথা।
আমার আনন্দধাম,
ছোটছোট পল্লীগ্রাম
নগরের হাবভাব বিলাস সভ্যতা;..."

(প ১৪২১.৫) (প্র ৩) — বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা [ক্রমশঃ] — (শ্রী) মানকুমারী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৩৫৭-৩৬১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৫ম কিস্তি।

প ১৪৪৯ (ক) — মরণ — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৩৮২।
জীবনকে জগতের কাজে নিয়োজিত করতে ইচ্ছুক হয়ে মৃত্যুকে যাঞ্চা না করার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

(প ১৪৩০.২) (প্র ৯) — মহানদী বক্ষে — (শ্রীমতী) গিরিবালা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৬৯৪-৭০১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ভ্রমণকথা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৪৫০ (ক) — মানী — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৭৪৮।
কাহিনী কবিতা। মিথ্যে মানের জাল থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

(প ১৩৫৬.৪) (না) — লান্‌করানের উজীর [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৭২০-৭২৬।
মূল পারস্য থেকে অনুবাদিত। ক্রমশঃ প্রকাশিত নাটকের ৪র্থ ও শেষ কিস্তি।

প ১৪৫১ (প্র ৩) — শ্রীমতীর ঝগড়া — (শ্রীমতী) অবলাবালা — অনুসন্ধান, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ১১৭৯-১১৮০।
মহিলাকুলের উপর ন্যস্ত মিথ্যে গ্লানিময় কথা, যেমন ঃ 'গজেন্দ্রগামিনী', 'তমালে জড়িতা লতা' ইত্যাদি বিশেষণের প্রতিবাদে লেখা প্রবন্ধ।

প ১৪৫২ (প্র ৭) — স্বরলিপি ঃ [নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে...] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। পৃঃ ৭৩৩।
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা ও সুরে মল্লার-কাওয়ালী-তে পরিবেশিত স্বরলিপি।

১৩০১ (১৮৯৪-১৮৯৫)

প ১৪৫৩ (ক) অনল নির্ব্বাণ (শ্রী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] সুহৃদ, ১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ৫০।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

"ওই শান্ত সমুদ্রের তলে
কেমন শয়ণ!
নিদ্রার কোমলাবেশে মোর
মুদে' মুদে' আসিবে নয়ণ;..."

প ১৪৫৪ (ক) নিদ্রা (শ্রী) গিরিবালা দেবী সুহৃদ, ১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ৯১।

"নিবিড় গভীর রেতে, আধখানি ঢাকিয়ে,
স্নিগ্ধ জ্যোছ্নার এক আবরণে লুকায়ে,
ধীরে ধীরে ঝির ঝির আঁচলটি নেড়ে নেড়ে
স্বরগের দ্বার খুলে নামিয়া আসিছে কেরে?..."

প ১৪৫৫ (ক) নীরবে শ্রীমতী— সুহৃদ, ১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ৬৬।

"নীরবে তারকা ফুটে আঁধার রজনী গায়,
চমকি লহরী শিরে নীরবে জোছ্নাভায়,
নীরবে কুসুম হাসে,
লুকায়ে পাতার পাশে,..."

প ১৪৫৬ (প্র ১০) প্রসঙ্গকথা (শ্রী) নীরদবালা রায় সুহৃদ,১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ৪০-৪১।

নানা শিক্ষামূলক কথা। জীবনে সেসব বাস্তবায়িত ও আচরণে তা প্রতিফলিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

প ১৪৫৭ (ক) বর্ষা (শ্রী) গিরিবালা দেবী সুহৃদ, ১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ১২৮।

বর্ষা ঋতু বিষয়ক

প ১৪৫৮ (ক) বিদায় শ্রীমতী নী - - সুহৃদ, ১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ১২৮-১২৯।

"তোমারে বাঁধিতে পারিনি প্রেমের বাঁধনে
আজি বৃথা এ নয়ণ জল!
পরাণের তব আকাঙ্খা পুরাই,
কোথা পাব এত বল?

প ১৪৫৯ (ক) বিধবা (শ্রী) নীরদবালা রায় সুহৃদ, ১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ৭১।

বিধবার বিরহ যাতনা।

"স্বর্গ হতে দেখিতেছ চেয়ে?
ফেলে গেছ হ'ল কতদিন,
কি আশায় রয়েছি পড়িয়ে
কবে দেহ হবে প্রাণহীন!...

প ১৪৬০ (ক) ভাল করে বল' (শ্রী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] সুহৃদ, ১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ১২৯।

"ভালবাস কিম্বা ভাল করে' বল
অমন করিয়া বোল'না,
কৃপা ভিক্ষা তব আসিনি করিতে
শুনিতে আসিনি ছলনা।..."

প ১৪৬১ (ক) মায়ার বাঁধন শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] সুহৃদ, ১৮৯৪ - ১৮৯৫ (১৩০০)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

সোনার খাঁচায় মায়ার বাঁধায় বন্দী পাখি প্রকৃতির মুক্ত আকাশে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশী।

প ১৪৬২ (ক) যৌবন মধ্যাহ্ন (শ্রীমতী), সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] সুহৃদ, ১৮৯৪-১৮৯৫ (১৩০১)। পৃঃ ৯।

যৌবনের মধ্যাহ্নে প্রকৃতির মধুরতার উপলব্ধি।

১৩০২ বৈশাখ (১৮৯৫)

প ১৪৬৩ (প্র ৩) অবরোধে হীনাবস্থা (শ্রী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, হুগলী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২) । পৃঃ ৩০-৩১।

স্ত্রী জাতির সর্বনাশের মূল অবরোধ প্রথা বিষয়ক। সামাজিক এই প্রথার ফলে সৎজ্ঞান, সৎসাহস ও সৎকীর্তিলাভে অসমর্থা নারী হীনাবস্থায় নিমজ্জিত। একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপায় শিক্ষার দ্বারা পরিমার্জিত বুদ্ধি ও উন্নত জ্ঞানলাভে এই অবস্থার উন্নতি হতে পারে—আলোচ্য প্রবন্ধে সেকথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৪৬৪ (প্র ১০) অবসর গ্রহণ (শ্রী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ [১]।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক পদ থেকে অবসরগ্রহণের কথা জানা যায়, "এতদন আমি আমার সাধ্যমতে 'ভারতী'র সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ

করিয়া অসিয়াছি;এক্ষণে শরীর অসুস্থ হওয়াতে আমার কন্যাদ্বয়ের প্রতি 'ভারতী'র ভার সমর্পণ করিয়া বর্তমান বৎসর হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম।"

প ১৪৬৫ (ক) আবাহন — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ২০-২২।

ঈশ্বর অনুভূতিমূলক কবিতা।

প ১৪৬৬ (ক) উপদেশ — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (বৈ (১৩০১)। পৃঃ ৩১।

কোন মাতা সন্তানের নাম 'বিনয়' রেখেছেন। তিনি তাকে নামের মর্যাদা রাখার উপদেশ দিয়ে লেখা কবিতা।

প ১৪৬৭ (ক) কিশোরী ঃ গীত — গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ৫৮।

"সৈ! ঐ যে বাজিছে বাঁশীকুল নাশিতে,
কে যাবি অকূলে তোরা চল ভাসিতে!
মধুর এ মধু নিশি,
মধুরে বাজিছে বাঁশী,
আকুল অন্তর যেন কারে পাইতে! পাইতে!..."

প ১৪৬৮ (ক) চেতনা — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ২০।

চেতন হিল্লোলে উদ্ভাসিত হৃদয়ের কথা।

প ১৪৬৯ (ক) গতবর্ষ ও নববর্ষ — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ১-২।

ব্যথাতুর অন্তরে পুরনো বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করার কথা বলা হয়েছে।

প ১৪৭০ (প্র ১০) নবীন, দূরস্থ সম্পাদকের নিবেদন, মহীশূর — অনামা [সরলা দেবী] — ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ১-২।

সুনীল দাস, 'ভারতী ঃ ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী', ১৩৯১, পৃঃ ২৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

প ১৪৭১ (প্র ১০) নিবেদন — শ্রী...,কলিকাতা — সেবক, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ৯২-৯৩।

ব্রাহ্মসাহিত্য ও চিন্তাকে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ রাখার জন্য নিবেদন।

প ১৪৭২ (ক) প্রভাতী ঃ মিশ্র কাফি-একতালা — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ৩২।

"সোনার সুমেরু শিরে
দুয়ার খুলিয়া যায়,
এখনি জাগিয়া উষা,
পড়িছে রতন ভূষা
পড়িছে রূপের ছটা
আঁধার জগত-গা'য়!..."

(প ১৪২১.৬) (প্র ৩) বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা [ক্রমশঃ] — (শ্রী) মানকুমারী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ৩৪-৪০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ১৪৭৩ (ক) ভারতী! কি দিব তোমায় — (শ্রীমতী) ব্রজেন্দ্র-মোহিনী দাসী — সমীরণ, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ৪৬৩।

"ভারতী! কি দিব তোমায়!
কুসুম তাপেতে ঝরে, গন্ধবহে গন্ধ হয়ে,
ভ্রামর মধুপকুলে চুমিছে তাহায়,
কেমনে কুসুম দিই ওই রাঙ্গা পায়।.."

প ১৪৭৪ (প্র ১০) ভূমিকা — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ [৩]।

এখানে লেখিকা 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার কথা এবং এই পত্রিকার গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার কথা বলেছেন।

প ১৪৭৫ (ক) শেফালিকা — (শ্রী) সুকুমারী দেবী — চিকিৎসক ও সমালোচক, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ১১৯-১২০।

"প্রভাত না ফুটিতে ফুটিতে
ঝরিয়া পড়েছি তরুতলে
আর কোন আশা সাধনাই—
বুকে সব ফেলিয়াছি দলে...।"

প ১৪৭৬ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ এ হৃদি নিভাতে চাহে — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ১৩০২)। পৃঃ ৪৫।

"কথা ঃ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী - সুর 'ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এস হে' এই গানের অনুরূপ।' বেহাগড়া - ঝাঁপতাল-এ স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১৪৭৭ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ সঙ্কেতের ব্যাখ্যা — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ৪২-৪৪।

সঙ্গীতের মাত্রা, সুর, সুরের আওয়াজের চিহ্ন ইত্যাদি বিষয়ক।

প ১৪৭৮ (প্র ৭) স্বরলিপি [হো বিক্রমাদিত্য রাজার...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২)। পৃঃ ৪৬-৪৭।

কথা ও সুর শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তাল-কাওয়ালী-তে পরিবেশিত স্বরলিপি সহ।

প ১৪৭৯ (প্র ১০) হেঁয়ালি অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (বৈ ১৩০২) । পৃঃ ৩০।

"গত ফাল্গুন মাসের হেঁয়ালির উত্তর 'কলম' অনেক পাঠিকা লিখিয়াছে - ঠিক হইয়াছে। বা, বো, স।"

"মহাদেব শিরোদেশে বসতি আমার;
কুসুমের পদতলে, থাকি আমি কুতূহলে,
আসামে আমার বাস, বামে থাকে বারমাস;..।"

১৩০২ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৫)

প ১৪৮০ (ক) একা (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (জ্যৈ ১৩০২)। পৃঃ ৮৭।

প্রলয়ের বজ্রাঘাতে সঙ্গীহীন একাকী নারীর মনের অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৪৮১ (ক) কোন একটি বালিকার প্রতি (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী, কানপুর বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (জ্যৈ ১৩০২) । পৃঃ ৩৪।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"প্রেমে ভরা ছবিখানি হাসিমুখ,
হেরে তোরে চাঁদমনি ভুলে যাই দুখ।..."

প ১৪৮২ (ক) তারা (শ্রী) বিধুমুখী রায় চিকিৎসক ও সমালোচক, ১৮৯৫ ১৩০২)। (জ্যৈ-আ ১৩০২)। পৃঃ (১৬৪-১৬৬)।

"চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারতপাণে,
সতত বারণ করে বঙ্গবালা অভিক্ষণে।
তোমার স্বর'গ বালা,
পবিত্রতা হৃদে ঢালা,
স্বরগ বাসীকে তোষ সুধা মিষ্ঠ আলাপনে,...।"

প ১৪৮৩ (ক) প্রেম গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী, ১৮৯৫ (জ্যৈ ১৩০২)। পৃঃ ১২২।

প্রেমের লীলা ও বিরহের মাঝে মিলনের উপলব্ধি।

প ১৪৮৪ (ক) রাধিকা — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯৫ (জ্যৈ ১৩০২) । পৃঃ ৯০-৯১।

কৃষ্ণবিরহিনী শ্রী রাধিকার দুঃখ ও বিরহ ব্যথা।

প ১৪৮৫ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [তারে দেখাতে পারিনে...] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (জ্যৈ ১৩০২)। পৃঃ ১০০-১০১।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে গানটি জয়জয়ন্তী - ঝাঁপতাল-এ স্বরলিপিতে পরিবেশিত।

প ১৪৮৬ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [পাগল মানুষ চেনা যায়...] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (জ্যৈ ১৩০২)। পৃঃ ১০২।

কথা ও সুর ঃ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী; কীর্ত্তন-একতালা-য় রচিত স্বরলিপি।

প ১৪৮৭ (ক) হরপার্ব্বতী সংবাদ ঃ ('শিবপুরাণ' হইতে) — (শ্রী) আত্মারাম দাসী, অনুবাদিকা — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (জ্যৈ ১৩০২)। পৃঃ ৫৬-৫৮।

"হর প্রতি প্রিয়ভাষে ক'ন হৈমবতী,
'মরতে যেতেছে কলি, দেব পশুপতি!
ধরায় ঘটিবে তাহে কত কদাচার,
সকলি জানিছ তুমি, কি বলিব আর?..."

প ১৪৮৮ (প্র ১০) হেঁয়ালির উত্তর — শ্রীমতী — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (জ্যৈ ১৩০২) । পৃঃ ৬৪।

ক্যাবাকারে উত্তর প্রদত্ত।

"ক, চ, ট, ত, প, এ পঞ্চবর্গের ভিতর
পঞ্চমবর্ণের সেই পঞ্চম অক্ষর,
বৈশাখের হেঁয়ালির তাহাই উত্তর;
পাঠমাত্র বিনায়াসে বলিনু সত্বর।..."

১৩০২ আষাঢ় (১৮৯৫)

প ১৪৮৯ (ক) কভু — (শ্রীমতী) ফুলকুমারী বসু — সমীরণ, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ৫৯৬।

পতির অনাদরে কোন সতীনারীর দুঃখ।

"এখন তুমি কোথা, আমিই বা কোথা আছি,
দুজনে জীবন-পথে কতদূর চলে গেছি,
জীবনের দুটীপথে দুইটী পথিক প্রাণ

মাঝে মহা উপেক্ষার, প্রাণ-ছিন্ন ব্যবধান;..."

প ১৪৯০ (ক) ক'রো না নৈরাশ (শ্রীমতী) কিরণশশী বসু বীণাপানি, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ১৯৬।

মহাপ্রাণ সমর্পণে জীবনে ভালবাসা অপ্রাপ্তির-দুঃখে দুঃখিতা কোন নারীর উক্তি।

"মনপ্রাণ সবি মোর সঁপেছি তোমায়
ভালোবাসো নাই বাসো দুঃখ নাহি তায়!
কাঁদাইয়া যদি পূরে মনোসাধ
চাহিনা তোমার সাধে সাধিবারে বাদ।..."

প ১৪৯১ (ক) দূরে থাক (শ্রীমতী) মৃণালিনী দেবী বীণাপানি, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ২০১-২০২।

বিরহের বিষাদময় যাতনা।

প ১৪৯২ (প্র ৯) নৈনিতালের অপরাধ (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ১৬১-১৬৫।

নৈনিতালের ইতিহাস, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্থানীয় মানুষদের জীবনধারণের কথা বলা হয়েছে।

প ১৪৯৩ (ক) বাসনার বহ্নি (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সাহিত্য, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ২২৯।

"চমক তড়িৎ ও কি?
বাসনার বহ্নি ভাতে?
আদ্র এ শীতল বায়,—
কেবা জাগে, কে ঘুমায়,..."

(প ১৪২১.৭) (প্র ৩) বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা [ক্রমশঃ] (শ্রী) মানকুমারী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ৮৯-৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৭ম কিস্তি।

প ১৪৯৪ (ক) ভুল শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলির রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ৮০-৮১।

সংসারের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে শৈশবের সুখস্মৃতি রোমন্থনে মনে যে ভাব উদিত হয়েছে তারই প্রকাশ।

প ১৪৯৫ (প্র ৯) রানা প্রতাপ সিংহ (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার [হেমলতা দেবী] মুকুল, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ১৩-১৫।

প ২৫৩৬.১- প ২৫৩৬.২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। রানা প্রতাপের জীবনের কিছু কাহিনী।

প ১৪৯৬ (প্র ১)	সরলতা	শ্রীমতী অ	মহিলা, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ৬৪-৬৬।

ঈশ্বর প্রদত্ত মানুষের মনের নির্মল ও সহজ ভাবের মূল্য পৃথিবীর স্বার্থান্ধ মানুষ দিতে পারে না।

প ১৪৯৭ (ক)	সেই সুখী	সুমতি [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]	মহিলা, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ৬৪।

"একমাত্র সেই সুখী যাহার হৃদয়,
সুখে দুঃখে বিভুপদে সদারতরয়,...."

প ১৪৯৮ (প্র ৩)	সেকালের ও একালের রমণীগণ	অনামা	মহিলা, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ৬৬-৬৯।

সেকাল ও একালের মেয়েদের তুলনামূলক আলোচনা।

প ১৪৯৯ (ক)	স্নেহের মুকুল ঃ শিশুর জন্ম উপলক্ষে (১১ই বৈশাখ-মঙ্গলবার ৪ ঘটিকা)	(শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (আ ১৩০২) ১৩০২)। পৃঃ ৯০-৯৬।

কোন ভাগ্যহীনা মাতা শ্রী ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তাঁর প্রদত্ত শিশুকে আশীর্বাদবাণী জ্ঞাপন করছে।

প ১৫০০ (ক)	হেসে নে	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৫ (আ ১৩০২)। পৃঃ ১২৭।

"আহা কি সুন্দর হাসি; সরল উচ্ছ্বাস রাশি—
হেসে নেরে কচি প্রাণে এই বেলা মনোসাধে,
আজি ও অধরপাতে যে সুখের হাসিভাতে
আর হাসিবিনে তাহা, মিলাবে খানিকবাদে।..."

১৩০২ শ্রাবণ (১৮৯৫)

প ১৫০১ (প্র ১০)	আষাঢ়ের হেঁয়ালীর উত্তর	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২) । পৃঃ ১২৮।

হেঁয়ালির উত্তর কাব্যাকারে পরিবেশিত।

" 'হ' এতে আকার আর 'ব' এ শূন্যর,
এই হেঁয়ালির প্রকৃত উত্তর।
তিনবার পড়িয়াই বুঝিলাম সার,
আষাঢ়ের হেঁয়ালিটী শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।..."

(প ১৩৮৭.৫) (প্র ৯) কতকগুলি সুমাতা [ক্রমশঃ] — সুশীলাবালা সিংহ — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ১২৩-১২৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৫ম কিস্তি। এই কিস্তিতে মহানুভব সেন্ট অগষ্টিনের জননী মনিকা দেবীর কথা বলা হয়েছে।

প ১৫০২ (ক) নারীর প্রতিদান — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ২২৬-২৩১।

নারীর অন্তর-মাধুর্যের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

প ১৫০৩ (প্র ৮) নীতি ও সাহিত্য — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ২২৬-২৩১।

সাহিত্য ও নীতির দৃঢ় সম্বন্ধ ও এই দুই -এর স্বতন্ত্র পরিধির আলোচনা।

প ১৫০৪ (ক) প্রবাহের রূপান্তর — (শ্রীমতী) তারাসুন্দরী দাসী (অভিনেত্রী) — সৌরভ, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ৬৭-৬৮।

জীবনের গুরুভারে অর্থআশায় সংসারে কুটীল কালস্রোতে ছুটে স্বার্থপরতার বলি হয়ে, বঞ্চিত হৃদয়ে কাতর প্রাণে শ্রীভগবানের স্মরণ ও দর্শনের প্রার্থনা।

"শ্মশান জীবন মম, নন্দন কানন সম।
পাপস্মৃতি দূর গেছে, ফুটেছে নয়ণ।।
জীবনের গুরুভার, কাতর না করে আর,
কে আমার? ঘুটাইল ভ্রম আচ্ছাদন।।..."

প ১৫০৫ (ক) বর্ষা ও দিবার মৃত্যু — (শ্রী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] — দাসী, আগস্ট ১৮৯৫ (শ্রা-ভা ১৩০২)। পৃঃ ৪৩৯।

"মেঘের অঞ্চলে ঝাঁপি' অরুণ আনন,
কাঁদিতে কাঁদিতে আজি এসেছিল দিবা;
ভেদিয়া জলদ-বাস, অতি মৃদুতর
পড়ে ছিল ধরনীতে বরণের বিভা।..."

প ১৫০৬ (ক) বর্ষাবালা — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা।

প ১৫০৭ (ক) বর্ষায় — (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — সৎসঙ্গ, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ৯৪-৯৫।

ব্রজবুলি ভাষায় বর্ষার বর্ণনা। পদটি বিদ্যাপতির "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর" পদের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর (লঘু-গুরু) ছন্দে।

"নওল জলধর, ছাওল অম্বর,
নিবিড় তিমির ঘোর!

সঘন দুরু দুরু, গগন গুরু গুরু,
দাদুরী করত সোর!..."

প ১৪২১.৮) বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা [ক্রমশঃ] — (শ্রী) মানকুমারী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ১০৩-১০৮।
(প্র ৩)

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৮ম কিস্তি।

প ১৫০৮ বিজলী সখী — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ১১৪-১১৬।
(ক)

আকাশের বিদ্যুৎকে সখী সম্বোধনে তার রূপ বর্ণনা করে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প ১৫০৯ স্বরলিপি ঃ [সখী, এ নব শ্রাবণ...] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ২০৬-২০৭।
(প্র ৭)

কথা ঃ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী; সুর ঃ শ্রীমতী সরলা দেবী। মল্লার-কাওয়ালি-তে পরিবেশিত স্বরলিপি।

প ১৫১০ হৃদয় রত্ন — (শ্রীমতী) বিনোদিনী দাসী (অভিনেত্রী) — সৌরভ, ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)। পৃঃ ৬৫-৬৬।
(ক)

"...অভিনেত্রীবর্গ আমার চক্ষে, আমার পুত্রকন্যার মত সন্দেহ নাই। তাহাদের গুণগ্রাম, [sic] অপ্রকাশিত থাকে আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। উল্লিখিত কবিতা দু'টি ছিল 'হৃদয়রত্ন' (বিনোদিনী) ও 'প্রবাহের রূপান্তর' (তারাসুন্দরী)—সম্পাদক।"
নটী বিনোদিনীর লেখা। হৃদয়ে চৈতন্য স্বরূপকে উপলব্ধির করার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে।

"এসহে হৃদয়ে ভ্রম হৃদয় রতন।
অনন্ত শূণ্যেতে সদা করি অন্বেষণ।।
বাসনা বঞ্চিত আজি খুঁজিয়া তোমায়।
তাইতে কাতর প্রাণে স্মরণ যে চায়।।..."

১৩০২ ভাদ্র (১৮৯৫)

প ১৫১১ অবসাদ — (শ্রীমতী) বিনোদিনী দাসী (অভিনেত্রী) — সৌরভ, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)। পৃঃ ১৩৩-১৩৪।
(ক)

নটী বিনোদিনীর লেখা। অবসাদগ্রস্ত জীবনের দুঃখ।

"বিষাদে ফুলের মালা, গাঁথিছে কিরণবালা,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে বহে মলয় পবন।

বসিয়া অবশকায়, যামিনী জাগিয়ে যায়,
আবেশে অবশ যত তারার নয়ণ।।..."

প ১৫১২ (ক) উপকথা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)। পৃঃ ২৬৩-২৭৪।

কাহিনী-কবিতা। ভাস্কর বিদায় পারদর্শী কোন মুনির আশ্রমে তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য—এক রাজপুত্র ও মুনিপুত্রের কথা।

প ১৫১৩ (প্র ৬) একজন হিন্দুমহিলার শিল্প নৈপুণ্য সেবিকা মহিলা, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)। পৃঃ ২৮-৩৩।

পল্লীবাসিনী দুঃখিনী এক বিধবা হিন্দু মহিলার কাগজকাটার শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা ও তাঁকে লেডী ইলিয়টের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা একটী পত্রের উল্লেখ কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখিকা এসব সমালোচনা পাঠে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন।

(প ১৩৮৭.৬) (প্র ৯) কতকগুলি সুমাতা [ক্রমশঃ] সুশীলাবালা সিংহ বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২) । পৃঃ ১২৩-১২৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি। এই কিস্তিতে জর্জ ওয়াশিংটনের জননীর কথা আলোচিত হয়েছে।

প ১৫১৪ (ক) কুসুম ও ভ্রমর (শ্রীমতী) তারাসুন্দরী দাসী সৌরভ, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)। পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

প্রকৃতি বিষয়ক। নটী তারাসুন্দরীর লেখা।

"মিলায়ে কমলকায়, প্রকৃতির কোলে,
ছানিত মাধুরী হরি, ধরায় কি ভাব ধরি,
আনিলা চুমিয়া ফুল, মৃদু মৃদু দোলে!
কাটায় ভোরেছ' গায়, তবু মন ভোলে!...."

প ১৫১৫ (ক) নিরাশায় (শ্রী) কুমুদিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২) । পৃঃ ১৬০।

"I slept and dreamt that life, was beauty, I woke and found that life was duty."—এই ভাব অবলম্বনে লেখা। অলস জীবনে ক্লান্ত কবি জীবনের সজীবতাকাঙ্খী।

"অলস জীবন ভার
বহনে কি প্রয়োজন!
তাই এই ক্লেশের বোঝা
নামা'তে আকুল মন।..."

(প ১৪২১.৯) বিগত শতবর্ষে (শ্রী) মানকুমারী বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)
(প্র ৩) ভারত বসু । পৃঃ ১৩৭-১৪১।
রমণীদিগের
অবস্থা [ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ৯ম কিস্তি।

প ১৫১৬ ভক্তি উপহার শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)
(ক) রচয়িত্রী । পৃঃ ১৪১-১৪৩।
"ভারত হিতৈষী মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ৪৪ সাংবাৎসরিক স্বর্গারোহণ দিন স্মরণার্থ গত ১২ই আগস্ট সমাধিস্থলে পঠিত।"

"তোরা কি বলিস্ কি যে,
আমি জানি মরেনি যে
স্বরগের ছেলে গেছে স্বরগে চলিয়া;
ফুলের আতর সম,
কীর্ত্তি তার নিরূপম,
ভারতের বুকে বুকে রয়েছে জাগিয়া।।..."

প ১৫১৭ লালন ফকির ও (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)।
(প্র ৯) গগন পৃঃ ১৭৫-১৮১।
নিরাকার উপাসনায় ব্রতী ভগবদ্‌প্রণয়ী বাউল লালনফকির ও প্রেমিক গগনের জীবনী ও গান-এর আলোচনা।

প ১৫১৮ সমুদ্রে (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)।
(প্র ৯) দেবী পৃঃ ২৩৫-২৪৮।
খিদিরপুর থেকে জাহাজে সমুদ্রপথে মান্দ্রাজ ভ্রমণের কথা ও ইউরোপগামী জাহাজ ডুনেরা-র বর্ণনা।

প ১৫১৯ স্বরলিপি ঃ [জয় (শ্রীমতী) নারায়ণী সৌরভ, ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)।
(প্র ৭) শিবশঙ্কর ...] দাসী পৃঃ ১৫৭-১৭৬।
সঙ্কেতসহ
গান ঃ শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ভৈরবী—ঠুংরী কোমল -এ স্বরলিপি পরিবেশিত।

"আভাশশি হয়, বড় দুঃখিনী বালিকা।
সংসারে তাহার কিছু নাহিক সম্বল।
না ফুটিতে শুখায়েছে কোমল কলিকা।।
তাহার সান্ত্বনা শুধু নয়ণের জল।।..."

১৩০২ আশ্বিন (১৮৯৫)

প ১৫২০ (ক) আভা — (শ্রীমতী) বিনোদিনী দাসী (অভিনেত্রী) — সৌরভ, ১৮৯৫ (আশ্বিন ১৩০২) পৃঃ ১৫৭-১৭৬।
নটী বিনোদিনীর লেখা কাহিনী কবিতা। আভানাম্নী এক দুঃখিনী পিতৃহীনা সুন্দরী, বালিকার কথা।

প ১৫২১ (ক) উষা — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]
উষাপ্রকৃতির বর্ণনা।

প ১৫২২ (ক) কাঁটার ব্যথা — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী
এই পৃথিবীতে সবাই নিজের দুঃখ ও ব্যথার কথা বলে কিন্তু কাঁটার ব্যথার কথা কেউ জানেনা বা অনুভব করে না।

প ১৫২৩ (ক) চিত্রদর্শনে — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (আশ্বিন ১৩০২) । পৃঃ ৩০৬-৩০৭।

"ভালোবাসি কি না তারে, বুঝিতে পারিনে।
মরি মরি! কি শান্ত ললাট! এ জগতে
যা' কিছু মহান্ তাহারি নিলয় বা এ!
আধ খোলা, আধ নিমীলিত আঁখি, কোন্..." ['নারীর উক্তি']

প ১৫২৪ (ক) টুটিল আঁধার ঘোর — (শ্রীমতী) মৃণালিনী দেবী — নব্যভারত, ১৮৯৫ (আশ্বিন ১৩০২)। পৃঃ ২৮৮।
কোন নারী মনোমত পতিলাভ করে জীবনে অন্ধকার দূর হবার কথা ব্যক্ত করেছেন।

প ১৫২৫ (ক) পূজিব — (শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] — নব্যভারত, ১৮৯৫ (আশ্বিন ১৩০২)। পৃঃ ২৮৬।
গ ২১৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১৫২৬ (ক) প্রমীলা — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯৫ (আশ্বিন পৃঃ ২৮৯-২৯০।
'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ বর্ণিত প্রমীলা চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ।

প ১৫২৭ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [আদি রমা জ্যোতিকো...] — (শ্রীমতী) যাদুমনি দাসী — সৌরভ, ১৮৯৫ (আশ্বিন ১৩০২) । পৃঃ ১৯৮-২০০।
গান ঃ *শিবনারায়ণ মিশ্রের ধ্রুপদ*। *স্বরলিপি* ঃ *ভৈরবী-চৌতাল*।

(প ১৫২৮.১) (প্র ৩) হিন্দুরমণী [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, হুগলী-কাঠঘরা — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (আশ্বিন ১৩০২)। পৃঃ ১৮৮-১৯১।

লেন
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। বিদেশীয়দের বর্ণনায় পুরুষেব অধীনা হিন্দুরমণীর দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠলেও প্রাচীনকালের ভারতবর্ষে দৃঢ় চরিত্রের হিন্দু রমণীদের আধিপত্যই হিন্দু সমাজে দেখা যায়। উদাহরণ সহ তা আলোচিত হয়েছে।

প ১৫২৯ (প্র ১০) | হেঁয়ালীর উত্তর | (শ্রীমতী) সরোজিনী গুপ্ত | বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (কা ১৩০২) । পৃঃ ১৮৭-১৮৮।

কাব্যাকারে হেঁয়ালির উত্তর।

১৩০২ কার্ত্তিক (১৮৯৫)

প ১৫৩০ (ক) | অধরে অধরে | (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী | ভারতী, ১৮৯৫ (কা ১৩০২)। পৃঃ ৩৮৬।

ত্রিপদী ছন্দে কোন চাঁদনি রাতের সুখস্মৃতি স্মরণ করে লেখা।

প ১৫৩১ (ক) | কালু আর ভুলু | আলো ও ছায়া প্রণেত্রী [কামিনী রায় (সেন)] | মুকুল, ১৮৯৫ (কা ১৩০২)। পৃঃ ৭২-৭৩।

ছোটদের সচিত্র কবিতা।

"যদু আর মধু যবে উঠিতেছে নায়,
কালুর ভুলুর সাধ সাথে তারা যায়;
যদু আর মধু বলে 'না-না বসে থাক,
এখনি আসিব ফিরে দূরে যাবো নাকো'।..."

প ১৫৩২ (গ) | চন্দ্র ও মুকুলজী | (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার [হেমলতা দেবী] | মুকুল, ১৮৯৫ (কা ১৩০২)। পৃঃ ৭৪-৭৫।

ঐতিহাসিক কাহিনী। মিবাররাজ রানা লাক্ষের পুত্র চন্ডের ত্যাগ, দেশভক্তি, পিতৃভক্তি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুলজীর প্রতি কর্তব্যের কাহিনী।

প ১৫৩৩ (ক) | দাদার চিঠী | (শ্রীমতী) কুসুমকুমারী দাস [কুসুমকুমারী দাস, বরিশাল, বালিকা বিদ্যালয়] | মুকুল, ১৮৯৫ (কা ১৩০২)। পৃঃ ৮২।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলাকবি', ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ৩২৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। কাব্যাকারের লেখা পত্র।

"আয় রে মনা, ভুতি, বেলা, আয়রে তাড়াতাড়ি,

দাদার চিঠী এসেছে আজ, শুনাই তোদের পড়ি।
'কল্‌কাতাতে এসেছি ভাই, কালকে সকালবেলা;
হেথায় কত গাড়ি, ঘোড়া, কত লোকের মেলা!..."

প ১৫৩৪ (ক) | প্রভাতী | সু, সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভ্রঙ্গা] | মহিলা, ১৮৯৫ (কা ১৩০২)। পৃঃ ৯৩।

প ৩১৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। প্রভাতকালে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন।

প ১৫৩৫ (ক) | বিদায়সঙ্গীত | শ্রীমা [মানকুমারী বসু] | বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (কা ১৩০২) পৃঃ ২২৩-২২৪।

"যা' কিছু আমারে দেহ
চাও যদি ফিরে নিও,
হাসি মুখে বসুধে! মা,
দাসেরে যাইতে দিও।..."

প ১৫৩৬ (ক) | ভ্রাতৃদ্বিতীয়া | হে, কলিকাতা | মহিলা, ১৮৯৫ (কা ১৩০২)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভক্ষণে প্রার্থনা।

"মরতে স্বর্গের গান
আঁধারে শশীর হাসি
নীরবে বীণার তান
হৃদয়ে ভাতিছে আসি।..."

প ১৫৩৭ (ক) | মৃগশিশুর প্রতি | শ্রী 'নীহারিকা' রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী] | সখা ও সাথী, ১৮৯৫ (কা ১৩০২) । পৃঃ ১৫৮।

সচিত্র কবিতা।

প ১৫৩৮ (ক) | সখী মনে কি পরে সেই দিন | (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী | বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (কা ১৩০২) । পৃঃ ২২৪।

অতীত সুখস্মৃতি স্মরণে।

"সখী মনে কি পড়ে সেই দিন?
শরতের পর হেমন্ত প্রভাতে,
করে কর ধরি তোমাতে আমাতে,
গিয়াছিনু যবে নিকুঞ্জ মাঝেতে
কমলের দেল শিশির হেরিতে।..."

প ১৫৩৯ (গ্র ৯) | স্বর্গগতা ভগিনী | স—কলিকাতা | মহিলা, ১৮৯৫ (কা ১৩০২)। পৃঃ ৯১-৯৩।

"ভূতপূর্ব 'পরিচারিকা' সম্পাদিকা স্বর্গগতা শ্রীমতী মোহিনী দেবী।"
নানা সৎকার্য সাধনে ব্রতী সতী-সাধ্বী পতিব্রতা, বিবিধ বিদ্যায় সুশোভিতা মোহিনী দেবীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে লেখা।

প ১৫৪০ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [চাহি, অতৃপ্ত নয়ণে...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৫ (কা ১৩০২)। পৃঃ ৪০১-৪০২।
শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা ও সুরে কীর্ত্তনী-একতালায় স্বরলিপি রচিত।

১৩০২ অগ্রহায়ণ (১৮৯৫)

(প ১৫৪১.১) (প্র ৯) কাশ্মীর (১) [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) অবলা বসু মুকুল, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ৯৪-৯৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

প ১৫৪২ (ক) খোকার বিড়ালছানা (শ্রীমতী) কুসুমকুমারী দাস [কুসুমকুমারী দাস, বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়] মুকুল, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ৯৭-৯৮।
তিনটে বিড়াল ছানার আদর ও যত্নবিষয়ক।

প ১৫৪৩ (ক) দুর্গোৎসব শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ২৩২-২৩৩।
দুর্গোৎসব উপলক্ষে মা দুর্গার আবাহন ও প্রার্থনা।

প ১৫৪৪ (ক) দুঃখিনী কাহিনী (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ২৩২-২৩৩।
"কোন একটি বিধবা রমনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত।"

"রাজার ঘরের মেয়ে, রাজঘরে হলো বিয়ে,
ত্রিদিবের আবছায়া কিশোরী বালিকা;
সন্ধ্যা নক্ষত্রের প্রায়, মধুরিমা মাখা গায়,
জ্যোৎস্নায় গাঁথা যেন মন্দার-মালিকা।..."

প ১৫৪৫ (ক) দেবশিশু অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] নব্যভারত, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ৪৪২।
শিশুর আধ-আধ বুলিতে লেখা।

"দোল খুলি দেলে ঝি যাই আমি যাই,
কাঁদিছে কাঙ্গাল বুলা কেহ ওল নাই।..."

প ১৫৪৬ (গ) ন্যায়পরতা (শ্রীমতী) লাবণ্যপ্রভা বসু মুকুল, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ৮৩-৮৫।
"য়িহুদী জাতির প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ 'টালমড়' থেকে আখ্যায়িকাটী পাওয়া যায়।"

প ১৫৪৭ (ক) সহিষ্ণুতা — ম, কলিকাতা — মহিলা, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ১১৭-১১৮।

সহিষ্ণুতার গুণগান।

"ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান স্বর্গের প্রসাদ,
জীবন সম্বল দেবতার আশীর্ব্বাদ,
সহিষ্ণুতা মহাধন অমূল্য রতন,
এ জগতে ভাগ্য বলে পেয়েছে যে জন,..."

প ১৫৪৮ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [ওগো শোন...] — (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী — ভারতী, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ৪৫০-৪৫১।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে, বেহাগ-আড় খেমটা-য় পরিবেশিত স্বরলিপি।

(প ১৫২৮.২) (প্র ৩) হিন্দুরমণী (৩৬৯ সং, ১৮৮ পৃঃ পর) [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী, হুগলী-কাঠঘরা লেন — বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। পৃঃ ২৫৩-২৫৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

১৩০২ পৌষ (১৮৯৬)

প ১৫৪৯ (গ) অত্যাশ্চর্য্য পিতৃমাতৃ ভক্তি — (শ্রীমতী) রাধারানী লাহিড়ী — মুকুল, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ১১১-১১৩।

চীনদেশের পিতা ও মাতার ভক্ত এক সন্তানের গল্প।

প ১৫৫০ (ক) আদর্শ ছেলে — (শ্রীমতী) কুসুমকুমারী দাসী [কুসুমকুমারী দাস, বালিকা বিদ্যালয়] — মুকুল, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ১০৭।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলাকবি', ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ৩২১ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড় হয়ে, কাজে বড় হবে;
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হ'বে, এই যার পণ।..."

(প ১৫৪১.২) (প্র ৯) কাশ্মীর (২) [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) অবলা বসু — মুকুল, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ১০১-১০৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৫৫১ (ক) কেন আছি? — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ২৬৫-২৮৭।

"জগদীশ!

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
নয়তো আমার "ঠাঁই",
জগতে কোথাও নাই,
সারা ধরা রৌদ্রভরা মাথা যায় জ্বলে,..."

প ১৫৫২ (ক) কোথা আছি? অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ২৮৮।

প্রকৃতির ব্যাপকতায় নিজস্ব নিম্নগামী অজস্র কামনা-বাসনায় অনন্ত মহাশূন্যের উপলব্ধির প্রকাশ।

প ১৫৫৩ (প্র ৩) জননীর কন্যা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী মহিলা, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ১৩৯-১৪০।

বিশ্বমাতার প্রতিনিধি সমস্ত মাতৃজাতিকে সানন্দে স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও সমধুর যত্নের দ্বারা সংসারের সকলের শান্তিদান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবী বিশ্বমাতার প্রতিভূ মাতৃজাতির সরল ও নিঃস্বার্থ ভালবাসাতেই একমাত্র স্বর্গধামে পরিণত হতে পারে।

প ১৫৫৪ (প্র ৯) ধন্য বিশ্বপতি সু-সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] মহিলা, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ১৪০-১৪১।

প ৭১৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১৫৫৫ (প্র ৯) নীলগিরি। জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সাল (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ৫১৫-৫২৭।

মর্ত্ত-মানবের নন্দনকানন তথা স্বাস্থ্যকর ও অনায়াস ভ্রমণস্থান নীলগিরির ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(প ১৫৫৬.১) (প্র ৩) নীলগিরির টাডোজাতি [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ৭০৫-৭১৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। নীলগিরি পর্বতগুহার আদিম জাতি টাডোদের উৎপত্তি, সভ্যতা, সমাজ, রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ক।

প ১৫৫৭ (প্র ৫) সিন্ধুঘোটক ও জলহস্তী (শ্রীমতী) সরোজিনী ঘোষ সখা ও সাথী, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)। পৃঃ ১৭৪-১৭৬।

প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে বরফময় সমুদ্রে এবং আফ্রিকা দেশে প্রাপ্ত সীল জাতীয় জন্তু সিন্ধুঘোটক ও জলহস্তী বিষয়ক।

(প ১৫৫৮.১) স্ত্রীলোকের শ্রীমা বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (পৌ ১৩০২)
(প্র ৩) নির্দ্দোষ আনন্দ [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ২৫৮-২৬২।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে—নৃত্য, গীত, চিত্রাঙ্কন, কবিতা চর্চা, শিল্পবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বা দেশভ্রমণ দ্বারা স্ত্রীলোকেরা যে আমোদ পেয়ে থাকে তাতে তাঁদের হৃদয়ের উন্নতির সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় - যা সমাজে বিশুদ্ধতা আনয়ন করে।

১৩০২ মাঘ (১৮৯৬)

প ১৫৫৯ অতিথি শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (মা ১৩০২)
(ক) রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ৩০০-৩০১।
"কোনও সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু উপলক্ষে।" দীর্ঘ একাবলী ছন্দ।

"তুমি আসিবে তা' করিয়া শ্রবণ,
দেখায়েছে আশা সুখের স্বপন,
হেরিব একটী অমূল্য রতন,
খেলিতে পাইব একটী সাথী;.."

প ১৫৬০ এস মন শ্রীমতী সুঃ - সমস্তিপুর মহিলা, ১৮৯৬ (মা ১৩০২)।
(ক) [সুমতি মজুমদার, পৃঃ ১৬০-১৬১।
সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]
প ৭১৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"এস মন, কতকাল রবে উদাসীন
পাপে তাপে জর্জরিত প্রেম-ভক্তিহীন?
তাঁর নাম-জপ বিনা হবে না উদ্ধার
প্রেমভক্তি বিনা আর নাহি তব পার,..."

প ১৫৬১ নিন্দা-প্রশংসার (শ্রীমতী) সরলা ভারতী, ১৮৯৬ (মা ১৩০২)।
(প্র ১) পরিনাম দেবী পৃঃ ৬০০।
নিন্দা বা প্রশংসা কোন ব্যক্তির গৌরব বা অগৌরবের মানদন্ড হতে পারে না। বঙ্গাধিপ স্যার চার্লস ইলিয়টের উদাহরণসহ আলোচনা।

(প ১৫৫৬.২) নীলগিরির (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী ভারতী, ১৮৯৬ (মা ১৩০২)।
(প্র ৩) টাডোজাতি দেবী পৃঃ ৫৭৫-৫৮২।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৫৬২ (গ)	পরিণয় পরিনাম ঃ গোড়ার কথা, মাঝের কথা, শেষকথা	অনামা	মহিলা, ১৮৯৬ (মা ১৩০২)। পৃঃ ১৬১-১৬৭।

"পরলোকগত ইংলন্ডের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত রাজকবি টেনিসনের ডোরা [Tannyson's Dora] নামক কবিতা অবলম্বনে লিখিত।"

প ১৫৬৩ (ক)	বসন্ত পঞ্চমী	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (মা ১৩০২) । পৃঃ ৩২০।

বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে দেবী বীণাপানির আরাধনা ও অঞ্জলি প্রদানের কথা।

প ১৫৬৪ (ক)	সংসারগতি	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	পূর্ণিমা, ১৮৯৬ (মা ১৩০২)। পৃঃ ২৯৫-২৯৭।

কবি গভীর মনোবেদনায় স্নেহ-মমতাশূন্য, স্বার্থপূর্ণ সংসারের রূপকে তুলে ধরেছেন।

(প ১৫৫৮.২) (প্র ৩)	স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ [ক্রমশঃ]	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (মা ১৩০২) । পৃঃ ২৯৪-২৯৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি। পূর্ব প্রকাশিত কিস্তিতে (পৌ ১৩০২) প্রবন্ধের আখ্যা ঃ 'স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আনন্দ'।

১৩০২ ফাল্গুন (১৮৯৬)

প ১৫৬৫ (প্র ৭)	অদ্ভুত কৌশল	(শ্রীমতী) অবলা বসু	মুকুল, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ১৪৬।

অঙ্ক নিয়ে বুদ্ধির খেলা।

প ১৫৬৬ (প্র ৭)	আমরা	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২) । পৃঃ ৩৪৯-৩৫০।

"আমরা-বোবাকালা ছেলেরা।..." মূক-বধির বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক পারিতোষিক কার্য্য গত ২৯শে ফেব্রুয়ারি কলেজ স্কোয়ার হায়ার ট্রেনিং কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। একটী ছাত্র নিম্নলিখিত কবিতাটী উচ্চস্বরে পাঠ করিল—

"আজি কি সুখের দিন,
'বোবা ছেলে' কথা কয়,
দয়াময়ী মা'র বরে
সকলি সম্ভব হয়।..."

প ১৫৬৭ (ক)	তোমারি তরে	(শ্রী) নগেন্দ্রবালা ঘোষ	নব্যভারত, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ৬০৯।

"শুধু তোমারি তরে;
অনিমেষ চেয়ে থাকি আকাশ পারে!
ভাবি মনে, একবার যদি গো আস!
চাহিয়া মুখের পানে তেমনি হাস!..."

প ১৫৬৮ (প্র ২) ধর্ম্মজীবন — নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — পূর্ণিমা, ১৮৯৬ (ফা-চৈ ১৩০২)। পৃঃ ৩১৩-৩৩২।

ঈশ্বর ভক্তিবিষয়ক প্রবন্ধে ধর্মজীবনের লক্ষ্য ও প্রেম-ভক্তির প্রসারতার কথা বলা হয়েছে।

প ১৫৬৯ (ক) নবজাত শিশুর প্রতি — (শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — মুকুল, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

নবজাতককে সাদরে বরণ করার কথা ও সংসারে এই নবীন পথিককে নির্ভয়ে ও সুখে বড় করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ১৫৭০ (ক) নিরাশ প্রণয় — অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — নব্যভাবত, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ৬০৭-৬০৮।

নিষ্ঠুর প্রেমের খেলা থেকে বিরত হয়ে, নিরাশার দুঃখ ভুলে আনন্দে থাকার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৫৭১ (ক) নিরুপমা — "পিসিমা", সাগরদাঁড়ি [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২) । পৃঃ ৩৩২-৩৩৪।

রচনাপঞ্জিঃ প্রথম অংশ, **গ** ২৪৩ 'কনকাঞ্জলি'র পৃঃ ১৫৩-১৫৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"বঙ্গাব্দ ১৩০২, ২১শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার পর্যন্ত সময়ে।" নিরুপমা নাম্নী কন্যার বিয়োগ দুঃখে শোকগ্রস্তা মাতার ক্রন্দন।

"আয় ওমা নিরুপমা! ঘরে ফিরে আয়!
আঁধারি বিশ্বের ছবি, অস্তাচলে চলে রবি,
তুমি মা, তাহার সনে যেতেছ কোথায়?..."

প ১৫৭২ (ক) ভগিনী স্নেহলতা — অনামা — মহিলা, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ১৯১।

"কি শুনি শোক বারতা, প্রিয়ভগ্নি 'স্নেহলতা',
কহিতে তোমার কথা বিদরে হৃদয়;
আমাদের প্রিয় ভাই, শ্রীমান 'জহর' নাই,
এ শোকে সবার প্রাণ ক্ষুব্ধ অতিশয়!..."

প ১৫৭৩ (ক) ভারতমাতার আদুরে ছেলে — শ্রী কু, রা [কুমুদিনী রায়] — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

ভারতমাতার আদুরে ছেলেদের বিদেশি অনুকরণপ্রিয়তা, নিষ্কর্মতা ও দেশমাতার প্রতি উদাসীনতার জন্য ব্যঙ্গোক্তি।

"ওরে মোর যাদুমণি, বাহিরে যেও না ধন!
এ ছিন্ন আঁচলখানি, তোমারিত আবরণ,
রাখিব ইহাতে ঢেকে বেঁচে থাকি যতক্ষণ,
ওরে মোর যাদুমণি, বাহিরে যেও না ধন।....'

প ১৫৭৪ (প্র ৯) লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ — (শ্রীমতী) অবলা বসু — মুকুল, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ১৩৬-১৩৮।

লক্ষ্ণৌ শহরের নামকরণ, ইতিহাস, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি বিষয়ক ভ্রমণকথা।

প ১৫৭৫ (ক) সতী মহিমা — সু, সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] — মহিলা, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

সতীত্ব গুণের মহিমা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৫৭৬ (ক) সন্ধ্যাতারা — অম্বুজাসুন্দরী [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (ফা ১৩০২)। পৃঃ ৩৫২।

'শৈল' নামক সন্তানশোকে আকুলা জননী সুদূর আকাশের সন্ধ্যাতারাকে তাঁর সেই সন্তান ভেবে আকুল হবার কথা।

১৩০২ চৈত্র (১৮৯৬)

প ১৫৭৭ (ক) অনিত্যতা — (শ্রী) সরোজিনী দেবী, কোঁচবিহার — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ৩৮১-৩৮২।

আধ্যাত্মিক কবিতা।

"মিছা এই সংসার বাসনা,
কেহ কার নহে ত আপনা,
অট্টালিকা রত্নধন,
মনিমুক্তা আভরণ
সকলি ভোজের বাজি কিছু নহে কার;
তবে কেন ক'রে মরি আমার আমার।..."

প ১৫৭৮ (ক) উচ্ছ্বাস — অনামা — সৎসঙ্গ, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ২৮৮।

"কোন মহিলা লিখিত' - সম্পাদক।

"এসেছি অনন্ত হ'তে,
অনন্তে হইব লয়।
অনন্ত এ বিশ্বপ্রাণ,
এক সূত্রে বাঁধা হয়।..."

প ১৫৭৯ (প্র ৩) নব্যরমণী (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী সৎসঙ্গ, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ২৮৬-২৮৮।

নব্য শিক্ষিতা রমণীদের বিলাসিতা, উদাসীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় সংসারের অশান্তি ও অনিষ্টের কথা বলা হয়েছে।

প ১৫৮০ (গ) নাদীরসার শাস্তি (শ্রীমতী) অবলা বসু মুকুল, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

সচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনীতে পারস্যদেশীয় নাদীর শাহের ভারতবর্ষের ধন-রত্ন লুণ্ঠনের ইতিহাস ও ফলাফল বিষয়ে জানা যায়।

প ১৫৮১ (গ) পৌরাণিক কাহিনী (শ্রীমতী) লাবণ্যপ্রভা বসু মুকুল, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ১৮২-১৮৪।

উপদেশমূলক দুটি গল্প।

প ১৫৮২ (প্র ৩) বিধবার প্রতি অনাদর জনৈকা বৃদ্ধামহিলা মহিলা, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ২১৪-২১৫।

হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজে বালবিধবাদের প্রতি উৎপীড়নের আলোচনা ও দুঃখকাহিনীর সমাজচিত্র।

প ১৫৮৩ (ক) মহাপ্রাণ অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২) । পৃঃ ৩৭৯-৩৮১।

সংসারে নিজস্ব সুখে সীমাবদ্ধ না থেকে সকলের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হবার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৫৮৪ (ক) মাতঃ বীণাপানি (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২) । পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯।

দেবী বীণাপানির স্তুতি করা হয়েছে।

প ১৫৮৫ (প্র ৯) মান্দ্রাজ ভ্রমণ (শ্রীমতী) অবলা বসু মুকুল, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। ১৮৪-১৮৭।

দক্ষিণ ভারত—মান্দ্রাজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

প ১৫৮৬ (ক) মুকুল (শ্রীমতী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] মুকুল, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ১৯০।

"এক বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে অনেকে 'মুকুলের' প্রতি অনেক ভালবাসা দেখাইয়াছেন। সে সকল আমরা কাহাকেও জানাই নাই। আজ কোনও

পাঠিকার একটী সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা ছাপিয়া বৎসর শেষ করিতেছি। মুঃ স।"

"এতদিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল?
যেমন সরল প্রাণ,
তেমনি ত তেজীয়ান,
স্বরগের হাসিমাখা সোনার পুতুল!..."

প ১৫৮৭ (প্র ৯) শক্তসিংহ (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার [হেমলতা দেবী] মুকুল, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

রানা উদয়সিংহের পুত্র, প্রতাপসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা - বীর ও সাহসী শক্তসিংহের জীবন কাহিনী।

প ১৫৮৮ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [দুজনে দেখা হল...] (শ্রীমতী) ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী [ইন্দিরা দেবী] ভারতী, ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)। পৃঃ ৭০৫-৭০৬।

প ১৫৪৮ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে বেহাগ-আড়া খেমটা-য় রচিত স্বরলিপি।

১৩০৩ বৈশাখ (১৮৯৬)

প ১৫৮৯ (প্র ৯) একালে সেকাল (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩)। পৃঃ ৪১-৪৯।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বর্ত্তমানকালে দাক্ষিণাত্যের অতীত ঐতিহ্যের পরিচয়ে একালে থেকে সেকালের অনুভব লাভ।

প ১৫৯০ (ক) কাজ নাই (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী পূর্ণিমা, ১৮৯৬ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৩)। পৃঃ ১৮-২০।

(প ১৫৯১.১) (উ) কাহাকে? [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩)। পৃঃ ২৭-৩৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি। সামাজিক উপন্যাসটিতে এক শিক্ষিতা আধুনিকার আত্মবিশ্লেষণে ভালবাসার অনুসন্ধান দেখা যায়।

প ১৫৯২ (ক) কি তুমি? (শ্রী) শৈবলিনী দেবী নব্যভারত, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩)। পৃঃ ৫৫।

"কি তুমি, উষার আলো, ফুলের সুবাস ধার,
বিহগে সুধাকণ্ঠ, স্নিগ্ধ জ্যোতি জ্যোছনার।
কিগো তুমি, দিবসের আনন্দিত হাসিরাশি,
নিশার সুখের স্বপ্ন নয়ণে বেড়াও ভাসি।..."

প ১৫৯৩ (ক) দেবমাধুরী — কুসুমকুমারী দাস [কুসুমকুমারী দাস, বরিশাল, বালিকা বিদ্যালয়] — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৩০-৩১।

ধ্যানমগ্না দৈব মাধুর্য্যময়ী কোন যোগিনী বালিকার দর্শনে লিখিত।

প ১৫৯৪ (ক) বিরাগী — (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ জায়া — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৩১-৩২।

"মৃত্যু-অমৃত করে দান—"রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই ভাব অবলম্বনে লেখা।

"নিয়তির প্রবল বন্যায়,
ভাসিয়া এসেছি পারাবারে
ফিরে যেতে সাধনাই আর
কেন মিছা ডাকিছ আমারে?..."

প ১৫৯৫ (প্র ৭) স্বরলিপি — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩)। পৃঃ ৩৫-৩৭।

সঙ্গীতের সঙ্কেতের ব্যাখ্যা, শুদ্ধ স্বর, কোমল স্বর, কড়ি মধ্যম, কাল, সপ্তক, সুরের আওয়াজের চিহ্ন, সুরের স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ক।

প ১৫৯৬ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [সখী সে কেমনে...] — ইন্দিরা দেবী — ভারতী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩)। পৃঃ ৩৫-৪০।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা ও শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ-এর সুরে মিশ্র বেলাউল-একতালায় রচিত স্বরলিপি।

প ১৫৯৭ (প্র ১০) হেঁয়ালী — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩) । পৃঃ ২৯।

পদ্যাকারে হেঁয়ালি পরিবেশিত।

"চারিবর্ণে নাম মম বৃন্দাবনে বাস,
মধ্য দুই মিলে রক্তকুসুম শোভন,..."

প ১৫৯৮ (ক) নববর্ষ। নবজীবন — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩) । ৩-৪।

নববর্ষে নবপ্রাণে উদ্ভাসিত হয়ে ঈশ্বরের জয়গান করার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৫৯৯ (ক) নববর্ষের আকিঞ্চন — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩)। পৃঃ ৬৭।

নববর্ষের প্রার্থনা।

প ১৬০০ (ক) নববিবাহিতা বিপত্নীকের প্রতি — শ্রী— — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৩২।

"সে দিন একটী, এলে শ্মশানে রাখিয়া,

নব বিকশিত মরি কুসুম রতন!
জ্বালায়ে আগুন তারে এলে পোড়াইয়া,
পুড়ে গেল ছাই হ'লে কমল আনন।..."

প ১৬০১ বসন্তনীতি (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩)
(ক) [অন্নদাসুন্দরী ঘোষ] । পৃঃ ৩২।
প ৩৭২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"মৃদুল দখিনা বা'য় পরশিয়া যায়রে,
শিথিল পরাণ!
সুরভি কর্পূর-ধূলা কে যেন উড়ায়রে,
আবরি নয়াণ।..."

১৩০৩ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৬)

প ১৬০২ আক্ষেপ (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩)
(ক) [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] । পৃঃ ৬৪।
পৃথিবীতে অমঙ্গল ও ভালবাসাহীনতায় জীবনের অসারতার উপলব্ধি ও আক্ষেপের ধ্বনি শোনা যায়।

প ১৬০৩ কর্মদেবী (শ্রীমতী) গিরিবালা দেবী ভারতী, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩)।
(প্র ৯) পৃঃ ৯৮-১০৪।
কর্মদেবীর জীবনী। রাজপুতনায় মাববারের অন্তর্গত ঔরিন্ড নামক স্থানে সতী, সাধ্বী, তেজস্বী কর্মদেবীর জন্ম হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

(প ১৫৯১.২) কাহাকে? (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩)।
(উ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ২৭-৪৬-১৩৮।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ১৬০৪ কি চাই? শ্রীমা বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩)
(ক) [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ৪৬-৪৭।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"সবি তো দিয়েছ, বিভো!
ফিরে কি চাহিব আর?-
বুকে দেছ ভক্তি-প্রীতি
চোখে দেছ অশ্রুধার!..."

প ১৬০৫ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত বৈশাখের হেঁয়ালির উত্তর (শ্রী) সরোজিনী রায়গুপ্তা বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩)
(প্র ১০) । পঃ ৬৩-৬৪।

পদ্যাকারে হেঁয়ালির উত্তর পরিবেশিত।

"এবারের হেঁয়ালিতে কে গো তুমি বামা?
লুকায়েছ নাম তব, চিনিয়াছি তোমা।
বৃন্দাবনবাসী তুমি ভক্ত শ্রীনিবাস,
এই দুটী কথাতেই রয়েছে প্রকাশ।...."

প ১৬০৬ (ক) মানবজীবন কুসুমকুমারী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৬৪।

মানুষ সংসারের সুখে ও নানা কাজে ব্যস্ত থেকে কখনও অনন্তের সন্ধান করে না। অপার্থিব সে রাজ্য সম্পর্কে জানতেও চায় না। ফলে অনন্ত রাজ্য তার কাছে যে আঁধারময় থেকে যায় আলোচ্য কবিতায় তা বলা হয়েছে।

প ১৬০৭ (ক) শিশু (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৬২-৬৩।

মরুময় সংসারক্ষেত্রে শান্তিদানকারী শিশুর অবতীর্ণ হবার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৬০৮ (ক) সন্ধ্যা (কুমারী) সুনীতি সেন মুকুল, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩)। পৃঃ ৩২।

"বয়স ১২ বৎসর।" প্রকৃতি বিষয়ক।

"দিনমণি ডুবে গেল দিবা অবসান,
মৃদুল বাতাস বহে পাখী করে গান।
রাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি পশ্চিম আকাশে,
নব নব সাজে কিবা উড়িছে বাতাসে।..."

প ১৬০৯ (প্র ১০) হেঁয়ালীর উত্তর (শ্রী) সরোজিনী রায়গুপ্তা বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (জ্যৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৬৩-৬৪।

১৩০৩ আষাঢ় (১৮৯৬)

প ১৬১০ (গ) অদ্ভুত আখ্যায়িকা (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত] বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (আ ১৩০৩) । পৃঃ ৯৫-৯৬।

একতা নামে একটি ১৫ বছরের মেয়ে একদিন হঠাৎ স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমার সিংহ-কে দেখে তাকে পতিত্বে বরণ করার কাহিনী।

প ১৬১১ (ক) আমার দেবতা নারী নব্যভারত, ১৮৯৬ (আ ১৩০৩)। পৃঃ ১৪২-১৪৩।

"আমি বসায়েছি যারে, হৃদয়-আসনে
বসন্তের ফুল হাসি,
শারদ জোছনা-রাশি,
দারুণ বৈশাখী ঝড় বহিছে সঘনে;..."

(প ১৫৯১.৩) কাহাকে? (উ) [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৬ (আ ১৩০৩)। পৃঃ ২৭-১৮৭-১৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ১৬১২ (ক) খোকার হাসি শ্রীমতী শ বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (আ ১৩০৩)। পৃঃ ৯৬।

"আনিও না ও'রে নিকটে আমার,
ও'বড় সময়-চোর;
হাসিতে খেলিতে, খেলিতে হাসিতে,
বেলা ব'য়ে যায় মোর!..."

প ১৬১৩ (প্র ৬) চিকিৎসক ও রোগিনীর বিবরণ (শ্রীমতী) পি.বি.হালদার [প্রিয়বালা হালদার (মেয়ে ডাক্তার)] চিকিৎসক ও সমালোচক, ১৮৯৬ (আ-শ্রা ১৩০৩)। পৃঃ ১৭১-১৭২।

লেখিকার পুরো নাম লেখার নিচে উল্লিখিত হয়েছে। কোন মহিলার প্রসবান্তে সূতিকা জ্বর (পিউপিয়াল্ ফিবার) ধাত্রী চিকিৎসার ফলে কিভাবে আরও দুরূহ রোগের সৃষ্টি করেছিল এবং অবশেষে এই মেয়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগিনীর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের কথা জানা যায়। তাঁরই দেওয়া ঔষধগুলোর নামও আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে।

প ১৬১৪ (ক) দুইটী সঙ্গীত প্রকৃতি গায়িকা দাসী, জু ১৮৯৬ (আ-শ্রা ১৩০৩)। পৃঃ ৩৫০-৩৫২।

আলেয়া কীর্ত্তণ-লোফা এবং কাফি সিন্ধু-ঢিমে একতাল অথবা চৌতাল-এ দুটি গানের স্বরলিপির নাম উল্লিখিত হয়েছে। স্বরলিপি পরিবেশিত হয়নি। গানদু'টির কয়েক পংক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল—

১) "প্রিয় মাধবী, ও মাধবী গো—
তোর বদনখানি হেরি,
হ'ল নয়ণ কেন ভারী।..."

২) নিশীথ শয়ণে একাকিনী
কার লাগি আঁখি নীরে ভাসি!!..."

প ১৬১৫ (প্র ১০) ধাঁধা (শ্রীমতী) সরলা সখা ও সাথী, ১৮৯৬ (আ ১৩০৩)। পৃঃ ৬০।

প ১৬১৬ (ক) রবিন্দ্র বাবুর সোনার তরী (শ্রী) সৌদামিনী গুপ্তা দাসী, জু ১৮৯৬ (আ-শ্রা ১৩০৩)। পৃঃ ৩৮৫-৩৮৬।

রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" হয়েছে কবিতার বিষয়বস্তু।

"বহুবার শুনিয়াছি বাসন্তীর কালে

কোয়েলার প্রেমগীতি জ্যোৎস্না নিশীথে
পাপিয়ার 'পিউ-কাঁহা' নভোনাট্যশালে;
দূরাগত বীণার ঝঙ্কার, যাহা চিতে
অপূর্ব্ব উল্লাসমধু দিয়াছে ঢালিয়া;.."

প ১৬১৭ (প্র ৯) | সাধ্বী | শোকসন্তপ্তা অঘোরকাহি [sic] নী দেবী [i.e. অঘোরকামি নী] | মহিলা, ১৮৯৬ (আ১৩০৩)। পৃঃ ২৭৫-২৭৮।

নববিধান মন্ডলী গদ্যে ও পদ্যে (পদ্যটি সমস্তিপুরের একটি কন্যার লিখিত) আদর্শচরিত্র নারীরত্ন অঘোরকামিনীর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেন ও তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীর আলোচনা করে।

প ১৬১৮ (প্র ২) | সুখ ও দুঃখ | (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় | বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (আ ১৩০৩) । পৃঃ ৭৮-৮১।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ"—নশ্বর সংসারে সুখ ও দুঃখের ক্ষণস্থায়িত্ব ও পরমার্থ চিন্তার কথা অলোচিত হয়েছে।

প১৬১৯ (প্র ২) | স্তোত্র | অনামা | মহিলা, ১৮৯৬ (আ ১৩০৩)। পৃঃ ২৮৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ১৬২০ (প্র ৭) | স্বরলিপি | (শ্রীমতী) সরলাবালা দেবী | ভারতী, ১৮৯৬ (আ ১৩০৩)। পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

১৩০৩ শ্রাবণ (১৮৯৬)

প ১৬২১ (ক) | অনুকম্পা | (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাসী [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] | বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (শ্রা ১৩০৩) । পৃঃ ১২৬-১২৭।

কোন অনাথ ও অন্ধকে অনুকম্পা প্রদর্শনে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে।

প ১৬২২ (ক) | আবাহন | (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, হুগলী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] | বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (শ্রা ১৩০৩) । পৃঃ ১২৫-১২৬।

সংসারের ক্ষুদ্র সুখ বিসর্জন দিয়ে বিশ্বসেবা ও পরমেশ্বরের গুণগান করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

প ১৬২৩ (ক) | পুরস্কার | শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু] | বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (শ্রা ১৩০৩) । পৃঃ ১০২-১০৩।

অভিশপ্ত একাকী জীবনে কোন অনাথ শিশুকে পুস্কাররূপে গ্রহণ করার কথা।

প ১৬২৪ (গ)	যোগেশ	(শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার]	ভারতী, ১৮৯৬ (শ্রা ১৩০৩)। পৃঃ ২৬৩-২৭০।

শান্ত, স্নিগ্ধ অনাথ বালক যোগেশ ও তার আশ্রয়দাতার কন্যা সুলোচনার গল্প।

প ১৬২৫ (ক)	শোকগীতি	সরোজকুমারী দেবী	সাহিত্য, ১৮৯৬ (শ্রা ১৩০৩)। পৃঃ ২৬০-২৬১।

"১লা বৈশাখ পূর্ণিমার দিন আমাদের নববর্ষে আমার জীবন বসন্তের প্রথম মুকুল 'অরুণ' ফুল ঝরিয়া গেছে।—পাদটীকা।" সন্তানহারা জননীর শোকগীতি।

প ১৬২৬ (গ)	সুরেশেদের বাগান	(শ্রীমতী) অবলা বসু	মুকুল, ১৮৯৬ (শ্রা ১৩০৩)। পৃঃ ৫৩-৫৪।

ছোটদের সচিত্র গল্প।

১৩০৩ ভাদ্র (১৮৯৬)

(প ১৫৯১.৪) (উ)	কাহাকে? [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভাবতী, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩)। পৃঃ ২৭-৩১৫-৩২১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ১৬২৭ (ক)	গাছের প্রতি	(কুমারী) আমোদিনী দাসী	মুকুল, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩)। পৃঃ ৮০।

"বয়স ১১ বছর।"

"বল বল তরুবর কিসের লাগিয়া,
উন্নত হইয়া তুমি আছ দাঁড়াইয়া?
তব তলে এলে কোন পথশ্রান্তজন,
সুশীতল ছায়া তারে কর বিতরণ!..."

প ১৬২৮ (ক)	ধুতুরা ফুল	বনলতা দেবী [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

প ১১০২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"ওরের ধুতুরা বড় ভালবাসি তোরে।
শুভ্র ওই পূতবেশ, মোর কাছে লাগে বেশ,
ইচ্ছা হয় ওই রূপ দেখি প্রাণভোরে।..."

প ১৬২৯ (প্র ১০)	নতুন ধাঁধা	(শ্রীমতী) রাধারানী দেবী	মুকুল, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩)। পৃঃ ৮০।

গদ্যে পরিবেশিত।

প ১৬৩০ (ক)	পত্র	হে [হে, কলিকাতা]	মহিলা, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩)। পৃঃ ৪৮।

প ১৫৩৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। কবিতায় লেখা চিঠি।

"প্রিয় ভগিনী মহিলে,—

রয়েছে হৃদয়ে কত, ব্যথা জ্বালা শত শত,
দেখাতে তোমারে তাই এসেছি ভগিনী।
অনেক দিনের পরে, বসি এই ক্ষুদ্র ঘরে,
এনেছি চরণে দিতে পত্র একখানি।..."

প ১৬৩১ (ক) ফুল (শ্রী) কুমুদিনী বসু, লহরী রচয়িত্রী বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩) । পৃঃ ১৬০।

"কে তুই জানিনা সুহাসিনী,
এ বিপিনে আছিস্ ফুটিয়া;
তুই কি অমর-বিমোহিনী,
মরতে রহিস্ লুকাইয়া?..."

প ১৬৩২ (ক) বেথুন স্মৃতি - পূজা বঙ্গবাসিনী বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩) । পৃঃ ১৪১-১৪২।

"৪৫ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে।" ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

"দেব!

সাধি শুভ জীবনের কাজ,
আরাম লভিছ হেথা তুমি,
তাই তো এ শূন্য ক্ষেত্রে, খুঁজিছে অযুতনেত্রে
কোথায় ভারতবন্ধু
রহিয়াছ ঘুমি!..."

প ১৬৩৩ (ক) শৈশব একটী দুঃখিনী, পাঁচদোনা মহিলা, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩)। পৃঃ ৪৭।

শৈশব স্মৃতিচারণ করে লেখা।

"মরি কি সুখেব শৈশব সময়,
নিরমল প্রাণে সুধু সুধা বয়।..."

প ১৬৩৪ (ক) সন্ধ্যা সুঃ—সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] মহিলা, ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩)। পৃঃ ৪৬-৪৭।

প্রকৃতি বিষয়ক।

১৩০৩ আশ্বিন (১৮৯৬)

প ১৬৩৫ (ক) অপূর্ণ আশ (শ্রী) কুমুদিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (আশ্বিন ১৩০৩)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

মানবজন্মে ঈশ্বর সাধনা না করার দুঃখ।

"এবার মানবজন্ম হয়ে গেল ছাই পাঁশ,
পরিতে কনকহার গলায় লাগে যে ফাঁস,
গাঁথিতে কমলমালা শুকাইল গেল বাস,
এবার জনম লভি অপূর্ণ রহিল আশ।..."

প ১৬৩৬ (ক) জীবন্ত দেবতা (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দেবী [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] সাহিত্য, ১৮৯৬ (আশ্বিন ১৩০৩)। পৃঃ ৩৯৫।

সংসারের জীবনদেবতা পতির উদ্দেশ্যে লিখিত।

প ১৬৩৭ (ক) পর্ব্বতের প্রতি (শ্রীমতী) সুমতি মজুমদার বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (আশ্বিন ১৩০৩)। পৃঃ ১৯১।

'দৃষদ নির্ম্মিত সুদৃঢ় ভূধর!
উঠিছ নিয়ত উন্নত অম্বর,
লম্বমান দেহ, দৃশ্য মনোহর,
দর্শনে তোমার উথলে অন্তর;..."

প ১৬৩৮ (ক) পর্ব্বতের প্রতি নির্ঝারিনী (শ্রী) উমাশশী দেবী সাহিত্য, ১৮৯৬ (আশ্বিন ১৩০৩)। পৃঃ ৩৯৫।

"তুমি প্রভু! উচ্চ সুমহান,—
আমি অতিক্ষুদ্র ক্ষীণ ধারা;
চিরদিন চরণে তোমার
রহিব আপন হয়ে হারা।..."

প ১৬৩৯ (প্র ২) ভক্তি (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৬ (আশ্বিন ১৩০৩)। পৃঃ ১৮৫-১৯০।

ভক্তি বিষয়ক আলোচনা।

প ১৬৪০ (ক) মনে করে (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী সাহিত্য, ১৮৯৬ (আশ্বিন ১৩০৩)। পৃঃ ৩৯৫।

অতীত সুখস্মৃতি স্মরণ করে লেখা।

১৩০৩ কার্ত্তিক (১৮৯৬)

প ১৬৪১ (ক) অনন্তটান (শ্রী) হরিমতি দেবী, কা[illegible]। বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ২২৪।

শ্রী ভগবানের উদ্দেশ্যে সমস্ত নারীসমাজকে ছুটে যাওয়ার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

"সাগর মোহিনি গঙ্গে, ছুটেছ সাগর পানে,
দুকুল উছলি চুমি, অথির অনন্ত টানে।
সব বাধা পায়ে ঠেলি,
যা কিছু সকলি ফেলি,
জাগাইয়া ভাবরাশি, চলেছ আপনমনে,..."

প ১৬৪২ (ক) আহা কি সুন্দর! সু—(প্রণতা), সমস্তিপুর মহিলা, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ৯১-৯২।

[সুমতি মজুমদার,
সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]

"আহা কি সুন্দর! অতি মনোহর,
শূন্যেতে উন্নত সুনীল আকাশ।
আহা কি সুন্দর! নেত্র তৃপ্তিকর,
চাঁদনি নিশায় চাঁদের প্রকাশ।।..."

প ১৬৪৩ (ক) কে জানিত? (শ্রী) লজ্জাবতী বসু সাহিত্য, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ৫৫৮।

অতীতের আনন্দ সঙ্গীত ও সুখস্মৃতির রোমন্থন।

প ১৬৪৪ (ক) কোথায়? (শ্রী) নগেন্দ্রবালা ঘোষ নব্যভারত, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ৩৯১-৩৯২।

সমগ্র প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের মধ্যে নিরাকার ঈশ্বরের উপলব্ধি অনুভব করে লেখা।

প ১৬৪৫ (ক) চাঁদিমা রজনী (শ্রীমতী) নারায়ণী দেবী মুকুল, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ৯৩।

চন্দ্রালোকিত রজনীতে শ্রীভগবানকে স্মরণ করে লেখা।

"নির্মল আকাশে ভাসিছে চাঁদিমা
উজলিয়া দশদিক্‌
ছোট ছোট ছোট তারাগুলি যত
জ্বলিতেছে ঝিক মিক্‌।...."

প ১৬৪৬ (প্র ৩) জননীর দায়িত্ব স্বঃ— মহিলা, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

পরিবারের সুখ ও সন্তানের যথার্থ চরিত্র গঠনে জননীর দায়িত্ব বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বীরবর নেপোলিয়নের মাতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প ১৬৪৭ (ক) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্ব্বাদ — শ্রী নি, দেবী, কানপুর [নিস্তারিনী দেবী, কানপুর] — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ২২২-২২৩।

প ১৪৮১ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"শিশির মুকুতা হার পরিয়া গলায়
এস এস উষাবালা শুভ ভাই দ্বিতীয়ায়।
স্বর্গের সুরভি-ভরা
আজিগো সমগ্র ধরা,...."

প ১৬৪৮ (ক) মাতৃবিয়োগে — রা—রসাপাগলা — মহিলা, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ৯২।

মাতৃবিয়োগে ব্যথাতুর হৃদয়ে শ্রীভগবানের কাছে মায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করে লেখা।

"হে হরি করুণাসিন্ধু, অন্তিমকালের বন্ধু,
অভয় চরণে স্থান দাও প্রভো মাকে।
যদি কিছু পাপ থাকে, দয়া করে ক্ষম তাঁকে,
সকাতরে এই দাসী ডাকে হে তোমাকে।।..."

প ১৬৪৯ (ক) যোগেশ বিয়োগে — (শ্রী) বিনোদিনী সেনগুপ্ত — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ২২৩।

ভ্রাতৃবিয়োগে লেখা।

"ভ্রাতঃ!
একি হলো! কোথা গেলে ভাইরে আমার,
তোমাবিনা চারিদিক্ হেরি অন্ধকার।
এতগুলি কুঁড়ি মোরা ছিলাম মিলিয়া,
একটী অকালে তার গেলেরে ঝরিয়া।..."

(প ১৬৫০.১) (গ) সতীত্ব [ক্রমশঃ] — শ্রীমতী হে-কলিকাতা [হে, কলিকাতা] — মহিলা, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ৯৪-৯৫।

প ১৫৩৬ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ১ম কিস্তি। শৈলেশ্বর নগরীর প্রতাপশালী রাজা সতীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুহাসচন্দ্রের তীর্থযাত্রা ও বিবাহের কাহিনী।

প ১৬৫০ (ক) সাতক্ষীরায় — পরিচিতা উদাসীনী — বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ২০৫-২০৭।

"১৪ই আশ্বিন-১৩০৩। সাতক্ষীরা-খুলনা জিলার কোনও মহকুমা। পূর্ব্বে ২৪ পরগনার অন্তঃপাতী ছিল।" ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে কোনও রমণীর স্বামী এই পূণ্যতীর্থে প্রাণত্যাগ করায় তাঁর শোকগ্রস্তা সতী স্ত্রীর সেই স্থানে মৃত্যুকামনা করে লেখা।

"কোথা দেবতা আমার!
ত্রয়োদশ বর্ষে সেই—
অভাগা এসেছে এই,
দিতে তপ্ত অশ্রু - আজি যাহা আছে তার!..."

প ১৬৫২ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩)। পৃঃ ৪৪৬-৪৪৮।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা ও শ্রীমতী সরলা দেবীর সুরে মিশ্র সাহানা-একতালা-য় পরিবেশিত স্বরলিপি।

প ১৬৫৩ (প্র ১০) হেঁয়ালি (শ্রী) অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (কা ১৩০৩) । পৃঃ ২২০।

পদ্যাকারে পরিবেশিত।

১৩০৩ অগ্রহায়ণ (১৮৯৬)

প ১৬৫৪ (ক) অনন্ত শয়ান (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (অ ১৩০৩) । পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মনমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬)-এর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

প ১৬৫৫ (ক) "খোকার হাসি" শ্রী বি-রায়, তালডাঙ্গা বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (অ ১৩০৩) । পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

"কোথায় শিখিলে খোকা এ মধুর হাসি?
দুদিনের শিশু তুই,
কাননের সাদা যুঁই,
সৃজনের স্রোতে সবে এসেছিস্ ভাসি।..."

প ১৬৫৬ (ক) নিরাশ প্রণয় (শ্রী) কুসুমকুমারী রায়, ভাঙ্গাবাড়ী বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (অ ১৩০৩) । পৃঃ ২৫৩।

জীবনে প্রণয়ের হতাশার কথা ব্যক্ত হচ্ছে।

প ১৬৫৭ (ক) বিদায় শ্রীমতী নী বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (অ ১৩০৩)। পৃঃ ২৫৪।

"টেনিসন হইতে।"

"সাগরে মিশাতে কায়, অয়িক্ষুদ্র স্রোতস্বিনি,
যাইতেছ, যাও চলি, করি কুলু কুলু ধ্বনি।
যাও তুমি ধীরে ধীরে,
তোমার সুন্দর তীরে—

আসিব না বেড়াইতে আর আমি পুনরায়;..."

প ১৬৫৮ (ক)	ভাই	অনামা	মহিলা, ১৮৯৬ (অ ১৩০৩)। পৃঃ ১২০।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে রচিত।

"তুমি মরতে অতুল!
পারিজাত ফুল ফোটে, নন্দনে সৌরভ ছোটে,
সে ফুলের সুধাগন্ধে দেবতা আকুল;
স্বরগের ভাই! তুমি মরতে আতুল।..."

প ১৬৫৯ (ক)	মনোমোহন বিয়োগে	সুমতি- সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]	বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (অ ১৩০৩) । পৃঃ ২৫৬।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬)-এর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকগাথা।

"আহা কি শুনিনু আজ! সহিতে না পারি
বঙ্গরত্ন মনোমোহন ভারতের প্রিয়ধন
দরিদ্র ভারতভূমি আজিরে আঁধারি
গিয়াছেন কাঁদাইয়া দুঃখী নরনারী।..."

প ১৬৬০ (প্র ৯)	মনোমোহন স্মৃতি	(শ্রীমতী) কুমুদিনী খাস্তগির	বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (অ ১৩০৩) । পৃঃ ২৩৮-২৪৩।

"মনোমোহন স্মৃতি সভায় পঠিত।" স্বদেশ বৎসল স্ত্রীশিক্ষানুরাগী মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬)-এর মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতিচারণ ও সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা।

প ১৬৬১ (ক)	সেই পথের পথিক	(শ্রী) লজ্জাবতী বসু	তত্ত্ববোধিনী, ১৮৯৬ (অ ১৮১৮ শক)। পৃঃ ১৪১-১৪২।

এই সংসারে বিশ্বপিতার উদ্দেশ্যে ধাবিত সমস্ত পথিকদের উদ্দেশ্য করে লেখা।

"কোথা যাও? পান্থ! কোন্ তীর্থপানে
কাহার দর্শন তরে।
কোন্ সে জাগ্রত দেবতার পদে
কি ধন গো যাচিবারে।।..."

১৩০৩ পৌষ (১৮৯৭)

প ১৬৬২ (ক)	অনাথাশ্রমে	কনকাঞ্জলির কবি [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (পৌ ১৩০৩) । পৃঃ ৯৬-৯৭।

"শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনী স্থাপিত 'অনাথ আশ্রম' দর্শনে লিখিত।..."

"কেন দেখিলাম?
আমার তো স্বার্থ বিষ
প্রাণে জ্বলে অহর্নিশ,
আমি মানব আমি থাকি মর্ত্যধাম,
আজি এ স্বরগ, চোখে কেন দেখিলাম?..."

প ১৬৬৩ (ক)	আকাশের প্রতি	সু—সমস্তিপুর	মহিলা, ১৮৯৭ (পৌ ১৩০৩)। পৃঃ ১৪০-১৪১।
	শ্রীভগবানের সৃষ্ট অপরূপ শিল্পনৈপুণ্যে পরিপূর্ণ অনন্ত আকাশ দর্শনে লিখিত।		
(প ১৫৯১.৫) (উ)	কাহাকে? [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৭ (পৌ ১৩০৩)। পৃঃ ৫৩৩-৫৪১।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।		
প ১৬৬৪ (ক)	কে	(শ্রীমতী) লজ্জাবতী বসু	দাসী, জা ১৮৯৭ (পৌ ১৩০৩)। পৃঃ ৩২-৩৩।
	প্রেমের কবিতা।		
প ১৬৬৫ (প্র ৩)	নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	চা—	মহিলা, ১৮৯৭ (পৌ ১৩০৩)। পৃঃ ১৪২-১৪৩।
	"এই রচনার শেষভাগে স্বর্গগতা অঘোরকামিনীর জীবনাংশ এ স্থলে গৃহীত হইয়াছে। রচয়িত্রী ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী। ইতিপূর্ব্বে ইনি বাঁকিপুরে অঘোরকামিনীর তত্ত্বাবধানাধীন নারী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এই রচনার জন্যও পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে।..."		
প ১৬৬৬ (গ)	বিবাদের পরিণাম	(কুমারী) হিরণ্ময়ী সেন	মুকুল, ১৮৯৭ (পৌ ১৩০৩)। পৃঃ ১৪৪।
	"বালিকার রচনা"। শিক্ষামূলক গল্প।		
প ১৬৬৭ (প্র ৩)	স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত।	হে— [হে, কলিকাতা]	মহিলা, ১৮৯৭ (পৌ ১৩০৩)। পৃঃ ১৪১-১৪২।
	"রচয়িত্রী ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী, তিনি এই রচনার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ধর্মকে অক্ষুণ্ন রেখে পুণ্য, প্রেম, বিনয়, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি নারীসুলভ গুণাবলীর বিকাশের সঙ্গে সহজ সুন্দর জ্ঞানের অনুশীলন ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতার শিক্ষায় নারীশিক্ষার পাঠক্রম পরিচালিত হবার কথা বলা হয়েছে। তাহলেই সমাজে সতীকন্যা ও সাধ্বীপত্নীও শিক্ষার আলোকে আলোকপ্রাপ্তা হয়ে উঠতে পারবে।		
প ১৬৬৮ (প্র ৭)	স্বরলিপি : [আমি চিনি গো চিনি...]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৭ (পৌ ১৩০৩)। পৃঃ ৫৯৪-৫৯৫।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে মিশ্র ঝিঁঝিট-একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

১৩০৩ মাঘ (১৮৯৭)

প ১৬৬৯ (ক) আগমনী (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩) । পৃঃ ৩৩৩।

দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা কথা হয়েছে।

"কি দেখিতে বীণাপানি! আসিছ এবার,
ধরিয়া ভীষণ বেশ, গ্রাসিছ কতই দেশ
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী, ওমা সংখ্যা নাহি তার!..."

প ১৬৭০ (ক) দেখা (শ্রীমতী) সুরবালা বসু, কাহালগাঁ নব্যভারত, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩)। পৃঃ ৫৩১।

স্মৃতির আলোকে প্রেমের ছবির অকস্মাৎ সাক্ষাতে হৃদয়ে প্রেমের স্পন্দন অনুভব করে লেখা।

" 'প্রেমের তড়িৎ বেড়ায় ছুটিয়া
অলখিতে হৃদি ছুঁয়ে;
যেচে যেচে প্রাণ ছুঁয়ে'।
স্মৃতির মলয়া নিলে কি ছবি জাগিল,
সোহাগে জড়ায়ে বাহু-লতাপাশ,..."

প ১৬৭১ (ক) "দুর্ভিক্ষ" (শ্রী) সরোজিনী সেন, বনহুগলী বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩) । পৃঃ ৩৩৩-৩৩৫।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার চিত্র।

"ওই শুন শুন কাতর চিৎকার।
শত শত নরনারী;
নয়ণে বহিছে বারি,
আকুল পরাণে সবে করে হাহাকার।..."

প ১৬৭২ (ক) পাখী (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩) । পৃঃ ৩৩২-৩৩৩।

বনের পাখীকে মনের সঙ্গিনী করে দুঃখের কথা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

[প ১৬৭৩.১] (প ১৬৭৩.২) (গ) প্রতাপ (পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর) [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) নলিনীবালা সেন বীণাপানি, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩)। পৃঃ ১৯-২৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ২য় কিস্তি। এই রচনার প্রথম কিস্তি চাক্ষুষ করিনি।

প ১৬৭৪ (ক) প্রাণের দেবতা অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] নব্যভারত, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩)। পৃঃ ৫৩১-৫৩২।

"তাহারে ছোঁব না আমি সে যে গো দেবতা

এসেছি পূজিব বলে, পূজিব হৃদয় খুলে,
নাই বা কহিল কথা - না কহিনু কথা।..."

প ১৬৭৫ (ক)	ভগিনী সরলা	সু— [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]	মহিলা, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩ পৃঃ ১৬৭-১৬৮।

"স্নেহশীলা সহোদরা ভগিনী সরলার একবর্ষ বয়স্কা প্রিয়তমা কন্যা মৈ অকাল মৃত্যুতে এই ক্ষুদ্র পদ্যটি লিখিত হইল। সমস্তিপুর। শোকসন্তপ্তা সু।"

"কি শুনি ভগিনী, আজ বিদরে হৃদয়,
দরিদ্র কুটীর আজ শোকপূর্ণ হায়।
সাধের মৈত্রেয়ী তব কন্যা প্রিয়তম,
শোকার্ত করিয়া সবে কাঁদায়ে বিষম,..."

প ১৬৭৬ (ক)	সকলই তোমার	সুঃ—, সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]	মহিলা, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩ পৃঃ ১৬৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ১৬৭৭ (ক)	সঙ্কীর্তন	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩)। পৃঃ ২৯৪-২৯৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক। অনুরাগ ভরা সঙ্কীর্তন শ্রবণে নিজের প্রেম-ভক্তিশূন্য হৃ জন্য মনস্তাপ।

(প ১৬৫০.২) (গ)	সতীত্ব (২য় অধ্যায়) [ক্রমশঃ]	শ্রীমতী হে-কলিকাতা [হে, কলিকাতা]	মহিলা, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩) পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প ২য় কিস্তি।

প ১৬৭৮ (ক)	সন্ধ্যা	(শ্রীমতী) লজ্জাবতী বসু	নব্যভারত, ১৮৯৭ (মা ১৩০ পৃঃ ৫৩২।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ১৬৭৯ (প্র ৭)	স্বরলিপি ঃ [অয়ি ভুবন মনো-মোহিনি !...]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৭ (মা ১৩০৩) পৃঃ ৬৫৯-৬৬০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে টোড়ি ভৈরবী-কওয়ালী-তে স্বরা পরিবেশিত।

১৩০৩ ফাল্গুন (১৮৯৭)

(প ১৫৯১.৬) (উ) — কাহাকে? [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৯৭ (ফা ১৩০৩)। পৃঃ ৬৮৯-৬৯৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ১৬৮০ — কুমুদ — (শ্রীমতী) কুসুমকুমারী রায়, ভাঙ্গাবাড়ী — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ফা ১৩০৩)। পৃঃ ৩৭৪।

সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত চাঁদের জন্য কুমুদের প্রতীক্ষা ও নিষ্কাম প্রেমের আবেদনের কথা কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে।

প ১৬৮১ (ক) — ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজার শুভ অভিষেক উপলক্ষে — (শ্রী) বনলতা দেবী, বরাহনগর [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ফা ১৩০৩)। পৃঃ ৩৭২-৩৭৪।

প ১১০২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"মহারাজ!

আজ শুভদিনে ওই পূরব গগনে,
সাজায়ে পবিত্র দেহ রাজআভরণে
রাজদন্ড করে ধরি, বিশ্ববিধাতায় স্মরি,
বস ও পবিত্র তব রাজসিংহাসনে।..."

প ১৬৮২ (প্র ২) — দুঃখে পড়িয়া প্রার্থনা — স— — মহিলা, ১৮৯৭ (ফা ১৩০৩)। পৃঃ ১৯০-১৯১।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক প্রার্থনা।

(প ১৬৭৩.৩) (গ) — প্রতাপ [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) নলিনীবালা দাসী [নলিনীবালা সেন] — বীণাপানি, ১৮৯৭ (ফা ১৩০৩)। পৃঃ ২৫-২৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ৩য় কিস্তি।

প ১৬৮৩ (ক) — প্রার্থনা — (শ্রী) রাসসুন্দরী দাসী — শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ১৮৯৭ শ্রী শ্রী গৌরাব্দ ৪১২/১৩০৩)। পৃঃ ৯৪-৯৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"তুমি প্রভু সর্ব্বেশ্বর, পরমাত্মা, পরাৎপর,
বিশ্বরূপ বিশ্বের ঈশ্বর।
আদি অন্ত নাহি তব, ত্রৈলোক্য ব্রহ্মান্ড সব,
আঁছে লোমকূপের ভিতর।..."

প ১৬৮৪ (ক) — বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া — (বৈষ্ণব জনসেবিকা শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা — শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ১৮৯৭ (ফা শ্রী শ্রী গৌরাব্দ ৪১২/

দাসী। হুগলী ১৩০৩)। পৃঃ ৮০-৮২।
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]

"গোরা বিয়োগিনী বালা নয়ণে বহিছে জল,
ক্ষণে করে হায় হায়, ক্ষণে পথ পানে চায়,
আলুয়িত কেশদাম চুমিছে চরণতল। ..."

প ১৬৮৫ (ক) ভগ্ন হৃদয়ের নিবেদন স— মহিলা, ১৮৯৭ (ফা ১৩০৩)। পৃঃ ১৯১-১৯২।

"অনিত্য সংসারে ভুলে দয়াময় হরি,
বৃথা ক্ষয় করেছি জীবনে;
মোহে পড়ে অন্ধ হয়ে পতিত পাবন,
অপরাধী হয়েছি চরণে।..."

প ১৬৮৬ (ক) স্বর্গীয় আত্মার উক্তি স্নে বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ফা ১৩০৩) । পৃঃ ৩৭২।

কোন বিরহীকে স্বর্গীয় আত্মার সান্ত্বনা দান।

"কেন অকারণ
করিছ রোদন,
চিরদিন হেন কভু না রবে;
পাইয়াছ দুঃখ
পাবে পুনঃ সুখ,
বিধির বিধানে মঙ্গল হবে।..."

প ১৬৮৭ (প্র ২) হরিনাম (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৭ (ফা ১৩০৩)। পৃঃ ৩৩২-৩৩৮।

কলিযুগে হরিনামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা।

১৩০৩ চৈত্র (১৮৯৭)

(প ১৬৮৮.১) (গ) আদর্শ রমনী (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৩৮৭-৩৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত শিক্ষামূলক গল্প। ১ম কিস্তি।

প ১৬৮৯ (ক) উপহার মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী, পাণ্ডুয়া [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৪১০-৪১১।

"কোন এক নবজাত শিশুর প্রতি।" শুভজন্মদিনে শিশুকে আশীর্বাদ জানিয়ে লেখা।

প ১৬৯০ (ক) কবিতা (শ্রী) নির্ম্মলা বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৪০৭-৪০৮।

"অধরেতে আধহাসি, কুন্তল দুলিছে বায়,
অফুট জোছ্নারাশি, সোহাগে জড়ায় কায়।
আপনি প্রকৃতি রানী,
প্রেমের প্রতিমাখানি..."

প ১৬৯১ (ক) "চেয়ে আছি" শ্রীমতী—"জ্যোতি" বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৪০৯।

অনিত্য সংসারে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীভগবানের জ্যোতির্ময় জগতের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখে জীবন কাটানোর কথা বলা হয়েছে।

"বহুকাল হ'তে চেয়ে আছি
নিরমল গগনের পানে।
থেকে থেকে রয়ে রয়ে গণি
নীলিমের ক্ষুদ্র তারাগনে।।..."

প ১৬৯২ (ক) দু দন্ডের তরে লজ্জাবতী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩) । পৃঃ ৪০৯-৪১০।

জগতের নাট্যশালায় প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষণিকতা উপলব্ধি করে লেখা।

প ১৬৯৩ (ক) বিজ্ঞানের প্রতি সু ঃ—, সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] মহিলা, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩)। পৃঃ ২১৫।

"অনন্ত বিজ্ঞান! তব কৌশল অপার,
ঘোষিছ নিয়ত তুমি মহিমা তাঁহার।
তোমার প্রভাবে সদা এই বিশ্বময়;
অদ্ভুত ব্যাপার কত প্রকাশিত হয়।..."

প ১৬৯৪ (ক) বীণাপানি অনামা সাহিত্য, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩)। পৃঃ ৭৭৫-৭৭৬।

দেবী বীণাপানির বীণার ঝঙ্কারে এক অপার্থিবতার উপলব্ধি।

প ১৬৯৫ (গ) ভূত না চোর (শ্রীমতী) ব্রজবালা দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩)। পৃঃ ৭৫৯-৭৬৩।

হাস্যকর গল্প।

(প ১৬৫০.৩) (গ) সতীত্ব (৩য় অধ্যায়) [ক্রমশঃ] শ্রীমতী হে-কলিকাতা [হে, কলিকাতা] মহিলা, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩)। পৃঃ ২১২-২১৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প ৩য় কিস্তি।

প ১৬৯৬ (ক) হৃদয়ের দুঃখপ্রকাশ মোঃ—কাকিনীয়া [মোক্ষদাসুন্দরী ঘোষ, কাকিনীয়া] মহিলা, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৩)। পৃঃ ২১৪-২১৫।

প ৫৩৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। অনিত্য সংসারে কুপথে চলায় কোন কন্যার অনুশোচনা ও দুঃখিনী মায়ের রাঙাপদে আশ্রয় প্রার্থনার সুর ধ্বনিত হয়েছে।

১৩০৩ (১৮৯৬-৯৭)

প ১৬৯৭ (ক) কলিকাল বিধুমুখী রায় কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৬-৯৭ (১৩০৩)। পৃঃ [ ]।

"বিশেষ পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্।

"কলিকালে বলিহারি কি বলিব হায়,
কালে কালে কত হবে কে বলিবে তায়।
যে ভারত সত্যযুগে সভ্যতা আলোকে,
প্রধান প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়েছিল লোকে।..."

সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক,' ১৩৯৬, পৃঃ ৯৩-৯৫।

প ১৬৯৮ (ক) কুন্তলীন কবিতা নিকুঞ্জকামিনী দেবী কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৬-৯৭ (১৩০৩)। পৃঃ [ ]।

"বিশেষ পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্।

"আহা ঃ কি সুন্দর গন্ধ কুন্তলীন তেলে।
প্রফুল্লিত করে মন তার গন্ধ পেলে।।
যেখানেতে কুন্তলীন হয় ব্যবহার।
সেখানের গন্ধ ভাই বড় চমৎকার।।..."

সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক', ১৩৯৬, পৃঃ ১০৫-১০৬।

প ১৬৯৯ (গ) নিরুপমা কুলবালা দেবী, ভাগলপুর কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৬-৯৭ (১৩০৩)। পৃঃ [ ]।

"বিশেষ পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ১৫্। নিরুপমা, নলিনী, দেবেন্দ্রনাথ ও শচীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা পারিবারিক গল্প। গল্পে কুন্তলীন তেল ব্যবহারের অবতারণা করা হয়েছে।

সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক', ১৩৯৬, পৃঃ ৮০-৮৬।

প ১৭০০ (ক) বঙ্গবালা সরমাসুন্দরী ঘোষ কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৬-৯৭ (১৩০৩)। পৃঃ [ ]।

"বিশেষ পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ১৫্।

"কে তুমি গো, বসে আছ ছড়ায়ে কুন্তলরাজি?
প্রাণ মন হরিতেছ, মোহন ভূষণে সাজি?

আকাশের নির্মল চাঁদে ঢাকে যেন মেঘ এসে,
তেমতি ও মুখ শশী, ঢেখেছে উন্মুক্ত কেশে।...”

সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক', ১৩৯৬, পৃঃ ১০১-১০২।

প ১৭০১ (গ) রাজলক্ষ্মী (শ্রী) মানকুমারী বসু, সাগরদাঁড়ি, যশোহর কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৬-৯৭ (১৩০৩)। পৃঃ [ ]।

“বিশেষ পুরস্কার।” পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ১৫্। অনাথা বালিকা প্রফুল্লের রাজরানী হবার ও “রাজলক্ষ্মী” নামকরণের গল্প। এই গল্পে কুন্তলীন তেল ব্যবহারের অবতারণা হয়েছে।

সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক' ১৩৯৬, পৃঃ ৬৩-৭৩।

১৩০৪ বৈশাখ (১৮৯৭)

(প ১৬৮৮.২) (গ) আদর্শ রমনী (৩৮৭ সংখ্যা- ৩১৯ পৃঃ পর) [ক্রমশঃ] (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪) । পৃঃ ১৫-১৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত শিক্ষামূলক গল্প। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৭০২ (প্র ৭) আনন্দগীতি ঃ [সুখদা পূর্ণিমা নিশা...] কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৩১-৩২।

“ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাস ও কুমুদিনী কাস্তগীর বি.এ-এর শুভবিবাহোপলক্ষে ৫ই বৈশাখ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।” মিশ্র কাফি-একতালা-য় গানটির স্বরলিপির নাম উল্লিখিত। স্বরলিপি পরিবেশিত হয়নি।

প ১৭০৩ (ক) এ নহে বিদায় (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৬৯৯-৭০০।

“এ নহে বিদায়—এ নহে ছাড়াছাড়ি,
এযে শুধু ভালবাসা-ব্রত-উদযাপন;
ছিলে তুমি যতদিন অসহায় দীন,
যতনে করিয়াছিনু লালন পালন।...'

(প ১৫৯১.৭) (উ) কাহাকে? [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৩৩-৪১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৭ম কিস্তি।

প ১৭০৮ (ক) কুসুমের প্রতি— শ্রীমতী সুঃ-সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] মহিলা, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৯।

ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভে বিমুগ্ধ হয়ে এর স্রষ্টাকে প্রণতিজ্ঞাপন করা হয়েছে।

প ১৭০৫ (গ) গীর্বানী (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ১-৬।

ইউরোপীয় সওদাগরের বৃহৎ দোকানে কর্মরত অবস্থায় মাতৃভাষা বিবর্জিতা অনেক বঙ্গদুহিতার কণ্ঠে ইংরেজি কথা শুনে ব্যথিত হয়ে অবশেষে কোন বঙ্গমহিলার কণ্ঠ নিঃসৃত বঙ্গভাষা শ্রবণে হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভের গল্প।

প ১৭০৬ (প্র ১০) গ্রন্থ সমালোচনা ঃ প্রকৃতি। শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২২-২৮।

"...পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিগূঢ় কঠোর তত্ত্ব..." বিষয়ক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা।

প ১৭০৭ (প্র ৩) প্রত্যাহার (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৬৭-৬৮।

ভারতের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে বলা হয়েছে।

প ১৭০৮ (প্র ৩) প্রভাত (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দেবী সখা ও সাথী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ১২।

"বালিকার রচনা।"

"কাননে কাননে ফুটিছে কুসুম,
পাখী গীত গায় গাছে,
এমন মধুর শীতল প্রভাতে,
অলসে থাকিতে আছে?..."

প ১৭০৯ (ক) বিনয় (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দেবী, নোয়াখালি বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৩৯-৪০।

বিনয়ের গুণগান।

প ১৭১০ (ক) বুলবুল (৫ মাস বয়সের শিশু) কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৯-১১।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

প ১৭১১ (প্র ২) মানবজীবন (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৩-৮।

অনিত্য সংসারে মোহের বশবর্তী না হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে স্মরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ১৭১২ (ক) মালঞ্চ ঃ কবি (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৫৭।

সংসারে ভালবাসা, স্নেহময় ভাষা বা কারো মন না পেয়ে কবি নিজেই নিজস্ব অভাবহীন জগৎ রচনা করে বিচরণ করছেন।

প ১৭১৩ (ক) মুক্তি (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী পন্থা, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ১৭-১৯।

"তোমার শান্তির কোলে এসেছি জননী গো
চাহিতে একটুখানি স্থান।
(তব), অসংখ্য সন্তান সাথে আমিও এসেছি আজি
পাইতে স্নেহের কণাদান।।..."

প ১৭১৪ (ক) শ্রী গৌরাঙ্গ মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী, [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৬৭-৬৮।

"শ্রীবাস অঙ্গনে আজু গোরাচাঁদ-খেলিছে।
চৌদিকে ভকতগণ,
করে কিবা সংকীর্ত্তন,
গোলক সৌভাগ্য আজি-নদীয়ায় ভাতিছে।..."

প ১৭১৫ (ক) শ্রীযুক্তা কনকাঞ্জলি (শ্রী) অম্বিকাসুন্দরী সেন বরিশাল বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৪০।

রচয়িত্রীর প্রতি।

শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

"মধুময় জীবনপ্রভাতে
অবজ্ঞেয় হৃদয় লইয়া
সংসার জলধিকূলে দাঁড়ালাম প্রাণ খুলে
জ্বলন্ত অন্তরে কিছু শান্তি লাগিয়া..."

(প ১৬৫০.৪) (গ) সতীত্ব (৪র্থ অধ্যায়) [ক্রমশঃ] হেঃ - [হে, কলিকাতা] মহিলা, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৮-২৩৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ৪র্থ কিস্তি।

প ১৭১৬ (ক) সরলার সন্তান (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৩৮-৩৯।

কোন ষোড়শ বর্ষীয় বিধবার একমাস বয়সের পিতৃহারা সন্তানের মুখে 'বাবা' এই পিতৃ সম্বোধনের ধ্বনিতে মাতার মনোবেদনা।

"বাবা, বাব্বা, বাব্বা, বাবা' ওরে বোকা হাবা
ওরে হাবা,
কোথায় শিখিলি এই নিদারুণ বাণী?

ওতে যে আমার প্রাণে বিষাক্ত ছুরিকা হাণে,
কি করে হৃদয় মাঝে কহিতে না জানি।..."

প ১৭১৭ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [নবআনন্দে জাগো...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৯-৩২।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় ও সুরে টৌড়ি-কাওয়ালি-তে স্বরলিপি পরিবেশিত। এছাড়া স্বরলিপির সংকেতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সুর-শুদ্ধ, কোমল, কড়িমধ্যম, সুরের পুনরাবৃত্তির চিহ্ন, তাল, সুরের আওয়াজের চিহ্ন আলোচিত হয়েছে।

প ১৭১৮ (প্র ১০) হেঁয়ালি চতুষ্টয় অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৩৬।

পদ্যাকারে পরিবেশিত।

"এ পিঠে সোনা। - ও পিঠে সোনা,
আমি দিদি কে, জানতো বলো না?..."

১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৭)

প ১৭১৯ (প্র ১০) অনাথবন্ধু। [ ] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ১২৫-১৩২।

গ্রন্থ সমালোচনা। সমালোচনায় জানা যায়, ".... এই গ্রন্থে স্বদেশ হিতৈষী চিন্তাশীল পাঠকের আলোচ্য ও ভাব্য বিষয়ের সংখ্যা প্রচুর।"

প ১৭২০ (ক) অভিষেচন শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৪৩।

"ভারতেশ্বরী আলেকজান্দ্রিণা বিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষ্যে।"

(প ১৫৯১.৮) (উ) কাহাকে? [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৯৬-১০২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৮ম কিস্তি।

প ১৭২১ (ক) নববর্ষ (শ্রী) সরোজিনী দেবী, বনহুগলী বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৭৫।

"কিসের হরষ কোলাহল?
আজি এ আনন্দধ্বনি, গগন ভেদিয়া শুনি
উঠিতেছে কেন গো কেবল?
নবীন বরষ বুঝি, ওই আসিতেছে আজি,
লয়ে কত নব সাধ আশ।..."

প ১৭২২ (ক) নিবেদন (বৈষ্ণবজনসেবিকা শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী, হুগলী শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ১৮৯৭ শ্রী শ্রী গৌরাব্দ ৪১৩/১৩০৪)।

[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পৃঃ ২০৫-২০৮।

"কেন মোরে দিল বিধি রমণী জীবন,—
পুরুষ হতেম যদি, সেবিতাম নিরবধি,
পরাণ ভরিয়া মোর শ্রীগুরুচরণ।..."

প ১৭২৩ (ক) বঙ্গীয় মুসলমান মহিলার প্রতি — (শ্রী) লতিফণ্‌নেসা- সাহাজাদপুর — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৭৭-৭৮।

"মুসলমান রমণীর লেখাটি আমরা আদরের সহিত....ইহা বিশেষ উৎসাহ লাভের যোগ্য। বা, বো, স।"

"ভগ্নি!
ডুবে গেছে সে সাধের চাঁদ!
আর তাহা চাইনা পাইতে,
অই দেখ পূরবে উজলি
উদে রবি ধরা হাসাইতে।..."

প ১৭২৪ (ক) বনলতার কুসুম — শ্রী—ঢাকা — মহিলা, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৬৩।

"—সে যে বনফুল,
বন আলো করি নিত্য
রহিতো সে ফুটিয়ে—..."

প ১৭২৫ (ক) বিদায় — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — সসঙ্গিনী ও সজ্জনতোষিণী, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৪-৫।

জগতের মঙ্গলের জন্য পরহিতার্থে সন্ন্যাস গ্রহণ নিমিত্ত বিদায়ের প্রাক্কালের অনুভূতি।

প ১৭২৬ (ক) মীরার প্রার্থনা — সরলাবালা সরকার — সাহিত্য, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৯৮-৯৯।

নন্দদুলালের জন্য মীরাবাই-এর প্রার্থনা।

"রাজ্য ভোগ সুখ ধন পরিজন
ঘুচায়ে সকল জঞ্জাল,
আইনু যুগল শীতল চরণে,
হে বন্ধু আমার নন্দদুলাল!..."

প ১৭২৭ (ক) শিশু — (স্বর্গীয়া) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] — সাহিত্য, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৯৬।

শিশুর মাতৃধ্বনিতে প্রাণ জাগ্রত ও উদ্ভাসিত করার মহৎ শক্তিকে অবলম্বন করে লেখা।

প ১৭২৮ (ক) সঙ্গীত (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৬৩।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ১৭২৯ (ক) সখী বিয়োগান্তে (শ্রীমতী) নীথরকুমারী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪ । পৃঃ ৭৬।

"অসময়ে প্রিয় সখি! কেন প্রাণ ত্যজিলে?
এত ভাব ভালবাসা কেমনে লো ভুলিলে?
আহা বলিকার মত কহিতে যে কথা কত,
মনে হলে সবকথা, ভাসি অশ্রু সলিলে।..."

প ১৭৩০ (ক) সুখী পরিবার সু—,সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] মহিলা, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৬৩-২৬৪।

সুখী পরিবারের বর্ণনা করা হয়েছে।

প ১৭৩১ (প্র ১০) হেঁয়ালি (শ্রীমতী) কিরণময়ী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (জ্যৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৭৩।

"১৩০৪ বৈশাখ মাসের 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হেঁয়ালীর উত্তর।' পদ্যাকারে পরিবেশিত।

১৩০৪ আষাঢ় (১৮৯৭)

(প ১৭৩২.১) (ক) আলেকজান্ডার পোপকৃত ইলিয়াডের বাঙ্গলা অনুবাদ। প্রথম ভাগ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) লজ্জাবতী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১০৪-১০৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত মহাকাব্যের অনুবাদ রচনা। ১ম কিস্তি।

"প্রথমে আলেকজান্ডার পোপ পদ্যে ইলিয়াড অনুবাদ করেন। পোপের ইলিয়াড মিত্রাক্ষরে রচিত, কিন্তু আমরা ইহা অমিত্রাক্ষরে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কেননা বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ অধিক ওজস্বী ও শ্রুতিমধুর।"

"উর দেবী বীণাপানি! গ্রীসের শোকের
উৎস ভয়ঙ্কর -সেই আকিলিস ক্রোধ
গীতি গাও তুমি আজি, যে ক্রোধ জলন্ত
অকালে নিহত যতবীর শ্রেষ্ঠগণে
করিলা প্রেরণ চিরান্ধ তমসাবৃত..."

প ১৭৩৩ (ক)	আষাঢ়ের হেঁয়ালী	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১১২-১১৩।

পদ্যাকারে পরিবেশিত।

প ১৭৩৪ (ক)	একাদশী	(শ্রীমতী) নিস্তারিনী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১১৫-১১৬।

বঙ্গীয় বিধবাদের পালিত কঠিন, কঠোর সংযম ও ব্রত উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে লেখা।

"বঙ্গের ভীষণ ব্রত
আহত পরাণে হত
বিষম কঠিনা ওগো একাদশী তিথি।
তোমার নৃশংস নামে প্রাণে লাগে ভীতি।..."

প ১৭৩৫ (ক)	"কনক"	(শ্রী) কুসুমকুমাবী বায	বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১১৭।

'ক্রমশঃ' বলে কবিতার শেষে উল্লিখিত থাকলেও কোন পরবর্ত্তী কিস্তি প্রকাশিত হয়নি। কনক নাম্নী দুঃখিনী ভ্রাতৃপ্রেমী বালিকার দুঃখ।

(প ১৫৯১.৯) (উ)	কাহাকে? [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪)। ১৭৩-১৭৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৯ম কিস্তি।

প ১৭৩৬ (ক)	জয় বিক্টোরিয়া	নিস্তারিণী দেবী, সাহরাণপুর	বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১১৪।

রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ৬০তম পূর্তি উৎসবে ভারতভূমির প্রজাদের আনন্দগীতি।

প ১৭৩৭ (প্র ৩)	জাতীয় মহাসভা ও জাতীয় সজ্জা	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪)। পৃঃ ১৮৯-১৯৪।

"এই প্রবন্ধ বিগত মাঘ মাসে বিরচিত, এতদিন স্থানাভাবে অপ্রকাশিত।" বাঙ্গালী জাতির জীবনে জাতীয় সভার উপকারিতা, সমস্ত বিশ্বের কাছে এই জাতির জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় বেশে উপস্থিত হবার বিষয় ও গুরুত্ব ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৭৩৮ (ক)	দুর্ভিক্ষ	(শ্রী) নলিনীবালা	নব্যভারত, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪)। পৃঃ ১৩৬-১৩৮।

"এই কবিতাটি একজন বিখ্যাত লেখকের বালিকা কন্যার লেখা। এই বালিকার মাতামহ একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। বালিকার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। ন, স।"

"হায় আজি একি শুনি, ঘোর অমঙ্গলবানী,
চারদিকে কাতর চীৎকার,

দারুণ দুর্ভিক্ষে হায়! সব রসাতলে যায়,
হুলহুল বিষমব্যাপার!..."

প ১৭৩৯ (ক) বাতায়নে (শ্রীমতী) আমোদিনী সেন· বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১১৮।

অতীত সুখস্মৃতি স্মরণ করে লেখা।

"শুক্লা দশমীর চাঁদ গগনে উদয়,
হেরিয়া জোছ্না আলো জগৎমাতায়।
ফুটিয়াছে বেলি যুঁই ফুটিয়াছে সুধাময়ী
গোলাপ কামিনী ফুল শেফালি টগর,
চাহি চন্দ্র মুখপানে আনন্দে বিভোর।..."

প ১৭৪০ (ক) বাসিফুল (শ্রী) বিদ্যুল্লতা রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১১৭।

বার্ধক্যে মানুষ বাসিফুলের মতো দলিত ও অবহেলিত দশাপ্রাপ্ত হয়।

"বাসি ফুল বলে এরে দলিবে কি পায়?
অধরের চারুহাসি
সরল লাবণ্য রাশি
গিয়াছে তপন তাপে শুকাইয়া হায়;.."

প ১৭৪১ (ক) বিধবা কবি (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) [শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ] । পৃঃ ১১৪-১১৫।

"কাব্যকুসুমাঞ্জলি ও কণকাঞ্জলির কবি"—শ্রীমতী মানকুমারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী।

"বিধবার উদাসীন প্রাণে
কে দিল এ অমৃত ছানিয়া?
বিধবার মরুময়-বুকে
কে দিল এ নিঝর আনিয়া?..."

প ১৭৪২ (ক) শৈলবালা (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১১৬।

"মাননীয় স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত গ্রন্থের নায়িকা দৃষ্টে লিখিত।"

(প ১৭৪৪.১) (উ' শৈশবসঙ্গিনী [ক্রমশঃ] শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ৯৬-৯৯।

"১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ।" ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি। আলোচ্য সামাজিক উপন্যাসে বিমাতার চক্রান্ত, সন্দেহ, আদর্শ চরিত্র, অনুশোচনা ও পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় ফুটে উঠেছে।

(প ১৭৪৪.১) (প্র ৯) শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ দেবের শিক্ষা [ক্রমশঃ] মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪)। ৮৭-৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। শ্রী গৌরাঙ্গদেব প্রদত্ত প্রকৃত সাধনতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষার কথা আলোচিত হয়েছে।

প ১৭৪৫ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [ঝর ঝর বরিষে...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪)। পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে মাল্লার-ঢিমে তেতালা-য় পরিবেশিত স্বরলিপি।

প ১৭৪৬ হেঁয়ালী (প্র ১০) (শ্রীমতী) ভূপেন্দ্রবালা দাসী বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আ ১৩০৪) । পৃঃ ১১২।

"জ্যৈষ্ঠ মাসের বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হেঁয়ালীর উত্তর"—পদ্যাকারে প্রকাশিত।

"প্রথম উত্তর তবে শুন দিদিমণি।
'নৃপতি' সবার পূজ্য-ধনী, মানী, জ্ঞানী।।..."

১৩০৪ শ্রাবণ (১৮৯৭)

(প ১৫৯১.১০) (উ) কাহাকে? [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ২৫১-২৫৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১০ম কিস্তি।

প ১৭৪৭ (ক) কি চাহিব অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪) । পৃঃ ১৫৯।

"না চাহিতে সবি পাই
বল কি চাহিব আর?
বুকভরা আশা আছে
নয়ণেতে অশ্রুধার।..."

প ১৭৪৮ (ক) কে তুমি? (শ্রী) অম্বিকাসুন্দরী সেন [অম্বিকাসুন্দরী সেন, বরিশাল] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪) । পৃঃ ১৫৮।

প ১৭১৫ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। অনন্ত লীলাময়কে অন্তরে উপলব্ধির বাসনা।

"দয়াময় বলিব তোমায়
হৃদয়ের নিগূঢ় সন্ধান,
শোকে তাপে তাপিত হৃদয়—
নাহি মম বলিবার স্থান।..."

প ১৭৪৯.১] ক্রোড়পত্র ঃ প ১৭৪৯.২) [স্বর্গগতা দেবী (প্র ৯) অঘোর কামিনীর পত্রাবলী] *অঘোরকামিনী দেবী মহিলা, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ২৫-২৮।

[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি। ১ম কিস্তি চাক্ষুষ করিনি। স্বর্গীয় অঘোরকামিনী দেবীর লেখা যে ৩টি পত্র এই কিস্তিতে পাওয়া যায়—তাতে তাঁর নিজের কথা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মেয়েদের বিষয়ে জানা যায়। লেখিকার জীবনাদর্শ ও উপদেশাবলীও এই পত্রাবলীতে ফুটে উঠেছে।

প ১৭৫০ (প্র ৬) খৈচুর বা চাঁপা প্রস্তুত করিবার প্রকরণ — দেববালা সেন — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৫৫।

খৈ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের উপকরণ, প্রণালী।

প ১৭৫১ (ক) খোকা আমার — হে— [হে, কলিকাতা] — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"কোথা হতে এলে তুমি, কোথা তব জন্মভূমি,
কি বারতা শোনাতে আসিলে?
নিরমল মুখজ্যোতি, মনোহর প্রতিকৃতি,
হেনরূপ কোথায় পাইলে?..."

প ১৭৫২ (ক) খোকার ঘুমভাঙ্গা — শ্রীমতী মাঃ [মানকুমারী বসু] — মুকুল, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ৫৬।

সচিত্র শিশুকবিতা।

"জাগ্‌রে আমার যাদুমণি, প্রাণ যুড়ানো ধন!
পূব আকাশে রাঙ্গা রবি,
উঠ্‌ছে কেমন সোনার ছবি,
ধীরে ধীরে মধুর মধুর বইছে সমীরণ;..."

প ১৭৫৩ (ক) প্রকৃতির কোলে — (শ্রী) লজ্জাবতী বসু — দাসী, আগস্ট ১৮৯৭ (শ্রা-ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৪০১।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ১৭৫৪ (ক) প্রত্যাখান — "দিদি" — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৪৬-১৪৭।

"শ্রীমতী—
রানী! আসিবে কোথায়?—
'ইচ্ছা ক'রে ঘর ছাড়ি
থাকিগে' তোমারি বাড়ী,
কি লিখেছ প্রিয় সখী দুঃখে হাসি পায়!..."

প ১৭৫৫ (ক) বালিকার প্রথম উচ্ছ্বাস (শ্রীমতী) সরোজিনী দাসী, আগস্ট ১৮৯৭ (শ্রা-ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৩১৭-৩১৮।

বর্ষার পবিত্র জলে স্নাত প্রকৃতির বর্ণনা।

"শোভাময়ী প্রকৃতি গো,
একি শোভা আজি তব,
কত বেশ প্রতিক্ষণে,
লীলাময়ী তুমি।..."

প ১৭৫৬ (ক) বাসনার অবসান (শ্রীমতী) মলিনা বসু বীণাপানি, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৫৬।

"কোন ভদ্রমহিলার প্রথম উদ্যম। বীং, সং।" সাংসারিক বাসনারাশি থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য কাঙালিনী বঙ্গনারীর প্রার্থনা।

"পরীক্ষা বিষম ঘোর,
দুর্ব্বল হৃদয় মোর,
নাহি জানি কেমনে মা, হইব গো পার।..."

প ১৭৫৭ (ক) ভূমিকম্প শ্রী কঃ বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৩২-১৩৫।

"১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের ভূমিকম্প উপলক্ষে লিখিত।"

"এক মনে লোক আছে নিজ কাজে—
ঘাটে মাঠে পঠে কিংবা গৃহমাঝে,—
কেহ নিদ্রাগত, কেহ বা জাগ্রত,
সমাসীন কেহ, কেহ সচল,...."

প ১৭৫৮ (ক) মনে রেখো সরলাবালা সরকার অন্তঃপুর, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১০৭-১০৮।

নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত নদীর মতোই মানুষ এগিয়ে চলে পরজন্মের দিকে। পরজন্মে যাতে মৃত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এ জন্মের থেকেও সুন্দরভাবে মিলিত হতে পারে এ কথাটি মনে রেখে বর্তমান জীবনকে সৎপথে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

"মনে রেখো, এ জীবনে গড়িয়া তুলিতে হবে
আর এক নতুন জীবন,
এ কুল ভাঙ্গিয়া নদী, আবার নূতন দ্বীপ
সযতনে করিছে গঠন।..."

প ১৭৫৯ (ক) রাজা রামমোহন শ্রীমতী বি—গৌহাটী মহিলা, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ২২-২৩।

"হে দেব,

যবনাচরণে যবে,
ব্যতিব্যস্ত ছিল সবে,
জ্বলিত অশান্তি-বহ্নি প্রতি ঘরে ঘরে;
উদিল হে এ ভারতে দেবরূপ ধরে।..."

প ১৭৬০ (ক) রুদ্রবিরূপাক্ষ "প্রকৃতি" গায়িকা [প্রকৃতি গায়িকা] দাসী, আগস্ট ১৮৯৭ (শ্রা-ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৩১৪-৩১৫।

প ১৬১৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"ঘন তমোরাশি মাঝে, ঘন মেঘজালে,
ভীমনেত্র-বিরূপাক্ষ, মহারুদ্ররূপে,
বিরাট দন্ডায়মান। গগনে গগনে
অরুণ-নয়নোদ্ভবা, কোকনদরূপা,
ধায় রণরঙ্গময়ী, তীব্র হুহুঙ্কারি,..."

(প ১৭৪৩.২) (উ) শৈশবসঙ্গিনী [ক্রমশঃ] শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১২৭-১৩২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ১৭৬১ (প্র ১০) শ্রাবণের হেঁয়ালী অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৫৬।

পদ্যাকারে হেঁয়ালি।

"আদি অন্ত্যবর্ণ যোগে নরম পশম,
মধ্য শেষে প্রহরায় যেন বজ্রসম,..."

প ১৭৬২ (ক) শ্রী গৌরাঙ্গ (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ৫।

"আজু কেন গৌর কিশোর,—
অবনত মাথে বসি, মলিন বদন শশী, কাহার ভাবেতে পঁহুভাব।
উজর বরণ হেন, কাজরে ভরল কেন, কেনঘন ত্যজে নিশোয়াশ?
কভু আস্মনে চায়, কভু করে হায় হায়, কভু বা চাহত নীলাকাশ।।..."

(প ১৭৪৪.২) (প্র ৯) শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের শিক্ষা [ক্রমশঃ] মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৩৭-১৪৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৭৬৩ (ক) সন্ধ্যা বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ২৬৭।

সন্ধ্যা প্রকৃতির বর্ণনা।

প ১৭৬৪ (ক) সফল সাধনা (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ৯৭-১০০।

দেশপ্রেমমূলক কবিতা।

"স্বর্ণবরণ চন্দ্র কিরণ সিন্ধুর নীল অঙ্গে,
নিন্দিত নীলকান্ত দ্যুতিঃ প্রতিবিম্বিত তরঙ্গে।
স্থির গভীর নির্ব্বাক নীর নিদ্রায় যেন মগ্না,
পুষ্পিত শ্যাম প্রান্তর তট সুখ শয্যায় লগ্না।..."

প ১৭৬৫ (ক) হ'ল কিবা ভুল শ্রী স-দেবী, বেনারস বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৫৯।

সন্তানহারা জননীর চিন্তার ছবি।

"এ জনমে ঘটেছিল সেই এক ভুল।
স্মরণে পরাণ সদা করয় আকুল।
মোহের সুষুপ্তিভবে ছিনু অচেতন,
সেই ঘুম ঘোরে এক দেখিনু স্বপন।..."

প ১৭৬৬ (প্র ১০) হেঁয়ালী (শ্রীমতী) সুবর্ণবালা দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)। পৃঃ ১৫৫।

পদ্যাকারে রচিত।

"দিদিমণি, শুন শুন শুন একবার
একে একে করি সব উত্তর ধাঁধার।।
অর্ধভাগ শালবৃক্ষে অর্ধভাগ গ্রামে;
তুমি হে হিদুর দেব, 'শালগ্রাম' নামে।..."

১৩০৪ ভাদ্র (১৮৯৭)

প ১৭৬৭ (ক) আগমনী (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৩১৫-৩১৮।

"বিবাহ-উৎসব বাঁশি করুণ বিলাপ সম,
বিধবার প্রাণে এসে বাজে;
মনে পড়ে গত সুখ, মনে পড়ে কত দুখ,
কত স্মৃতি হৃদয়েতে রাজে।.. "

প ১৭৬৮ (ক) আলোকে শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] নব্যভারত, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ২৪৭।

স্বার্থপর, ভ্রান্তান্ধ শত পাপে কলুষিত মানব সমাজকে মলিনতা দূর করে পবিত্রতা স্বরূপা গঙ্গা ও স্বদেশ ভূমিকে সঙ্গী করে এবং সাক্ষী রেখে—আলোকপুরীতে প্রবেশের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

প ১৭৬৯ (ক) "এই চাই" (কুমারী) সুকুমারী দাস বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪) । পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

ঈশ্বর

"কতই দিয়েছ নাথ,
তবু কেন অশ্রুপাত?
সংসার সংগ্রাম মাঝে
কেন প্রাণ কাঁপে ডরে?..."

প ১৭৭০ (প্র ৫) কয়লার কাহিনী (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার [হেমলতা দেবী] মুকুল, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৭৫-৭৬।

মানুষের নিত্যব্যবহার্য কয়লার উৎপত্তি, গঠন ও আবিষ্কার বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ।

(প ১৫৯১.১১) (উ) কাহাকে? [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৩০৬-৩০৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১১শ কিস্তি।

প ১৭৭১ (প্র ৭) কীর্ত্তন ঃ [বধূ আমার অমন...] প্রকৃতি গায়িকা দাসী, সে ১৮৯৭ (ভা-আ ১৩০৪) পৃঃ ৪০২-৪০৩।

গোবিন্দ অধিকারীর সুরে পরিবেশিত।

(প ১৭৪৯.৩) (প্র ৯) ক্রোড়পত্র ঃ [স্বর্গগতা দেবী অঘোর কামিনীর পত্রাবলী] [ক্রমশঃ] অঘোরকামিনী দেবী মহিলা, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৪৯-৫২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।

প ১৭৭২ (ক) ছিন্নমালা (শ্রীমতী) বিদ্যুল্লতা রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪) । পৃঃ ২০০।

"এ কা'র সাধের মালা ধূলায় লুটায়।
অযত্নে পথেতে পড়ি যাইতেছে গড়াগড়ি,
কাহার প্রণয় চিহ্ন এ না জানি হায়!..."

প ১৭৭৩ (ক) তাজ 'লহরী' 'পত্রাবলী' প্রণেতা [কুমুদিনী বসু] দাসী, সে ১৮৯৭ (ভা-আ ১৩০৪) । পৃঃ ৩৩০-৩৩৫।

রচনাপঞ্জিঃ প্রথম অংশ, গ ১৫০ 'লহরী' থেকে লেখিকার নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"কবির হৃদয়-কুঞ্জে ভাব কলিগুলি
লুক্কায়িত লজ্জাবতী-বালবধূবৎ;

ধীরে ধীরে দলগুলি যায় যবে খুলি
মাতায় সৌরভে রূপে আকুল জগৎ।..."

প ১৭৭৪ (ক) তুমি — অনামা — মহিলা, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৪৭-৪৮।

"মহিলার রচনা।" স্বামী ও সন্তানদের ঈশ্বরকে ভক্তি করার কথা বলা হয়েছে।

প ১৭৭৫ (ক) দুঃখিনী বালিকা — (শ্রী) শৈলজাসুন্দরী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ১৯৬-১৯৭।

"আকাশের নীল কক্ষ দিয়া,
পূর্ণিমার চাঁদ আছে চেয়ে
ধরনীর সুপ্ত বুকখানি
জ্যোৎস্নায় গিয়াছে হের, ছেয়ে!..."

প ১৭৭৬ (ক) নীরবতা — (শ্রী) লজ্জাবতী বসু — দাসী, সে ১৮৯৭ (ভা-আ ১৩০৪)। পৃঃ ৪০০।

"সেদিন যখন নিকটে যাইয়া
হাতটি ধরিয়া করে।
সুধানু তাহারে অনেক করিয়া—
ভাল কি বাসিস মোরে।..."

প ১৭৭৭ (ক) প্রকৃতির কোলে — (শ্রী) লজ্জাবতী বসু — দাসী, সে ১৮৯৭ (ভা-আ ১৩০৪)। পৃঃ ৪০১।

ভারত সন্তানদের জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে রচিত।

প ১৭৭৮ (ক) প্রার্থনা — কিরণ — বীণাপানি, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ১৯০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"স্বপনে কি জাগরণে, কে তুমি গো হৃদাসনে,
এই এস এই যাও নাহি কিছু স্থির;
হৃদি পদ্মে পদছায়া ক্ষণতরে মিশাইয়া,
আবার চলিয়া যাও বড়ই অধীর।..."

প ১৭৭৯ (প্র ১০) ভাদ্রের হেঁয়ালী — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ১৯৪।

পদ্যাকারে ধাঁধা পরিবেশিত।

"পক্ষীর মধ্যেতে গাভী আছে লুকাইয়া
ধর ফেলে কেল্লা হয়ে উঠে দাঁড়াইয়া।..."

প ১৭৮০ (ক) মমতার ফুল — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস, "প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ১৯৯-২০০।

[অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]

"শিশুর জন্মোপলক্ষে।" মায়ের প্রাণের সন্তোষ ও শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা।

প ১৭৮১ (ক) মা ও মেয়ে (শ্রীমতী) নিরোদবালা রায় মহিলা, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। । পৃঃ ৮০।

অপত্য স্নেহের সচিত্র কবিতা।

(প ১৭৪৩.৩) (উ) শৈশবসঙ্গিনী [ক্রমশঃ] শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪) । পৃঃ ১৭০-১৭২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ১৭৮২ (ক) শোকগাথা শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪) । পৃঃ ১৭৯-১৮১।

"মহারানী স্বর্ণময়ীর পরলোকগমনে।"

প ১৭৮৩ (প্র ৩) সদ্‌সৎসঙ্গ শ্রীমতী চ - -, কলিকাতা মহিলা, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৪৬-৪৭।

সৎসঙ্গের সুফল ও অসৎসঙ্গের কুফল বিষয়ক।

প ১৭৮৪ (প্র ৩) সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া দীনাবঙ্গবালা বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪) । পৃঃ ১৮২-১৮৫।

সংসার প্রান্তরে গৃহকর্ত্রী রূপে অবস্থিতা রমনীর স্থান, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ক।

প ১৭৮৫ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [তুমি মধুর অঙ্গে...] (শ্রী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪)। পৃঃ ৩০৯-৩১০।

শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন-এর কথা ও সুরে খাম্বাজ-একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১৭৮৬ (ক) হিমাদ্রি-শেখর (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (ভা ১৩০৪) । পৃঃ ১৯৭-১৯৮।

"দেড় বছরের বালক।"

"ধর ধর ধর।
টলিতে টলিতে খুকু হয় অগ্রসর,—
তালে তালে ফেলে পা,
তালে তালে নাচে গা,
রাখিতে পারে না সে যে আপনার ভর!..."

১৩০৪ আশ্বিন (১৮৯৭)

প ১৭৮৭ (ক) আশা (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

বিধাতা সৃষ্ট মানব-উন্নতির অবলম্বন, অভয় দানকারী আশাকে কেন্দ্র করে লেখা।

(প ১৫৯১ ১২) কাহাকে? (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)
(উ) [ক্রমশঃ] । পৃঃ ৩৫১-৩৫৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১২শ ও শেষ কিস্তি। ১৮৯৮ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

প ১৭৮৮ (ক) ক্ষুদ্র মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৭-২৩৮।
ঈশ্বরের রাজত্বে ছোট-বড় ভেদাভেদ না করে সবার প্রতি দয়া ও প্রেম বিতরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ১৭৮৯ (প্র ৬) চন্দ্রকণা মেঠাই (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পূণ্য, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ১৫-১৮।
চন্দ্রকণা মেঠাই প্রস্তুতপ্রণালী. এর নানা উপকরণ ও পরিমাণ বিষয়ক।

প ১৭৯০ (ক) তুমি যদি রাখ (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ [শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৯-২৪০।
ꠇ কবিতা।
(শ্রী) ক্ষীরোদবাসিনী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৮-২৩৯।

"আমার সাধের বাঁশরী হয়েছে নীরব,
সে মধুর তানে বাজে না আর;
আর না ঢালিবে পুরাণ সে সব—
মৃদুল মধুর সুধার ধার!..."

প ১৭৯২ (প্র ৬) পাকা পেয়ারার মোরব্বা বা পেয়ারার জেলী অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২৩১।
জেলী প্রস্তুতের আবশ্যক সামগ্রী, প্রস্তুতপ্রণালী ও প্রস্তুতের পর রাখার নিয়মাবলী।

প ১৭৯৩ (ক) বনফুল (শ্রীমতী) বিদ্যুল্লতা রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৯।
বনফুলকে তার মাতৃক্রোড় বনলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বারণ করা হয়েছে।

প ১৭৯৪ (ক) বাগদাচিংড়ীর কাটলেট (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ১৮-১৯।
কাটলেট প্রস্তুতকরণের প্রণালী, উপকরণ, পরিমাণ এবং কোথায় উপকরণ পাওয়া যাবে তার হদিস্ দেওয়া হয়েছে।

প ১৭৯৫ (ক) বিধবার দুঃখ (শ্রীমতী) অমলশশী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২৪০।

"আছে হেথা শান্তি নিরাশার আশা,
স্নেহ প্রেম ভক্তি আছে অনন্ত পিপাসা,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ আছে বিচ্ছেদে মিলন
চন্দ্রের জোছনা আছে রবির কিরণ।..."

প ১৭৯৬ (ক) বিলাপ — কিরণ — বীণাপানি, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ১৯৯-২০০।

শ্যামবিরহিনী শ্রীরাধিকার বিলাপ।

"বল বল ত্বরা করি!
কোথা' প্রেমময় হরি,
ধেরজ ধ'রে সখি! রহি কেমনে?..."

প ১৭৯৭ (ক) বীণাপানি — গিরিবালা দেবী — নব্যভারত, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ৩১১-৩১২।

দেবী সরস্বতীর বর্ণনা।

"উজল মানস জলে মরাল খেলিছে কিবা
দুলাইয়া শুভ্রদেহে ঈষৎ হেলায়ে গ্রীবা..."

প ১৭৯৮ (ক) ভুল-ভাঙ্গা — কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২২৭-২২৯।

"বিমাতার প্রথম দর্শনে কোনও মাতৃহীন বালকের ভাব।"

প ১৭৯৯ (ক) মহারাণী স্বর্ণময়ী (শ্রীমতী) সু, সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] — মহিলা, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ৭০।

দরিদ্রের জননী, অশেষ গুণময়ী স্বর্ণময়ী 'মহারাণী' (১৮২৭-১৮৯৭)-র মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। ১৮৭১ খ্রীঃ জনহিতকর কাজের জন্য তিনি 'মহারানী' এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ 'সি. আই' (ক্রাউন অফ ইন্ডিয়া) উপাধি পান।

প ১৮০০ (প্র ৬) মেটের দোপেঁয়াজ — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২০।

দোপেঁয়াজ প্রস্তুতকরণের উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ ও সময় উল্লিখিত হয়েছে।

(প ১৭৪৩.৪) (উ) শৈশবসঙ্গিনী [ক্রমশঃ] — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২২৫-২২৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ১৮০১ (প্র ১০) শ্রাবণ ও ভাদ্রের হেঁয়ালীর উত্তর — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৬।

হেঁয়ালির উত্তর হিসাবে এক একটি শব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

(প ১৬৫০.৫) সতীত্ব (৫ম শ্রীমতী হে-কলিকাতা মহিলা, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)
(গ) অধ্যায়) [হে, কলিকাতা] । পৃঃ ৬৮-৭০।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ৫ম ও শেষ কিস্তি। পূর্ব সংখ্যা (বৈ ১৩০৪) লেখিকার নাম ঃ হেঃ- উল্লিখিত।

প ১৮০২ সাধুসঙ্গ (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৭
(প্র ২) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] (আশ্বিন ১৩০৪)। পৃঃ ১-৭।
ভগবৎ রাজ্যে প্রবেশের জন্য সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

প ১৮০৩ স্বরলিপি ঃ (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)।
(প্র ৭) [বিশ্ববীনা রবে পৃঃ ৩৭৫-৩৭৮।
বিশ্বজন
মোহিছে...]
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও মহারাষ্ট্রীয় প্রবন্ধ-এর সুরে শঙ্করাভরণ-তাল ফেরতা-য় রচিত স্বরলিপি।

প ১৮০৪ হেঁয়ালী ঃ অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (আশ্বিন
(প্র ১০) আশ্বিনের হেঁয়ালি ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৫।
পদ্যাকারে হেঁয়ালি পরিবেশিত।

"আদি শেষ বর্ণযোগে রমণীর স্থান,
শেষে দুই বর্ণে কিছু টাকার সংস্থান।.. "

১৩০৪ কার্ত্তিক (১৮৯৭)

প ১৮০৫ উচ্ছ্বাস অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)
(ক) । পৃঃ ২৭৩।
অতীত স্মৃতি রোমন্থন।

"সখা তুমি কি বুঝিবে প্রাণের আবেগ মোর,
কি মোহে মজেছে মন কিসে সদা আছি ভোর।..."

প ১৮০৬ কাতরে হে — মহিলা, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)।
(ক) [হে, কলিকাতা] পৃঃ ৯৩।
দেবী শঙ্কটতারিনীর কাছে প্রেমময় যুগ্মজীবনের স্থায়িত্ব লাভের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

" 'সরলা ভুপেন পাশে, যেন সদা শশী হাসে'
আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা এই মেগেছি চরণে।
হায় আজি অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
ব্যথিছে কাতর হৃদি যাহার স্মরণে।..."

প ১৮০৭ (প্র ১০) কার্ত্তিকের হেঁয়ালী — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪) । পৃঃ ২৭৫।

পদ্যাকারে রচিত।

"অঙ্গে নই, বঙ্গে নই, কলিঙ্গেতে ঘর,
চারি ভাই মধ্যে আমি কনিষ্ঠ সোদর।..."

প ১৮০৮ (ক) কে তুমি রমনী — (শ্রীমতী) ক্ষীরোদবাসিনী রায় — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪) । পৃঃ ২৭৯-২৮০।

"শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রণীত 'বাসনা' নামক পুস্তকপাঠে লিখিত।।"

"কে তুমি রমনী বসি
এ বিজন দেশে,
গাহিছ দুখের গীত,
সকরুণ-ভাষে;..."

(প ১৭৪৯.৪) (প্র ৯) ক্রোড়পত্র ঃ [স্বর্গগতা দেবী অঘোর কামিনীর পত্রাবলী] [ক্রমশঃ] — অঘোরকামিনী দেবী — মহিলা, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৯৭-১০০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৪র্থ কিস্তি।

প ১৮০৯ (ক) গোপালের মা — শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৩৫০-৩৫১।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

প ১৮১০ (প্র ৬) ডিমের অমলেট — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৫১-৫২।

অমলেট প্রস্তুতকরণের উপকরণ, প্রণালী, সময় ও খরচ উল্লিখিত হয়েছে।

প ১৮১১ (প্র ৩) নারী জীবনের কর্ত্তব্য — শ্রীমতী চ—কলিকাতা [শ্রীমতী চ- -, কলিকাতা] — মহিলা, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৮৯-৯৩।

প ১৭৮৩ থেকে লেখিকা ছদ্মনাম ধরা হয়েছে। নারীদের কর্ত্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

প ১৮১২ (ক) নিরুপমা — (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪) । পৃঃ ২৮০।

শক্তিরূপিনী বিশ্বমাতার শক্তিতে শক্তিময়ী নিরুপমা সতীর পূর্ণ বিকশিত রূপের বর্ণনা করে লেখা কবিতা।

প ১৮১৩ (প্র ৬) পাকবিদ্যা ঃ পেরাগি প্রস্তুত করিবার নিয়ম — (শ্রীমতী) দেববালা সেন — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪) । পৃঃ ২৭৪।

পেরাগি প্রস্তুতকরণের উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী উল্লিখিত হয়েছে।

প ১৮১৪ (ক) বিশ্বাসে সন্দেহে — (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৬৩১-৬৩২।

সমস্ত সংশয় দূর করে বিরহাকুল চিত্তে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে হৃদয় বল্লভের প্রকাশে কম্পমান নারী হৃদয়ের কথা।

প ১৮১৫ (ক) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া — হে— [হে, কলিকাতা] — মহিলা, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

"আবার ভাইফোঁটা, স্নেহ কিরণ ছটা,
এসেছে এ অবনীতলে;
শীতল সমীরণ, গাইছে মৃদু গান,
চুম্বিয়া ফুল্ল শতদলে।..."

প ১৮১৬ (ক) ভাইফোঁটা — (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৩৭৯-৩৮০।

ভাইফোঁটা উৎসবকে নিয়ে লেখা কবিতা।

প ১৮১৭ (ক) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্ব্বাদ — শ্রী স - দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪) । পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

"ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উষা নাকি তিমির নাশিল,
তপন কনক-কান্তি জগৎ ভাতিল।
ফুটিয়ে কুসুম কলি,
হাসিয়ে পড়িছে ঢলি
সুরভি সমীর বহি চৌদিক্ মাতিল।..."

প ১৮১৮ (প্র ৬) রামমোহন পোলাও ঃ (নিরামিষ) — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৪৫-৫০।

"এই উৎকৃষ্ট পোলাওটী আমাদিগের নিজের উদ্ভাবিত। ইহা আমরা রাজা রামমোহন রায়ের নামে উৎসর্গ করিয়া ইহার নাম 'রামমোহন পোলাও' রাখিলাম।" রন্ধনপ্রণালী, পরিমাণ, প্রস্তুতকরণের মোট খরচ ও রন্ধনের সময় উল্লিখিত হয়েছে।

(প ১৭৪৩.৫) (উ) শৈশবসঙ্গিনী [ক্রমশঃ] — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪) । পৃঃ ২৪৪-২৪৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৫ম ও শেষ কিস্তি।

প ১৮১৯ (প্র ৭)	স্বরলিপি ঃ [আমি কেবলি স্বপন করে...]	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪)। পৃঃ ৪২৫-৪২৬।

শ্রী ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবের কথা ও সুরে বেহাগ-একতালা-য় স্বরলিপি রচিত।

প ১৮২০ (ক)	স্মৃতি! ফিবে চাও	(শ্রী) সবলা দত্ত, মেদিনীপুর	বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (কা ১৩০৪) । পৃঃ ২৭৭-২৭৮।

অন্ধকারময জীবনে অতীত সুখস্মৃতিতে মনোবেদনা।

১৩০৪ অগ্রহায়ণ (১৮৯৭)

প ১৮২১ (ক)	অনন্তমিলন	(শ্রী) ভূপেন্দ্রবালা দেবী	পুণ্য, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৮৯।

"হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে
অনন্ত প্রেমের এই ধারা;—
কার তরে বয়েছে সঞ্চিত
বুঝিতে নারিয়া হই সারা।..."

প ১৮২২ (ক)	উদ্ধব আগমনে শ্রীমতীর উক্তি	শ্রীমতী-মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পূর্ণিমা, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ২৬৭-২৬৮।

শ্যাম বিরহে শ্রীমতীর চিন্তাকে অবলম্বন করে রচিত।

প ১৮২৩ (ক)	এক বর্ষ (২৮শে কার্তিক-১৩০৪ সাল)	কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪) । পৃঃ ২৯৫-২৯৬।

এক বৎসরের জন্মদিন উপলক্ষে যাদুধনকে দীর্ঘজীবি ও সৎ হবার আশীর্বাদ করে লেখা।

প ১৮২৪ (ক)	কেন বাঁশী বাজে না?	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৩-২৩৪।

কৃষ্ণবিরহে শ্রী রাধিকার উক্তি।

প ১৮২৫ (প্র ৬)	গৃহকর্ম্ম ঃ কচি লাউয়ের পায়েস	দেববালা সেন	বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪) । পৃঃ ৩৯৫।

উপকরণ, রান্নার প্রণালী ও সময় উল্লেখ করে পায়েস রাঁধার পদ্ধতি পরিবেশিত হয়েছে।

প ১৮২৬ (ক)	তুমি কি আমার!	(শ্রী) সরলা দত্ত, মেদিনীপুর	কান্তি, ১৮৯৭ (অ-পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ২২৭-২২৮।

"মন তুমি কি আমার?—

তুমি কি আমার সেই, বাল্যের স্বপনময়ী,
সুখের আধার ভূমি,
মানস আমার!...”

প ১৮২৭ (ক) দিনমণির প্রতি নলিনীর উক্তি — কিরণময়ী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৩২০।

“কে তুমি সোনার থালা পূরব গগনে
উদিতেছে ধীরে ধীরে পুলকিত মনে,
গোলাকার জ্যোতির্ময় রক্তিম আকার?
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।...”

প ১৮২৮ (প্র ৬) নবান্ন — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৮০-৮১।

বাঙালির সামাজিক পর্ব নবান্ন সম্পর্কে আলোচনা ও নবান্ন প্রস্তুত করণের উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ ও সময় উল্লেখ করা হয়েছে।

প ১৮২৯ (ক) প্রাণের দেবতা — কুসুমকুমাবী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৩২০।

ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১৮৩০ (ক) বালিকার রচনা ঃ (ছোট ভাই-এর জন্মদিন উপলক্ষে) — (কুমারী) নগেন্দ্রবালা অগস্তী — সখা ও সাথী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ১৫৯।

“আজ এই শুভ জন্মদিনে
কি দিব তোমারে উপহার,
যতনে এনেছি দুটি ফুল
লও হেসে ভাইটি আমার!...”

(প ১৮৩১.১) (উ) রত্নমালা [ক্রমশঃ] — অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৩০৯-৩১২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি। কোনও এক জমিদার, নায়েব ও দেওয়ানকে কেন্দ্র করে লেখা সামাজিক উপন্যাস।

প ১৮৩২ (প্র ৬) রুই মাছের ঘন্ট — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৮২-৮৩।

উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ, সময ও ব্যয়ের হিসেব।

প ১৮৩৩ (ক) শোকোচ্ছ্বাস — (শ্রী) লক্ষ্মীমণি দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৩১৮-৩১৯।

কন্যার মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

"(মা অন্নপূর্ণা)
কত খেলা খেলেছিলে আসি ধরাতলে,
সে সব স্মরিয়া জ্বলে উঠে শোকানল।
কখন কাঁদিতে বসি, কভু মুখে মৃদু হাসি,
ত্যজিয়া এ সুখরাশি করিলে গমন।..."

প ১৮৩৪ (ক) সান্ধ্য-আবাহন ডালি রায় অনুসন্ধান, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

"ইতি শ্রীমতী 'তোমার প্রেমের ডালি রায়।"
"সন্ধ্যাবেলা, ফুলের খেলা, চাঁদের আলো-তায়,
লতা-কুঞ্জে কোকিল গায়!
কিরণ মাখা দিঘীর জলে,
হেসে কুমুদ পড়ছে ঢলে,
সোহাগ মেখে, থেকে থেকে,
দুলছে মলয় বায়।..."

প ১৮৩৫ (ক) সারাদিন চেয়ে দেখি (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী, শারাহনপুর বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৩১৬-৩১৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

(প ১৮৩৬.১) (ক) সুশীল। প্রথম পল্লব [ক্রমশঃ] কিরণ বীণাপানি, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ২৫৫-২৫৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কাহিনী কবিতা। ১ম কিস্তি।

"বিমল বিভাতী কায়,
মন্দ আন্দোলিয়া কায়,
ধীরে ধীরে কুঞ্জবনে করিতেছে কেলি
পাখীগুলি শাখী পরে,
মনোহারী তান ধরে,
গাহিতেছে নানা রবে মধুর কাকলী।..."

প ১৮৩৭ (ক) সে যে ঠাকুমার (শ্রীমতী) রেবা রায়, কটক [রেবা রাই, কটক] বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ৩১৭-৩১৮।

ঠাকুমার আদরের ধন ছোট্ট শিশুকে কেন্দ্র করে লেখা।

"সে যে ঠাকুমার
অঞ্চলের কোটি নিধি,
মরতে দেছেন বিধি,
শুনাইতে ঠাকুমারে তাঁর সমাচার..."

প ১৮৩৮ (ক) স্তোত্র — শ্রী সু, সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] — মহিলা, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ১১৭-১১৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১৮৩৯ (ক) স্বর্গীয় আত্মার উক্তি — (শ্রীমতী) নলিনীবালা — পন্থা, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৮-২৩৯।

"এই কবিতাটি উচ্চশ্রেণীর না হইলেও একটি বালিকার লেখা বলিয়া 'পন্থা'য় সন্নিবেশিত হইল। বালিকার পিতা বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ ও সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বসু। এম. এ. বি. এল।"

"কাঁদিও না কেহ মোর তরে আর,
রয়েছি হেথায় অনন্ত সুখে;
নাহি দুঃখ-ভ্রান্তি ছুটে শান্তি ধার, —
ত্যজ গো সকলে মনের দুখে।..."

প ১৮৪০ (ক) "হতাশ" — (ভগ্নপ্রাণা) কুমকুমকুমারী — বামাবোধিনী, ১৮৯৭ (অ ১৩০৪) । পৃঃ ৩১৯।

সন্তানহারা জননীর হতাশা।

"হায় বিধি কি করিলে এত আশা কেন দিলে?
আশায় ভুলায়ে কেন রাখিলে আমায়।
এ ধনের কে চেয়েছিল এ প্রার্থনা কে করিল?
একবার দেখাইয়ে লুকালে কোথায়?..."

১৩০৪ পৌষ (১৮৯৮)

প ১৮৪১ (প্র ৩) আমাদের অবস্থা — শ্রীমতী ক্ষী-সাত্না — মহিলা, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ১৪১-১৪২।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার সমালোচনা।

(প ১৭৩২.২) (ক) ইলিয়ড, ১ম সর্গ (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) [ক্রমশঃ] — লজ্জাবতী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪) । পৃঃ ৩৩৪-৩৩৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত মহাকাব্যের অনুবাদ রচনা। ২য় কিস্তি।

প ১৮৪২ (প্র ৬) কচুপোড়া — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। ১২৯-১৩০।

ভূমিকা সহ উপকরণ, পরিমাণ, রান্নার প্রণালী এমন কি ভোজন বিধির উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ১৮৪৩ (ক) কবিতা (শ্রী) নলিনীবালা নব্যভারত, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪) । পৃঃ ৪৮০।

"আমার হৃদয় মাঝে কে আজি দাঁড়ায়ে আছে,
বিজলি খেলিয়া কে-গো সহসা দাঁড়াল কাছে?
দেখে ও রূপের সাজ হাসিল ধরণী আজ;
ও বুঝি কবিতারানী—প্রাণের প্রতিমাখানি..."

প ১৮৪৪ (ক) তারা দুটি দেবকন্যা শ্রী ব বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪) । পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।

আলোক আলয় থেকে আগত দুটি দেবকন্যার বিরহে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের যাতনা।

"তারা দুটি দেবকন্যা এসেছিল পথ ভুলে
আলোক আলয় হতে
আঁধারের এ মরতে,
দুই দিন এ আঁধারে মধুর জোছনা ঢেলে,
আঁধারে আঁধারে রেখে কোথা গেল ফিরে চলে।..."

প ১৮৪৫ (প্র ৭) দুটী গীত—ভুল ভাঙ্গা, ভগ্ন হৃদয়. (শ্রী) ভূপেন্দ্রবালা দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (পৌ-মা ১৩০৪)। পৃঃ ১৫৬-১৫৭।

রাগিনী সিন্ধু-তাল আড়াঠেকা এবং রাগিনী বিভাস-তাল ঝাঁপতাল-এ যথাক্রমে গান দুটির "এ জনমে চাহি নাই যাহা..." [ভুল ভাঙ্গা] ও "(আমার) এ জীবনের প্রভাত কেটেছে..." [ভগ্ন হৃদয়] স্বরলিপির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। স্বরলিপি পরিবেশিত হয়নি।

প ১৮৪৬ (গ) দেবতার দান যোগমায়া দেবী সাহিত্য, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ৫৬২-৫৬৬।

প্রবাদ গল্প।

প ১৮৪৭ (ক) নিঃস্বার্থ ও স্বার্থ (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ২৫৭-২৫৯।

কয়েকটি স্তবকে 'অর্থহীন কথা', 'বিনিময়' ও 'সম্মান'-বিষয়ে লেখা।

প ১৮৪৮ (ক) নিদ্রা লজ্জাবতী বসু বামাবোধনী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪) । পৃঃ ৩৫৯-৩৬০।

মানবজীবনে বাস্তবের গ্লানিমা, দুঃখ ইত্যাদি দূর করতে ও শান্তি দিতে নিদ্রার মোহমন্ত্র অবদানের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৮৪৯ (গ) নিশি (শ্রীমতী) সরলাবালা দেবী [সরলাবালা সরকার] ভারতী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ৪৯৫-৫০০।

অপত্য স্নেহের গল্প।

(প ১৮৫০.১) (প্র ৩) প্রকৃত স্ত্রী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ৩২২-৩২৬।

প ১৮৯৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। যথার্থ স্ত্রী-র কর্তব্য বিষয়ক সামাজিক প্রবন্ধ।

প ১৮৫১ (ক) মনের প্রতি (শ্রী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] প্রদীপ, ১৮৯৮ (পৌ (১৩০৪)। পৃঃ ১০-১১।

"ওরে মন, তুই আমার কি নোস্?
কেবলি আমার একা?
আমারি মরমে রহিবি লুকানো,
কাহারে দিবিনে দেখা?..."

প ১৮৫২ (ক) মহারানী স্বর্ণময়ী (শ্রী) ভুবনমোহিনী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭।

মহারানী স্বর্ণময়ীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

প ১৮৫৩ (প্র ৬) লেডিকেনি (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ১৩২-১৩৫।

উপকরণ, প্রণালী, সময় ও খাদ্য প্রস্তুতের আনুমানিক ব্যয়ের হিসেব সহ উল্লিখিত।

প ১৮৫৪ (ক) সিন্ধু *প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ৫৮৬।

"আকুল, অনন্ত বারি,
তরঙ্গিত দূর দূরান্তর;
সীমাশূন্য, কূলশূন্য
অসীম—এ অনন্ত সাগর।..."

(প ১৮৩৬.২) (ক) সুশীল। দ্বিতীয় পল্লব [ক্রমশঃ] কিরণ বীণাপানি, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ২৭০-২৭২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কাহিনী কবিতা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৮৫৫ (ক) স্বর্গ কুমুদিনী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯।

চির সৌন্দর্যময় স্বর্গের কল্পনা করে লেখা।

প ১৮৫৬ (ক) স্বর্ণময়ীর প্রতি নিস্তারিনী দেবী, সাহারানপুর বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ৩৬০।

প্রশস্তি-কবিতা।

প ১৮৫৭ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [আজি শরত তপনে প্রভাত...] (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ৪৮৮-৪৯০।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে যোগিয়া বিভাস-একতালা-য় স্বরলিপি রচিত।

প ১৮৫৮ (প্র ৬) হিন্দুস্তানী কোপ্তা (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)। পৃঃ ১৩০-১৩১।

উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ, ভোজনবিধি ও খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের আনুমানিক ব্যয়ের উল্লেখ করে লিপিবদ্ধ।

১৩০৪ মাঘ (১৮৯৮)

প ১৮৫৯ (ক) অভ্যর্থনা (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ৩১৩।

"কুমারী সিলিয়ান এড্‌গার এম্ এ'র ভারতে আগমন উপলক্ষে ১নং হেরিংটন স্ট্রীট ভবনে তাঁহার হস্তে প্রদত্ত।"

প ১৮৬০ (ক) আত্মঘাতিনী শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৭১-৩৭২।

"সাহিত্য সেবিকা 'কোনও বিধবা বঙ্গরমনীর' শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।"

প ১৮৬১ (ক) আমার খুকু (শ্রীমতী) সৌদামিনী দাসী, শিলাইদহ বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৯৮।

"আয়রে আয়রে মোর হৃদয় রতন।
শান্তিরূপা খুকুরানী দেব দরশন।।
হাসির লহরী ছুটে তোর মুখ দিয়ে।
আনন্দ ঢালিয়া দেয় হৃদয় ভরিয়ে।।..."

প ১৮৬২ (ক) ঈশ্বর একটি ১০ বৎসরের বালিকা [শান্তিময়ী দেবী] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ৮-৯।

লেখিকা নাম সূচীপত্র থেকে সনাক্ত করা হয়েছে।

"যাঁহার ইচ্ছায় জগৎ সৃজন
যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য্যগণ
পৃথিবীকে আলো করে অবিরত
তাঁহার চরণে নমি শত শত।..."

প ১৮৬৩ (প্র ৬) গৃহকর্ম্ম ঃ বোঁদের পায়স দেববালা সেন বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৯৬-৩৯৭।

রন্ধন প্রণালী ও প্রয়োজনী দ্রব্যাদির উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ১৮৬৪ (প্র ৩)	নারীজাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিৎ	শ্রীমতী চ, কলিকাতা [শ্রীমতী চ- - কলিকাতা]	মহিলা, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

প ১৭৮৩ থেকে লেখিকার ছদ্মনাম সনাক্ত করা হয়েছে। সামাজিক প্রবন্ধ।

প ১৮৬৫ (প্র ৯)	পতিপ্রাণা প্যান্থিয়া	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ৩-৮।

গ্রীস দেশীয় পতিপ্রাণা রমনীর কথা।

প ১৮৬৬ (প্র ৯)	পান্ডারপুর	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ৫৭৩-৫৭৭।

বোম্বাই অঞ্চলে সর্বপ্রধান তীর্থস্থান সম্পর্কিত ভ্রমণবৃত্তান্ত।

প ১৮৬৭ (প্র ৯)	পার্লামেন্ট দর্শন	(শ্রীমতী) অবলা বসু	মুকুল, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ১৪৭-১৫১।

লন্ডন শহরে পার্লামেন্ট মহাসভা গৃহের বর্ণনা, নিয়মাবলী ও এই সভার সভ্যদের কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে তুলে ধরা হয়েছে।

প ১৮৬৮ (ক)	প্রবাসী পুত্রের মাতা	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৮৪-৩৮৭।

পরহিতব্রতী পুত্র দেবব্রত-এর প্রবাস গমনে তাঁর চিন্তায় অধীরা জননীর কথা। ৪২টি স্তবকে রচিত।

"আপন জীবন-ব্রত করিতে সাধন.
গিয়াছে-প্রবাসে তাঁর নয়ণের মণি;
না পেয়ে সংবাদ তার, চিন্তাকুল মন,
বিরলে নয়ণধারা ত্যজেন জননী।।..."

প ১৮৬৯ (ক)	প্রার্থনা	কণকাঞ্জলী রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ২-৩।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১৮৭০ (ক)	বাসি ফুল	(শ্রীমতী) কিরণময়ী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৯৯।

অনাদরে ভুলুণ্ঠিত বাসি ফুলের অতীত সুখময় স্মৃতি।

"একদিন পড়িয়া ভূতলে
বাসি ফুল কেঁদে শুধু বলে
'বসিয়া কোমল বৃন্তকোলে

ভাসিতাম সোহাগ-হিল্লোলে,..."

প ১৮৭১ (গ) বিমাতা — শ্রীমা [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৭৭-৩৮৪।

কোন আদর্শ বিমাতার গল্প।

(প ১৮৩১.২) (উ) রত্নমালা [ক্রমশঃ] — অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৮৮-৩৯৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ১৮৭২ (প্র ৯) লন্ডনের গল্প (সচিত্র) — (শ্রীমতী) অবলা বসু — মুকুল, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ১৭২-১৭৫।

লন্ডনের সচিত্র ভ্রমণকাহিনী।

প ১৮৭৩ (গ) শতদল — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ৯-১২।

উপদেশমূলক গল্প।

প ১৮৭৪ (ক) শোক-অশ্রু — (শ্রী) শৈলজাসুন্দরী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৯৯।

"কোনও বিধবা বন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।"

"চোখের সম্মুখে এসে ভাসে বারে বারে
কাহার ভাবনা-ক্লিষ্ট কাতর বদন;
শ্রবণ কুহরে এসে বাজে অবিরাম,
কাহার মরম স্পর্শী করুণ ক্রন্দন?..."

প ১৮৭৫ (ক) সরলাসুন্দরী — (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯।

বৈধব্যের করুণ দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

প ১৮৭৬ (ক) সুধা — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ৮-৯।

হৃদয়ের আশা, গান, সুখ ও দুঃখে অশ্রুসিক্ত কবি ব্যাকুল হৃদয়ে স্বর্গের পারিজাত পুষ্প ও অমৃতের সন্ধানী হয়েছেন।

প ১৮৭৭ (ক) সেই—দেশ — (কুমারী) সুকুমারী দাস — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪) । পৃঃ ৪০০।

"কেন আজ মনে পড়ে কথা সে দেশের?
রোগ, শোক নাই যথা,

পরাণে নাইকো ব্যথা,
যে দেশে গাহে না কেউ গান বিষাদের।..."

প ১৮৭৮ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [আমি সকলি দিনু তোমারে..."] সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)। পৃঃ ৫৭২-৫৭৩।
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর কথা ও সুরে মিশ্র কানাড়া-একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

১৩০৪ ফাল্গুন (১৮৯৮)

প ১৮৭৯ (প্র ৭) অধ্যাত্ম সঙ্গীত ঃ [দীন দয়াময় ভুল না অনাথে...] (শ্রী) প্রতিভাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (ফা-চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৪৪-২৪৮।
সাংখ্য স্বরলিপি। কথা ঃ শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুর ঃ শ্রী বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। রাগিনী পরজ-তাল কাওয়ালী-তে স্বরলিপি উল্লিখিত হয়েছে।

প ১৮৮০ (ক) অনন্ত বিষাদ (শ্রীমতী) সুমতি মজুমদার বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪) । পৃঃ ৪৩৬-৪৩৭।
"দেবী জগন্মোহিনীর বিয়োগে।"

"একি শুনি অকস্মাৎ, কঠিন কুলিশপাত
আমাদের ভগ্নপ্রাণ দুঃখী পরিবারে,
কমল-কুটীর হতে, শত যোজনের পথে
বিষাদ ব্যথিত সবে শোক সমাচারে।..."

প ১৮৮১ (প্র ৩) অন্তঃপুর সম্পাদিকা অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ১৩-১৪।
রমণীর প্রধান কার্যক্ষেত্র ও সমাজশরীরের হৃদয়যন্ত্র অন্তঃপুর সম্বন্ধে আলোচনা।

প ১৮৮২ (প্র ৬) আমের ফুল (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (ফা-চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৪৩-২৪৪।
ইংরেজি নাম ঃ 'Mango fool'—পাদটীকা। উপকরণ, পরিমাণ, ভোজনবিধি ও ব্যয়ের হিসেব লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(প ১৭৩২.৩) (ক) ইলিয়ড, (গত প্রকাশিতের পর) [ক্রমশঃ] লজ্জাবতী বসু বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪) । পৃঃ ৪০৯-৪১১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত মহাকাব্যের অনুবাদ রচনা। ৩য় কিস্তি।

প ১৮৮৩ (ক) একটি দৃষ্টি সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ১৪।

"একটি সামান্য দৃষ্টি পারে শুষ্ক প্রাণে
বহাইতে অমৃত প্রবাহ,
নিরাশ ব্যথিত প্রাণে দিতে পারে আশা,
যদি তাহে মাখা থাকে স্নেহ।..."

প ১৮৮৪ (প্র ৬) কই মাছের পাতখোলা — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৮ (ফা-চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৩৯-২৪১।
খাদ্যপাক প্রণালীতে উপকরণ, পরিমাণ, মাছ ধুইবার পদ্ধতি, রান্নার সময়, গুণাগুণ ও ব্যয়ের হিসেব উল্লিখিত হয়েছে।

প ১৮৮৫ (ক) কিসের তরে — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ২২-২৩।
ঈশ্বর প্রদত্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

(প ১৮৮৬.১) (গ) কে সাহসী? — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ১৯-২২।
"বালক-বালিকাদের জন্য।" ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ১ম কিস্তি।

প ১৮৮৭ (ক) ছায়ার পুতলী — শ্রীমতী সু—সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] — মহিলা, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ১৯০-১৯১।
"ছাপরা নগরীস্থ ভগিনী সরলার নবজাত শিশুপুত্রের দেহত্যাগ উপলক্ষে লিখিত।"

"ক্ষণিক ছায়ার মত আসে আর যায়,
স্বর্গের পুতলী কত এই পৃথিবীতে।
ক্ষণেকের তরে আসা ক্ষণপ্রভা প্রায়,
হাঁসায়ে কাঁদায়ে যায় দেখিতে দেখিতে।..."

প ১৮৮৮ (গ) দিলীপ ও ভীমরাজ — (শ্রী) শোভনাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৮ (ফা-চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ১৮৩-১৯২।
জয়পুরী আষাঢ়ে গল্প।

প ১৮৮৯ (প্র ৯) দেবী জগন্মোহিনী — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ৪২৫-৪৩১।
তেজস্বিনী দেবী জগন্মোহিনীর জীবনী।

প ১৮৯০ (প্র ৭) ধ্রুবের গান। মনে ব্যথা পেলে...। — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ২৩-২৪।

রাগিনী বিভাস-তাল একতালা-য় স্বরলিপি উল্লিখিত।

প ১৮৯১ পটলের দোল্মা (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (ফা-চৈ ১৩০৪)।
(প্র ৬) পৃঃ ২৪১-২৪৩।

খাদ্যপাকের উপকরণ, প্রণালী, সময় ও ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ১৮৯২ পিতৃহীনা (শ্রী) বিনয়কুমারী ধর প্রদীপ, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)।
(ক) [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] পৃঃ ১০২।

"পূজনীয় মহাত্মা ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার মৃত্যু শ্রবণে।"

(প ১৮৫০.২) প্রকৃত স্ত্রী (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)
(প্র ৩) (৩৯৬ সংখ্যা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] । পৃঃ ৪০৪-৪০৬।
৩২২ পৃষ্ঠার
পর [ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৮৯৩ ফুঁলচাদ (শ্রী) শোভনাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (ফা-চৈ ১৩০৪)।
(গ) পৃঃ ২৬০-২৬৭।

"জয়পুরী গল্প।"

প ১৮৯৪ বিদায় (শ্রীমতী) স্নেহলতা দত্ত, বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)
(ক) চুঁচড়া । পৃঃ ৪৩৭-৪৩৮।

বৈধব্য দুঃখের প্রকাশ।

"বিষাদের দিন, হায়! সদাই যে পড়ে মনে,
মনোব্যথা, অশ্রুজল প্রবাহে তাহার সনে,
নিশিদিন সেই ছবি, জাগিছে হৃদয় মাঝে,
মরণের নাহি সাধ্য মুছাতে হৃদয়রাজে
নবীন এ প্রেম-স্মৃতি হতে।..."

প ১৮৯৫ বুদ্ধদেব (শ্রী) লজ্জাবতী বসু প্রদীপ, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)।
(ক) পৃঃ ১০২-১০৩।

বুদ্ধদেবের কাছে শান্তি প্রার্থনা করে লেখা।

প ১৮৯৬ ভারতের দুঃখিনী কা, চ, ভ বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)
(প ৩) বিধবা । পৃঃ ৪১৮-৪২০।
স্ত্রীলোকদিগের
জীবিকালাভের
কত প্রকার উপায়
হইতে পারে

বিধবাদের বিয়ে দিয়ে বা নানা ধরনের জীবিকায় তাঁদের স্বাবলম্বন করার কথা

বলা হয়েছে।

প ১৮৯৭ (ক) ভালবাসা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা নব্যভারত, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ৫৯৩-৫৯৪।

ভালবাসা-কে অবলম্বন করে লেখা কবিতায় সূর্যমুখীর সূর্যের প্রতি ভালবাসা বা শ্রী রাধার আত্মত্যাগপূর্ণ, একনিষ্ঠ, সুন্দর ভালবাসার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৮৯৮ (ক) ভুল (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ৩৯২।

মনের দুঃখরাশি ভুলে প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনের আনন্দে কবি মেতে উঠেছেন।

প ১৮৯৯ (ক) মায়াবাদীর উক্তি (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ৩২১-৩২৩।

অসংখ্য মোহে আবদ্ধ মানবের উদ্দেশ্যে রচিত।

"নিয়ত মোহের চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত
হায়, ভ্রান্ত নর!
তথাপি এ শত জন্মে বিতৃষ্ণা কি জন্মিল না
তাহার উপর?..."

প ১৯০০ (প্র ৯) ম্যাডাম গায়ন সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ২৮-৩১।

পরম ঈশ্বরভক্ত সম্পত্তিশালিনী প্যারিসের ম্যাডাম গায়নের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(প ১৮৩১.৩) (উ) রত্নমালা [ক্রমশঃ] অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪) । পৃঃ ৪০৭-৪০৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ১৯০১ (প্র ৩) রমনীর জীবনব্রত (শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ১৫-১৯।

রমনীর জীবনে লজ্জা, সংযম ও পবিত্রতা—এই তিনটি গুণে ভূষিতা হবার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্মের অভিজ্ঞতা ও ঈশ্বর ভক্তিপরায়ণা হতে বলা হয়েছে।

প ১৯০২ (ক) শেষ নিবেদন (শ্রীমতী) রেবা রায়, কটক [রেবা রাই, কটক] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪) । পৃঃ ৪৩৯-৪৪০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ১৯০৩ (ক) সরোজিনীর খুকী (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪) । পৃঃ ৪৩৮-৪৩৯।

মৃত্যু-শোকগাথা।

প ১৯০৪ (প্র ৩) স্বাধীন ও পরাধীন নারীজীবন — (শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস — প্রদীপ, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪)। পৃঃ ৯১-৯৪।

স্বাধীন ও পরাধীন নারীজীবনের আলোচনায় ভারতবর্ষ ও ইংলন্ডের নারীদের তুলনামূলক পার্থক্য দেখানো হয়েছে। অবরোধ প্রথা ও পরনির্ভরতা হিন্দু নারীদের নীচগামী অবস্থার কারণ। এরই ফলে হিন্দু নারীরা দুর্বল, ভীরু ও পরপ্রত্যাশী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে স্বাধীন ব্রিটেন রমনীরা হয়েছে, বলিষ্ঠ, সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল।

প ১৯০৫ (প্র ১০) হেঁয়ালী — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ফা ১৩০৪) । পৃঃ ৪৩৪।

আশ্বিনের হেঁয়ালীর উত্তর এবং ফাল্গুনের হেঁয়ালী পদ্যাকারে প্রকাশিত।

১৩০৪ চৈত্র (১৮৯৮)

প ১৯০৬ (গ) এই কি তার প্রতিদান? — (শ্রীমতী) ঊষাবালা দেবী — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৩৪-৩৬।

নীতি শিক্ষামূলক গল্প।

প ১৯০৭ (প্র ৯) ওয়েস্ট মিন্‌স্টার এবি (সচিত্র) — (শ্রীমতী) অবলা বসু — মুকুল, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ১৮২-১৮৫।

ইংলন্ডের প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির বা মহা সমাধিক্ষেত্র ওয়েস্টমিন্‌স্টার এবি-র বর্ণনা ভ্রমণ বৃত্তান্তে ফুটে উঠেছে।

(প ১৮৮৬.২) (গ) কে সাহসী? — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৩১-৩৪।

"বালক-বালিকাদের জন্য।" ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ২য় কিস্তি।

প ১৯০৮ (ক) কেন? — শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২৭-২৮।

জগৎ জননীর প্রতিভূ হয়ে সমগ্র নারীজাতিকে জগতের কল্যাণকর্মে ব্রতী হতে বলা হয়েছে।

(প ১৭৪৯.৫) (প্র ৯) ক্রোড়পত্র ঃ স্বর্গগতা দেবী অঘোর কামিনীর পত্রাবলী [ক্রমশঃ] — ঁঅঘোরকামিনী দেবী — মহিলা, ১৮৯৭ (চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২১৭-২২১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৫ম কিস্তি।

(প ১৯০৯.১) জননী (শ্রীমতী) সুখতারা দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)।
(প্র ৩) [ক্রমশঃ] পৃঃ ২৫-২৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। অন্তঃপুরস্থিতা সকলের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী জননীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে আলোচনা।

প ১৯১০ পরপতি ও সংসার (আত্মকাহিনী) অনামা সংসার, ২রা এ ১৮৯৮ (২০ চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ১১০-১১১।
(ক)

"কি দোষে বঁধূয়া মোরে করলে বনবাসিনী,
অবলা আমি ত কভু স্বেচ্ছায় হেথা আসিনী,
হেরি এ অদ্ভুত বন, ভীমকান্ড সম্মিলন,
বনের বুকের মাঝে বহে মৃদু স্রোতস্বিনী—..."

প ১৯১১ পূজনীয়া দেবী শ্রীমতী হে—কলিকাতা [হে, কলিকাতা] মহিলা, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২১২-২১৩।
(ক)
কমলকুটীরে দেবী জগন্মোহিনীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

"যে গোলাপ প্রস্ফুটিত, অমর নগরে,
মধুর সুরভী বাসে অলী গান করে।
সেই দেবী এসেছিলে দুদিনের তরে,
তোমার আনন্দপূর্ণ—কমলকুটীরে।..."

প ১৯১২ বজ্রাঘাত শ্রীমতী সু—সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] মহিলা, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ২১১-২১২।
(ক)
মৃত্যু-শোকগাথা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্ত্রী জগন্মোহিনীর মৃত্যুতে বিলাপ।

প ১৯১৩ বন্ধু (শ্রীমতী) শরৎ কুমারী দাসী বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৪৭৭।
(ক)
ভালবাসার রজ্জুতে বাঁধা বন্ধুত্বের কথা।

(প ১৮৩১.৪) রত্নমালা [ক্রমশঃ] অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৪৫৭-৪৫৯।
(উ)
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক উপন্যাস। ৪র্থ ও শেষ কিস্তি।

প ১৯১৪ সাধনা বঙ্গমহিলা বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪) । পৃঃ ৪৪৪-৪৪৬।
(ক)
শুদ্ধ-সত্ত্ব পূর্ণতার জন্য সাধনায় ব্রতী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

"কে জানে এ কিসের সাধনা
সাধিতেছি জনম ভরিয়া,

চুম্বক উত্তরমুখে, চেয়ে থাকে কোন্ সুখে,
সূর্যমুখী রহে কেন
তপনে চাহিয়া?..."

প ১৯১৫ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [হে সুন্দর বস্তু...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)। পৃঃ ৬৫৭-৬৫৯।
"অস্মদ্ গৃহে 'বসন্তোৎসব' উপলক্ষে রচিত।" শ্রীমতী সরলা দেবীর কথা ও মহীশূরী সুরে খাম্বাজ-কাওয়ালী-তে স্বরলিপি পরিবেশিত।

১৩০৫ বৈশাখ (১৮৯৮)

প ১৯১৬ (ক) আত্মবিভাগ শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী নব্যভারত, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩৯-৪১।
বিশ্বের কল্যাণ কার্যে নিজেকে নানাভাগে ভাগ করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

প ১৯১৭ (প্র ৬) আদার চাট্‌নী (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩৩০ ৩৩১।
উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি, আনুমানিক ব্যয় ও উপকরণেব পরিমাণ উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ১৯১৮ (প্র ৭) আশা সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩৭-৩৮।
গান। মিশ্র একতালা।

প ১৯১৯ (ক) আহ্বান (শ্রী) কাদম্বিনী দত্ত অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪১-৪২।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"ওহে তুমি রাজ-রাজেশ্বর।
তুমি দয়াময় রাজা ব্যথিত তোমার প্রজা,
রোগে শোকে জীর্ণ কলেবর।..."

প ১৯২০ (প্র ২) একটি বিশেষ কথা শ্রী... বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ১১-১৮।
"শ্রীযুক্ত 'বামাবোধিনী' সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি তাঁহার পত্রিকায় স্থান দিলে আমরা কৃতার্থ হইব। প্র. লে।"

(প ১৯২১.১) (প্র ৮) কহাবত বা জয়পুরী প্রবচন [ক্রমশঃ] (শ্রী) শোভনাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৫০-৬৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম । জয়পুরী প্রবচন বঙ্গীয় প্রবচন সহ। প্রবাদ সাহিত্যের অনুবাদ।

প ১৯২২ (প্র ৬) কাঁকড়ার খোলপিঠে বা হটক্র্যাব (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩৩১-৩৩৩।

"এই খাদ্যটি ইংরেজদিগের বড় প্রিয়। এই কারণে দেশীয় সূপকারেরা সচরাচর ইহাকে 'হটক্র্যাব' এই ইংরেজী নামে অভিহিত করে।" উপকরণ, প্রণালী, প্রস্তুতকবণের সময়, আনুমানিক ব্যয়, গুণাগুণ ও ভোজনবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

(প ১৮৮৬.৩) (গ) কে সাহসী? সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ১৯-৪৬-৪৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৯২৩ (ক) খেলা সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪৮।

প্রাত্যহিক কাজ ও পড়াশুনার পব খেলার কথা বলা হয়েছে।

"কাজকর্ম্ম পড়াশুনা, সব হয়েছে শেষ,
এখন কেবল আনন্দ আর, খেলার কথা বেশ।..."

প ১৯২৪ (প্র ৬) চৌক-গজা (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩২৮-৩৩০।

উপকরণ, উপকরণের পরিমাণ, রন্ধনপ্রণালী, মোট ব্যয় এই কয়েকটি ভাগে খাদ্যপাক লিপিবদ্ধ।

(প ১৯০৯.২) (প্র ৩) জননী [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) সুখতারা দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩৯-৪১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ১৯২৫ (ক) দেবী কোথা গেলে (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫) । পৃঃ ৩৯-৪০।

"ভক্তিভাজন 'বামাবোধিনী' সম্পাদক মহাশয়ের স্ত্রীর লোকান্তর উপলক্ষে লিখিত।"

"সেইদিন যে সে দিন দেবী, দেখেছি স্বর্গের ছবি,
(যেন) সন্ধ্যার কুসুম শত জাহ্নবীর জলে।
দেবী! কোথায় গেলে?..."

প ১৯২৬ (ক) নববর্ষ (শ্রীমতী) ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫) । পৃঃ ৩৭-৩৯।

"অনন্তকালের সিন্ধু গরজিছে ভীমবেশে,
বরষ বুদ্বুদ এক, যায় তার স্রোতে ভেসে।
পুরাণ উৎসব ওই! বিদায় লইল হায়।
কত স্মৃতি বিজড়িত রহিল তাহার গায়।..."

প ১৯২৭ (ক)	নববর্ষের প্রার্থনা	শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩৮-৩৯।

নববর্ষের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ১৯২৮ (ক)	পথ	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	পন্থা, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৭-৯।

ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্নতার পথ ছেড়ে ঈশ্বরকে অবলম্বন করে মিলন ও ঐক্যের পথে এগিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে।

প ১৯২৯ (প্র ৫)	পশুপক্ষীদিগের আকৃতির বিভিন্নতা	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪৪-৪৫।

কচ্ছপের দাঁত নেই, ঘোড়ার ভুরু নেই ইত্যাদি পশুপক্ষীর বিচিত্র রূপকে তুলে ধরা হয়েছে।

প ১৯৩০ (ক)	পুরাতন বর্ষের বিদায় ও নববর্ষের আবাহন	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পূর্ণিমা, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ১-২।
(প ১৯৩১.১) (গ)	প্রতিশোধ [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) সুকুমারী দাস	মুকুল, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ১৪-১৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ১ম কিস্তি।

প ১৯৩১.১ক (ক)	প্রভাত	একটি ১১ বৎসরের বালিকা [শান্তিময়ী দেবী]	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪৫ ৪৬।

সূচিপত্র থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। প্রভাতকালীন প্রকৃতির বর্ণনা ও ঈশ্বরস্তুতি ধ্বনিত হয়েছে।

প ১৯৩২ (ক)	প্রেমিক যুগল	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মর্ম্মগাথার রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	সৎসঙ্গ, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৯।
প ১৯৩৩ (ক)	বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪-৬।

শ্রী গৌরাঙ্গবিরহিনীর মনোবেদনা।

"গোরা বিয়োগিনী বালা, নয়ণে বহিছে জল, —
ক্ষণে ক্ষণে হায় হায়, ক্ষণে পথ পানে চায়,
আলুয়িত কেশদাম, চুমিছে চরণতল।।..."

প ১৯৩৪ (প্র ৯)	বিহারীলাল গুপ্ত	(শ্রীমতী) অবলা বসু	মুকুল, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ২-৩।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যারিস্টার বিহারীলাল গুপ্তের (১৮৪৯-১৯১৬) জীবনী।

প ১৯৩৫ (প্র ১০)	বৈশাখের হেঁয়ালী	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫) । পৃঃ ৩৬।

পদ্যাকারে পরিবেশিত।

"প্রথম ও শেষ বর্ণে ইক্ষু দন্ড হয়,
মধ্য ও শেষ বর্ণে ব্যক্তি বুঝ মহাশয়।
আদি দুই বর্ণে তিন বর্ষ সম হয়,
কি বস্তু বলিতে পার করিয়া নির্ণয়?..."

প ১৯৩৬ (ক)	মালা (সচিত্র) : ক) প্রতিবিম্ব, খ) দেবতা, গ) প্রেমবল	(শ্রী) ভুপেন্দ্রবালা দেবী	পুণ্য, ১৮৯৮ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ২৯৮।

সচিত্র তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতামালা।

"যবে হতে বুঝিয়াছি হৃদে--
হৃদে প্রতিবিম্ব পড়েছে তোমার
কত চেষ্টা করেছি মুছিতে—
হৃদয় করছি চুরমার,...।" [প্রতিবিম্ব]

প ১৯৩৭ (প্র ৯)	যোগীবর পবহারীবাবা	(শ্রী) উমাশশী দেবী	পুণ্য, ১৮৯৮ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩১৬-৩২৩।

"গাজীপুরের সুপ্রসিদ্ধ গুহাবাসী সাধু"-র জীবনী।

প ১৯৩৮ (প্র ২)	শুনঃশেপের বিলাপ	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৫৭-৬৬।

'ঋক সংহিতা'র শৌনশেপসুক্ত-এর কাহিনী।

প ১৯৩৯ (প্র ১)	শোকোচ্ছ্বাস (স্বর্গগামিনীর প্রতি)	একজন হতভাগিনী কন্যা	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫) । পৃঃ ৪-৮।

"আমার মাতৃস্থানীয়া দেবী কৈলাসবাসিনী দত্তজায়ার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।

১লা বৈ, বুধবার ১৩০৫ সাল।"

(প ১৯৪০.১) স্বপ্নে দীক্ষা (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী পন্থা, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)।
(প্র ২) [ক্রমশঃ] [মৃণালিনী সেন] পৃঃ ২৫-২৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। ভক্তিমূলক প্রবন্ধ। আধ্যাত্মিক স্বপ্নবৃত্তান্ত। কোন সাধকের স্বপ্নলব্ধ স্তোত্র দেখা যায়।

প ১৯৪১ স্বর্গাগতা সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)
(ক) ভগ্নীদেবী [সুমতি মজুমদার, । পৃঃ ৩৯।
কৈলাসবাসিনী সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]
কৈলাসবাসিনীর উদ্দেশ্যে কোন শোকগ্রস্তার হৃদয়ের কথা।

প ১৯৪২ হতাশের আক্ষেপ (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা নব্যভারত, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)।
(ক) মুস্তোফী পৃঃ ৩১-৩২।
অতীতে ভালবাসার স্মৃতি হৃদয়ে উদ্ভাসিত হবার জন্য আক্ষেপ।

প ১৯৪৩ হাসি ঃ [আমার সম্পাদিকা অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)।
(প্র ৭) হাসি নাম হাসি [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৪।
কাম...] বরাহনগর মহিলাশ্রম]
তাল কাশ্মীর-খেম্‌টা। গানটি স্বরলিপির নাম উল্লেখে রচিত।

প ১৯৪৪ হেঁয়ালী (শ্রীমতী) ভূপেন্দ্রবালা বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)
(প্র ১০) দাসী । পৃঃ ৩৬।
"চৈত্রের হেঁয়ালীর উত্তর।" পদ্যাকারে হেঁয়ালী পরিবেশিত।

১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৮)

প ১৯৪৫ অহল্যা (শ্রী) সরলাবালা দাসী উৎসাহ, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)।
(ক) [সরলাবালা সরকার] পৃঃ ৬২-৬৪।
পাষাণপ্রতিমা অহল্যার হৃদয়ে প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি শ্রবণে প্রতিক্রিয়া।

"প্রথম প্রেমের মৃদু বিকাশের মত,
বসন্ত অনিল আসি, সরমে বিব্রত
ধরনীরে ধীরে ধীরে করিয়া চুম্বন,
দীর্ঘ হিম-নিদ্রা-ভাঙ্গি করায় চেতন;.."

প ১৯৪৬ আজকালকার (শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস প্রদীপ, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)।
(প্র ৩) স্কুলের ছেলেরা পৃঃ ১৮২-১৮৫।
সামাজিক প্রবন্ধ।

(প ১৯৪৭.১) দেবী অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)
(প্র ৯) কৈলাসবাসিনীর । পৃঃ ৫৬-৬৩।

জীবনী [ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। কৈলাসবাসিনীর সংক্ষিপ্ত জীবন আলোচনা।

প ১৯৪৮ (ক) পাগলিনী (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা— মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৬০-৬২।
কোন ঈশ্বর প্রেমে পাগলিনী সকলকে ঈশ্বরভক্ত হতে আহ্বান জানাচ্ছেন।

(প ১৯৩১.২) (গ) প্রতিশোধ [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) সুকুমারী দাস মুকুল, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩০-৩২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ১৯৪৯.১) (প্র ২) প্রেম [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] সৎসঙ্গ, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৫৭-৬০।
ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। স্বর্গীয় প্রেমের ছবি বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনী থেকে তুলে ধবা হয়েছে।

প ১৯৫০ (ক) বর্ষা (শ্রীমতী) সুঃ। সমস্তিপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] মহিলা, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ২৬৩।
বর্ষা ঋতুর বর্ণনা।

প ১৯৫১ (ক) বসন্ত শ্রীমতী সুঃ— মহিলা, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ২৬৩।

"শীত-ঋতু হল শেষ, নিসর্গের নববেশ,
শীত অবসান হইল উদয়;
মনোহর শোভা চারু, নবপত্রে শোভাতরু,
কোকিল কাকলী মোহিছে হৃদয়।..."

প ১৯৫২ (ক) বিহ্বল প্রতাপরুদ্র (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ২-৩ [১৮-১৯]
শ্রী গৌরাঙ্গ বিরহে বিহ্বল রাজা প্রতাপরুদ্রের মানসিক অবস্থা।

প ১৯৫৩ (প্র ১০) বৈশাখের হেঁয়ালির উত্তর অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫) । পৃঃ ৭৫।
পদ্যাকারে পরিবেশিত।

প ১৯৫৪ (ক) মরণ (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫) । পৃঃ ৭৭-৭৮।

"ফুলটি ঝরে পড়ে,
পাতাটি শুখায়ে যায়,

প্রগাঢ় শীতের পর
ছুটিলে হিমানীবায়।...”

প ১৯৫৫ (প্র ৩) রমণীর ধর্ম্ম — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪৯-৫০।
রমণীর পতিব্রতা ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

প ১৯৫৬ (গ) রাজার বাগান — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৫৮-৬০।
“বালক বালিকাদের জন্য।” ছোটদের শিক্ষামূলক গল্প।

প ১৯৫৭ (ক) শোকোচ্ছ্বাস — নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৭৯-৮০।
“গুরুপ্রতিম শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত ‘বামাবোধিনী’ সম্পাদক মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত। লেখিকা।”

প ১৯৫৮ (ক) শ্মশান — শ্রী — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৭৮-৭৯।
“স্নেহের ভগিনী লাবণ্যময়ীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।”

“হায়! শ্মশানের কোলে
সোনার প্রতিমা গুণে অনুপমা
দিয়েছি দিয়েছি ঢেলে।...”

প ১৯৫৯ (ক) সঙ্গীত — (শ্রীমতী রানী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] — পন্থা, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৫২।
“গৌরাঙ্গ বিষয়ক।”

প ১৯৬০ (ক) সৎ ইচ্ছা — (শ্রী) সরলা দত্ত — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৫০ ৫১।
ঈশ্বরের সস্নেহ পথ নির্দেশনায় জীবনতরী সৎপথে চালনা করার সৎ ইচ্ছে ব্যক্ত হয়েছে।

“কতদিন গেছে সখি! শূন্য হৃদয়ের পরে,
ছুটিয়া আসিয়া পুনঃ, নীরবে গিয়েছ ফিরে
আঁধার হৃদয়খানি, মলিন পঙ্কিল দিয়া,
আঁধারে আঁধার রাশি, রেখেছিনু সাজাইয়া।...”

প ১৯৬১ (ক) স্বপ্ন — (শ্রীমতী) তরঙ্গিনী দাসী — পন্থা, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৫১-৫২।

"অচিন্ত্য-শকতি তুমি করুণার পারাপার।
তব মহামায়া মোহ, করে মুগ্ধ ভবগৃহ;
তব স্নেহে দ্বগ্ধ হৃদে ঝরে কিবা সুধা-ধার।..."

(প ১৯৪০.২) স্বপ্নে দীক্ষা (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী পন্থা, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)।
(প্র ২) [ক্রমশঃ] [মৃণালিনী সেন] পৃঃ ৫৩-৫৫।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ১৯৬২ স্ত্রীশিক্ষা (শ্রী) কুলবালা দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)।
(প্র ৩) পৃঃ ৫১-৫৬।
স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রম নারীপ্রকৃতির অনুকূল হবার কথা বলা হয়েছে।

প ১৯৬৩ স্বরলিপি ঃ [দুটি স্নেহবানী তার,..."] (শ্রীমতী) সরলা দত্ত ভারতী, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)।
(প্র ৭) পৃঃ ১৪০-১৪৩।
মিশ্র ভৈরবী-একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১৯৬৪ হতে পারে (শ্রীমতী) সরোজিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ৫৬-৫৭।
দীনদুঃখীর প্রতি দয়ালু হতে বলা হয়েছে।

"দেখিবে কি তোমরা ভগিনী,
স্নেহ-নেত্রে বারেক চাহিয়া?
কত শত অন্ধ বিপন্নেরা,
বেড়াতেছে পথ হাতাড়িয়া।..."

১৩০৫ আষাঢ় (১৮৯৮)

প ১৯৬৫ অমৃতময়ি! (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ [শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)। পৃঃ ১১৯।
(ক)

"অভাগী অমৃতময়ী, বহুদিন আগে
ভাবিতাম মনে তুমি হবে রাজরানী;
আজ দেখি ছাই ভস্ম মাখা সে সোহাগে,
পিতামাতা সাজাইয়া দিল ভিখারিনী!..."

প ১৯৬৬ আগ্নেগিরি দর্শন ঃ (সচিত্র) (শ্রীমতী) অবলা বসু মুকুল, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(প্র ৯) পৃঃ ৪৩-৪৫।
ইটালীর পশ্চিম উপকূলে নেপল্‌স্ শহর ভ্রমণ এবং এরই অদূরে বিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা। সচিত্র ভ্রমণ কথা।

প ১৯৬৭ আদর (শ্রী) রাইকিশোরী দেবী উৎসাহ, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ১১৬-১১৭।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"হাসরে প্রাণের যাদু হৃদয়রতন
শরতের পূর্ণরাকা, বাসন্তী কৌমুদী মাখা
ধরায় ত্রিদিব শোভা নন্দনকানন
দেখারে কোনার যাদু জুড়াক্ জীবন।..."

প ১৯৬৮ (প্র ১) আমাদের আত্মা সীতা — শ্রীমতী স...বসু — মহিলা, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)। পৃঃ ২৮২-২৮৪।

আমাদের আত্মায় বিরাজমান সীতাদেবীর চরিত্রের মহৎ গুণরাশির কথা ও এর প্রভাব জীবনে প্রতিফলিত করার কথা বলা হয়েছে।

প ১৯৬৯ (ক) কীর্ত্তনের সুর — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)। পৃঃ ৭২।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"হরি যদি চাবে ভাল তবে হবে
নহিলে ত হরি পাবে না..."

প ১৯৭০ (প্র ৬) কেয়াখযের — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৮ (আ-শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৪২১-৪২৩।

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে প্রস্ফুটিত কেয়া ফুল দিয়ে তৈরী খাদ্য প্রস্তুতের উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ১৯৭১ (প্র ৬) তালের সন্দেশ — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৮ (আ-শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৪২৩-৪২৪।

উপকরণ, পরিমাণ ও প্রস্তুত প্রণালী।

প ১৯৭২ (ক) দুঃখ আবাহন — লজ্জাবতী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)। পৃঃ ১১৯-১২০।

"হেথায় গাহে না পাখী নড়ে না পল্লব,
নিশিথের অন্ধকার অঞ্চল মাঝারে,
ঘুমায়ে পড়েছে এবে শ্রান্ত এ জগত,
জীবনের কোলাহল মিলায়েছে দূরে।..."

(প ১৯৪৭.২) (প্র ৯) দেবী কৈলাসবাসিনীর জীবনী [ক্রমশঃ] — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)। পৃঃ ৮৭-৯৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ১৯৭৩ (ক) নিদাঘ — নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)। পৃঃ ১২০।

গ্রীষ্ম প্রকৃতির বিরহিনী রূপের বর্ণনা।

(প ১৯৭৪.১) বর্ণিয়া (শ্রীমতী) অম্বুজাসুন্দরী দাস বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)
(উ) [ক্রমশঃ] [অম্বুজাসুন্দবী দাসগুপ্তা] । পৃঃ ১০৯-১১০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি। সরলা বণিক কন্যার জীবনের করুণ পরিসমাপ্তির জন্য তাঁর স্বামী অমর ও বান্ধবী সংযুক্তা-র কাহিনী।

প ১৯৭৫ বালবিধবাব প্রতি শ্রীমতী শ মহিলা, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(ক) সান্ত্বনা পৃঃ ২৮০-২৮২।

"কেন কেন হেন বিরস বদন,
ললাটে কেন রে বিষাদ রেখা
নয়ণ যুগল করে ছল ছল,
আপাঙ্গেতে অশ্রু দিতেছে দেখা।..."

প ১৯৭৬ বাসনা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা পূর্ণিমা, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(ক) মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী পৃঃ ৯৫-৯৬।
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]

অনন্ত, অতৃপ্ত বাসনারাশি মানুষের প্রাণে অসীম ভাবরাশি জাগ্রত করে। অপরপক্ষে তৃপ্তির ক্ষণিকতা মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়।

প ১৯৭৭ বাসনাব শেষ (শ্রী) সরসীবালা দাসী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(প্র ২) পৃঃ ৬৯-৭০।

একমাত্র ভগবতপ্রেমে মানুষের অনন্ত বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।

প ১৯৭৮ বিধবা (শ্রী) নীরদবালা রায় অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ৬৬-৬৭।

বিধবার দুঃখ।

"গাহিব কি? গীত হীনা নারী কণ্ঠ মম,
ছিঁড়েছে বীণার তার, টুটেছে হৃদয়;
ব'সে আমি একাকিনী শ্রান্ত পান্থ সম,
সম্মুখে নীলাম্বু রাশি ফেন উর্ম্মিময়।..."

প ১৯৭৯ বিফল জীবন (শ্রীমতী) মৃণালিনী। সৎসঙ্গ, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(ক) 'প্রতিধ্বনি', 'নির্ঝরিনী', পৃঃ ৯১-৯২।
'কল্লোলিনী' গ্রন্থ রচয়িত্রী
[মৃণালিনী সেন]

"পাইকপাড়ার রানী শ্রীমতী মৃণালিনীর লিখিত।"

প ১৯৮০ মিলনগীতি শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)
(ক) [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ১০০-১০১।

বৈরাগ্য বাসনায় পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলনের গান।

(প ১৯৮১.১) রমণী জীবনের (শ্রী) বসন্তকুমারী দাসী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(প্র ৩) শ্রেষ্ঠত্ব [ক্রমশঃ] মেদিনীপুর পৃঃ ৬১-৬৩।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। বিধাতা প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ কুসুমে অনন্ত স্নেহ, প্রেম, করুণা এসব অসংখ্য গুণরাজিতে সমন্বিতা রমণীকুল যেন স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, কলহপ্রিয়তা ইত্যাদি বিরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকেন।

প ১৯৮২ রূপ (শ্রী) নৃপেন্দ্রবালা দাসী, বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)
(ক) ছাপরা পৃঃ ১১৮-১১৯।
মানুষের রূপের মোহ ও গর্বের বিষয়কে নিয়ে লেখা কবিতা।
"রূপ রূপ করে সবে মোহিত ভূতলে
হে রূপ! তোমার মোহে মোহিত সকলে..."

প ১৯৮৩ লাপ্লাটার (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(প্র ৫) প্রাণীতত্ত্ববিৎ পৃঃ ২২৬-২৩৭।
দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ হড্‌সন সাহেবের 'The Naturalist in La Plata' এবং 'Idle Ramble in Patagonia' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি অপূর্ব প্রাণীর বিবরণ।

প ১৯৮৪ শিশুর হাসি (শ্রীমতী) বসন্তকুমারী দেবী আলোচনা, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ৪৬-৪৭।
অপত্য স্নেহের কবিতা।
"বল্ ওরে দুষ্টু খোকা,
কবে কে তোরে হাসালে?
বল্ ওরে দুষ্ট ছেলে,
কবে কে তোরে শেখালে?..."

প ১৯৮৫ সবজির পিক্‌ল (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (আ-শ্রা ১৩০৫)।
(প্র ৬) (১) পৃঃ ৪১৮-৪২১।
উপকরণ, পরিমাণ, রন্ধনপ্রণালী, সময় ও ভোজনবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ১৯৮৬ সহধর্ম্মিনী কাদম্বিনী দাসী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(প্র ৩) পৃঃ ৬৩-৬৫।
আদর্শ সহধর্মিনীর গুণাবলী আলোচিত হয়েছে।

(প ১৯৪০.৩) স্বপ্নে দীক্ষা (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী পন্থা, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(প্র ২) [ক্রমশঃ] [মৃণালিনী সেন] পৃঃ ৮৯-৯৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।

প ১৯৮৭ স্বরলিপি ঃ (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)।
(প্র ৭) [অনুরাগ তুমি হে পৃঃ ২৪৬-২৪৭।
অন্তরে,...]

সিন্ধু খাম্বাজ-ঝাঁপতাল-এ স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ১৯৮৮ (প্র ৭) হিন্দুস্তানী চতুরঙ্গ (শ্রী) প্রতিভাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (আ শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৪২৪-৪২৮।

'রাগিনী বাহাব-তাল কাওয়ালী'তে স্বরলিপি উল্লিখিত।

(প ১৯৮৯.১) (গ) হীবার খনি [ক্রমশঃ] সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আ ১৩০৫)। পৃঃ ৭০-৭১।

"বালক-বালিকাদের জন্য।" ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ১ম কিস্তি।

১৩০৫ শ্রাবণ (১৮৯৮)

প ১৯৯০ (ক) অনন্ত (শ্রী) স্বর্ণলতা দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৮৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"হে অনন্ত! তব অন্ত কে খুঁজিয়া পায়,
নিখিল ব্রহ্মান্ড করে তব যশোগান,
সুন্দর যোগীগণ ধ্যানেতে ধেয়ায়,
পান নাই তব অন্ত অনন্ত মহান!..."

প ১৯৯১ (ক) আঁধার শ্রী স-দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

সন্তানহারা জননীর ক্রন্দন ও শিশুহীন জীবনে গৃহের অন্ধকারাচ্ছন্নতা বর্ণিত হয়েছে।

"যে ঘরে নাহিক শিশু সে ঘর আঁধার,
যে ঘরে সকাল বেলা,
শিশুতে না করে খেলা,
সেথা না আলোক ফুটে সোনালী ঊষার।..."

প ১৯৯২ (ক) একটি কথা শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বুস] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৪০-১৪১।

পরপারে গত প্রিয়তমের কুশলতা ও সেখানকার বর্ণনা জানার কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে।

প ১৯৯৩ (ক) কোকিল (শ্রীমতী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ২৬৪।

"কে রে তুই পরী পাখী, উঠিলি কুহরী?
শুধু তোরি তানে,
বসন্ত আনন্দ এল কি যেন মায়ায়

প্রকৃতির প্রাণে!..."

প ১৯৯৪ (প্র ৬)	ছানার মুড়কি প্রস্তুত করিবার নিয়ম	দেববালা সেন	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৫৫।

উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী।

প ১৯৯৫ (ক)	ছোটদাদা (স্বপ্নদৃষ্টে লিখিত)	(শ্রী) অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ২০০।

আটমাস আগে দুরন্ত ক্যানসার রোগে মৃত ছোটদাদাকে স্বপ্নে দর্শন করে লেখা।

প ১৯৯৬ (প্র ৯)	জ্বালামুখী (হিন্দুদিগের তীর্থস্থান)	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৭৯-৮০।

পাঞ্জাব প্রদেশে কাঙ্গরা নগরে অবস্থিত দুর্গম জ্বালামুখী তীর্থের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

প ১৯৯৭ (ক)	দুটি চাঁদ	(শ্রীমতী) ক্ষীরোদকুমারী [ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ]	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

প ২০০৮ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। অপত্য স্নেহের কবিতা।

"কোথা গেল তোর, ধন! সে আকুল ক্রন্দন?
ও ক্ষুদ্র, নিস্পন্দ চিত্র, মরি কি মোহন!
দুইটি উজল আঁখি, শশধর পরে রাখি,
কি মধুর ভাবে যাদু! হলি নিমগন?..."

প ১৯৯৮ (ক)	নদীতীরে	(শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী	সাহিত্য, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ২৬৪।

নদীতীরের প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা।

প ১৯৯৯ (ক)	নিবেদন	(শ্রী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার]	উৎসাহ, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১৫৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২০০০ (ক)	নিমন্ত্রণ	(শ্রী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	উৎসাহ, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

সুচীপত্র থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

প ২০০১ (ক)	নূতন রাগিনী	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	পন্থা, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১০১-১০২।

সংকীর্ণতার সীমা ছেড়ে অনন্তের সুরে নূতন রাগিনী বাঁধার ইচ্ছে ব্যক্ত হয়েছে।

প ২০০২ (ক) পরিণয় — অনামা — মহিলা, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১৮।

"কত দূর দেশান্তরে
দুটি শৈল শৃঙ্গপরে
শুভ্র দুটি নির্ঝরিনী বয়।
ব্যবধান দুজনের
মাঝে শত যোজনের
কেবা জানে পরিচয়?..."

প ২০০৩ (ক) প্রকৃতি সখী — নিস্তারিনী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৯৫।

বর্ষার শ্যামল প্রকৃতির বর্ণনা।

(প ১৯৭৪.২) (উ) বর্ণিয়া (গত প্রকাশিতের পর, পৃঃ ১০৯) — (শ্রীমতী) অম্বুজাসুন্দরী দাসী [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১২৭-১৩১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২০০৪ (ক) বরষা — (শ্রী) অম্বিকাসুন্দরী সেন — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৯৫-১৯৬।

"দশদিক্ মেঘে ঢাকা আকাশ তপন;
অবিরল বারিধারা,
স্নান করিতেছে ধরা—
বৃক্ষলতা ফল ফুল নগর কানন।..."

প ২০০৫ (ক) বরষায় — বনলতা দেবী [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৫৭।

"বলগো প্রকৃতি সখি কিসের এ দুঃখ তোর,
অবিরত কেন এত বিহছে নয়ণ-লোর?..."

প ২০০৬ (ক) বিরহ-গীতি — (শ্রীমতী) রেবা রায় [রেবা রাই, কটক] — বামাবোধিনী ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৫৯।

অতীত মধুর স্মৃতিচারণ ও বিরহজ্বালার দুঃখকথা।

প ২০০৭ (প্র ৩) বৌমা — (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা চৌধুরী — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৭৬-৭৮।

গৃহবধূর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা ও উপদেশ।

প ২০০৮ (ক) ভক্তি উপহার — (শ্রী) ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ — নব্যভারত, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ২২২-২২৩।

"পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু দাদা মহাশয়ের শ্রীচরণে তাঁহার ভ্রাতার [sic] প্রদত্ত ভক্তি উপহার।"

"হে দেব! সদাই তব অমিয় পূরিত বাণী,
গভীর, প্রশান্ত, সৌম্য, মধুর মুরতিখানি
ভাসিয়ে মানসাকাশে, আহা! এই সসাগর
ঘুচায়ে শতক ব্যথা, লাঘবে হৃদয়ভার।"

প ২০০৯ (ক)	যুগল দৃশ্য (১) সুচারুভাষিনী	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	সৎসঙ্গ, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১০৩-১০৪।
প ২০১০ (ক)	রাজা রামমোহন	(শ্রীমতী) বিনোদিনী সেন	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১৯৬-১৯৮।

"গত ২৭-এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজে রাজা রামমোহন রায়ের ৬৫ বার্ষিক মহোৎসবে পঠিত।"

"হে দেব,
ঘোর অত্যাচারে যবে,
ব্যতিব্যস্ত ছিল সবে,
জ্বলিত অশান্তি বহ্নি প্রতি ঘরে ঘরে..."

প ২০১১ (প্র ৯)	লুপ্ত নগরী (সচিত্র)	(শ্রীমতী) অবলা বসু	মুকুল, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৫১-৫৫।

নেপলস্ ও পম্পেই লুপ্ত শহরদুটির সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইটালীর দক্ষিণ প্রদেশে বিসুবিয়স্ পর্বত থেকে অগ্নিবৃষ্টিতে এই দুটি নগরীর ধ্বংস হয়েছে।

প ২০১২ (ক)	শেষকথা	মানকুমারী বসু	সাহিত্য, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ২৬৩।

সখীর উদ্দেশ্যে কোন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষকথা।

প ২০১৩ (ক)	শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৪-৫ [১০০-১০১]।

শ্রীরাধার বিরহ দশার বর্ণনা।

প ২০১৪ (ক)	সন্ধ্যাতারা	(শ্রী) ঊষাবতী দেবী, নপাড়া	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১৯৯-২০০।

"হাসিতে হাসিতে অচল ধামেতে,
তপন আপন লুকায় কায়;
সুরক্তিম সেই কিরণ মেখলা,
সাজায়ে সুন্দর ধরণী গায়।..."

প ২০১৫ (ক)	সন্ধ্যাবালা	নিস্তারিনী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫) । পৃঃ ১৫৭-১৫৮।
	সন্ধ্যাকালীন প্রকৃতির বর্ণনা।		
প ২০১৬ (প্র ৯)	সাধ্বী সতী ভক্তিমতী হরিদাসী বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী	অনামা	মুকুল, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ২০-২৩।
	সতী হরিদাসীর জীবন বৃত্তান্ত।		
প ২০১৭ (প্র ১০)	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৭৩-৭৪।
	দেশ-বিদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন ব্যক্তি বিষয়ে ও নানা সাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।		
প ২০১৭ ক (প্র ৩)	সাম্য ও স্বাধীনতা	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা— মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	সৎসঙ্গ, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১২০-১২৪।
	সামাজিক চিন্তামূলক প্রবন্ধ। স্ত্রীশিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিতা রমণীদের উদ্দেশ্যে সাম্য ও স্বাধীনতার বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে।		
প ২০১৮ (ক)	স্নেহের "ঝড়ু"	শ্রীমতী সু—, ভাগলপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]	মহিলা, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১৮।
	শোককবিতা।		
(প ১৯৪০.৪) (প্র ২)	স্বপ্নে দীক্ষা [ক্রমশঃ]	(রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	পন্থা, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ১১৫-১১৮।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৪র্থ কিস্তি।		
(প ১৯৮৯.২) (গ)	হীরার খনি [ক্রমশঃ]	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৮১-৮৩।
	ক্রমশঃ প্রকাশিত উপদেশমূলক গল্প। ২য় কিস্তি।		

১৩০৫ ভাদ্র (১৮৯৮)

প ২০১৯ (ক)	গান আঁখি...]	ী দেবী	ভারতী, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৪৩২।

দুঃখের গান।

প ২০২০ (প্র ৬)	চিতল মাছের সটু	(শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	পুণ্য, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৪৫৫-৪৫৬।

উপকরণ, পরিমাণ, প্রস্তুত প্রণালী, গুণাগুণ, মোট সময় ও ব্যয় উল্লেখে খাদ্যপাক লিপিবদ্ধ।

প ২০২১ (ক)	জন্মদিনের উপহার	(শ্রী) সরলা দত্ত [সরলাবালা দত্ত]	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৯৪-৯৫।

সূচীপত্রে উল্লিখিত লেখিকার নাম "সরলাবালা দত্ত"। শিশুকন্যাকে মায়ের আশীর্বাদ।

প ২০২২ (গ)	ঠাকুরের রাগ	(শ্রীমতী) স্বর্ণলতা চৌধুরী	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৯৪।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর ঝগড়াকে অবলম্বন করে লেখা হাস্যকর গল্প।

প ২০২৩ (প্র ৬)	নারিকেলের দোদল	(শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	পুণ্য, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৪৫৩-৪৫৪।

উপকরণ, পরিমাণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও মোট ব্যয় উল্লেখে খাদ্যপাক পরিবেশিত।

প ২০২৪ (ক)	পরলোক	(শ্রী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার]	উৎসাহ, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ২১২-২১৫।

"বলো না মিথ্যা, বলো না ভাই,
মিনতি তোমারে করি।
দারুণ তপ্ত, তিয়াসী জনের—
স্নিগ্ধ শীতল বারি।..."

প ২০২৫ (ক)	পাপে সুখ নাই	শ্রীমতী শ—	মহিলা, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৪৬।

অনুতাপ দগ্ধ কোন পাপীর পবিত্র জীবনযাপনের ইচ্ছে ব্যক্ত হয়েছে।

"দেখ্‌রে হৃদয় দেখ একবার,
পাপের জীবনে সুখ আছে কার,
দেখ্‌রে দুর্দ্দশা পাপী মানবের,
অনুতাপে দগ্ধ অন্তর যাদের,..."

(প ২০২৬.১) প্রভাতী | অম্বুজা | বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)
(উ) [ক্রমশঃ] [অম্বুদাসুন্দরী দাসগুপ্তা] । পৃঃ ১৬৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি। ধর্মের জীবন্ত মূর্তি প্রভাতীর দুঃখময় জীবনকাহিনী।

প ২০২৭ প্রার্থনা | শ্রীমা | বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)
(ক) [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ১৮৮-১৮৯।

"অতি অল্পদিন হইল কলিকাতা প্রবাসী মাতৃভূমির কয়টি উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িয়াছেন ডাক্তার অমূলচরণ বসু, উকিল গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রভৃতি তাহারই মধ্যে। তদুপলক্ষে এই কবিতাটি লিখিত।"

প ২০২৮ প্রেমের দেবতা | (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] | পন্থা, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)।
(প্র ২) পৃঃ ১৫২-১৫৬।

ভক্তিমূলক প্রবন্ধে প্রেমের দেবতা শ্রী গৌরাঙ্গের প্রেমবর্ণনা করা হয়েছে।

প ২০২৯ ফুলবন | (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা | নব্যভারত, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ২৭৭-২৭৮।

"মধুর অপরাজিতা ফুল্ল উপবনে
আঁধারে ছড়ায়ে দিয়ে একরাশ চুল,
পুঁজিছে প্রেমাশ্রু দ্বারা নক্ষত্র কিরণে
পুরবী রাগিনী ঢেলে ক্লান্ত অলিকুল।..."

প ২০৩০ বর্ত্তমান নারীদিগের কর্ত্তব্য | শ্রীমতী হে, ভাগলপুর | মহিলা, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)।
(প্র ৩) পৃঃ ৪৪-৪৬।

বিশ্বজননীর কন্যা নারীজাতিকে তাঁদের সতীত্ব, স্বর্গীয় ভালবাসা ও সেবায় সংসারের মঙ্গলসাধন করার কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পূর্বকালের আর্যনারীদের কথা আলোচিত হয়েছে।

প ২০৩১ বর্ষাকাল | (শ্রীমতী) কাদম্বিনী দাসী | অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)।
(প্র ৯) পৃঃ ৯১-৯৩।

বর্ষার বর্ণনা।

প ২০৩২ বিবিধ প্রসঙ্গ | সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] | অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)।
(প্র ১০) পৃঃ ৮৫-৮৬।

দেশ বিদেশের নানা বিচিত্র খবর পরিবেশিত হয়েছে।

প ২০৩৩ (প্র ৩) বিলাতের কুসংস্কাব — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ১০৮-১০৯।

বিলাতের কতকগুলি কুসংস্কারের কথা বলা হয়েছে।

প ২০৩৪ (ক) বিহ্বল গৌরাঙ্গ — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ১২-১৩ [১৪০-১৪১]

কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অবস্থা বিষয়ক।

প ২০৩৫ (প্র ৬) মাংসের বোম্বাই কাবি — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৪৫৭।

উপকরণ, প্রণালী, গুণাগুণ ও ব্যয় এই কয়েকটি পর্বে খাদ্যপাক পরিবেশিত হয়েছে।

প ২০৩৬ (ক) মানবের ভাগ্যলিপি (মানবেরি লেখা) — (শ্রীমতী রানী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] — পন্থা, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ১৩৩-১৩৪।

"স্রোতের তৃণের মত যেয়ো না ভাসিয়া।
বর্ত্তমান নহে নহে উপাস্য নরের।
কোরোনা ভবিষ্যে ভুল অদৃষ্ট ভাবিয়া,
সৃজিত সে তোমারই আপন করের।..."

প ২০৩৭ (প্র ৩) রমণী হৃদয়ের বল — (শ্রীমতী) নবশশী দেবী — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৮৬-৯০।

হৃদয়েব শক্তিতেই রমণী কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়ে কার্যসাধনে সমর্থা হয়।

প ২০৩৮ (ক) রমণীর ব্রত — (শ্রী সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৯৫-৯৬।

রমণীকুলের আত্মত্যাগ, ভালবাসা, প্রেম ও প্রীতি প্রভৃতি সদগুণাবলীর দ্বারা আপন কর্ত্তব্যসাধন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

"বাঁধি মোরা বোন সাগরের তীরে ধূলা দিয়ে ঘর,
রঙ্গিন বসন, বঙ্গের ভূষণে ভুলে থাকি নিরন্তর।
দিবা কেটে যায়, আসে নিশীথিনী থাকে না কিছুই জ্ঞান,
ধূলার মাঝার খেলার জীবন করি মোরা আবাহন।..."

প ২০৩৯ (গ) লক্ষ টাকার এককথা — (শ্রী) শোভনাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৪৩১-৪৩৭।

জয়পুরী উপদেশমূলক গল্প। শিক্ষণীয় উপদেশ হল ঃ "কোন গুপ্ত কথা স্ত্রীলোককে বলিবে না।"

প ২০৪০ (ক) শিশু (স্বর্গীয়া) প্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] সাহিত্য, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৩১২।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

(প ২০৪১.১) (প্র ৯) শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত্রাভাষ ঃ বাল্য [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ১৬৬-১৭১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনা।

প ২০৪২ (ক) সায়ংকাল। (অসংযুক্ত বর্ণ) শ্রীমতী মহিলা, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ৪৭।

কবিতায় সংযুক্ত বর্ণবিশিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়নি।

"দিবা অবসান, ধীরে ডুবিছে তপন।
রবিরাগে নভোদেশ লোহিত বরণ।।
ফুটিছে কুসুমকলি হাসিছে কানন।
বহিছে সুবাস ধীরে ধীরে সমীরণ।।..."

প ২০৪৩ (ক) সৃষ্টিরহস্য নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী নব্যভারত, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ২৭৭।

অনন্ত সৃষ্টির অসীম রহস্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

(প ১৯৪০.৫) (প্র ২) স্বপ্নে দীক্ষা [ক্রমশঃ] (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৮ (ভা ১৩০৫)। পৃঃ ১৫৭-১৬১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৫ম কিস্তি।

১৩০৫ আশ্বিন (১৮৯৮)

প ২০৪৪ (ক) আমি কেন অসুন্দর (শ্রীমতী) রেবা রায় [রেবা রাই, কটক] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৬০-২৬১।

পতিহীনা সতীনারীর সুন্দরতাহীন রূপের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২০৪৫ (প্র ৩) উন্নতি ও অবনতি (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা— মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] ঋষি, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ৯৮-১০১।

দয়া, মমতা, সহিষ্ণুতা ও প্রেমের প্রতিমূর্তি হিন্দুরমণীরা নিজেদের আদর্শ ভুলে যেভাবে আধুনিকতার নামে অধার্মিক ও স্বেচ্ছাপরায়ণ হয়ে জাতীয়তা বিসর্জন দিয়ে অবনতির পথে চলেছে তার আলোচনা।

প ২০৪৬ (প্র ৬) কাসুন্দি মাছ (সচিত্র পাক) প্রজ্ঞাসুন্দরী [প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী] পুণ্য, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ৭৯-৮০।

উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও ব্যয় এই কয়েকটি পর্যায়ে ভেটকী মাছ রন্ধন প্রণালী।

প ২০৪৭ (ক) খোকার বিদায় (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৬১-২৬২।

সন্তান বিরহে মায়ের দুঃখ।

প ২০৪৮ (প্র ৩) গৃহস্থের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব স-বা-দেব, দেরাদুন বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৩৮-২৪৩।

আর্যজাতির জীবনের চারটি আশ্রমের মধ্যে একটি গৃহস্থাশ্রম। এই গৃহস্থাশ্রমে পালনীয় গৃহধর্ম ও এর শক্তিস্বরূপিনী স্ত্রীজাতির কর্তব্য বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ২০৪৯ (প্র ৩) গৃহের আমোদ (শ্রীমতী) সুখতারা দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ১০২-১০৩।

মনকে সতেজ রাখার জন্য গৃহে আমোদ বা আনন্দের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক।

প ২০৫০ (প্র ৩) চীনরমণী সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ১১০-১১২।

চীনদেশীয় রমণীদের আচার-ব্যবহার, কাজ-কর্ম সামাজিক নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ২০৫১ (ক) তুমি-আমি (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৬০-২৬১।

বিশ্বপ্রেমবন্ধনে সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প ২০৫২ (ক) তোরা কি আমার? (শ্রী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] প্রদীপ, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ৩২৫।

পৃথিবীর নশ্বরতা ও সর্বশক্তিমানের উপস্থিতির অনুভব।

প ২০৫৩ (প্র ৬) দয়ে বড়া প্রজ্ঞাসুন্দরী [প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী] পুণ্য, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ৮১।

উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও মোট ব্যয়ের উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২০৫৪ (ক) দুর্গোৎসব (শ্রীমতী) ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৬২-২৬৩।

"চৌপাশে দোকানপাট, নব অভিনব ঠাট,
আমোদ প্রমোদ রঙ্গ কত বাজি খেলা;
সুচিকণ, মনোহর, রঙ্গিন বসনহার,
শিশুমন মোহকর খেলনার মেলা!..."

প ২০৫৫ (ক) দুদিনের তরে — শ্রীমতী — মহিলা, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ৬৬-৬৭।

ক্ষণস্থায়ী ভবসংসারে দু'দিনের আত্মীয়স্বজনের বন্ধন ও আনন্দকে কেন্দ্র করে লেখা।

(প ২০৫৬.১) (গ) পুষ্প [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) উষাবালা দেবী — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ১০৪-১০৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ১ম কিস্তি। পুষ্পনামে কোন এক বালিকার মহৎ ব্যবহারের ফলে বিপন্ন এক চোরের জীবনের আমুল পরিবর্তনের কাহিনী।

(প ২০২৬.২) (উ) প্রভাতী [ক্রমশঃ] — অম্বুজা [অম্বুদাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন কা ১৩০৫)। পৃঃ ২১৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

(প ২০৫৭.১) (গ) বসন্ত ও মালতী (সত্যঘটনা অবলম্বনে) — (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিং — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ১১৪-১২০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক গল্প। ১ম কিস্তি।

প ২০৫৮ (ক) বাঞ্ছা — (শ্রী) সরলা দত্ত — বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ২৬৩।

"বাসনা হয়েছে মনে
মিশিব সাগর সনে
কত দেশে যাব।..."

প ২০৫৯ (প্র ৬) বিদ্যাসাগর বরফি — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ৭৭-৮৯।

উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২০৬০ (ক) বিধবা — (শ্রী) নীরদবালা রায় — অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ৬৬-৬৭।

বিধবা নারীর দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে।

প ২০৬১ (ক) বিধবা — শ্রীমতী — মহিলা, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ৬৭-৬৮।

"কে ওই ললনা, বল না বল না,
আঁধার মুখেতে ওই।
সুখের কামনা, মনের বাসনা,
হৃদয়ে উহার কই।।..."

প ২০৬২ (ক-গা) বিমলহৃদয় (শ্রী) ভূপেন্দ্রবালা দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ৫০।

"তোমার ও বিমল হৃদয়..." গানটি কবিতাকারে পরিবেশিত।"

প ২০৬৩ (ক) বিশ্বের হৃদয়যন্ত্র (শ্রীমতী রানী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ১৬৫।

যুগ্ম হৃদয়ের মিলনে বিশ্ব হৃদয়যন্ত্রের আনন্দ উপলব্ধি।

প ২০৬৪ (গ) বীরাঙ্গনা সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ১০০-১০২।

কোমল স্বভাবা রমণীর অসীম তেজ ও সাহসীকতার আলোচনা। এই প্রসঙ্গে রানী লক্ষ্মীবাই, রানী দুর্গাবতী প্রভৃতির কথা ও ত্রিপুরার রাজমহিষীর বীরত্বের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

প ২০৬৫ (ক) ভাইফোঁটা (শ্রী) বনলতা দেবী [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ২২৯-২৩০।

ভাইফোঁটা উপলক্ষে লিখিত।

প ২০৬৬ (প্র ১০) ভিক্টোরিয়া নারী বিদ্যালয় অনামা মহিলা, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ৬৯-৭০।

"মাসিক সাহায্যদান।" আচার্য কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় নারীদের শিক্ষাদানকল্পে ভিক্টোরিয়া নারী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর স্বর্গারোহনে এই সংস্থার আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য সাহায্যের আবেদন।

(প ১৯৮১.২) (প্র ৩) রমণী জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব [ক্রমশঃ] (শ্রী) বসন্তকুমারী দাসী মেদিনীপুর অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫)। পৃঃ ১১২-১১৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২০৬৭ (ক) শরতে সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ১০৯।

শরত প্রকৃতির বর্ণনা।

প ২০৬৮ (ক) শিশু শ্রীমতী মহিলা, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ৬৮-৬৯।

"দেবকন্যা শিরশোভা কুসুমরতন,
পড়েছ কি শিশুরূপে এই ধরাতলে,
স্বর্গের কুসুমদল

হয় কি এত নির্ম্মল,
এ হেন লাবণ্য সুধা তাতে কি উছলে..."

প ২০৬৯ (ক)	শিশু	(শ্রী) স্বর্ণলতা ঘোষ	অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ১০৭-১০৮।

"কি মধুর জীবন তোমার,
কি সুখের স্বপনে বিভোর,
জননীর কোলে দিবারাতি,
হাসিয়া খেলিয়া কাটে তোর।..."

প ২০৭০ (ক)	সংসার	শ্রীমতী শ	মহিলা, .১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫) । পৃঃ ৬৯।

সংসারের স্নেহ, প্রেম, মমতা ও অনিত্যতার উপলব্ধি।

প ২০৭১ (প্র ৭)	সঙ্গীত। নিরাশা ঃ [কুসুমহার কেন গাঁথিনু...]	(শ্রীমতী) হেমাঙ্গিনী দেবী	আলোচনা, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫).। পৃঃ ৮৮।

ঝিঁঝিট-একতালা-য় স্বরলিপি উল্লিখিত।

প ২০৭২ (প্র ২)	সৌন্দর্য্য ও ঈশ্বরপ্রীতি	শ্রী	পুণ্য, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫) । পৃঃ ৩৮-৪৬।

সৌন্দর্য্য সোপানের সহায়তায় ঈশ্বরের দিকে মনকে নিয়ে যাবার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

(প ১৯৪০.৬) (প্র ২)	স্বপ্নে দীক্ষা [ক্রমশঃ]	(রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	পন্থা, ১৮৯৮ (আশ্বিন-কা ১৩০৫) । পৃঃ ২০৭-২১৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ২০৭৩ (প্র ৭)	স্বরলিপি ঃ হিন্দি গান ঃ [বাজুরে মোন্দেরে বাজুরে...]	(শ্রীমতী) প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী]	বীণা-বাদিনী, ১৮৯৮ (আশ্বিন ১৩০৫)। পৃঃ ৪৫-৪৮।

ইমনকল্যাণ-কাওয়ালী-তে গানটির স্বরলিপি পরিবেশিত।

১৩০৫ কার্ত্তিক (১৮৯৮)

প ২০৭৪ (ক)	অজ্ঞাতে	প্রিয়ম্বদা দেবী	ভারতী, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৬৭৫-৬৭৬।

"আমি ত জানিনে কোন্ সোনার সন্ধ্যায়
এসেছিলে, হে সুন্দর, নীরবে নির্জ্জনে;

কেমনে পশিয়াছিলে শব্দহীন পায়
প্রথম মলয়সম নিভৃত জীবনে।...”

প ২০৭৫ (ক) কোজাগর লক্ষ্মীপূজা (শ্রীমতী) বসন্তকুমারী দাসী নির্ম্মাল্য, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৩৫-২৩৬।

“শারদ গগনে আজি উদিত পূর্ণিমা শশী।
কৌমুদী মাখিয়া ধরা আনন্দে যেতেছে ভাসি।।
চাঁদে ঘেরি যত তারা, আনন্দিত সবে তারা,
রজত কিরণ ছটা, ছড়াইয়া রাশি রাশি।...”

(প ১৭৪৮.৬) (প্র ৯) ক্রোড়পত্র ঃ স্বর্গগতা দেবী অঘোর কামিনীর পত্রাবলী (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) [ক্রমশঃ] *অঘোরকামিনী দেবী মহিলা, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৯৭- [ ]।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি।

প ২০৭৬ (ক) চাঞ্চল্য (শ্রী) প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৬৪৮।

মানুষের জীবনে আরম্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে চাঞ্চল্যের পদযাত্রার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প ২০৭৭ (ক) জননী আমার (শ্রীমতী) কুমকুমকুমারী মিত্র নির্ম্মাল্য, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৩৬-২৩৭।

“জননী আমার!
কেমনে শুনিব মাগো! তব স্নেহধার!
তোমার স্নেহের কাছে,
আর কি অমৃত আছে—
তুমি মাগো মন্দাকিনী-হৃদি সাহারার!...”

প ২০৭৮ (প্র ৯) দেশান্তরিত ফরাসী (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা [প্রিয়ম্বদা দেবী] ভারতী, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৬৪৯-৬৫৪।

ফরাসী ভদ্রলোক মি. লুই. ডি. রোজমণ্ট নামক অসাধারণ এক ব্যক্তির নিরুদ্দেশের কাহিনী। অর্থোপার্জনের জন্য প্রাচ্য দেশে তাঁর আগমন ঘটে ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ সমুদ্রে তাঁর হারিয়ে যাবার কাহিনী 'Wide World Magazine' নামক পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

প ২০৭৯ (ক) নীলাচল যাত্রা (শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৮ (কা-১৩০৫)। পৃঃ ২-৫।

[১৯৯-২০০]

জীবের কল্যাণে ও শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে।

প ২০৮০ (প্র ৯) পতির নিকট লিখিত পত্র — হরিদাসী, মধুপুর — মহিলা, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৯৫-৯৬।

"রোগশয্যায় থাকিয়া স্বর্গগতা হরিদাসী এই পত্র লিখিয়াছিলেন।"

প ২০৮১ (ক) প্রত্যাগমন — (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী — ভারতী, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৬৫৮-৬৫৯।

অপূর্ণ, ব্যর্থ বাসনাময় জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে জাহ্নবীর জলে প্রাণ উৎসর্গ করতে গিয়ে শ্রী ভগবানের প্রতিবিম্ব জলে প্রতিভাত দেখে বিফল মনোরথে প্রত্যাগমন বিষয়ক।

প ২০৮২ (প্র ২) প্রার্থনা — হরিদাসী [হরিদাসী, মধুপুর] — মহিলা, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

প ২০৮০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। "রোগসজ্জায় শায়িতা স্বর্গগতা হরিদাসীর প্রার্থনা।"

প ২০৮৩ (ক) প্রেম-কোজাগর — (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী — ভারতী, ২৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৬৫৮-৬৫৯।

"ওগো নরনারায়ণ,
কেন বিছাইলে আসি অনন্ত শয়াণ
আমার জীবন পরে? এ দীন আসন
নহে যোগ্য তব!..."

প ২০৮৪ (ক) বলিলে বলিও — (শ্রী) শৈলবালা চৌধুরী — নির্ম্মাল্য, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৩৫।

"বলিলে বলিও তাঁরে নাহি ভালবাসি,
দেখাইতে ভালবাসা নাহি অভিলাষী।
আমায় 'আমিত্ব' দিয়া, আপনাকে বিলাইয়া,
পূজি আমি ও চরণে, আমি তাঁরি দাসী!..."

প ২০৮৫ (ক) বিদেশী পুষ্প সৌরভ [১] শান্তির নিকট হতে — (শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] — কোহিনূর, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

"Bid adieu my sad heart bid adieu 'o thy peace!..." –Cowper-এর কবিতার অনুবাদ।

প ২০৮৬ (ক)	ম্লানিমা	(শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী	ভারতী, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৬৪৮-৬৪৯।

কঠিন যুদ্ধের শেষে জীবনের ধূসর বিবর্ণ দশা ও অসন্তোষে বিশুষ্ক অন্তর বেদনার কথা।

প ২০৮৭ (গ)	লীলা (সচিত্র)	(শ্রীমতী) সরলা রক্ষিত, বি.এ	মুকুল, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ১০৭-১১০।

শিক্ষামূলক গল্প।

(প ২০৪১.২) (প্র ৯)	শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত্রাভাষ : অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পূর্ণিমা, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ২৭১-২৭৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২০৮৮ (ক)	সন্ধ্যায়	শ্রীমতী অ-, কলিকাতা	মহিলা, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৯৩।

সন্ধ্যা প্রকৃতির বর্ণনা ও সে সময়ে প্রাণে এক ঐশ্বরিক অনুভূতির অনুভবের কথা।

"স্বচ্ছ নীল শরৎ আকাশে,
একটি তারকা যবে ওঠে
চৌদিকে আঁধার ঘিরে আসে,
শেফালী রজনীগন্ধা ফোটে।..."

প ২০৮৯ (প্র ৯)	সাইবীরিয়া	(শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী	ভারতী, ১৮৯৮ (কা ১৩০৫)। পৃঃ ৬২৬-৬৩৮।

Meigrian সাহেব প্রণীত *'From Paris to Pekin [sic]* over Siberian Snows'–নামক গ্রন্থটি থেকে অনুবাদ।

গ্রন্থকার ১৮৭৩ সালের আশ্বিন মাসে প্যারিস থেকে রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী সেন্ট পিটাসবার্গ-এ যাত্রা করেন। এখান থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে ভল্‌গা নদী অতিক্রম করে সাইবেরিয়ার নিবিড় অরণ্যপথের মধ্য দিয়ে বৈকাল হ্রদ পার হয়ে মঙ্গোলিয়ার গবি মরুভূমি অতিক্রম করেন এবং অবশেষে চীনের রাজধানীতে প্রবেশ করেন। তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্তে যাত্রাপথে সাইবেরিয়ার অন্তহীন নিবিড় বন অতিক্রমের বর্ণনা ও সাইবেরিয়ার তৎকালীন ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

১৩০৫ অগ্রহায়ণ (১৮৯৮)

প ২০৯০ (ক) অনাথ বালক (শ্রীমতী) লজ্জাবতী বসু মুকুল, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৩।

"পথপার্শ্বে ওই অনাথ বালক
দাঁড়ায়ে সঙ্কোচভরে
যার কাছে যায় সেই গো ঘৃণায়
তাড়াইছে অনাদরে...।"

প ২০৯১ (ক) আকুলগীতি (শ্রী) নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ৩০৬-৩০৭।

অতীত প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

প ২০৯২ (ক) আত্মপ্রতি (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পন্থা, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ২২৯-২৩০।

"অসার বিষয় জালে রে অবোধ মন,
মগন হইয়া কেন রয়েছ এমন?
অমিয়া বলিয়া যারে পিয়িতেছ বারে বারে,—
সে নহে অমৃত শুধু গরল ভীষণ।..."

প ২০৯৩ (প্র ৩) একালের শ্বাশুড়ী বউ (শ্রীমতী) সত্যবতী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ২৭৪-২৭৮।

শ্বাশুড়ী ও বধূমাতার পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রবন্ধে একালের দু'ধরনের বধূর চিত্র ফুটে উঠেছে। এক শ্রেণী হল ১১/১২ বছরের অশিক্ষিতা বউ—যাঁরা শ্বাশুড়ী তথা শ্বশুরবাড়ীর ভালবাসার অভাবে ও নৃশংস ব্যবহারে স্বাধীন হতে চায় এবং ফলে সংসার ভেঙ্গে যায়। অন্য শ্রেণীর বধূরা হলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাভিমানী—তাঁরা শ্বাশুড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। আলোচ্য প্রবন্ধে এই দুই শ্রেণীর প্রতি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ২০৯৪ (গ) কয়েক ফোঁটা তেল (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৮-১২৯।

উপদেশমূলক গল্প।

প ২০৯৫ (প্র ৬) ডিমের মুলুক্তানি সুপ (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৬-১২৭।

উপকরণ, প্রণালী ও ভোজনবিধি উল্লেখে খাদ্যপাক লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প ২০৯৬ (ক) দিদির আশীর্ব্বাদ (শ্রীমতী) ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ মুকুল, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৬-১২৭।

"শিশু সুকুমার 'সরল কুমার'
তুমি গৃহ-উপবনে,
হৃদয় জুড়ায়ে সুবাস ছড়ায়ে
ফুটে আছ নিজ মনে।..."

প ২০৯৭ (প্র ৬) নারিকেলের ছাঁচ (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৬-১২৭।

উপকরণ, প্রণালী, পরিমান ও আনুমানিক ব্যয়ের উল্লেখে খাদ্যপাক লিপিবদ্ধ।

প ২০৯৮ (প্র ৬) নিমকি (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী [প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী] পুণ্য, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৭।

উপকরণ, প্রণালী ও পরিমান উল্লেখে খাদ্যপাক পরিবেশিত।

প ২০৯৯ (ক) পবিত্র শিশু (শ্রী) বিনোদিনী সেন বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ৩০৩।

"আমার নিকটে কেন পাঠাইলে প্রভু,
উদার পবিত্র এই অকপট শিশু।
শিশুর পালন এতো বিষম কঠিন,
কি করিব আমি ঘোর মূঢ় জ্ঞানহীন।..."

প ২১০০ (ক) পারিনা অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ৩০৩-৩০৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা। বামারচনাভুক্ত।

"আজি মোর শূন্য প্রাণ;
কেমনে গাহিব আশার গান?
কেমনে যাইব কাছে?..."

(প ২০৫৬.২) (গ) পুষ্প [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) উষাবালা দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৫-২৯৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ২য় কিস্তি।

(প ২০২৬.৩) (উ) প্রভাতী [ক্রমশঃ] অম্বুজা [অম্বুদাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ২৯৪-২৯৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

(প ১৯৪৯.২) (প্র ২) প্রেম [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] সৎসঙ্গ, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ২২৬-২২৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্মীয় প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ২২০১.১) প্রেমের গৌরাঙ্গ (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)
(প্র ৯) [ক্রমশঃ] [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] । পৃঃ ২৯১-২৯৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। ভক্তিমূলক প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও চরিত্রমহিমা ফুটে উঠেছে।

প ২১০২ প্রেমের দেবতা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৮
(ক) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] (অ ১৩০৫)। পৃঃ ৫৫-৫৬।

(প ২০৫৭.২) বসন্ত ও মালতী (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)।
(গ) (সত্যঘটনা অবলম্বনে) চন্দ, ময়মনসিং পৃঃ ১২৯-১৩২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক গল্প। ২য় কিস্তি।

প ২১০৩ বিবিধ প্রসঙ্গ সম্পাদিকা [বনলতা অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)।
(প্র ১০) বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর পৃঃ ১২১-১২৩।
মহিলাশ্রম]
দেশ বিদেশের নানা সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

প ২১০৪ মৃত্যু (শ্রীমতী রানী) মৃণালিনী পন্থা, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)।
(ক) [মৃণালিনী সেন] পৃঃ ২২৮-২২৯।

"নহে মৃত্যু দুদন্ডের অতিথি কেবল,
আমাদের দ্বারে।
নিত্যসঙ্গী অতুলন প্রভাব তাহার
জগৎ সংসারে।..."

প ২১০৫ শিশুর জাতকর্ম্মে শ্রীমতী হে-, কলিকাতা মহিলা, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)।
(ক) [হে-, কলিকাতা] পৃঃ ১১৭-১১৮।
ছোট্ট শিশুর আগমনে আনন্দপ্রকাশ ও পিতৃকুল উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে।

প ২১০৬ সংসার *হরিদাসী, বঙ্গলবাড়ী, মহিলা, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)।
(প্র ১) ১৮৯৭ [হরিদাসী, মধুপুর] পৃঃ ১১৮।
"হরিদাসীর তৃতীয় কন্যার মৃত্যুর পর, তাঁহার পীড়িতাবস্থায় রচিত। ইহা অসম্পূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত।" সংসারের অনিত্যতার উপলব্ধি।

প ২১০৭ সন্তোষ (শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)
(ক) । পৃঃ ৩০৪।
ছোট্ট শিশুর আগমনে সন্তোষ প্রকাশ ও তাঁকে বেঁচে থাকার আশীর্বাদ ধ্বনিত হয়েছে।

প ২১০৮ সমুদ্র (শ্রীমতী) অম্বুজাসুন্দরী দাস বামাবোধিনী, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)
(ক) [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] । পৃঃ ৩০২-৩০৩।

"আহা হা! সমুদ্র তুমি মধুর কি এত!
চলমল নীলাকায়,
উছলি উছলি যায়,
নীল তরঙ্গের মালা নীল পরবত।..."

প ২১০৯ (ক) সাধ (শ্রী) শৈলবালা চৌধুরী নির্ম্মাল্য, ১৮৯৮ (অ-পৌ ১৩০৫) । পৃঃ ২৮৭।

পরপারের আত্মীয়-স্বজন ও সেখানকার অধিষ্ঠিত দেবতা দেখার সাধ।

"সাধ হয়, দেখি নিজে যেয়ে,
কিবা শোভা সেই দেশ ছেয়ে!
কেমন সে বাড়ী খানি তথা,
দেখি, তার কেবা অধিষ্ঠাতা!..."

প ২১১০ (প্র ১) সুখ ও দুঃখ (শ্রীমতী) সরোজিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৩-১২৪।

মানবজীবনে সুখ ও দুঃখের প্রভাব। সুখের হিল্লোলে গা ভাসিয়ে মানুষ অধর্মাচারণ করে কিন্তু দুঃখে নানা সদ্‌গুণের বিকাশ সাধন করে ধর্ম পথে চলতে শেখে।

প ২১১১ (ক) সেইদিন (শ্রীমতী) সরোজিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ১২৭।

মৃত্যুর অপেক্ষায় পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার বিশেষ দিনটির উদ্দেশ্যে রচিত।

(প ১৯৪০.৭) (প্র ২) স্বপ্নে দীক্ষা [ক্রমশঃ] (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। পৃঃ ২৩০-২৩৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৭ম কিস্তি।

১৩০৫ পৌষ (১৮৯৯)

প ২১১২ (ক) আবাহন (শ্রী) নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)। পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২১১৩ (গ) আমার বন্ধু রমেশ (শ্রীমতী) সরলা রক্ষিত বি. এ. মুকুল, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)। পৃঃ ১৩২-১৩৫।

উপদেশমূলক গল্প।

প ২১১৪ (ক) উষা শ্রীমতী চা, কলিকাতা মহিলা, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)। পৃঃ ১৩৯।

উষাকালীন প্রকৃতির বর্ণনা।

"আঁধার আকাশ গায়,
ঊষাকাল শোভা পায়,
কণকবরণ বিভা,
উজল অনল নিভা;.."

প ২১১৫ (ক) কেন? (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৬৩।

দুদিনের জন্য সংসারে ছোট্ট শিশুর আগমন ও বিদায় ব্যথায় জননীর দুঃখ।

প ২১১৬ (প্র ৬) ঝাল কাসুন্দি প্রজ্ঞাসুন্দরী [প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী] পুণ্য, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ২০৭-২০৮।

উপকরণ, প্রণালী, প্রস্তুতকরণের সময় ও ভোজনবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২১১৭ (প্র ৬) দুধের হালুয়া প্রজ্ঞাসুন্দরী [প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী] পুণ্য, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ২০৯।

উপকরণ, প্রণালী, আনুমানিক ব্যয় ও গুণাগুণের উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২১১৮ (প্র ৭) পারিবে কি? (শ্রীমতী) অবলা বসু মুকুল, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)। পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

সচিত্র বুদ্ধির খেলা।

প (২০৫৬.৩) (গ) পুষ্প [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) ঊষাবালা দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)। পৃঃ ১৩৬-১৩৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

(প ২০২৬.৪) (উ) প্রভাতী [ক্রমশঃ] অম্বুজা [অম্বুদাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩১৪-৩১৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ২১১৯ (ক) প্রাণের পূজা অম্বুজাসুন্দরী দাস, "প্রীতি ও পূজা রচয়িত্রী" [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২১২০ (প্র ২) প্রার্থনা (শ্রী) ইন্দিরা বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৬৪-৩৬৫।

"১১ই মাঘ ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে।"

(প ২১০১.২) (প্র ৯) প্রেমের গৌরাঙ্গ (৪০৭ সংখ্যার পর) [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩২৯-৩৩১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

(প ২০৫৭ ৩) বসন্ত ও মালতী (শ্রীমতী) শর্ম্মিষ্ঠা অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)।
(গ) (সত্যঘটনা চন্দা, ময়মনসিং পৃঃ ১৪১-১৪৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক গল্প। ৩য় ও শেষ কিস্তি। প্রথম কিস্তি (প ২০৫৭.১) থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

প ২১২১ বিদায়গাথা (শ্রী) কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী নব্যভারত, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)
(ক) [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ৪৫৯-৪৬০।

জীর্ণ ও পুরাতনের বিদায়গান।

প ২১২২ বিবিধ প্রসঙ্গ সম্পাদিকা অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)।
(প্র ১০) [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৩-১৩৪।
বরাহনগর মহিলাশ্রম]

দেশবিদেশের নানা প্রসঙ্গ।

প ২১২৩ ভারত হিতৈষিনী বরাহনগর-হিন্দু বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা
(প্র ১০) কুমারী ই, এ, বিধবাশ্রমবাসিনী ১৩০৫)। পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।
ম্যানিং বিধবাগণ, বরাহনগর

"অভিনন্দনপত্র ঃ রমণীকুল বরনীয়া মাননীয়া কুমারী শ্রীমতী ম্যানিং মহোদয়া উদার হৃদয়াসু-

প ২১২৪ ভালবাসা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)।
(প্র ১) মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী পৃঃ ৩৩৭-৩৪০।
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]

"...১৩০৫ সালের কার্ত্তিকের 'নব্যভারতে' পিতৃপ্রতীম [sic] শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় 'সুধা না গরল' শীর্ষক প্রবন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'প্রেম সুধা না গরল'? আমরা বলি যে ভালবাসা (প্রেম) সুধাও নহে গরলও নহে, — বিষামৃত একত্রে মিলন।..."

প ২১২৫ ভূমিকম্প (শ্রী) সুরমাসুন্দরী ঘোষ, অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)।
(ক) ময়মনসিং পৃঃ ১৩৮-১৪০।

"পাঁচটা বেজেছে প্রায় সায়াহ্ন সময়,
যে যাহার নিজকাজে ব্যস্ত সমুদায়।
বালক বালিকাগণ
খেলায় দিয়াছে মন,
কোট, সার্ট পরি গায়, বুট দিয়ে পায়
সেবিতে নির্ম্মল বায়ু বাবুদল যায়।..."

প ২১২৬ (ক) মাঘোৎসব উপলক্ষে (শ্রী) মোক্ষদাসুন্দরী, কাকীনা [মোক্ষদাসুন্দরী ঘোষ, কাকিনীয়া] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৬৫-৩৬৬।

প ৫৩৯ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"আবার আসিল ঘুরে সমবৎসর পরে,
প্রিয়তম মাঘোৎসব আমাদের তরে।..."

প ২১২৭ (প্র ৬) মাছের দম্পক প্রজ্ঞাসুন্দরী [প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী] পুণ্য, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ২১০-২১১।

উপকরণ, প্রণালী ও গুণাগুণ উল্লেখে খাদ্যপাক লিপিবদ্ধ।

প ২১২৮ (ক) যাও (শ্রী) ভুপেন্দ্রবালা দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ১৭০-১৭২।

রমণীর নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতিদানে কঠোর সংসাবে একাকী যুদ্ধ করার জন্য মনোবেদনা।

প ২১২৯ (ক) যৌতুক অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৪৬-৩৪৭।

"স্নেহের ভগিনী চারুশীলার শুভবিবাহে।... সেই দিদি।"

"মা বাপের সোহাগের বালিকা সরলা,
পবিত্রতা-মাখামুখ
প্রভাতী মল্লিকাটুক।..."

প ২১৩০ (প্র ৩) শিশু সংগঠন (শ্রীমতী) সারল্যময়ী দাসী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)। পৃঃ ১৩৪-১৩৬।

শিশু প্রকৃতি গঠনে ও তাঁর শিক্ষাদানে পিতামাতার ব্যবহার ও শিক্ষার ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা।

প ২১৩১ (ক) শেষ কথা পঙ্কজকুমারী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৬৮।

"এই রমণী কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন—ফুটিতে না ফুটিতে ১৬ বর্ষ বয়সে কালক্রোড়ে অদৃশ্য হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ২টি কন্যার বিয়োগ শোক পাইয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় ইহার শক্তি ইহার সহোদরা 'হাসি ও অশ্রু'র রচয়িত্রী সরোজকুমারীতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বা, বো, স।"

পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে মনোবাসনা।

"যেতে হবে যেতে হবে দূর দুরান্তর মাঝ,
শেষ বিদায়ের কথা বলিতে এলাম আজ।
যেতে হবে বেলা শেষে যখন নিভিবে রবি,
খেলাধূলা হবে শেষ আমার জুড়াবে সবি।..."

প ২১৩২ (ক-গা)	সঙ্গীত	(শ্রী) মোক্ষদাসুন্দরী	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৬৭।

"সুর—মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ওরে আমার মন ভ্রমরা।
কেনরে বেড়াস ছুটে হয়ে পাগলপারা।..."

প ২১৩৩ (প্র ১)	সরলতা	শ্রীমতী—	মহিলা, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)। পৃঃ ১৪০।

নিরাপদ সংসার যাত্রায় সরলতার অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা ও 'সরল হৃদয় ঈশ্বরের সিংহাসন স্বরূপ' তা বলা হয়েছে।

প ২১৩৪ (ক)	সে যে স্বরগের ফুল	শ্রী নী...বসু	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৬৪।

সন্তান বিরহ কাতরা মায়ের কান্না।

"সে যে স্বরগের ফুল;
কিবা রূপ মনোহর শোভায় অতুল;
কি জানি কিসের তরে, অমর উদ্যান
ছেড়ে;
এসে এই ধরাধামে হইল মুকুল;
হায় সে যে পারিজাত ফুল।..."

প ২১৩৫ (ক)	সেদিন	(শ্রীমতী) লজ্জাবতী বসু	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (পৌ-মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৬৩।

অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

প ২১৩৬ (ক)	স্বর্গীয় মহারাজা দ্বারভাঙ্গা	(শ্রীমতী রানী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	পন্থা, ১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)। পৃঃ ২৬১।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজের অকস্মাৎ মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে।

১৩০৫ মাঘ (১৮৯৯)

প ২১৩৭ (ক)	অর্চ্চনা	(শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার]	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ১।

ভক্তিমূলক কবিতা।

"ওহে অন্তরের দেবতা আমার!
এ অন্তরে এসো একবার!
কত ফুল ফল দিয়া, রাখিয়াছি সাজাইয়া
অন্তঃপুর মন্দির তোমার।..."

প ২১৩৮ অটল প্রতিজ্ঞা (শ্রীমতী) হেমলতা মুকুল, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)।
(গ) সরকার [হেমলতা দেবী] পৃঃ ১৫১-১৫২।
মিবাররাজ রানা রাজসিংহের পুত্র, পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত বীর ভীমসিংহের রাজ্যত্যাগ ও অটল প্রতিজ্ঞার কাহিনী।

প ২১৩৯ অন্তঃপুর সরলাবালা দাসী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)।
(ক) [সরলাবালা সরকার] পৃঃ ৫।
মানব হৃদয়ের অন্তঃপুরের কথা।

প ২১৪০ আবাহন শ্রীমতী কঃ—, ভাগলপুর মহিলা, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ১৬৭-১৬৮।

"কে আসি হৃদয়ে মোর, দিল রে ঝঙ্কার,
আবেশে আকুল প্রাণ, নাচে তালে তার?
বুঝি কোন দূরাগত আহ্বান সঙ্গীত,
পশিল শ্রবণে তারে, করি বিমোহিত;
বুঝেছি গো এযে মাতৃ আবাহন গীত।..."

প ২১৪১ আশীর্ব্বাদ কাদম্বিনী দত্ত অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ৪-৫।
অপত্য স্নেহের কবিতা।

"এস এস বস কোলে আনন্দ পুতলি।
বহুদিন আশা করে
পথ চেয়ে তোর তরে
আনন্দে উঠেছে আজি হৃদয় উথলি।..."

প ২১৪২ কালের ভেষজ (শ্রীমতী) ক্ষীরোদকুমারী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)।
(ক) ঘোষ পৃঃ ১৪।
ঋতুচক্র পরিবর্তনের মতোই কালের ভেষজ গুণে মানুষের সুখ শান্তি ও দেহ লাবণ্যের ক্ষতগুলো দূর হয়ে থাকে।

প ২১৪৩ গীতি। স্বয়ম্বর (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)।
(প্র ৭) গীতি ঃ [ওহে পৃঃ ৮৮০-৮৮৪।
সুচরিত...]
দেশ-জয়ন্তী-একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

(প ২১৪৪.১) চামেলি (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)।
(উ) [ক্রমশঃ] মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী পৃঃ ৩৬৭-৩৭০।
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি। চামেলির প্রেমের কাহিনী।

প ২১৪৫ (প্র ১) দয়ার বিচার (শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩-৪।

পরার্থপরতা ও দয়া সম্বন্ধীয় আলোচনা।

প ২১৪৬ (ক) নারীর লজ্জা (শ্রীমতী) সরসীবালা দাসী প্রয়াস, ফে ১৮৯৯ (মা-ফা ১৩০৫)। পৃঃ ১১৮।

"ভাঙ্গোনাক' ওই সাধের স্বপনে
জীবনের সখে প্রিয় আভরণ
ভেঙ্গো না ভেঙ্গো না ছলে;
অনন্ত সৌন্দর্য্যে রয়েছে ফুটিয়া..."

প ২১৪৭ (ক) প্রকৃতির বিচিত্রতা উষাবালা দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ৪।

"এই ছিল চতুর্দ্দিক দিক বিশুদ্ধ নীরব—
সূর্য্যহীন অন্ধকারময়—
সুনিদ্রায় শান্ত কোলে সুখেতে শায়িত
ছিল নর পশু পক্ষীচয়।..."

প ২১৪৮ (ক) প্রার্থনা শ্রী সুঃ—, সমস্তীপুর [সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা] মহিলা, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ১৬৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২১৪৯ (প্র ১) বন্ধুত্ব (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ১১-১২।

উপাসনা মন্দিরে প্রার্থনায় যেমন বন্ধুত্বের বা পরস্পরের প্রীতিবন্ধনের উল্লেখ আছে ঠিক তেমনি আমাদের দেশেও 'সই পাতানো'-র মধুর ব্যাপার রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বন্ধুত্বকে চিরস্থায়ী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২১৫০ (প্র ১০) বিবিধ প্রসঙ্গ সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ২-৪।

দেশবিদেশের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

(প ২১৫১.১) (উ) মর্ম্মিয়ণ [ক্রমশঃ] স্বর্ণলতা চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ৯-১১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১ম কিস্তি। ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের যুদ্ধ এবং ইংলন্ডের রাজার প্রিয়পাত্র রাজদূত লর্ড মর্ম্মিয়মের শান্তির জন্য স্কটল্যান্ড যাত্রার ইতিহাস ও সে সময়ের ইংলন্ডে পোপের আধিপত্য, সামাজিক কুসংস্কার

ও সন্ন্যাসী ক্লেরার বিষাদময় জীবন ও অলোকিক ঘটনা অবলম্বন করে লেখা উপন্যাস।

প ২১৫২ (প্র ১) মান — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা— মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৭২-৩৭৬।

প্রেমের প্রগাঢ়ত্বের পরিচয়জ্ঞাপক 'মান' সম্পর্কে আলোচনা।

প ২১৫৩ (ক) যৌবনে — প্রিয়ম্বদা বসু — প্রয়াস, ১৮৯৯ (মা-ফা ১৩০৫)। পৃঃ ১১৭-১১৮।

"নিবিড় কুন্তল পাশ
শোভে যথা নীলাকাশ
মুখশশী তাহাতে উদয়;
ইন্দিবার আখিদ্বয়
অপরূপ শোভা পায়
কৃষ্ণতারা ভ্রমর ভ্রমর।..."

প ২১৫৪ (ক) লর্ড কার্জ্জনের আগমন উপলক্ষে — (শ্রীমতী রানী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] — পন্থা, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ২৯৩-২৯৪।

লর্ড কার্জনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে লেখা।

প ২১৫৫ (প্র ১) শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য — (শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ৬-৮।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলানুযায়ী নিয়ম ও সংযতভাবে জীবন চালনা করে তা সুন্দর করে তোলার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ২১৫৬ (ক) শ্রীগৌরাঙ্গ — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী মুস্তোফী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — পন্থা, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ২৯৫-২৯৬।

"ওই কেবা হরিনাম গায়,—
কার ও ললিত বাঁশি, ঢালিতেছে সুধারাশি,
কেবা হেন প্রেমস্রোতে জগত ডুবায়!..."

প ২১৫৭ (ক) সম্ভাষণ — (শ্রী) সরলা দত্ত [সরলাবালা দত্ত] — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ১৫।

"ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম উপলক্ষে।"

প ২১৫৮ (প্র ১০) সুমতি সমিতি ও অভিনন্দন পত্র — সুমতি সমিতির সভ্যগণ — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ১২-১৪।

সূচীপত্রে লেখিকার নাম 'শ্রীমতী স্বর্ণলতা চৌধুরী'।
"মাননীয় শ্রীমতী ম্যানিং মহোদয়া করকমলেষু।" সুমতি সমিতির ৫ম বার্ষিক অধিবেশন সভার বর্ণনা, এই সমিতির উদ্দেশ্য, কার্যধারা ও মাননীয় ম্যানিং-কে অভিনন্দন পত্র।

প ২১৫৯ (প্র ৩) স্ত্রীজাতির দোষ (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী ঋষি, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ১৯৮।
স্ত্রীজাতির হৃদয়ে প্রবাহিত ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে তাঁদের চরিত্রে পরনিন্দা, অদূরদর্শিতা, বহুভাষণ ইত্যাদি নানা চারিত্রিক ত্রুটির দিকে দৃষ্টি রেখে জীবনের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে।

প ২১৬০ (প্র ৭) স্বয়ম্বর গীতি ঃ [ওহে সুচরিত...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ৮৮০-৮৮৪।
দেশ জয়ন্তী—একতালা-য় স্বরলিপি পরিবেশিত।

প ২১৬১ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ (পরমার্থিক গান) [ধও হে দীননাথ...] ইন্দিরা দেবী বীণা-বাদিনী, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫) । পৃঃ ৯৭-১০০।
লালন ফকির-এর কথা ও সুরে মিশ্র-একতালা-য় রচিত স্বরলিপি।

প ২১৬২ (ক) স্মৃতি লজ্জাবতী বসু প্রদীপ, ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)। পৃঃ ৬৮।
জীবনের শেষ প্রান্তে হৃদয়তন্ত্রীতে প্রিয়তমের মধুময় স্মৃতিকে অবলম্বন করে লেখা।

১৩০৫ ফাল্গুন (১৮৯৯)

প ২১৬৩ (ক) অণুর জাতকর্ম্ম (শ্রীমতী) কমলিনী বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪২৪।

"ছিনু সবে দূরে দূরে আপনা লইয়ে,
আজ কেন মিলিয়াছি? কার সাড়া পেয়ে?
আজিকে সবারে ডাকি আনিল কে বল?
কার তরে এত হাসি এত কোলাহল?..."

প ২১৬৪ (ক) অতৃপ্তি (কুমারী) লজ্জাবতী বসু প্রদীপ, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ৮৮।
কর্মসাধনায় ব্রতী হবার আকুলতা।

প ২১৬৫ (ক) আত্মদান (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ৩৯৪-৩৯৫।

[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]
পরোপকারের জন্য আত্মবলিদানের ইচ্ছা।

প ২১৬৬ (প্র ৬) আলুর চপ (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩১৯-৩২১।
উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২১৬৭ (ক) উত্তেজনা অন্নদাসুন্দরী ঘোষ অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ২৬।
রোগ, শোক, পাপ ও কলুষতার অনলে হাহাকার গ্রস্ত জগতের নিদ্রাভঙ্গ করে সমগ্র মানবজাতিকে জাগ্রত ও উদ্বোধিত করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

প ২১৬৮ (প্র ৬) করমচার হিন্দুস্থানী আচার (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩১৮।
উপকরণ, প্রণালী, তৈরি করার আনুমানিক সময় ও ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২১৬৯ (গ) কাহিনী শ্রীমতী—দেবী, বি. এ. মুকুল, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ১৬৬-১৬৯।
রাজকন্যা ও ব্যাঙরূপী রাজপুত্রের রূপকথার গল্প।

প ২১৭০ (ক) কেন বহে অশ্রুজল শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪০২-৪০৩।
জীবনের অসফলতায় অশ্রুসিক্ত নয়নে অতৃপ্ত কামনারাশির ভার নিয়ে চির-বিদায়ের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ২১৭১ (ক) কোথা তুমি? শ্রী অ বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪০৯।
সংসার আবর্ত্তে ঈশ্বর অন্বেষণের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

"সুখ আশা পরিহরি
তোমারি চরণ স্মরি
আসিয়া পড়েছি আজ বহু দূরে দূরে;
বড়ই হয়েছি শ্রান্ত
লক্ষ্যহারা পথভ্রান্ত,
বল দেব কোথা তুমি? আজ কোন পুরে?..."

প ২১৭২ (ক) গুরু-দক্ষিণা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪২৮-৪২৯।
গুরুদেব শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে লেখা।

"কৈশোরের গুরুদেব তুমি গো আমার,
ভকতি কুসুমদলে,

প্রেম জাহ্নবীর জলে,
প্রাণে প্রাণে নিতি পূজি চরণ তোমার।..."

(প ২১৪৪.২) চামেলি (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)।
(উ) [ক্রমশঃ] মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী পৃঃ ৪১৮-৪২৪।
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ২১৭৩ চুরি (শ্রী) অম্বিকাসুন্দরী সেন বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ
(ক) ১৩০৫)। পৃঃ ৪২৭-৪২৮।

"আমি অভাগা বলিয়ে
মা কি মোরে ভুলে রবে?
অধম চঞ্চল বলে
কোলে তুলে নাহি লবে।..."

প ২১৭৪ জীবন (শ্রীমতী) সরলাবালা দেবী প্রদীপ, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)।
(ক) [সরলাবালা সরকার] পৃঃ ৮৭-৮৮।

"বসিয়া নদীতীরে চাহিয়া আলোকে
বালুকা গনি আমি শুধুরে।
বসিয়া নদীতীরে জীবন দ্বিপ্রহরে
বালুকা গনি আর চাহিরে—..."

"...তাঁহার লিখিত 'জীবন' কবিতাটি অনেকের ভাল লাগিয়াছিল। সে সময়ে ওই কবিতা অনেকের মুখে মুখে শুনিয়াছি।" —যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ২৪৫।

প ২১৭৫ তখন ও এখন (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী প্রয়াস, মার্চ ১৮৯৯ (ফা-চৈ
(ক) ১৩০৫)। পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

সহায়হীন জীবনের দুঃখ রজনীতে অতীত স্নেহ-মমতা ও প্রেমের স্মৃতিচারণে মর্ম্মবেদনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ২১৭৬ ধ্রুবের তপস্যা অনামা অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ২০-২২।

"নগর হইতে দূরে অতি দূরে,
বাঁধিয়া কুটীর কাননের ধারে,
থাকিতাম সেথা আমরা দুজনে,
আমি আর মা আমার।..."

প ২১৭৭ নিশীথে (শ্রীমতী) সরলাবালা সাহিত্য, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)।
(ক) সরকার পৃঃ ৭১৪-৭১৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২১৭৮ (ক) পাত্রীর প্রতি হিন্দুমাতার আশীর্ব্বাদ — পাত্রীর মাতা, বাজিদপুর— বাংলা, জেলা দ্বারভাঙ্গা — মহিলা, ১৮৯৯ (ফা-১৩০৫)। পৃঃ ১৮৯-১৯০।

"শান্তি সুধাধন, আমার বচন
শুন করি মনোযোগ।
পালিলে একথা, করিবে সর্ব্বদা,
শান্তিসুধা উপভোগ।।..."

প ২১৭৯ (ক) পিতার সংসার — অনামা — মহিলা, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ১৮৯।

"পিতার সংসার মোর সুখের আধার।
ভাবিলে হৃদয়ে হয় আনন্দ সঞ্চার।।
যখন তাকাই আমি পবিত্র হৃদয়ে।
তখনই দেখিতে পাই পিতা দয়াময়।।..."

(প ২০২৬.৫) (উ) প্রভাতী [ক্রমশঃ] — অম্বুজা [অম্বুদাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩৮০-৩৮৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

প ২১৮০ (ক) প্রার্থনা — (শ্রীমতী) ন—বা—দাসী, নয়াবাজার, ভাগলপুর [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — প্রয়াস, মার্চ ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

লেখিকা নাম সূচীপত্র থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

(প ২১০১.৩) (প্র ৯) প্রেমের গৌরাঙ্গ [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪০৩-[ ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ২১৮১ (গ) ফুঁলচাদ — (শ্রী) শোভনাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ২৬০-২৬৭।

জয়পুরী গল্প। জাতীয় চরিত্র প্রকাশে একটি জয়পুরী উপকথা।

(প ২১৮২.১) (প্র ৩) বঙ্গদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনোপায় [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) অনিন্দিতা দেবী — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ৩১-৩২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি।

প ২১৮৩ (ক) বাল্যসখী সরলা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪২৬-৪২৭।

বাল্যসখীর উদ্দেশ্যে লিখিত।

প ২১৮৪ (ক) বিদায় অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪২৫-৪২৬।

"রানী কুসুমকুমারী দেবী মহাশয়ের স্থানান্তর গমনোপলক্ষে প্রীতি উপহার।... স্নেহের ভগিনী, মেদিনীপুর।"

"কত ফুল ফোটে এই সংসার কাননে—
মানবের প্রীতি তরে—দেব আরাধনে;
সকলে মানব যোগ্য, হয় না দেবের ভোগ্য,
সুবাসে করে না কারো আকুল পরাণ—
করে না সবার কাছে আত্ম-বলিদান।..."

প ২১৮৫ (ক) বিরহিনী রাধিকা (রাসান্তে) (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ১৫-১৭। [৩৩৫-৩৩৭]

রাধিকার বিরহ দশা বর্ণনা করা হয়েছে।

প ২১৮৬ (প্র ৩) বিলাতে সন্তানশিক্ষা (শ্রীমতী) কৃষ্ণভাবিনী দাস প্রদীপ, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ৯৬-১০১।

বিলাতে শৈশবে গভর্নেস রেখে শিশুর শিক্ষারম্ভ থেকে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের বিভিন্ন সুযোগ, সুবিধা, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ২১৮৭ (প্র ১) ভক্তি (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা—মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] ঋষি, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ২১১-২১৫।

ঐকান্তিক অনুরাগকে ভক্তি বলা হয়। ভক্তি প্রেমার্গের শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভক্তির মধুরতা ও গুণাগুণ বিষয়ক।

প ২১৮৮ (প্র ৯) মদালসা বা আদর্শ জননী অনামা অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ২৭-৩১।

সন্তানের জীবনগঠনে আদর্শ মাতার গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের মার্কেণ্ডেয় পুরাণ থেকে মহাত্মা ঋতধ্বজ এঁর স্ত্রী গন্ধর্ব্বরাজকন্যা ও আদর্শ মাতা মদালসার জীবন বৃত্তান্তের কথা।

প ২১৮৯ (ক) মরণ (শ্রী) হে [হে, কলিকাতা] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪২৯-৪৩০।

"জীবনে উষারানী!

কোথায় মরণ এস!
বড় ভালবাসি তোরে
এ দুখ তামস নাশ।..."

প ২১৯০ (ক) মানসী — (শ্রীমতী) গিরিবালা দাসী — প্রয়াস, মার্চ ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ১৭৬।

"নন্দনের কুসুমিত লতিকা হৃদয়ে
ফুটেছিলে তুমি কিগো মাধুরী অপার?
না হইলে কেন তব মুখপানে চেয়ে
জুড়াইল পরাণের যাতনার ভার?..."

প ২১৯১ (প্র ৬) রসভোগ সন্দেশ — প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৩১৬-৩১৭।

উপকরণ, প্রণালী ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২১৯২ (প্র ৩) রোগীর শুশ্রূষা — (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ফা-চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪০৯-৪১৪।

রোগীর শুশ্রূযা প্রসঙ্গে শুশ্রূষাকারিনীর বাঞ্ছনীয় গুণাবলী ও শ্রমদক্ষতার কথা, রোগীর পথ্য, বাসস্থান বিষয় ছাড়াও এই মহৎকর্মে ব্রতী হবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প ২১৯৩ (ক) স্বর্গারোহন — ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ — নব্যভারত, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ৬০২-৬০৫।

স্বর্গারোহন উপলক্ষে লেখা।

প ২১৯৪ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [কথা কয় কাছে, ...] — ইন্দিরী দেবী — বীণা-বাদিনী, ১৮৯৯ (ফা ১৩০৫)। পৃঃ ১১৩-১১৬।

কথা ঃ লালন ফকির। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী। বাউলের সুর—একতালা।

১৩০৫ চৈত্র (১৮৯৯)

প ২১৯৫ (ক) আকাশ — শান্তিময়ী দেবী — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ৪৪।

"অনন্ত গগন ওহে তব অন্ত নাই,
তোমার অনন্ত রূপ হেরি যবে আমি,
অনিমেষে থাকি চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যাই,
পুলকে তোমারে তাই হেরি দিনযামী।..."

প ২১৯৬ (ক) আকুল রোদন — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা-মর্ম্মগাথা প্রভৃতি রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — ঋষি, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ২২৭-২৩০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২১৯৭ আমাদের (শ্রীমতী) গিরিবালা বিশ্বাস অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(প্র ৩) কয়েকটি কথা পৃঃ ৪০-৪২।
নারীর কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনা।

প ২১৯৮ ক্ষুদ্র স্টীমার (শ্রীমতী) স্বর্ণলতা চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(প্র ৩) পৃঃ ৩৭-৩৮।
সংসারে বৃহৎ জলযানরূপ পুরুষকে এই সংসার সমুদ্রে মাতা, পত্নী, ভগ্নী ও কন্যারূপে নারীশক্তিই ক্ষুদ্র স্টীমারের মতো পাশে থেকে—বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়।

(প ২১৪৪.৩) চামেলি (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা— পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(উ) [ক্রমশঃ] মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী পৃঃ ৪৫৩-৪৫৮।
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ২১৯৯ পতিতা সরোজিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ৩৮-৩৯।

"খরতর এ নিদাঘ কালে
কে তুমি বসিয়ে তরুতলে?
এলাইত কেশরাশি,
চুম্বিছে চরণে আসি,
মসিমাখা মলিন আনন।..."

প ২২০০ পণ্ডিতা রমাবাই (শ্রীমতী) প্রভাবতী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(প্র ৯) সরস্বতী দাস পৃঃ ৩৪-৩৬।
মেয়েদের কল্যাণকর্মে নিয়োজিতা—"সারদামঙ্গল"-এর প্রতিষ্ঠাত্রী নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা মহারাষ্ট্রীয় কন্যা পণ্ডিতা রমাবাই-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

প ২২০১ পর্ব্বতশিখরে (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার মুকুল, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(প্র ৫) এত শীত কেন? [হেমলতা দেবী] পৃঃ ৩৯-৪০।
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ২২০২ প্রার্থনা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯
(ক) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] (চৈ ১৩০৫)। পৃঃ ২৯-৩০।
[৩৮১-৩৮২]
ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২২০৩ প্রার্থনা সরলা দত্ত অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(ক) [সরলাবালা দত্ত] পৃঃ ৩৯-৪০।

ভক্তিমূলক কবিতা।

(প ২১৮২.২) বঙ্গদেশের বিভিন্ন (শ্রীমতী) অনিন্দিতা অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(প্র ৩) সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবী পৃঃ ৪০-৪২।
সদ্ভাব স্থাপনোপায়
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২২০৪ যাতনা (শ্রীমতী) রাইকিশোরী উৎসাহ, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(ক) দেবী পৃঃ ২৯৯-৩০০।

একি ঘোর দায় বিষের জ্বালায়
জ্বলে প্রাণ তবে যায় না!
৭০৩ দিবা নিশি এই রূপে বসি
সহিব মরম-বেদনা!..."

প ২২০৫ সংসার শ্রীমতী কঃ—, ভাগলপুর মহিলা, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(ক) পৃঃ ২১৪-২১৫।

"এ যে মায়ার ঘোর,
জাগরণে ঘুমে ভোর,
অবশ চরণ মোর,
এ কিসের ডোর?..."

প ২২০৬ সাক্ষিগোপাল (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী সাহিত্য, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(প্র ২) দাসগুপ্তা পৃঃ ৭৬২-৭৬৭।
উড়িষ্যায় অবস্থিত 'সাক্ষিগোপাল' মন্দিরের ইতিহাস।

প ২২০৭ সুখ ও শান্তি সুখতারা দত্ত অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(প্র ২) পৃঃ ৪৪-৪৭।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, ত্রিতাপময় সংসারে একমাত্র পরমেশ্বরের ওপর নির্ভর করে থাকাই সুখ ও শা উপায়।

প ২২০৮ স্বরলিপি ঃ হিন্দী ইন্দিরা দেবী বীণা-বাদিনী, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)
(প্র ৭) গান ঃ [প্যারী । পৃঃ ১৩৫-১৩৮।
নবলীলা ডালি...]
ছায়া-কাওয়ালী-তে স্বরলিপি রচিত।

(প ২২০৯.১) হৃদয়রাজ্য (শ্রীমতী) কাদম্বিনী দাসী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (চৈ ১৩০৫)।
(প্র ১) [ক্রমশঃ] [কাদম্বিনী দত্ত] পৃঃ ৪৭-৪৮।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। কতকগুলি সদ্ ও অসদ্ বৃত্তি নিয়ে গঠিত হৃদয়রাজ্যে অসদ্‌বৃত্তির কুফল ও সদ্‌বৃত্তি জাগ্রত করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা।

প ২২০৪.২ (২য় কিস্তি) থেকে লেখিকার সম্পূর্ণ নাম সনাক্ত করা গেছে।

১৩০৫ (১৮৯৮-৯৯)

প ২২১০ (গ) অদৃষ্ট চক্র — (শ্রী) মানকুমারী বসু, সাগরদাঁড়ি-জেলা যশোহর — কুন্তলীন পুরস্কার। ১৮৯৮-১৮৯৯ (১৩০৫)। পৃঃ ৮৫-১০০।

"৭ম পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্। বাল্যজীবনের কথা। মধুপুরের বাড়ীর স্মৃতিচারণে এসেন্স দেলখোস ও কুন্তলীনের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে যা প্রিয়তমের সঙ্গে চিরমিলনের সাথীরূপে ছিল।

প ২২১১ (ক) জামাই বেটার উপাখ্যান — (শ্রী) হরকুমারী সেন কলিকাতা, পটলডাঙ্গা — কুন্তলীন পুরস্কার। ১৮৯৮-১৮৯৯ (১৩০৫)। পৃঃ ১২১-১২৮।

"১০ম পুরস্কার।" পুরস্কারে প্রদেয় অর্থ ৫্।

"পশ্চিম আকাশ রঞ্জি বিবিধ বরণে
চলেছেন সূর্য্যদেব বিশ্রাম ভবনে;
হবচন্দ্র রাজা মন্ত্রী গবচন্দ্র সনে
গভীর মগন এবে একটি চিন্তনে;—..."

প ২২১২ (গ) হেমমালা — (শ্রীমতী) সুমতিবালা দেবী, পাকুর, সাঁওতাল পরগণা — কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৮-১৮৯৯ (১৩০৫)। পৃঃ ৪৭-৪৮।

"৪র্থ পুরস্কার।" পুরস্কারে প্রদেয় অর্থ ৫্।

১৩০৬ বৈশাখ (১৮৯৯)

প ২২১৩ (ক) অভাব — (শ্রীমতী) সরোজকুমারী দেবী — প্রদীপ, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১৬১।

"কি করে কাটাই দিন কি মোহেতে ভুলে,
ভাবিলে অবাক হয়ে রই
এই মোহমুগ্ধ ক্ষণ জীবনের কূলে,
জানি আছি শুধু দন্ড দুই।..."

প ২২১৪ (ক) অভিমানের প্রতি — মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬) । পৃঃ ২৬-২৭।

প্রেমিকদ্বয়ের ব্যবধান সৃষ্টিকারী অভিমানের উদ্দেশ্যে কোন বিয়োগ বিধুরার উক্তি।

(প ২২১৫.১) (প্র ২) আদর্শ [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — ঋষি, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২৬০-২৬৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। শ্রী গৌরাঙ্গের আদর্শ অবলম্বন করে সংসার জীবনযাপনের উপদেশমূলক আলোচনা।

প ২২১৬ (প্র ৬) আমিলা (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪১৮-৪১৯।

উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২২১৭ (ক) উপহার শ্রীমতী—দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৫৮-৫৯।

"কোন আত্মীয়ের নবজাত শিশুর জন্মোপলক্ষে লিখিত।"

"কে রে তুই নন্দনের ফুল্ল পারিজাত
মধুর মোহন সাজে
ফুটিলি আজিকে সাঁঝে,
উজলি আঁধার ঘর উজলি জগত।"

প ২২১৮ (ক) কোকিল (শ্রীমতী) শশীপ্রভা শেঠ পুণ্য, ১৮৯৯ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৭১-৩৭৩।

"ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-এর 'টু দি কাকু' অবলম্বনে লিখিত।"

"বসন্তের প্রিয় পাখি,
কবিদের প্রাণসখি,
গাছের আড়ালে থাকি,
কুহুকুহু রবে সদা মাতাও পরাণ।..."

প ২২১৯ (প্র ১০) গ্রন্থসমালোচনা। কালাপাহাড়। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৯৪-৯৬।

"...স্বধর্ম্মচ্যুত দেবমূর্ত্তি ধ্বংসী কালাপাহাড়ের...সহিত আমাদের সম্পর্ক এ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতর হয় নাই, ...শ্রীশবাবুর এই উপন্যাসখানি সে বিষয়ে প্রথম উদ্যম।..."

প ২২২০ (প্র ৬) গ্রেভি কাটলেট (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪২১-৪২৪।

উপকরণ, প্রণালী ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২২২১ (ক) জ্যোৎস্নারাত্রি (শ্রী) সরলাবালা দাসী (সরলাবালা সরকার) অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৫৬।

জ্যোৎস্না রজনীর প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা করা হয়েছে।

প ২২২২ (প্র ৬) ভেলে বি মির্চা (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪৯-৫০।

উপকরণ, প্রণালী, আনুমানিক ব্যয় ও খাদ্যবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২২২৩ (ক) নববর্ষ শ্রীমতী সু-, ভাগলপুর [সুমতি মজুমদার, মহিলা, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২৩৮-২৩৯।

সমস্তিপুর। দ্বারভাঙ্গা]

"অনন্তকালের গর্ভে বিলীন হইল ধীরে
পুরাতন বর্ষকাল! নিয়ে গেল চিরতরে
সাথে করে এনেছিল যাহা—কত সুখ, দুখ
কত হাসি, অশ্রু! হে মানব! হয়ো' না বিমুখ।..."

প ২২২৪ (ক) নববর্ষ — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪৯-৫০।

"তবু এসো বর্ষ, আজ নবীন উষায়—
খুলিয়া প্রাণের দ্বার আহ্বানি তোমায়;
জাগায়ে জীবন্ত শোভা, ধরনীর গায়,
শুভদিনে, শুভক্ষণে আয় বর্ষ আয়।..."

প ২২২৫ (ক) নববর্ষ আবাহন — (শ্রীমতী) তরঙ্গিনী দাসী, বনফুলহার রচয়িত্রী — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৬০-৬১।

"এস এস নববর্ষ অবনী মাঝার,
কি উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হৃদি পারাবার!
হাসিমাখা বিম্বাধার, কত আশা থরে থরে,
হৃদয় কন্দরে আহা করিছে বিহার।..."

প ২২২৬ (ক) নববর্ষের প্রার্থনা — বনলতা দেবী [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৬১।

নববর্ষে বসুন্ধরার সৃজনকর্ত্তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ২২২৭ (ক) নিবেদন — (শ্রীমতী) রেবা রায় [রেবা রাই, কটক] — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৬৩-৬৪।

"আষাঢ় শুক্ল দশমী রথযাত্রার দিন সন্ধ্যার সময়। আষাঢ় শুক্ল পক্ষ দশমী জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন।"

"ব্যাকুলে ডাকিছে সখা! তব দীন দাসী,
নিদ্রা পরিহর,
উঠ প্রাণাধার!
একি বেলা ঘুমাবার?..."

প ২২২৮ (প্র ৩) পুনা অভিনয় — (শ্রী) প্রিয়ম্বদা দেবী — ভারতী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১১-১৯।

পুনার অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, হত্যাকান্ড, বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই) অঞ্চলে প্লেগ, সরকারের শাসননীতি ইত্যাদি বিষয়ক।

প ২২২৯ (প্র ৫) ফল — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২৩-২৪।

মানুষের অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য ফলের উপকারিতা ও রসনার তৃপ্তিকারক গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

প ২২৩০ (ক) ব্রততী — (শ্রীমতী) অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬) । পৃঃ ৬৩।

"নিরিবিলি বসিয়া নীলাকাশে চাহিয়া
কি দেখিছ ব্রততী?
কোলে তোর বালিকা কুসুমের মালিকা
ঢালে মৃদু বিভাতি।..."

প ২২৩১ (প্র ৯) মারহাট্টী [sic] পানসুপারী[১] — ইঃ— [সরলা দেবী] — ভারতী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২০-৪৫।

সূচী ঃ মারহাট্টা। "ডায়ারী হইতে উদ্ধৃত।" সোলাপুরের বাসস্থান ছাড়ার দশ-বারোদিন আগে থেকে অনুষ্ঠিত মারাঠাদের 'পান-সুপারী' নামক বিদায় দেবার সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠানের বর্ণনা।

প ২২৩২ (প্র ৩) মৃত্যুচর্চ্চা — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১-৭।

"যে সময় কলিকাতায় প্লেগ রোগের প্রকোপ সহসা বৃদ্ধি হয় সেই সময় ইহা লিখিত।" মৃত্যুচর্চায় সমগ্র জাতিকে মৃত্যুভয়শূন্য উপযুক্ত মানুষ হবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

প ২২৩৩ (ক) যোগসাধনা — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২২৩৪ (প্র ৬) রান্নাঘরের গল্প — বনলতা দেবী [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৫৭-৫৮।

রান্নাঘর-এর প্রয়োজনীয়তা ও সংজ্ঞা এবং এই আলোচনা প্রসঙ্গে মানকচু তৈরির উপকরণ, প্রণালী ও খাদ্যবিধির উল্লেখ করা হয়েছে।

১। এই রচনার লেখিকার নাম হিসাবে 'ইঃ—' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে। রচনার বিষয়বস্তুর সাক্ষ্যে রচনাটি সরলা দেবী লিখিত বলে ধরে নিতে পারি। আমরা দেখেছি ইন্দিরা দেবী 'শ্রীমতী ইঃ' ছদ্মনামে রাস্কিনের অনুবাদ করেছিলেন (দ্র ঃ প ৬২০)। স্পষ্টতই 'ইঃ—' এবং 'শ্রীমতী ইঃ' দুটি পৃথক লেখিকার ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প ২২৩৫ (ক)	শেষ	(শ্রীমতী) লজ্জাবতী বসু	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬) । পৃঃ ৬২।

জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে মরণের তীরে দাঁড়িয়ে অতীত জীবন অবগাহন করে লেখা।

প ২২৩৬ (ক)	শোকসন্তপ্তা জননীর বিলাপ	(শ্রীমতী) সুশীলাসুন্দরী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬) । পৃঃ ৬৪।

"হায় বুলু হায় বুলু প্রাণের তনয়া!
কোথা গেলে করি শূন্য জননীর হিয়া?
নন্দনের পারিজাত ইন্দ্ররানী গলে
পরিতে স্খলিত হস্তে পড়িল ভূতলে,..."

প ২২৩৭ (ক)	শ্মশান	(শ্রীমতী) সরসীবালা দাসী, মিরাট	প্রয়াস, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ [ ]

"শ্মশান তোমারে ভাবি কি প্রকারে
লিখিতে লেখনী কাঁপিয়া যায়;
তোমার আগুনে শিশু সুতগণে
জননী তুলিয়া আহুতি দেয়।..."

প ২২৩৮ (প্র ২)	শ্রীনাম	(শ্রীমতী) বিদ্যুল্লতা	সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৬-৯।

মানবজীবনে ধর্মীয় পথযাত্রায় সদ্‌গুরু প্রদত্ত পরমেশ্বরের শুদ্ধ নাম উচ্চারণ ও হৃদয়াকাশে শুদ্ধনাম উদয়-এর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

প ২২৩৯ (প্র ২)	শ্রীনাম মাহাত্ম্য	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী। বোলপুর [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১৫-১৯।

ধর্মীয় প্রবন্ধে 'পদ্মপুরাণ', 'বৃহন্নারদী' গ্রন্থ ইত্যাদি থেকে দেখানো হয়েছে নাম ও নামী অভেদ। শ্রী ভগবানের অমৃতনাম স্রোতে জীবন ভাসিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

(প ২২৪০.১) (প্র ৩)	সংসারাশ্রম [ক্রমশঃ]	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা (বোলপুর) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬) । পৃঃ ২৭-৩০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। সংসার আশ্রম বা ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা।

প ২২৪১ (প্র ৩)	সাতপুরুষের কমে হিন্দুবিবাহ	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৭-১২।

বাঙ্গালী হিন্দু গৃহে সাতপুরুষের কমে বিবাহ সম্বন্ধ হয় না এই প্রথার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়—দাক্ষিণাত্যের আচারনিষ্ঠাপরায়ণ মহারাষ্ট্রীয়দের মাতুলকন্যা বা পিতৃস্বসেয়ী কন্যার সঙ্গে বিবাহে নিত্য ও অনিন্দসুন্দর ঘটনার মধ্য দিয়ে।

(প ২২৪২.১) স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] (প্র ৩) — (শ্রীমতী) হেমাঙ্গিনী চৌধুরী — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৫৯-৬৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে স্ত্রীলোকের নানাবিধ সাংসারিক কর্ত্তব্য ও স্ত্রী-কে স্বামীর উপদেশক, সঙ্গিনী ও সাহায্যকারিনী হতে বলা হয়েছে।

প ২২৪৩ (ক) স্নেহে নির্ব্বাণ — (শ্রীমতী) সরযুবালা দত্ত — পুণ্য, ১৮৯৯ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৭০।

"রেণু কণিকার মত পড়েছিনু একধারে
মুখপানে চেয়ে সদা একটু স্নেহের তরে,
নিশিদিন কত লোক চেয়ে মোরে চলে যেত
একটি স্নেহের কণা কভু ফেলে দেয়নি ত;.."

(প ১৯৪০.৮) স্বপ্নে দীক্ষা [ক্রমশঃ] (প্র ২) — (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] — পন্থা, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৭-৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রব্ন্ধ। ৮ম কিস্তি।

প ২২৪৪ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [উঠো গো ভারত — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪৫-৪৭।

কথা ঃ শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। সুর ঃ ইংরাজী। মিশ্র—কাওয়ালীতে-তে স্বরলিপি রচিত।

প ২২৪৫ (ক) স্মৃতি — সুকুমারী দাস — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৫৯।

"কেন এত আশা, প্রেম আঁখির ইঙ্গিতে
অবসন্ন হিয়া খানি
লও সদা বুকে টানি,
স্নেহধারে সিক্ত কর, ব্যথিত পরাণ..."

প ২২৪৬ (প্র ৬) হিন্দুস্থানী বেশনী রুটি — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪১৯-৪২০।

উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

(প ২২০৯.২) হৃদয়রাজ্য [ক্রমশঃ] (প্র ১) — (শ্রীমতী) কাদম্বিনী দত্ত — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (বৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৫১-৫৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

১৩০৬ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯)

প ২২৪৭ (ক)	[আখ্যাহীন]	শ্রীমতী প্র—	মহিলা, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২৬২।

প্রজাপিতা ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে লিখিত।

জানাইছে সবে এবে
ব্রহ্ম একজন;
ব্রহ্মধন বিনা ভবে
নাহি কোন ধন।..."

প ২২৪৮ (ক)	অন্তঃপুর	"শ্রীমতী প্রতিভা"	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৯০-৯৫।

"ওঁয়া ওঁয়া শিশুটি কাঁদিছে;
কাছে বোন ছড়াটি গাহিছে।
মাতা এল ধাইয়া তখনি।
অন্তঃপুরে শান্তিই জননী।..."

(প ২২১৫.২) (প্র ২)	আদর্শ	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	ঋষি, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩০২-৩০৬।

"দ্বিতীয় প্রস্তাব ১১শ সংখ্যা ২৬০ পৃষ্ঠার পর।" পূর্ব কিস্তিতে লেখিকার নাম 'শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী'। ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২২৪৯ (ক)	আমার ভ্রমর	মা	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬) । পৃঃ ৪২-৪৩।

"ভ্রমর—পাঁচমাসের কন্যা" —পাদটীকা।

"আমার ভ্রমর—
তোমরা ভেব না কালো,
সে যে আঁধারের আলো,
পারিজাতে শুয়েছিল রাঙা মধুকর;.."

প ২২৫০ (ক)	আর কতদিন তারা	(শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা বসু	প্রয়াস, জুন ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৭২।

সংসার যাতনায় বিশ্বজননীর কাছে প্রার্থনা।

"আর কতদিন তারা
আর কতদিন এ যাতনা?
ডুবেছে জীবন ধ্রুবতারা
ভস্মরাশি সকল কামনা।...

প ২২৫১ (ক)	কবিরাজ মহাশয়	অনামা	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৭২-৭৪।

রমানাথবাবুর বাড়ির মেজ বৌয়ের ছোট ছেলের অসুখে ঠাকুরমার টোট্‌কা চিকিৎসা (চুনের জল) অসুখ সারার কাহিনী নিহিত উপদেশ ঃ "...মেয়েরা যেমন রাঁধতে জানবে, ঘর সংসার সুশৃঙ্খলা মতে করবে তেমনি নিজ নিজ ঔষধ বিষুধেরও খবর রাখবে।..."

প ২২৫২ (ক-গা)	গীত	(শ্রী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৬৪-৬৫।

"শ্রদ্ধেয়া শ্রীল শ্রীযুক্তা ভারতেশ্বরীর আশী বৎসর বয়ঃক্রম উপলক্ষে লিখিত। লেখিকা—"

প ২২৫৩ (প্র ৩)	গৃহধর্ম্ম	অনামা	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৬৭-৬৯।

গৃহে নারীর কর্ত্তব্য সম্পর্কে

প ২২৫৪ (ক)	চাহিপুরাতন	কুসুমকুমারী রায়	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৭১।

"তেমনিত কুলুকুল স্বরে
বহিতেছে নির্ম্মল তটিনী।
সুধাকর উদিয়ে অম্বরে,
হাসাইছে নীরব যামিনী।..."

প ২২৫৫ (ক)	চিত্রকর	(শ্রীমতী) কাদম্বিনী দত্ত	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৭০।

প্রকৃতির সর্বত্র বিশ্বচিত্রকরের উপস্থিতি লক্ষ্য করে লেখা।

"কে তুমি কাননে একা, পাতায় মু'খানি ঢাকা,
ঈষৎ মধুর হাসি ও অধরে মাখিয়ে।
শ্রীকার ধরিয়ে তুলি, আঁকিতেছ ফুলগুলি,
সাজাতে বিটপীলতা একমনে বসিয়ে।।..."

প ২২৫৬ (ক)	দুঃখীর দুঃখ কেহ বোঝে না	(শ্রীমতী) মৃণালিনী বসু	প্রয়াস, জুন ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৭১।

"আমি কারে বা বুঝাব প্রাণের কথা
কারে বা বুঝাব মনোবেদনা;
কেই বা বুঝিবে হৃদয়ব্যথা
নিঠুর মানব ব্যথা বোঝে না।..."

প ২২৫৭ (ক)	নববর্ষাগমে পাপীর প্রার্থনা	শ্রীমতী রা—	মহিলা, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২৬১-২৬২।

"নববেশ পরে, নবরূপ ধরে,
আসিছ কে পুনরায়?
তেরশ পাঁচরে, রাখিয়া অন্তরে
ছয়েতে পুরাতে তায়।।..."

প ২২৫৮ (প্র ১০) পলাশবন। [শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাস।] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১৬৪-১৭৫।

"শ্রী অবিনাশ চন্দ্র দাস, এম. এ. বি. এল প্রণীত।" —পাদটীকা।
গ্রন্থ সমালোচনায় জানা যায়, "পলাশবন উপন্যাস নহে। উপন্যাসের অধিকাংশ লক্ষণ এতে বিদ্যমান।... ইহাকে একটি কাল্পনিক গার্হস্থ চিত্র মাত্র বলা যাইতে পারে।..."

(প ২০২৬.৬) (উ) প্রভাতী [ক্রমশঃ] অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত [অম্বুদাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬) । পৃঃ ৩৯-৪২।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ২২৫৯ (ক) প্রেমময় সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৯০।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতায় সমগ্র প্রকৃতিতে ও বিশ্ব সংসারে শ্রী ভগবানের উপস্থিতির উপলব্ধির প্রকাশ ও পরমেশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

(প ২২৬০.১) (উ) বলেন্দ্র ও বলবতী [ক্রমশঃ] (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬) । পৃঃ ৫৪-৫৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি। বিদ্যাধর গ্রামের ধনীব্যক্তি বলভদ্র ও তাঁর অন্নে প্রতিপালিত অনাথা দরিদ্র কন্যা বলবতীর প্রেম কাহিনী।

প ২২৬১ (গ) বিনয়ের দিদি অনামা অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৮৬-৮৯।
সামাজিক গল্প।

প ২২৬২ (ক) বোন নিস্তারিনী দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬) । পৃঃ ৬২।

"কেন কাঁদি যদি নাহি ঝরে অশ্রুজল?
কেন ভাবি যদি নাহি ফাটে হৃদিতল?
ভোরে উঠি সাঁঝে ডুবি ফিরি মহীতল,

ঘুরে মরি নাহি পায় কোথা লক্ষ্যস্থল।...”

প ২২৬৩ (প্র ৩)	বোম্বাই সিগনলারের ধর্ম্মঘট	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১৮৭-১৯০।

বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই)-এর রেলওয়ে সিগ্‌নলারেরা ধর্মঘট করায় তাঁদের পক্ষে সহানুভূতিশীল হয়ে বঙ্গদেশের সাহায্য ও অর্থ প্রার্থনা করে লেখা।

(প ২১৫১.২) (উ)	মর্ম্মিয়ণ [ক্রমশঃ]	স্বর্ণলতা চৌধুরী	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৫)। পৃঃ ৭৪-৭৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ২২৬৪ (প্র ২)	মানবের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য	অনামা	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৮৩-৮৫।

সংসারের অসারত্বে মন না দিয়ে পরমেশ্বরের প্রিয় কাজ করাই যে মানবজীবনের পরম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে নির্দিষ্ট—তা আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

প ২২৬৫ (প্র ১০)	রমনীর অপূর্ব খেয়াল	অনামা	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৯৩-৯৪।

দেশ-বিদেশের কিছু রমণীর অদ্ভুত খেয়ালের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে. যেমন ঃ একজন ইউরোপীয় মহিলা বিভিন্ন বর্ণের পোশাক পরতেন, ফ্রান্সের একজন মহিলা অলঙ্কার হিসেবে ক্ষুদ্র জীবিত সাপ লকেটে পরতেন, ক্যালিফোর্নিয়ার এক বালিকা খেয়ালবশতঃ ঘোড়ার নাল প্রস্তুত করেন ইত্যাদি।

প ২২৬৬ (ক)	শৈশবস্মৃতি	(শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৮৯।

শৈশবের সুখস্মৃতি ও জননীর স্নেহময় কোলের স্মৃতিচারণ করে লেখা।

প ২২৬৭ (ক)	সদ্যপ্রসূত শিশুর মরণে	শ্রীমতী—মিত্র	প্রয়াস, জুন ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৭১-৩৭২।

“ফুটিল ক্ষণেক তরে ফুল,
নিমেষ পড়িল একবার;
একবার চেয়ে মোরপানে,
ফিরে কই চাহিল না আর।...”

প ২২৬৮ (ক)	সহমৃতা সতী	রেবা রায়, কটক [রেবা রাই, কটক]	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)। পৃঃ ৮০।

কোন পতিব্রতা ভারতললনা, সহমৃতা সতীনারীর উক্তি।

প ২২৬৯ (ক)	সবি ভুল	পঙ্কজকুমারী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৬২।

(প ২২৪২.২) স্ত্রীলোকদিগের (শ্রীমতী) হেমাঙ্গিনী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ
(প্র ৩) কর্ত্তব্য (৬৪ চৌধুরী ১৩০৬)। পৃঃ ৯০-৯৩।
পৃষ্ঠার পর)
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

(প ১৯৪০.৯) স্বপ্নে দীক্ষা (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী পন্থা, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)।
(প্র ২) [ক্রমশঃ] [মৃণালিনী সেন] পৃঃ ৫১-৫৭।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৯ম কিস্তি।

প ২২৭০ হিন্দু ও নিগর (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (জ্যৈ ১৩০৬)।
(প্র ৩) পৃঃ ১৮২-১৮৬।
মোক্ষমুলার সাহেব সংস্কৃত অধ্যয়ন করে আমাদের প্রতি অনুরাগী হয়ে 'আর্য' খেতাব প্রদান করেন। বিদেশী পণ্ডিতদের মতে সাহেবরাই কেবল আর্য ও হিন্দুরা অনার্য।

১৩০৬ আষাঢ় (১৮৯৯)

প ২২৭১ অহল্যার (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)।
(প্র ৮) শাপকথার দ্বৈধ পৃঃ ২৬১-২৬৫।
অহল্যার প্রস্তরে পরিণতা হবার অভিশাপ সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে—বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে। এই দ্বৈধ নিয়ে আলোচনা।

প ২২৭২ আহিতাগ্নিকা (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)।
(ক) পৃঃ ১৯১-১৯২।

"সর্ব্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ!
পথ যে দুর্গম একায়ণ!
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্ব্বরী,
অপ্রকম্প চিত্তে সর্ব্বভয় পরিহরি,
পারিবে কি যেতে? তুমি বিক্লববচনা।
অশ্রু অবিললোচনা!..."

প ২২৭৩ কলির মেয়ে (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)।
(ক) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পৃঃ ৯৭-৯৮।
কলিকালের বিদেশীয়ানা রপ্ত মেয়েদের রীতিনীতি ও সাজপোষকের বর্ণনা।

"সাড়ী ফেলি গাউনেতে
ঢাকা কলেবর,
সায়া বা সেমিজ শোভে

শাড়ীর ভিতর।...”

(প ১৯২১.২) কহাবত বা জয়পুরী প্রবচন (প্র ৮) [ক্রমশঃ] | (শ্রী) শোভনাসুন্দরী দেবী | পুণ্য, ১৮৯৯ (আ-শ্রা ১৩০৫)। পৃঃ ৪৭১-৪৭৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি। জয়পুরী প্রবচন বঙ্গীয় প্রবচন সহ। প্রবাদ সাহিত্যের অনুবাদ।

(প ২২৭৪.১) কাট্‌নি ও জব্বলপুর (প্র ৯) [ক্রমশঃ] | (শ্রী) সরযুবালা দত্ত | পুণ্য, ১৮৯৯ (আ-শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ৪৮৮-৪৯৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। শারদীয়া পূজাবকাশে জব্বলপুর ও এরই নিকটবর্তী কাট্‌নিতে বেড়ানোর বর্ণনা।

প ২২৭৫ (প্র ৬) কোপ্তাপুডিং | (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | পুণ্য, ১৮৯৯ (আ-শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ৫১১-৫১৩।

উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ আনুমানিক ব্যয় ও ভোজনবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২২৭৬ (প্র ৬) চিংড়ীমাছের রামতা | (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | পুণ্য, ১৮৯৯ (আ-শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ৫০৯-৫১০।

উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ, আনুমানিক ব্যয় ও ভোজনবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২২৭৭ (ক) জিজ্ঞাসা | (শ্রীমতী) রেবা রায় [রেবা রাই, কটক] | বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬) । পৃঃ ৯৩-৯৫।

পতিবিরহিনী কোন হতভাগিনী সতীর জিজ্ঞাসা।

প ২২৭৮ (প্র ৬) দুধ-কমলা | (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | পুণ্য, ১৮৯৯ (আ-শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ৫১৩-৫১৪।

উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ, গুণাগুণ, আনুমানিক ব্যয় ও ভোজনবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২২৭৯ (ক) নববর্ষায় প্রকৃতির প্রতি | (শ্রী) প্রিয়ম্বদা দেবী | ভারতী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ২৫৫।

বর্ষা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা।

প ২২৮০ (ক) নরেন্দ্র | (শ্রী) যামিনীপ্রভা দেবী | বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬) । পৃঃ ৯৫।

“কোথায় প্রাণের ভাই নরেন্দ্র আমার।
বহুদিন ত্যজিয়াছ এ পাপ সংসার।
এ ভব ভবনে ভাই, তোমা হেন ধনে যেই
বঞ্চিত হয়েছে, তার কি সুখ জীবনে?...”

প ২২৮১ (ক) বজ্রানল (শ্রী) কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] নব্যভারত, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ১৪১-১৪৩।

গ্রীষ্মের আকাশে বজ্রের ভীষণ শব্দে কোটি কোটি ভারত সন্তানকে জেগে উঠতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

(প ২২৬০ ২) (উ) বলেন্দ্র ও বলবতী [ক্রমশঃ] (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ৭২-৭৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ২২৮২ (ক) বীণাপানি (শ্রী) গিরিবালা দেবী নব্যভারত, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ১৪৩।

দেবী বীণাপানির বর্ণনা করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

প ২২৮৩ (প্র ৯) লেভেনিয়া শৈল ঃ সিংহল দর্শন ঁপ্রমীলা নাগ [প্রমীলা নাগ (বসু)] প্রয়াস, জু ১৮৯৯ (আ-শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ৪৩৫-৪৩৬।

"এই বর্ণনাটি স্বর্গীয়া লেখিকার একখানি নোটবইয়ের দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য লেখিকা ইহা মুদ্রাঙ্কনের উপযোগী করিয়া রাখিয়া যান নাই। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ দর্শন গদ্যকাব্য চিত্রটি কবির রচনানুরাগিগণের প্রীতপদ হইতে পারে বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত হইল। সা-সেম;"

প ২২৮৪ (ক) শান্তিসাধনা (শ্রী) কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ৭৬-৭৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২২৮৫ (প্র ২) শ্রী নামাশ্রয় (শ্রীমতী) বিদ্যুল্লতা দাসী সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ১৩-১৬।

শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর নামাশ্রয়ী ভক্তজন তাঁর নামপ্রীতি অনুযায়ী অল্পকাল মধ্যেই প্রেমধন প্রাপ্ত হতে পারে।

প ২২৮৬ (ক) শ্রী শ্রী স্বামিজী ভাস্করানন্দ (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ৮৫-৮৮।

শ্রী শ্রী ভাস্করানন্দজীর তিরোধানে অন্তরের ব্যথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৮৮৭ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ২৭০-২৭২।

কথা ও সুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইমন্-কল্যাণ-একতালা।

প ২২৮৮ (ক) স্মৃতি শ্রী স বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)। পৃঃ ৯৫-৯৬।

"হৃদিবৃন্তে ছিল যে কুসুম,
প্রেমময় মৃণাল আসনে,
দিবানিশি থাকিত ফুটিয়া
এ মোর সাধের নিকেতনে।..."

১৩০৬ শ্রাবণ (১৮৯৯)

প ২২৮৯ (গ)	অদ্ভুত আত্মত্যাগ	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১০২-১০৪।

ষ্টীলা নামে একটি জাহাজ জলে ডুবে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মিসেস্ রজার্স নাম্নী এক জন কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্নেহপ্রবণ ইউরোপীয় মহিলার অদ্ভুত আত্মত্যাগের কাহিনী। মিসেস রজার্স তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর জাহাজে ভাণ্ডারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

প ২২৯০ (ক)	ঈশ্বরোদ্দেশে	(শ্রীমতী) মৃণালিনী বসু	প্রয়াস, আগস্ট ১৮৯৯ (শ্রা-ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৫০৪।

"তোমার চরণে আমার হৃদয়
যেন সদা ডুবে থাকে,
টলেনা হে যেন চঞ্চল হৃদয়
কিবা সুখে কিবা দুঃখে।..."

প ২২৯১ (ক)	উচ্ছ্বাস	(শ্রীমতী) রেবা রায় [রেবা রাই, কটক]	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬) । পৃঃ ১২৬-১২৭।

দুঃখ ও শোকে জর্জরিতা অবলা নারীর বিলাপ।

প ২২৯২ (প্র ৮)	ঐতিহাসিক চিত্র ও বঙ্কিমবাবু	(শ্রীমতী) সরলা দেবী, বি. এ	প্রদীপ, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ২৮০-২৮২।

বাঙ্গালী জাতিকে সবল ও গৌরবান্বিত করে তোলার জন্য এবং বাঙলার তথা বাঙালী জাতির ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন যেমন ঃ " 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গলার ইতিহাস', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার'..." ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সকলকে এই ইতিহাস অনুসন্ধান করতে আহ্বান জানাচ্ছেন।

প ২২৯৩ (ক)	কার স্নেহ?	(শ্রী) সরলা দত্ত	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১০২।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২২৯৪ (ক)	কেন পাঠাইলে?	পঙ্কজকুমারী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬) । পৃঃ ১২৭-১২৮।

"দেব—
ডাকিয়া লইবে যদি কেন তবে পাঠাইলে,
খেলা না পুরাতে মোর আগেতেই ডেকে
নিলে।..."

প ২২৯৫ (ক) খোকার বিদায় — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬) । পৃঃ ১২৮।

"খোকা গেল কোন্‌খানে?
আজি আছি শূন্য প্রাণে,
এখন (ত) সে ফিরিল না ঘরে,
আঁখি মোর ঝরে তার তরে।..."

(প ২২৯৬.১) (প্র ৯) চন্দনতলার চাপ [ক্রমশঃ] — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬) । পৃঃ ১১৬-১১৯।

[অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]

"ঐতিহাসিক স্থান।" ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। আলোচ্য ভ্রমণবৃত্তান্তে উড়িষ্যাপ্রদেশের শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের বর্ণনা এবং চন্দনতলার চাপ অর্থাৎ— চন্দনতলার পুষ্করিনীতে জগন্নাথের প্রতিনিধি মদনমোহন-এর জলক্রীড়া ও চন্দনতলায় পুকুরের মধ্যে নয়ণাভিরাম মন্দিরের বর্ণনা করা হয়েছে।

প ২২৯৭ (প্র ৯) জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনে তাঁহার পিতার প্রভাব — (শ্রী) হেমলতা দেবী — প্রদীপ, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ২৭৬-২৭৮।

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণেতা মহানুভব জেমস্ মিলের জৈষ্ঠ্যপুত্র মহাপন্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনে তাঁর পিতার অসামান্য প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। পিতার মত স্বাধীনচেতা জন স্টুয়ার্ট মিলের দুই সঙ্গী ছিল—পিতা ও পুস্তক। এঁরই ফলে মাত্র ৮ বছর বয়সে জন ষ্টুয়ার্ট মিল গ্রীক ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন।

প ২২৯৮ (ক) ত্রিদিব স্থান — (শ্রীমতী) কৃষ্ণসোহাগিনী দে — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১১১-১১২।

"সুরপুর বাসীযারা
সুধাপানে মাতোয়ারা
হইয়ে আপন হারা
গাইছে বিভুর গান
সুখসোভা, সুধাময়
সেই কি ত্রিদিব স্থান।...'

প ২২৯৯ (ক) পুষ্পাঞ্জলী (শ্রীমতী) কৃষ্ণসোহাগিনী দাসী প্রয়াস, আগস্ট ১৮৯৯ (শ্রা-ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৫০৪-৫০৫।

মাতার প্রতি দুহিতার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন।

"আহা স্নেহময়ী জননী আমার
শোণিতে তোমার স্নেহের ধার
কভু কি পেয়েছে কেহ ধরায়?..."

প ২৩০০ (প্র ৯) পেনে প্রীতি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ৩৪৮-৩৬৭।

বোম্বের (বর্তমান মুম্বাই) কাছে কোলাবা জেলা শহরে পেনে নামক এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

প ২৩০১ (ক) প্রকৃতির বীরত্ব মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা প্রণেত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১১১-১১২।

প্রকৃতি বিষয়ক।

(প ২২৬০.৩) (উ) বলেন্দ্র ও বলবতী [ক্রমশঃ] (শ্রী) অম্বুজসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১০৩-১০৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ২৩০২ (ক) বিহ্বলা-রাধিকা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী। বোলপুর [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১৭-১৯।

কৃষ্ণবিরহিনী রাধিকার বিহ্বল অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

(প ২১৪৮.৩) (উ) মর্ম্মিয়ণ [ক্রমশঃ] স্বর্ণলতা চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ [ ] —৮৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

প ২৩০৩ (ক) মা গো জননী শ্রী ন বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১০৩।

জননীর উদ্দেশ্যে।

"মাগো জননী, জুড়ায় পরানী
লইয়ে তোমার নাম।
তুমি যে আমার, নিধি সারাৎসার,
সেবিয়ে তোমায়,
যাব স্বর্গধাম।।..."

প ২৩০৪ (ক) মিত্র বিয়োগ — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬) । পৃঃ ১২৪-১২৫।

"বামারচনাভুক্ত।" বিচারপতি রমেশ মিত্রের (১৮৪০-১৮৯৯) অকালবিয়োগে বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ের কান্না।

"অহো! একি শুনি কানে,
বিষম বাজিল প্রাণে,
রমেশ বিচারপতি নাহি এ ধরায়!..."

প ২৩০৫ (ক) রবীন্দ্রনাথ — (শ্রীমতী) চঞ্চলাবালা দাসী — প্রয়াস, আগস্ট ১৮৯৯ (শ্রা-ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৫০৩।

ভারতীয় বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে রচিত।

"ভারতীর প্রিয়পুত্র তুমি!
কল্পনা মুরলী ধরে
কড়ি ও কোমল সুরে
কি সঙ্গীত গাহিতেছ আপনার মনে?..."

প ২৩০৬ (ক) শরতের ঊষা — (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১৪২।

শরৎকালীন উষাকালের শোভার মতো ভগ্নহৃদয়ে সহসা উচ্ছ্বসিত আনন্দের কথা।

প ২৩০৭ (ক) শিশুর চুম্বন — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬) । পৃঃ ১২৬।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

(প ২২৩৮.২) (প্র ৩) সংসারাশ্রম (৪১২ সংখ্যার ২৭ পৃষ্ঠার পর) [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা (বোলপুর) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬) । পৃঃ ১০০-১০৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ২৩০৮ (প্র ৯) সতীজীবন — (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ৯৯-১০১।

নিষাধরাজ মহিষী বৈদর্ভী দময়ন্তীর সতী চরিত্র ও জীবনের কথা।

(প ২২৪১.৩) (প্র ৩) স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) হেমাঙ্গিনী চৌধুরী — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১০৪-১০৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৩০৯ (প্র ৩) স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা (শ্রী) বসন্তকুমারী বসু অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ১০৪-১০৭

ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও ইংরাজ রাজত্ব সময়ে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে মানব জীবনের গৃহ প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র, মাতা প্রথম শিক্ষাদাতা এবং উপযুক্ত শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

প ২৩১০ (ক) স্বর্গারোহণ শ্রীমতী—নী বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬) । পৃঃ ১২৫-১২৬।

রমেশ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-কবিতা।

"যে কার্য্য সাধিতে ওহে মিত্রবর।
এসেছিলে মরদেশ,
প্রাণপণ করে করিলে সাধন,
আজি তার হল শেষ।..."

প ২৩১১ (ক) স্বর্গীয় কুসুম (শ্রীমতী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] নব্যভারত, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ২১৪।

"শিশুর জন্মোপলক্ষে লিখিত।"

প ২৩১২ (ক) হিসাব (লেখিকার চিত্রসহ) "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী [কামিনী রায় (সেন] প্রদীপ, ১৮৯৯ (শ্রা ১৩০৬)। পৃঃ ২৭৫।

"আমি ছিনু এক দরিদ্র যুবক, ধনীর কুমারী তুমি
তোমায় আমায় ছিল না জগতে দাঁড়াবার সমভূমি।..."
ভালবাসা আসি ভাসাল আমারে করাইল কত ভুল,
চলিল হৃদয় করি অতিক্রম ধন গর্ব্ব জাতিকুল,..."

১৩০৬ ভাদ্র (১৮৯৯)

প ২৩১৩ (ক) অন্তঃসলিলা শ্রী কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ [ ]।

সহস্র যোজন দূর থেকে প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত স্নেহ ও ভালবাসার কথা।

প ২৩১৪ (ক) অবজ্ঞেয় (শ্রী) সরোজিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১২৫-১২৬।

খনিগর্ভে মণির মতো সংসারে অপবিত্র ও অবজ্ঞেয় বলে পরিত্যক্ত জনের হৃদয়রত্নের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

প ২৩১৫ (প্র ৩) আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী প্রদীপ, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৩১৪-৩২০।

ও তাহার সংস্কার (লেখিকার চিত্র সহ)

কলকাতার সাধারণ সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুরের মতো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও প্রাচীনপ্রথা অনুযায়ী বৈষ্ণবী এসে মহিলাদের শিক্ষা দিতেন। এ প্রসঙ্গে জানা যায় লেখিকার "দিদিমা (মায়ের খুড়ীমা) গ্রন্থের কীট ছিলেন। বড় দাদামহাশয়ের 'তত্ত্ববিদ্যার' সমজদার তাঁহার মত কেহই ছিল না।... নবীনরা কাব্য, উপন্যাসের অনুরাগী ছিল। বটতলার যতকিছু নতুন বই কাব্য, উপন্যাস...দিদিদের লাইব্রেরী কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল।..." এহেন অন্তঃপুরের শিক্ষা প্রচলনের সংস্কার সাধন করেছিলেন শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তিনি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন অন্যতম। বাড়ির শিশুকন্যাদের উক্ত স্কুলে প্রেরণ করে নারীশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

প ২৩১৬ (ক) | আশা | শ্রী কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] | নব্যভারত, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ২৪৪-২৪৫।

বিরহময় জীবনে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশারূপ কৌস্তুভমণির হাতছানিকে কেন্দ্র করে লেখা।

(প ১৭৩২.৪) (ক) | ইলিয়ড, ১ম স্বর্গ (৩৯৮ সং, ১৩০৪; ৪১১ পৃষ্ঠার পর) [ক্রমশঃ] | লজ্জাবতী বসু | বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৭৬-১৮৬ [sic]

ক্রমশঃ প্রকাশিত মহাকাব্যের অনুবাদ রচনা। ৪র্থ কিস্তি।

প ২৩১৭ (প্র ৬) | কাঁচা আমের ফকিয়া | (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | পুণ্য, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৫৮০-৫৮৩।

উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৩১৮ (প্র ৯) | কুন্তী | (শ্রী) উষাবালা দেবী | অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১২১-১২৩।

পৌরাণিক জীবনী। মহাভারতের বক-রাক্ষস বধ করার কাহিনীর অবতারণায় কুন্তী চরিত্রের পরদুঃখকাতরা ও পরোপকারী রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

প ২৩১৯ (গ) | কৃষকবালা | (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী | বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৪৮-১৫১।

বীরপুত্র প্রসবিনী হামির জননী চিতোররাজ অরিসিংহের মহিষীর বীরত্বের কাহিনী।

(প ২২৯৬.২) (প্র ৯)	চন্দনতলার চাপ (গত প্রকাশিতের পর) [ক্রমশঃ]	(শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৪১-১৪৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৩২০ (প্র ৬)	ছানার গজা	(শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	পুণ্য, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৫৮১-৫৮২।

উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৩২১ (ক)	জন্মদিন (১৩ই কার্ত্তিক-১৩০৫ সাল)	অনামা	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৯৬-১৯৭।

এক বছরের জন্মদিনে মঙ্গলকামনা।

"ছুটায়ে স্নেহের নদী, স্নেহের তরঙ্গরাশি,
হাসায়ে নিখিল ধরা, বিফল জোছনা হাসি;
মরমের প্রতিবৃন্তে ফুটায়ে গোলাপ দল,
পরাগে পরাগে ঢালি স্বরগ-শিশির-জল;—..."

প ২৩২২ (প্র ১)	জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য	(শ্রী) রেবা রায় [রেবা রাই, কটক]	অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১২৭-১২৮।

সৌন্দর্য প্রয়াসী মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য হল তাঁর চরিত্র। চির সৌন্দর্যের আঁধার শ্রী জগদীশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে এই চরিত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৩২৩ (ক)	দলিতা কমল	(শ্রী) সরসীবালা [সরসীবালা দাসী]	প্রয়াস, সে ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ৫৬৬-৫৬৮।

"হায় সেই একদিন!
যেদিন সরসী জলে,
ফুটেছিল শতদলে,
রূপেতে আলোকিত বিশ্ব, অস্ফূট নলিন্।..."

প ২৩২৪ (প্র ৩)	দেশী ও বিলাতী জিনিষ	(শ্রীমতী) কৃষ্ণভাবিনী দাস	প্রদীপ, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ২৯৪-২৯৭।

বিলাতী জিনিষের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ ও দেশীয় দ্রব্যের প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধার তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়েছে, প্রকৃত আত্মমর্যাদা বোধের অভাবহেতু দেশবাসীর এই করুণ দশা। দেশীয় নানা দ্রব্যাদির শ্রেষ্ঠত্বের কথা ও কিছু প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য্য বিদেশী জিনিসের কথা এ প্রসঙ্গের উত্থাপিত হয়েছে।

প ২৩২৫ (ক)	পাগলের স্বপন	মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১৮০-১৮১।

অতীতে সুখস্বপ্ন ও প্রিয়তমের প্রথম দর্শনের স্মৃতিচারণ করে বিরহের দুঃখকথা।

প ২৩২৬ (প্র ৬) পাঁঠার দমেঘন্ট (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৫৮২।

উপকরণ, পরিমাণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৩২৭ (ক) প্রার্থনা অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৯৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"কি আর চাহিব নাথ
সকলি দিয়াছ তুমি,
দিয়াছ এ ধরাধামে
নামায়ে স্বরগভূমি।..."

প ২৩২৮ (ক) প্রার্থনা (শ্রীমতী) গিরিবালা দেবী এডুকেশন গেজেট, ২৫শে আগস্ট ১৮৯৯ (৯ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৩০৮

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৩২৯ (গ) বিদেশী গল্প আত্মদান স্নেহলতা সেন সাহিত্য, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৩০৯-৩১৫।

রোমের সর্বপ্রধান পাহাড় ক্যাপিটোলাইন হিলের অগ্নিগহ্বরে কুর্সিয়াসের আত্মত্যাগের কাহিনী।

প ২৩৩০ (প্র ৯) বিদ্যাসাগর জননী ঃ ভগবতী দেবী শ্রীমতী ** দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১২৩-১২৫।

মার্জিত বুদ্ধি, উদার দৃষ্টিসম্পন্না হিন্দু পরিবারের আদর্শ গৃহিনী বিদ্যাসাগর জননীর কথা।

প ২৩৩১ (ক) বুঝিবে যেমন যার মন "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী [কামিনী রায় (সেন)] প্রদীপ, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ২৯৭-২৯৮।

পবিত্র ও স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে সত্যপথে আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমস্ত দুর্বলতা দূর করে এগিয়ে যাবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ২৩৩২ (ক) বৈতরণী নদী (শ্রী) অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

"কথিত আছে যমরাজ জীবাত্মাকে পৃথিবী হইতে আপন ভবনে লইয়া যাইবার সময় বৈতরণী নদী পার করাইয়া লইয়া যান। উড়িষ্যার বৈতরণী পার হইলে আর সে বৈতরণী পার হইতে হয় না।"

(প ২১৪৮.৪) (উ) মর্ম্মিয়ণ [ক্রমশঃ] স্বর্ণলতা চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১১৭-১২০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৪র্থ কিস্তি।

প ২৩৩৩ (প্র ২) মায়ার পরীক্ষা (শ্রীমতী) হেমলতা দেবী, চন্দননগর সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৮-১১।

শ্রী ভগবান চরণ লাভের পথে ঈশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া ভক্তজনকে যে নানাভাবে পরীক্ষা করে সে বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

প ২৩৩৪ (প্র ৩) মায়ের জাতি (শ্রী) সরলাবালা সরকার অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১১৪-১১৭।

বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিনিধি পৃথিবীতে সকল রমণীর মধ্যে মধুর মাতৃ হৃদয়ের ব্যাপ্তি ঘটাতে ও বিশ্ব মাতৃত্বের উন্মেষের জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

প ২৩৩৫ (ক) "রমেশ বিয়োগে" (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৯৭-১৯৮।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান বিচারক স্যার রমেশ মিত্রের পরলোক গমনে বঙ্গবাসীর শোকচ্ছ্বাস।

প ২৩৩৬ (ক) "রাখীবন্ধন" বিরাজমোহিনী বসু, মেদিনীপুর বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৯৯-২০০।

রাখী বন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতা।

প ২৩৩৭ (গ) লজ্জাবতীর ভালবাসা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৬১-১৬৫।

নীতিমূলক গল্প।

প ২৩৩৮ (ক) শান্তি প্রয়াস, সে ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ৫৬৮-৫৬৯।

"অবশ শরীরে পড়েছে ঘুমায়ে
ক্লান্ত দেহখানি নিয়ে;
ঘুরে সারাবেলা জগতের কাজে
জগতের পানে চেয়ে।..."

প ২৩৩৯ (প্র ৩) শান্তি চর্চ্চা (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ৪৭৪-৪৮১।

বিশ্বে শান্তিচর্চার উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিভিন্ন সভা ও বিশ্বজনীন আন্দোলনের কথা এবং এ প্রসঙ্গে ইউরোপে শান্তিচর্চার আনুপূর্বিক বিবরণ ও মারগারীট সেলেঙ্কার-এর পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করে ভারত রমনীদের শান্তিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

প ২৩৪০ (ক) শারদ-গীতি (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৯৫-১৯৬।

"বিগত প্রাবৃট! শরতের আবির্ভাব!

নবীনা দামিনী-ছটা গিয়াছে ফুরায়ে
জেগেছে জগতে এক ভাব অভিনব!
বারিদ সুনীলাকাশে গিয়াছে মিলায়ে।..."

প ২৩৪১ (ক) সকলি নূতন (শ্রীমতী) সরসীবালা সরকার অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১২৬-১২৭।

"হেথা সকলি নূতন,
হৃদয়ে নূতন আশা, নবনব কাঁদা হাসা,
নবীন উন্নতি নীতি লভে নববনে,
জগতের স্তরে স্তরে, নবীনতা বাস করে
ভেঙ্গে ছিঁড়ে, পিষে, মরে, যায় পুরাতন,
হেথা সকলি নূতন।..."

প ২৩৪২ (প্র ৯) সক্রেটিসের গল্প শ্রী নিঃ দেবী বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (ভা-আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

গ্রীস দেশের পণ্ডিতবর সক্রেটিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(প ১৯৪০.১০) (প্র ২) স্বপ্নে দীক্ষা [ক্রমশঃ] (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] পন্থা, ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)। পৃঃ ১৪২-১৪৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১০ম কিস্তি।

১৩০৬ আশ্বিন (১৮৯৯)

প ২৩৪৩ (ক) অবাক প্রণয় (শ্রীমতী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ নব্যভারত, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ৩০৭।

অসীম আকাশের নীচে দুটি প্রণয়ীর আবেগের প্রকাশ।

প ২৩৪৪ (প্র ১) আশা বৈতরনী নদী (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] ঋষি, সে-অক্টোবর ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ৯৩-৯৭।

আশাবাদী লেখিকার বিশ্বাস হিন্দু রমণীর পবিত্র ধর্মপরায়ণতার ফলস্বরূপ ভারতের গৌরব অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। এই নারীকুল থেকেই ভারতবর্ষের মাটিতে আবার সোনা উৎপন্ন হবে।

প ২৩৪৫ (ক) কৃষ্ণনাম (শ্রীমতী) বিদ্যুল্লতা ঘোষ সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ৩২।

"চিন্ময় কৃষ্ণের নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
প্রকাশিয়া আনন্দ বিলায়।
রূপগুণ প্রকাশিয়া, লীলামধ্যে যাত্রা লঞা,
নবনব মাধুর্য্যে ডুবায়।।..."

প ২৩৪৬ (ক) খাটিতে হবে (শ্রী) সুকুমারী দাস অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬) । পৃঃ ১৪২-১৪৩।

নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অপরের দুঃখে সান্তনা দিয়ে, নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে কাজ করে যাবার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

"এসেছি ভবে,
খাটিতে হবে,
বৃথা কি জীবন যাবে?..."

প ২৩৪৭ (ক) নিন্দুক (শ্রীমতী) মৃণালিনী বসু প্রয়াস, ১৮৯৯ (আশ্বিন-কা ১৩০৬)। পৃঃ ৬৩১।

"আপন রসনা কর শাসন
নিজ প্রতি দৃষ্টি রাখ অনক্ষণ,
নিন্দুক আপনি সুখ না পায়।
অনর্থক দেয় পরেরে বেদন।..."

প ২৩৪৮ (ক) নীরবে (শ্রীমতী) চঞ্চলাবালা দাসী, বর্দ্ধমান প্রয়াস, অক্টোবর ১৮৯৯ (আশ্বিন-কা ১৩০৬)। পৃঃ ৬৩১-৬৩২।

"আমি নীরবে এসেছি, নীরবে যাইব,
নীরব জগৎ বাসিব ভাল;
নীরব নিশীথে নীরবে বসিয়ে,
আঁধার হৃদয়ে জ্বালিব আলো।..."

প ২৩৪৯ (প্র ৫) প্রকৃতির বিচিত্রতা সরলাবালা সরকার অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬) । পৃঃ ১৩৭-১৪০।

প্রকৃতির বিভিন্ন জন্তু ও উদ্ভিদকে কিভাবে শিকার করে বা নানা বিচিত্র আচরণের দ্বারা জীবিকা রক্ষা ও আহার্য সংগ্রহ করতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প ২৩৫০ (ক) প্রভু তুমি ফিরায়ে দিলে সরলাবালা সরকার অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬) । পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

ঈশ্বর কবিতা।

(প ২১৪৮.৫) (উ) মর্ম্মিয়ণ [ক্রমশঃ] স্বর্ণলতা চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬) । পৃঃ ১৩২-১৩৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৫ম কিস্তি।

প ২৩৫১ (প্র ৯) মহারানী ভিক্টোরিয়া (সচিত্র) (শ্রী) সুখতারা দত্ত অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬) । পৃঃ ১৪৫-১৪৮।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর নানা সদ্‌গুণাবলীর কথা।

প ২৩৫২ (ক) শিশু — (শ্রীমতী) বিনোদিনী দেবী — প্রয়াস, অক্টোবর ১৮৯৯ (আশ্বিন-কা ১৩০৬)। পৃঃ ৬৩০-৬৩১।

"মোমের পুতুল ওই খেলিছে সম্মুখে
উঠিতেছে পড়িতেছে বিভোর কৌতুক।
মরুময় সংসারের ক্ষুদ্র জলাশয়,
শোকে পূর্ণ পৃথিবীর আনন্দ আলয়।..."

প ২৩৫৩ (প্র ২) শ্রীনাম — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ২৬-২৮।

শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গদেব মানুষের পরমগতি শ্রী ভগবানের নাম-এর মহিমার কথা আলোচনা করে শ্রী রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব রসমাধুরীতে আপ্লুত হবার শিক্ষা দিয়েছেন।

(প ২৩৫৪.১) (প্র ৯) শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — পন্থা, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬)। পৃঃ ১৭৯-১৮২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। শ্রী চৈতন্যশিষ্য যবন হরিদাস ঠাকুরের জীবন কথা।

প ২৩৫৫ (প্র ৩) স্ত্রীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য — (শ্রী) সুশীলা বসু — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬) । পৃঃ ১৪৯-১৫১।

স্ত্রী জাতির দেশবাসীর কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৩৫৬ (প্র ৯) স্বর্গগতা মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু (সচিত্র) — শ্রী ** দেবী — অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬) । পৃঃ ১৫৪-১৬০।

"'সঞ্জীবনী' পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত।" পন্ডিত, বহুভাষাবিদ্, ঈশ্বর নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক—ব্রাহ্ম সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী মহাত্মা ঋষি রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)-র সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা।

১৩০৬ কার্ত্তিক (১৮৯৯)

(প ১৭৩২.৫) (ক) ইলিয়ড, (১১৬-১১৭ সংখ্যার পর) [ক্রমশঃ] — লজ্জাবতী বসু — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬) । পৃঃ ২৩৬-২৩৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত মহাকাব্যের অনুবাদ রচনা। ৫ম কিস্তি।

প ২৩৫৭ (প্র ৪) আমাদিগের বামারচনার স্তম্ভ — অনামা — বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬) । পৃঃ ২১৫-২১৯।

মহিলা রচনায় কাব্যের স্থান সবচেয়ে বেশি এই আলোচনা প্রসঙ্গে রচয়িত্রীদের

উৎকর্ষসাধনে প্রকৃত ছন্দ জ্ঞানের অবতারণা করা হয়েছে। কারণ ছন্দই কাব্যের প্রধান অঙ্গ। লেখিকাদের মনঃকল্পিত ছন্দ উদ্ভাবন লেখার গাম্ভীর্য ও মাধুর্য নষ্ট করায় এই প্রবন্ধ আলোচনা করা হয়েছে।

প ২৩৫৮ (ক) ঋষি নারায়ণ (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় নব্যভারত। ১৮৯৯ (কা ১৩০৬) । পৃঃ ৩৮৪।

বঙ্গ সংস্কৃতির প্রধান পুরোধা-'ঋষি' আখ্যায় অভিহিত 'সঞ্জীবনী' সভার সভাপতি পন্ডিত রাজনারায়ণ বসুর উদ্দেশ্যে লিখিত।

প ২৩৫৯ (প্র ৩) ঔপনিবেশিকের জীবন সংগ্রাম (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)। পৃঃ ৬০৭-৬১৬।

অশান্তিময় ঔপনিবেশিকের জীবন কথা বলা হয়েছে। অবিরাম পরিশ্রমে, অসংখ্য জীবন দিয়ে স্থাপিত হয়-এক একখানি উপনিবেশ। নিত্যবিরোধ, অসংখ্য তাড়না, লাঞ্ছনাময় ঔপনিবেশিকের জীবনে প্রকৃতির অবিকল প্রতিকৃতি-র কথা ও তাঁদের অবসরহীন জীবনের কথা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

প ২৩৬০ (প্র ১০) কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কুসুমকুমারী রায়, ঢাকা বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা-অ ১৩০৬)। পৃঃ ২১৯-২২২।

অমর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষ অধ্যায়ে পুত্রশোক ও অন্ধত্বে জীবিকাভ্রষ্ট হয়ে দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কবির দুর্দশার জন্য লেখিকা বর্তমান প্রবন্ধে 'বামাবোধিনীর পাঠক ভগিনীগণ'-এর ও অসংখ্য গ্রাহকদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন।

প ২৩৬১ (ক) কল্পনা (কুমারী) সুকুমারী দাস, বরিশাল বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬) । পৃঃ ২৬২-২৬৩।

"নীরব শরত রেতে মনের উচ্ছ্বাসে,
বসেছিনু একাকিনী নির্ঝরের পাশে।
সোনার চাঁদিমা পানে
চেয়েছিনু আনমনে..."

প ২৩৬২ (প্র ২) কৃষ্ণগুণ (শ্রীমতী) বিদ্যুল্লতা ঘোষ সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)। পৃঃ ১০-১১।

শ্রী কৃষ্ণের ৬৪টি গুণরাজি ও ভক্তহৃদয়ে নাম মাহাত্ম্যে সেসব গুণোদয়ের কথা আলোচিত হয়েছে।

প ২৩৬৩ (ক) কেন দেখিনু তাহায়? (শ্রীমতী) মৃণালিনী দেবী [মৃণালিনী সেন] প্রয়াস, ১৮৯৯ (কা-অ ১৩০৬)। পৃঃ ৬৯৭।

জীবনের বাসন্তী সন্ধ্যায় প্রিয়তমকে স্মরণ করে লেখা।

(প ২৩৬৪ ১) গার্হস্থ্য প্রবন্ধ বিনোদিনী সেন, পূর্ণিয়া বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)
(প্র ৩) [ক্রমশঃ] । পৃঃ ২২২-২২৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ ১ম কিস্তি। পরিবারের, সমাজের ও সমগ্র দেশের উন্নতির জন্য গার্হস্থ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ২৩৬৫ জন্মদিনের উপহার ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)
(ক) । পৃঃ ২৬৩-২৬৪।
অষ্টাদশ বর্ষের জন্মদিনে কন্যার উদ্দেশ্যে মায়ের আশীর্বাদ।

প ২৩৬৬ দেবতা আমার (শ্রীমতী) হরিদাসী দাসী কলিকাতা, ভবানীপুর বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)
(ক) । পৃঃ ২৬১-২৬২।
পতিদেবতার উদ্দেশ্যে।

"টানিয়ে স্নেহের রাশি, অধীনীরে ভালবাসি,
কেন এত তৃপ্তি নাথ, হৃদয়ে তোমার?
সর্ব্বগুণান্বিত তুমি, গুণ-বিবর্জিতা আমি,
তবে কেন ভালবাস দেবতা আমার?..."

প ২৩৬৭ নরদেবতা শ্রীমা [মানকুমারী বসু] বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)
(ক) । পৃঃ ২০৯-২১০।
ঋষি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে লিখিত।

"আমি দেখিয়াছি এক মানব দেবতা,
বিশুভ্র ঋষির মূর্ত্তি,
হৃদয়ে যুবার স্ফূর্তি,
ঢেকেছে উদ্যম কর্ম্মে-স্থবির জড়তা!..."

প ২৩৬৮ নীরবে অনামা বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)
(ক) । পৃঃ ২৫৯-২৬০।
ঈশ্বরের সব কাজ নীরবে সংঘটিত হয়।

"নীরবে জনম মম—
গাইবেরে নিতি নিতি,—
নীরবে আমার প্রাণ
প্রাণের নীবর গীতি।..."

প ২৩৬৯ মমতা (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)।
(ক) পৃঃ ৬৬৯।
অপত্য স্নেহের কবিতা।

প ২৩৭০ যেওনা (শ্রীমতী) হেমলতা দাসী, ব্যাজড়া প্রয়াস, ন ১৮৯৯ (কা-অ ১৩০৬)
(ক) । পৃঃ ৬৯৮।

স্বামীর উদ্দেশ্যে কোন স্ত্রীর কাতর প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। এখানে স্ত্রী অনুরোধ ও মিনতি করছেন যাতে স্বামী তাঁকে ত্যাগ করে না যান।

"কি দোষে কেন গো নাথ
যাবে মোরে ছাড়িয়ে।
পায়ে পড়ি সব কথা,
শুনি বল খুলিয়ে।..."

প ২৩৭১ (ক)	শান্তি	(শ্রীমতী) চমৎকারমোহিনী দাসী, বিষ্ণুপুর	বামাবোধিনী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)। পৃঃ ২৬০-২৬১।

"অনন্ত আকাশে অনন্ত সাগর,
অনন্ত এ সৃষ্টি যত চরাচর,
অনাদি অনন্ত যত মরামর
এক লক্ষ্য প্রতি সকলেই ধায়।...'

প ২৩৭২ (ক)	সঙ্কীর্তন	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তাফী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পন্থা, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)। পৃঃ ২০৮-২০৯।

শ্রী হরিপ্রেম বিষয়ক।

প ২৩৭৩ (ক-গা)	সঙ্গীত	(রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	পন্থা, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)। পৃঃ ২০৮।

সংসারের সুখ ও দুঃখের ক্ষণস্থায়িত্ব বিষয়ক।

"শুধু রচিয়া মধুর কাহিনী
কি হবে শুনালে নিমেষের সুখ
সেতো নিমেষের কাহিনী।..."

প ২৩৭৪ (প্র ১০)	সমালোচনা ঃ নয়ণতারা ঃ পারিবারিক উপন্যাস। শিবনাথ শাস্ত্রী	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)। পৃঃ ৬৫০-৬৫৯।

সমালোচনায় জানা যায় ঃ "দোষেগুণে ইহা বঙ্কিম যুগান্তের একখানি অপূর্ব্ব উপন্যাস।... 'নয়ণতারা'য় গল্পত্ব অতি যৎসামান্য। তাহা বলিয়া ঘটনা সমাবেশ অল্প নহে।..."

প ২৩৭৫ (প্র ৩)	স্বায়ত্ব সুখ	(শ্রীমতা) শরৎকুমারী চৌধুরানী	ভারতী, ১৮৯৯ (কা ১৩০৬)। পৃঃ ৬৫৮-৬৬৯।

দেশপ্রেমমূলক রচনা।

প ২৩৭৬ (ক) অবোধবালা (কুমারী) শান্তিময়ী দেবী অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)। পৃঃ ১৭৩।

১৩০৬ অগ্রহায়ণ (১৮৯৯)

প ২৩৭৭ (ক) অস্থায়ী আশ্রয় (শ্রী) সরলাবালা সরকার অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)। পৃঃ ১৭৫।

পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে একটি স্বল্পস্থায়ী আশ্রয়ে থাকার কল্পনা করে লেখা।

প ২৩৭৮ (প্র ৩) আমাদের কি চাই? (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী ঋষি, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)। পৃঃ ১৩৩-১৩৭।

'ঋষিবাক্যে অনুরাগ' ও নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে আস্থা রেখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই আমাদের ইহ ও পরকালের শান্তির জন্য প্রয়োজন।

প ২৩৭৯ (প্র ৯) কর্ম্মদেবী (শ্রী) সুখতারা দত্ত অন্তঃপুর, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)। পৃঃ ১৬৯-১৭০।

রাজস্থান ইতিহাসের বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবীর জীবনকথা।

প ২৩৮০ (ক-গাথা) গাথা (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী নব্যভারত, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)। পৃঃ ৪৪৬-৪৪৭।

সাংসারিক যন্ত্রণা ও দগ্ধ প্রাণের প্রণয়পিপাসার চরিতার্থতার উপলব্ধি। একই সঙ্গে সংসারের সুখের অন্তিম রহস্য উদ্‌ঘাটন করে লেখা।

প ২৩৮১ (ক) ঘুমঘোর মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)। পৃঃ ৩০৪-৩০৫।

যুগ্ম জীবনের সুখ ও প্রেমের কল্পনাকে নিয়ে ঘুমঘোরে ডুবে থাকার ইচ্ছা ও অতীত সুখস্মৃতিচারণ করে লেখা।

প ২৩৮২ (ক) চিরবিস্ময় প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)। পৃঃ ৭৩৭-৭৩৮।

দেবাদিদেব মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

"অমৃত পুষিয়া বক্ষে মরি ভয়ে ভয়ে,
কণ্ঠে ভরি হলাহল নিখিল নিলয়ে
কেমনে আনন্দে ফের তাই ভাবি মনে।..."

প ২৩৮৩ (ক) দিবা অবসান (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী ('মর্ম্মগাথা' ও 'প্রেমগাথা' রচয়িত্রী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বিকাশ, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)। পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

দিবা অবসানে মনের বেদনার প্রকাশ।

প ২৩৮৪ প্রেম পিপাসা (শ্রী) সাহিত্য, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)।
(ক) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী পৃঃ ৫২১-৫২২।

"সেকালের সেই কথা আর কি তোমার, সখা,
হবে তা স্মরণ?
সুদূর অতীত গর্ভে সেদিন এখন হায়,
লভেছে মরণ।—..."

(প ২৩৫৪.২) শ্রীমৎ হরিদাস (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা পন্থা, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)।
(প্র ৯) ঠাকুর [ক্রমশঃ] দাসী (মুস্তোফী) পৃঃ ২৪৪-২৪৭।
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ২৩৮৫ সপ্তমী (শ্রীমতী) চঞ্চলাবালা প্রয়াস, ডি ১৮৯৯ (অ-পৌ
(ক) দাসী, বর্দ্ধমান ১৩০৬)। পৃঃ ৭৬৩।

"আজি, প্রশান্ত শ্যামল প্রসন্ন বিমল
শরৎ সপ্তমী প্রভাতে;
প্রস্ফুটিত মম হৃদয় কোরক
স্বরগ জ্যোতিঃর আভাতে।..."

প ২৩৮৬ স্বদেশের প্রতি (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী পন্থা, ১৮৯৯ (অ ১৩০৬)।
(ক) [মৃণালিনী সেন] পৃঃ ২৪৮-২৪৯।

প্রবাসে বসবাসকালে মাতৃভূমির মধুর স্মৃতি ও স্বদেশের প্রেমবন্ধনে আকৃষ্ট হয়ে দেশপ্রেমের কবিতাটি রচিত।

(প ১৯৩৯.১১) স্বপ্নে দীক্ষা (রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী পন্থা, ১৮৯৯ (আ ১৩০৬)।
(প্র ২) [ক্রমশঃ] [মৃণালিনী সেন] পৃঃ ২৩১-২৩৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১১শ কিস্তি।

১৩০৬ পৌষ (১৯০০)

প ২৩৮৭ অনুরোধ প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)।
(ক) পৃঃ ৮০৮।

"ভালবাস মনে মনে? তবু থেকে থেকে
সেই কথা মুখে বোল হেসে হেসে
বাহু বাঁধি কটিতটে, বুকে মাথা রেখে
মাঝে মাঝে বড় কাছে এসে।..."

প ২৩৮৮ আকাশের প্রতি সু—সমস্তিপুর মহিলা, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)।
(ক) [সুমতি মজুমদার, পৃঃ ১৪০-১৪১।

সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা]

অসীম আকাশের অনন্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্তা শ্রী ভগবানের বন্দনা করা হয়েছে।

প ২৩৮৯ (প্র ১) আমাদের কষ্টিপাথর (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩০৩-৩০৪।

কষ্টিপাথরে ঘষলে যেমন সোনার ভেজালত্ব পরীক্ষা করা যায় ঠিক তেমনি দুঃখরূপ কষ্টিপাথরে মানব চরিত্রের পরীক্ষা হয়ে থাকে। শ্রী ভগবান প্রদত্ত দুঃখের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ২৩৯০ (ক) আশঙ্কা প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)। পৃঃ ৮২১।

জীবনের আলোক অন্তর্ধানের আশঙ্কা করে লেখা।

প ২৩৯১ (ক) উপহার অনামা বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩২৭।

"(হ)রিছে জীবনকাল অতি চতুরতা ক(র)।
ন(রে) কিন্তু দেখে শুনে মিছা কাজে কাল হোরে।।
ভুলে (কৃ) তান্তেরে মুগ্ধ পশ্চাতে নাহি (রে) চায়।
মুগ্ধ বৈ(ষ্ণ)বী মায়াতে উপায় কি (হ)বে হায়!..."

প ২৩৯২ (ক) কি ক্ষতি আমায় তায় (শ্রী) সরসীবালা দাসী, সাহারাণপুর প্রয়াস, জা ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৫০-৫১।

বিরহীর ব্যাথাতুর প্রাণে বসন্ত ঋতুর স্পর্শে অতীত সুখস্মৃতি জাগ্রত হওয়ার নিরর্থকতার কথা।

প ২৩৯৩ (প্র ২) ছবি শ্রীমতী— ভক্তি, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)। পৃঃ ১৩৩-১৩৫।

গৃহে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র দেবদেবীর ছবির মাহাত্ম্য ও প্রভাব বর্ণিত হয়েছে।

প ২৩৯৪ (ক) তুমি মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৩৫-৩৩৭।

বিরহের কবিতা।

প ২৩৯৫ (ক) পূজা (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩২৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৩৯৬ (ক) পেচক (শ্রী) লজ্জাবতী বসু বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। ৩২৮।

"কে ও একাকী জাগি গণিতেছে যেন
নিদ্রামগ্ন ধরিত্রীর নিঃশ্বাস পতন;
থেকে থেকে তীব্র কণ্ঠে ডাকিয়া কাহারে
জানাতেছে হৃদয়ের সুতীব্র বেদন??..."

(প ২০২৬.৭) (উ) প্রভাতী (৪১৩শ সং ৪২ পৃষ্ঠার পর) [ক্রমশঃ] — অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা — বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ২৮৮-২৯৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৭ম ও শেষ কিস্তি।

প ২৩৯৭ (ক) বসন্তের মাতৃ-আহ্বান — (শ্রী) শর্ম্মিষ্ঠা — বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩২৫-৩২৬।

"অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা, কোনও সম্ভ্রান্ত উকীলের দৌহিত্রী।" পিতার অত্যাচারে জর্জরিতা কোনও মায়ের অকালমৃত্যুতে বালিকার বিলাপ।

"ওমা, আয়, আয়!
খোকাত থাকে না আর, তাহারে ভুলানো
ভার,
'মা' 'মা' বলি ডাকি সে যে ধুলায় লুটায়,
সে যে গো! দুধের ছেলে, থাকে না
তোমারে ফেলে...।"

প ২৩৯৮ (ক) বিপদে — (শ্রী) কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ২৭১-২৭২।

সংসারের সমস্ত বিপদে বরাভয় প্রদানকারী বিপদ ভঞ্জনের কৃপায় দুঃখকাতর না হবার প্রার্থনা।

প ২৩৯৯ (ক) বেদনা — (শ্রীমতী) মৃণালিনী বসু — প্রয়াস, জা ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৫২-৫৩।

বেদনা বিধুরা নবীনা যুবতীর গভীর দীর্ঘশ্বাসের কথা বর্ণিত হয়েছে।

প ২৪০০ (প্র ২) মনের বল — (শ্রী) সরোজিনী বসু — অন্তঃপুর, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)। পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

শ্রী ভগবানের উপর নির্ভরশীলতা ও ঈশ্বর ভক্তি মনকে দৃঢ় করে এবং সংসারের জীবনযুদ্ধে সুখশান্তি আনয়ন করে।

(প ২১৪৮.৬) (উ) মর্ম্মিয়ণ (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) — স্বর্ণলতা চৌধুরী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)। পৃঃ ১৮৭-১৮৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

প ২৪০১ (প্র ৩) শিশুর আমোদ ও শিক্ষা — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)। পৃঃ ১৮৯-১৯১।

শিশুদের মনে গতি অনুসারে প্রত্যেক জনক-জননীকে সন্তানদের গৃহে আমোদ দেবার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

প ২৪০২ (ক) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুন (গীতা) — (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী — বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩২৩-৩২৪।

'গীতা'য় প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর।

"বল মোরে কমল-লোচনে,
কেন এই জীব-হিংসা তরে
করিতেছ এত আয়োজন
সবি যাবে দুদিনের পরে?..."

(প ২৩৫৪.৩) (প্র ৯) শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — পন্থা, ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)। পৃঃ ২৮০-২৮৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।

প ২৪০৩ (প্র ৩) সংসার — (শ্রী) ইন্দিরা দেবী — বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩১২-৩১৩।

ঈশ্বরের পদে আস্থা রেখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করার কথা বলা হয়েছে।

প ২৪০৪ (ক) সন্তানের মমতা — শ্রী ল—হতভাগিনী — বামাবোধিনী, ১৯০০ (পৌ-মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩২৪-৩২৫।

সন্তানের বিরহে দুঃখ ও অপত্য স্নেহ বিষয়ক।

"কি লিখিব ভাবি তাই, ভাবিয়া না ভাব
পাই,
দিশেহারা সর্ব্বক্ষণ।..."

১৩০৬ মাঘ (১৯০০)

প ২৪০৫ (প্র ১) আত্মচিন্তা — (শ্রী) কাদম্বিনী দত্ত — অন্তঃপুর, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ৮-১১।

মানুষের উন্নতি ও মুক্তির উপায় ও অস্ত্র হল—আত্মচিন্তা। আত্মচিন্তার দ্বারাই মানুষ সংযত হয়ে থাকে। শ্রী ভগবান প্রদত্ত এই সাধনে ব্রতী হতে বলা হয়েছে।

প ২৪০৬ (ক) আমার দেবতা — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী "মর্ম্মগাথা" ও "প্রেমগাথা"র কবি — বিকাশ, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ২২৬-২২৮।

বিশ্বব্যাপী নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় পূত-পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি প্রাণের দেবতার রূপ বর্ণনা।

প ২৪০৭ (ক) কচিবাবু — শ্রীমতী প্র [শ্রীমতী প্র—] — মহিলা, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ১৬৬।

প ২২৪৬ থেকে লেখিকা ছদ্মনাম সনাক্ত করা হয়েছে।

প ২৪০৮ (প্র ১০) গ্রন্থ সমালোচনা ঃ দক্ষিণাপথ ভ্রমণ। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ৯৪৬-৯৫৬।

লেখক একজন টিকি ও চটিজুতাধারী সংস্কৃত চতুষ্পাটীর ছাত্র। তিনি এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে "...মধ্যপ্রদেশের রাইপুর, নাগপুর, খাণ্টোয়া, ভোঁসেয়াল, অমরাবতী, উজ্জয়িনীর বর্ণনার সহিত প্রাচীন মহাকাব্য পুরাণ ইতিহাসাদির কাল আমাদের ফিরাইয়া আনিয়াছে।..."

প ২৪০৯ (প্র ৩) জাতীয় মহাসমিতি — (শ্রী) সুখতারা দত্ত — অন্তঃপুর, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ১১-১৩।

ভারতবর্ষের সকল জাতির একতার উন্নতিতে জাতীয় মহাসমিতির ভূমিকা ও এই সমিতির ১৫ বছর পূর্তির বাৎসরিক অধিবেশন তথা প্রতিনিধিত্বের বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ২৪১০ (ক) দেবতা আমার — শ্রী ** দেবী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ৭-৮।

"তুমি দেবতা আমার
কি জানি কি শুভক্ষণে,
মিলেছি তোমার সনে,
কি জানি কি চোখে আমি দেখেছি তোমায়..."

প ২৪১১ (প্র ১০) ধাঁধাঁ — (কুমারী) সুরুচিবালা — অন্তঃপুর, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ১৬।

পদ্যাকারে পরিবেশিত।

"দুই ভা'য়েতে, এক যোগেতে—
ছিল গাড়ির গায়,
উল্‌টে গেল, স্থান নড়িল,
কাচা হইল তায়।..."

প ২৪১২ (ক) পাখী — (শ্রীমতী) কুসুমকুমারী রায় — বামাবোধিনী, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩৩২-৩৩৩।

কোনো পাখীকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প ২৪১৩ (ক) প্রশ্নোত্তর — হেমাঙ্গিনী দেবী — মহিলা, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ১৬৭।

"স্বর্গগতা হেমাঙ্গিনী দেবীর লিখিত।"

"মোর জীবন কেন জীবনে মিশায় না?
হৃদি জ্বালা নাহি যাবে শান্তিতো পাবে না।।
কি বলিলে প্রিয় সখী, আর তো সহে না?
অনন্তে বিশ্বাস কর যাবে এ যাতনা।।..."

প ২৪১৪ (ক) বিদায়ের পর — প্রিয়ম্বদা দেবী — ভারতী, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ৮৬১।

বিরহের কবিতা।

(প ২১৪৮.৭) (উ) মর্ম্মিয়ণ [ক্রমশঃ] — স্বর্ণলতা চৌধুরী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ১৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ৭ম ও শেষ কিস্তি।

প ২৪১৫ (ক) সান্ধ্যশোভা — শ্রীমতী রা, — মহিলা, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ১৬৬।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ২৪১৬ (প্র ৯) স্বর্গগত মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু — (শ্রী) মিত্র — অন্তঃপুর, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ৩-৭।

ঋষি রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)-র সংক্ষিপ্ত জীবনী।

প ২৪১৭ (প্র ৭) স্বরলিপি : [আজি এ ভারত লজ্জিত হে...] — (শ্রীমতী) সরলা দেবী — ভারতী, ১৯০০ (মা ১৩০৬)। পৃঃ ৯০৬-৯০৮।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ও সুরে, রাগিনী ভূপালি—তাল কাওয়ালি-তে রচিত স্বরলিপি।

১৩০৬ ফাল্গুন (১৯০০)

(প ২৪১৮.১) (গ) অদৃষ্টের উপহাস [ক্রমশঃ] — (শ্রী) সরলাবালা সরকার — অন্তঃপুর, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ২৪-২৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক গল্প। ১ম কিস্তি।

প ২৪১৯ (গ) অমানুষিক বন্ধুপ্রেম (প্রাপ্ত) — (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় — বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৬৩-৩৬৫।

ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের স্বদেশপ্রীতি, কর্ত্তব্য জ্ঞান ও বন্ধুপ্রেমের নিদর্শন।

প ২৪২০ (ক) আত্মনিবেদন — (শ্রীমতী) হরিদাসী দাসী [হরিদাসী দাসী, কলিকাতা — বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৮১-৩৮২।

ভবানীপুর]

প ২৩৬৬ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"কে তুমি মঙ্গলময়, করি এ হৃদয় জয়,
লুকায়ে রয়েছ কোথা, না পাই সন্ধান;
চেয়ে দেখি দশদিক্, কিছুই না পাই ঠিক্,
অলক্ষে থাকিয়া মুগ্ধ করিতেছ প্রাণ।..."

প ২৪২১ (ক) আঁধার জীবন — কৃষ্ণসোহাগিনী দাসী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ৩৪।

"চারিদিকে চাহি, ঘোর অন্ধকার
তোমময় জাল রয়েছে ঘিরে;
শুধু হৃদয়ের দীরঘ নিশ্বাসে
ক্ষণিক আঁধার যেতেছে সরে।।..."

প ২৪২২ (প্র ৩) উদ্ধত সন্তানকে কি উপায়ে ভাল করিতে হয়? — (শ্রী) বসন্তকুমারী বসু, মেদিনীপুর — অন্তঃপুর, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ২৯-৩৩।

পিতামাতাকে অসীম ক্লেশ স্বীকার করে তাঁদের সন্তানকে প্রেম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ক্রোধশূন্য সুহৃদয় সম্পন্ন শিক্ষার উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

প ২৪২৩ (ক) উপেক্ষা — শ্রীমতী ক—ভাগলপুর [শ্রীমতী কঃ—, ভাগলপুর] — মহিলা, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ১৮৯।

প ২১৩৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৪২৪ (ক) ও পদ-ছায়ায় — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — সাহিত্য, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ৭০৭।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৪২৫ (গ) কুলীনকুমারী — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৩৩-৩৩৯।

সামাজিক কৌলিন্য প্রথায় সপত্নী-যন্ত্রণা, অনূঢ়া-যন্ত্রণা ও বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা এবং সৎ শিক্ষাপ্রাপ্তা কুলীন কন্যা কনক নলিনীর অন্তিম পরিণতির গল্প।

প ২৪২৬ (ক) কে তুমি? — (শ্রীমতী) পঙ্কজিনী [পঙ্কজিনী বসু] — নব্যভারত, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ৬০৩-৬০৪।

ভক্তিমূলক কবিতা।

(প ২৩৬৪.২) (প্র ৩) গার্হস্থ্য প্রবন্ধ [ক্রমশঃ] — বিনোদিনী সেন, পূর্ণিয়া — বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৭৭-৩৭৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ২৪২৭ (ক)	জননী স্মরণে	ঁহেমাঙ্গিনী দেবী	মহিলা, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ১৯০।

"স্বর্গগতা হেমাঙ্গিনী দেবীর লিখিত।"

প ২৪২৮ (ক)	তটিনী সাগর	রেবা রায় [রেবা রাই, কটক]	অন্তঃপুর, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ৩৩-৩৪।

সাগরের অনন্ত বিস্তৃতি ও আস্ফালন শুনে তটিনী ভীতা ও সন্ত্রস্তা চিত্তে প্রশ্নরতা।

প ২৪২৯ (ক)	তবে এস	বনলতা দেবী—বরাহনগর [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। ৩৮৫-৩৮৬।

ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৪৩০ (ক)	তুমি ও আমি	শ্রীমতী ই—	বিকাশ, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ২৫৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"আমি হই ক্ষুদ্রলতা, তুমি মহা মহীরুহ,
তোমারই আশ্রয় করে রহিয়াছে মম দেহ;
অন্তর সাগর তুমি, আমি ক্ষুদ্র নদী তার,
অমর হয়ে..., প্রেমে ছুটি অনিবার,..."

প ২৪৩১ (ক)	দুঃখিনী	(কুমারী) সুকুমারী দাস	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৮৯-৩৯০।

একাকী আশ্রয়হীনা দুঃখিনী কোন বালিকার নিরাশ প্রাণে আশার আলোক জ্বালিয়ে অন্তর্বেদনা দূর করে তাঁকে আশ্রয় দেবার কথা বলা হয়েছে।

প ২৪৩২ (ক)	পুত্রের জন্মোৎসবে (৯ই ভাদ্র ১৩০৬)।	(শ্রী) লীলাবতী মিত্র	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৮২-৩৮৩।

"শুন বৎস সুকুমার
রাখিতে হইবে মনে,
জীবন গঠিতে হবে
ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সনে।..."

প ২৪২৩ (ক)	প্রভাত সঙ্গীত	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭।

প্রভাত আগমনে প্রকৃতির বর্ণনা ও জীবন প্রভাতের নিরাশার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৪৩৪ (ক)	প্রার্থনা	শ্রী নী—	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৮৮-৩৮৯।

"হৃদয় বেদনা তার,
সহিতে না পারি আর,
আসিয়াছি তব দ্বারে ওহে দয়াময়?..."

প ২৪৩৫ (ক) প্রার্থনা — (শ্রী) সরোজিনী বসু, গৌহাটী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ৩৫-৩৬।

"দয়াময় দেব! কেন এসেছি এ ভবে?
বৃথা বৃথা এ জনম গেল যে বহিয়ে!
কিছুই তোমার কাজ নাহি করি, তবে
কেন মোরে এ জগতে দিয়াছ পাঠায়ে?...'

প ২৪৩৬ (ক) প্রার্থনা — শ্রীমতী সু— — বিকাশ, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ২৫৭-২৫৮।

ঈশ্বর ভ

প ২৪৩৭ (প্র ২) প্রেমস্বরূপ ও প্রেমদাতা — শ্রীমতী — ভক্তি, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ১৯৪।

শ্রী গৌরাঙ্গদেব সম্পর্কে ধর্মীয়

প ২৪৩৮ (ক) ফুল — শ্রীমতী মা— — মহিলা, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ১৮৯।

"পরহিত ব্রত তব বিদিত জগতে,
পর উপকার তরে জনম তোমার;
দীনা আমি চিরদিন কি কহিব আর,
সঁপেছ জীবন তুমি পরহিত ব্রতে!..."

প ২৪৩৯ (ক) বালিকার কবিতা। যাইব কোথায়? সৌন্দর্য্য মহান [এবং] কে তুমি? — (শ্রীমতী) পঙ্কজিনী বসু — নব্যভারত, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ৬০২-৬০৪।

"এই কবিতাগুলির রচয়িত্রী ১৫ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা।..."

প ২৪৪০ (ক) বিষাদ — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — নব্যভারত, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ৬০৪।

অন্ধকারময় জীবনের বিষাদের কান্না ধ্বনিত হয়েছে।

প ২৪৪১ (ক) মঙ্গলাচরণ — (শ্রী) লীলাবতী মিত্র — অন্তঃপুর, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ৩৫।

মঙ্গলাচরণ উৎসবের মঙ্গলময় দিবসে শ্রী ভগবানের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে।

প ২৪৪২ (ক)	মডার ক্ষেত্রে বুরসেনাপতি ক্রঞ্জি	লজ্জাবতী বসু	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৫০-৩৫২।

"বুর সেনাপতি ক্রঞ্জি মুষ্টিমেয় সৈন্যকে অসংখ্য ইংরাজ সেনার সহিত অসম সাহসে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৯ দিন বিষম বিক্রমের পরিচয় দিয়া অবশেষে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।"

প ২৪৪৩ (ক)	মা	(শ্রী) সারল্যময়ী দাসী	অন্তঃপুর, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ২৩-২৪।

"শক্তিরূপা নারী বেশে,
কে তুমি মা আত্মজয়ী;
মা জগতের দেশে
বাস কর স্নেহময়ী।..."

প ২৪৪৪ (ক)	শ্রী ক্ষেত্র	(শ্রী) অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা-চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫।

পুরী শহরে শ্রীক্ষেত্র তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও তীর্থস্থান থেকে বিদায় কালের দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৪৪৫ (প্র ৩)	স্ত্রী জাতির অবনতি	(শ্রী) কুসুমালা দত্ত	অন্তঃপুর, ১৯০০ (ফা ১৩০৬)। পৃঃ ২০-২২।

জগৎপিতার প্রিয় কার্য সাধনে নারী ও পুরুষ সৃষ্ট হলেও সামাজিক কারণে জ্ঞানালোক থেকে বঞ্চিত হয়ে নারীকুল অবনতি প্রাপ্ত হয়ে দুঃখ ভোগ করে। সেজন্য সমগ্র মহিলাকুলকে নিজ হীন অবস্থার উপলব্ধি করে জাগ্রত হবার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

প ২৪৪৬ (ক)	স্বর্গীয় পিতামহদেব কালীমোহন দাস	(শ্রী) কুসুমকুমারী রায়-কলিকাতা	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ফা চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৮৭-৩৮৮।

"স্বপ্ন।" স্বপ্নে মৃত দাদামশাইয়ে দেখে অতীত স্মৃতিচারণ করে লেখা।

"দাদা মহাশয়,—
কালি কতকাল পরে দুখিনী সকাশে
দেখা দিতে পুনঃ কি গো এসেছিলে তুমি?..."

১৩০৬ চৈত্র (১৯০০)

(প ২৪১৮.২) অদৃষ্টের উপহাস (শ্রী) সরলাবালা অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।
(গ) (পূর্ব্ব সবকার পৃঃ ৪৩-৪৭।
প্রকাশিতের পর)
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত সামাজিক গল্প। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৪৪৭ অদৃষ্টের প্রতি (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।
(ক) পৃঃ ৪৯-৫০।
ঈশ্বব ভক্তিমূলক।

প ২৪৪৮ অনুতাপে উদ্ধার (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা ঋষি, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।
(প্র ২) দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পৃঃ ২৩২-২৩৫।
সর্বদা পাপকাজে লিপ্ত মানুষ একমাত্র পতিতপাবন পরমেশ্বরের কাছে আপন পাপাচারের জন্য অনুশোচনা ও অনুতাপ প্রকাশ করলেই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

প ২৪৪৯ উচ্ছ্বাস (শ্রী) কুলবালা দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।
(ক) পৃঃ ৪৮।
প্রণয়ের সমস্ত অঙ্গীকার উপেক্ষা করে প্রিয়তম বিরহে জীবন ও মরণের ব্যবধানের উপলব্ধি।

প ২৪৫০ কেন? (শ্রী) নগেন্দ্রবালা দাসী বীরভূমি, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।
(ক) (মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথার পৃঃ ১৭৪-১৭৫।
কবি, বোলপুর)
[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]
ভগ্ন হৃদয়ে অতীত প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

প ২৪৫১ চাহি না (শ্রীমতী) কুসুমকুমারী রায় নব্যভারত, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।
(ক) পৃঃ ৬৬৪।
ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতায় সংসারের অস্থায়ী মোহে আবদ্ধ না হয়ে হৃদ অন্তঃপুরে শাশ্বত ঈশ্বরকে আহ্বান করা হয়েছে।

(প ২৪৫২.১) জীবন গঠন (শ্রী) সুশীলা বসু অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।
(প্র ১) [ক্রমশঃ] পৃঃ ৫৩-৫৪।
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। অন্তঃদৃষ্টি দ্বারা আপন আত্মাকে দর্শন করে যথার্থ মানব জীবন গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

প ২৪৫৩ তুমি (শ্রী) চারুশীলা বসু অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।
(ক) পৃঃ ৫০।

ভক্তিমূলক কবিতা।

"হৃদয়ের কুসুম আমার—
রচিয়াছ আসন তোমার,
কই স্থান হল না তো তায়?
ও প্রতিমা স্থাপিব কোথায়?..."

প ২৪৫৪ (ক) নীরবে — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — প্রদীপ, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১৩৯।

ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৪৫৫ (ক) নূতন ধাঁধাঁ — (শ্রী) সরোজিনী গুহ — অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৫৩-৫৪।

"নিম্নলিখিত পত্রখানি সম্পূর্ণ করিয়া দাও দেখি। প্রত্যেক ফাঁকে একটি করিয়া পদ বসাইবে; কিন্তু সে পদগুলি এমন হওয়া চাই, উল্টাইয়া পড়িলেও যেন তেমনিই হয়। তাছাড়া অন্য কোন পদ বসাইতে পারিবে না। যেমন ঃ নন্দন, শীশী, বাহবা ইত্যাদি।" পত্রাকারে ধাঁধাঁ।

প ২৪৫৬ (ক) পথহারা পান্থ — (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ — অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪৮।

সংসাব প্রান্তরে বিভ্রান্ত পথিককে তারকার আলোয় পথ খুঁজে নিতে বলা হয়েছে।

প ২৪৫৭ (ক) পূর্ণিমা — শ্রীমতী শ—, কালীঘাট — মহিলা, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১২৩।

সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনা।

প ২৪৫৮ (ক) প্রত্যাখিতা। (শকুন্তলা) — (শ্রীমতী) সরোজিনী দেবী — প্রদীপ, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১৩৮।

"চিকণ চিকুর পড়েছে এলায়ে
আবরি আনন শশী,
যেন শরতের চারু শশধরে
আবরিছে মেঘমসী।..."

প ২৪৫৯ (ক) বিবাহ বাসরে বিধবা বালিকা — (শ্রী) সরলা দত্ত — প্রদীপ, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ১২৪।

বিবাহ বাসরে মঙ্গল কাজে অংশগ্রহনে অনধিকারিনী একাকিনী বিধবা বালিকার মর্ম বেদনা।

"একাধারে একাকিনী
কে তুই দাঁড়ায়ে বল,
এ আনন্দ কোলাহলে
কেন আঁখি ছলছল?..."

প ২৪৬০ (ক) বিরহে প্রেম (শ্রী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী ভারত, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৬৬৩-৬৬৪।

বিরহের মধ্যে প্রকৃত প্রেম ও প্রেমের মাধুর্য উপলব্ধি।

প ২৪৬১ (ক) বিষবল্লরী শ্রীমতী প্র, কলিকাতা [শ্রীমতী প্র—] মহিলা, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২১৩।

প ২২৪৭ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অবলম্বনে লেখা কবিতা।

" 'গোবিন্দলালের' সেই সাধের বাগানে
ফুটিত পবিত্র পুষ্প যেথা শত শত,
বেড়াত 'ভ্রমর' যেথা গুণগুণ গানে,
'রোহিনী' তুমিই বিষবল্লরীর মত।..."

প ২৪৬২ (ক) ভগবৎ স্তোত্র ঁহেমাঙ্গিনী দেবী মহিলা, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২১৪।

"স্বর্গগতা হেমাঙ্গিনী দেবীর লিখিত।" ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৪৬৩ (প্র ২) মলয়ানিল (কুমারী) বিরাজমোহিনী বসু অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪১-৪৩।

মঙ্গলময় বিধাতার কাছে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে।

প ২৪৬৪ (ক) শোভা (শ্রী) পঙ্কজিনী ঘোষ অন্তঃপুর, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৪৯।

শরৎকালীন জ্যোৎস্নারাত্রির সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে।

(প ২৩৫৪.৪) (প্র ৯) শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পন্থা, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ৩৫৭-৩৬০।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৪র্থ ও শেষ কিস্তি।

(প ২৪৬৫.১) (প্র ৯) স্বর্গগতা শরৎকুমারী (প্রাপ্ত) [ক্রমশঃ] অনামা মহিলা, ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)। পৃঃ ২১২-২১৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী (১৮২৬-)-র জীবন আলোচনা।

১৩০৬ (১৮৯৯-১৯০০)

প ২৪৬৬ (প্র ৩) ইংরাজী বিবাহ (শ্রীযুক্তা) কৃষ্ণভাবিনী দাস উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ ১৫৩-১৫৭।

ইংরেজ সমাজে বাল্য বিবাহ বা ঘটক বা ঘটকালীর ব্যবস্থা নেই। এখানে বিবাহ

আইন মতে হয়। গির্জায় বিয়ের শপথবাক্য পড়া হয়। 'কোর্টশিপ', 'এনগেজমেন্ট', 'হনিমুন' প্রভৃতি শব্দগুলো এদের বিয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিয়েতে উপহার দেবার প্রথা, পদবী পরিবর্তনের নিয়ম, নব-দম্পতির সংসার স্থাপন ও গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক প্রবন্ধ।

প ২৪৬৭ (প্র ১০) কণিকা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — (শ্রীযুক্তা) কৃষ্ণভাবিনী দাস — উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ ২৩৪-২৪৫।

"...পাঠক মহাশয়ের সহিত এক আসনে বসিয়া 'কণিকা'র অনেকগুলি কবিতা উপভোগ করিব, এই মাত্র সাধ। আর কেবল এই আশাতেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র, কবিতাগুলিও ছোট ছোট। সে হিসাবে গ্রন্থের 'কণিকা' নামকরণ সার্থক হইয়াছে।..." বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভিক্ষের দিনে 'কণিকা'র অপরিসীম মূল্য ও ভক্তেরা কণিকামাত্র প্রসাদ লাভে পরম পরিতৃপ্ত তা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৪৬৮ (ক) কি জানি কি আছে চাঁদে — চন্দ্রাবতী — উৎসাহী, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ ২৪৭।

প্রকৃতি বিষয়ক।

"কি জানি কি আছে চাঁদে
মধুর মাধুরী ভরা,
কি জানি কি আছে চাঁদে
পরাণ পাগল করা।..."

প ২৪৬৯ (ক) খুকুমণি — মাসিমা — উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ ২৪৭।

অপত্য স্নেহ বিষয়ক।

"কি যেন তিমির জালে
বাঁধা ছিল দু'নয়ণ,
কোথা হতে হেন জ্যোতিঃ
কে করিল বিতরণ?..."

প ২৪৭০ (ক) চাঁদের হাসি — (শ্রীযুক্তা) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ২৪৭১ (প্র ১) জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি? — শ্রীমতী — ভক্তি, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬) পৃঃ ১৪৬-১৪৯।

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য হল চরিত্র। আত্মসংযম ও আত্মচিন্তা চরিত্র রক্ষার শাসন দণ্ড। ভগবৎ প্রেমে চরিত্র সৌন্দর্য্য বিকশিত করা সকলের কর্তব্য। আলোচ্য

প্রবন্ধে চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করা হয়েছে।

প ২৪৭২ (গ) | দুর্ভাগা | সরমা দেবী | কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ [ ]।

"৪র্থ পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৪্।
সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক', ১৩৯৬, পৃঃ ৬৮২, সম্পূর্ণ সূচী। (মূল অংশে গল্প অমুদ্রিত)।

প ২৪৭৩ (ক) | পথিক | (শ্রী) কুলবালা দেবী | উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ ২৪৭-২৪৮।

"বসন্তের রৌদ্রতপ্ত দিবা অবসানে—
কর্ম্মশ্রান্ত দেহ লয়ে, দূর গৃহপনে—
চলিয়াছে ধীর পদে; অনিমেষ আঁখি,
স্রষ্ঠার মহান্ সৃষ্টি দেখিতেছে সেকি?..."

প ২৪৭৪ (গ) | বিমাতা | ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ | কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ [ ]।

"৮ম পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্।
সূত্র বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক', ১৩৯৬, পৃঃ ৬৮২, সম্পূর্ণ সূচী (মূল অংশে গল্প অমুদ্রিত।)

প ২৪৭৫ (প্র ৮) | বর্ত্তমান সাহিত্য ও মানসিক ব্যাধি | (শ্রীযুক্তা) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী | উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ ২০৫-২১১।

চিত্তের মলিনতা দূর করে মানুষের মত মানুষ গঠন করা হল সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে মধুসুদন থেকে রবীন্দ্র যুগের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব আলোচিত হয়েছে। এবং বর্ত্তমানে 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া' নকল সাহিত্যের সমালোচনা, সারহীন লেখা ও আত্মগৌরব বাসনা থেকে সৃষ্ট মানসিক ব্যাধির কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য চিন্তামূলক প্রবন্ধে উল্লেখনীয় বক্তব্য হল ঃ "...আর একটি কথা স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহাদিগকেও উপযুক্ত সমালোচনা বা আসন হইতে বিচ্যুত করা সম্পাদক বা পাঠকগণের কর্ত্তব্য নহে। কেননা, তাঁহারা স্ত্রীলোক হইলেও সাহিত্যসেবিনী, প্রকৃত বিচারপূর্ব্বক যদি তাঁহার উচ্চ আসনের যোগ্যা হন তবে তাঁহাদিগকে না দিলে সাহিত্যের অবমাননা করা হয়, ...বিচারে শিথিলতা থাকা কর্ত্তব্য নহে।..."

প ২৪৭৬ (ক) | বিরহোচ্ছ্বাস | শ্রীমতী— | ভক্তি, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ ৬৮।

"শ্রী গুরুর তীর্থভ্রমণে ভক্তের উক্তি।"
"কি শুনি কি শুনি হায়! শুনে প্রাণ ফেটে যায়!
কোথা যাবে গুরুদেব! আমাদের ছাড়ি?

কোথা যাও ভক্ত স্নেহ ফুল বৃন্ত ছিঁড়ি? ."

প ২৪৭৭ (ক) বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা — অম্বুজাসুন্দরী দাসী [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ [ ]

"অতিরিক্ত পুবস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্। কাহিনী কাব্য।

সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক', ১৩৯৬, পৃঃ ২১৩-২১৮।

প ২৪৭৮ (ক) ভাণ — (শ্রীযুক্ত) সরলাবালা সরকাব — উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬) । পৃঃ ৮৪-৮৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৪৭৯ (ক) ভিখারী — (শ্রী) বাইকিশোরী দেবী — উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬) । পৃঃ ২৪৬।

'স্ত্রী-কবিকুঞ্জ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

"কাঙাল ভিখারী আমি
এসেছি তোমার দ্বারে,
দেবে কি করুণা কবি
মুষ্টি ভিক্ষা অভাগারে।..."

প ২৪৮০ (গ) রেলেচুরী — সরলাবালা দাসী [সরলাবালা সরকার] — কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ [ ]।

"৮ম পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্। জমিদারের ক্যাশবাক্স চোরকে ধরার গল্প। গল্পে কুন্তলীন তেল ও এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করা হয়েছে।

সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক', ১৩৯৬, পৃঃ ২০৯-২১৩।

প ২৪৮১ (গ) শোভা — মানকুমারী বসু — কুন্তলীন পুরস্কার, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)। পৃঃ [ ]।

"৬ষ্ঠ পুরস্কার।" পুরস্কাব প্রদেয় অর্থ ৫্। বিমাতার অত্যাচারে শোভার গৃহত্যাগ ও জমিদার গৃহে আশ্রয় পেয়ে পরিশেষে তার বিয়ে ও জমিদার বাড়িতে কুন্তলীন তেল ব্যবহারে শোভার চুলের শ্রীবৃদ্ধির কথা ব্যক্ত হয়েছে।

সূত্র ঃ বারিদবরণ ঘোষ, 'কুন্তলীন ঃ গল্পশতক', ১৩৯৬, পৃঃ ১৯৯-২০৪।

প ২৪৮২ (প্র ৩) স্বদেশে ইংরাজ — (শ্রীযুক্তা) কৃষ্ণভাবিনী দাস — উৎসাহ, ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬) । পৃঃ ১০-১৫।

ভারত ও ইংলণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখিকা ইংরেজ তথা ব্রিটিশ জাতির দোষগুণের পর্যালোচনা করেছেন।

১৩০৭ বৈশাখ (১৯০০)

প ২৪৮৩ (গ) অপূর্ব প্রতিজ্ঞাপালন — (শ্রী) সরোজিনী দেবী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৫৭-৬১।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় কানপুরে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এক দবিদ্রা নীচকুলোদ্ভবা ধাত্রী কিভাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মাতৃপিতৃহীন এক ইংরেজ বালককে সিপাহিদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল তার কাহিনী।

প ২৪৮৪ (ক) উচ্ছ্বাস শ্রীমতী জ্ঞা-ফুলবাড়ী মহিলা, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩৮।

ভক্তিমূলক কবিতা।

"অনন্ত উদার বিশ্বশূন্য নেহারিয়ে,
হতাশে পরাণ মোর ছিল যে পড়িয়ে।
দয়াময় সখা তুমি থাকি অন্তরালে,
মরুময় প্রাণে আসি অমিয় ঢালিলে।..."

প ২৪৮৫ (ক) উত্তরা (শ্রী) সরলাবালা সরকার অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৩।

"নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রের পাঠান্তর।"

"ঝটিকা বিক্ষুব্ধ মত্ত পারাবার মাঝে
কি মধুর বরুণের মরকতপুর
'কুরুক্ষেত্রে'ফাগুনীর জ্যাঘোষ ভীষণ
বিমোহিনী উত্তরার চিত্র কি মধুর।..."

প ২৪৮৬ (ক) উপহার (শ্রী) গিরিবালা দেবী বামাবোধিনী, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭) । পৃঃ ৪০।

হৃদয়ের প্রেমাশ্রু দিয়ে গাঁথা মালার পূজা উপহার।

প ২৪৮৭ (ক-গাথা) ঊষার কাহিনী (গাথা) (শ্রী) সরবালা সরকার, কলিকাতা অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৫-৭৬।

"শিউলীফুলের ভূষণ পরিয়া
সিন্দুর মাখিয়া শিরে,
প্রথম যখন দাঁড়ানু আসিয়া
ধরণীর পূর্ব্বতীরে,..."

প ২৪৮৮ (প্র ৬) কলাকন্দ (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৯০০ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৫৫-৫৬।

উপকরণ, প্রণালী ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

(প ২২৭৪ ২) (প্র ৯) কাটনি ও জব্বলপুর (শ্রী) সরযুবালা দত্ত পুণ্য, ১৯০০ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৩৮-৫২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৪৮৯ (ক) কামাখ্যা দেবীর মন্দির — সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৭

মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও মন্দিরের বর্ণনা।

প ২৪৯০ (ক) কুমারী জীবন — অনামা — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৬৪।

"পৃথ্বীমাঝে অপার্থিব ধন!
ফুটন্ত ফুলের হাসি, সুধাংশুর সুধারাশি!
সংসারে অমূল্য রতন।..."

প ২৪৯১ (প্র ৯) কোন হোজি আঙ্গে — স্বর্ণকুমারী দেবী — ভারতী, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৩২-৩৩।

আলিবাগের প্রধান দ্রষ্টব্য সমুদ্রতীরবর্তী সুদূর প্রসারিত প্রকাণ্ড ভগ্নবাশেষ দুর্গ নিকেতনটি বর্তমানে সমাধিস্থানের মতোই পরিত্যক্ত। এই দুর্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কান হোজী আঙ্গে তাঁর প্রচন্ড প্রতাপে জলস্থল কাঁপিয়ে তুলেছিল। গৌরবর্ণ, স্বভাবে ক্ষত্রিয় কিন্তু সরল এই বীরের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজও নতি স্বীকার করেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে কান হোজী আঙ্গে-র জীবনী ও ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।

প ২৪৯২ (প্র ৩) জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় মহত্ত্ব — (শ্রী) কৃষ্ণভাবিনী দাস — প্রদীপ, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ১৪৮-১৫২।

ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ভুলে একতার দ্বারা জাতীয় চরিত্র দৃঢ় ও জাতীয় মহত্ত্ব বিকাশের কথা বলা হয়েছে।

প ২৪৯৩ (প্র ২) জীবন ও জীবনের কর্ত্তব্য — (শ্রীমতী) রেবা রাও [রেবা রাই, কটক] — মহিলা, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩৪-২৩৭।

"কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেবা রাও কটক নগরে বিগত মাঘোৎসবে মহিলা উৎসবে এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। রচয়িত্রী বঙ্গ দেশবাসিনী বঙ্গীয় কন্যা নহেন। উৎকলনিবাসিনী মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয় কন্যা। সং—"

আমাদের জীবনে শ্রীভগবানের চরণে প্রাণ সমর্পণ করাই সর্বপ্রধান কর্তব্য তা আলোচ্য প্রবন্ধে নির্দেশিত হয়েছে।

(প ২৪৫০.২) (প্র ১) জীবনগঠন [ক্রমশঃ] — সুশীলা বসু — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৫১-৫৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় কিস্তি।

প ২৪৯৪ (ক) ঝড় — শ্রীমতী রা, লাহেরিয়াসরাই — মহিলা, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩৮।

ঝড়ের বর্ণনা।

"কার প্রতি এত ক্রোধ ওহে প্রভঞ্জন!
বল কিবা মনে করি, ভীষণ মূরতি ধরি;
ধাইছ প্রবল বেগে বল কি কারণ?
শন্ শন্ রবে কোথঅ করিছ গমন?..."

(প ২৪৯৫.১) থেল্মা (জনৈক নরউইজিয়ান রাজকুমারী ঃ বঙ্গানুবাদ) [ক্রমশঃ] (উ) — (শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৬৫-৬৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ১ম কিস্তি। "থেলমা—মিস মেরী করেলি প্রণীত একখানি উপন্যাস।..."

(প ২৪৯৬.১) দময়ন্তী [ক্রমশঃ] (প্র ৯) — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — ঋষি, ১৯০০ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। নল-দযমন্তী পৌরাণিক উপাখ্যানের দময়ন্তী চরিত্রের আলোচনা।

প ২৪৯৭ (ক) দেব সন্নিধানে — (শ্রী) অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৪০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৪৯৮ (ক) নক্ষত্র — শ্রীমতী — ভক্তি, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৬৩-২৬৪।

"কে তোমরা তারাগণ বিরহ অম্বরে,
নিজ নিজ জ্যোতি রাশি সন্ধ্যাকালে পরকাশি,
করিতেছ বিমোহিত মানব সবারে।..."

প ২৪৯৯ (ক) নববর্ষের আবাহন — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — পূর্ণিমা, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৮।

পুরনো বছরের দুঃখ ভুলে নতুন বছরে সকলের সুখ শান্তি আনন্দ ও প্রীতিলাভের আশা ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৫০০ (ক) নববর্ষের উপহার — (শ্রী) শান্তিময়ী দেবী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৬১-৬২।

"এস এস দিদিটি আমার
চাঁদ ওই নীলাকাশে,

গালভরা হাসি হাসে
নীলাকাশে কি শোভা তারার,..."

প ২৫০১ (প্র ৬) পাঁফাতিয়া (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৯০০ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৫৩-৫৪।
উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৫০২ (গ) পারস্য পুলক সরলা দেবী ভারতী, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৪-৮৭।
পারস্য সাহিত্য পাঠে পারস্যের রোমাঞ্চকর মায়ার রাজ্য পরিভ্রমণের অলৌকিক গল্প।

প ২৫০৩ (ক) "পুতুল" আমার ˘হেমাঙ্গিনী দেবী মহিলা, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩৯।
"স্বর্গগতা হেমাঙ্গিনী দেবীর লিখিত।" সন্তান শোকে দুঃখপ্রকাশ।

প ২৫০৪ (ক) প্রভাতী (সচিত্র) (শ্রীমতী) কামিনী রায়, বি.এ [কামিনী রায় (সেন)] মুকুল, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২।
সচিত্র প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা।

প ২৫০৫ (ক) প্রাণের কথা শ্রী— নির্ম্মাল্য, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৯।

"মোরে ভালবাস কি গো!
বাস বা না বাস,
তোমারে তো ভালবাসিব;.."

প ২৫০৬ (ক) বঙ্গনাবী অনামা অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৬৩।

"মোরাই কি বঙ্গনারী ধরার ভূষণ?
মোদের বিমল ছায়
দুখ তাপ দূবে যায়,
তাপিত হৃদয়ে করি শান্তি বরিষণ?..."

প ২৫০৭ (ক) বর্ষা বিদায় শ্রীমতী ক-ভাগলপুর [শ্রীমতী কঃ, ভাগলপুর] মহিলা, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩৭।

"আজিকার তরে তোরা হাসিস্ না আর,
পুরাতন বর্ষ আহা যায়—চলে যায়—
থাকিবার অধিকার নাহি আর তার,
অশ্রুসিক্ত মুখে তাই আঁধারে লুকায়।..."

প ২৫০৮ (প্র ৯) বালক নেপোলিয়ন (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার [হেমলতা দেবী] মুকুল, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৩-৬।

(সচিত্র)
নেপোলিয়নের সচিত্র জীবনকথা।

প ২৫০৯ (প্র ৬) বিছুয়া (হিন্দুস্থানী আচার) — (শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৯০০ (বৈ-জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৫৩-৫৪।
উপকরণ, প্রণালী ও ভোজনবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৫১০ (ক) মধু মাধবী (সচিত্র) — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা — মুকুল, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ১৭।
সচিত্র কবিতা।

প ২৫১১ (প্র ৯) মহাকবি বর্জ্জিলের জীবনী — (শ্রী) লজ্জাবতী বসু — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৬৭-৭১।
রোমান কবি ভার্জিল (Virgil)-এর জীবন কথা।

প ২৫১২ (প্র ৬) রন্ধন ঃ ইলিশ মাছ পোড়া — (শ্রী) সরযুবালা ঘোষ — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৩।
উপকরণ ও রন্ধন পদ্ধতি।

প ২৫১৩ (প্র ৬) রন্ধন ঃ কুমুদফুলের ব্যঞ্জন — (শ্রী) সরলাবালা সরকার — অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৭২।
"...কুমুদফুলকে পল্লীগ্রামে নালের ফুল বলে এবং তাহারা মৃণালকে নাল বলে।..."
উপকরণ ও রন্ধন প্রণালী উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৫১৪ (প্র ৩) রমণীর কার্য্যক্ষেত্র — (শ্রী) বিনোদিনী সেনগুপ্ত — বামাবোধিনী, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৫-১০।
উদার নীতিপরায়ণদের মতে স্ত্রী ও পুরুষদের কাজের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা শোনা গেলেও আকৃতি ও প্রকৃতির বিভিন্নতায় কাজের পার্থক্য হয়ে থাকে। সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্ববিদ্‌দের মতে, স্ত্রীলোকদের আবশ্যক গৃহকার্য শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োজন রয়েছে—অপরাপর কাজ শেখার। এসব মতাদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদের কার্যশিক্ষা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

প ২৫১৫ (ক) রানী — শ্রীমতী নী— — বামাবোধিনী, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৩৯।
অপত্য স্নেহের কবিতা।

"স্বরগের শিশু তুই,
কেন রে কিসের তরে,
স্বরগ ছাড়িয়া এলি
এ মরভূমির পরে?..."

প ২৫১৬ (গ)	ললিতা	সুনীতি	বামাবোধিনী, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭) । পৃঃ ৩৭-৩৯।

"একটি ৯ বৎসরের বালিকার রচনা বলিয়া সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইল।" ক্ষুদ্র বালিকা ললিতার শিক্ষায় বিমাতারা জ্ঞানচক্ষু উন্মেষের কথা।

প ২৫১৭ (প্র ৬)	শসাচিংড়ী	(শ্রী) প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	পুণ্য, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৫২-৫৩।

উপকরণ, প্রণালী, পরিমাণ, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৫১৮ (ক)	শিশুর প্রতি আশীর্ব্বাদ	(শ্রী) সারল্যময়ী দাসী	অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৬৪।

"যেমন পবিত্র হৃদি লইয়া এসেছ তুমি।
তেমনি পবিত্র হোয়ে আলো করে থাক ভূমি।।
কঠিন সংসার স্পর্শে ও পূত কোমলকায়।
মলিন নিঠুর বায়ু যেন না ছুইতে পায়।।.."

প ২৫১৯ (ক)	সত্যলাভ	শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	নব্যভারত, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৭-৮।

সরলা এক বালিকার কাছ থেকে কোন আত্মজয়ী সন্ন্যাসীর শিক্ষালাভ—'সংসারে প্রেমছাড়া সবই শূন্য'।

প ২৫২০ (প্র ৬)	সহজ মুষ্টিযোগ	সম্পাদিকা, [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৪।

কিছু ঘরোয়া টোটকা ওষুধ সম্পর্কে তথ্য।

প ২৫২১ (ক)	সুখ	শ্রীমতী প্রি—, হয়দরনগর, পেলামৌ [প্রিয়বালা রায়, কাটিহার]	মহিলা, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩৮।

প ১৩৮২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৫২২ (ক)	সুষমার প্রতিমা	(শ্রী) শিখরবাসিনী দত্ত	অন্তঃপুর, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৬২।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

"সুষমারে!

কোন্ দেশ হতে, এ আঁধার গেহে,
ঘুচাইতে তমো ঘোর;
পবিত্র কোমল, স্বরগের ছবি,
এসেছিস্ বাছা মোর!..."

(প ২৪৬৫.২) স্বর্গগতা অনামা মহিলা, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)।
(প্র ৯) শরৎকুমারী পৃঃ ২৩২-২৩৪।
[ক্রমশঃ]
ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৫২৩ স্বরলিপি ঃ (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)।
(প্র ৭) [মোরে কে ডাকে,...] পৃঃ ৯৩-৯৪।
শ্রী অতুলপ্রসাদ সেনের কথা ও সুরে পিলু-ঝাঁপতালে রচিত স্বরলিপি।

প ২৫২৪ হামিরের বিবাহ (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার [হেমলতা দেবী] মুকুল, ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)।
(প্র ৭) পৃঃ ১১-১২।
চিতোর উদ্ধার কর্তা মহাবীর হামিরের শত্রু কন্যাকে বিবাহ করার ঐতিহাসিক কাহিনী।

১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ (১৯০০)

প ২৫২৫ অসার শ্রী সু- দেবী বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ
(ক) ১৩০৭)। পৃঃ ১০৪।

"নিশার তুষার পেয়ে অরুণ কিরণ
মরি মরি কি মাধুরী—কিরল ধারণ!
দেখিতে দেখিতে তাহা
শুকাইয়া গেল আহা!..."

প ২৫২৬ আবাহন (শ্রী) সুভাষিনী দেবী, বিক্রমপুর, পঞ্চসার বান্ধব পুস্তকালয় বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ
(ক) ১৩০৭)। পৃঃ ১০০।
ঊষার আবাহন।

"কে তুমি রূপের রানী
আসিতেছ ধীরে ধীরে,
সোনালী আঁচলখানি
লুটায়ে গিরির শিরে!..."

(প ৯৯৭.৭) আর্য্যমহিলা ঃ শ্রীমা বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ
(প্র ৯) সীতা [ক্রমশঃ] [মানকুমারী বসু] ১৩০৭)। পৃঃ ৭৬-৭৯।
ক্রমশঃ প্রকাশিত আর্য্য মহিলাদের জীবন কাহিনী। ৭ম কিস্তি। সীতা চরিত্রের আলোচনা।

প ২৫২৭ আশা (শ্রীমতী) সুনলিনী দেবী প্রকৃতি, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)
(ক) । পৃঃ ১-২।

" 'আশা' এই শীর্ষক কবিতার রচয়িত্রীকে দুই একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া ভাল। কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশার্থ প্রবন্ধ যতদিন না উক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়, ততদিন পর্যন্ত অপর একখানি পত্রে উহা প্রকাশার্থ প্রেরণ করা সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ। এই কবিতাটি ইতিপূর্ব্বে 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ [sic] মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।" উল্লিখিত কবিতাটি 'অন্তঃপুর' পত্রিকায় আষাঢ়, ১৩০৭-এ পাইয়াছি। দ্রঃ **প** ২৫৫৫।

"কে তুমি মা! এস ভবে মোহিনীর বেশে,
ভুলাতে মানব মন,
তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
বিস্মৃত-সলিলে তারে ডুবাবার আশে..."

প ২৫২৮ (ক) | উষার কোকিল | (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী [অন্নদাসুন্দরী ঘোষ] | বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)। পৃঃ ১০১-১০২।

প ২৪৫৬ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিধাতার দূত হয়ে কোকিল সুপ্ত মানুষকে জাগানোর গান গায় তা আলোচ্য কবিতায় বলা হয়েছে।

প ২৫২৯ (প্র ৭) | গানশিক্ষা | শ্রীমতী) কামিনী রায় [কামিনী রায় (সেন)] | মুকুল, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৪।

(প ২৩৬২.৩) (প্র ৩) | গার্হস্থ্য প্রবন্ধ। [ক্রমশঃ] | (শ্রী) বিনোদিনী সেন, গৌহাটী | বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)। পৃঃ ৮৩-৮৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় কিস্তি।

(প ২৫৩০.১) (গ) | চিরসুহৃদ [ক্রমশঃ] | কাদম্বিনী দত্ত | অন্তঃপুর, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৮৩-৮৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ১ম কিস্তি। আলোচ্য গল্পে শ্রীহরির অনন্ত শান্তি ও জ্যোতির্ময় প্রেমনিকেতনের বর্ণনা করে জীবনের চিরসুহৃদ শ্রীহরিকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ২৫৩১ (প্র ৩) | জহরব্রত | সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] | অন্তঃপুর, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ৮১-৮৩।

রাজপুত রমণীদের পবিত্রতা রক্ষায় ও অমরত্ব লাভের জন্য অনুষ্ঠিত জহরব্রত নামক পুণ্য ব্রতের কথা।

প ২৫৩২ (ক) | তারা | নি, রা | বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)। পৃঃ ১০০-১০১।

"একলাটি গগনের কোণে,
কেগো তুমি রয়েছ চাহিয়া?

সাজ সজ্জাহীন ক্ষুদ্র দেহে
প্রভা যেন পড়ে উছলিয়া।...”

(প ২৪৯৫.২) থেল্‌মা (শ্রীমতী) মৃণালিনী অন্তঃপুর, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)।
(উ) [ক্রমশঃ] [মৃণালিনী সেন] পৃঃ ৯৩-৯৬।
ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ২য় কিস্তি।

প ২৫৩৩ দুর্ভিক্ষ (শ্রীমতী) হেমলতা মুকুল, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)।
(প্র ৩) সরকার [হেমলতা দেবী] পৃঃ ২৮।
দুর্ভিক্ষের কারণ ও এব পবিণতির বর্ণনা।

প ২৫৩৪ নিশাশেষে শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী নব্যভারত, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)
(ক) [মানকুমারী বসু] । পৃঃ ৯৯-১১০।
প্রকৃতি বিষয়ক।

প ২৫৩৫ পরমেশ (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ
(ক) [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] ১৩০৭)। পৃঃ ৯৯-১০০।
ভক্তিমূলক কবিতা।

(প ২৫৩৬.১) বালিকাদিগের (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার মুকুল, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)।
(প্র ৩) বিশেষ পৃষ্ঠা [হেমলতা দেবী] পৃঃ ৩১-৩২?
ক্রমশঃ প্রকাশিত বচনা। ১ম কিস্তি। রচনার ২য় কিস্তি (**প** ২৪৩৬.২) থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

প ২৫৩৭ বাসনার ফুল (শ্রী) তরঙ্গিনী দাসী, বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ
(ক) বনফুল রচয়িত্রী ১৩০৭)। পৃঃ ১০৪।

“পবিত্র-সলিলা গঙ্গে! রজত লহরী তুলে
কি মোহ স্বপনে ভোর ছুটেছ আপনাভুলে!
শীকর সম্পৃক্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে যায়,
তরু তৃণ লতাগুল্ম দোলায় ললিতকায়।...”

প ২৫৩৮ বিশ্বকাব্য (শ্রী) প্রিয়বালা রায়, বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ
(ক) হায়দরনগর ১৩০৭)। পৃঃ ১০২-১০৩।
[প্রিয়বালা রায়, কাটিহার]
প ১৩৮২ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

“তুমি কি রচিবে কাব্য কবি!
অবাক্ হইয়া নেহার শুধু
অতুল বিশ্ব ছবি।...”

প ২৫৩৯ ভবনদী শ্রীমতী প্রি, হায়দরনগর মহিলা, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)।
(ক) (পালামৌ) পৃঃ ২৬২।

[প্রিয়বালা রায়, কাটিহার]

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৫৪০ (গ)	লীলাবিবাহ	(শ্রী) শশীমুখী দেবী	বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৩-৭৬।

প্রাচীন রাজপুতানার কাহিনী।

প ২৫৪১ (প্র ৯)	শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা (মুস্তোফী)	বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)। পৃঃ ৮৯-৯২।

[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]

পরম ভক্ত, কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গদেবের মধ্য সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জীবনকথা।

প ২৫৪২ (ক)	সতীত্বের জয়	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)। পৃঃ ৫৫-৫৮।

"ইহা সত্য ঘটনা। যশোহর জেলার কোন ক্ষুদ্র গ্রামে সংঘটিত হয়। এই মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া সতীর জয় হইয়াছে। লেখিকা।" সরলা নামে ষোড়শ বর্ষীয়া কৃষকবালার সতীত্বের কাহিনী কাব্যাকারে পরিবেশিত।

" 'সরলা' ষোড়শী বালা কৃষকের নারী,
নাহি জানে বিলাসবাসনা;
কৃষক যুবক শ্যাম প্রিয় পতি তারি,
তার প্রেমে সতত মগনা।..."

(প ২৫৪৩.১) (প্র ১)	সময়ের সদ্ব্যহার [ক্রমশঃ]	তরুবালা দেবী	অন্তঃপুর, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)। পৃঃ ৯০-৯১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। সময়ের যথার্থ ব্যবহার বিষয়ক উপদেশমূলক প্রবন্ধ।

প ২৫৪৪ (ক)	সাগর	শ্রীমতী ক, ভগলপুর [শ্রীমতী কঃ—, ভাগলপুর]	মহিলা, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৬২।

প ২১৪০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। সাগরকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প ২৫৪৫ (প্র ৯)	স্বর্গীয়া মাতা নিস্তারিনী দেবী	অনামা	মহিলা, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২৫৮-২৬২

"তাঁহার কন্যা কর্ত্তৃক নিবদ্ধ।" "ইনি কলুটোলাস্থ প্রসিদ্ধ সেন পরিবারের স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ মাধবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্রবধু, স্বর্গগত জয়কৃষ্ণ সেন এম. এ. মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী, এবং শ্রীমান মোহিতচন্দ্র সেন এম. এ.-র গর্ভধারিনী।"

প ২৫৪৬ (ক) স্মৃতি উপহার — স্ব [স্বর্ণকুমারী দেবী] — বামাবোধিনী, ১৯০০ (জ্যৈ-আ ১৩০৭)। পৃঃ ৮৮-৮৯।

"১০ই জুলাই ভূতপূর্ব্ব 'অবলাবান্ধব' সম্পাদক দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনের পবিত্র স্মৃতি উপলক্ষে।"

"সঙ্গীত বিষাদ মাখা,
কি গান গাহিব আর?
হৃদিবীনা ভগ্ন আজি ছিন্ন ভিন্ন সব তার।।..."

(প ২৫৪৭.১) (গ) হারানিধি [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার [হেমলতা দেবী] — মুকুল, ১৯০০ (জ্যৈ ১৩০৭)। পৃঃ ২১-২৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ১ম কিস্তি। মাতৃপিতৃহীন বোন সুলতার দীর্ঘদিন পর আপন ভাই ইন্দুকে খুঁজে পাবার গল্প।

১৩০৭ আষাঢ় (১৯০০)

প ২৫৪৮ (ক) অন্তঃশয্যায়। (বুয়ার-সেনাপতি উক্তি) — শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — নব্যভারত, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

"বুয়ার যুদ্ধ Oct 1899 - May 1902..."। বুয়ার সেনাপতি জুবেয়ারের মৃত্যু শয্যায় জরাগ্রস্ত দেহে তরুণ যৌবনের উক্তি ধ্বনিত হয়েছে।

প ২৫৪৯ (ক) আকুল আহ্বান — (শ্রী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী — পুণ্য, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ৩১-৩৪।

অনন্তের উদ্দেশ্য আকুল আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

প ২৫৫০ (ক) এস — (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় — অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ১০১।

দুঃখতাপে দগ্ধ শুষ্ক প্রাণে বিশ্ব দেবতাকে আহ্বান করা হয়েছে।

প ২৫৫১ (ক) কবিরা মূর্খ — (শ্রীমতী) সুবাসিনী — আলোচনা, ১৯০০ (আ ১৩০৭) পৃঃ ৬৮।

কবিদের উদ্দেশ্য করে লেখা।

প ২৫৫২ (ক) খোকার রাজ্য (সচিত্র) — (শ্রীমতী) কামিনী রায় [কামিনী রায় (সেন)] — মুকুল, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ৪২।

সচিত্র শিশু কবিতা।

প ২৫৫৩ (প্র ৯) গ্রীক কবি হোমার — (শ্রী) লজ্জাবতী বসু — অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ৯৭-১০১।

"গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটাস লিখিত হোমারের ক্ষুদ্র জীবনী গ্রন্থে তাঁহার

সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। হিরোডোটাস লিখিত গ্রন্থ অবলম্বনে তাহার জীবন বৃত্তান্ত সংকলন করিতেছি।..."

প ২৫৫৪ (ক) আবাহন (শ্রী) সরোজিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ১১৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৫৫৫ (ক) আশা (শ্রী) সুনলিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ১১৪।

দ্রঃ **প** ২৫২৭।

প ২৫৫৬ (ক) উর্ম্মিলা (শ্রী) সরলাবালা সরকার অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ১০৬-১০৮।

রামায়ণ কাব্যে উপেক্ষিতা উর্ম্মিলার মনোবেদনা।

প ২৫৫৭ (ক) একটি শিশুর প্রতি (শ্রী) সরোজিনী বসু অন্তঃপুর ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ১০৯-১১০।

শিশুর দীর্ঘ জীবন কামনা করে লেখা।

"কি দিয়া গড়েছে বিধি তোর মুখখানি?
কি যে কি অমিয় মাখা
কোথা পূর্ণ শশী বাকা,
ও মুখ হেরিল লাজে পালায় অমনি!..."

প ২৫৫৮ (ক) চন্দ্রমা শ্রীমতী রা—, লাহিড়িয়াসরাই মহিলা, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ২৮২।

[শ্রীমতী রা, লাহেরিয়াসরাই]

প ২৪৯৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতি বিষয়ক।

প ২৫৫৯ (গ) ছোটখাট মিউটিনি (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভাবতী, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ২০৯-২১৫।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা গল্প।

(প ২৪৯৫.৩) (উ) থেল্মা [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)। পৃঃ ১১০-১১৩।

ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস। ৩য় কিস্তি।

(প ২৪৯৬.২) (প্র ৯) দময়ন্তী (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী। মাগুরা-যশোহর [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] ঋষি, ১৯০০ (আ-শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ৩১১-৩১৪।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি। রচনার ১ম কিস্তি (**প** ২৪৯৪.১)

থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

প ২৫৬০ ধাঁধাঁ-ধাঁধাঁর (কুমারী) সুরুচিবালা সেন অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(প্র ১০) উত্তর পৃঃ ১১৯।

পদ্যাকারে ধাঁধাঁ পরিবেশিত এবং পূর্ব প্রকাশিত ধাঁধাঁর সঠিক উত্তরদাতার নাম উল্লিখিত।

"শূন্যেতে কখন থাকি
কখন ভূতলে,
যখন আনন্দে ডাকি
লোকে মন্দ বলে।..."

প ২৫৬১ নির্ঝরিনী (শ্রী) সুশীলাবালা দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ১১৬-১১৭।

"আমি বড় ভালবাসি তোরে নির্ঝরিনী,
তোমার নির্ম্মল জল প্রাণ করে সুশীতল
মর জগতের তুমি স্বর্গ মন্দাকিনী।..."

প ২৫৬২ নির্ঝরের (শ্রী) সরলাবালা দাসী পুণ্য, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) আত্মসমর্পণ [সরলাবালা সরকার] পৃঃ ৩০-৩১।

প ২৫৬৩ প্রভাত স্মৃতি (শ্রী) সরোজিনী চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ১১৭।

প্রভাত প্রকৃতি দর্শনে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে লেখা।

প ২৫৬৪ বন্ধুবিয়োগে ৺হেমাঙ্গিনী দেবী মহিলা, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ২৮৪।

"স্বর্গগতা হেমাঙ্গিনী দেবী লিখিত।"

"অকস্মাৎ কেন হায় এই সমাচার!
শত বজ্রাঘাত কেন,
মরমে বাজিল হেন,
নাই সেই প্রমোদময়ী পৃথিবী মাঝার।..."

(প ২৫৩৬.২) বালিকাদিগের (শ্রীমতী) হেমলতা মুকুল, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(প্র ২) বিশেষ পৃষ্ঠা দেবী পৃঃ ৪৬-৪৭?

ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৫৬৫ বাল্যস্মৃতি (শ্রী) সুরমাসুন্দরী ঘোষ পুণ্য, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ৩৪-৩৫।

শৈশবের সুখস্মৃতি স্মরণ করে লেখা।

প ২৫৬৬ ভারতলক্ষ্মীর শ্রীমতী জ্ঞা, ফুলবাড়ী মহিলা, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) উক্তি [শ্রীমতী জ্ঞা—ফুলবাড়ী] পৃঃ ২৮৩।

প ২৪৮৪ থেকে লেখিকার ছদ্মনাম সনাক্ত করা হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতলক্ষ্মীর বিষণ্ণতা ও অতীত ভারতের বীরাঙ্গনা সতীদের স্মরণে লেখা।

প ২৫৬৭ মৃত্যু (শ্রী) সরলা দত্ত অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ১১৫-১১৬।

নশ্বর পৃথিবীতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর উপস্থিতি অনুভব করে লেখা।

প ২৫৬৮ যাও দূরে (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ১১৮।

পৃথিবীর নশ্বরতা ও ক্ষণিকতা উপলব্ধি করে সমস্ত প্রলোভন থেকে দূরে সরে থাকাব কথা বলা হয়েছে।

প ২৫৬৯ যিশুখৃষ্ট (শ্রী) ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) (চিত্রদৃষ্টে) পৃঃ ১১৭-১১৮।

ক্রুশবিদ্ধ ভগবান যিশুপদে পরম ভক্তি জ্ঞাপন করে লেখা।

প ২৫৭০ শিক্ষা (শ্রী) সুরধনী সেন অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(প্র ৩) পৃঃ ১০২-১০৬।

জীবনের প্রতিটি ক্ষণে শিক্ষালাভ ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার কথা। সসীম মানবজীবনে আলস্য ত্যাগ করে শিক্ষালাভের প্রয়োজনীযতার উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৫৭১ শৈশবস্মৃতি (শ্রী) আমোদিনী ঘোষ পুণ্য, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

শৈশবের সুখস্মৃতি স্মরণ করে লেখা।

প ২৫৭২ সন্ধ্যা শ্রীমতী শ—কালীঘাট মহিলা, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ২৮৩-২৮৪।

"দিবা অবসান হল,
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এল,
একে একে সমুদায় হইল আধারময়।..."

(প ২৫৪৩.২) সময়ের সদ্ব্যহার তরুবালা দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(প্র ১) [ক্রমশঃ] পৃঃ ১০৮-১০৯।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

(প ২৫৪৭.২) হারানিধি (শ্রীমতী) হেমলতা মুকুল, ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
(গ) [ক্রমশঃ] সরকার [হেমলতা দেবী] পৃঃ ৪৩-৪৫।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ২য় কিস্তি।

১৩০৭ শ্রাবণ (১৯০০)

প ২৫৭৩ (ক) অভিনন্দন পত্র (কুমারী) শান্তিময়ী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

বিদায়ী দিদিদের উদ্দেশ্যে রচিত অভিনন্দন পত্রে ভক্তি নিবেদন।

"আজিও ত উঠেছে তরুণ
হরসেতে পাখী গান গায়
আজোত ফুটছে ফুল কলি
ভ্রমর ধরেছে সুখ গান।..."

প ২৫৭৪ (ক) আকাশের তারা (শ্রীমতী) ননীবালা দেবী বামাবোধিনী, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১৪১-১৪২।

"প্রতিদিন নিশাকালে
সুদূর গগনকোলে
তোমরা কে দেখা দাও
বল না গো বল না।..."

(প ২৩৬৪.৪) (প্র ৩) গার্হস্থ্য প্রবন্ধ [ক্রমশঃ] (শ্রী) বিনোদিনী সেন, গৌহাটী বামাবোধিনী, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১১৪-১১৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৪র্থ ও শেষ কিস্তি।

(প ২৫৩০.২) (গ) চিরসুহৃদ [ক্রমশঃ] কাদম্বিনী দত্ত অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১২৩-১২৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ২য় কিস্তি।

প ২৫৭৫ (ক) তবসঙ্গে (শ্রী) নিরদবাসিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১২৮।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"কাছে কাছে আছ সদা রাজ রাজেশ্বর,
তোমা কাছে রহিলে যে একলাত নহি;
আনন্দ আমার সাথে রহে নিরন্তর;
শোক তাপ ভুলে সদা শান্তিমাঝে রহি।..."

প ২৫৭৬ (ক) তাঁহারই কারণ (শ্রী) অম্বুজসুন্দরী দাসগুপ্তা অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১৩৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৫৭৭ (ক) তুমি যদি শ্রীমতী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] আরতি, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ৬৩।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৫৭৮ (ক) তৃষিতের প্রার্থনা (শ্রী) সুকুমারী দাস বামাবোধিনী, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭) । পৃঃ ১৪০।

"তৃষিত হৃদয় মোর। রবি অস্ত যায়—
সায়াহ্নে পশ্চিমাকাশে—বিচিত্র কিরণ।
বকুলের শাখে বসি পাখীগান গায়,
চারিদিকে বহে শান্ত স্নিগ্ধ সমীরণ।..."

প ২৫৭৯ (ক) দেবতা হেমাঙ্গিনী বসু অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১২১-১২২।

অন্ধকারময় জীবনে আলোকদানকারী প্রিয়তম-কে দেবতা সম্ভাষণ করে লেখা।

প ২৫৮০ (ক) নববধূ-সমাগমে (শ্রীমতী) মরকত— [নারায়ণগঞ্জ] অনুসন্ধান, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ২১৯-২২০।
[(শ্রীমতী) মরকত দেবী]

লেখিকা নাম **প** ২৬১২ থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। নববধূর উদ্দেশ্যে শ্রী ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

"কত আশাপথ চেয়ে, কতই প্রতীক্ষা করে,
পাইয়াছি মা তোমারে কোলে,
স্নেহের প্রতিমা সম, উজলি হৃদয় মম,
ঘর-দ্বার আলো করি এলে।..."

প ২৫৮১ (প্র ১০) নূতন ধাঁধাঁ (শ্রী) হেমন্তকুমারী সেন, ফরিদপুর অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১২৮।

আষাঢ়ের ধাঁধাঁর উত্তর ও নতুন ধাঁধাঁ পদ্যাকারে পরিবেশিত হয়েছে।

প ২৫৮২ (ক) প্লেগ (শ্রীমতী) সুহাসিনী দাসী, বর্ধমান বামাবোধিনী, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭) । পৃঃ ১৩৮।

প্লেগ রোগের ভয়াবহতা এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

"প্লেগ প্লেগ করি সবে করে কোলাহল।
কি রোগেতে ঘেরিয়াছে এই ধরাতল।
পঞ্চবর্ষ হল গত এসেছে ভারতে,
এত কাণ্ড হইতেছে চায় না যাইতে।..."

প ২৫৮৩ (ক) বাঙালির ছেলে (শ্রী) পঙ্কজিনী বসু নব্যভারত, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ২১২-২১৩।

"বাঙালির ছেলে তোরা কে দেখবি আয়;
নিস্তেজ দুর্ব্বল হিয়া,

প্রলোভনে পদ দিয়া,
শেষে অনুপায় দেখি, করে হায়, হায়।...”

প ২৫৮৪ (প্র ৯) বীরবল (শ্রী) নীরদবালা বসু অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১২৯-১৩১।

বাদশাহ আকবরের দরবারের প্রধান আমাত্য বীরবলের জীবনকথা।

প ২৫৮৫ (ক) বৈরাগ্য (শ্রী) প্রিয়বালা রায় নব্যভারত, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ২১৩-২১৪।

জীবনের সুখ-দুঃখের ক্ষণিকতা ও অস্থায়ী অবস্থা লক্ষ্য করে হৃদয়ে বৈরাগ্যের অনুভব।

প ২৫৮৬ (ক) বোধিদ্রুম শ্রীমতী প্রি—, হায়দরনগর, পালামৌ [প্রিয়বালা রায়, কাটিহার] মহিলা, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ২০-২১।

“মহা মহিমায় আজি,
পল্লব বসনে সাজি,
দাঁড়াইয়া তুমি তরু গরিমা মহান—;
তোমায় নেহারি আজ,
দীনের হৃদয় মাঝ,
উথলিছে কতভাব—জলধি প্রমাণ।...”

প ২৫৮৭ (ক) ভ্রান্তি একটি বধূ, তুষভাণ্ডার মহিলা, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ২১-২২।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

“কেন রে আকুল হয়ে
সতত ভাবিস মন,
চিরদিন তরে তোর
নহেরে আপনজন।...”

প ২৫৮৮ (ক) মণি অন্নদাসুন্দরী ঘোষ বামাবোধিনী, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭) । পৃঃ ১০৯-১১০।

সন্তান শোকে দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে।

প ২৫৮৯ (প্র ৬) মুষ্টিযোগ (শ্রী) চপলাসুন্দরী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ১৩২-১৩৪।

গৃহচিকিৎসায় কিছু টোট্‌কা ওষুধ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সহজ মুষ্টিযোগ সম্বন্ধে শিক্ষার কথা।

প ২৫৯০ (ক) রজনী অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] নব্যভারত, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)। পৃঃ ২১১।

রজনীর প্রকৃতি শোভা।

প ২৫৯১ লোকের প্রতি (শ্রী) স্নেহলতা দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)।
(প্র ৩) ব্যবহার পৃঃ ১২৬-১২৮।

ভিন্নতাই প্রকৃতির নিয়ম। ভিন্ন লোকের রুচির ভিন্নতার জন্যই মতবিরোধ বা কলহ হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে সংসার, গৃহ এবং কর্মক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকেব সঙ্গে ব্যবহারের এমন পথ নির্দেশিত হয়েছে—যা কলহ সৃষ্টি না করে, শান্তি বজায় রাখে।

প ২৫৯২ শিশুর (শ্রীমতী) বামাবোধিনী, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)
(ক) জন্মোপলক্ষে নলিনীবালা দেবী পৃঃ ১৪৩।

শুভ জন্মদিনে শিশুকে আশীর্বাদ।

"নীরব রজনী, ঘুমাছে ধরণী
মাখিয়া চাঁদের বিমল কর।
মৃদু মৃদু মৃদু ধীর সমীরণে
ধীরে ধীরে দোলে বিটপি কর।।..."

প ২৫৯৩ সাগরকূলে শ্রী—স— বামাবোধিনী, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)
(ক) । পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

"বামারচনা"। দিগন্ত ব্যপ্ত প্রশান্ত জলধির কূলে দাঁড়িয়ে সন্তানহারা জননীর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

"গভীর নীলিমাময় বাহু প্রসারিয়া
বিস্তৃত প্রশান্তকায়,
অনন্ত আকাশপ্রায়,
রহিয়াছে হে জলধি! দিগন্ত ব্যাপিয়া;
প্রসারি বিশাল দৃষ্টি রয়েছে চাহিয়া।..."

(প ২৫৪৭.৩) হারানিধি (শ্রীমতী) হেমলতা মুকুল, ১৯০০ (শ্রা ১৩০৭)।
(গ) [ক্রমশঃ] সরকার [হেমলতা দেবী] পৃঃ ৬০-৬২।

ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ৩য় কিস্তি।

১৩০৭ ভাদ্র (১৯০০)

প ২৫৯৪ অভিনন্দন পত্র (কুমারী) শান্তিময়ী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

কোন শিক্ষিকার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে রচিত।

প ২৫৯৫ আহ্বান আশালতা বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন
(ক) ১৩০৭)। পৃঃ ২০৯।

মৃত্যুকে আহ্বান করে লেখা।

"মধুর গম্ভীর স্বরে
কে যেন ডাকিছে মোরে
এই পথে আয়,
মরণ আঁধার ঘিরে
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে
বেলা ব'য়ে যায়।..."

(প ১৭৩২.৬) ইলিয়ড, ১ম স্বর্গ লজ্জাবতী বসু বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন
(ক) (৪১৮-১৯ সং, ১৩০৭)। পৃঃ ১৯১-১৯৩।
২৩৭ পৃষ্ঠার পর)
[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত মহাকাব্যের অনুবাদ রচনা। ৬ষ্ঠ কিস্তি।

"ইলিয়ডের অনুবাদ প্রকাশ কিছুকাল স্থগিত ছিল। তাহার কারণ ইহার পূর্ব্বে কবিবর পোপের ইংরাজী অনুবাদ হইতে ভাষান্তরিত হইতেছিল, তাহা হোমারের ইলিয়াড হইতে অনেক ভিন্ন। লেখিকার যত্নে ও অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ, তিনি অনুসন্ধান করিয়া হোমারের অবিকল ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এক্ষণ হইতে তাহাই বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার পত্রাংশ প্রকটিত হইল ঃ—'আপনার উপদেশানুসারে Andrew Long, M.A,; Walter Leaf, Litt D.; Ernest Meyers, M.A. এই তিনজন গ্রন্থকারকৃত গদ্যে ইলিয়ডের অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। এই পুস্তক দেখিয়া শ্রীমান অ—ইহা গ্রীকের অবিকল অনুবাদ বলিলেন। শ্রীমান গ্রীক ভাষায় বিশেষ সুপন্ডিত। ভরসা করি এবার তার অনুবাদ প্রকশ যোগ্য হইবে।' লজ্জাবতী বসু।"

প ২৫৯৬ ঈশ্বর ন্যায়বান (শ্রী) সরোজিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ১৫৫।

"কে বলে তোমার ঠাই
সত্যের বিচার নাই
কে অভাগা অকৃতজ্ঞ হেন কথা কয়।..."

প ২৫৯৭ উতঙ্কের (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী, মুকুল, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)।
(গ) গুরুদক্ষিণা বি.এ. পৃঃ ৭৭-৮০।

পুরাকালে রেদ নামক এক সদয় স্বভাব, শান্ত উপাধ্যায়ের শিষ্য উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা দেবার কাহিনী।

প ২৫৯৮ কবি প্রসঙ্গ (শ্রী) সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রদীপ, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ২৮৯-২৯০।

কবির হৃদয়কুঞ্জে লুক্কায়িত ভাবসমূহ ও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার গীতধ্বনির কথা এবং

কবিতায় কবি কল্পনার প্রিয় সহচরী নারীর কথা ব্যক্ত হয়েছে।

(প ২৫৩০.৩) চিরসুহৃদ কাদম্বিনী দত্ত অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)।
(গ) [ক্রমশঃ] পৃঃ ১৪৮-১৫১।
ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

(প ২৫৯৯.১) দস্যু ও রমণী (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন
(গ) [ক্রমশঃ] ১৩০৭)। পৃঃ ১৭১-১৭৯।
"ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।" ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ১ম কিস্তি।
"ইংরাজ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কার্য্যকলাপের চিত্র ইহাতে সুন্দররূপে অঙ্কিত এবং একটি রমণীর তুলিকায় দেশী রঙে প্রতিফলিত হইয়া বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছে। এ সময় ইহার ফলাফলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। বা, বো, স।" লন্ডনের লেডি কেট নাম্নী গর্বিতা সুন্দরীর কাহিনী।

প ২৬০০ দ্রৌপদী ও (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)।
(প্র ১০) সত্যভামার পৃঃ ১৩৭-১৪১।
কথোপকথন
পান্ডবদের বনাশ্রম জীবনে সত্যভামার সঙ্গে যাজ্ঞসেনীর সাক্ষাৎ হয়। এ সময়ে কথোপকথনের মাধ্যমে সত্যভামার নানা প্রশ্নের যে জবাব যাজ্ঞসেনী দিয়েছিলেন তা গদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প ২৬০১ নববধূ আবাহন লীলাবতী মিত্র বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন
(ক) ১৩০৭)। পৃঃ ২০৮-২০৯।

"বসন্তের অবসনা হয়ে গেছে চিরতরে,
বজ্রাহত তরুপ্রায় আছে সে একটি ধারে,
নাহি সুখ নাহি দুঃখ নাহিক উল্লাস ধ্বনি,
নিরালায় বন মাঝে যেন গো প্রতিমাখানি।..."

প ২৬০২ নিষেধ কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)।
(ক) [মানকুমারী বসু] পৃঃ ১৫৬।
নির্দয় এই পৃথিবীতে চাঁদের মতো অকলঙ্ক প্রিয়সখীকে আসতে বারণ করা হয়েছে।

প ২৬০৩ নীরবতা (কুমারী) সুদেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)।
(ক) ভালবাসি বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৫৭।

"কি জানি কে গো আমি নীরবতা ভালবাসি
নীরবে থাকি গো তাই
নীরবে নীরবে গাই

বুঝি না 'নীরব' কেন এত ভালবাসি।..."

প ২৬০৪ (ক)	পথিক সম্ভাষ	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ১৭৯-১৮০।

আত্মপর ভুলে পবিত্র হৃদয়ে কোন পথচারীকে ভ্রাতৃস্নেহে আহ্বান করা হয়েছে।

প ২৬০৫ (ক)	পুণ্য	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ১৫৬।

ঈশ্বরের পুণ্যালোকের প্রভাবের কথা উচ্চারিত হয়েছে।

প ২৬০৬ (ক)	প্রার্থনা	শ্রীমতী সা—, ভাগলপুর	মহিলা, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ৪৪।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৬০৭ (প্র ৩)	বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীর অবস্থা	(শ্রী) প্রভাবতী দেবী	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ১৯৬-২০০।

বিগত শতবর্ষে ভারতীয় নারীর দুর্দশার বর্ণনা।

প ২৬০৮ (প্র ১০)	ভীষণ দুর্ভিক্ষ	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ১৫৯-১৬০।

আজমীর অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য প্রার্থনা এবং কয়েকজন সাহায্যকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে "...'সঞ্জীবনী' সম্পাদক মহাশয়কে একখানা চিঠি লেখা হইয়াছিল আমরা সেই চিঠি ও অপর একখানা চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।..."

প ২৬০৯ (ক)	মহিমা গান	(শ্রী) ঊষাবতী দেবী, নপাড়া	বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ২০৮।

ভক্তিমূলক কবিতা।

"নিত্য নিরঞ্জন ভব, প্রণমামি পদে তব,
অসীম ব্রহ্মান্ড এই সৃজন তোমার,
ধন্য তুমি শক্তিধর মহিমা অপার।..."

প ২৬১০ (প্র ৬)	রন্ধন ঃ মুলু (চিংড়ি), পাঁটার কচুরী	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ১৫৪।

পরিমাণ ও রন্ধনপদ্ধতি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৬১১ (প্র ৯)	লর্ড রবার্টস	অনামা	মহিলা, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ৪৪।

বুয়ার যুদ্ধের অধিনায়ক লর্ড রবার্টের বীরত্ব কাহিনী।

"কি দিয়ে পূজিবে কবি আজি হে তোমারে
বীরেন্দ্র! কি উপহার দিবে বা সে আজি!
বুয়র গৌরব-রবি, আজি তব করে,
ঘুরিতেছে ফিরিতেছে যেন ছায়াবাদী।..."

প ২৬১২ (ক) শৈশবস্মৃতি (শ্রীমতী) মরকত দেবী অনুসন্ধান, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ৩২২-৩২৩।

"আজো হৃদি দেয় ব্যথা শৈশবে স্মৃতি!
কত বর্ষ গত হল, কত কাল হরে নিল,
শুধু স্মৃতি রেখে গেল নাশিবারে প্রীতি।..."

প ২৬১৩ (প্র ৩) শুশ্রূষাকারিনী হেমন্তকুমারী চৌধুরী, শ্রীহট্ট অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ১৫১-১৫৩।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ও ভগিনী ডোরা-র নাম উল্লেখ ক'রে সকল গৃহিনীর সেবা ও শুশ্রূষার শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

প ২৬১৪ (ক) শ্মশান (শ্রী) চপলাসুন্দরী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

"শুনিলে তোমার নাম কেন হয় ভয়,
মানবের একমাত্র শান্তির আলয়,
শোকে তাপে দগ্ধ হয়ে, তোমার নিকটে গিয়ে
শুইয়া তোমার ক্রোড়ে মানব হৃদয়
জীবনান্তে পায় শান্তি অনন্ত অক্ষয়।..."

প ২৬১৫ (প্র ৩) সন্তান পালন (শ্রী) বিনোদিনী সেনগুপ্তা [বিনোদিনী সেনগুপ্ত] বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ১৬৮-১৭০।

প ২৫১৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। সন্তান পালন নারী শিক্ষার একটা অঙ্গ হওয়া উচিত। তাহলেই "...জননী তাঁহার সপ্রেম ব্যবহার ও সচ্চিরত্রতা দ্বারা সন্তানের অবাধ্যতাকে দৃঢ়তাতে, ধৃষ্টতাকে সরলতাতে, আত্মচিন্তাকে স্বাবলম্বনে, বিষণ্ণতাকে চিন্তাশীলতায় পরিবর্তিত করিবেন, কোমলতা ও কাঠিন্যযুক্ত ব্যবহারে শিশুর স্বভাব জয় করিবেন।..."

প ২৬১৬ (ক) সান্ত্বনা (শ্রী) নিস্তারিনী দেবী, শাহারনপুর বামাবোধিনী, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ২১০।

ব্রিটেন সম্রাজ্ঞীর পুত্রশোকে বঙ্গনারীর প্রদত্ত শান্তিবার্ত্তা।

প ২৬১৭ (ক) সেনাপতি যুবেয়ার শ্রীমতী প্র [শ্রীমতী প্র—] মহিলা, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ৪৫।

ট্রান্সভাল স্বর্ণভূমি রক্ষার্থে বীরসেনাপতি যুবেয়ারের অপূর্ব কীর্তি স্মরণ করে লেখা।

"শুভক্ষণে জন্ম তব বীরেন্দ্র মণি,
ইতিহাসে রবে নাম অক্ষয় অক্ষরে;
রোধিয়া বিজয়ী ভীম বৃটিষ বাহিনী,
দেখালে অপূর্ব্ব কীর্তি বিশ্বচরাচরে।..."

প ২৬১৮ (প্র ১)	সুখের আকুলতা	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	ঋষি, ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ৩৪৩-৩৪৬।

এই সংসারের নিষ্ফল সুখের অতৃপ্ত আকুলতা ত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প ২৬১৯ (ক)	স্বর্গগতা কুমারী সুহাসিনী	সুঃ, বিধাননাশ্রম, বাঁকিপুর	মহিলা, ১৯০০ (ভা ১৩০৭)। পৃঃ ৪৪-৪৫।

সন্তান বিয়োগে শোকসন্তপ্তা জননীর দুঃখ।

"আমার সোনার পাখী গেল কি উড়িয়া?
জানিনাক কোনখানে, কোন অলক্ষিত স্থানে
গেল সে সোনার জীব সংসার ত্যজিয়া
মর্ম্মভেদী দৃশ্য চির মরমে রাখিয়া।..."

১৩০৭ আশ্বিন (১৯০০)

প ২৬২০ (ক)	অস্মদেশীয় বালিকা জীবন	(শ্রী) বিনোদিনী সেনগুপ্ত	অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক রচনা।

প ২৬২১ (ক)	আমি কি নিরাশ্রয়?	শ্রীমতী রা, লাহেরিয়াসরাই	মহিলা, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ৭০।

আত্মচিন্তামূলক কবিতা।

প ২৬২২ (ক)	ঊষাসুন্দরী	(শ্রী) সরোজিনী চৌধুরী	অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ১৩২।

প্রকৃতি বিষয়ক।

প ২৬২৩ (ক)	এই কি সে ফুল	(শ্রী) শরৎকুমারী দেবী	অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ১৬১-১৬২।

পরান আকুল করা পুষ্পের বিশুষ্ক দশা দেখে লেখা।

"এই সি সে ফুল।
সখি! এই কি সে ফুল?

যাহার সৌরভে হতো পরাণ আকুল।..."

প ২৬২৪ (ক) কবির প্রতি কবি প্রিয়া (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহনী দাসী প্রদীপ, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ৩০৯-৩১০।

কবির অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাতে সমগ্র প্রকৃতি যেন নবসাজে ও নবীন মূর্চ্ছনায় নিজেকে সঁপে দিতে চাইছে।

প ২৬২৫ (প্র ১) কামনা (শ্রী) সুরধনী সেন অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ১৬৯-১৭১।

সংসারে অহর্নিশি অসংখ্য কামনার প্রবহমান ধারার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সমগ্র নারীকুল যেন সর্বদা শুভ ও উচ্চকামনা অন্তরে জাগ্রত রেখে সতত মঙ্গলকাজে ব্রতী হন।

প ২৬২৬ (ক) খোকা (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

অপত্য স্নেহের কবিতা।

প ২৬২৭ (ক) জন্মদিনের উপহার "মাসীমা" শ্রীমতী ক, ভাগলপুর মহিলা, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ৭০-৭১।

[শ্রীমতী কঃ—, ভাগলপুর]

প ২১৪০ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"আজি বরষায়
ঝরে বাদলের ধারা
অঘোরে পাগলপারা..."

প ২৬২৮ (প্র ১০) জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধাঁর উত্তর (শ্রীমতী) শৈলবালা দাসী, কলিকাতা প্রভা, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ১৬০।

ধাঁধাঁর উত্তর এক একটি শব্দে পরিবেশিত হয়েছে। যেমন ঃ 'লিখিবার কালি', 'অনিয়ম', 'মুখ হইতে মুখান্তরে যায় বলিয়া' ইত্যাদি।

প ২৬২৯ (প্র ১) ঢেকির আঁকশালি (শ্রী) স্বর্ণলতা চৌধুরী অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

উদ্ধব দাসের ঢেকির আঁকশালি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে যথার্থ মাত্রায় স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন।

প ২৬৩০ (প্র ১০) নূতন ধাঁধাঁ (কুমারী) সুরুচীবালা সেন অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ১৬২।

পদ্যাকারে ধাঁধা পরিবেশিত।

"কলিকাতা নগরেতে!

বাস করি দু'জাগাতে;
তবু শোকে, সুখে রই,
বল দেখি কেবা হই?..."

প ২৬৩১ (ক) পরমেশ — একটি বধূ, শিলচর — মহিলা, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ৬৯-৭০।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"জগদীশ।

কেমনে জানিব নাথ মহিমা তোমার
তুমি হে করুণাময় ভুবন মাঝার;
মোদের সুখের তরে তুমি অনিবার।..."

প ২৬৩২ (প্র ৯) বারানসী — প্রিয়ম্বদা দেবী — ভারতী, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ৪৯৯-৫১২।

পুজোর ছুটিতে বেনারস ভ্রমণের বর্ণনা।

প ২৬৩৩ (ক) বিষাদে — শ্রীমতী রে —, কটক — মহিলা, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ৬৯।

ভক্তিমূলক কবিতা।

"এস নাথ দয়াময় এ দুঃখ আঁধারে
জগত জীবন!
প্রাণে দাও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা বুকে দাও
অভয় চরণ।..."

প ২৬৩৪ (প্র ৯) মুরশিদাবাদ ভ্রমণ — (শ্রী) সরসীবালা রায় — অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ১৬৬-১৬৯।

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ বৃত্তান্তে সেখানকার সামাজিক ও ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প ২৬৩৫ (প্র ২) সংসারে ধর্ম্মসাধনা — (শ্রী) সরোজিনী দেবী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ১৭২-১৭৫।

ভারতবর্ষের মহিলাদের জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মাত্মা হয়ে ভারত মাতার হৃদয় কর্মের দ্বারা আলোকিত করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় ভারতরমণীর দয়াধর্মের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

প ২৬৩৬ (ক) স্বর্গের কুসুম — 'মাসীমা', কটক — মহিলা, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭) । পৃঃ ৬৮।

"পরম প্রীতিভাজন স্নেহাস্পদ শ্রীমান অমৃতানন্দ রায় ও সরস্বতী দেবীর আড়াই মাসের খুকীমনির পরলোক যাত্রার উদ্দেশ্যে লিখিত।"

"কেন রে আসিলি বাছা! স্বর্গ পরিহরি—
ধূলির ধরায়?
স্বর্গের কুসুম তুই ও মুখ সুন্দর;
স্বর্গে শোভা পায়।..."

(প ২৫৪৭.৪) (গ) হারানিধি (উপসংহার) [ক্রমশঃ] — (শ্রীমতী) হেমলতা সরকার [হেমলতা দেবী] — মুকুল, ১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)। পৃঃ ৮৭-৯০।
ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ৪র্থ ও শেষ কিস্তি।

১৩০৭ কার্ত্তিক (১৯০০)

প ২৬৩৭ (প্র ৯) অন্তঃপুর সম্পাদিকা স্বর্গীয়া বনলতা দেবী — (শ্রী) সুখতারা দত্ত — অন্তঃপুর, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ১৯৬-১৯৯।
"অতি সংক্ষেপে এইবার তাঁহার বিষয় লিখা গেল। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী ক্রমশঃ বাহির হইবার সঙ্গে তাহার ১৫ বৎসর বয়সের একখানা চিত্র দেওয়া গেল।"

প ২৬৩৮ (ক) আঁধার — (শ্রীমতী) সুরলতিকা ঘোষ — বামাবোধিনী, ১৯০০ (কা-অ ১৩০৭)। পৃঃ ২৭২-২৭৩।

"হেরি কেন চারিদিক অন্ধকারময়?
নাহিক কিনারা কুল
এই তো আলোকে ভরা
ছিল এই বসুন্ধরা—
সহসা ঘেরিল কেন ঘোর তমসা'য়?..."

প ২৬৩৯ (ক) আরাধনা — ঁনিস্তারিনী দেবী — মহিলা, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৯৩-৯৪।
"স্বর্গগতা নিস্তারিনী দেবী কর্ত্তৃক রচিত।" ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৬৪০ (ক) কুসুমব্রততী — (শ্রী) অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] — বামাবোধিনী, ১৯০০ (কা-অ ১৩০৭)। পৃঃ ২৭৩-২৭৪।
প্রকৃতি বিষয়ক।

প ২৬৪১ (ক) খুকুমণি — (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা — নব্যভারত, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৩৮৮-৩৮৯।
অপত্য স্নেহের কবিতা।

প ২৬৪২ (ক) চক্ষুলাভ — (শ্রী) সুরমাসুন্দরী ঘোষ — প্রদীপ, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮।

মোহের বন্ধন কেটে যাওয়ায় সংসারের অস্থায়িত্ব উপলব্ধি ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হওয়ার কথা।

প ২৬৪৩ (ক) | চিরবিদায় | শ্রীমতী জ্ঞা—ফুলবাড়ী, দিনাজপুর | মহিলা, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৯৪-৯৫।

[শ্রীমতী জ্ঞা—ফুলবাড়ী]

প ২৪৮৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। শোক কবিতা।

প ২৬৪৪ (ক) | জননী | ৺হেমাঙ্গিনী দেবী | মহিলা, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃ ৯২।

"স্বর্গাগতা হেমাঙ্গিনী দেবীর লিখিত জননীর উদ্দেশ্যে।

(প ২৪৫২.৩) (প্র ৩) | জীবনগঠন (৫৩ পৃষ্ঠার পর) [ক্রমশঃ] | সুশীলা বসু | অন্তঃপুর, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ১৯৩-১৯৬।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৬৪৫ (ক) | জ্যোতিকণা | (শ্রী) সন্তোষকুমারী দেবী | অন্তঃপুর, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ২০০।

ভক্তিমূলক কবিতা।

"অমানিশি মাঝে আজি
কে ছড়ালে জ্যোৎস্না কণা।
আঁধারে আলোক দিলে
না জানি সে কোন্‌জনা।..."

প ২৬৪৬ (ক) | টডের মহত্ত্ব | (শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ | নব্যভারত, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৩৮৯-৩৯০।

মেবারের অতীত ইতিহাস লেখক টড-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(প ২৫৯৯.২) (গ) | দস্যু ও রমণী (গতবারের শেষ) [ক্রমশঃ] | (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী | বামাবোধিনী, ১৯০০ (কা-অ ১৩০৭)। পৃঃ ২১৭-২২৬।

"ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।" ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্প। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৬৪৭ (ক) | নক্ষত্র | (শ্রীমতী) পঙ্কজবালা মিত্র | বামাবোধিনী, ১৯০০ (কা-অ ১৩০৭)। পৃঃ ২৭৩।

"দেখ গো আকাশ মাজে কিবা শোভা
হয়েছে!
বিমল নক্ষত্রমালা,

হাসি বিশ্ব করে আলা,
তারি মাঝে ওই কিবা চাঁদ বসে রয়েছে!..."

প ২৬৪৮ (ক) নির্মাল্য (শ্রী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ভারতী, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৬৩৯।

কমলমালা সুশোভিতা নির্মাল্যের দিগন্তব্যাপী সৌরভের কথা বলা হয়েছে।

প ২৬৪৯ (ক) পতিদেবতা (শ্রীমতী) মরকত দেবী অনুসন্ধান, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৪৫২।

পতিভক্তি বিষয়ক।

প ২৬৫০ (গ) প্রতিশোধ (শ্রী) সরোজকুমারী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ১৮৭-১৯২।

প্রাচীন রাজপুত কাহিনী।

প ২৬৫১ (ক) প্রার্থনা শ্রীমতী সাঃ ঘোষ—মজঃফরপুর মহিলা, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৯৫।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

"দয়া কর দয়াময়, দীনহীন জনে।
অভাগা তনয়া তব, কাঁদে সকরুণে।।
নাহি মম কোন ধন, সন্তাপিত মন।
এ জীবনে যাহা আছে করেছি অর্পণ।।..."

প ২৬৫২ (প্র ৭) বালবিধবার গীত ঃ [(মম) দুখভাগী হতে কেউ চেওনা...] শ্রী বিঃ। গৌহাটী বামাবোধিনী, ১৯০০ (কা-অ ১৩০৭)। পৃঃ ২৭৪।

"বামারচনা"। রাগিনী বেহাগ—তাল একতালা-য় স্বরলিপির নাম উল্লিখিত।

প ২৬৫৩ (ক) বীণাপানি (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা] অন্তঃপুর, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ২০০।

দেবী সরস্বতীর বর্ণনা।

প ২৬৫৪ (প্র ২) ভবের হাটে (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা সরস্বতী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] ঋষি, ১৯০০ (কা-অ ১৩০৭)। পৃঃ ১৮৫-১৮৯।

সংসার রূপ ভবের হাটে ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমরা যেন তাঁকে বিস্মৃত না হয়ে যেন সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে তাঁরই কাজ করে যাই তা আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

প ২৬৫৫ (ক) ভিক্ষা (শ্রী) প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৫৭৭।

জীবনের শেষপ্রান্তে অন্য অজানা দেশে যাবার প্রাক্কালে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অসহায় পান্থের ভিক্ষা প্রার্থনা।

প ২৬৫৬ (ক) মানুষ-পূজা — শ্রীলেখা — সাহিত্য-সংহিতা, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৪২৭-৪৩০।

"শুন তবে কারে পূজি হৃদি-বিহারিনী,
ভূবাদি সপ্তম লোক প্রকাশেন যিনি,
সবিতৃমণ্ডলে রয়ে' চিন্ময়ী হ্লাদিনী হয়ে'
সর্ব্বলোক আছ ছুঁয়ে মাতৃ-স্বরূপিনী,
শক্তিরূপা তুমি দেবী! নিত্য পূজি আমি।..."

প ২৬৫৭ (ক) যৌবন জীবন নদী — (শ্রী) লজ্জাবতী বসু — প্রদীপ, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৩৬৮।

প্রবহমান যৌবন জীবন নদীর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার কথা।

প ২৬৫৮ (প্র ৩) রমণী চরিত্র ও অলংকার — (শ্রী) কুলবালা দেবী — অন্তঃপুর, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ১৭৭-১৮৭।

অলঙ্কার ধারণে যেন কোনো অহংকার বা কামনা না থাকে এবং রমণীদের মানসিক অলঙ্কার চিত্তসংযম, বিনয়, ক্ষমা, সরলতা, ভক্তি প্রভৃতিতে সজ্জিত হবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

প ২৬৫৯ (ক) রাজা রামমোহন রায়ের স্মরনার্থ — (শ্রী) সুকুমারী দাস — বামাবোধিনী, ১৯০০ (কা-অ ১৩০৭)। পৃঃ ২৭২।

"অনন্ত আঁধার ভেদি ঊষার আলোক
পশে যবে জগতের প্রত্যেক শিরায়,
মানবের মুখে হাসি, হৃদয়ে পুলক,
উচ্ছ্বসিত প্রেমসিন্ধু উথলে ধরায়।..."

(প ২৬৬০.১) (প্র ৮) সঙ্গিনী [ক্রমশঃ] — শ্রীমতী ন [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — বামাবোধিনী, ১৯০০ (কা-অ ১৩০৭)। পৃঃ ২৪৮-২৫১।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কথোপকথন। ১ম কিস্তি। চারুলতা ও সরলতা নাম্নী দুই হিন্দু পুরঙ্গনার 'সংসারে কি প্রয়োজন' এই বিষয় নিয়ে কথোপকথনের কিছু অংশের উদ্ধৃতি।

প ২৬৬১ (ক) সুখ — শ্রীমতী সা, ভাগলপুর [শ্রীমতী সা—, ভাগলপুর] — মহিলা, ১৯০০ (কা ১৩০৭)। পৃঃ ৯৩।

প ২৬০৬ থেকে লেখিকা ছদ্মনাম সনাক্ত করা হয়েছে।

"সুখ সুখ করে কাঁদেত সকলে,
সুখ সে মনের ভুল;

মিছে সুখ লাগি মানব পাগল,
সুখ কল্পনার ফুল।..."

১৩০৭ অগ্রহায়ণ (১৯০০)

প ২৬৬২ (ক)	আবির্ভাব	(শ্রী) প্রিয়ম্বদা দেবী, বি.এ. [প্রিয়ম্বদা দেবী]	ভারতী, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ৫৫-৬৯৪।

ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৬৬৩ (প্র ৫)	আলোকমঞ্চ	(শ্রী) হেমন্তকুমারী গুপ্তা	অন্তঃপুর, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ২০৮-২১১।

সমুদ্রগর্ভস্থ বিপদসঙ্কুল স্থানে জাহাজ নিরাপদে যাতায়াত করার জন্য সমুদ্রগর্ভে আলোকমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা এবং এর মনোরম নির্মাণকৌশল, ইত্যাদির বর্ণনা।

প ২৬৬৪ (প্র ১০)	একটি কথা	(শ্রী) সরোজিনী চৌধুরী	অন্তঃপুর, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ২০৪-২০৫।

দেশের উন্নতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প ২৬৬৫ (ক)	খুকী	(শ্রী) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ	অন্তঃপুর, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ২২০।

অপত্যস্নেহের কবিতা।

প ২৬৬৬ (ক)	গিরিনদী	(শ্রী) পঙ্কজিনী দত্ত	প্রদীপ, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ৩৭৮।

অন্ধকার শালবনচ্ছায়ে প্রবহমান নদীর উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা।

প ২৬৬৭ (প্র ৫)	ছোট ছোট কথা টেলিগ্রাফ	(শ্রী) স্বর্ণলতা চৌধুরী	অন্তঃপুর, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ২১২-২১৩।

মেদিনীপুর জেলায় পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাফে পরিবেশিত কতকগুলি বিচিত্র সংবাদ ও হাসির কথা।

প ২৬৬৮ (ক)	জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ	প্রি, হায়দারনগর, পালামৌ [প্রিয়বালা রায়, কাটিহার]	মহিলা, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ১১৬-১১৭।

"জেগে থাক সায়াহ্নের দীপ্ত শুক তারোপম,
পূর্ণ বিকশিত হও পূর্ণিমার শশীসম।
তিলে তিলে ফুটে ওঠ জীবনের দলে দলে,
ধরণীর দগ্ধবুকে সৌরভ দিওরে ঢেলে।..."

প ২৬৬৯ (ক)	তবু কেন?	শ্রীমতী—	ত্রিস্রোতা, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ৯৯-১০০।

জীবনের সুখ আশা, আকাঙ্খা সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে সংসার আবর্তনে অন্তরাত্মার ব্যথিত প্রশ্ন।

প ২৬৭০ দুঃখ (শ্রীমতী) প্রকৃতি, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(ক) নিরুপমা ঘোষ পৃঃ ৭৭।

সংসার সুখের জন্য ধাবিত না হয়ে মানুষের পরমবন্ধু, পথ প্রদর্শক দুঃখকে আহ্বান করা হয়েছে।

"সুখ মায়া মরীচিকা, সংসার মরুভূমাঝে;
তুমি পথ প্রদর্শক, লয়ে যাও তাঁর কাছে!
সুখ বলে, হেথা আমি, শান্তি মোর বুকে রাজে;
তুমি বল, —কি উন্মাদ! ধরায় কি সুখ আছে?..."

প ২৬৭১ নস্যদানী সরোজকুমারী দেবী পুণ্য, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(গ) পৃঃ ১২৯-১৪১।

"ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।" পিতার সঙ্গে লন্ডন ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করা ও সেখানে সোনার নস্যদানী কেনার গল্প।

প ২৬৭২ নির্ম্মাল্য (শ্রী) গিরিবালা সেনগুপ্তা অন্তঃপুর, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ২০৬।

ভক্তিমূলক কবিতায় দেবতার শ্রীচরণে অর্পিত ফুলের সার্থকতাময় জীবনের কথা বলা হয়েছে।

"সরলা- দেখ দাদা, আমাদের বাগান উজলি'
ফুটিয়াছে কত রাঙ্গা ফুল,
ভ্রমিছে ভ্রমর ডালে গুন গুন রবে
মন-প্রাণ করিয়া আকুল।..."

প ২৬৭৩ প্রবাস যাত্রা শ্রীমতী ক, ভাগলপুর মহিলা, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(ক) [শ্রীমতী কঃ-, ভাগলপুর] পৃঃ ১১৮-১১৯।

প্রবাসের কোন ভ্রাতার উদ্দেশ্যে ভগ্নীর সতর্ক বানী।

"শতধার ছিন্ন হয়ে যায় যেন প্রাণ
কেমনে ছিঁড়িব বল এ স্নেহ বন্ধন
যেতে দিব তোরে ভাই
সেই বিদেশ বিঁঠাহ?..."

প ২৬৭৪ প্রভাময়ী (শ্রী) অন্তঃপুর, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(গ) সরোজিনী চৌধুরী পৃঃ ২১৪-২২০।

বাল্যপ্রেমের কাহিনী।

প ২৬৭৫ বনলতা দেবী (শ্রীমতী) হেমন্তকুমারী নব্যভারত, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(ক) সেনগুপ্তা পৃঃ ৪৪৩।

" 'অন্তঃপুর' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা বনলতা দেবীর মৃত্যুতে কবিতাটি

লিখিত হইল

(প ২৬৭৬.১) বিজ্ঞানের (শ্রীমতী) মুকুল, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(প্র ৫) পরীরাজ্য প্রিয়ম্বদা দেবী পৃঃ ১১৪-১১৮।
[ক্রমশঃ]

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১ম কিস্তি। ছোটদের জন্য রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

প ২৬৭৭ মাংসের বিরিঞ্চি প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(প্র ৬) পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৬৭৮ রত্নাকর শ্রীমতী রা, লাহিরিয়াসরাই মহিলা, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(ক) [শ্রীমতী রা, লাহেরিয়াসরাই] পৃঃ ১১৭-১১৮।

প ২৪৯৪ থেকে লেখিকা নাম সনাক্ত করা হয়েছে। অনন্ত সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

"শোভায় আকর তুমি হে নীল জলধি।
উঠিতেছ কত উর্ম্মি নাহিক অবধি।।
পর্ব্বত প্রমাণ তব ঢেউগুলি হায়।
চাহিছে স্পর্শিতে যেন অই নভ কায়।।..."

প ২৬৭৯ রন্ধন ঃ (শ্রী) অম্বুজাসুন্দরী অন্তঃপুর, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(প্র ৬) পেস্তাবাদামের দাসগুপ্তা পৃঃ ২০৬-২০৭।
গজা,
নারিকেলের বরা,
ক্ষীরের বরা,
নারিকেলের লুচী,
নারিকেলের গজা

উপকরণ, পদ্ধতি ও ভোজনবিধি উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৬৮০ রাখিবন্ধন (শ্রী) বিরাজমোহিনী বসু অন্তঃপুর, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(ক) পৃঃ ২০৩-২০৪।

রাখিবন্ধন উৎসবকে অবলম্বন করে লেখা।

"আজ এ পবিত্র দিনে,
আয় ভাই প্রাণে, প্রাণে,
বাঁধিব তোমারে আজ অতি সযতনে
আজি এই শুভদিনে, এ মাহেন্দ্রক্ষণে।..."

প ২৬৮১ রাঙ্গা মোথার প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
(প্র ৬) (বিট) মোহনক্ষীর পৃঃ ১৪১-১৪২।

উপকরণ, প্রণালী, ভোজনবিধি ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৬৮২ (ক) লক্ষ্যভ্রষ্ট — একটি বধূ, শিলচর — মহিলা ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ১১৯।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

"ভবের তরঙ্গ মাঝে
পড়িয়া আকুল প্রাণ,
দিবানিশি আনমনে
গায় নিরাশার গান।..."

প ২৬৮৩ (প্র ৬) — প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী — পুণ্য, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ১৪২-১৪৩।

কাঁচা আমের আচার বিশেষ। উপকরণ, প্রস্তুত প্রণালী, খাবার নিয়ম ও আনুমানিক ব্যয় উল্লেখে লিপিবদ্ধ।

প ২৬৮৪ (ক) শোকাশ্রু — ঁনিস্তারিনী দেবী — মহিলা, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ১১৬।

"স্বর্গাগতা নিস্তারিনী দেবী কর্ত্তৃক তাঁহার স্বামী বিয়োগান্তে লিখিত।"

প ২৬৮৫ (ক) স্বার্থকতা — শ্রী কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] — আরতি, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ৯৭৬।

সূচীপত্রে লেখিকা নাম 'শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী'। অপত্য স্নেহের কবিতা।

প ২৬৮৬ (ক) সিন্ধু — (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — নব্যভারত, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ৪৪৩।

"অবিরত তব বুকে,
বল কি তরঙ্গ উঠে,
কিসের লহরী ছুটে,
বিপুল গর্জ্জনে কারে ডাক শত মুখে?..."

প ২৬৮৭ (ক) সুখ — (শ্রীমতী) সুনলিনী দেবী — প্রকৃতি, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৭।

"চাহিনা তোমারে আর করিতে সন্ধান,
তোমারে খুঁজিয়া ফিরে অবসন্ন প্রাণ!
কায়াহীনা ছায়া তুমি, চিনেছি তোমায়,
শতধা বুব্বুদপ্রায় অঙ্গুলির ধায়।..."

প ২৬৮৮ (প্র ৭) স্বরলিপি [মোরে কে ডাকে...] — সরলা দেবী — ভারতী, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ৯৬-৯৪।

কথা ঃ অতুলপ্রসাদ সেন। সুর ঃ ঐ। পিলু—ঝাঁপতাল।

প ২৬৮৯ (প্র ৭) স্বরলিপি ঃ [সুন্দর বহে আনন্দ...] (শ্রীমতী) সরলা দেবী ভারতী, ১৯০০ (অ ১৩০৭)। পৃঃ ৭৩০-৭৩১।

কথা ঃ শ্রী রবীন্দ্রনাথ। সুর—হিন্দুস্থানী ইমন্ কল্যান—সুর ফাঁকতাল।

১৩০৭ পৌষ (১৯০০-১৯০১)

প ২৬৯০ (গ) অশ্রুমালিকা (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী মুকুল, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ১৩৭-১৪৩।

গর্বিতা ও অহঙ্কারী কোন রাজকন্যাকে নিয়ে লেখা শিক্ষণীয় গল্প।

প ২৬৯১ (ক) উদ্দেশ্য (শ্রী) শরৎকুমারী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩১।

'অন্তঃপুর' সম্পাদিকা বনলতা দেবীর মৃত্যুতে শোকাকুল চিত্তে তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত।

"ছেড়ে 'অন্তঃপুর', বঙ্গভগ্নিগণ,
কোথা দেবী, তুমি গিয়াছ চলে!
কি বলে বুঝাব দুর্ব্বল হৃদয়
শোকের অনলে যেতেছে জ্বলে।..."

প ২৬৯২ (ক) একাদশী (শ্রীমতী) সরোজিনী দেবী ত্রিস্রোতা, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

বঙ্গীয় বিধবাদের একান্তে পতিদেবতাকে স্মরণ করার তিথি একাদশী বিষয়ক।

প ২৬৯৩ (ক) একি অবিচার (শ্রীমতী) হিরণ্ময়ী গুপ্তা ত্রিস্রোতা, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ১৩৭।

"তরল আনন্দ রাশি
উথলে সরল হাসিছে,
হৃদয়ে বায়ু চাহে দিও আবাহন।..."

প ২৬৯৪ (প্র ৯) ওমর-খৈয়ম (শ্রীমতী) সরলা দেবী সাহিত্য সংহিতা, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ৫৬৩-৫৮০।

পারস্য কবি ওমর খৈয়মের জীবনী ও সাহিত্য চর্চার কথা।

প ২৬৯৫ (ক) কোথায় দয়াল হরি! বনলতা দেবী [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭) পৃঃ ২২১।

ঈশ্বর ভক্তিমূলক।

প ২৬৯৬ (প্র ১০) গ্রন্থ সমালোচনা ঃ ও সরলা দেবী ভারতী, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ৮৫৭-৮৬০।

তাঁহার কাব্য।
শ্রী সতীশচন্দ্র
বিদ্যাভূষণ
"অসাধারণ পান্ডিত্যের সাহায্যে আমাদের নিকট এক নূতন রাজ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন।..."

প ২৬৯৭ (প্র ১০) | চিন্তাকণিকা | অনামা | অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২২৪-২২৭।

সৎ অনুষ্ঠান, পুষ্পাঞ্জলি, মায়ের প্রার্থনা, চিন্তাকে সংযত রাখার শিক্ষা, ইত্যাদি নানা বিষয়ক রচনা।

প ২৬৯৮ (ক) | টুটি | সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম] | অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২২৪।

"স্বর্গীয়া সম্পাদিকা কর্ত্তৃক তাহার পোষিত একটি প্রিয় ছাগশিশুর উদ্দেশ্যে রচিত।"

প ২৬৯৯ (ক) | তিলোত্তমা | (শ্রী) বিনয়কুমারী ধর [বিনয়কুমারী ধর (বসু)] | প্রদীপ, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ৪৩-৪৪।

"না জানি লো কতদূর তোমার রহস্যপুরী
হে সৌন্দর্য্য রানি,
কোথায় গোপনে বসি' বিস্তারিছ এ মোহন
ইন্দ্রজালখানি।..."

প ২৭০০ (ক) | দেববালা | (শ্রী) হেমন্তকুমারী সেনগুপ্তা | অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩১-২৩২।

"ফুটেছিল সেই ফুল, কোথা রানী আজ?
কার্ত্তিকের প্রভাব পরশে,
চমকি উঠিল বালা, দেরী হয়ে গেল
যেন তার যেতে কোন্ দেশে।..."

প ২৭০১ (প্র ৯) | পন্ডিতবর সক্রেটিস (অসম্পূর্ণ) | *বনলতা দেবী [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরানগর মহিলাশ্রম] | অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২২৩।

গ্রীক পন্ডিত সক্রেটিসের মহৎ জীবন আলোচনাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত। লেখিকা পরলোকগমনে রচনাটি শেষ হয়নি।

প ২৭০২ (ক) | পাখীর গান | (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা সরস্বতী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] | বীরভূমি, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ৯২-৯৩।

প ২৭০৩ (ক) পাপীয়া (শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা দাসী সরস্বতী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] পূর্ণিমা, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ৩৩০।

পাপিয়ার করুণ গীতি শ্রবণে লেখা।

প ২৭০৪ (ক) পুষ্পাঞ্জলি সম্পাদিকা [হেমন্তকুমারী চৌধুরী] অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২২৭-২২৮।

বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এ সময়ে 'অন্তঃপুর' পত্রিকার সম্পাদিকারূপে শ্রী হেমন্তকুমারী চৌধুরীকে দেখা যায়। ঈশ্বর ভক্তিমূলক কবিতা।

প ২৭০৫ (ক) পেচক (শ্রী) লজ্জাবতী বসু বামাবোধিনী, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ১২৮

গভীর রাতে অমঙ্গলসূচক পেচকের সুতীব্র বেদনাধ্বনি শ্রবণে।

(প ২৬৭৬.২) (প্র ৫) বিজ্ঞানের পরীরাজ্য [ক্রমশঃ] (শ্রীমতী) প্রিয়ম্বদা দেবী মুকুল, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ১৩৪-১৩৭।

ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৭০৬ (ক) বেশিদিন নয় সম্পাদিকা [হেমন্তকুমারী চৌধুরী] অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২২৮।

অনিত্য সংসারে স্বল্প দিনের মায়ায় আবদ্ধ জীবন সম্পর্কে।

প ২৭০৭ (ক) রাজারানী (সচিত্র) (শ্রীমতী) কামিনী রায়, বি.এ [কামিনী রায় (সেন)] মুকুল, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ১৪৪।

ছোট্ট শিশুর ভবিষ্যতে রাজারানী হয়ে ওঠার কল্পনা।

প ২৭০৮ (ক) শোকগীতি (শ্রী) সুকুমারী দেবী অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২২৯-২৩০।

"সখা মোর লুকালে কোথায়?
শুধু দু'দিনের তরে
এসে এই খেলাঘরে,
নিমেষে খেলিতে গেলে হায়!..."

প ২৭০৯ (ক) শোকচ্ছ্বাস (শ্রী) রাজলক্ষ্মী ঘোষ অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। পৃঃ ২৩২-২৩৩।

'অন্তঃপুর' পত্রিকার সম্পাদিকা বনলতা দেবীর পরলোক গমনে।

"কি বারতা শুনিলাম অন্তঃপুর হতে,
আজিরে অশুভক্ষণে;
বাজিল হৃদয়ে যাহা নিদারুনরূপে
ঝরে অশ্রু দুনয়ণে।..."

(প ২৬৬০.২) সঙ্গিনী শ্রীমতী ন [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] বামাবোধিনী, ১৯০০-১৯০১ (পৌ
(প্র ৮) [ক্রমশঃ] ১৩০৭)। পৃঃ ৩০৫-৩০৮।

ক্রমশঃ প্রকাশিত কথোপকথন। ২য় ও শেষ কিস্তি।

প ২৭১০ সবই ফুরালো সম্পাদিকা [হেমন্তকুমারী চৌধুরী] অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ
(ক) ১৩০৭)। পৃঃ ২২৮।

বঙ্গদেশের রমনীদের অতৃপ্ত বাসনা ও দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার এবং পুনর্জন্মে আশা চরিতার্থের প্রার্থনা।

প ২৭১১ সুখস্মৃতি (শ্রীমতী) মন্দাকিনী মিত্র প্রকৃতি, ১৯০০-১৯০১ (পৌ
(ক) ১৩০৭)। পৃঃ ১০৭।

"ফুরায়েছে—দেখেছিনু নিশার স্বপনে!
আর নাহি বলে আশা অমিয় বচনে,—
'সুখপূর্ণ ভবিষ্যৎ চল অগ্রসরি।'..."

প ২৭১২ সুরভি (শ্রী) ইন্দিরা দেবী পুণ্য, ১৯০০-১৯০১ (পৌ
(ক) ১৩০৭)। পৃঃ ১৬০-১৬১।

অপত্য শোকের কবিতা।

"এত শীঘ্র, এত অকস্মাৎ।
ছোট হাসি ছোট প্রাণ হয়ে গেলি অবসান'
লয়ে গেলি তব সাথ সাথ,
বাপের সকল সকতি মায়ের সকল সুখ
ভেঙ্গে দিয়ে গেলি স্বজনের স্নেহভরা বুক,..."

প ২৭১৩ স্বর্গীয়া বনলতা দেবী (শ্রী) কুসুমকুমারী রায় অন্তঃপুর, ১৯০০-১৯০১ (পৌ
(ক) ১৩০৭)। পৃঃ ২৩৩-২৩৪।

'অন্তঃপুর' সম্পাদিকা বনলতা দেবীর মৃত্যুতে শোক কবিতা।

১৩০৭ (১৯০০-১৯০১)

প ২৭১৪ অদ্ভুত স্বপ্ন (শ্রীমতী) এস্, কে, দেবী, মাগুরা, যশোহর [সরোজকুমারী দেবী] কুন্তলীন পুরস্কার, ১৯০০-১৯০১
(গ) (১৩০৭)। পৃঃ ৮১-৮৬।

"৫ম পুরস্কার"। পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্। দাদার বিয়েতে গিয়ে ট্রেনে দেখা এক অদ্ভুত স্বপ্ন বিষয়ক। গল্পে কুন্তলীন তেলের অবতারণা করা হয়েছে।

প ২৭১৫ আকুল আহ্বান (শ্রী) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী উৎসাহ, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭)
(ক) পৃঃ ৩১-৩৪।

প ২৭১৬ আমার সৌভাগ্য (শ্রীমতী) হেমন্তকুমারী গুপ্তা, ফরিদপুর কুন্তলীন পুরস্কার, ১৯০০-১৯০১
(গ) (১৩০৭)। পৃঃ ১২২-১৩৫।

"৯ম পুরস্কার"। পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্। গল্পে কুন্তলীন তেল ও দেলখোসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

প ২৭১৭ (গ) — একখানি পত্র — (শ্রীমতী) ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ, মেদিনীপুর — কুন্তলীন পুরস্কার, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭)। পৃঃ ১০৯-১২১।

"৮ম পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্। স্নেহময়ী ও সুধার গল্পে কুন্তলীন তেল ও সুগন্ধী দেলখোস ব্যবহারের কথা জানা যায়।

প ২৭১৮ (গ) — গোমতী তীরে — (শ্রীমতী) সরলাবালা দাসী, কলিকাতা [সরলাবালা সরকার] — কুন্তলীন পুরস্কার, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭)। পৃঃ ৮৭-৯৬।

"৬ষ্ঠ পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্। অমূল্যবাবুর মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য কুন্তলীন ও দেলখোস ব্যবহারের গল্প।

প ২৭১৯ (ক) — নির্ঝরের আত্মসমর্পণ — (শ্রীযুক্তা) সরলাবালা সরকার — উৎসাহ, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭-১৩০৮)। পৃঃ ৩০-৩১।

"স্ত্রী-কবিকুঞ্জ।"

প ২৭২০ (ক) — প্রকৃতির প্রতি — (শ্রীযুক্তা) সুরসুন্দরী ঘোষ — উৎসাহ, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭-১৩০৮)। পৃঃ ৭৪-৭৫।

"যখন যেভাবে দেখি, মুগ্ধ তোর রূপে
লো সুরসুন্দরী,
অতুল লাবণ্যলীলা একি মরি মরি!..."

প ২৭২১ (ক) — বাল্যস্মৃতি — (শ্রী) সুরমাসুন্দরী ঘোষ — উৎসাহ, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭-১৩০৮)। পৃঃ ৩৪-৩৫।

প ২৭২২ (ক) — রমণী-হৃদয় — (শ্রীযুক্তা) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী সরস্বতী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী] — উৎসাহ, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭-১৩০৮)। পৃঃ ৬৯-৭২।

প ২৭২৩ (গ) — শুয়ে শুয়ে চোর ধরা — (শ্রী) নিরোদবাসিনী ঘোষ, মৃজাপুর — কুন্তলীন পুরস্কার, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭)। পৃঃ ১৩৬-১৩৮।

"১০ম পুরস্কার।" পুরস্কার প্রদেয় অর্থ ৫্। গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন তেল চুরি করে ব্যবহার করায়-এর সুগন্ধে তেল, চিরুণী ও কাঁটা চোর ধরা পড়ার গল্প।

প ২৭২৪ (ক) — শৈশব-স্মৃতি — (শ্রী) আমোদিনী ঘোষ — উৎসাহ, ১৯০০-১৯০১ (১৩০৭-১৩০৮)। পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

"আজি বহুদিন—
আঁধার শ্রাবণ রাতি, নির্ব্বাণ তারকা-ভাতি,
ঘনঘটা-আচ্ছন্ন গগণ,
ধরণীর শ্যাম কোলে হাসিয়া বরষা দোলে,
তালে তালে গুরু গরজন।..."

বিশ্লেষিত তালিকা - ১

।। লেখিকা ও তাঁদের রচনা।।

এই তালিকার তিনটি অংশ ঃ (ক), (খ), (গ)।

(ক) অংশে শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন সেইসব লেখিকা যাঁরা স্বনামে লিখেছেন কিংবা যাঁদের নাম জানা গেছে। লেখিকারা তাঁদের নামের আগে বা পরে যে-সব বিশেষণ; যথা শ্রী, শ্রীমতী, বি.এ. ইত্যাদি অথবা ছদ্মনাম কিংবা—সংকেত ব্যবহার করেছেন, তা তাঁদের নামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। নামের আগে ব্যবহৃত বিশেষণগুলি প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে; ঢেড়া (/) চিহ্নের পরে অন্যান্য বিশেষণ বা ছদ্মনাম কিংবা সংকেত উল্লিখিত হয়েছে।

(খ) অংশে শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন সেইসব লেখিকা যাঁরা শুধু ছদ্মনামেই লিখেছেন এবং যাঁদের প্রকৃত নাম জানা সম্ভব হয়নি। যাঁরা অক্ষর অথবা শব্দের সঙ্গে অক্ষর-ভিন্ন সংকেত, অথবা শুধু সংকেত (যথা ঃ অ; শ্রী-; * ইত্যাদি) ব্যবহার করেছেন, তাঁরাও এই তালিকাভুক্ত হয়েছেন।

(গ) অংশে শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন সেইসব লেখিকা যাঁরা অনামা বা অজ্ঞাতনামা অর্থাৎ যাঁরা কোন প্রকার নাম অথবা শব্দ/সংকেত ব্যবহার করেননি।

তিনটি অংশেই লেখিকা রচিত মূল তালিকাভুক্ত গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে। প্রকীর্ণ রচনাও চিহ্নিত হয়েছে মূল তালিকাভুক্ত ক্রমিক সংখ্যায়। যেসব ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রকীর্ণ রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য তালিকায় সেগুলি গ্রন্থ নামভুক্ত হওয়ায় প্রকীর্ণ রচনার ক্ষেত্রে আর উল্লিখিত হয়নি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (মুসলমান, খ্রিস্টান) ভুক্ত লেখিকার পাশে ⊗ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

লেখিকারচিত মোট গ্রন্থ সংখ্যা ও মোট প্রকীর্ণ রচনা সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থের সংখ্যা ছোট আকারে লেখিকারচিত সর্বশেষ গ্রন্থনামের নিচে এবং প্রকীর্ণ রচনার ক্ষেত্রে = চিহ্নের পাশে উল্লিখিত হয়েছে।

(ক) স্বনাম

ক্রমিক সংখ্যা	লেখিকা নাম	গ্রন্থ	প্রকীর্ণ রচনা
১	অঘোরকামিনী দেবী	×	[প ১৭৪৯.১] (প ১৭৪৯.২-প ১৭৪৯.৬) = ১
২	⊗ অছিমন্নেষাখাতুন ছিদ্দিষা	×	প ১০৮১ = ১
৩	অনঙ্গমোহিনী দাসী, ইলিপুর নিবাসিনী	×	প ৯ = ১
৪	অনুসূয়া পাল (কুমারী)	×	(প ৪৩১.১ - প ৪৩১.২), প ৪৩৯ = ২
৫	অনিন্দিতা দেবী (শ্রীমতী)	×	(প ২১৮২.১ - প ২১৮২.২) = ১
৬	অনুজানন্দিনী রায়	×	প ৫২৪ =১
৭	অনৃতসুন্দরী দাসী (স্ত্রীস্বত্ত্বরক্ষণী সভার সম্পাদিকা) (শ্রীমতী)	×	প ২২০ =১
৮	অন্নদা লাহিড়ী (কুমারী)	×	প ১১২ = ১
৯	অন্নদাময়ী দেবী (শ্রীমতী)	গ ২০৮ রাধাবিলাপ ১	×
১০	অন্নদায়িনী সরকার (শ্রী)	×	প ২২৮=১
১১	অন্নদাসুন্দরী ঘোষ (শ্রী, শ্রীমতী/অন্নদাসুন্দরী)	×	প ৩৭২, প ১২৫৩, প ১২৫৬ প ১২৬৫, প ১৬০১, প ১৬০৭ প ২১৬৭, প ২২৬৬, প ২৩০৬, প ২৩০৮, প ২৩৪০, প ২৩৪৩, প ২৪৫৬, প ২৫২৮, প ২৫৮৮, প ২৬২৬, প ২৬৪৬, প ২৬৬৫ = ১৮
১২	অন্নদাসুন্দরী দাসী (শ্রীমতী)	গ ৩৩ অবলাবিলাপ	×
১৩	অন্নপূর্ণা	গ ১০৯ বগুড়া পারিবারিক	×

চট্টোপাধ্যায় সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব
উপলক্ষে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা
চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সারাংশ

১

১৪ অন্নপূর্ণা দেবী × প ৩১৩, প ৩৩৮ =২

১৫ অন্নপূর্ণা মল্লিক গ ৯৯ শোকোচ্ছ্বাস ×

১

১৬ অবলা বসু (শ্রীমতী) × (প ১৫৪১.১-প ১৫৪১.২), প ১৫৬৫, প ১৫৭৪, প ১৫৮০, প ১৫৮৫, প ১৬২৬, প ১৮৬৭, প ১৮৭২, প ১৯০৭, প ১৯৩৪, প ১৯৬৬, প ২০১১, প ২১১৮ = ১৩

১৭ অবলাবালা × প ১৪৫১ = ১

১৮ অভয়সুন্দরী দাস (শ্রী) × প ৪৬৬ = ১

১৯ অমলশশী বসু × প ১৭৯৫ = ১

২০ অম্বিকাসুন্দরী সেন (শ্রী) × প ২০০৪, প ২১৭৩ =২

২১ অম্বিকাসুন্দরী সেন, বরিশাল (শ্রী) × প ১৭১৫, প ১৭৪৮ =২

২২ অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা (শ্রী, শ্রীমতী/ অম্বুজাসুন্দরী দাস; অম্বুজাসুন্দরী; অম্বুজাসুন্দরী দাসী; অম্বুজা; অম্বুজাসুন্দরী দাস, "প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী)
গ ১৯৬ কবিতালহরী, ১ম খন্ড
গ ২১৩ অশ্রুমালা
গ ২৪৫ প্রীতি ও পূজা
৩
প ১৪২৩, প ১৪৩২, প ১৪৪৬. প ১৪৪৯, প ১৪৬৬, প ১৪৯৯, প ১৫০১, প ১৫২১, প ১৫৪৪, প ১৫৪৫, প ১৫৫২; প ১৫৭০, প ১৫৭৬, প ১৫৮৩, প ১৫৮৬, প ১৬০২, প ১৬১০, প ১৬২১, প ১৬৩৬, প ১৬৫৩, প ১৬৭৪, (প ১৬৮৮.১-প ১৬৮৮.২), প ১৭৮০ (প ১৮৩১.১-প ১৮৩১.৪), প ১৯২৫, (প ১৯৭৪.১-প ১৯৭৪.২) প ১৯৯৫, (প ২০২৬.১-প ২০২৬.৭), প ২০২৯, প ২১০৮, প ২১১৯, প ২২০৬, ২২৩০, (প ২২৬০.১-প ২২৬০.৩), (প ২২৯৬.১- প ২২৯৬.২), প ২৩১১, প ২৩৩২, প ২৪২৪, প ২৪৪০, প ২৪৪৪, প ২৪৭৭, প ২৪৯৭, প ২৫১০, প ২৫৩৫, প ২৫৭৬, প ২৫৯০, প ২৬০৫, প ২৬১০, প ২৬৪০, প ২৬৪১, প ২৬৫৩, প ২৬৭৯ =৫২

২৩	⊗ আজিজুন্‌নেসা খাতুন	গ১২৫ হারমিট বা উদাসীন	
২৪	আত্মারাম দাসী, অনুবাদিকা (শ্রী)	×	প ১৪৮৭=১
২৫	আমোদিনী ঘোষ (শ্রী)	×	প ২৫৭১, প ২৭২৪ =২
২৬	আমোদিনী দাসী (কুমারী)	×	প ৩৭৬, প ১৬২৭=২
২৭	আমোদিনী সেন (শ্রীমতী)	×	প ১৭৩৯=১
২৮	আশালতা	×	প ২৫৯৫=১
	অ্যাডা লী ***দেখুন*** লী, অ্যাডা [Mrs. Ada Lee]		
২৯	ইন্দিরা (শ্রী)	×	প ২১২০=১
৩০	ইন্দিরা দেবী (শ্রীমতী/শ্রীমতী ইঃ-; ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী)	×	প ৬২০, প ৮৬৮, প ৮৭৬, প ৯৫৮, (প ১১০৩.১-প ১১০৩.৬), (প ১১৩৭.১-প ১১৩৭.২), প ১১৫৬, প ১১৫৮, প ১১৭০, প ১১৮৩, প ১১৯৩, প ১১৯৭, প ১২২২, প ১২২৩, প ১২৩৬, প ১২৬৪, প ১২৬৭, (প ১২৮২.১-১২৮২.৩), প ১২৯৮, প ১৩১১, প ১৩২৩, প ১৩৩৩, প ১৩৩৭, প ১৩৪৪, প ১৩৬০, প ১৩৮০, প ১৪০৯, প ১৫৪৮, প ১৫৮৮, প ১৫৯৬, প ২১৬১, প ২১৯৪, প ২২০৮, প ২৪০৩, প ২৭১২ = ৩৫
৩১	ইন্দুনিভূষণ দেবী	১৭৬ আইন, আইন, আইন – ১	×
৩২	ইন্দুবালা দাসী	গ ২৩২ স্মৃতি – ১	×
৩৩	ইন্দুমতি [sic] সিংহ মুঙ্গের, লালদরজা (কুমারী)	×	প ৬১২=১

৩৪	ইন্দুমতী দাসী (কোন হিন্দুমহিলা; "দুঃখমালা" রচয়িত্রী)	গ ৪৫ দুঃখমালা (ভ্রাতৃবিয়োগে ভগ্নীর খেদ) গ ২২৪ বিরাট-নন্দিনী নাটক	
৩৫	উপেন্দ্রমোহিনী (শ্রী/কোন হিন্দু-কুলনারী)	গ ৭৮ নারীরচিত কাব্য ১	
৩৬	উপেন্দ্রমোহিনী, কলিকাতা, ঠনঠনিয়া (শ্রীমতী)	×	প ৪২, প ৫১, প ৮৯=৩
৩৭	উমাশশী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ১০২১, প ১০২৮, প ১০৩৭, প ১০৪২, প ১০৭৬, প ১০৭৮, প ১০৯৬, প ১০৯৮, প ১৬৩৮, প ১৯৩৭ = ১০
৩৮	উমাশশী রায় (শ্রী)	×	প ১০১২ =১
৩৯	উষাবতী দেবী, নপাড়া (শ্রী)	×	প ২০১৪, প ২৬০৯ =২
৪০	উষাবালা দেবী (শ্রী)	×	প ১৯০৬, (প ২০৫৬.১ - প ২০৫৬.৩), প ২১৪৭, প ২৩১৮=৪
	এ.এইচ.টমাস ***দেখুন*** টমাস, এ, এইচ [Mrs. A. H. Thomas]		
৪১	কমনীয়া কান্তা (শ্রীমতী)	×	প ৪১=১
৪২	কমনীয়া কান্তা সেন	×	প ১৯১ =১
৪৩	কমলকামিনী	গ ৭৭ আক্ষেপ	×
৪৪	কমলিনী (শ্রীমতী)	১ ×	প২১৬৩=১
৪৫	করুণাময়ী দেবী, বর্দ্ধমান (শ্রীমতী)	×	প ৬৬=১

৪৬ x	⊗ কাউলে (Miss Cowly) (মিস্)	গ ২৬৪ আত্মাপ্রাপ্ত জীবন	
৪৭	কাঞ্চনমালা দত্ত (শ্রীমতী/Mrs. K.M.Dutt)	x	প ৫১৯=১
৪৮	কাত্যায়নী	গ ১৭৭ স্তোত্রমালা ১	x
৪৯	কাদম্বরী দাসী, বীরভূম (শ্রী)	x	প ১৩৩০=১
৫০	কাদম্বিনী (শ্রীমতী)	গ ১১০ মালতীমালা, প্রথম ভাগ ১	x
৫১	কাদম্বিনী দত্ত (শ্রী, শ্রীমতী/কাদম্বিনী দাসী)	x	প ১৯১৯, প ২১৪১, (প ২২০৯.১-প ২২০৯.২), প ২২৫৫, প ২৪০৫, (প ২৫৩০.১-প ২৫৩০.৩)=৬
৫২	কাদম্বিনী দাসী (শ্রীমতী)	x	প ৪৯১, প ১৯৮৬, প ২০৩১ =৩
৫৩	কাদম্বিনী বসু, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়, ৩য় শ্রেণী	x	প ২৬৮=১
৫৪	কাদম্বিনী মিত্র	গ ৮৬ ধর্ম্মচিন্তামালা ১	x
৫৫	কামিনীদেবী, শান্তিপুর (শ্রীমতী)	x	প ৩২০=১
৫৬	কামিনী দত্ত, খৈপাড়া (শ্রীমতী)	x	প ৯৪=১
৫৭	কামিনী দত্ত, মোজাফরপুর (শ্রীমতী)	x	প ১০৪=১

৫৮	কামিনী দেবী, খাঁটুরা (শ্রীমতী)	×	প ১০৬=১
৫৯	কামিনী বসাক (শ্রীমতী/কা-বসাক)	×	প ২১৩, প ২৩৯=২
৬০	কামিনী রায় (সেন) (কুমারী/ জনৈক বঙ্গমহিলা; "আলো ও ছায়ার" কবি; আলো ও ছায়া রচয়িত্রী; আলো ও ছায়া প্রণেতৃ; "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী; কামিনী সেন; কামিনী রায়; কামিনী রায়, বি.এ.)	গ ১৬৭ আলো ও ছায়া গ ১৯০ নির্ম্মাল্য গ ২৪৬ পৌরাণিকী	প ৫৯৯, প ৬১৬, প ৬৮৯, প ৯৩৩, প ৯৬৪, প ১২৭৯, প ১৩৩৪, প ১৫৩১, প ২৩১২, প ২৩৩১, প ২৫০৪, প ২৫২৯, প ২৫৫২, প ২৩০৭=১৪
৬১	কামিনী শীল (সম্পাদিকা)	গ ১০০ বাজনার বাক্স অথবা "সুখময় বাটী"	প ৩৯৮, (প ৪০১.১-প ৪০১.২), (প ৪১৩.১-প৪১৩.২), প ৪২০, প ৪৩২, প ৪৩৪, (প ৪৪৫.১-প ৪৪৫.২), প ৪৫৩, প ৪৬১=৯
৬২	কামিনীকুমারী গুপ্ত, মাহিলাড়া, বরিশাল (শ্রী)	×	প ৫০৮=১
৬৩	কামিনীসুন্দরী দাসী	গ ১৯৭ বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত	×
৬৪	কামিনীসুন্দরী দেবী (শ্রীমতী/দ্বিজতনয়া; উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী)	গ ১৩ উর্ব্বশী নাটক গ ১৮ বালাবোধিকা গ ২৯ ঊষা নাটক গ ৬২ রামের বনবাস গ ১০১ কল্পনাকুসুম গ ১৫৭ চিন্তাকানন	×
৬৫	কিরণময়ী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৭৩১, প ১৮২৭, প ১৮৭০ =৩

৬৬	কিরণশশী চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমতী)	×	প ৬৫১=১
৬৭	কিরণশশী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৮৫৯=১
৬৮	কিরণশশী বসু (শ্রীমতী)	×	প ১৩৫২, প ১৪৯০=২
৬৯	কিরণশশী বাগ (শ্রী/কিরণশশী)	×	প ৯১১, প ৯১২=২
৭০	কুঞ্জবালা দাসী (শ্রীমতী)	×	প ৭৪৭=১
৭১	ারী গুপ্ত	গ ২৩৫ প্রেমবিন্দু	
৭২	কুন্দমালা দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ১৫৫, প ১৬৩=২
৭৩	কুমকুমকুমারী (ভগ্নপ্রাণা)	×	প ১৮৪০=১
৭৪	কুমকুমকুমারী দে, রানীগঞ্জ (শ্রী/)	×	প ৬৬৬=১
৭৫	কুমকুমকুমারী মিত্র (শ্রীমতী)	×	প ২০৭৭=১
৭৬	কুমুদিনী, মহীমনগর (শ্রী)	×	প ৭৪১ =১
৭৭	কুমুদিনী খাস্তগির (কুমারী, শ্রীমতী/ কুমুদিনী কাস্তগির)	×	প ৯২৯, প ১৩০৪, প ১৬৬০=৩
৭৮	কুমুদিনী ঘোষ (কুমারী)	গ ২১৪ স্বর্ণময়ী ১	
৭৯	কুমুদিনী দাসী (শ্রী)	×	প ১৪৪৩=১
৮০	কুমুদিনী দেবী (শ্রীমতী)	গ ২৫২ কুমুদকলিকা গ ২৭৬ শুভচণ্ডী ব্রতকথা	প ১৮৮=১

৮১	কুমুদিনী দেবী, সপ্তগ্রাম জেলা ঃ হুগলী (শ্রী)	×	প ৯৩=১
৮২	কুমুদিনী বসু, লহরী ও পত্রাবলী প্রণেতা (শ্রী/লহরী রচয়িত্রী)	গ ১৫০ লহরী	প ১৬৩১, প ১৭৭৩=২
৮৩	কুমুদিনী রায় (শ্রী, শ্রীমতী/কু, রা; কুঃ, রা; কুমুদিনী রায়, মহীমনগর)	×	প ৭৪১, প ৮১৯, প ৮৪৮, প ৮৬৯, প ৯১০, প ৯৩১, প ৯৫০, প ৯৬৩, (প ৯৮৫.১, প ৯৮৫.২), প ১০৮৮, প ১১২৫, প ১১৭২, প ১১৭৪, (প ১২১৪.১-প ১২১৪.৩), প ১২৮০, প ১২৮৩, প ১৩০৩, প ১৩১৯, প ১৩৩২, প ১৩৪৬, প ১৩৬৪, প ১৩৯৪, প ১৪৪০, প ১৫১৫, প ১৫৭৩, প ১৬৩৫, প ১৮৫৫=২৭
৮৪	কুমুদিনী রায়, বিদ্যানন্দকাঠী (বিদ্যানন্দকাঠী নিবাসিনী, শ্রী, শ্রীমতী/কুমুদিনী-বিদ্যানন্দ কাঠী; কুমুদিনী, বিদ্যানন্দকাঠী)	গ ১৫৮ প্রবন্ধাঙ্কুর	প ৬২৬, প ৬৪২, প ৮২৩, (প ১৪১৫.১-প ১৪১৫.৪)=৪
৮৫	কুমুদিনী রায়, যশোহর (শ্রী/কুমুদিনী, যশোহর)	×	প ৬৫৬, প ৭২৮, প ৭৭৮, প ৭৮২, প ৭৮৮ =৫
৮৬	কুলবালা দেবী (শ্রী)	×	(প ১১৬১.১-প ১১৬১.২), প ১৯৬২, প ২৪৪৯, প ২৪৭৩, প ২৬৫৮=৫
৮৭	কুলবালা দেবী, ভাগলপুর	×	প ১৬৯৯=১
৮৮	কুসুমকামিনী, কালিকাপুর (শ্রী)	×	প ৩২৪=১
৮৯	কুসুমকুমারী (শ্রীমতী)	গ ৭১ কৈলাসকুসুম ১	
৯০	কুসুমকুমারী দাস (কুমারী, শ্রীমতী/ কুসুমকুমারী দাস, বরিশাল, বালিকা	গ ২৩৬ কবিতামুকুল ১	প ৯৭৩, প ৯৮৭, প ১১৮৫, প ১২৩৮, প ১৫৩৩, প ১৫৪২, প ১৫৫০, প ১৫৯৩=৮

	বিদ্যালয়; কুসুমকুমারী দাসী)		
৯১	কুসুমকুমারী দেবী (শ্রীমতী/ স্নেহলতা রচয়িত্রী; 'স্নেহলতা' 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী)	গ ৭২ কুসুমিকা গ ১৭৮ স্নেহলতা : সামাজিক উপন্যাস গ ২০৪ প্রেমলতা গ ২৯৬ প্রসূনাঞ্জলি	
৯২	কুসুমকুমারী রায় (শ্রী, শ্রীমতী, শ্রীযুক্তা)	গ ১৫৯ সাধন	প ১৫৮৪, প ১৬০৬, প ১৬১৮ প ১৬৭২, প ১৭৩৫, প ১৭৪২, প ১৮১২, প ২২৫৪, প ২৩৩৫, প ২৩৫৮, প ২৩৮৯, প ২৩৯৫, প ২৪১২, প ২৪১৯, প ২৪৪৭, প ২৪৫১, প ২৫৫০, প ২৫৬৮, প ২৭১৩=১৯
৯৩	কুসুমকুমারী রায়, কলিকাতা (শ্রী)	×	প ২৪৪৬=১
৯৪	কুসুমকুমারী রায়, ঢাকা	×	প ২৩৬০=১
৯৫	কুসুমকুমারী রায়, ভাঙ্গাবাড়ি (শ্রী)	×	প ১৬৫৬, প ১৬৮০=২
৯৬	কুসুমালা দত্ত	×	প ২৪৪৫=১
৯৭	কৃষ্ণকামিনী	×	প ১৬৪=১
৯৮	কৃষ্ণককামিনী	গ ৩ চিত্তবিলাসিনীনামাঃ অভিনব কাব্যগ্রন্থ ১	×
৯৯	কৃষ্ণকুমারী দেবী (শ্রী/কুলমহিলা বিরচিত)	গ ৮৭ বনফুল, প্রথম ভাগ গ ১৬৯ বনফুল, দ্বিতীয় ভাগ ২	প ১৫৮ = ১
১০০	কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী	গ ২১৫ নারীমঙ্গল ১	×

১০১	কৃষ্ণভাবিনী দাস (শ্রী, শ্রীমতী, শ্রীযুক্তা/ কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'র লেখিকা; সখা)	গ ১৪৪ ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা	প ৮৯৫, প ৯০০, প ৯২১, প ৯৪১, প ৯৪৮, প ৯৬৯, প ৯৭৯, প ৯৮৪, (প ৯৮৮.১- প ৯৮৮.২), প ১০৫৪, প ১০৭৩, প ১০৯৫, (প ১০৯৯.১-প ১০৯৯.৫), প ১১১৫, প ১১১৭, প ১১৭৮, প ১১৯২, প ১৯০৪, প ১৯৪৬, প ২১৮৬, প ২৩২৪, প ২৪৬৬, প ২৪৬৭, প ২৪৮২, প ২৪৯২=২৫
১০২	কৃষ্ণভাবিনী দাসী (অনামা)	গ ২৬১ভক্তিসঙ্গীত ১	×
১০৩	কৃষ্ণভাবিনী বসু (শ্রীমতী)	×	প ১১৯৫=১
১০৪	কৃষ্ণমণি দেবী, স্যামগ্রাম (শ্রীমতী)	×	প ৫০১=১
১০৫	কৃষ্ণময়ী দাসী (একজন বঙ্গমহিলা)	গ ২৫ পদ্যমালা ১	×
১০৬	কৃষ্ণসোহাগিনী দাসী (শ্রীমতী)	×	প ২২৯৯, প ২৪২১=২
১০৭	কৃষ্ণসোহাগিনী দে (শ্রীমতী)	×	প ২২৯৮=১
১০৮	⊗ কেডি (Miss Caddy) (মিস্)	গ ১২৬ শিশুর চিত্তরঞ্জন গল্প গ ২৬৫ মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর [শিশুদের শিক্ষার জন্য] গ ২৬৬ মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর [সাধারণের শিক্ষার জন্য] ৩	×
	কে, ডি, গুপ্ত ***দেখুন*** গুপ্ত, কে, ডি [Miss K.D. Gupta]		
১০৯	কেশবমোহিনী দাসী	গ ১৬৮ মাধুরী ১	×
	কে, সি, ব্যানার্জী ***দেখুন*** ব্যানার্জী, কে, সি [Mrs. K. C. Banerjee]		
১১০	কৈলাসবাসিনী	গ ৮ হিন্দুমহিলাগণের	প ১১০= ১

	দেবী (শ্রীমতী/ হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা ও হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভাস রচয়িত্রী)	হীনাবস্থা গ ১০ হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যস ও তাহার সমুন্নতি গ ২১ বিশ্বশোভা	
১১১	ক্ষান্তমণি দেবী, গৌহাটী, আসাম (শ্রীমতী)	×	প ২৫৫=১
১১২	ক্ষীরোদকামিনী দেবী, মুরাগাছা, নদিয়া	×	প ২২৬=১
১১৩	ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ (শ্রী, শ্রীমতী/ ক্ষীরোদকু মারী)	×	প ১৯২৬, প ১৯৯৭, প ২০০৮, প ২০৫৪, প ২০৯৬, প ২১৪২, প ২১৯৩, প ২৩৬৫, প ২৪৭৪, প ২৫৬৯=১০
১১৪	ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ, মেদিনীপুর	×	প ২৭১৭=১
১১৫	ক্ষীরোদবাসিনী ঘোষ	×	প ১৭৯১=১
১১৬	ক্ষীরোদবাসিনী রায় (শ্রীমতী)	×	প ১৮০৮=১
১১৭	ক্ষীরোদমোহিনী সেন (শ্রীমতী)	×	প ৬১৯=১
১১৮	ক্ষীরোদা মিত্র, সাং কলিকাতা, নিমতলা (শ্রীমতী/ক্ষীরদা দাসী; ক্ষীরদা মিত্র)	×	প ৪৫, প ৪৯, প৫০, প ৭১=৪
১১৯	ক্ষেত্রমণি দাসী (শ্রীমতী)	গ ২৫৩ সন্তান বিদেশগমন জন্য জননীর চিন্তা — ১	×
১২০	⊗ গার্ডনার (Miss Gardner)	গ ১৭০ সদা প্রভু কি বলেন।	

	(মিস্)	গ ২৪৭ প্রাইরিটিক [Prairitik] মন্ডলের মন্ডলের ইতিহাস। ― ২	
১২১	গিরিবালা চৌধুরানী	গ ২৬৭ ব্রতকথা ― ১	×
১২২	গিরিবালা দাসী (শ্রীমতী)	×	প ২১৯০=১
১২৩	গিরিবালা দে (কুমারী)	×	প ৪৮৫=১
১২৪	গিরিবালা দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ১২৯৯, প ১৩৬৫, প ১৩৯০, (প ১৪৩০.১-প ১৪৩০.২), প ১৪৫৪. প ১৪৫৭, প ১৬০৩, প ১৭৯৭, প ২২৮২, প ২৩২৮, প ২৪৮৬ = ১১
১২৫	গিরিবালা বিশ্বাস (শ্রীমতী)	×	প ২১৯৭=১
১২৬	গিরিবালা মিত্র	গ ১৬০ রমণীর কর্ত্তব্য ঃ...ভাষায় স্ত্রীলোকগণের সাংসারিক কার্যে শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক ― ১	×
১২৭	গিরিবালা সেনগুপ্তা	×	প ২৬৭২=১
১২৮	গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী	গ ২৩৭ ধোলপুর (রাজপুত জাতির সমাজচিত্র) ― ১	×
১২৯	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (শ্রী, শ্রীমতী /অনামা; জনৈক বঙ্গমহিলা; কবিতা-হার রচয়িত্রী; "ভারতকুসুম"	গ ৩২ জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী গ ৪১ কবিতাহার গ ১১২ ভারতকুসুম গ ১৫৩ অশ্রু-কণা	প ৫৫০, প ৬১১, প ৬২৩, প ৬৩১, প ৬৪৩, প ৬৪৭, প ৬৫২, প ৬৫৯, প ৬৬৯, প ৬৭২, প ৬৭৬, প ৬৭৭, প ৬৭৮, প ৬৭৯, প ৬৮১, প ৬৮২, প ৬৮৩, প ৬৮৮, প ৬৯৩, প ৬৯৬, প ৬৯৭,

	রচয়িত্রী; শ্রীমতী- ; শ্রী)	গ ১৭৯ আভাষ গ ১৯৮ সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই গ ২৩৮ শিখা ২	প ৭০১, প ৭০৭, প ৭৩২, প ৭৩৫, প ৭৪৬, প ৭৫৪, প ৭৫৯, প ৭৬১, প ৭৬৭, প ৭৭০, প ৭৭১, প ৭৭২, প ৭৭৯, প ৭৮১, প ৭৯৪, প ৮০০, প ৮১৭, প ৮১৮, প ৮২১, প ৮২৯, প ৮৪২, প ৮৬৪, প ৮৯০, প ৯২৩, প ৯২৫, প ৯৩৪, প ৯৫৩, প ৯৫৯, প ৯৭২, প ১০০৩, প ১০০৫, প ১০১৩, প ১০১৫, প ১০২৬, প ১০২৭, প ১০৩৮, প ১০৩৯, প ১০৪৬, প ১৯৪৮, প ১০৫৫, প ১০৫৬, প ১০৬৩, প ১০৮০, প ১১৩১, প ১১৪২, প ১১৪৮, প ১১৬৪, প ১১৮৭, প ১২০২, প ১২১৩, প ১২২৫, ১৩১৩, প ১৩৪৩, প ১৩৫৪, প ১৩৯৩, প ১৪১৭, প ১৪৩৩, প ১৪৩৯, প ১৪৪৪, প ১৪৬৭, প ১৪৮৩, প ১৪৯৩, প ১৫০৭, প ১৫৬৯, প ২৬২৪, প ২৬৪৮=৮৭
১৩০	গুণময়ী সিংহ (শ্রীমতী)	গ ১২৮ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খন্ডন	×
১৩১	⊗ গুপ্ত, কে, ডি (Miss K.D Gupta) (মিস্)	গ ২৭৮ মিশরীয় ভ্রমণকারীদিগের বৃত্তান্ত ১	×
১৩২	⊗ গুপ্তা, এমিলিয়া (শ্রী)	×	প ৯৩৮=১
১৩৩	⊗ গুপ্তা, সিলভিয়া	×	প ৯৩৫=১
১৩৪	গোপালকুমারী ঘোষ (শ্রী)	×	প ৪৫১=১
১৩৫	গোলাপমোহিনী দাসী, নিবাঁধই বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী (শ্রীমতী)	×	প ৯২=১
১৩৬	চঞ্চলাবালা দাসী (শ্রীমতী)	×	প ২৩০৫=১
১৩৭	চঞ্চলাবালা দাসী, বর্দ্ধমান (শ্রীমতী)	×	প ২৩৪৮, প ২৩৮৫=২

১৩৮	চন্দ্রকামিনী দেবী (শ্রীমতী)	গ ২৬৮ ভক্তিসঙ্গীত — ১	×
১৩৯	চন্দ্রাবতী	×	প ২৪৬৮=১
১৪০	চপলাসুন্দরী দেবী (শ্রী)	×	প ২৫৮৯, প ২৬১৪=২
১৪১	চমৎকারমোহিনী ঘোষ, দর্জিপাড়া (শ্রী)	×	প ৪২৪=১
১৪২	চমৎকারমোহিনী দাসী, বিষ্ণুপুর (শ্রীমতী)	×	প ২৩৭১=১
১৪৩	চারুমোহিনী (শ্রীমতী)	×	প ২৬৩=১
১৪৪	চারুশীলা গুপ্ত	গ ১৮০ পল ও ভার্জিনিয়া গ ১৯১ তুমিই কি সেই? (সত্য ঘটনামূলক উপন্যাস) — ২	×
১৪৫	চারুশীলা দাসী	গ ১৬৯ ক্ষেদমালঞ্চ — ১	×
১৪৬	চারুশীলা দেবী	গ ২৭৯ টুক্‌টুকে বই — ১	×
১৪৭	চারুশীলা বসু (শ্রী)	×	প ২৪৫৩=১
১৪৮	চিন্তময়ী গুপ্ত (শ্রী)	×	প ২৫২=১
১৪৯	জগৎমোহিনী দাসী, বাগবাজার (শ্রীমতী)		৩৫৯=১
১৫০	জয়কালী, কৃষ্ণনগর (শ্রীমতী)	×	প ৫৩=১
১৫১	জাহ্নবী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১১৪, প ১১৫, প ১৩০, প ১৩৯=৪
১৫২	জ্যোতির্ময়ী দেবী (শ্রীমতী)	×	(প ৩৮৬.১-প ৩৮৬.৮) =১

১৫৩	জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, কোন্নগর (শ্রীমতী/জ্যোৎস্নাময়ী দেবী)	×	প ৭১২, প ৭২০, প ৭২১, প ৭২৬, প ৭৩৩, প ৭৩৪, প ৮৭৯, প ৮৮৫, প ৮৯১, প ১২৬৩, প ১২৬৬=১১
	জে, ডি, বেট ***দেখুন*** বেট, জে, ডি [Mrs. J. D. Bate]		
১৫৪	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (শ্রীমতী/জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সিমলা পাহাড়; জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, বোম্বে)	×	প ৪৩৩, প ৪৩৬, প ৪৭৯, প ৫১৭, (প ৫৩৬.১ - প ৫৩৬.৭), (প ৫৭৭.১ - প ৫৭৭.৩), প ৫৮০=৭
১৫৫	জ্ঞানদাসুন্দরী গুপ্ত (শ্রীমতী)	গ ২২৩ কোমলকবিতা =১	×
১৫৬	জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত	গ ২১৬ ধূলিরাশি =১	×
১৫৭	⊗ টমাস, এ, এইচ (Mrs. A.H. Thomas) (মিসেস্)	গ ৪২ শিল্পকর্ম্মের বই =১	×
১৫৮	ঠাকুরাণী দাসী (শ্রী, শ্রীমতী/ঠাকুরানী দাসী দেব্যা; ঠাকুরানী দাসী দেব্যাঃ, শিবপুর)	×	প ১০, প ১২, প ১৩, প ১৫, প ১৬, প ১৭, প ২০, প ৩৭ প ২৪৪=৯
১৫৯	⊗ ড (Miss Daw) (মিস্)	গ ২৭০ দৈনিক পদ ও শাস্ত্রপাঠের তালিকা সহ আমাদের পঞ্জিকা, ১৮৯৯; গ ২৮০ যুবতীদিগের খ্রীষ্টিয় সমিতি =২	
	ডব্লু, জি, ব্রুকওয়ে ***দেখুন*** ব্রুকওয়ে, ডব্লু, জি [Mrs.W.G.Brockway]		
১৬০	⊗ ডাকিন (Mrs. Dakin) (মিসেস্)	গ ৯৯ কুমারী নেস্ট =১	×
১৬১	ডালি রায়	×	প ১৮৩৪=১

১৬২	⊗ ডোয়ি (Miss Dawe) (মিস্)	গ ১৬১ বাইবেল শাস্ত্র অনুসন্ধান পঞ্জিকা, ১৮৮৮ সালের জন্য গ ১৭১ বাইবেল শাস্ত্র অনুসন্ধান া, ১৮৮৯ সালের জন্য	
১৬৩	তরঙ্গিনী দাসী (শ্রীমতী/তরঙ্গিনী দাসী, বনফুলহার	গ ৬৬ নিষ্‌ফল তরু গ ৮০ সুগ্রীবমিলন গীতাভিনয়। বা যাত্রা গ ২৫৪ বনফুলহার ঃ গীতিকাব্য	প ১৯৬১, প ২২২৫=২
১৬৪	তরঙ্গিনী দাসী, মাহেশ (শ্রী)	×	প ৩৮৪, প ৪৯৩=২
১৬৫	তরঙ্গিনী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী/ তরঙ্গিনী দাসী, বনফুল রচয়িত্রী	গ ২০৯ বনফুল	প ২৫৩৭=১
১৬৬	তরুবালা দেবী (শ্রী)	×	(প ২৫৪৩.১ - ২৫৪৩.২) =১
১৬৭	তারাকালী চ্যাটার্জী	গ ১৩০ বনশোভনা	×
১৬৮	তারাসুন্দরী দাসী (অভিনেত্রী) (শ্রীমতী)	×	প ১৫০৪, প ১৫১৪=২
১৬৯	তিনকড়ী দেবী (শ্রীমতী)	গ ২১৭ বনলতা ঃ ক্ষুদ্র কাব্য	×
১৭০	থাকমণি দাসী (শ্রী, শ্রীমতী/থাকমণি; থাকমণি দেবী; থাকমণি দেব্যা)	×	প ১১, প ১৪, প ১৮, প ১৯, প ৩৮=৫
১৭১	দয়াময়ী দেবী	গ ২৩ পতিব্রতা ধর্ম্ম অর্থাৎ কুলকামিনীগণের	×

		পতির প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্মের উপদেশনামক গ্রন্থ ১	
১৭২	দাক্ষায়ণী (শ্রী)	×	প ১৫৪=১
১৭৩	দাক্ষায়ণী ঘোষ, ৪র্থ বৎসর (শ্রীমতী)	×	প ১৫৭=১
১৭৪	দীনতারিনী মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ বৎসর	×	প ১৫৬=১
১৭৫	দেবকুমারী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৩৩৬=১
১৭৬	দেববালা সেন (শ্রীমতী)	×	প ১৭৫০, প ১৮১৩, প ১৮২৫, প ১৮৬৩, প ১৯৯৪=৫
১৭৭	দেবরানী দাসী (শ্রীমতী)	গ ১০৪ নীতিপুষ্পমালা ১	×
১৭৮	ধনদামোহিনী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১০৭৪=১
১৭৯	নগেন্দ্রবালা অগস্তী (কুমারী)	×	প ১৮৩০=১
১৮০	নগেন্দ্রবালা ঘোষ (শ্রী)	×	প ১৫৬৭, প ১৬৪৪=২
১৮১	নগেন্দ্রবালা দাসী (শ্রীমতী)	গ ১৩১ বার-বিলাসিনীর ১	×
১৮২	নগেন্দ্রবালা দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৭০৮=১
১৮৩	নগেন্দ্রবালা দেবী, নোয়াখালি	×	প ১৭০৯=১
১৮৪	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (শ্রী, শ্রীমতী, বৈষ্ণব-জনসেবিকা/	গ ২৩৯ মর্ম্মগাথা গ ২৫৫ প্রেমগাথা গ ২৮১ নারীধর্ম্ম	প ১৩৩৫, প ১৩৪৯, প ১৪০৩, প ১৪০৬, প ১৪৬৩, প ১৫০৬, (প ১৫২৮.১-প ১৫২৮.২),

নগেন্দ্রবালা	প ১৫৬৩, প ১৫৬৪, প
মুস্তোফী, যাজপুর;	১৫৬৮, প ১৫৭৯, প
নগেন্দ্রবালা দাসী;	১৫৯০, প ১৬২২, প
নগেন্দ্রবালা দাসী,	১৬৩৯, প ১৬৫৪, প
হুগলী; নগেন্দ্রবালা	১৬৬৯, প ১৬৭৭, প
মুস্তোফী, হুগলী-	১৬৮৪, প ১৬৮৭, প
কাঠঘরা লেন; মর্ম্মগাথা	১৬৮৯, প ১৭১১, প
রচয়িত্রী; শ্রীমতী—	১৭১৪, প ১৭২২, প
মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী;	১৭২৫, (প ১৭৪৪,১- প
নগেন্দ্রবালা দাসী	১৭৪৪.২), প ১৭৬২, প
(মুস্তোফী); ন-বা-দাসী,	১৭৮৮, প ১৮০২, প
নয়াবাজার, ভাগলপুর;	১৮২২, প ১৮২৪, (প
নগেন্দ্রবালা দাসী,	১৮৫০.১-প ১৮৫০.২)
বোলপুর; নগেন্দ্রবালা,	প ১৮৯৭, প ১৮৯৮, প
বোলপুর; মর্ম্মগাথা ও	১৯৩০, প ১৯৩২, প
প্রেমাগাথা প্রণেত্রী;	১৯৩৩, প ১৯৪২, প
মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা	১৯৪৮, (প ১৯৪৯.১- প
রচয়িত্রী; নগেন্দ্রবালা	১৯৪৯.২), প ১৯৫২, প
মুস্তোফী "মর্ম্মগাথা"	১৯৫৭, প ১৯৭৩, প
ও "প্রেমগাথা"র	১৯৭৬, প ২০০০, প
কবি; বোলপুর; শ্রীমতী	২০০৯, প ২০১৩, প
ন; নগেন্দ্রবালা সরস্বতী;	২০১৭ক, প ২০২৮,
নগেন্দ্রবালা দাসী সরস্বতী,	
বোলপুর; নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	
সরস্বতী; নগেন্দ্রবালা দাসী,	
মাগুড়া-যশোহর)	

প ২০৩৪, (প২০৪১.১-প২০৪১.২) প ২০৪৩, প ২০৪৫, প ২০৫১, প ২০৭৯, প ২০৯১, প ২০৯২, (প ২১০১.১-২১০১.৩), প ২১০২, প ২১১২, প ২১২৪, (২১৪৪.১- প ২১৪৪.৩), প ২১৫২, প ২১৫৬, প ২১৫৯, প ২১৬৫, প ২১৭২, প ২১৮০, প ২১৮৩, প ২১৮৫, প ২১৮৭, প ২১৯৬, প ২২০২, প ২২১৪, (প ২২১৫.১- প ২২১৫.২), প ২২৩৩, প ২২৩৯, (প ২২৪০.১ - প ২২৪০.২), প ২২৫২, প ২২৭৩, প ২৩০১, প ২৩০২, প ২৩২৫, প ২৩৩৭, প ২৩৪৪, প ২৩৫৩, (প ২৩৫৪.১ - প ২৩৫৪.৪), প ২৩৭২, প ২৩৭৮, প ২৩৮০, প ২৩৮১, প ২৩৮৩, প ২৩৮৪, প ২৩৯৪, প

২৪০৬, প ২৪২৫, প ২৪৩৩, প ২৪৪৮, প ২৪৫০, প ২৪৫৪, প ২৪৬০, প ২৪৭০, ২৪৭৫, (প ২৪৯৬.১- প ২৪৯৬.২), প ২৪৯৯, প ২৫৪১, প ২৫৪৯, প ২৬১৮, প ২৬৫৪, (প ২৬৬০.১ - প ২৬৬০.২), প ২৬৮৬, প ২৭০২, প ২৭০৩, প ২৭১৫, প ২৭২২, =১১৪

১৮৫	নগেন্দ্রমোহিনী দে (শ্রীমতী)	×	প ৫৬৮=১
১৮৬	নন্দিনী, সিন্দুরিয়াপটী (শ্রীমতী)	×	প ২০৪, প ২০৬=২
১৮৭	ননীবালা দেবী (শ্রীমতী)	×	প ২৫৭৪=১
১৮৮	নবকুমারী দেবী, শ্রীরামপুর, গোস্বামী-পাড়া (শ্রীমতী)	×	প ২০২=১
১৮৯	নবশশী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ২০৩৭=১
১৯০	নবীনকালী দেবী (শ্রীমতী/শশ্মান-ভ্রমণ রচয়িত্রী)	গ ২৬ কামিনী কলঙ্ক, অর্থাৎ...করুণাদি রসাত্মক কাব্য গ ৭৩ কিরণমালা। উপন্যাস গ ৮৩ শশ্মানভ্রমণ গ ১০৫ মন্দোদরীর রণসজ্জা ঃ অভিনব কাব্য গ ১২২ কুমারী শিক্ষা গ ১৪২ সরমা-সমাধি বা ষট্‌চক্রভেদ	প ১৮৩, প ৩৫৭=২
১৯১	নর্ম্মাদামোহিনী বসু (শ্রী)	×	প ২০৩=১
১৯২	নয়নতারা দে (শ্রীমতী/মণি-মোহিনী রচয়িত্রী)	গ ৮৪ মণি-মোহিনী ঃ গীতিকা গ ৯১ বিনোদ-কানন বা গন্ধামিলন। নাট্যগীতি	×

		গ ১০৭ মন্দারকানন	
		৩	
১৯৩	নয়নতারা দে, বাগবাজার (শ্রীমতী)	×	প ৩২৭= ১
১৯৪	নরেন্দ্রবালা দেবী	×	প ৫৮৪, প ৫৮৭, প ৫৯৫, প ৬০১=৪
১৯৫	নলিনীবালা (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ১৭৩৮, প ১৮৩৯, প ১৮৪৩ =৩
১৯৬	ঁনলিনীবালা দাসী	গ ২৫৬ নলিনীগাথা	×
		১	
১৯৭	নলিনীবালা দেবী (শ্রীমতী)	×	প ২৫৯২=১
১৯৮	নলিনীবালা বসু (কুমারী/বালিকার লিখিত)	×	(প ১১৪০.১ - প ১১৪০.২) =১
১৯৯	নলিনীবালা সেন (শ্রীমতী/নলিনীবালা দাসী)	×	[প ১৬৭৩.১] (১৬৭৩.২ - প ১৬৭৩.৩)=১
২০০	নলিনীসুন্দরী মিত্র, ঠনঠনিয়া (শ্রীমতী)	×	প ৮১২=১
২০১	নারায়ণী দাসী (শ্রীমতী)	×	প ১৫১৯= ১
২০২	নারায়ণী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৬৪৫=১
২০৩	নিকুঞ্জকামিনী দেবী	×	প ১৩৫০, প ১৬৯৮=২
২০৪	নিতম্বিনী দেবী (শ্রীমতী)	গ ৩৪ অনূঢ়াযুবতী নাটক	×
		১	
২০৫	নিতম্বিনী দেবী, কাঁশীধাম (শ্রীমতী)	×	প ৪৭৪=১

২০৬	নিত্যকালী ঘোষ, কলিকাতা (শ্রীমতী)	×	প ৭৫=১
২০৭	নিমুমণি দাসী (শ্রীমতী)	গ ৫৮ পুলিশঘাটের হত্যাকাণ্ড ১	×
২০৮	নির্ম্মলা (শ্রী)	×	প ১৬৯০=১
২০৯	নির্ম্মলা দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৩৬৬=১
২১০	নিরদবাসিনী দেবী (শ্রী)	×	প ২৫৭৫=১
২১১	নিরুপমা ঘোষ (শ্রীমতী)	×	প ২৬৭০=১
২১২	নিস্তারিণী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী/ *নিস্তারিণী দেবী)	গ ৮৯ সার আসলী ইডেনের ভারতবর্ষ প্রবাস গ ১৪৩ কেশবজ্যোতি গ ২৪০ মাথুর ৩	প ৫৫৪, প ৯২০, প ৯৪২, প ৯৪৪, প ১৫৩৮, প ১৭৩৪, প ১৯৫৪, প ২০০৩ প ২০১৫, প ২১৯২, প ২২৬২, প ২৩১৯, প ২৬০০, প ২৬৩৯, প ২৬৮৪=১৫
২১৩	নিস্তারিণী দেবী, কানপুর (শ্রী, শ্রীমতী/শ্রী নি, দেবী, কানপুর)	×	(প ৫৩১.১ - প ৫৩১.৩), প ১১৭৫, প ১৩৬৩, প ১৪৮১, প ১৬৪৭=৫
২১৪	নিস্তারিণী দেবী, কুমারহট্ট, খাষবাটী	×	প ১৯২=১
২১৫	নিস্তারিণী দেবী, সাহরাণপুর (নিস্তারিণী দেবী, শাহারণপুর)	×	প ১৭৩৬, প ১৮৩৫, প ১৮৫৬, প ২৬১৬=৪
২১৬	নীথরকুমারী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৭২৯=১
২১৭	নীরদবরণী গুপ্তা	×	প ৯০২, প ৯৬৫, প

	(শ্রী)		৯৯১, প ১০৮৫, প ১১২৮=৫
২১৮	নীরদবালা রায়	×	প ১৪৫৬, প ১৪৫৯, প ১৯৭৮, প ২০৬০=৪
২১৯	নীরদবালা বসু (শ্রী)	×	প ২৫৮৪=১
২২০	নীরদমোহিনী বসু (শ্রী. শ্রীমতী)	×	প ৩৬৪, প ৪৯৪=২
২২১	নীরদমোহিনী মিত্র, বর্দ্ধমান (কুমারী/নীরোদমোহিনী মিত্র, বর্দ্ধমান)	×	প ২৮৯, প ২৯৭, প ২৯৮=৩
	নীরদা দেবী (বধু) এবং যোগমায়া দেবী (শাশুড়ী) ***দেখুন*** ক্রমিক সংখ্যা ৩৫৪		
২২২	নীরোদবালা রায়	×	প ১৭৮১=১
২২৩	নীরোদবাসিনী ঘোষ, মৃজাপুর	×	প ২৭২৩=১
২২৪	নীরোদিনী দাসী, কলিকাতা, চোরবাগান	×	প ২১৮=১
২২৫	⊗ নীলি (Miss Neele) (মিস্)	গ ৪৩ দুই মেষশাবক ১	×
২২৬	নৃত্যকালী বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীমতী)	×	প ২০৯=১
২২৭	নৃত্যকালী বন্দ্যোপাধ্যায় সাং বাগবাজার (শ্রীমতী)	×	প ২১১=১
২২৮	নৃপেন্দ্রবালা দাসী, ছাপড়া (শ্রী)	×	প ১৯৮২=১
২২৯	পঙ্কজকুমারী দেবী	×	প ২১৩১, প ২২৬৯, প ২২৯৪ =৩
২৩০	পঙ্কজবালা মিত্র (শ্রীমতী)	×	প ২৬৪৭=১
২৩১	পঙ্কজিনী দত্ত (শ্রী)	×	প ২৬৬৬=১

২৩২	পঙ্কজিনী ঘোষ (শ্রী)	×	প ২৪৬৪=১
২৩৩	পঙ্কজিনী বসু (শ্রী, শ্রীমতী/ পঙ্কজিনী)	×	প ২৪২৬, প ২৪৩৯, প ২৫৮৩ =৩
২৩৪	পরমেশ্বরী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৯০৭=১
২৩৫	পার্ব্বতী বসু	×	প ৪০০=১
২৩৬	পার্ব্বতীসুন্দরী বসু (শ্রী)	গ ১১৩ আদর্শ গৃহণী ১	×
২৩৭	প্রজ্ঞা দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ১০৫০, প ১২০৪=২
২৩৮	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী (শ্রী)	গ ২৮৩ আমিষ ও নিরামিষ আহার, [প্রথম খণ্ড] ১	প ১৭৮৯, প ১৭৯৪, প ১৮০০, প ১৮১০, প ১৮১৮, প ১৮২৮, প ১৮৩২, প ১৮৪২, প ১৮৫৩, প ১৮৫৮, প ১৮৮২, প ১৮৮৪, প ১৮৯১, প ১৯১৭, প ১৯২২, প ১৯২৪, প ১৯৬৮, প ১৯৭০, প ১৯৭১, প ১৯৮৫, প ২০২০, প ২০৩৫, প ২০৪৬, প ২০৫৩, প ২০৫৯, প ২০৯৫, প ২০৯৭, প ২০৯৮, প ২১১৬, প ২১১৭, প ২১২৭, প ২১৬৬, প ২১৬৮, প ২১৯১, প ২২১৬, প ২২২০, প ২২২২, প ২২৪৬, প ২২৭৫, প ২২৭৬, প ২২৭৮, প ২৩১৭, প ২৩২০, প ২৩২৬, প ২৪৮৮, প ২৫০১, প ২৫০৯, প ২৫১৭, প ২৬৭৭, প ২৬৮১, প ২৬৮৩=৫১
২৩৯	প্রতিভাসুন্দরী দেবী (শ্রী / প্রতিভাদেবী)	×	প ৫৮৩, (প ৫৯২.১- ৫৯২.২), (প ৬০০.১ - প ৬০০.৪), (প ৬৩৫.১- প ৬৩৫.৬), প ৮৫৪, প ১৮৭৯, ১৯৮৮, প ২০৭৩=৮
২৪০	প্রতুলকুমারী দাসী	গ ৬৭ বালিকাবোধিকা, প্রথম ভাগ	×

২৪১	প্রফুল্লনলিনী দাসী (শ্রীমতী)	গ ১৫৪ ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসন ১	×
২৪২	প্রভাবতী দাস (শ্রীমতী)	×	প ২২০০=১
২৪৩	প্রভাবতী দেবী (শ্রী)	গ ২৮৪ অমলপ্রসূন বা প্রভাবতী কবিতাবলী ১	প ২৬০৭=১
২৪৪	প্রভাবতী রায়	গ ২৫০ চিত্রা ১	×
২৪৫	প্রমদা দেবী (শ্রীমতী)	গ ১৩২ সুখমিলন ১	×
২৪৬	প্রমীলা নাগ (বসু) (শ্রী, শ্রীমতী/অনামা; "প্রমীলা রচয়িত্রী"; প্রমীলা বসু; প্রমীলা নাগ; প্র ঃ; প্রমীলা; *প্রমীলা নাগ)	গ ১৭৫ প্রমীলা গ ২০০ তটিনী ২	প ৬৯০, প ৭২৫, প ৭৮৭, প ৭৮৯, প ৭৯৫, প ৭৯৯, প ৮০২, প ৮৩৩, প ৮৩৬, প ৮৪১, প ৮৪৩, প ৮৭৩, প ৮৭৪, প ৮৭৫, প ৮৮০, প ৯০৫, প ৯১৪, প ৯৩৯, প ৯৪০, প ৯৪৫, প ৯৪৯, প ৯৫৪, প ৯৫৭, প ৯৭৭, প ৯৯৫, প ৯৯৯, প ১০২৪, প ১০৩৫, প ১০৫৩, প ১০৬৫, প ১০৮৩, প ১০৯৩, প ১১২৬, প ১১৫২, প ১১৮৯, প ১২০০, প ১২০৯, প ১২৯৪, ১৩২৭, প ১৩৮৪, প ১৭২৭, প ১৮৫৪, প ২০৪০, প ২২৮৩ =৪৪
২৪৭	প্রমীলা সুন্দরী (শ্রী)	×	প ৬৫৭=১
২৪৮	প্রমীলাসুন্দরী বসু (শ্রী)	×	প ৬৭৩ =১
২৪৯	প্রমীলাসুন্দরী মল্লিক। অগ্রদ্বীপ (শ্রীমতী)	×	প ৬২২, প ৬২৮=২
২৫০	প্রসন্নতারা গুপ্তা, ভাটপাড়া	×	প ২০৫ = ১
২৫১	প্রসন্নময়ী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী/শ্রী	গ ২৭ আধ-আধ ভাষিণী	প ২৫৮, প ৩০২, প ৩০৭, প ৩৪০, প ৫২৯, প ৫৬৪, প ৫৬৫,

	প্রসন্নময়ী; প্রসন্নময়ী দেবী, কৃষ্ণনগর; “বনলতা” রচয়িত্রী; “বনলতা” ও “নীহারিকা” রচয়িত্রী; শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী; নীহারিকা রচয়িত্রী; শ্রীমতী নীহারিকা; শ্রীমতী নীহারিকা দেবী; শ্রী নীহারিকা রচয়িত্রী; বনলতা, নীহারিকা ও আর্য্যাবর্ত্ত রচয়িত্রী; ‘নীহারিকা’ রচয়িত্রী)	গ ৪৮ পূর্ব্বস্মৃতি গ ৪৯ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভানুগমন গ ৯০ বনলতা গ ১৩৪ নীহারিকা, [প্রথম ভাগ] গ ১৬২ আর্য্যাবর্ত্ত ঃ (জনৈক বঙ্গ-মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত), প্রথম ভাগ গ ১৮২ অশোকা গ ২৪১ নীহারিকা, দ্বিতীয় ভাগ – ৮	প ৫৯৩, প ৬১৪, প ৬১৭, প ৬১৮, প ৭১৫, প ৮১৫, (প ৮৩৯.১- প ৮৩৯.৫), প ৮৫৬, প ৮৬০, প ৯১৩, প ৯৩৬, প ১০৩৬, প ১৫৩৭=২০
২৫২	প্রসন্নময়ী পোদ্দার	×	প ৯৬২=১
২৫৩	প্রাণকিশোরী দেবী (শ্রীমতী)	গ ১৭২ সুরবালা। উপন্যাস – ১	×
২৫৪	প্রিয়বালা রায় (কুমারী, শ্রীমতী)	×	প ৭৮৪, প ৮০৩, প ২৫৮৫=৩
২৫৫	প্রিয়বালা রায়, কাটিহার (শ্রী/প্রিয়বালা রায়, হায়দারনগর; শ্রীমতী প্রি-, হয়দারনগর, পেলামৌ; শ্রীমতী প্রি, হায়দারনগর (পালামৌ); প্রি, হায়দারনগর, (পালামৌ)	×	প ১৩২৮, প ২৫২১, প ২৫৩৮, প ২৫৩৯, প ২৫৮৬, প ২৬৬৮=৬
২৫৬	প্রিয়বালা হালদার (মেয়ে ডাক্তার) (শ্রীমতী/পি.বি.হালদার)	×	প ১৬১৩=১
২৫৭	প্রিয়ম্বদা দেবী	গ ২৮৫ রেণু	প ৬০৪, প ৬৬৫, প

	(শ্রী, শ্রীমতী/ প্রিয়ংবদা দেবী; প্রিয়ম্বদা; প্রিয়ম্বদা দেবী, বি.এ)	১	১৯৮৩, প ২০৭৪, প ২০৭৬, প ২০৭৮, প ২০৮১, প ২০৮৩, প ২০৮৬, প ২০৮৯, প ২১৭৫, প ২২২৮, প ২২৭৯, প ২৩৫৯, প ২৩৬৯, প ২৩৮২, প ২৩৮৭, প ২৩৯০, প ২৪১৪, প ২৫৯৭, প ২৬৩২, প ২৬৫৫, প ২৬৬২, (প ২৬৭৬.১ - প ২৬৭৬.২), প ২৬৯০=২৫
২৫৮	প্রিয়ম্বদা বসু (শ্রীমতী)	×	প ২১৫০, প ২২৫০=২
২৫৯	প্রেমময়ী (শ্রীমতী)	×	প ১৯৬=১
২৬০	⊗ ফয়জন্নেছা চৌধুরানী (শ্রীমতী, নবাব)	গ ৫৯ রূপজালাল উপাখ্যান গ ১৫৫ তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত ২	×
২৬১	ফুলকুমারী বসু (শ্রীমতী)	×	প ১৪৩৪, প ১৪৮৯=২
২৬২	বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলাশ্রম (কুমারী, শ্রী/বনলতা দেবী, বরাহনগর; সম্পাদিকা; বনলতা দেবী)	×	প ১১০২, প ১৬২৮, প ১৬৮১, প ১৮৬৫, প ১৮৭৩, প ১৮৭৬, প ১৮৮৩, প ১৮৮৫, (প ১৮৮৬.১ - প ১৮৮৬.৩), প ১৮৯০, প ১৯০০, প ১৯১৮, প ১৯২৩, প ১৯২৯, প ১৯৪৩, প ১৯৫৫, প ১৯৫৬, প ১৯৬৯, (প ১৯৮৯.১ - প ১৯৮৯.২), প ১৯৯৬, প ২০০৫, প ২০১৭, প ২০৩২, প ২০৩৩, প ২০৫০, প ২০৬৪, প ২০৬৫, প ২০৬৭, প ২১০৩, প ২১২২, প ২১৫০, প ২২২৪, প ২২২৬,প ২২২৯, প২২৩৪, প ২২৫৯, প ২২৮৯, প ২৪০১, প ২৪২৯, প ২৪৮৯, প ২৫২০, প ২৫৩১, প ২৬০৮, প ২৬৯৫, প ২৬৯৮, প ২৭০১=৪৬
২৬৩	বরদাসুন্দরী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, ৩য় শ্রেণী	×	প ২৭১=১
২৬৪	বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায় (শ্রী)	×	প ২২২=১

২৬৫	বসন্তকুমারী দত্ত (শ্রীমতী)	×	প ৬৩৯=১
২৬৬	বসন্তকুমারী দাসী (শ্রীমতী)	গ ৯ কবিতামঞ্জরী গ ৩৫ রোগাতুরা বসন্তকুমারী গ ৫০ বাসন্তিকা গ ৫১ যোষিদ্বিজ্ঞান ৪	প ২০৭৫=১
২৬৭	বসন্তকুমারী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৯৮৪=১
২৬৮	বসন্তকুমারী নাথ	গ ২০১ নবসীমন্তিনী ১	×
২৬৯	বসন্তকুমারী বসু (শ্রী)	×	প ২৩০৯=১
২৭০	বসন্তকুমারী বসু। মিকশিথিল-খুলনা (শ্রী)	×	প ৬২৫=১
২৭১	বসন্তকুমারী বসু, মেদিনীপুর (শ্রী)	×	(প ১৯৮১.১ - প ১৯৮১.২), প ২৪২২=২
২৭২	বসন্তকুমারী বিশ্বাস (শ্রী)	×	প ৪০২=১
২৭৩	বসন্তকুমারী মিত্র	গ ১৩৫ রণোন্মাদিনী, প্রথম ভাগ ১	×
২৭৪	বসন্তকুমারী রায়	×	প ৩৯৩=১
২৭৫	বসুমতী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৮৯৮=১
২৭৬	বামাবোধিনী সভা	গ ৩৬ বামারচনাবলী, প্রথম ভাগ ১	×
২৭৭	বামাসুন্দরী দেবী	গ ৬ কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এ	প ২৩, প ২৭=২

	(বামাসুন্দরী)	দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে গ ১৪৫ বিদ্যুতবরণী উপাখ্যান	
	বি, এম, লোপিজ ***দেখুন*** লোপিজ, বি, এম		
২৭৮	বিদ্যা দেবী (শ্রী)	×	প ৮ =১
২৭৯	বিদ্যুল্লতা	×	প ২২৩৮=১
২৮০	বিদ্যুল্লতা ঘোষ (শ্রীমতী)	×	প ২৩৪৫, প ২৩৬২=২
২৮১	বিদ্যুল্লতা দাসী	×	প ২২৮৫=১
২৮২	বিদ্যুল্লতা রায় (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ১৭৪০, প ১৭৭২, প ১৭৯৩ =৩
২৮৩	বিধুমুখী রায় (শ্রী)	×	প ১৪৮২, প ১৬৯৭=২
২৮৪	বিনয়কুমারী ধর (বসু) (শ্রী, শ্রীমতী/বিনয় কুমারী ধর; বিনয়-কুমারী বসু)	গ ১০৬ নবমুকুল গ ১৯২ নির্ঝর = ২	প ৭৯৭, প ৮০৫, প ৮২৭, প ৮৭১, প ৮৮৮, প ৮৯৭, প ৯০১, প ৯৩৭, প ৯৪৬, প ৯৬৬, প ৯৮১, প ৯৯৪, প ৯৯৮, প ১০২৩, প ১০২৫, প ১০৩৪, প ১০৪০, প ১০৯৪, প ১১২৯, প ১১৫৩, প ১১৭৮, প ১২৮৯, প ১২৯৬, প ১৩২১, প ১৩৩১, প ১৩৪৮, প ১৩৭০, প ১৪২৭, প ১৫০৫, প ১৭৬৩, প ১৮৫১, প ১৮৯২, প ১৯৯৩, প ২০৫২, প ২৬৯৯=৩৫
২৮৫	বিনোদিনী দাসী	×	প ৩৮৫=১
২৮৬	বিনোদিনী দাসী (অভিনেত্রী) (শ্রীমতী)	গ ২৪২ বাসনা গ ২৪৮ মাতৃবিলাপ = ২	প ১৫১০, প ১৫১১, প ১৫২০=৩
২৮৭	বিনোদিনী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	গ ২৪৯ নীহারমালা = ১	প ৪৬৪, প ২৩৫২=২
২৮৮	বিনোদিনী সরকার (শ্রী)	×	প ১২৭৭=১

২৮৯	বিনোদিনী সেন (শ্রীমতী)	× =১	প ২০১০, প ২০৯৯=২
২৯০	বিনোদিনী সেন, পূর্ণিয়া (শ্রী/বিনোদিনী সেন, গৌহাটী)	×	(প ২৩৬৪.১ - প ২৩৬৪.৪)=১
২৯১	বিনোদিনী সেনগুপ্ত (শ্রী)	×	প ১৬৪৯, প ২৫১৪, প ২৬১৫, প ২৬২০=৪
২৯২	বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কৃষ্ণনগর (শ্রী)	×	প ৬৭=১
২৯৩	⊗ বিবি তাহেরণলেছা, ১ম শ্রেণীর ছাত্রী, বোদা বালিকা বিদ্যালয় (শ্রীমতী)	×	প ৪৮=১
২৯৪	বিমলা দাস (শ্রী)	×	প ৮৭০=১
২৯৫	বিরাজমোহিনী দাসী	গ ৪৪ নলিনী মোহন গ ৬০ কবিতাহার =২	×
২৯৬	বিরাজমোহিনী বসু (কুমারী, শ্রী)	×	প ২৪৬৩, প ২৬৮০=২
২৯৭	বিরাজমোহিনী বসু, মেদিনীপুর	×	প ২৩৩৬=১
২৯৮	⊗ বেট, জে, ডি (Mrs. J. D. Bate) (মিসেস্)	গ ১৭৩ যিশুচরিত =১	×
২৯৯	⊗ ব্যানার্জী, কে, সি Mrs. K.C.Banerjee) (মিসেস্)	গ ৬১ জগৎতারক =১	×
৩০০	ব্রজবালা দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৩১৯, ১৬৯৫=২
৩০১	ব্রজবালা দেবী (শ্রীমতী/ব্রজবালা	×	প ৩১৭, প ৩১৯=২

	দেবী, শান্তিপুর)		
৩০২	ব্রজমোহিনী দাসী (শ্রীমতী)	গ ১৮৩ কবিতামালা -১	প ১৩৫১, প ১৪৩৭=২
৩০৩	ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী (শ্রীমতী)	×	প ১৪৭৩=১
৩০৪	ব্রহ্মময়ী রায়	গ ১৩৬ বর্ণবোধ -১	×
৩০৫	⊗ ব্রুকওয়ে, ডব্লু, জি (Mrs W.G.Brockway (মিসেস্)	গ ২৮৬ আমাদের গীত -১	×
৩০৬	ভবকুমারী ঘোষ (শ্রী)	×	(প ৪৫২.১ - প ৪৫২.৫) =১
৩০৭	ভবসুন্দরী দাসী	গ ৫২ বিলাপলহরী -১	×
৩০৮	ভবসুন্দরী মিত্র, সাং চেতলা (শ্রীমতী)		প ২৯৬, প ৩৩৬, প ৩৩৭=৩
৩০৯	ভুবনমোহিনী দাসী (অনামা)	গ ২৮ পদ্মকিসর -১	×
৩১০	ভুবনমোহিনী দেবী (শ্রী)	গ ৭৪ আমোদিনী -১	প ১৮৫২=১
৩১১	ভুবনমোহিনী দেবী (বেনারস নিবাসিনী) (শ্রীমতী/ভুবন-মোহিনী দেবী, মন্দিরহাট, বেনারস)	গ ৫৩ রত্নাবতী। পতিব্রতা উপাখ্যান গ ৬৮ স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান ঃ (দার্শনিক) কাব্য -২	প ৭৩৭=১
৩১২	ভুবনমোহিনী দেবী, সাং সাত্রাগাছি	×	প ১৫১=১

৩১৩	ভূপেন্দ্রবালা দাসী (শ্রীমতী)	×	প ১৭৪৬, ১৯৪৪=২
৩১৪	ভূপেন্দ্রবালা দেবী (শ্রী)	×	প ১৮২১, প ১৮৪৫, প ১৯৩৬, প ১০৬২, প ২১২৮=৫
৩১৫	মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায় (শ্রীমতী/মধুমতী গঙ্গো. সাং রাঢ়িপাড়া)	×	প ৪৩, প ৪৬, প ৬৪=৩
৩১৬	মধুমতী মুখোপাধ্যায়, শালিগ্রাম (শ্রীমতী)	×	প ৬০=১
৩১৭	মনোমোহিনী গুহ, ময়মনসিং	গ ১৮৪ চারুগাথা ১	×
৩১৮	মনোমোহিনী দাসী, সাং সিমুলিয়া (শ্রীমতী)	×	প ২২৫=১
৩১৯	মনোমোহিনী ভট্টাচার্য, সম্পাদিকা (শ্রী)	গ ১১৪ নারীশিক্ষা ১	×
৩২০	মন্দাকিনী মিত্র (শ্রীমতী)	×	প ২৭১১=১
৩২১	মরকত দেবী (শ্রীমতী/মরকত-নারায়ণগঞ্জ	×	প ২৫৮০, প ২৬১২, প ২৬৪৯=৩
৩২২	মলিনা বসু (শ্রীমতী)	×	প ১৭৫৬=২
৩২৩	মল্লিকা দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৫৫৮=১
৩২৪	মল্লিকা দেবী-কাশী (শ্রীমতী)	×	প ৫৬২, প ৬২১=২
৩২৫	⊗ মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah	গ ১ ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস্ অফ এ বাইবেল গ ২ ফুলমণি ও করুণার	×

	Catherine)	বিবরণ ঃ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত গ ৪ ডে ব্রেক ইন ব্রিটেন গ ৫ পাদ্রী সাহেবের বজরা অথবা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কি? গ ১৬ বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান। — ৫	
৩২৬	মহলা নবিশজা	×	প ৩১৮=১
৩২৭	মহামায়া	গ ১৫১ সতীত্বসরোজ, প্রথম ভাগ — ১	×
৩২৮	মহামায়া দাসী (শ্রীমতী)	গ ১১৫ নানা-বিষয়িনী গীতমালা — ১	×
৩২৯	মহালক্ষ্মী দেবী	গ ৩১ একজন দুঃখিনীর বিলাপ — ১	×
৩৩০	মাতঙ্গিনী (শ্রী)	×	প ৪৪৮=১
	মার্থা সৌদামিনী সিংহ ***দেখুন*** সিংহ, মার্থা সৌদামিনী, সংগ্রাহক।		
৩৩১	মানকুমারী বসু (শ্রী, শ্রীমতী/ কোন বঙ্গমহিলা; জনৈক বঙ্গমহিলা; "প্রিয় প্রসঙ্গ" রচয়িত্রী শ্রী মানকুমারী; প্রিয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী; শ্রীমা; শ্রীমাঃ; শ্রীমতী মাঃ; শ্রী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী;	গ ১২৭ প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় গ ১৬৩ বনবাসিনী গ ১৮৫ বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম গ ১৯৩ দুইটি প্রবন্ধ ১৯৪ শোকোচ্ছ্বাস গ ২১০, কাব্যকুসুমাঞ্জলি গ ২১৮ শুভ সাধনা গ ২৪৩ কণকাঞ্জলি	প৫৭০, প৫৭৯, প ৫৯১, প ৫৯৮, প ৬২৪, প ৬৪৪, প ৬৫৫, প ৬৫৮, প ৬৬২, প ৬৯৫, প ৭০৪, প ৭৫৫, প ৭৬৩, প ৮১০, প ৮১৪, প ৮২৬, প ৮৩০, প ৮৪৬, প ৮৫৩, প ৮৬১, প ৮৬৭, প ৮৮৪, প ৮৯৩, প ৮৯৬, প ৮৯৯, প ৯২৪, প ৯২৮,

শ্রীমতী প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী;
প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী
(কাব্যকুসুমাঞ্জলির
কবি; "পিসিমা"; "মা";
তোমারই মেজদিদি;
"পিসিমা", সাগরদাঁড়ি;
প্রিয়প্রসঙ্গ ও কাব্যকুসুমা
ঞ্জলির রচয়িত্রী; শ্রী
কাব্যকুসুমাঞ্জলির রচয়িত্রী;
কাব্য কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী;
কণকাঞ্জলির কবি; মানকুমারী
বসু, সাগরদাঁড়ি, যশোহর;
কণকাঞ্জলি রচয়িত্রী;
কণকাঞ্জলির রচয়িত্রী; শ্রী
কণকাঞ্জলির রচয়িত্রী;
মানকুমারী, সাগরদাঁড়ি
-জেলা যশোহর

(প ৯৩২.১ - প ৯৩২.২)
(প ৯৪৭.১ - প ৯৪৭.২)
প ৯৬১, প ৯৬৮, (প
৯৭০.১ - প ৯৭০.২), প
৯৮০, প ৯৮৩, প ৯৯০,
(প ৯৯৭.১- প ৯৯৭.৭)
, প ১০০২, প ১০০৮,
প ১০০৯, প ১০১৮, প
১০৪১, প ১০৪৯, প
১০৫৮, প ১০৬৬, প
১০৮৯, প ১১০৭, প
১১১৮, প ১১২০, প
১১২২, প ১১২৩,
প ১১৩৪, প ১১৩৯,
(প ১১৫৪.১ -
প ১১৫৪.২), প ১১৬৮,
প ১১৭৭, (প ১১৮৬.১
-প ১১৮৬. ৩), প ১২০৩, প ১২১১, প ১২১৫, প ১২১৬, প ১২১৮, (প ১২২৮.১ - প ১২২৮.২), প ১২৪৩, প ১২৪৭, প ১২৬০, (প ১২৭১.১ - প ১২৭১.৩), প ১২৭৩, প ১২৮১, প ১৩১৬, প ১৩১৭, প ১৩২০, (প ১৩২৯.১ - প ১৩২৯.২), প ১৩৩৬, প ১৩৫৭, প ১৩৫৮, প ১৩৬২, প ১৩৮৩, প ১৩৮৮, প ১৩৯৬, প ১৪০১, প ১৪০৪, প ১৪০৮, ১৪১৮, (প ১৪২১.১ - প ১৪২১.৯), প ১৪৩১, প ১৪৩৬, প ১৪৪৭, প ১৪৬১, প ১৪৬৫, প ১৪৭২, প ১৪৮৪, প ১৪৯৪, প ১৫০৮, প ১৫১৬, প ১৫২৬, প ১৫৩৫, প ১৫৪৩, প ১৫৫১, (প ১৫৫৮.১ - প ১৫৫৮.২), প ১৫৫৯, প ১৫৬৬, প ১৫৭১, প ১৫৯৮, প ১৬০৪, প ১৬২৩, প ১৬৬২, প ১৭০১, প ১৭০২, প ১৭১০, প ১৭২০, (প ১৭৪৩.১ - প ৭৪৩.৫), প ১৭৫২, প ১৭৬৮, প ১৭৮২, প ১৭৯৮, প ১৮০৯, প ১৮২৩, প ১৮৬০, প ১৮৬৯, প ১৮৭১, প ১৯০৮, প ১৯১৬, প ১৯২৭, প ১৯৮০, প ১৯৯২, প ২০১২, প ২০২৭, প ২১২১, প ২১৭০, প ২২১০, প ২২৮১, প ২২৮৪, প ২৩১৩, প ২৩১৬, প ২৩৬৭, প ২৩৯৮, প ২৪৮১, প ২৫১৯, প ২৫৩৪, প ২৫৪২, প ২৫৪৮, প ২৫৭৭, প ২৬০২, প ২৬০৪, প ২৬৮৫=১৪৫

৩৩৩	মায়াসুন্দরী (শ্রীমতী)	×	প ২৭২=১

৩৩৪	মুক্তকেশী	গ ১৮৬ বিষাদ =১	×
৩৩৫	মুক্তকেশী গুপ্ত, সেরপুর (শ্রী)	×	প ৮০=১
৩৩৬	মুক্তকেশী দেবী	×	প ৮৯২=১
৩৩৭	মৃণালিনী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৪৯১, প ১৫২৪, প ২৩৬৩ =৩
৩৩৮	মৃণালিনী বসু	×	প ২২৫৬, প ২২৯০, প ২৩৪৭, প ২৩৯৯=৪
৩৩৯	মৃণালিনী সেন (শ্রী, শ্রীমতী, রানী শ্রীমতী, শ্রীমতী রানী/ মৃণালিনী)	গ ২১৯ প্রতিধ্বনি গ ২২৫ নির্ঝরিনী গ ২৪৪ কল্লোলিনী গ ২৮৭ মনোবীণা =৪	প ১৪১১, প ১৪২৬, প ১৫২৫, প ১৭১৩, প ১৭২৮, প ১৭৬৪, প ১৭৮৭, প ১৮৪৭, প ১৮৫৯, প ১৮৯৯, প ১৯২৮, (প ১৯৪০.১ - প ১৯৪০.১১), প ১৯৫৯, প ১৯৭৯, প ২০০১, প ২০৩৬, প ২০৫১, প ২০৬৩, প ২০৮৫, ২১০৪, প ২১৩৬, প ২১৫৪, প ২২৮৬, প ২৩৬৩, প ২৩৭৩, প ২৩৮৬, (প ২৪৯৫.১ - প২৪৯৫.৩) =২৭
	মেরী, ই, লেস্‌লী ***দেখুন*** লেসলী, মেরী, ই [Miss Leslie Mary]		
৩৪০	মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (বনপ্রসূন রচয়িত্রী)	গ ১১৬ বন-প্রসূন গ ১৩৩ সফল স্বপ্ন =২	×
৩৪১	মোক্ষদাসুন্দরী (শ্রী)	×	প ২১৩২=১
৩৪২	মোক্ষদাসুন্দরী ঘোষ, কাকিনীয়া (শ্রী, শ্রীমতী/মোক্ষদায়িনী, কাকিনীয়া; মোঃ- কাকিনীয়া; মোক্ষদাসুন্দরী, কাকীনা)	×	প ৫২৮, প ৫৩৯, প ১৪১২, প ১৬৯৬, প ২১২৬=৫
৩৪৩	মোক্ষদাসুন্দরী দাসী (শ্রীযুক্তা)	×	প ১৩৯১=১

৩৪৪	মোক্ষদাসুন্দরী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৭২৯=১
৩৪৫	মোহিনী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৭৪০, প ৭৫৬, প ১২৫৭=৩
৩৪৬	মোহিনীসুন্দরী দাসী	গ ৯২ সতী উপাখ্যান =১	×
৩৪৭	যাদুমণি দাসী (শ্রীমতী)	×	প ১৫২৭=১
৩৪৮	যামিনীপ্রভা দেবী (শ্রী)	×	প ২২৮০=১
৩৪৯	যোগমায়া গোস্বামী	×	প ৭৯=১
৩৫০	যোগমায়া গোস্বামী (অন্তঃপুর শিক্ষার ২য় বর্ষীয়া ছাত্রী)	×	প ৭২=১
৩৫১	যোগমায়া চক্রবর্তী	×	প ১৬৭=১
৩৫২	যোগমায়া দাস (শ্রী)	×	প ৪১৮=১
৩৫৩	যোগমায়া দেবী, হাবড়া (শ্রী)	×	প ৫৫=১
৩৫৪	যোগমায়া দেবী (শাশুড়ী) এবং নীরদাদেবী (বধু)	×	প ১৬৮=১
৩৫৫	যোগমায়া দেবী	×	প ১৮৪৬=১
৩৫৬	যোগীন্দ্রমোহিনী বসু, সাং কোন্নগর (শ্রী)	×	প ১৮১, প ২৩৮=২
৩৫৭	রঘুমণি দেবী (শ্রীমতী/রঘুমণি দেবী, শান্তিপুর)	×	প ১৬৬, প ২১০=২
৩৫৮	রণকুমারী (শ্রী)	×	প ৯৭৪=১
৩৫৯	রমাসুন্দরী ঘোষ,	×	প ৩৫, প ৩৬, প ৫৬,

	কোন্নগর (শ্রী, শ্রীমতী/রমাসুন্দরী, কোন্নগড় রমাসুন্দরী, কোণনগর; রমাসুন্দরী; শ্রী র, সু, দা, সাং কোন্নগর; শ্রী রা, সু, ঘো। কোন্নগর; শ্রী র, সু, ঘোষ; শ্রী রা, সু, ঘো; শ্রী র, সু, ঘো; শ্রী র, সু, ঘোষ, কোন্নগর		(প ৫৮.১ - প ৫৮.২), (প ১১৩.১ - প ১১৩.২) , প ১১৬, প ১২২, প ১২৪, প ১২৫, প ১২৭, প ১২৯, প ১৩৫, প ১৪০, প ১৫২, প ১৭৩, প ৪৫৭=১৬
৩৬০	⊗ রাইকস্ (Miss Rikes) (মিস্)	গ ১৩৭ ধর্ম্মগীত গ ১৩৮ বাংলা ধর্ম্মগীত পুস্তক — ২	×
৩৬১	রাইকিশোরী দেব (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ১৯৬৭, প ২২০৪, প ২৪৭৯ =৩
৩৬২	রাখালদাসী দেবী (শ্রীমতী)	গ ৯৩ শোকমালা — ১	×
৩৬৩	রাখালমণি গুপ্ত (কোন সদ্বংশীয় কুলবধূ)	গ ১১ কবিতামালা অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ কবিতাসমূহ — ১	×
৩৬৪	রাজকুমারী দেবী (শ্রীমতী)	গ ৮৫ লক্ষ্মী-চরিত্র নূতন বৃহৎ গ ১৩৯ বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত — ২	×
৩৬৫	রাজবালা দেব (শ্রীমতী)	×	প ২৪০=১
৩৬৬	রাজলক্ষ্মী ঘোষ (শ্রী, শ্রীমতী)	গ ২৭১ শোকপ্রবাহ গ ২৮৮ আনন্দোচ্ছ্বাস — ২	প ২৭০৯=১
৩৬৭	রাজলক্ষ্মী মৈত্র, রামকৃষ্ণপুর (কুমারী)	×	প ৭০=১
৩৬৮	রাজলক্ষ্মী সেন (শ্রী)	×	প ৭৮, প ১৭৭, প ২১৭=৩

৩৬৯	রাজলক্ষ্মী সেন, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী	×	প ১৮০=১
৩৭০	রাধারানী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৬২৯=১
৩৭১	রাধারানী লাহিড়ী (কুমারী, শ্রী, শ্রীমতী/ সম্পাদক)	গ ৯৪ প্রবন্ধলতিকা গ ১১৭ সরল নীতিপাঠ গ ১৪০ কয়েকটী প্রবন্ধ ৩	প ১৯৮, প ১৫৪৯=২
৩৭২	রাধারানী লাহিড়ী, কলিকাতা (কুমারী)	×	প ৭৬, প ১৪৯, প ১৬২=৩
৩৭৩	রাধারানী লাহিড়ী, ১ম শ্রেণী শিক্ষায়িত্রী বিদ্যালয়	×	প ২১৯=১
৩৭৪	রামমতি, কৃষ্ণনগর (শ্রী)	×	প ১৪৭, প ১৬৫, প ২৫৬=৩
৩৭৫	রাসসুন্দরী	গ ৬২ আমার জীবন ১	×
৩৭৬	রাসসুন্দরী দাসী (শ্রী)	×	প ১৬৮৩=১
৩৭৭	রেবা রাই, কটক (কুমারী, শ্রীমতী/ রেবা রায়, কটক; রেবা রায়)	×	প ৯০৩, প ১০২২, প ১০৫১, প ১৮৩৭, প ১৯০২, প ২০০৬, প ২০৪৪, প ২২২৭, প ২২৬৮, প ২২৭৭, প ২২৯১, প ২৩২২, প ২৪২৮, প ২৪৯৩=১৪
৩৭৮	লক্ষ্মীমণি দেবী (শ্রী, শ্রীমতী/লক্ষ্মীমণি; অনামা)	গ ৩৭ চিরসন্ন্যাসিনী নাটক ১	প ১০৮, প ১১৯, প ১২১, প ১৩৭, (প ১৫০.১ - প ১৫০.২), প ১৭২, প ১৭৬, প ১৯৩, প ২০০, (প ১২৬১.১ - প ১২৬১.২)=১০

৩৭৯	লক্ষ্মীমণি দেবী, বর্দ্ধমান (শ্রী, শ্রীমতী/লক্ষ্মীমণি, বর্দ্ধমান; লক্ষ্মীমণি দেবী সাং কলিকাতা)	×	প ৯১, প ৯৬, প ১০০, প ১০৩, প ১৬১, প ১৯০ =৬
৩৮০	⊗ লতিফণ্‌নেসা- সাহাজাদপুর (শ্রী)	×	প ১৭২৩=১
৩৮১	লজ্জাবতী বসু (কুমারী, শ্রী, শ্রীমতী/লজ্জাবতী)	×	প ১২৬৯, প ১২৯০, প ১২৯৫, প ১৬৪৩, প ১৬৬১, প ১৬৬৪, প ১৬৭৮, প ১৬৯২, (প ১৭৩২.১ - প ১৭৩২.৬), প ১৭৫৩, প ১৭৭৬, প ১৭৭৭, প ১৮৪৮, প ১৮৯৫, প ১৯৭২, প ২০৯০, প ২১৩৫, প ২১৬২, প ২১৬৪, প ২২৩৫, প ২৩৯৬, প ২৪৪২, প ২৫১১, প ২৫৫৩, প ২৬৫৭, প ২৭০৫=২৬
৩৮২	ললিতাসুন্দরী দেবী, তারপাশা (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ২৮০, প ২৯০, প ৩১৫=৩
৩৮৩	লাবণ্যপ্রভা বসু (কুমারী, শ্রী, শ্রীমতী)	– ১ গ ২৭২ দৈনিক, প্রথমার্দ্ধ – ১	প ৪৯৬, প ৬৬৪, (প ৭৫২.১ - প ৭৫২.৩), প ১১৬০, প ১৫৪৬, প ১৫৮১=৬
৩৮৪	লাল দাস (শ্রীমতী)	×	প ৭১৮=১
৩৮৫	⊗ লী, অ্যাডা (Mrs Ada Lee) (মিসেস্)	গ ২৮১ চন্দ্রলীলা – ১	
৩৮৬	লীলাবতী মিত্র (শ্রী)	×	প ২৪১৬, প ২৪৩২, প ২৪৪১, প২৬০১=৪
৩৮৭	⊗ লেসলী (Miss Leslie) (মিস্)	গ ২৪ শিশুদিগের ধর্ম্মগীত – ১	×
৩৮৮	⊗ লেসলী, মেরী ই (Miss	১৯ স্টোরি অব বসন্ত – ২	

	Leslie Mary E) (মিস্)		
৩৮৯	⊗ লোপিজ, বি এম [অনুবাদিকা] (শ্রীমতী)	গ ১৪৬ ঐশ্বরিক জ্যোতি -১	×
৩৯০	শতদলবাসিনী দেবী (শ্রীমতী)	গ ১৪৬ বিজনবাসিনী, (নবন্যাস) -১	×
৩৯১	শর্ম্মিষ্ঠা (শ্রীমতী)	×	প ২৩৯৭=১
৩৯২	শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ (শ্রীমতী/শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ; শর্ম্মিষ্ঠা চন্দা)	×	প ১৭১৬, প ১৭৪১, প ১৭৮৬, প ১৭৯০, প ১৮৭৫, প ১৯০৩, প ১৯৬৫, (প ২০৫৭.১ - প ২০৫৭.৩)=৮
৩৯৩	শর্ম্মিষ্ঠা চন্দজায়া (শ্রীমতী)	×	প ১৫৯৪=১
৩৯৪	শরৎকুমারী, ভারত সংস্কার সভানেত্রী	×	প ২৭৪=১
৩৯৫	শরৎকুমারী গুপ্ত	গ ১৪৭ মহিলা উপদেশ -১	×
৩৯৬	শরৎকুমারী চৌধুরানী (শ্রী. শ্রীমতী/শ্রীমতী শা-দাসী, সিমলা; শ্রীমতী 'শা-দাসী')	×	(প ৪৪৪.১ - প ৪৪৪.২) প ১০৩২, (প ১০৫৯.১ - প ১০৫৯.২), প ১১১০, প ১২১৭, প ১২৬৮, প ১৩০৫, প ১৩৭৫=৮
৩৯৭	শরৎকুমারী দাসী (শ্রীমতী)	×	প ১৯১৩=১
৩৯৮	শরৎকুমারী দেবী (শ্রীমতী)	গ ২৯০ সাবিত্রী-চরিত -১	প ২৬২৩, প ২৬৯১=২
৩৯৯	শরৎকুমারী বসু (শ্রী)	×	প ৪২৬, প ৪৮৬ =২

৪০০	শরৎমোহিনী মজুমদার (শ্রীমতী)	×	প ৩১৬=১
৪০১	শরৎশশী মিত্র (শ্রী)	×	প ১২৭৪ =১
৪০২	শশীপ্রভা শেঠ (শ্রীমতী)	×	প ২২১৮=১
৪০৩	শশীমুখী দাসী, বাগুড়া, মাস্টারপাড়া	×	প ৩৩২=১
৪০৪	শশীমুখী দেবী (শ্রী)	×	প ২৫৪০=১
৪০৫	শান্তকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগবাজার (শ্রী)	×	প ২৩০=১
৪০৬	শান্তিময়ী দেবী (কুমারী/একটী ১০ বৎসরের বালিকা; একটী ১১ বৎসরের বালিকা)	×	প ১৮৬২, প ১৯৩১.১ক, প ২১৯৫, প ২৩৭৬, প ২৫০০, প ২৫৭৩, প ২৫৯৪=৭
৪০৭	শিখরবাসিনী দত্ত (শ্রী)	×	প ২৫২২=১
৪০৮	শৈবালিনী দেবী (শ্রী)	×	প ১৫৯২=১
৪০৯	শৈলজাকুমারী দেব্যাঃ, বৰ্দ্ধমানাধিরাজ বাহাদুরের বাঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়, ছোট দেউড়ী (শ্রীমতী/শৈলজাকুমারী)	×	প ৫৭, প ৬১, প ৬২=৩
৪১০	শৈলজাসুন্দরী দেবী (শ্রী)	×	প ১৭৭৫, প ১৮৭৪=২
৪১১	শৈলবালা চৌধুরী (শ্রী)	×	প ২০৮৪, প ২১০৯=২
৪১২	শৈলবালা দাসী, কলিকাতা	×	প ২৬২৮=১
৪১৩	শৈলবালা রায় (শ্রীমতী)	×	প ১২৯১=১

৪১৪	শোভনাসন্দরী দেবী (শ্রী)	×	প ১৮৮৮, প ১৮৯৩, প ২০৩৯, প ২১৮১, (প ১৯২১.১ - প ১৯২১.২) =৫
৪১৫	শ্যামাসুন্দরী দেবী	×	(প ৫১৩.১ - প ৫১৩.৩) , প ৫৪১, (প ৫৮৯.১ - প ৫৮৯.২)=৩
৪১৬	শ্যামাসুন্দরী দেবী, ঢাকা (শ্রীমতী)	×	প ২৬৪=১
৪১৭	শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়, (শ্রী/শ্যামাসুন্দরী)	×	প ২৪৮, প ২৫৩=২
৪১৮	শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা (শ্রী)	×	প ৫১৬ ১
৪১৯	'শ্রীমতী' স্বর্ণলতা	গ ৭৫ শূরবালা সুরবালা =১	×
৪২০	'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী	গ ৪৬ মনোরমা (আখ্যায়িকা) গ ৬৯ প্রণয়প্রতিমা গ ১০৮ মাতার উপদেশাবলী =৩	×
৪২১	শ্রীলেখা	×	প ২৬৫৬=১
৪২২	ষোড়শীবালা ঘোষ (অনামা)	×	প ৮৬৫=১
৪২৩	ষোড়শীবালা দাসী (শ্রীমতী)	গ ১৪১ পুষ্পপুঞ্জ =১	×
৪২৪	সতী দেবী	গ ২১৯ সতীসঙ্গীত =১	×
৪২৫	সত্যবতী দেবী (শ্রীমতী)	×	২০৯৩=১
৪২৬	সত্যবতী সেন (শ্রীমতী)	×	প ৩৭১=১

৪২৭	⊗ সন্ডিজ (Miss Sandays) (মিস্)	গ ২২০ সূর্যোদয় =১	×
৪২৮	সন্তোষকুমারী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ৮০৬, প ২৬৪৫=২
৪২৯	⊗ সরকার (Miss Sarkar) (মিস্)	গ ২০২ এই রক্ত =১	×
৪৩০	সরমা দেবী	×	প ২৪৭২=১
৪৩১	সরমাসুন্দরী ঘোষ	×	প ১৭০০=১
৪৩২	সরযুবালা ঘোষ (শ্রী)	×	প ২৫১২=১
৪৩৩	সরযুবালা দত্ত (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ২২৪৩, (প ২২৭৪.১ - প ২২৭৪.৩)=২
৪৩৪	সরযুবালা দেবী (কুমারী)	×	প ১৪১০=১
৪৩৫	সরলতা দেবী	গ ২৯৪ ব্রাহ্মণসেবধি স্মরণার্থে ঃ ভাবানুবাদ ১	
৪৩৬	সরলা (শ্রীমতী)	×	প ১৬১৫=১
৪৩৭	সরলা দত্ত (শ্রী)	গ ২৭৩ অশ্রুবিন্দু =১	প ১৯৬০, প ১৯৬৩, প ২০৫৮, প ২২৯৩, প ২৪৫৯, প ২৫৬৭=৬
৪৩৮	সরলা দত্ত মেদিনীপুর (শ্রী)	×	প ১৮২০, প ১৮২৬=২
৪৩৯	সরলা দেবী (কুমারী, শ্রী, শ্রীমতী/ বালিকার রচনা ঃ শ্রী অলীক প্রকাশ শর্ম্মণ;	গ ২৯২ শতগান গ ২৯৩ বাঙালীর পিতৃধন =২	প ৫৮৬, প ৬০৫, প ৬০৭, প ৭০২, প ৮৪৯, প ১০২৯, প ১০৬৪, (প ১১০৪.১ - প ১১০৪.৩), প ১১০৮, প ১১৫৭, প ১১৫৯, প ১১৬২, (প

শ্রীঃ –; শ্রী নব্যবাঙ্গলী; কস্যাচিৎ ভুক্ত ভগিনঃ; শ্রী; অনামা; সরলা দেবী, বি.এ; ইঃ-)

১১৬৫.১ - প ১১৬৫.৫), প ১১৬৬, প ১১৬৯, প ১১৭৬, প ১১৭৯, প ১১৮২, প ১১৮৪, প ১১৮৮, প ১১৯৮, প ১২০৫, প ১২০৭.১[১], প ১২২১, প ১২৩১, প ১২৩৫, প ১২৩৭, প ১২৩৯, প ১২৪৬, প ১২৪৮, প ১২৫৯, প ১২৭০, প ১৩০০, প ১৩০২, প ১৩১২, প ১৩১৪, প ১৩২২, প ১৩২৪, (প ১৩২৫.১ - প ১৩২৫.২), প ১৩৩৮, প ১৩৪০, প ১৩৫৩, (প ১৩৫৬.১ - প ১৩৫৬.৪), প ১৩৫৯, প ১৩৬৯, প ১৩৮৫, প ১৩৯৫, প ১৪২৪, প ১৪৪১, প ১৪৫২, প ১৪৬৮, প ১৪৭০, প ১৪৭৬, প ১৪৭৭, প ১৪৭৮, প ১৪৮০, প ১৪৮৫, প ১৪৮৬, প ১৪৯২, প ১৫০২, প ১৫০৩, প ১৫০৯, প ১৫১৭, প ১৫২৩, প ১৫৪০, প ১৫৬১, প ১৫৮৯, প ১৫৯৫, প ১৬৫২, প ১৬৬৮, প ১৭০৫, প ১৭০৭, প ১৭১৭, প ১৭১৯, প ১৭৩৭, প ১৭৪৫, প ১৭৮৫, প ১৮০৩, প ১৮১৯, প ১৮৭৮, প ১৯১৫, ১৯৩৮, প ১৯৮৭, প ২১৪৩, প ২১৬০, প ২২১৯, প ২২৩১, প ২২৩২, প ২২৪১, প ২২৪৪, প ২২৫৮, প২২৬৩, প ২২৭০, প ২২৭১, প ২২৭২, প ২২৮৭, প ২২৯২, প ২৩৩৯, প ২৩৭৪, প ২৪০৮, প ২৪১৭, প ২৫০২, প ২৫২৩, প ২৬৮৮, প ২৬৮৯, প ২৬৯৪, প ২৬৯৬=১০৭

৪৪০	সরলা মহল-নাবিশ (কুমারী)	গ ১৪৮ সঙ্গীতমুকুল - ২	(প ৫৬৯.১ - প ৫৬৯.২) =১
৪৪১	সরলা রক্ষিত, বি.এ (শ্রীমতী)	×	প ২০৮৭, প ২১১৩=২
৪৪২	সরলাবালা দত্ত (শ্রীমতী; সরলা দত্ত)	×	প ১২৪৯, প ২০২১, প ২১৫৭, প ২২০৩=৪
৪৪৩	সরলাবালা দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১১০৬, প ১৬২০=২
৪৪৪	সরলাবালা সরকার (শ্রী, শ্রীমতী/সরলাবালা দাসী)	×	প ৯৭১, প ৯৭৬, প ১০১৭, প ১০৬০, প ১০৭৭, প ১১০০, প

১১৯৪, প ১২০৭.৫, প ১২১৯, প ১২৫৪, প ১২৫৫, প ১৪৫৩, প ১৪৬০,

১ । ক্রমশঃ প্রকাশিত বারোয়ারী উপন্যাস। ৫টি পরিচ্ছেদে রচিত (প ১২০৭.১ - প ১২০৭.৫)। ১ম ও ৫ম পরিচ্ছেদটি যথাক্রমে সরলা দেবী ও সরলাবালা সরকার-এর লেখা। (দ্রঃ ক্রমিক সংখ্যা ৪৪৪, প ১২০৭.৫)। মধ্যবর্তী পরিচ্ছেদগুলি পুরুষ লেখকের লেখা। ১৩২৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

প ১৪৬২, প ১৬২৪, প ১৭২৬, প ১৭৫৮, প ১৮৪৯, প ১৯০১, প ১৯৪৫, প ১৯৯৯, প ২০২৪, প ২০৩৮, প ২১৩৭, প ২১৩৯, প ২১৪৫, প ২১৫৫, প ২১৭৪, প ২২২১, প ২৩৩৪, প ২৩৭৭, প ২৩৪৯, প ২৩৫০, (প ২৪১৮.১ - প ২৪১৮.২), প ২৪৭৮, প ২৪৮০, প ২৪৮৫, প ২৪৮৭, প ২৫১৩, প ২৫৫৬, প ২৫৬২, প ২৭১৮, প ২৭১৯=৪৩

৪৪৫	সরলাসুন্দরী (শ্রীমতী)	প ৯৫ সরেন্দ্র-সরলা ১	×
৪৪৬	সরলাসুন্দরী লাহিড়ী (শ্রীমতী)	×	প ৬৮৫=১
৪৪৭	সরলাসুন্দরী সেন। বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা (শ্রী)	×	প ৫৬১=১
৪৪৮	সরসীবালা দাসী (শ্রী, শ্রীমতী/ সরসীবালা)	×	প ১৯৭৭, প ২১৪৬, প ২৩২৩=৩
৪৪৯	সরসীবালা দাসী, মিরাট (শ্রীমতী)	×	প ২২৩৭=১
৪৫০	সরসীবালা দাসী, সাহারানপুর	×	প ২৩৯২=১
৪৫১	সরসীবালা রায় (শ্রী)	×	প ২৬৩৪=১
৪৫২	সরসীবালা সরকার (শ্রী)	×	প ২৩৪১=১
৪৫৩	সরস্বতী দেব্যা, মুড়াগাছা (শ্রী)	×	প ৪০৬=১
৪৫৪	সরস্বতী সেন	×	প ১৫৯, প ১৬০=২
৪৫৫	সরস্বতী সেন, খাঁটুরা	×	প ৩৯=১
৪৫৬	সরোজকুমারী দেবী (শ্রীমতী, শ্রী/সরোজকুমারী দেবী ও বলেন্দ্র-	গ ২২৬ হাসি ও অশ্রু -	প ৮৩৪, প ৮৩৭, প ৮৪৪, প ৮৭৮, প ৮৮২, প ৮৮৭, প ৮৮৯, প ৯০৪, প ৯০৯, প ৯১৭,

	নাথ ঠাকুর; এস্, কে, দেবী, মাগুরা, যশোহর)		প ৯১৯, প ৯২৬, প ৯৪৩, প ৯৫১, প ৯৬০, প ১০১০, প ১০১১, প ১০৩১, প ১০৩৩, প ১০৪৪, প ১০৭৫, (প ১১২১.১ - প ১১২১.২), প ১১৩৬, প ১১৪৩, প ১১৪৬, প ১১৪৭, প ১১৪৯, প ১১৭১, প ১২০৬, প ১২২৬, প ১২৪০, প ১২৪১, প ১২৫০, প ১২৯৩, প ১২৯৭, প ১৩২৬, প ১৩৪৫, প ১৪১৪, প ১৬২৫, প ১৬৪০, প ১৯৯৫, প ২০৪৪, প ২১০৭, প ২১১৫, প ২২১৩, প ২৩০৭, প ২৪০২, (প ২৫৯৯.১ - প ২৫৯৯.২), প ২৬৫০, প ২৬৭১, প ২৭১৪=৫১
৪৫৭	সরোজবাসিনী বী	গ ২০৩ বনবালা ১	×
৪৫৮	সরোজিনী (শ্রীমতী)	×	প ১৭৫৫=১
৪৫৯	সরোজিনী গুপ্ত (শ্রীমতী)	×	প ১৫২৯=১
৪৬০	সরোজিনী গুহ	×	প ২৪৫৫=১
৪৬১	সরোজিনী ঘোষ (শ্রীমতী)	×	প ৮২২, প ১৫৫৭=২
৪৬২	সরোজিনী চৌধুরী (শ্রী)	×	প ২৫৬৩, প ২৬২২, প ২৬৬৪, প ২৬৭৪=৪
৪৬৩	সরোজিনী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	গ ২২১ সুধাময়ী গ ২৫৭ বালিকা শিক্ষা-সোপন, প্রথম ভাগ গ ২৫৮ বালিকা শিক্ষাসোপান, দ্বিতীয় ভাগ গ ২৯৫ আবেগ ঃ গীতিকাব্য ৪	গ ১২৭৫, প ১৪২২, প ১৯৬৪, প ২১১০, প ২১১১, প ২১৯৯, প ২৩১৪, প ২৪০০, প ২৪৫৮, প ২৪৮৩, প ২৫৫৪, প ২৫৯৬, প ২৬৩৫, প ২৬৯২=১৪
৪৬৪	সরোজিনী দেবী, কিশোরগঞ্জ (শ্রী)	×	প ১৩৪১=১
৪৬৫	সরোজিনী দেবী, কোচবিহার (শ্রী)		প ১৫৭৭, প ১৯৬৪=২

৪৬৬	সরোজিনী দেবী, বনহুগলী (শ্রী)	×	প ১৭২১=১
৪৬৭	সরোজিনী বসু (শ্রী/সরোজিনী বসু, গৌহাটী)	×	প ২৪০০, প ২৪৩৫, প ২৫৫৭=৩
৪৬৮	সরোজিনী রায়	×	প ৯৯২ =১
৪৬৯	সরোজিনী রায়গুপ্তা (শ্রী)	×	প ১৬০৫, প ১৬০৯=২
৪৭০	সরোজিনী সেন, বনহুগলী (শ্রী)	×	প ১৬৭১=১
৪৭১	সারদা, মোজাফরপুর (শ্রী, শ্রীমতী/শ্রীমতী সা, মোজাফরপুর; শ্রী সা, মোজাফরপুর	×	প ৯৭, (প ১১১.১ - প ১১১.২)=২
৪৭২	সারদাসুন্দরী রায়, শিবহাটী (শ্রী/সারদাসুন্দরী রায়)	×	প ১৭০, প ২০৮, প ২১২=৩
৪৭৩	সারল্যময়ী দাসী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ২১৩০, প ২৪৪৩, প ২৫১৮=৩
৪৭৪	⊗ সিংহ, মার্থা সৌদামিনী, সংগ্রাহক	গ ১২ নারীচরিত =১	×
	সিলভিয়া গুপ্তা ***দেখুন*** গুপ্তা, সিলভিয়া		
৪৭৫	সুকুমারী ঘোষ, কৃষ্ণনগর (শ্রী)	×	প ৩৩০=১
৪৭৬	সুকুমারী দত্ত [এবং আশুতোষ দাস]	গ ৫৫ অপূর্ব্ব সতী নাটক =১	×
৪৭৭	সুকুমারী দাস, (কুমারী, শ্রী)	×	প ১৭৬৯, প ১৮৭৭, (প ১৯৩১.১ - প ১৯৩১.২)

			, প ২২৪৫, প ২৩৪৬, প ২৪৩১, প ২৫৭৮=৭
৪৭৮	সুকুমারী দাস বরিশাল (কুমারী)	×	প ২৩৬১=১
৪৭৯	সুকুমারী দেবী (শ্রী)	×	প ১৪৭৫, প ২৭০৮=২
৪৮০	সুখতারা দত্ত (শ্রী)	×	প ২২০৭, প ২৩৫১, প ২৩৭৯, প ২৪০৯=৪
৪৮১	সুখতারা দেবী (শ্রীমতী)	×	(প ১৯০৯.১ - প ১৯০৯.২), প ২০৪৯=২
৪৮২	সুদেবী বন্দ্যোপাধ্যায় (কুমার)	×	প ২৬০৩=১
৪৮৩	সুনলিনী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ২৫২৭, প ২৫৫৫, প ২৬৮৭=৩
৪৮৪	সুনীতি	×	প ২৫১৬=১
৪৮৫	সুনীতি মল্লিক (অনামা)	গ ২৩১ অকালকুসুম =১	×
৪৮৬	সুনীতি সেন (কুমারী)	×	প ১৬০৮=১
৪৮৭	সুবর্ণপ্রভা বসু (শ্রী, শ্রীমতী/ সুবর্ণপ্রভা বসু, সম্পাদিকা)	×	প ৫৩০, প ৫৩৩=২
৪৮৮	সুবর্ণবালা দেবী (শ্রীমতী)	×	প ১৭৬৬=১
৪৮৯	সুবাসিনী (শ্রীমতী)	×	প ২৫৫১=১
৪৯০	সুভাষিণী দেবী, বিক্রমপুর, পঞ্চসার, বান্ধব পুস্তকালয়	×	প ২৫২৬=১
৪৯১	সুমতি, সাং চুয়াডাঙ্গা (শ্রীমতী)	×	প ৬৯=১

৪৯২	সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর। দারভাঙ্গা (শ্রী, শ্রীমতী/সুমতি; সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর-দরভাঙ্গা; সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর-দরভাঙ্গা; সুমতি (সমস্তিপুর); সু, সমস্তিপুর; সু-সমস্তিপুর; সুঃ-সমস্তিপুর; সু-(প্রণতা), সমস্তিপুর; সুমতি-সমস্তিপুর; শ্রীমতী সু, সমস্তিপুর; শ্রী সু সমস্তিপুর; শ্রীমতী সু-সমস্তিপুর; শ্রীমতী সুঃ-সমস্তিপুর; শ্রীমতী সু-, ভাগলপুর)	×	প ৬১০, প ৬৪১, প ৬৬০, প ৭১৪, প ৭৪২, প ৭৮৬, প ৯২৭, প ৯৭৮, প ১২৪৪, প ১৪৯৭, প ১৫৩৪, প ১৫৫৪, প ১৫৬০, প ১৫৭৫, প ১৬৩৪, প ১৬৩৭, প ১৬৪২, প ১৬৫৯, প ১৬৬৩, প ১৬৭৫, প ১৬৭৬, প ১৬৯৩, প ১৭০৪, প ১৭৩০, প ১৭৯৯, প ১৮৩৮, প ১৮৮৭, প ১৯১২, প ১৯৪১, প ১৯৫০, প ২০১৮, প ২১৪৮, প ২২২৩, প ২৩৮৮=৩৪
৪৯৩	সুমতি মজুমদার (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ৩৮৭, প ৩৮৯, প ১১৮১, প ১৬৩৭, প ১৮৮০=৫
৪৯৪	সুমতি মজুমদার। কলুটোলা	×	প ৩৫৬=১
৪৯৫	সুমতি মজুমদার। ধাত্রীগ্রাম (শ্রী, শ্রীমতী/সুমতি মজুমদার, ধাত্রীগ্রাম-কাল্না)	×	প ৫০২, প ৫২৭, প ৫৪০, প ৫৫৫=৪
৪৯৬	সুমতিবালা দেবী, পাকুর, সাঁওতাল পরগনা (শ্রীমতী)	×	প ২২১২=১
৪৯৭	সুরঙ্গিনী সর্বাধিকারী ('শ্রীমতী' সুরঙ্গিনী)	গ ৫৪ তারাচরিত ঃ রাজস্থানীয় ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা ১	×
৪৯৮	সুরধনী সেন (শ্রী)	×	প ২৫৭০, প ২৬২৫=২

৪৯৯	সুরবালা দেবী	গ ২২২ একটি কথা	
৫০০	সুরবালা বসু, কাহালগাঁ (শ্রীমতী)	×	প ১৬৭০=১
৫০১	সুরমাসুন্দরী ঘোষ (শ্রী)	×	প ১৭০০, প ২৫৬৫, প ২৫৯৮, প ২৬৪২, প ২৭২১=৫
৫০২	সুরমাসুন্দরী ঘোষ, ময়মনসিং (শ্রী)	×	প ২১২২=১
৫০৩	সুরমাসুন্দরী দাসী, কৃষ্ণনগর, ঘোষপাড়া	×	প ৮৫৫ =১
৫০৪	সুরলতিকা ঘোষ (শ্রীমতী)	×	প ২৬৩৮=১
৫০৫	সুরসুন্দরী ঘোষ (শ্রীযুক্ত)	×	প ২৭২০=১
৫০৬	সুরসোহাগিনী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ৩০৫, প ৩১০=২
৫০৭	সুরুচীবালা (কুমারী)	×	প ২৪১১=১
৫০৮	সুরুচীবালা সেন (কুমারী)	×	প ২৫৬০, প ২৬৩০=২
৫০৯	সুরেন্দ্রমোহিনী বসু (শ্রী)	×	প ৪০৩, প ৪২৯=২
৫১০	সুশীলা, কালীগঞ্জ (শ্রীমতী)	×	প ৪২৩=১
৫১১	সুশীলা দেবী, লেডী ডাক্তার (শ্রীমতী)	×	প ১৩৩৯=১
৫১২	সুশীলা বসু (শ্রী)	×	প ২৩৫৫, (প ২৪৫২.১-প ২৪৫২.৩)=২
৫১৩	সুশীলাবালা চট্টোপাধ্যায় (কুমারী)	×	প ৪৮৭=১

৫১৪	সুশীলাবালা দেবী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ১১৯৯, প ২৫৬১=২
৫১৫	সুশীলাবালা বসু (শ্রীমতী)	×	প ১৪০৫=১
৫১৬	সুশীলাবালা সিংহ	×	(প ১৩৮৭.১ - প ১৩৮৭.৬), প ১৪৪৮=২
৫১৭	সুশীলাসুন্দরী দাসী (শ্রী)	×	প ১১৩৫=১
৫১৮	সুশীলাসুন্দরী দেবী (শ্রীমতী)	×	প ২২৩৬=১
৫১৯	সুহাসিনী দাসী, বর্ধমান (শ্রীমতী)	×	২৫৮২=১
৫২০	সুহাসিনী রায় (শ্রী)	×	প ১২৭৬=১
৫২১	সুরতকুমারী	×	প ১৩৩ =১
৫২২	সৌদামিনী (কুমারী)	×	প ১৭৫=১
৫২৩	সৌদামিনী কান্তগিরী (শ্রী, শ্রীমতী/সৌদামিনী কান্তগিরি)	×	প ১৭৮, প ১৭৯, প ১৮২, প ২০১=৪
৫২৪	সৌদামিনী গুপ্ত (শ্রী)	×	প ১৬১৬=১
৫২৫	সৌদামিনী দাসী, শিলাইদহ (শ্রীমতী)	×	প ১৮৬১=১
৫২৬	সৌদামিনী দেবী (শ্রীমতী/সৌদামিনী দেবী, অনুবাদক)	গ ১২৪ নূতন বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত গ ১৮৭ অদ্ভুত রামায়ণ গ ২২৭ মাতঙ্গিনী গ ২২৮ সীতার জীবনচরিত	×
৫২৭	স্বর্গীয় সৌদামিনী	গ ২৭৪ ভক্তিরস-	

	দেবী (কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বনিতা)	তরঙ্গিনী ;	
৫২৮	সৌদামিনী দেব্যাঃ, বাকরগঞ্জ (শ্রী)	×	প ৫৪, প ৬৫=২
৫২৯	সৌদামিনী মজুমদার (শ্রী)	×	প ১৮৭, প ১৯৯=২
৫৩০	সৌদামিনী হালদার (শ্রী)	×	প ৩৯৭, প ৪০৭, প ৪১৭, (প ৪২১.১ - প ৪২১.২), প ৪৩৭, প ৪৪৬, প ৪৫৪, প ৪৫৯, প ৪৬০, প ৪৬৭, প ৪৭১, প ৪৭২, প ৪৭৬, প ৪৮৮=১৪
৫৩১	স্নেহলতা দত্ত, চুঁচড়া (শ্রীমতী)	×	প ১৮৯৪=১
৫৩২	স্নেহলতা দেবী (কুমারী, শ্রী)	×	প ৬৩০, প ২৫৯১=২
৫৩৩	স্নেহলতা সেন	×	প ২৩২৯=১
৫৩৪	স্বর্ণকুমারী দেবী (শ্রী, শ্রীমতী/ অনামা; দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত উৎসব রচয়িত্রী; 'দীপ-নির্ব্বাণ' লেখনী প্রসুত্র দীপ-নির্ব্বাণ রচয়িত্রী; স্ব-; শ্রীমতী ** দেবী; সম্পাদিকা; শ্রী-দেবী; স্ব)	গ ৫৬ দীপ-নির্ব্বাণ গ ৮১ ছিন্নমুকুল ঃ উপন্যাস গ ৮২ বসন্ত-উৎসব ঃ গীতিনাট্য গ ৮৮ গাথা গ ৯৬ মালতী। উপন্যাস গ ১১৯ পৃথিবী গ ১৫২ সখী-সমিতি গ ১৫৬ মিবাররাজ ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস গ ১৬৫ হুগলীর ইমামবাড়ি গ ১৭৪ গল্পস্বল্প গ ১৮৮ বিদ্রোহ	প ৩৪৭, প ৩৫৮, প ৩৬০, প ৩৬৭, প ৩৭০, প ৩৭৭, প ৩৮১, প ৩৮৩, (প ৩৯০.১ - প ৩৯০.৪), প ৪১৬, (প ৪৪৯.১ - প ৪৪৯.২), প ৪৯০, (প ৪৯২.১ - প ৪৯২.৪), প ৪৯৫, প ৪৯৯, (প ৫০৬.১ - প ৫০৬.৬), প ৫০৭, প ৫২০, প ৫৪৬, প ৫৪৭, প ৫৫৩, (প ৫৬৭.১ - প ৫৬৭.৩), প ৫৭৬, প ৫৭৮, প ৫৮১, প ৫৮৫, প ৫৯৪, প ৬০৮, (প ৬১৩.১ -

		ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস গ ২০৫ নবকাহিনী গ ২০৬ বিবাহ্-উৎসব গ ২০৭ স্নেহলতা বা পালিতা, প্রথম ভাগ গ ২১২ স্নেহলতা বা পালিতা, দ্বিতীয় ভাগ গ ২২৯ কবিতা ও গান গ ২৩০ ফুলের মালা গ ২৫৯ কাহাকে?	প ৬১৩.২), প ৬২৭, প ৬২৯, প ৬৩৩, প ৬৩৪, প ৬৩৬, প ৬৩৭, প ৬৩৮, প ৬৪০, প ৬৪৬, (প ৬৪৮.১ - প ৬৪৮.২), প ৬৪৯, প ৬৭০, প ৬৯১, প ৬৯৯, প ৭০৩, প ৭০৬, প ৭০৮, প ৭১৩, প ৭২২, প ৭২৩, প ৭২৪, প ৭৩৮, প ৭৩৯, প ৭৪৩, প ৭৪৫, প ৭৪৮, প ৭৫০, প ৭৫১, প ৭৬০, প ৭৬২, প ৭৬৪, প ৭৬৫, প ৭৬৮, প ৭৭৩, (প ৭৭৪.১ - প ৭৭৪.৪), প ৭৭৫, প ৭৭৬, প ৭৮৩, প ৭৯১, প ৭৯৮, প ৮০১, (প ৮০৭.১ - প ৮০৭.২), প ৮১৩, প ৮১৬, প ৮২০, প ৮২৫, প ৮২৮, প ৮৩১, প ৮৩২, প ৮৪০, প ৮৪৫, (প ৮৫০.১ - প ৮৫০.৩), প ৮৬২, প ৯০৮, প ৯২২, প ১০০১, প ১০০৪, প ১০০৬, প ১০০৭, প ১০১৬, প ১০৪৩, প ১০৫২, প ১০৬১, (প ১০৬২.১ - প ১০৬২.৬), প ১০৬৮, প ১০৭২, প ১০৮৭, প ১১১৪, প ১১১৬, প ১১৫১, (প ১১৬২.১-প ১১৬২.৬), প ১১৬৩, প ১১৭৩, প ১২৫১, প ১২৭১.১ক, প ১২৭১.১ খ, প ১২৭১.১গ, প ১২৭২, প ১২৮৪, প ১২৮৭, প ১৩০৬, প ১৩০৭, প ১৩০৮, প ১৩০৯ক, প ১৩০৯খ, প ১৩০৯ গ, প ১৩০৯ ঘ, প ১৩১০, প ১৩১০ক, প ১৩৫৫, প ১৩৭২, প ১৩৭৩, প ১৩৭৪, প ১৩৭৫, প ১৩৭৬, প ১৩৭৭, প ১৩৭৮, প ১৩৭৯, প ১৩৮১, প ১৩৯২, প ১৪১৬, প ১৪২৯, প ১৪৩৮, প ১৪৪৫, প ১৪৬৪, প ১৫০০, প ১৫১২, প ১৫১৮, প ১৫২২, প ১৫৩০, প ১৫৫৫, (প১৫৫৬.১ - প ১৫৫৬.২), প ১৬৭৯, প ১৭০৬, প ১৮১৪, প ১৮৫৭, প ১৮৬৬, প ২০১৫, প ২৩০০, প ২৩১৫, প ২৪৯১, প ২৫৪৬, প ২৫৫৯=১৫৩
৫৩৫	স্বর্ণপ্রভা বসু, বঙ্গমহিলা সমাজের সম্পাদিকা (শ্রী)	×	প ৩৬১, প ৩৬৯=২
৫৩৬	স্বর্ণপ্রভা বসু, বৌবাজার	×	প ১৪১=১
৫৩৭	স্বর্ণময়ী গুপ্তা	গ ১৬৪ উষাচিন্তা	×

	(শ্রীমতী)	অর্থাৎ আধুনিক আর্য্যমহিলাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	
৫৩৮	স্বর্ণময়ী চৌধুরানী, শেরপুর (শ্রী)	×	প ৮১=১
৫৩৯	স্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা (শ্রী)	গ ২৯৮ বিজনবালা বা আদর্শ নারী	×
৫৪০	স্বর্ণময়ী দেবী (শ্রী)	×	প ৬৮০=১
৫৪১	স্বর্ণময়ী সেন (শ্রীমতী)	×	প ৭৬৯=১
৫৪২	স্বর্ণলতা ঘোষ (শ্রী, শ্রীমতী/ স্বর্ণলতা, কলিকাতা)	×	(প ৬৬.১-প ৬৬.৫), প ৮৩, প ৮৬, প ২০৬৯=৪
৫৪৩	স্বর্ণলতা চৌধুরী (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ২০০৭, প ২০২২, প ২০৯৪, প ২১৪৯, (প ২১৫১.১ - প ২১৫১.৭) , প ২১৯৮, প ২৬২৯, প ২৬৬৭=৮
৫৪৪	স্বর্ণলতা দেবী (শ্রী)	×	প ১৯৯০ =১
৫৪৫	স্বর্ণলতা মল্লিক	×	(প ১৪১৯.১ - প ১৪১৯.২)=১
৫৪৬	হরকুমারী দেবী	গ ৭ বিদ্যাদারিদ্রদলনী	×
৫৪৭	হরকুমারী সেন, কলিকাতা, (শ্রী)	×	প ২২১১=১
৫৪৮	হরিদাসী, মধুপুর (হরিদাসী; হরিদাসী,	×	প ২০৮০, প ২০৮২, প ২১০৬=৩

	বঙ্গলবাড়ী)		
৫৪৯	হরিদাসী দাসী। কলিকাতা, ভবানীপুর (শ্রীমতী)	×	প ২৩৬৬, প ২৪২০=২
৫৫০	হরিবালা দেবী	গ ১৮৯ সতী সংবাদ ও অন্যান্য কবিতাবলী — ১	×
৫৫১	হরিমতি চট্টোপাধ্যায় (শ্রী/হরিমত্রি হরিমতি দেবী)	×	প ৩৭৯, প ৩৯৪, প ৪৪১, প ৪৬২, প ৫৬৬, প ৬০৬, প ৭১৭, প ৭৪৪=৮
৫৫২	হরিমতি চট্টোপাধ্যায়, কাল্না (শ্রী, শ্রীমতী/হরিমতি, কাল্না; হরিমতি দেবী, কাল্না)	×	প ২৭৫, প ৩০৩, প ৩০৮, প ৩৩৩, প ৭৫৭, প ৭৯৬, প ১৬৪১=৭
৫৫৩	হিঙ্গনকুমারী ঘোষ, রায়না, বর্দ্ধমান (শ্রীমতী)	×	প ১২৮৬=১
৫৫৪	হিরন্ময়ী গুপ্তা (শ্রীমতী)	×	প ২৬৯৩=১
৫৫৫	হিরন্ময়ী দেবী (কুমারী, শ্রী, শ্রীমতী)	×	(প ৩৫৩.১ - প ৩৫৩.২), প ৪১৪, প ৫২৬, প ৫৩৪, প ৫৪৪, প ৬০৩,

প ৬৫১, প ৬৫৪, প ৬৬৭, প ৬৭৪, প ৬৮৪, প ৬৮৭, (প ৭০০.১- প ৭০০.২), প ৭০৫, প ৭১০, প ৭১১, প ৭১৬, প ৭১৯, প ৭২৭, প ৭৫৮, প ৭৬৬, প ৭৮৪, প ৮০৯, প ৮২৪, প ৯৮২, প ৯৮৬, প ৯৮৯, প ১০৪৫, (প ১০৮৪.১ - প ১০৮৪.২), প ১০৮৬, প ১০৯১, প ১০৯২, প ১০৯৭, প ১১০১, প ১১০৯, প ১১১১, প ১১১২, প ১১১৩, প ১১২৭, প ১১৩০, প ১১৩৮, প ১১৪১, প ১১৬৭, প ১১৮০, (প ১২০১.১ - প ১২০১.২), প ১২২০, প ১২২৪, প ১২২৭, প ১২৩০, প ১২৩২, প ১২৩৩, প ১২৩৪, প ১২৪৫, প ১২৫২, (প ১২৫৮.১ - প ১২৫৮.৩), প ১২৬২, প ১৩০১, প ১৩১৫, প ১৩৪২, প ১৩৪৭, ১৩৮৬, প ১৩৮৯, প ১৩৯৭, প ১৩৯৯, প ১৪০৬, প ১৪০৬ক, প ১৪০৭, প ১৪২০, প ১৪২৫, প ১৪৩৫, প ১৪৪২,

			প ১৪৫০, প ১৪৬৯, প ১৪৭৪, ১৫৯৯, প ১৭০৩, প ১৭১২, প ১৭৬৭, প ১৮১৬=৭৯
৫৫৬	হিরন্ময়ী সেন (কুমারী)	×	প ১৬৬৬=১
৫৫৭	হেমন্তকুমারী গাঙ্গুলী (কুমিল্লার কুমারী)	গ ৯৭ আলেখ্যলতিকা ১	×
৫৫৮	হেমন্তকুমারী গুপ্তা (শ্রী)	×	প ২৬৬৩=১
৫৫৯	হেমন্তকুমারী গুপ্তা, ফরিদপুর (শ্রীমতী)	×	২৭১৬=১
৫৬০	হেমন্তকুমারী চৌধুরী (সম্পাদিকা)	×	প ২৭০৪, প ২৭০৬, প ২৭১০=৩
৫৬১	হেমন্তকুমারী চৌধুরী, শ্রীহট্ট	×	প ২৬১৩=১
৫৬২	হেমন্তকুমারী সেন, ফরিদপুর (শ্রী)	×	প ২৫৮১=১
৫৬৩	হেমন্তকুমারী সেনগুপ্তা (শ্রী, শ্রীমতী)	×	প ২৬৭৫, প ২৭০০=২
৫৬৪	হেমন্তনন্দিনী (শ্রীমতী)	×	প ২৮৬=১
৫৬৫	হেমলতা ঘোষ (শ্রীমতী)	×	প ৭৫৩=১
৫৬৬	হেমলতা দাসী, ব্যজড়া (শ্রীমতী)	×	প ২৩৭০=১
৫৬৭	হেমলতা দেবী (কুমারী, শ্রী, শ্রীমতী/ হেমলতা সরকার)	গ ২৬০ ভারতবর্ষের ইতিহাস	প ৫২২, প ৫২৫, প ৫৮২, প ৬০২, প ৬৬৮, প ১৪৯৫, প ১৫৩২, প ১৫৮৭, প ২১৩৮, প ২২০১, প ২২৯৭, প ২৫২৪, প ২৫৩৩, (প ২৫৩৬.১ - প ২৫৩৬.২), (প ২৫৪৭.১ - প ২৫৪৭.২)=১৫
৫৬৮	হেমলতা দেবী, চন্দননগর	×	প ২৩২৯=১

৫৬৯	হেমলতা রায় (শ্রী/হেমলতা)	×	প ৩৬৮, প ৪১২, প ৪৮০=৩
৫৭০	হেমাঙ্গিনী (শ্রীমতী)	×	প ২৮৪=১
৫৭১	হেমাঙ্গিনী ঘোষ (শ্রীমতী)	গ ২৭৫ শবরমালা – ১	×
৫৭২	হেমাঙ্গিনী চৌধুরী (শ্রী)	×	(প ২২৪২.১ - প ২২৪২.২)=১
৫৭৩	হেমাঙ্গিনী দেবী (শ্রীমতী/ হেমাঙ্গিনী দেবী)	×	প ২০৭১, প ২৪১৩, প২৪২৭, প ২৪৬২, প ২৫০৩, প ২৫৬৪, প ২৬৪৪ =৭
৫৭৪	হেমাঙ্গিনী বসু	×	প ২৫৭৯=১
৫৭৫	⊗ হেসাম, হ্যানুট (Miss Hanut Haysham) (মিস্)	গ ৯৮ বাংলা আদর্শলিপি – ১	×

হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স ***দেখুন*** মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]

হ্যানুট হেসাম ***দেখুন*** হেসাম হ্যানুট [Miss Hanut Haysham]

(খ) ছদ্মনাম/সংকেত

ক্রমিক সংখ্যা	লেখিকা নাম	গ্রন্থ	প্রকীর্ণ রচনা
১	অ —	×	প ৩০ =১
২	অনুগত স্ত্রী, মুরশিদাবাদ	×	প ২৪৫=১
৩	আপনার আশীর্ব্বাদিকা	×	প ৩২৩=১
৪	একজন পাঠিকা	×	প ২৫৪=১
৫	একজন বঙ্গবামা	গ ১৪৯ প্রণয়পত্রিকা ঃ অভিনব সামাজিক উপন্যাস – ১	×
	একজন বঙ্গমহিলা	গ ৭০ কামিনী ও মৃন্ময়ী গ ৭৬ কমলকলিকা, প্রথম খন্ড	×

		– ২	
	একজন বঙ্গমহিলা **গ** ২৫ পদ্যমালা ***দেখুন*** (ক) স্বনাম ঃ কৃষ্ণময়ী দাসী		
৭	একজন মহিলা	×	প ৮০১=১
৮	একজন সৎমা	×	প ৩৭৩=১
৯	একজন হতভাগিনী কন্যা	×	প ১৯৩৯=১
১০	একজন হিন্দুমহিলা	গ ১৭ পদ্যচতুষ্টয় গ ৩৯ মনোরমা গ ২৩৩ বিজ্ঞানকুসুম গ ২৩৪ মাতৃভক্তি	×
		– ৪	
১১	একটী দুঃখিনী, পাঁচদোনা	×	প ১৬৩৩=১
১২	একটী বধূ, তুষভাণ্ডার	×	প ২৫৮৭=১
১৩	একটী বধূ, শিলচর	×	প ২৬৩১, প ২৬৮২=২
১৪	কতিপয় অনুগত পাঠিকা	×	প ২৩৬=১
১৫	'কষ্মিন্ হিন্দুমহিলা'	গ ১৪ বল্লাখীখাত নাটক	×
		– ১	
১৬	কা, চ, ভ	×	প ১৮৯৬=১
১৭	কালীঘাটস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী (চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা)	×	প ২৯২=১
১৮	কিরণ	×	প ১৭৭৮, ১৭৯৬, (প ১৮৩৬.১ - প ১৮৩৬.২) =৩
১৯	কুমারী	×	প ২৩৩৮=১
২০	কুমারী * দেবী	×	প ৫৩৭, প ৫৪২, (প ৫৪৮.১-প ৫৪৮.৬), প ৫৫২, প ৫৫৭=৫
২১	কুমারী * লাহিড়ী	×	প ২৬৭=১

২২	কুমারী ব **		৩৯৫, প ৪০৮, (৪১০.১ - ৪১০.৩)=৩
২৩	কৃ—	×	প ৩৩৫=১
২৪	কৃষ্ণনগরের পরিচিতা পাঠিকা	×	প ২৯১=১
২৫	কোন অজ্ঞাতনাম্নী (অনামা)	গ ২৬২ শান্তিময়। বা দুই ভগ্নী উপন্যাসের উপসংহার ভাগ ১	×
২৬	কোন একটী বঙ্গীয় বিধবা	×	প ২৭৬=১
২৭	কোন কুলকামিনী, গুপ্তিপাড়া	×	প ১৩৮, প ১৬৯, প ১৯৭=৩
২৮	কোন প্রাচীনা বাহ্মণী	×	প ৩৮০=১
২৯	কোন বঙ্গ-কামিনী	গ ৩০ কুসুমমালিকা ১	×
৩০	কোন বঙ্গবালা	গ ২২ বঙ্গবালা ঃ দশপদী কবিতাবলী ১	×
৩১	কোন বঙ্গমহিলা (অনামা)	গ ৪০ স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ গ ৪৭ বিলাপ লহরী গ ১০২ মাতৃস্নেহ গ ১৫১ ছায়া টেনিসনের অনুকরণে) ৪	প ২৭৭, প ৫৩৫=২
৩২	কোন বঙ্গমহিলা [এবং রাজনারায়ণ বসু]	×	প ১২০৮=১
৩৩	কোন মহিলা	গ ১৫ লীলাবতী (অঙ্কশাস্ত্র) গ ১২১ গৃহশ্রী সম্পাদন গ ২৭৭ জ্যোতিকণা	×

	কোন সদ্বংশীয় কুলবধূ **গ** ১১ কবিতামালা ...***দেখুন*** (ক) স্বনাম ঃ রাখালমণি গুপ্ত।		
	কোন হিন্দুকুলনারী **গ**৭৮ নারীরচিত কাব্য ***দেখুন*** (ক) স্বনাম ঃ উপেন্দ্রমোহিনী।		
৩৪	কোন হিন্দুবিধবা	গ ৬৪ বিধবাবিলাপ গ ১০৩ আমি রমণী	×
৩৫	কোন হিন্দুমহিলা	গ ৭৯ মাতৃস্নেহ ও ঈশস্তুতি – ১	প ৩৬২, প ১১৯১=২
	কোন হিন্দুমহিলা **গ** ৪৫ ***দেখুন*** (ক) স্বনাম ঃ ইন্দুমতী দাসী		
৩৬	খাঁটুয়াবাসিনী অবলা	×	প ১২০=১
৩৭	গরিব ভগিনী ***	×	প ১০০০=১
৩৮	গো. চ, দত্ত, বর্দ্ধমান মিশন	×	প ৫১৮=১
৩৯	চ	×	প ১৩৬৭=১
৪০	চা—	×	প ১৬৬৫=১
৪১	চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ	×	প ৩০১=১
৪২	জগদ্দল	×	প ২৪২=১
৪৩	জগদ্দলবাসিনী	×	প ১৪৪=১
৪৪	জগদ্দলবাসিনী হিন্দুমহিলা	×	প ২৬০=১
৪৫	জগদ্দলস্থ হিন্দুমহিলা	×	প ২৪৩=১
৪৬	জনৈক বঙ্গ-কুলকামিনী	গ ৬৫ বিনয়াবতী উপন্যাস – ১	×
৪৭	জনৈক বঙ্গমহিলা	গ ১১১ পদ্যমালা গ ১৮১ ভক্তিমালা (কবিতাপুস্তক) – ২	প ২৫৭, প ২৫৯, প ৬৫৩=৩
৪৮	জনৈক মহিলা	×	প ১০৯=১
৪৯	জনৈক মহিলার সাহায্যে সম্পাদক	×	প ৫১৫=১

৫০	জনৈক শান্তিগৃহ প্রার্থিনী অবলা, খাঁটুরা	×	প ২১৬=১
৫১	জনৈক হিন্দুমহিলা	গ ১২৯ অবসরবিকাশঃ কবিতাবলী, প্রথম খন্ড — ১	প ২৭৩, প ৪৪০, প ১৩৭১=৩
৫২	জনৈক বৃদ্ধামহিলা	×	প ১৫৮২=১
৫৩	"জনৈকা ভদ্রমহিলা"	গ ৫৭ সন্তাপিনী নাটক — ১	×
৫৪	ঢাকাস্থ কোন রমণী	×	প ১৯৫=১
৫৫	তোমাদের বৃদ্ধা পিসিমা	×	প ৫৭৪=১
৫৬	তোমারই আমি	×	প ১২৯২=১
৫৭	দত্তপুকুরস্থ কোন ভদ্রকুলবালা	×	প ৫৯=১
৫৮	দোরোর উত্তরপল্লী-নিবাসিনী কোন মহিলা	×	প ৯৮=১
৫৯	"দিদি"	×	প ১২৪২, প ১২৮৫, ১৭৫৪=৩
৬০	দীনা বঙ্গবালা	×	প ১৭৮৪=১
৬১	নবীন	×	প ৭৯০=১
৬২	নারী	×	প ১৬১১=১
৬৩	নি, রা	×	প ২৫৩২=১
৬৪	নী	×	প ১২৮৮=১
৬৫	পর্ব্বতবালিকা	×	প ৪২২=১
৬৬	পরিচিতা আশীষাকাঙ্খিনী	×	প ১০৭৯=১
৬৭	পরিচিতা উদাসিনী	×	প ১৬৫১=১
৬৮	পরিচিতা পাঠিকা, কৃষ্ণনগর	×	প ৩৩১, প ৩৫৫=২
৬৯	পাঠিকা, দ্বারভাঙ্গা	×	প ৩১১=১
৭০	পাঠিকা—, কৃষ্ণনগর	×	প ৩৪৬=১
৭১	পাত্রীর মাতা, বাজিতপুর-বাংলা (জেলা দ্বারভাঙ্গা)	×	প ২১৭৮=১

৭২	প্যারীমোহন ব্যানার্জীর কন্যা	গ ১২৩ বিজনপ্রসূন =১	×
৭৩	প্রকৃতি গায়িকা (“প্রকৃতি’ গায়িকা)	গ ২৮২ রসলীলা =১	প ১৬১৪, প ১৭৬০, প ১৭১১=৩
৭৪	প্রণয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী	×	প ৬৭১=১
৭৫	প্রিঃ—	×	প ৭৮০=১
৭৬	বঙ্গবাসিনী	×	প ১৬৩২=১
৭৭	বঙ্গমহিলা	×	প ১৯১৪=১
৭৮	বঙ্গমহিলা সমাজের কোন সভ্য	×	প ৪৮৩=১
৭৯	বর্দ্ধমানস্থ কোন ভদ্রকুলবালা	×	প ৮৪=১
৮০	বর্দ্ধমানস্থ ভদ্রকুলবালা	×	প ৮৮=১
৮১	বরাহনগরবাসিনী বিরহিনী বিধবা	×	প ২=১
৮২	বরাহনগর হইতে প্রাপ্ত	×	প ৮৮৬=১
৮৩	বরাহনগর হিন্দু-বিধবাশ্রমবাসিনী বিধবাগণ, বরাহনগর	×	প ২১২৩=১
৮৪	বামাহিতৈষিনী সভার সম্পাদিকা	×	প ২২৪=১
৮৫	বারাসাতস্থ কোন ভদ্রকুলবালা	×	প ৮৭=১
৮৬	বালিকার রচনা	×	প ১১৩৩=১
৮৭	বাসভ্রষ্ট বারাঙ্গনানং, মেদিনীপুর	×	প ৫=১
৮৮	বিধবা, ছদ্ম	×	প ৩৪৮=১
৮৯	বি, বা, দ	×	প ১৩১৮=১
৯০	বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী	×	প ৩=১
৯১	বোয়লিয়াস্থ কোন ভদ্রমহিলা	×	প ১৭৪=১
৯২	ব্রাহ্মিকা। কলুটোলা	×	প ১৪২=১
৯৩	ব্রাহ্মিকাগণ	×	প ৭৭=১

৯৪	ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী	×	প ১৯৪, প ২১৪=২
৯৫	ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী	×	প ১৫৫৩=১
৯৬	ম, কলিকাতা	×	প ১৫৪৭=১
৯৭	মা	×	প ২২৪৯=১
৯৮	মাননীয়া ভগিনী	×	(প ৩২৮.১ - ৩২৮.১০) =১
৯৯	মাসিমা	×	প ২৪৬৯=১
১০০	'মাসিমা', কটক	×	প ২৬৩৬=১
১০১	Miss বঙ্কিমবিনোদিনী	×	প ৯০৬=১
১০২	মুক্সুদপুরনিবাসিনী জনৈক সৎমা	×	প ৩৭৫=১
১০৩	যো—	×	প ৮৫৭=১
১০৪	রা-রসাপাগলা	×	প ১৬৮৬=১
১০৫	রা **	×	প ২২৭=১
১০৬	শোকসন্তপ্তা	×	প ১৬১৭=১
১০৭	শ্রী	×	প ৮৬৩, প ১৯৫৮, প ২০৭২=৩
১০৮	শ্রী অ	×	প ২১৭১=১
১০৯	শ্রীঃ - বহুবাজার	×	প ৩০০=১
১১০	শ্রী কঃ	×	প ১৭৫৭=১
১১১	শ্রী কা	×	প ৩৬৬=১
১১২	শ্রী কাঃ	×	প ২৩১=১
১১৩	শ্রী ক, কা, রানাঘাট	×	প ২২৩=১
১১৪	শ্রী ন	×	প ২৩০৩=১
১১৫	শ্রী নিঃ, শিলং	×	প ৫৩৮, প ৫৯৭, প ৬০৯, প ১০২০=৪
১১৬	শ্রী নিঃ দেবী	×	প ২৩৪২=১
১১৭	শ্রী নী	×	প ৯৫৫, প ১১৫৫=২
১১৮	শ্রী নীঃ	×	প ১০১৯=১
১১৯	শ্রী নী, কলিকাতা	×	প ৮৭২=১

১২০	শ্রী নী—	×	প ১১৯০, প ১৩৬১, প ২৪৩৪=৩
১২১	শ্রী নী...বসু	×	প ২১৩৪=১
১২২	শ্রীপুর হইতে কোন বঙ্গকামিনী	×	প ২৫১=১
১২৩	শ্রী ব	×	প ১৮৪৪=১
১২৪	শ্রী বিঃ। গৌহাটী	×	প ২৬৫২=১
১২৫	শ্রী বি. সু	×	প ৪৭৫=১
১২৬	শ্রী বি-রায়, তালডাঙ্গা	×	প ১৬৫৫=১
১২৭	শ্রী ব্র, সু	×	প ২৪৯=১
১২৮	শ্রী ভা **দেবী, কোন্নগর	×	প ১৪৮=১
১২৯	শ্রী ল - হতভাগিনী	×	প ২৪০৪=১
১৩০	শ্রী শ	×	প ১৪১৩=১
১৩১	শ্রী স	×	প ২২৮৮=১
১৩২	শ্রী স, ম	×	প ৩৩৯, প ৩৪১=২
১৩৩	শ্রী স—দেবী	×	প ১৮১৭, প ১৯৯১=২
১৩৪	শ্রী স-দেবী, বেনারস	×	প ১৭৬৫=১
১৩৫	শ্রী সা—	×	প ৫৭১=১
১৩৬	শ্রী সু—দেবী	×	প ২৫২৫=১
১৩৭	শ্রী সৌ	×	প ২৩৭=১
১৩৮	শ্রী—	×	প ৪৯৮, (প ৫৮৮.১ - প ৫৮৮.২), প ১৩২৮, প ১৪০০, প ১৬০০, প ২৫০৫=৬
১৩৯	শ্রী - কালনা	×	প ৫৪৫, প ৫৫১=২
১৪০	শ্রী - খিদিরপুর	×	(প ৫৭৩.১ - প ৫৭৩.২) =১
১৪১	শ্রী—ঢাকা	×	প ১৭২৪=১
১৪২	শ্রী-দেবী	×	প ৮৯৪, প ১০৭১=২
১৪৩	শ্রী - স -	×	প ২৫৯৩=১
১৪৪	শ্রী **, শিক্ষায়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী	×	প ২৪১=১
১৪৫	শ্রী ** দেবী	×	প ২৩৫৬, প ২৪১০=২
১৪৬	শ্রী ***	×	প ৯৯৬, (প ১৪২৮.১ -

			প ১৪২৮.২)=২
১৪৭	শ্রী...	×	প ১৯২০=১
১৪৮	শ্রী..., কলিকাতা	×	প ১৪৭১=১
১৪৯	শ্রী...দেবী	×	প ৭৯৩, প ৮৬৬, প ৮৮১, প ৮৮৩=৪
১৫০	শ্রী...দেবী, সিংগড়-পাহাড়	×	প ১৮৪=১
১৫১	শ্রীমতী (বালিকাব রচনা)	×	প ৩৮২, প ৫৯৬, প ৯১৬, প ২০৪২, প ২০৫৫, প ২০৬১, প ২০৬৮, প ২৪৩৭, প ২৪৭১, প ২৪৯৮=১০
১৫২	শ্রীমতী, ছদ্ম	×	প ৫২১=১
১৫৩	শ্রীমতী অ	×	প ১৪৯৬=১
১৫৪	শ্রীমতী অ-, কলিকাতা	×	প ২০৮৮=১
১৫৫	শ্রীমতী অ -মিত্র	×	প ২২৬৭=১
১৫৬	শ্রীমতী অ, মো, বসু	×	প ৮৫২=১
১৫৭	শ্রীমতী (আর কি?) মুখরা	×	প ২৬১=১
১৫৮	শ্রীমতী ই-	×	প ২৪৩০=১
১৫৯	শ্রীমতী উ--	×	প ৮৩৮=১
১৬০	শ্রীমতীঃ--	×	প ৩৪৫=১
১৬১	শ্রীমতী কঃ--, ভাগলপুর (শ্রীমতী ক— ভাগলপুর; শ্রীমতী ক, ভাগলপুর; "মাসিমা" শ্রীমতী ক, ভাগলপুর)	×	প ২১৪০, প ২২০৫, প ২৪২৩, প ২৫০৭, প ২৫৪৪, প ২৬২৭, প ২৬৭৩=৭
১৬২	শ্রীমতী কুঃ	×	প ৯৯৩=১
১৬৩	শ্রীমতী কৃ-দেবী, জয়দেবপুর, ঢাকা	×	প ২৯৫, (প ৩০৯.১ - প ৩০৯.২)=২
১৬৪	শ্রীমতী ক্ষী-সাত্না	×	প ১৮৪১ =১
১৬৫	শ্রীমতী - -, কলিকাতা (শ্রীমতী চ-কলিকাতা; শ্রীমতী চ, কলিকাতা)	×	প ১৭৮৩, প ১৮১১, প ১৮৬৮=৩
১৬৬	শ্রীমতী চা, কলিকাতা	×	প ২১২৪=১

১৬৭	শ্রী জ্ঞা-ফুলবাড়ী (শ্রীমতী জ্ঞা, ফুলবাড়ী; শ্রীমতী জ্ঞা-ফুলবাড়ী, দিনাজপুর)	×	প ২৪৮৪, প ২৫৬৬, প ২৬৪৩=৩
১৬৮	শ্রীমতী ণ	×	প ৩৮৩=১
১৬৯	শ্রীমতী দেবী, ছদ্ম	×	প ৬৯২=১
১৭০	শ্রীমতী নিঃ	×	৬৯৮=১
১৭১	শ্রীমতী নিঃ, খিদিরপুর	×	প ৩৫১=১
১৭২	শ্রীমতী নিঃ-পুঁড়া	×	প ১০৩০=১
১৭৩	শ্রীমতী নী-	×	প ১৬৫৭, ২৫১৫=২
১৭৪	শ্রীমতী নী · কটক	×	প ৩৭৪=১
১৭৫	শ্রীমতী নী - -	×	প ১৪৫৮=১
১৭৬	শ্রীমতী প্র- (শ্রীমতী প্র; শ্রীমতী প্র, কলিকাতা)	×	প ২২৪৭, প ২৪০৭, প ২৪৬১, প ২৬১৭=৪
১৭৭	"শ্রীমতী প্রতিভা"	×	প ২২৪৮=১
১৭৮	শ্রীমতী বঙ্গঙ্গনাদাসী	×	প ৩৮৮=১
১৭৯	শ্রীমতী বঙ্গবালা	×	(প ৩২১.১ - প ৩২১.২) =১
১৮০	শ্রীমতী বি, মো, বসু	×	প ২৮৭=১
১৮১	শ্রীমতী বি - গৌহাটী	×	প ১৭৫৯=১
১৮২	শ্রীমতী ভ -	×	প ২৬৬=১
১৮৩	শ্রীমতী রা, মোঘলসরাই	×	প ২৪১৫=১
১৮৪	শ্রীমতী রা, লাহেরিয়াস-রাই (শ্রীমতী রা-, লাহি-রিয়াসরাই; শ্রীমতী রা, লাহিরিয়াসরাই)	×	প ২৪৯৪, প ২৫৫৮, প ২৬২১, প ২৬৭৮=৪
১৮৫	শ্রীমতী রা-	×	প ২২৫৭=১
১৮৬	শ্রীমতী রে-, কটক	×	প ২৬৩৩=১
১৮৭	শ্রীমতী শ	×	প ১৬১২, প ১৯৭৫, প ২০৭০=৩
১৮৮	শ্রীমতী শ, কু, বি	×	প ৫১৪=১
১৮৯	শ্রীমতী শ, নৈহাটী (শ্রীমতী শ-, নৈহাটী)	×	প ২৯৯, প ৩১২=২

১৯০	শ্রীমতী শ-	×	প ২০২১=১
১৯১	শ্রীমতী শ -, কালীঘাট	×	প ২৪৫৭, প ২৫৭২=২
১৯২	শ্রীমতী শাঃ ঘোষ-মজঃফরপুর	×	প ২৬৫১=১
১৯৩	শ্রীমতী শি-	×	প ৩৭৮=১
১৯৪	শ্রীমতী স...বসু	×	প ১৯৬৬=১
১৯৫	শ্রীমতী সা-, ভাগলপুর (শ্রীমতী সা, ভাগলপুর)	×	প ২৬০৬, প ২৬৬১=২
১৯৬	শ্রীমতী সু	×	প ৩২৫=১
১৯৭	শ্রীমতী সু—	×	প ২৪৩৬=১
১৯৮	শ্রীমতী সু-ঘোষ, নওগাঁ	×	প ১৩৯৮=১
১৯৯	শ্রীমতী সুঃ—	×	প ১৯৫১=১
২০০	শ্রীমতী হে, ভাগলপুর	×	প ২০৩০=১
২০১	শ্রীমতী—	×	প ৪, প ৮২, প ১৩৪, প ২৩২, প ২৩৪, প ২৬২, প ২৭০, প ২৮১, প ৩৩৪, প ৩৪৯, প ১৩৬৮, প ১৪৫৫, প ১৪৮৮, প ২১৩৩, প ২৩৯৩, প ২৪৭৬, প ২৬৬৯=১৭
২০২	শ্রীমতী—, খাঁড়গ্রাম	×	প ১০৬৯=১
২০৩	শ্রীমতী—"জ্যোতি'	×	প ১৬৯১=১
২০৪	শ্রীমতী - দাসী	×	প ৭, প ১০৮২, প ১০৯০, প ১১০৫, প ১১১৯=৫
২০৫	শ্রীমতী - দেবী	×	প ৩০৬, প ৩২২, প ২২১৭=৩
২০৬	শ্রীমতী -দেবী, বি.এ	×	প ২১৬৬=১
২০৭	শ্রীমতী-দেবী, মান্দ্রাজ	×	প ৮৭৭=১
২০৮	শ্রীমতী-দেবী, সাং নৈহাটী	×	প ৩০৪=১
২০৯	শ্রীমতী -নী	×	প ২৩১০=১
২১০	শ্রীমতী-বসু	×	প ৩৫২=১
২১১	শ্রীমতী-যশোহর	×	প ৩১৪=১
২১২	শ্রীমতী - সর্ব্বাধিকারিনী	×	প ২৬৯=১

২১৩	শ্রীমতী ++ দেবী	×	প ২৩৫=১
২১৪	শ্রীমতী ** দেবী	×	প ৫৩২, প ২৩৩০=২
২১৫	শ্রীমতী *** (শ্রীমতী *** মোজা-ফারপুর)	×	প ৬৮, (প ৭৩.১ - প ৭৩.৩), প ৯০=৩
২১৬	শ্রীমতী *** কলিকাতা, কলুটোলা	×	প ৫২=১
২১৭	শ্রীমতী *** মেদিনীপুর	×	প ৪০=১
২১৮	শ্রীমতী...মিত্র, কোন্নগর	×	প ২৮৮=১
২১৯	স -	×	প ১৬৮২, প ১৯৮৫=২
২২০	স - কলিকাতা	×	প ১৫৩৯=১
২২১	স - বা - দেব, দেরাদুন	×	প ২০৪৮=১
২২২	সু (সু -)	×	প ৫০৫, প ৮০৮, প ৮১১=৩
২২৩	সু, সিংহ	×	(প ৯৫২.১ - প ৯৫২.২) =১
২২৪	সুঃ, বিধানাশ্রম, বাঁকিপুর	×	প ২৬১৯=১
২২৫	সুমতি সমিতির সভ্যগণ	×	প ২১৫৮=১
২২৬	সেবিকা	×	প ১৫১৩=১
২২৭	স্নে	×	প ১৬৮৬=১
২২৮	স্বঃ	×	প ১৬৪৬=১
২২৯	হরকুমার ঠাকুরের সহধর্ম্মিনী (অনামা)	গ ৩৮ তারাবতী উপাখ্যান	×
		- ১	
২৩০	হিন্দুকুল-কামিনী	গ ২০ মনোত্তমা	
		- ১	
২৩১	হিন্দুমহিলা	×	প ২৮৫=১
২৩২	হিন্দুমহিলা, কলিকাতা	×	প ২৯৪=১
২৩৩	হিন্দুমহিলা, চোরবাগান	×	প ২৬৫=১
২৩৪	হে, কলিকাতা (হে; শ্রীমতী হে-কলিকাতা; হে-; হেঃ-; হে-, কলিকাতা)	×	প ৫০৪, প ১৫৩৬, প ১৬৩০, (প ১৬৫০.১ - প ১৬৫০.৫), প ১৬৬৭, প ১৭৫১, প ১৮০৬, প ১৮১৫, প ১৯১১, প ২১০৫, প ২১৮৯=১১

২৩৫	***	×	প ৩৫০=১

(গ) অনামা

অনামা	গ ১২০ পতিব্রত ধর্ম্মশিক্ষা গ ১৬৬ ললনামুকুর গ ১৯৫ নবগ্রাম গ ২৬৩ হরিদাসী	প ১, প ৬, প ২১, প ২২, প ২৪, প ২৫, প ২৬, প ২৭, প ২৮, প ২৯, প ৩১, প ৩২, প ৩৩, প ৩৪, প ৪৪, প ৪৭, প ৭৪, প ৮৫, প

৯৯, প ১০১, প ১০২, (প ১০৫ ১- প ১০৫.২), প ১০৭, প ১১৭, প ১১৮, প ১২৩, প ১২৬, প ১২৮, প ১৩১, প ১৩২, প ১৩৬, প ১৪৩, প ১৪৫, প ১৪৬, প ১৫৩, প ১৭১, প ১৮৫, (প ১৮৬.১-প ১৮৬.২), প ১৮৯, প ২০৭, প ২১৫, প ২২১, প ২২৯, প ২৩৩, প ২৪৬, প ২৪৭, প ২৫০, প ২৭৮, প ২৭৯, প ২৮২. প ২৯৩, প ৩২৯, প ৩৪২, প ৩৪৩, প ৩৪৪, প ৩৬৫, প ৩৯১, প ৩৯৩, প ৩৯৬, প ৩৯৯, প ৪০৪, প ৪০৫, প ৪০৯, প ৪১১, প ৪১৫, প ৪১৯, প ৪২৫, প ৪২৭, প ৪২৮, প ৪৩০, প ৪৩৫, প ৪৩৮, প ৪৪২, প ৪৪৩, প ৪৪৭, প ৪৫০, প ৪৫৫, প ৪৫৬, প ৪৫৮, প ৪৬৩, প ৪৬৫, প ৪৬৮, প ৪৬৯, প ৪৭০, প ৪৭৩, প ৪৭৭, প ৪৭৮, প ৪৮১, প ৪৮২, প ৪৮৪, প ৪৮৯, প ৪৯৭, প ৫০০, প ৫০৩, প ৫০৯, প ৫১০, প ৫১১, প ৫১২, প ৫২৩, (প ৫৪৩.১ - প ৫৪৩.৩), (প ৫৪৯ ১ - প ৫৪৯.২), প ৫৫৬, প ৫৫৯, প ৫৬০, প ৫৬৩, প ৫৭৫, প ৫৯০, প ৬৩২, (প ৬৫০.১ - প ৬৫০.২), প ৬৬৩, প ৬৮৬, প ৬৯৪, প ৭০৯, প ৭৩১, প ৭৩৬, প ৭৪৯, প ৭৭৭, (প ৮৩৫.১ - প ৮৩৫.২), প ৮৫১, (প ৮৫৮.১ - প ৮৫৮.২), প ৯১৫ প ৯১৮, (প ৯৩০.১ - প ৯৩০.২), প ৯৫৬, প ৯৭৫, প ১০১৪, প ১০৪৭, প ১০৫৭, প ১০৬৭, প ১০৭০, প ১১৪৪, প ১১৪৫, প ১১৫০, প ১২১০, প ১২১২, (প ১২২৯.১ - প ১২২৯.২), প ১৪০২, প ১৪৭৯, প ১৪৯৮, প ১৫৬২, প ১৫৭২, প ১৫৭৮, প ১৫৯৭, প ১৬১৯, প ১৬৫৮, প ১৬৯৪, প ১৭১৮, প ১৭৩৩, প ১৭৪৭,প ১৭৬১, প ১৭৭৪, প ১৭৭৯, প ১৭৯২, প ১৮০১, প ১৮০৪, প ১৮০৫, প ১৮০৭, প ১৮৬৮, প ১৮৮৯, প ১৯০৫, ১৯১০. প ১৯৩৪, (প ১৯৪৬.১ - প ১৯৪৬.২), প ১৯৫৩, প ২০০২, প ২০১৬, প ২০৬৬, প ২১০০, প ২১২৯, প ২১৭৬, প ২১৭৯, প ২১৮৪, প ২১৮৮,প ২২৫১, প ২২৫৩, প ২২৬১, প ২২৬৪, প ২২৬৫, প ২২৯৫, প ২৩০৪, প ২৩২১,প ২৩২৭, প ২৩৫৭,প ২৩৬৮, প ২৩৯১ (প ২৪৬৫.১ - প ২৪৬৫.২), প ২৪৯০,প ২৫০৬, প ২৫৪৫, প ২৬১১, প ২৬৯৭ =১৯১

বিশ্লেষিত তালিকা - ২

।। মহিলারচিত গ্রন্থের বিষয়ানুগ বিন্যাস ।।

বিষয় বিশেষভুক্ত গ্রন্থের বিন্যাস কালানুক্রমিক। একই প্রকাশকালে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থ আখ্যার বর্ণানুক্রমিক ও একই আখ্যায়, একই সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থাদি লেখিকা নামের বর্ণানুক্রমিক

কাব্য (ক)

বিদ্যাদারিদ্র দলনী	হরকুমারী দেবী	১৮৬১ (১৭৮৩ শক)
কবিতামঞ্জরী	বসন্তকুমারী দাসী, বরিশাল	১৮৬৪ (১২৭১)
কবিতামালা অর্থাৎ নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ কবিতাসমূহ	কোন সদ্বংশীয় কুলবধূ	১৮৬৫ (১২৭২)
পদ্যচতুষ্টয়	একজন হিন্দু মহিলা	১৮৬৮ (১২৭৪)
বঙ্গবালা ঃ দশপদী কবিতাবলী	কোন বঙ্গবালা	১৮৬৯
আধ-আধ ভাষিনী	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৭০ (১২৭৬)
পদ্যমালা	একজন বঙ্গমহিলা (কৃষ্ণময়ী দাসী)	১৮৭০ (১২৭৭)
একজন দুঃখিনীর বিলাপ	মহালক্ষ্মী দেবী	১৮৭১
কুসুমমালিকা	কোন বঙ্গকামিনী	১৮৭১
পদ্মকিসর	অনামা (ভুবনমোহিনী দাসী)	[১৮৭১?] [১২৭৭?]
অবলা বিলাপ	অন্নদাসুন্দরী দাসী	১৮৭২ (১২৭৮)
রোগাতুরা বসন্তকুমারী	বসন্তকুমারী দাসী	১৮৭২ (১২৭৮)
কবিতাহার	জনৈক হিন্দুমহিলা (গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী)	১৮৭৩ (১২৭৯)
মনোরমা	একজন হিন্দুমহিলা	১৮৭৩
দুঃখমালা	কোন হিন্দুমহিলা (ইন্দুমতী দাসী)	১৮৭৪
বাসন্তিকা	বসন্তকুমারী দাসী	[১৮৭৫?] [১২৮২?]
বিলাপলহরী	কোন বঙ্গমহিলা	[১৮৭৫?]
বিলাপলহরী	ভবসুন্দরী দাসী	১৮৭৫
যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভানুগমন	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৭৫
রত্নাবতী। পতিব্রতা উপাখ্যান	(বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী দেবী	[১৮৭৫?] [১২৮২?]
কবিতাহার	বিরাজ মোহিনী দাসী	১৮৭৬ [১২৮৩]
জগৎতারক	(মিসেস) ব্যানার্জী, কে.সি (Mrs. K.C.Banerjee)	১৮৭৬ (১২৮৩)
নিস্ফলতরু	তরঙ্গিনী দাসী	১৮৭৭ (১২৮৪)

বিধবা বিলাপ	কোন হিন্দুমহিলা	১৮৭৭
স্বপ্ন দর্শনে অভিজ্ঞান ঃ (দার্শনিক) কাব্য	(বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী দেবী	১৮৭৭ (১৭৯৯ শক)
আক্ষেপ	কমলকামিনী	১৮৭৯
কমলকলিকা, প্রথম খণ্ড	একজন বঙ্গমহিলা	১৮৭৯
নারীরচিত কাব্য	কোন হিন্দু কুলনারী (উপেন্দ্রমোহিনী)	১৮৭৯ (১২৮৬)
মাতৃস্নেহ ও ঈশস্তুতি	কোন হিন্দুমহিলা	১৮৭৯ (১২৮৬)
শশ্মানভ্রমণ	নবীনকালী দেবী	১৮৭৯ (১২৮৬)
আলেখ্য লতিকা	হেমন্তকুমারী গাঙ্গুলী	[১৮৮০?] [১২৮৭?]
বনফুল, প্রথম ভাগ	কুলমহিলা বিরচিত (কৃষ্ণকুমারী দেবী)	১৮৮০ (১২৮৬)
বনলতা	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৮০ (১২৮৬)
শোকমালা	রাখালদাসী দেবী	১৮৮০ (১২৮৭)
সতী উপাখ্যান	মোহিনীসুন্দরী দাসী	১৮৮০ (১২৮৬)
কল্পনাকুসুম	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৮১ (১৮৮৮)
নীতিপুষ্পমালা	দেবরানী দাসী	১৮৮১(১২৮৭)
নবমুকুল	বিনয়কুমারী ধর	১৮৮১ (১২৮৭)
মন্দোদরীর রণসজ্জা ঃ অভিনব কাব্য	নবীনকালী দেবী	১৮৮১ (১২৮৭)
শোকোচ্ছ্বাস	অন্নপূর্ণা মল্লিক	১৮৮১ (১২৮৭)
পদ্যমালা	জনৈক বঙ্গমহিলা	[১৮৮২?] [১২৮৯?]
বনপ্রসূন	মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়	১৮৮২ (১২৮৯)
ভারতকুসুম	জনৈক বঙ্গমহিলা (গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী)	১৮৮২ (১২৮৯)
মালতীমালা, প্রথম ভাগ	(শ্রীমতী) কাদম্বিনী	১৮৮২ (১২৮৯)
বিজনপ্রসূন	প্যারীমোহন ব্যানার্জীর কন্যা	১৮৮৩ (১২৯০)
অবসর বিকাশ ঃ কবিতাবলী, প্রথম খণ্ড	জনৈক হিন্দুমহিলা	[১৮৮৪?] [১২৯০]
নীহারিকা, [প্রথম ভাগ]	"বনলতা" রচয়িত্রী (প্রসন্নময়ী দেবী)	১৮৮৪ (১২৯০)
পুষ্পপুঞ্জ	ষোড়শীবালা দাসী	১৮৮৪ (১২৯১)
বারবিলাসিনীর বিলাপ	নগেন্দ্রবালা দাসী	১৮৮৪ (১২৯০)
হাঁরমিট বা উদাসীন	আজিজুন্নেসা খাতুন	১৮৮৪ (১২৯০)
কেশবজ্যোতি	নিস্তারিনী দেবী	১৮৮৫
বিদ্যুতবরণী উপাখ্যান	বামাসুন্দরী দেবী	১৮৮৫ (১২৯১)
মহিলা উপদেশ	শরৎকুমারী গুপ্ত	১৮৮৫ (১২৯১)

সরমা-সমাধি বা ষট্চক্রভেদ	নবীনকালী দেবী	১৮৮৫ (১২৯২)
লহরী	কুমুদিনী বসু	১৮৮৬ (১২৯৩)
অশ্রু-কণা	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮৮৭ (১২৯৪)
চিন্তাকানন	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৮৮ (১২৯৫)
আলো ও ছায়া	কামিনী রায়	১৮৮৯
বনফুল, দ্বিতীয় ভাগ	কৃষ্ণকুমারী দেবী	১৮৮৯ (১২৯৫)
অদ্ভুত রামায়ন	সৌদামিনী দেবী, অনুবাদক	১৮৯০ (১২৯৭)
আভাষ	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮৯০ (১২৯৭)
কবিতামালা	ব্রজমোহিনী দাসী	১৮৯০ (১২৯৭)
প্রমীলা	অনামা (প্রমীলা নাগ)	১৮৯০ (১২৯৭)
বিষাদ	মুক্তকেশী	১৮৯০
ভক্তিমালা (কবিতা পুস্তক)	জনৈক বঙ্গমহিলা	[১৮৯০?] [১২৯৭?]
স্তোত্রমালা	কাত্যায়নী	১৮৯০ (১২৯৭)
নির্ঝর	বিনয়কুমারী ধর	১৮৯১
নির্মাল্য	কামিনী রায়	১৮৯১ (১২৯৭)
সুধাময়ী	সরোজিনী দেবী	১৮৯৪ (১৩০১)
কবিতা ও গান	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯৫ (১৩০২)
কোমল কবিতা	জ্ঞানদাসুন্দরী গুপ্ত	১৮৯৫ (১৩০১)
নির্ঝরিনী	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	১৮৯৫ (১৩০২)
সীতার জীবনচরিত	সৌদামিনী দেবী	[১৮৯৫?] [১৩০২?]
হাসি ও অশ্রু	সরোজকুমারী দেবী	১৮৯৫ (১৩০১)
কণকাঞ্জলি	মানকুমারী বসু	১৮৯৬ (১৩০৩)
কবিতা মুকুল	কুসুমকুমারী দাস	১৮৯৬ (১৩০৩)
শোকোচ্ছ্বাস	মানকুমারী বসু	১৮৯১ (১২৯৮)
কবিতালহরী, প্রথম খণ্ড	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	১৮৯২
তটিনী	শ্রী "প্রমীলা" রচয়িত্রী [প্রমীলা নাগ]	১৮৯২ (১২৯৯)
কাব্যকুসুমাঞ্জলি	"প্রিয়প্রসঙ্গ" রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু]	১৮৯৩ (১৩০০)
বনফুল	তরঙ্গিনী দেবী	১৮৯৩ (১৩০০)
বিধবা বঙ্গললনা	শতদলবাসিনী দেবী	১৮৯৩ (১৩০০)
রাধাবিলাপ	অন্নদাময়ী দেবী	১৮৯৩ (১৩০০)
অশ্রুমালা	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	১৮৯৪ (১৩০০)
ধূলিরাশি	জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত	১৮৯৪ (১৩০০)
প্রতিধ্বনি	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	১৮৯৪
বনলতা : ক্ষুদ্র কাব্য	তিনকড়ী দেবী	১৮৯৪ (১৩০১)
কল্লোলিনী	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	১৮৯৬ (১৩০৩)

নীহারিকা, দ্বিতীয় ভাগ	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৯৬ (১৮১৮ শক)
বাসনা	বিনোদিনী দাসী	১৮৯৬ (১৩০৩)
বিজ্ঞানকুসুম	একজন হিন্দুমহিলা	১৮৯৬ (১৩০৩)
মর্ম্মগাথা	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	১৮৯৬ (১৩০৩)
মাতৃভক্তি	একজন হিন্দুমহিলা	১৮৯৬ (১৩০৩)
শিখা	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮৯৬ (১৩০৩)
স্মৃতি	ইন্দুবালা দাসী	১৮৯৬ (১৩০৩)
অকালকুসুম	সুনীতি মল্লিক	১৮৯৬ (১৮১৮ শক), (২য় সং)
চিত্রা	প্রভাবতী রায়	১৮৯৭
নীহারমালা	বিনোদিনী দেবী	১৮৯৭ (১৩০৪)
পৌরানিকী	কামিনী রায়	১৮৯৭ (১৮১৯ শক/১৩০৪)
প্রীতি ও পূজা	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	১৮৯৭ (১৩০৪)
মাতৃবিলাপ	বিনোদিনী দাসী	১৮৯৭
কুমুদকলিকা	কুমুদিনী দেবী	১৮৯৮
ছায়া	অনামা [কোন বঙ্গমহিলা]	১৮৯৮ (১৩০৫)
নলিনীগাথা	নলিনীবালা দাসী	১৮৯৮ (১৩০৫)
প্রেমগাথা	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	১৮৯৮
বনফুলহার ঃ গীতিকাব্য	তরঙ্গিনী দাসী	১৮৯৮
সন্তান বিদেশ গমন জন্য জননীর চিন্তা	ক্ষেত্রমণি দাসী	১৮৯৮
অশ্রুবিন্দু	সরলা দত্ত	১৮৯৯
খেদ-মালঞ্চ	চারুশীলা দাসী	১৮৯৯ (১৩০৬)
ব্রতকথা	গিরিবালা চৌধুরানী	১৮৯৯ (১৩০৬)
শবরমালা	হেমাঙ্গিনী ঘোষ	(১৮৯৯?)
শোকপ্রবাহ	রাজলক্ষ্মী ঘোষ	১৮৯৯ (১৩০৬)
অমলপ্রসূন বা প্রভাবতী কবিতাবলী	প্রভাবতী দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
আনন্দোচ্ছ্বাস	রাজলক্ষ্মী ঘোষ	১৯০০ (১৩০৭)
আবেগ ঃ গীতিকাব্য	সরোজিনী দেবী	১৯০০
প্রসূনাঞ্জলি	'স্নেহলতা' 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী—[কুসুমকুমারী দেবী]	১৯০০ (১৩০৭)
ব্রাহ্মনসেবধিস্মরণার্থে ঃ ভাবানুবাদ	সরলতা দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
মনোবীণা	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	১৯০০
রেনু	প্রিয়ম্বদা দেবী	১৯০০ (১৩০৭)

শুভচণ্ডী ব্রতকথা	কুমুদিনী দেবী	১৯০০

কাব্য গান (ক-গা)

শিশুদিগের ধর্ম্মগীত	(মিস) লেস্‌লী [Miss Leslie]	১৮৬৯
নানা বিষয়িনী গীতমালা	মহামায়া দাসী	১৮৮২ (১২৮৯)
ধর্ম্মগীত	(মিস) রাইকস্‌ [Miss Rikes]	১৮৮৪ (১২৯০)
বাংলা ধর্ম্মগীত পুস্তক	(মিস রাইকস্‌) [Miss Rikes]	১৮৮৪ (১২৯০)
সঙ্গীত মুকুল	সরলা মহলনাবিশ	১৮৮৫ (১২৯১)
তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত	ফয়জন্নেচ্ছা চৌধুরানী	১৮৮৭ (১২৯৪)
ভক্তিসঙ্গীত	অনামা [কৃষ্ণভাবিনী দাসী]	১৮৯৯ (২য় সং)
ভক্তিরস তরঙ্গিনী	৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বণিতা ৺সৌদামিনী দেবী	১৮৯৯ (১৩০৬)
ভক্তিসঙ্গীত	চন্দ্রকামিনী দেবী	১৮৯৯ (১৩০৬)
আমাদের গীত	(মিসেস্‌) ব্রুকওয়ে, ডব্লু, জি [Mrs. W.G.Brockway]	১৯০০ (১৩০৬)
রসলীলা	প্রকৃতি গায়িকা	[১৯০০?] [১৩০৭?]
সতী সঙ্গীত	সতী দেবী	১৯০০ (১৩০৭)

কাব্য-গাথা (ক-গাথা)

গাথা	দীপ-নির্ব্বাণ রচয়িত্রী [স্বর্ণকুমারী দেবী]	১৮৮০ (১২৮৭)
চারুগাথা	মনোমোহিনী গুহ, ময়মনসিং	১৮৯০
সতী সংবাদ ও অন্যান্য কবিতাবলী	হরিবালা দেবী	১৮৯০ (১২৯৭)

কাব্য-চম্পূ (ক-চ)

চিত্তবিলাসিনী নামা ঃ অভিনব কাব্যগ্রন্থ	কৃষ্ণকামিনী দাসী	১৮৫৬ (১৯১৩ সং বৎ)
বিশ্বশোভা	কৈলাসবাসিনী দেবী	১৮৬৯ (১২৭৫)
কামিনী কলঙ্ক অর্থাৎ...করুণাদি রসাত্মক কাব্য	নবীনকালী দেবী	১৮৭০ (১২৭৭)
রূপজালাল। উপাখ্যান	ফয়জন্নেছা চৌধুরানী	১৮৭৬ (১২৮২)
বিনয়াবতী। উপন্যাস	জনৈক বঙ্গ-কুলকামিনী	১৮৭৭ (১২৮৪)
আমি রমনী	কোন হিন্দুবিধবা	১৮৮১ (১২৮৭)
প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়	কোন বঙ্গমহিলা [মানকুমারী বসু]	১৮৮৪ (১২৯১)

শুভসাধনা	মানকুমারী বসু	১৮৯৪ (১৩০১)

নাটক (না)

উর্ব্বশী নাটক	দ্বিজতনয়া [কামিনীসুন্দরী দেবী]	১৮৬৬ (১২৭৩)
বল্লালীখাত নাটক	'কস্মিন হিন্দুমহিলা'	১৮৬৭ (১২৭৪)
উষা নাটক	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৭১
অনুঢ়াযুবতী নাটক	নিতম্বিনী দেবী	১৮৭২
চিরসন্ন্যাসিনী নাটক	লক্ষ্মীমণি দেবী	১৮৭২
অপূর্ব্বসতী নাটক	সুকুমারী দত্ত [এবং আশুতোষ দাস]	১৮৭৫ (১২৮২)
সন্তাপিনী [নাটক]	"জনৈকা ভদ্রমহিলা"	১৮৭৬
রামের বনবাস	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৭৭ (১৭৯৯ শক) (২য় সং)
কৈলাসকুসুম	(শ্রীমতী) কুসুমকুমারী	১৮৭৮ (১২৮৫)
শূরবালা সুরবালা	'শ্রীমতী' স্বর্ণলতা	১৮৭৮ (১২৮৫)
সুরেন্দ্র-সরলা	সরলা সুন্দরী	১৮৮০ (১২৮৭)
মন্দার কানন	মণিমোহিনী [নয়ণতারা দে]	১৮৮১ (১২৮৯)
ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসন	প্রফুল্লনলিনী দাসী	১৮৮৭ (১২৯৪)
মাধুরী	কেশবমোহিনী দাসী	১৮৮৯ (১২৯৬)

নাটক (গদ্যে অথবা পদ্যে) (না)

সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই (ঐতিহাসিক নাট্য কাব্য)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮৯২ (১২৯৯)
বিরাট-নন্দিনী নাটক	"দুঃখমালা" রচয়িত্রী [ইন্দুমতী দাসী]	১৮৯৫ (১৩০২)
মাথুর	নিস্তারিণী দেবী	১৮৯৬ (১৩০২)

নাটক - গীতিনাট্য (না-গীতিনাট্য)

বসন্ত-উৎসব ঃ গীতিনাট্য	"দীপনির্ব্বাণ" লেখনী প্রসূত [স্বর্ণকুমারী দেবী]	১৮৭৯ (১৮০১ শক)
মণি-মোহিনী ঃ গীতিকা	নয়নতারা দে	১৮৭৯ (১২৮৬)
সুগ্রীবমিলন গীতাভিনয়। (বা) যাত্রা	তরঙ্গিনী দাসী	১৮৭৯ (১২৮৬)
বিনোদ কানন বা গন্ধামিলন নাট্যগীতি	মণি-মোহিনী রচয়িত্রী [নয়নতারা দে]	১৮৮০ (১২৮৭)
বিবাহ-উৎসব	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯২ (১২৯৯)

উপন্যাস (উ)

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ঃ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]	১৮৫২
বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশ খ্রীষ্টধর্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]	১৮৬৭ (১২৭৪)
মনোত্তমা ঃ দুঃখিনী সতী চরিত, প্রথম খণ্ড	হিন্দুকুল-কামিনী	১৮৬৮ (১২৭৫)
তারাবতী-উপাখ্যান	অনামা [হরকুমার ঠাকুরের সহধর্ম্মিনী]	১৮৭৩ (১২৮০)
নলিনীমোহন	বিরাজমোহিনী দাসী	১৮৭৩
মনোরমা (আখ্যায়িকা)	'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী	১৮৭৪
তারাচরিত ঃ রাজস্থানীয় ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা	'শ্রীমতী' সুরঙ্গিনী	১৮৭৫ (১২৮১)
দীপ-নির্ব্বাণ	অনামা [স্বর্ণকুমারী দেবী]	১৮৭৬ (১২৮৩)
প্রণয়প্রতিমা	'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী	১৮৭৭ (১২৮৪)
আমোদিনী	ভুবনমোহিনী দেবী	১৮৭৮
কামিনী ও মৃন্ময়ী	একজন বঙ্গমহিলা	১৮৭৮ (১২৮৪)
কুসুমিকা	কুসুমকুমারী দেবী	১৮৭৮ (১২৮৫)
কিরণমালা	নবীনকালী দেবী	১৮৭৮ (১২৮৫)
ছিন্নমুকুল ঃ উপন্যাস	দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত-উৎসব রচয়িত্রী [স্বর্ণকুমারী দেবী]	১৮৭৯
বিজনবাসিনী (নবন্যাস)	শতদলবাসিনী দেবী	১৮৮২ (১২৮৮)
বনশোভনা	তারাকালী চ্যাটার্জী	১৮৮৪ (১২৯০)
রণোন্মাদিনী, প্রথম ভাগ	বসন্তকুমারী মিত্র	১৮৮৪ (১২৯১)
সুখমিলন	প্রমদা দেবী	১৮৮৪ (১২৯১)
সফল স্বপ্ন	বনপ্রসুন রচয়িত্রী [মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়]	১৮৮৫ (১২৯১)
প্রণয়-পত্রিকা ঃ অভিনব সামাজিক উপন্যাস	একজন বঙ্গবামা	১৮৮৬ (১২৯২)
সতীত্ব সরোজ, প্রথম ভাগ	মহামায়া	১৮৮৬ (১২৯৩)
মিবাররাজ ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৭ (১২৯৪)
হুগলীর ইমামবাড়ী	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৮ (১২৯৪)

ললনা মুকুর	অনামা [অজ্ঞাতনাম্নী লেখিকা]	১৮৮৯ (১২৯৫)
সুরবালা। উপন্যাস	প্রাণকিশোরী দেবী	১৮৮৯ (১২৯৫)
অশোকা	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৯০ (১২৯৬)
পল ও ভার্জিনিয়া	চারুশীলা গুপ্ত	১৮৯০ (১২৯৬)
বিদ্রোহ ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯০ (১২৯৬)
স্নেহলতা ঃ সামাজিক উপন্যাস	কুসুমকুমারী দেবী	১৮৯০ (১২৯৬)
তুমিই কি সেই? (সত্যঘটনামূলক উপন্যাস)	চারুশীলা গুপ্ত	১৮৯১ (১২৯৭)
নবগ্রাম	অনামা [জনৈক বঙ্গমহিলা]	১৮৯২ (১২৯৯)
নবসীমন্তিনী	বসন্তকুমারী নাথ	(১৮৯২?)
প্রেমলতা	স্নেহলতা রচয়িত্রী [কুসুমকুমারী দেবী]	১৮৯২ (১২৯৯)
বনবালা	সরোজবাসিনী দেবী	১৮৯২ (১২৯৯)
স্নেহলতা বা পালিতা, প্রথম ভাগ	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯২ (১২৯৯)
স্নেহলতা, দ্বিতীয় ভাগ	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯৩ (১২৯৯)
ফুলের মালা	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯৫ (১৩০১)
কাহাকে?	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯৮ (১৩০৫)
শান্তিময়। বা দুই ভগ্নী উপন্যাসের উপসংহার ভাগ	অনামা [কোন অজ্ঞাতনাম্নী রচয়িত্রী]	১৮৯৯ (১৩০৬)
বিজনবালা বা আদর্শনারী	স্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা	[১৯০০?] [১৩০৭?]

ছোটগল্প (গ)

স্টোরি অব বসন্ত	(মিস্) লেস্লী, মেরী ই [Miss Leslie Mary E]	১৮৬৮ (১২৭৫)
মালতী ঃ উপন্যাস	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮০ (১২৮৬)
বাজনার বাক্স বা "সুখময় বাটী"	কামিনী শীল [অনুবাদিকা]	১৮৮১ (১২৮৭)
শিশুর চিত্তরঞ্জন গল্প	(মিস) কেডি [Miss Caddy]	১৮৮৪ (১২৯১)
গল্পস্বল্প	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৯ (১২৯৫)
নবকাহিনী	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯২
মাতঙ্গিনী	সৌদামিনী দেবী	[১৮৯৫?] [১৩০২?]

প্রবন্ধ ঃ দর্শন, বিমূর্ত চিন্তা, নীতি, মনোবিদ্যা (প্র ১)

প্রবন্ধলতিকা	রাধারানী লাহিড়ী	১৮৮০ (১২৮৬)
সরল নীতিপাঠ	রাধারানী লাহিড়ী	[১৮৮২?] [১২৮৯?]

জ্যোতিকণা	কোন মহিলা	[১৯০০?] [১৩০৭?]

প্রবন্ধ ঃ ধর্ম (প্র ২)

ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস্ অফ এ বাইবেল	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]	১৮৫১
ডে ব্রেক ইন ব্রিটেন	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]	১৮৫৬
পাদ্রী সাহেবের বজরা অথবা খ্রীষ্টধর্ম কি?	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]	১৮৫৭
পতিব্রতা ধর্ম্ম। অর্থাৎ কুলকামিনীগণের পতির প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ	দয়াময়ী দেবী	১৮৬৯ (১২৭৫)
দুই মেষশাবক	(মিস্) নীলি [Miss Neele]	১৮৭৩
স্বীয়মনের প্রতি উপদেশ	কোন বঙ্গমহিলা	[১৮৭৩?] [১২৮০?]
লক্ষ্মী-চরিত্র নূতন বৃহৎ দ্রঃ বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত	রাজকুমারী দেবী	১৮৭৯
ধর্ম্মচিন্তামালা	কাদম্বিনী মিত্র	১৮৮০ (১২৮৭)
নূতন বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত	সৌদামিনী দেবী	১৮৮৩ (১২৯০)
বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত দ্রঃ লক্ষ্মীচরিত্র নূতন বৃহৎ	রাজকুমারী দেবী	১৮৮৪ (১২৯০)
ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ	লোপিজ, বি, এম, অনুবাদিকা	১৮৮৫ (১২৯১)
বাইবেল শাস্ত্র অনুসন্ধান পঞ্জিকা, ১৮৮৮ সালের জন্য	(মিস্) ডোয়ি [Miss Dawe]	১৮৮৮ (১২৯৫)
সাধন	কুসুমকুমারী রায়	[১৮৮৮?] [১২৯৪?]
বাইবেল শাস্ত্র অনুসন্ধান পঞ্জিকা, ১৮৮৯ সালের জন্য	(মিস্) ডোয়ি [Miss Dawe]	১৮৮৯ (১২৯৬)
যিশুচরিত	(মিসেস্) জে ডি বেট [Mrs. J.D.Bate]	১৮৮৯ (১২৯৬)
সদা প্রভু কি বলেন?	(মিস্) গার্ডনার [Miss Gardner]	১৮৮৯ (১২৯৬)
এই রক্ত	(মিস্) সরকার [Miss Sarkar]	১৮৯২ (১২৯৮)
বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৯২
সূর্যোদয়	(মিস্) সন্ডিজ [Miss Sandys]	১৮৯৪ (১৩০১)
প্রাইরিটিক [Prairitik] মন্ডলের ইতিহাস	(মিস্) গার্ডনার [Miss Gardner]	১৮৯৭
আত্মাপ্রাপ্ত জীবন	(মিস্) কাউলে [Miss Cowly]	১৮৯৯ (১৩০৬)
দৈনিক, প্রথমার্দ্ধ	লাবণ্যপ্রভা বসু	১৮৯৯

দৈনিক পদ ও শাস্ত্র পাঠের তালিকাসহ আমাদের পঞ্জিকা	(মিস্) ড [Miss Daw]	১৮৯৯
সাবিত্রী-চরিত	শরৎকুমারী দেবী	১৯০০ (১৩০৭)

প্রবন্ধ : রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজ, শিক্ষা (প্র ৩)

কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে	বামাসুন্দরী দেবী	১৮৬১ (১৭৮৩ শক)
হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা	কৈলাসবাসিনী দেবী	১৮৬৩ (১৭৮৫ শক)
হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি	কৈলাসবাসিনী দেবী	১৮৬৫ (১৭৮৭ শক)
বালাবোধিকা, প্রথম ভাগ	(উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী) কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৬৮ (১২৭৫)
জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী	অনামা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]	১৮৭২
যোষিদ্বিজ্ঞান	বসন্তকুমারী দাসী	১৮৭৫ (১২৮২)
পুলিশঘাটের হত্যাকাণ্ড	নিমুমণি দাসী	১৮৭৬
বালিকাবোধিকা, প্রথম ভাগ	প্রতুলকুমারী দাসী	১৮৭৭ (১২৮৬)
বাংলা আদর্শলিপি	(মিস্) হেসাম হ্যানুট [Miss Hanut, Heysham]	১৮৮০ (১২৮৭)
মাতৃস্নেহ	কোন বঙ্গমহিলা	(১৮৮১?) (১২৮৮?)
মাতার উপদেশাবলী	'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী	১৮৮১ (১২৮৮)
আদর্শ গৃহিনী	পার্ব্বতীসুন্দরী বসু	১৮৮২ (১২৮৭)
কুমারী শিক্ষা	নবীনকালী দাসী	১৮৮৩ (১২৯০)
নারী শিক্ষা	মনোমোহিনী ভট্টাচার্য্য	১৮৮২ (১২৮৯)
গৃহশ্রী সম্পাদন	কোন মহিলা	[১৮৮৩?] [১২৯০?]
পতিব্রতা ধর্ম্মশিক্ষা	অনামা	[১৮৮৩?] [১২৯০?]
বর্ণবোধ	ব্রহ্মময়ী রায়	১৮৮৪ (১২৯১)
স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তিখন্ডন	গুণময়ী সিংহ	১৮৮৪ (১২৯০)
সখি-সমিতি	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৬ (১২৯৩)
উষাচিন্তা অর্থাৎ আধুনিক আর্য্য মহিলাগণের অবস্থান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	স্বর্ণময়ী গুপ্তা	১৮৮৮ (১২৯৫)

প্রবন্ধাঙ্কুর	কুমুদিনী রায়	১৮৮৮ (১২৯৫)
রমণীর কর্ত্তব্য...	গিরিবালা মিত্র	১৮৮৮ (১২৯৪)
বনবাসিনী	মানকুমারী বসু	১৮৮৮ (১২৯৫)
আইন, আইন, আইন	ইন্দুনিভূষণ দেবী	১৮৯০ (১২৯৭)
বাঙালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম	মানকুমারী বসু	১৮৯০ (১২৯৭)
দুইটি প্রবন্ধ	মানকুমারী বসু	১৮৯১ (১২৯৮)
একটি কথা	সুরবালা চৌধুরানী	১৮৯৪ (১৩০১)
নারীমঙ্গল	কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী	১৮৯৪ (১৩০১)
প্রেমবিন্দু	কুন্দকুমারী গুপ্ত	[১৮৯৬?] [১৩০৩?]
ধোলপুর (রাজপুত জাতির সমাজচিত্র)	গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী	১৮৯৬ (১৩০৩)
বালিকা শিক্ষাসোপান, প্রথম ভাগ	সরোজিনী দেবী	১৮৯৮
বালিকা শিক্ষাসোপান, দ্বিতীয় ভাগ	সরোজিনী দেবী	১৮৯৮
টুক্‌টুকে বই	কোন মহিলা	১৯০০ (১৩০৭)
নারীধর্ম্ম	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	১৯০০ (১৩০৭)
বাঙালীর পিতৃধন	সরলা দেবী চৌধুরানী	১৯০০
যুবতীদিগের খ্রীষ্টিয় সমিতি	(মিস্) ড [Miss Daw]	১৯০০

প্রবন্ধ ঃ বিজ্ঞান (প্র ৫)

লীলাবতী (অঙ্কশাস্ত্র), প্রথম ভাগ	কোন মহিলা	[১৮৬৭?]
পৃথিবী	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮২ (১২৮৯)

প্রবন্ধ ঃ ফলিত বিজ্ঞান, প্রয়োগিক শিক্ষা, রন্ধন, সেলাই, চিকিৎসা (প্র ৬)

শিল্পকর্ম্মের বই	(মিসেস্) টমাস, এ, এইচ [Mrs. A.H.Thomas]	১৮৭৩
মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর [শিশুদের শিক্ষার জন্য]	(মিস্) কেডি [Miss Caddy]	১৮৯৯ (১৩০৬)
মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর [সাধারণের উদ্দেশ্যে]	(মিস্) কেডি [Miss Caddy]	১৮৯৯ (১৩০৬)
আমিষ ও নিরামিষ আহার	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	১৯০০ (১৩০৭)

প্রবন্ধ ঃ চারু ও কারুশিল্প, সঙ্গীত, স্বরলিপি, ক্রীড়া, ব্যায়াম (প্র ৭)

শতগান	সরলা দেবী	১৯০০ (১৩০৭)

প্রবন্ধ ঃ ভূগোল, ভ্রমণ, জীবনী, ইতিহাস (প্র ৯)

নারীচরিত	সিংহ, মার্থা সৌদামিনী, সংগ্রাহক	১৮৬৫ (১২৭২)
পূর্ব্বস্মৃতি	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৭৫ (১২৮২)
আমার জীবন	(শ্রীমতী) রাসসুন্দরী	১৮৭৬ (১২৮৩)
সার আসলী ইডেনের ভারতবর্ষ প্রবাস	নিস্তারিণী দেবী	[১৮৮০?] [১২৮৬?]
ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা	বঙ্গমহিলা [কৃষ্ণভাবিনী দাস]	১৮৮৫
আর্য্যাবর্ত্ত ঃ (জনৈক বঙ্গ মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত), প্রথম ভাগ	"বনলতা" ও "নীহারিকা" রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]	১৮৮৮ (১২৯৫)
কুমারী নেল্ট	(মিসেস্) ডাকিন্ন [Mrs. Dakin]	১৮৯২
স্বর্ণময়ী	কুমুদিনী ঘোষ	১৮৯৪ (১৩০০)
ভারতবর্ষের ইতিহাস	হেমলতা দেবী	১৮৯৮
হরিদাসী	অনামা	১৮৯৯ (১৩০৫)
চন্দ্রলীলা	(মিসেস্) লী, অ্যাডা [Mrs. Ada Lee]	১৯০০
মিশরীয় ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত	(মিস্) গুপ্ত, কে, ডি [Miss K.D.Gupta]	১৯০০ (১৩০৭)

প্রবন্ধ ঃ বিবিধ ঃ সম্পাদককে লেখা পত্র, সংস্থার প্রতিবেদন, ধাঁধা (প্র ১০)

বামারচনাবলী	বামাবোধিনী সভা	১৮৭২ (১২৭৮)
বগুড়া পারিবারিক সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ	অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়	১৮৮২ (১২৮৯)
কয়েকটি প্রবন্ধ	রাধারানী লাহিড়ী	১৮৮৪ (১২৯১)

বিশ্লেষিত তালিকা - ৩

।। মুদ্রিত গ্রন্থের শিরোনাম বা আখ্যার বর্ণানুগ বিন্যাস ।।

বিন্যাস ঃ একই আখ্যাভুক্ত গ্রন্থাদির বিন্যাস প্রকাশকাল অনুযায়ী।

অকালকুসুম (ক)	সুনীতি মল্লিক	১৮৯৬ (২য় সং)
অদ্ভুত রামায়ণ (ক)	সৌদামিনী দেবী, অনুবাদক	১৮৯০ (১২৯৭)
অনূঢ়াযুবতী নাটক (না)	নিতম্বিনী দেবী	১৮৭২
অপূর্ব্বসতী নাটক (না)	সুকুমারী দত্ত (এবং আশুতোষ দাস)	১৮৭৫ (১২৮২)
অবলাবিলাপ (ক)	অন্নদাসুন্দরী দাসী	১৮৭২ (১২৭৮)
অবসরবিকাশ ঃ কবিতাবলী, প্রথম খণ্ড (ক)	জনৈক হিন্দুমহিলা	[১৮৮৪?] [১২৯০?]
অমলপ্রসূন বা প্রভাবতী কবিতাবলী (ক)	প্রভাবতী দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
অশোকা (উ)	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৯০ (১২৯৬)
অশ্রু-কণা (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮৮৭ (১২৯৪)
অশ্রুবিন্দু (ক)	সরলা দত্ত	১৮৯৯
অশ্রুমালা (ক)	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	১৮৯০ (১২৯৭)
আইন, আইন, আইন (প্র ৩)	ইন্দুনিভূষণ দেবী	১৮৯০ (১২৯৭)
আক্ষেপ (ক)	কমলকামিনী	১৮৭৯ (১২৮৫)
আত্মাপ্রাপ্ত জীবন (প্র ২)	(মিস্) কাউলে [Miss Cowley]	১৮৯৯ (১৩০৬)
আদর্শ গৃহিনী (প্র ৩)	পার্ব্বতীসুন্দরী বসু	১৮৮২ (১২৮৭)
আধ-আধ ভাষিনী (ক)	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৭০ (১২৭৬)
আনন্দোচ্ছ্বাস (ক)	রাজলক্ষ্মী ঘোষ	১৯০০ (১৩০৭)
আবেগ ঃ গীতিকাব্য (ক)	সরোজিনী দেবী	১৯০০ (১২৯৭)
আভাষ (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮৯০ (১২৯৭)
আমাদের গীত (ক-গা)	(মিসেস্) ব্রুকওয়ে, ডব্লু, জি [Mrs. W.G.Brockway]	১৯০০ (১৩০৭)
আমার জীবন (প্র ৯)	(শ্রীমতী) রাসসুন্দরী	১৮৭৬ (১২৮৩)
আমি রমনী (ক-চ)	কোন হিন্দুবিধবা	১৮৮১ (১২৮৭)
আমিষ ও নিরামিষ আহার, প্রথম খণ্ড (প্র ৬)	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	১৯০০ (১২০৭)
আমোদিনী (উ)	ভুবনমোহিনী দেবী	১৮৭৮ (১২৮৫)
আর্য্যাবর্ত্ত ঃ (জনৈক বঙ্গমহিলার	"বনলতা" ও "নীহারিকা"	১৮৮৮ (১২৯৫)

ভ্রমণ বৃত্তান্ত), প্রথম ভাগ	রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]	
আলেখ্যলতিকা (ক)	হেমন্তকুমারী গাঙ্গুলী	[১৮৮০?] [১২৮৭?]
আলো ও ছায়া (ক)	কামিনী রায়	১৮৮৯
ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা (প্র ৯)	বঙ্গমহিলা [কৃষ্ণভাবিনী দাসী]	১৮৮৫
উষা নাটক	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৭১
উর্ব্বশী নাটক (না)	দ্বিজতনয়া [কামিনাসুন্দরী দেবী]	১৮৬৬ (১২৭২)
উষাচিন্তা অর্থাৎ আধুনিক আর্য্যমহিলাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (প্র ৩)	স্বর্ণময়ী গুপ্তা	১৮৮৮ (১২৯৫)
এই রক্ত (প্র ২)	(মিস্) সরকার [Miss Sarkar]	১৮৯২ (১২৯৮)
একজন দুঃখিনীর বিলাপ (ক)	মহালক্ষ্মী দেবী	১৮৭১
একটি কথা (প্র ৩)	সুরবালা দেবী	১৮৯৪ (১৩০১)
ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ (প্র ২)	লোপিজ, বি এম, অনুবাদিকা (বি এম লোপিজ, অনুবাদিকা)	১৮৮৫ (১২৯১)
কণকাঞ্জলি (ক)	মানকুমারী বসু	১৮৯৬ (১৩০৩)
কবিতামঞ্জরী (ক)	বসন্তকুমারী দাসী, বরিশাল	১৮৬৪ (১২৭১)
কবিতামালা অর্থাৎ নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ কবিতাসমূহ (ক)	কোন সদ্বংশীয় কূলবধূ	১৮৬৫ (১২৭২)
কবিতামালা (ক)	ব্রজমোহিনী দাসী	১৮৯০ (১২৯৭)
কবিতামুকুল (ক)	কুসুমকুমারী দাস	১৮৯৬ (১৩০৩)
কবিতা লহরী প্রথম খণ্ড (ক)	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	১৮৯২
কবিতা ও গান (ক)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯৫ (১৩০২)
কবিতাহার (ক)	জনৈক হিন্দুমহিলা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]	১৮৭৩ (১২৭৯)
কবিতাহার (ক)	বিরাজমোহিনী দাসী	১৮৭৬ (১২৮৩)
কমলকলিকা, প্রথম খণ্ড (ক)	একজন বঙ্গমহিলা	১৮৭৯
কয়েকটী প্রবন্ধ (প্র ১০)	রাধারানী লাহিড়ী	১৮৮৪ (১২৯১)
কল্পনাকুসুম (ক)	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৮১ (১২৮৮)
কল্লোলিনী (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	১৮৯৬ (১৩০৩)
কাব্যকুসুমাঞ্জলি (ক)	"প্রিয়প্রসঙ্গ" রচয়িত্রী শ্রী মানকুমারী [মানকুমারী বসু]	১৮৯৩ (১৩০০)
কামিনী ও মৃন্ময়ী (উ)	একজন বঙ্গমহিলা	১৮৭৮ (১২৮৪)
কামিনী কলঙ্ক। অর্থাৎ...করুনাদি রসাত্মক কাব্য (ক-চ)	নবীনকালী দেবী	১৮৭০ (১২৭৭)
কাহাকে? (উ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯৮ (১৩০৪)

কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে (প্র ৩)	বামাসুন্দরী দেবী	১৮৬১ (১৭৮৩ শক)
কিরণমালা। উপন্যাস (উ)	নবীনকালী দেবী	১৮৭৮ (১২৮৫)
কুমারী নেল্স্ট (প্র ৯)	(মিসেস্) ডাকিন্ [Mrs. Dakin]	১৮৯২
কুমারী শিক্ষা (প্র ৩)	নবীনকালী দাসী	১৮৮৩ (১২৯০)
কুমুদকলিকা (ক)	কুমুদিনী দেবী	১৮৯৮
কুসুমমালিকা (ক)	কোন বঙ্গকামিনী	১৮৭১
কুসুমিকা (উ)	কুসুমকুমারী দেবী	১৮৭৮ (১২৮৫)
কেশবজ্যোতি (ক)	নিস্তারিনী দেবী	১৮৮৫
কৈলাসকুসুম (না)	(শ্রীমতী) কুসুমকুমারী	১৮৭৮ (১২৮৫)
কোমলকবিতা (ক)	জ্ঞানদাসুন্দরী গুপ্ত	১৮৯৫ (১৩০১)
খেদ-মালঞ্চ (ক)	চারুশীলা দাসী	১৮৯৯ (১৩০৬)
গল্পস্বল্প (গ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৯ (১২৯৮)
গাথা (ক-গাথা)	দীপনির্ব্বাণ রচয়িত্রী [স্বর্ণকুমারী দেবী]	১৮৮০ (১২৮৭)
গৃহশ্রী সম্পাদন (প্র ৩)	কোন মহিলা	[১৮৮৩?] [১২৯০?]
চন্দ্রলীলা (প্র ৯)	(মিসেস্) লী, অ্যাডা [Mrs. Ada Lee]	১৯০০ (১৩০৭)
চারুগাথা (ক-গাথা)	মনোমোহিনী গুহ, ময়মনসিং	১৮৯০
চিত্তবিলাসিনীনামা ঃ অভিনব কাব্যগ্রন্থ (ক-চ)	কৃষ্ণকামিনী দাসী	১৮৫৬ (১৯১৩ সং বং)
চিত্রা (ক)	প্রভাবতী রায়	১৮৯৭
চিন্তাকানন (ক)	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৮৮ (১২৯৫)
চিরসন্ন্যাসিনী নাটক (না)	লক্ষ্মীমণি দেবী	১৮৭২
ছায়া (ক)	অনামা [কোন বঙ্গমহিলা]	১৮৯৮ (১৩০৫)
ছিন্নমুকুল : উপন্যাস (উ)	দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত-উৎসব রচয়িত্রী [স্বর্ণকুমারী দেবী]	১৮৭৯
জগৎতারক (ক)	(মিসেস্) ব্যানার্জী, কে, সি [Mrs. K.C.Banerjee]	১৮৭৬ (১২৮৩)
জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী (প্র ৩)	অনামা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]	১৮৭২
জ্যোতিকণা (প্র ১)	কোন মহিলা	১৯০০? (১৩০৭?)
টুক্‌টুকে বই (প্র ৩)	চারুশীলা দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
ডে ব্রেক ইন ব্রিটেন (প্র ২)	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]	১৮৫৬
তটিনী (ক)	শ্রী "প্রমীলা" রচয়িত্রী [প্রমীলা নাগ]	১৮৯২ (১২৯১)

তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত (ক-গা)	ফয়জন্নেছা চৌধুরানী	১৮৮৭ (১২৯৪)
তারাচরিত ঃ রাজস্থানীয় ইতিহাস মূলক আখ্যায়িকা (উ)	'শ্রীমতী' সুরঙ্গিনী	১৮৭৫ (১২৮১)
তারাবতী উপাখ্যান (উ)	অনামা [হরকুমার ঠাকুরের সহধর্মিনী]	১৮৭৩ (১২৮০)
তুমিই কি সেই? (সত্য ঘটনামূলক উপন্যাস) (উ)	চারুশীলা গুপ্ত	১৮৯১ (১২৯৭)
দীপ-নির্ব্বাণ (উ)	অনামা [স্বর্ণকুমারী দেবী]	১৮৭৬ (১২৮৩)
দুই মেষশাবক (প্র ২)	(মিস্) নীলি [Miss Neele]	১৮৭৩
দুইটি প্রবন্ধ (প্র ৩)	মানকুমারী বসু	১৮৯১ (১২৯৮)
দুঃখমালা (ক)	কোন হিন্দুমহিলা (ইন্দুমতী দাসী)	১৮৭৪
দৈনিক, প্রথমার্দ্ধ (প্র ২)	লাবণ্যপ্রভা বসু	১৮৯৯
দৈনিক পদ ও শাস্ত্র পাঠের তালিকাসহ আমাদের পঞ্জিকা (প্র ২)	(মিস্) ড [Miss Daw]	১৮৯৯
ধর্ম্মগীত (ক-গা)	(মিস্) রাইকস্ [Miss Rikes]	১৮৮৪ (১২৯০)
ধর্ম্মচিন্তামালা (প্র ২)	কাদম্বিনী মিত্র	১৮৮০ (১২৮৭)
ধূলিরাশি (ক)	জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত	১৮৯৬ (১৩০৩)
ধোলপুর (প্র ৩)	গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী	১৮৯৬ (১৩০৩)
নবকাহিনী (গ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯২
নবগ্রাম (উ)	অনামা [জনৈকা বঙ্গমহিলা]	১৮৯২ (১২৯৯)
নবমুকুল (ক)	বিনয়কুমারী ধর	১৮৮১ (১২৮৭)
নবসীমন্তিনী (উ)	বসন্তকুমারী নাথ	[১৮৯২?] [১২৯৮?]
নলিনীগাথা (ক)	নলিনীবালা দাসী	১৮৯৮ (১৩০৫)
নলিনীমোহন (উ)	বিরাজমোহিনী দাসী	১৮৭৩
নানা বিষয়িনী গীতমালা (ক-গা)	মহামায়া দাসী	১৮৮২ (১২৮৯)
নারীচরিত (প্র ৯)	সিংহ, মার্থা সৌদামিনী, সংগ্রাহক	১৮৬৫ (১২৭২)
নারীধর্ম্ম (প্র ৩)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	১৯০০ (১৩০৭)
নারীমঙ্গল (প্র ৩)	কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরী	১৮৯৪ (১৩০১)
নারীরচিত কাব্য (ক)	কোন হিন্দুকুলনারী [উপেন্দ্রমোহিনী]	১৮৭৯ (১২৮৬)
নারীশিক্ষা (প্র ৩)	মনোমোহিনী ভট্টাচার্য্য, সম্পাদিকা	১৮৮২ (১২৮৯)
নির্ঝর (ক)	বিনয়কু[illegible] ধর	১৮৯১ (১২৯৮)
নির্ঝরিনী (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	১৮৯৫ (১৩০২)
নির্মাল্য (ক)	কামিনী রায়	১৮৯১ (১২৯৭)
নিষ্ফল তরু (ক)	তরঙ্গিনী দাসী	১৮৭৭ (১২৮৪)
নীতিপুষ্পমালা (ক)	দেবরানী দাসী	১৮৮১ (১২৮৭)

নীহারমালা (ক)	বিনোদিনী দেবী	১৮৯৭ (১৩০৪)
নীহারিকা, [প্রথম ভাগ] (ক)	"বনলতা" রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]	১৮৮৪ (১২৯০)
নীহারিকা, দ্বিতীয় ভাগ (ক)	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৯৬ (১৮১৮ শক)
নূতন বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত (প্র ২)	সৌদামিনী দেবী	১৮৮৩ (১৮১৮ শক/১২৯০)
পতিব্রতা ধর্ম্ম অর্থাৎ কুলকামিনীগণের পতির প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ নামক গ্রন্থ (প্র ২)	দয়াময়ী দেবী	১৮৬৯ (১২৭৫)
পতিব্রতা ধর্ম্মশিক্ষা (প্র ৩)	অনামা	[১৮৮৩? [১২৭৭?]
পদ্মকিসর (ক)	অনামা [ভুবনমোহিনী দাসী]	[১৮৭১?] [১২৭৭?]
পদ্যচতুষ্টয় (ক)	একজন হিন্দুমহিলা	১৮৬৮ (১২৭৪)
পদ্যমালা (ক)	একজন বঙ্গমহিলা [কৃষ্ণময়ী দাসী]	১৮৭০ (১২৭৭)
পদ্যমালা (ক)	জনৈক বঙ্গমহিলা	[১৮৮২?] [১২৮৯?]
পল ও ভার্জিনিয়া (উ)	চারুশীলা গুপ্ত	১৮৯০ (১২৯৬)
পাদ্রী সাহেবের বজরা অথবা খ্রিষ্টধর্ম্ম কি? (প্র ২)	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]	১৮৫৭
পুলিশঘাটের হত্যাকান্ড (প্র ৩)	নিমুমণি দাসী	১৮৭৬
পুষ্পপুঞ্জ (ক)	ষোড়শীবালা দাসী	১৮৮৪ (১২৯১)
পূর্ব্বস্মৃতি (প্র ৯)	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৭৫ (১২৮২)
পৃথিবী (প্র ৫)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮২ (১২৮৯)
পৌরানিকী (ক)	কামিনী রায়	১৮৯৭ (১৮১৯ শক/১৩০৪)
প্রণয় পত্রিকা ঃ অভিনব সামাজিক উপন্যাস (উ)	একজন বঙ্গবালা	১৮৮৬ (১২৯২)
প্রণয় প্রতিমা (উ)	'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী	১৮৭৭ (১২৮৪)
প্রতিধ্বনি (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	১৮৯৪ (১৩০১)
প্রবন্ধলতিকা (প্র ১)	রাধারানী লাহিড়ী	১৮৮০ (১২৮৬)
প্রবন্ধাঙ্কুর (প্র ৩)	কুমুদিনী রায়	১৮৮৮ (১২৯৫)
প্রমীলা (ক)	অনামা [প্রমীলা নাগ]	১৮৯০ (১২৯৭)
প্রসূনাঞ্জলি (ক)	'স্নেহলতা' 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী [কুসুমকুমারী দেবী]	১৯০০ (১৩০৭)
প্রাইরিটিক [Prairitik] মন্ডলের ইতিহাস (প্র ২)	(মিস্) গার্ডনার [Miss Gardner]	১৮৯৭
প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় (ক-চ)	কোন বঙ্গমহিলা [মানকুমারী বসু]	১৮৮৪ (১২৯১)
প্রীতি ও পূজা (ক)	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	১৮৯৭ (১৩০৪)

প্রেমগাথা (ক)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	১৮৯৮ (১৩০৪)
প্রেমবিন্দু (প্র ৩)	কুন্দকুমারী গুপ্ত	[১৮৯৬?] [১৩০৩?]
প্রেমলতা (উ)	স্নেহলতা রচয়িত্রী [কুসুমকুমারী দেবী]	১৮৯২ (১২৯৯)
ফুলমনি ও করুনার বিবরণ ঃ স্ত্রীলোকের শিক্ষার্থে রচিত (উ)	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Cathrine]	১৮৫২
ফুলের মালা (উ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯৫ (১৩০১)
বগুড়া পারিবারিক সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ (প্র ১০)	অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়	১৮৮২ (১২৮৯)
বঙ্গবালা ঃ দশপদী কবিতাবলী (ক)	কোন বঙ্গবালা	১৮৯৬ (১২৭৫)
বর্ণবোধ (প্র ৩)	ব্রহ্মময়ী রায়	১৮৮৪ (১২৯৯)
বনপ্রসূন (ক)	মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়	১৮৮২ (১২৮৯)
বনফুল, প্রথম ভাগ (ক)	কুলমহিলা বিরচিত [কৃষ্ণকুমারী দেবী]	১৮৮০ (১২৮৬)
বনফুল, দ্বিতীয় ভাগ (ক)	কৃষ্ণকুমারী দেবী	১৮৮৯ (১২৯৫)
বনফুল (ক)	তরঙ্গিনী দেবী	১৮৯৩ (১৩০০)
বনফুলহার ঃ গীতিকাব্য (ক)	তরঙ্গিনী দাসী	১৮৯৮
বনবালা (উ)	সরোজবাসিনী দেবী	১৮৯২ (১২৯৯)
বনবাসিনী (প্র ৩)	মানকুমারী বসু	১৮৮৮ (১২৯৫)
বনলতা (ক)	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৮০ (১২৮৬)
বনলতা ঃ ক্ষুদ্রকাব্য (ক)	তিনকড়ী দেবী	১৮৯৪ (১৩০১)
বনশোভনা (উ)	তারাকালী চ্যাটার্জী	১৮৮৪ (১২৯০)
বল্লালীখাত নাটক (না)	'কস্মিন্ হিন্দুমহিলা'	১৮৬৭ (১২৭৪)
বসন্ত উৎসব (না-গীতিনাট্য)	'দীপনির্ব্বাণ' লেখনীপ্রসূত [স্বর্ণকুমারী দেবী]	১৮৭৯ (১৮০১ শক)
বাইবেল শাস্ত্র অনুসন্ধান পঞ্জিকা, ১৮৮৮ সালের জন্য (প্র ২)	(মিস্) ডোয়ি [Miss Dawe]	১৮৮৮ (১২৯৫)
বাইবেল শাস্ত্র অনুসন্ধান পঞ্জিকা, ১৮৮৯ সালের জন্য (প্র ২)	(মিস্) ডোয়ি [Miss Dawe]	১৮৮৯ (১২৯৬)
বাংলা আদর্শলিপি (প্র ৩)	(মিস্) হ্যানুট হেসাম [Miss Hanut Heysham]	১৮৮০ (১২৮৭)
বাংলা ধর্ম্মগীত পুস্তক (ক-গা)	(মিস্) রাইক্স [Miss Rikes]	১৮৮৪ (১২৯০)
বাঙ্গালী রমনীদিগের গৃহধর্ম্ম (প্র ৩)	মানকুমারী বসু	১৮৯০ (১২৯৭)
বাঙ্গালীর পিতৃধন (প্র ৩)	সরলাদেবী চৌধুরানী	১৯০০ (১৩০৭)

বাজনার বাক্স অথবা "সুখময় বাটী" (গ)	কামিনী শীল, [অনুবাদিকা]	১৮৮৯ (১২৮৭)
বামারচনাবলী, ১ম ভাগ (প্র ১০)	বামাবোধিনী সভা	১৮৭২ (১২৭৮)
বারবিলাসিনীর বিলাপ (ক)	নগেন্দ্রবালা দাসী	১৮৮৪ (১২৯০)
বালাবোধিকা (প্র ৩)	(উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী) কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৬৮ (১২৭৫)
ধিকা, প্রথম ভাগ (প্র ৩)	প্রতুলকুমারী দাসী	১৮৭৭ (১২৮৩)
বালিকা শিক্ষা সোপান, প্রথম ভাগ (প্র৩)	সরোজিনী দেবী	১৮৯৮
বালিকা শিক্ষা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ (প্র৩)	সরোজিনী দেবী	১৮৯৮
বাসনা (ক)	বিনোদিনী দাসী	১৮৯৬ (১৩০৩)
বাসন্তিকা (ক)	বসন্তকুমারী দাসী	[১৮৭৫?] [১২৮২?]
বিজনপ্রসূন (ক)	প্যারীমোহন ব্যানার্জীর কন্যা	১৮৮৩ (১২৯০)
বিজনবালা বা আদর্শ নারী (উ)	স্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা	১৯০০ (১৩০৭)
বিজনবাসিনী (নবন্যাস) (উ)	শতদলবাসিনী দেবী	১৮৮২ (১২৮৮)
বিজ্ঞানকুসুম (ক)	একজন হিন্দুমহিলা	১৮৯৬ (১৩০৩)
বিদ্যাদারিদ্রদলনী (ক)	হরকুমারী দেবী	১৮৬১ (১৭৮৩ শক)
বিদ্যুতবরনী উপাখ্যান (ক)	বামাসুন্দরী দেবী	১৮৮৫ (১২৯১)
বিদ্রোহ ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস (উ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯০ (১২৯৬)
বিধবাবঙ্গললনা (ক)	শতদলবাসিনী দেবী	১৮৯৩ (১৩০০)
বিধবা বিলাপ (ক)	কোন হিন্দু বিধবা	১৮৭৭
বিনয়াবতী। উপন্যাস (ক-চ)	জনৈক বঙ্গ-কুলকামিনী	১৮৭৭ (১২৮৪)
বিনোদকানন বা গন্ধামিলন। নাট্যগীতি (না-গীতিনাট্য)	মণি-মোহিনী রচয়িত্রী [নয়ণতারা দে]	১৮৮০ (১২৮৭)
বিবাহ উৎসব (না-গীতিনাট্য)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯২ (১২৯৯)
বিরাট-নন্দিনী নাটক (না)	"দুঃখমালা" রচয়িত্রী [ইন্দুমতী দাসী]	১৮৯৫ (১৩০২)
বিলাপলহরী (ক)	কোন বঙ্গমহিলা	[১৮৭৫?]
বিলাপলহরী (ক)	ভবসুন্দরী দাসী	১৮৭৫
বিশ্বশোভা (ক-চ)	কৈলাসবাসিনী দেবী	১৮৬৯ (১২৭৫)
বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান (উ)	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mallens, Hannah Catherine]	১৮৬৭ (১২৭৪)
বিষাদ (ক)	মুক্তকেশী	১৮৯০
বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত (প্র ২) (দ্রঃ লক্ষ্মী-চরিত্র নতুন বৃহৎ)	রাজকুমারী দেবী	১৮৮৪ (১২৯০) (২য় সং)
বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত (প্র ২)	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৯২

ব্রতকথা (ক)	গিরিবালা চৌধুরানী	১৮৯৯ (১৩০৬)
ব্রাহ্মণসেবধিস্মরণার্থে ভাবানুবাদ (ক)	সরলতা দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
ভক্তিমালা (কবিতা পুস্তক) (ক)	জনৈক বঙ্গমহিলা	[১৮৯০?] [১২৯৭?]
ভক্তিরস-তরঙ্গিনী (ক-গা)	কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বনিতা সৌদামিনী দেবী	১৮৯৯ (১৩০৬)
ভক্তিসঙ্গীত (ক-গা)	অনামা [কৃষ্ণভাবিনী দাসী]	১৮৯৯ (১৩০৬) ২য় সং
ভক্তিসঙ্গীত (ক-গা)	চন্দ্রকামিনী দেবী	১৮৯৯ (১৩০৬)
ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস্ অফ এ বাইবেল (প্র ২)	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mallens, Hannah Catherine]	১৮৫১
ভারতকুসুম (ক)	জনৈক বঙ্গমহিলা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]	১৮৮২ (১২৮৯)
ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্র ৯)	হেমলতা দেবী	১৮৯৮
মনি-মোহিনী ঃ গীতিকা (না-গাতিনাট্য)	নয়নতারা দে	১৮৭৯ (১২৮৬)
মনোত্তমা। দুঃখিনী সতী চরিত, প্রথম খণ্ড (উ)	হিন্দুকুল-কামিনী	১৮৬৮ (১২৭৫)
মনোবীণা (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	১৯০০ (১৩০৭)
মনোরমা (ক)	একজন হিন্দুমহিলা	১৮৭৩
মনোরমা (আখ্যায়িকা) (উ)	'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী	১৮৭৪
মন্দার কানন (না)	মণি-মোহিনী রচয়িত্রী [নয়নতারা দে]	১৮৮১ (১২৮৯)
মন্দোদরীর রণসজ্জা ঃ অভিনব কাব্য (ক)	নবীনকালী দেবী	১৮৮১ (১২৮৭)
মর্ম্মগাথা (ক)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	১৮৯৬ (১৩০৩)
মহিলা উপদেশ (ক)	শরৎকুমারী গুপ্ত	১৮৮৫
মাতঙ্গিনী (গ)	সৌদামিনী দেবী	[১৮৯৫?] [১৩০২?]
মাতার উপদেশাবলী (প্র ৩)	'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী	১৮৮১ (১২৮৮)
মাতৃবিলাপ (ক)	বিনোদিনী দাসী	১৮৯৭
মাতৃভক্তি (ক)	একজন হিন্দু মহিলা	১৮৯৬ (১৩০৩)
মাতৃস্নেহ (প্র ৩)	কোন বঙ্গমহিলা	[১৮৮১?] [১২৮৮?]
মাতৃস্নেহ ও ঈশস্তুতি (ক)	কোন হিন্দুমহিলা	১৮৭৯ (১২৮৬)
মাথুর (না)	নিস্তারিনী দেবী	১৮৯৬ (১৩০২)
মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর (প্র৬) (শিশুদের উদ্দেশ্যে)	(মিস্) কেডি [Miss Caddy]	১৮৯৯ (১৩০৬)
মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর (প্র ৬) (সাধারণের উদ্দেশ্যে)	(মিস্) কেডি [Miss Caddy]	১৮৯৯ (১৩০৬)

মাধুরী (না)	কেশবমোহিনী দাসী	১৮৮৯ (১২৯৬)
মালতী ঃ উপন্যাস (গ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮০ (১২৮৬)
মালতীমালা, প্রথম ভাগ (ক)	(শ্রীমতী) কাদম্বিনী	১৮৮২ (১২৮৯)
মিবাররাজ ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস (ক)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৭ (১২৯৪)
মিশরীয় ভ্রমণকারীদিগের বৃত্তান্ত (প্র ৯)	(মিস্) গুপ্ত, কে. ডি [Miss K.D.Gupta]	১৯০০ (১৩০৭)
যিশু চরিত (প্র ২)	(মিসেস্) বেট. জে. ডি [Mrs. J.D. Bate]	১৮৮৯ (১২৯৬)
যুবতীদিগের খ্রীষ্টিয় সমিতি (প্র ৩)	(মিস্) ড [Miss Daw]	১৯০০ (১৩০৭)
যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষের শুভাগমন (ক)	প্রসন্নময়ী দেবী	১৮৭৫
যোষিদ্বিজ্ঞান (প্র ৩)	বসন্তকুমারী দাসী	১৮৭৫ (১২৮২)
রণোন্মাদিনী, প্রথম ভাগ (উ)	বসন্তকুমারী মিত্র	১৮৮৪ (১২৯১)
রত্নাবতী। পতিব্রতা উপাখ্যান (ক)	(বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী দেবী	১৮৭৫ (১২৮২)
রমনীর কর্ত্তব্য...(প্র ৩)	গিরিবালা মিত্র	১৮৮৮ (১২৯৪)
রসলীলা (ক-গা)	প্রকৃতি গায়িকা	[১৯০০?] [১৩০৭?]
রাধাবিলাপ (ক)	অন্নদাময়ী দেবী	১৮৯৩ (১৩০০)
রামের বনবাস (না)	কামিনীসুন্দরী দেবী	১৮৭৭ (১৭৯৯ শক) ২য় সং
রূপজালাল। উপাখ্যান (ক-চ)	ফয়জন্নেছা চৌধুরানী	১৮৭৬ (১২৮২)
রেণু (ক)	প্রিয়ম্বদা দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
রোগাতুরা বসন্তকুমারী (ক)	বসন্তকুমারী দাসী	১৮৭২ (১২৭৮)
লক্ষ্মীচরিত্র নূতন বৃহৎ (প্র ২)	রাজকুমারী দেবী	১৮৭৯
ললনা-মুকুর (উ)	অনামা [অজ্ঞাতনাম্নী লেখিকা]	১৮৮৯ (১২৯৫)
লহরী (ক)	কুমুদিনী বসু	১৮৮৬ (১২৯৩)
লীলাবতী (অঙ্কশাস্ত্র), প্রথম ভাগ (প্র ৫)	কোন মহিলা	[১৮৬৭?] [১২৭৪?]
শতগান (প্র ৭)	সরলা দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
শবরমালা (ক)	হেমাঙ্গিনী ঘোষ	[১৮৯৯?] [১৩০৬?]
শ্মশানভ্রমণ (ক)	নবীনকালী দেবী	১৮৭৯ (১২৮৬)
শান্তিময়। বা দুই ভগ্নী (উ) উপন্যাসের উপসংহার ভাগ	অনামা (কোন অজ্ঞাতনাম্নী রচয়িত্রী)	১৮৯৯ (১৩০৬)
শিখা (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮৯৬ (১৩০৩)
শিল্প কর্ম্মের বই (প্র ৬)	(মিসেস্) টমাস, এ এইচ	১৮৭৩

	[Mrs. A. H. Thomas]	
শিশুদিগের ধর্ম্মগীত (ক-গা)	(মিস্) লেস্লী [Miss Leslie]	১৮৬৯ (১২৭৬)
শিশুর চিত্তরঞ্জন গল্প (গ)	(মিস্) কেডি [Miss Caddy]	১৮৮৪ (১২৯১)
শুভচণ্ডী ব্রতকথা (ক)	কুমুদিনী দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
শুভসাধনা (ক-চ)	মানকুমারী বসু	১৮৯৪ (১৩০১)
শূরবালা সুরবালা (না)	'শ্রীমতী' স্বর্ণলতা	১৮৭৮ (১২৮৫)
শোকপ্রবাহ (ক)	রাজলক্ষ্মী ঘোষ	১৮৯৯ (১৩০৬)
শোকমালা (ক)	রাখালদাসী দেবী	১৮৮০ (১২৮৭)
শোকোচ্ছ্বাস (ক)	অন্নপূর্ণা মল্লিক	১৮৮১ (১২৮৭)
শোকোচ্ছ্বাস (ক)	মানকুমারী বসু	১৮৯১ (১২৯৮)
ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসন (না)	প্রফুল্লনলিনী দাসী	১৮৮৭ (১২৯৮)
স্টোরি অব বসন্ত (গ)	লেস্লী, মেরী ই [Miss Leslie, Mary E.]	১৮৬৮ (১২৭৫)
সখি-সমিতি (প্র ৩)	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৬ (১২৯৩)
সঙ্গীতমুকুল (ক-গা)	সরলা মহলনাবিশ	১৮৮৫ (১২৯১)
সতী উপাখ্যান (ক)	মোহিনীসুন্দরী দাসী	১৮৮০ (১২৮৬)
সতী সঙ্গীত (ক-গা)	সতী দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
সতীত্ব সরোজ, প্রথম ভাগ (উ)	মহামায়া	১৮৮৬ (১২৯৩)
সতীসংবাদ ও অন্যান্য কবিতাবলী (ক)	হরিবালা দেবী	১৮৯০ (১২৯৭)
সদাপ্রভু কি বলেন? (প্র ২)	(মিস্) গার্ডনার [Miss Gardner]	১৮৮৯ (১২৯৬)
সন্তান বিদেশ গমন জন্য জননীর চিন্তা (ক)	ক্ষেত্রমণি দাসী	১৮৯৮
সন্তাপিনী নাটক (না)	"জনৈকা ভদ্রমহিলা"	১৮৭৬
সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই ঃ (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য) (না)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮৯২ (১২৯৯)
সফল স্বপ্ন (উ)	বনপ্রসূন রচয়িত্রী (মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়)	১৮৮৪ (১২৯১)
সরমা-সমাধি বা ষটচক্রভেদ (ক)	নবীনকালী দেবী	১৮৮৫ (১২৯২)
সরল নীতিপাঠ (প্র ১)	রাধারানী লাহিড়ী	[১৮৮২?] [১২৮৯?]
সাধন (প্র ২)	কুসুমকুমারী রায়	[১৮৮৮?] [১২৯৪?]
সাবিত্রী চরিত (প্র ২)	শরৎকুমারী দেবী	১৯০০ (১৩০৭)
সার আসলী ইডেনের ভারতবর্ষ প্রবাস (প্র ৯)	নিস্তারিনী দেবী	[১৮৮০?] [১২৮৬?]
সীতার জীবনচরিত (ক)	সৌদামিনী দেবী	[১৮৯৫?] [১২৮৬?]
সুখমিলন (উ)	প্রমদা দেবী	১৮৮৪ (১২৯০)

সুগ্রীব মিলন (না-গীতিনাট্য)	(বা) যাত্রা	তরঙ্গিনী দাসী	১৮৭৯ (১২৮৬)
সুধাময়ী (ক)		সরোজিনী দেবী	১৮৯৪ (১৩০১)
সুরবালা। উপন্যাস (উ)		প্রাণকিশোরী দেবী	১৮৮৯ (১২৯৫)
সুরেন্দ্র-সরলা (না)		সরলাসুন্দরী	১৮৮০ (১২৮৭)
সূর্যোদয় (প্র ২)		(মিস্) সন্ডিজ [Miss Sandys]	১৮৯৪ (১৩০১)
স্তোত্রমালা (ক)		কাত্যায়নী	১৮৯০ (১২৯৭)
স্ত্রী শিক্ষাবিষয়ক আপত্তিখন্ডন (প্র৩)		গুণময়ী সিংহ	১৮৯০ (১২৯৬)
স্নেহলতা ঃ সামাজিক উপন্যাস (উ)		কুসুমকুমারী দেবী	১৮৯০ (১২৯৯)
স্নেহলতা বা পালিতা, প্রথম ভাগ (উ)		স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯২ (১২৯৯)
স্নেহলতা বা পালিতা, দ্বিতীয় ভাগ (উ)		স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৯৩ (১২৯৯)
স্বর্ণময়ী (প্র ৯)		কুমুদিনী ঘোষ	১৮৯৪ (১৩০০)
স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান ঃ (দার্শনিক কাব্য) (ক)		(বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী দেবী	১৮৭৭ (১৭৯৯ শক)
স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ (প্র ২)		কোন বঙ্গমহিলা	[১৮৭৩?] [১২৮০?]
স্মৃতি (ক)		ইন্দুবালা দাসী	১৮৯৬ (১৩০৩)
হরিদাসী (প্র ৯)		অনামা	১৮৯৯ (১৩০৫)
হারমিট বা উদাসীন (ক)		আজিজুন্‌নেসা খাতুন	১৮৮৪ (১২৯০)
হাসি ও অশ্রু (ক)		সরোজকুমারী দেবী	১৮৯৫ (১৩০১)
হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি (প্র ৩)		কৈলাসবাসিনী দেবী	১৮৬৫ (১৭৮৭ শক)
হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা (প্র ৩)		কৈলাসবাসিনী দেবী	১৮৬৩ (১৭৮৫ শক)
হুগলীর ইমামবাড়ী (উ)		স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৮৮ (১২৯৪)

বিশ্লেষিত তালিকা - ৪

।। মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সংস্করণ, ১৮৫০-১৯০০ ।।

বিন্যাস ঃ সংস্করণের প্রকাশকাল (খ্রিস্টসাল) অনুযায়ী। যেহেতু ১৮৫০-১৯০০ সময়সীমায় মহিলারচিত গ্রন্থের ২য় ও ৩য় সংস্করণ ছাড়া পরবর্তী কোন সংস্করণ দেখা যায়নি, সেহেতু প্রথমে ২য় সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ ও পরে ৩য় সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ প্রকাশসাল অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম প্রকাশসাল না পাওয়া গেলে বন্ধনী ব্যবহৃত হয়েছে।

২য় সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ

পতিব্রতা ধর্ম্ম (প্র ২)	*দয়াময়ী দেবী	২য় সং, ১৮৭০	প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৯

শিল্পকর্ম্মের বই (প্র ৬)	(মিসেস্), টমাস, এ. এইচ [Mrs. A.H.Thomas]	২য় সং, ১৮৭৪	প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৩
বসন্ত-উৎসব ঃ (না-গীতিনাট্য)	"দীপ-নির্ব্বাণ" লেখনী প্রসূত [স্বর্ণকুমারী দেবী]	২য় সং, ১৮৮১	প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৯
আদর্শ গৃহিনী (প্র ৩)	পার্ব্বতীসুন্দরী বসু	২য় সং, ১৮৮৬	প্রথম প্রকাশ, ১৮৮২
বনফুল, প্রথম ভাগ (ক)	কুলমহিলা বিরচিত [কৃষ্ণকুমারী দেবী]	২য় সং, ১৮৮৮	প্রথম প্রকাশ, ১৮৮০
নারীচরিত কাব্য (ক)	কোন হিন্দুকুলনারী [উপেন্দ্রমোহিনী]	২য় সং, ১৮৮৯	প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৯
যিশুচরিত (প্র ২)	(মিসেস্) বেট, জে.ডি [Mrs. J.D.Bate]	২য় সং, ১৮৮৯	প্রথম প্রকাশ,
আলো ও ছায়া (ক)	কামিনী রায়	২য় সং, ১৮৯০	প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৯
অশ্রু-কণা (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	২য় সং, ১৮৯১	প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৭
আভাষ (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	২য় সং, ১৮৯১	প্রথম প্রকাশ, ১৮৯০
প্রেমলতা (উ)	স্নেহলতা রচয়িত্রী [কুসুমকুমারী দেবী]	২য় সং, ১৮৯৪	প্রথম প্রকাশ, ১৮৯২
মালতী ঃ উপন্যাস (গ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	২য় সং, ১৮৯৪	প্রথম প্রকাশ, ১৮৮০
অকালকুসুম (ক)	অনামা [সুনীতি মল্লিক]	২য় সং, ১৮৯৬	প্রথম প্রকাশ, [ ]
কাব্যকুসুমাঞ্জলি (ক)	"প্রিয়প্রসঙ্গ" রচয়িত্রী শ্রী মানকুমারী [মানকুমারী বসু]	২য় সং, ১৮৯৬	প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৩
দুঃখমালা (ক)	কোন হিন্দুমহিলা	২য় সং, ১৮৯৬	প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৪
আমার জীবন (প্র ৯)	রাসসুন্দরী দেবী	২য় সং, ১৮৯৮	প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৮
ভক্তিসঙ্গীত (ক-গা)	অনামা [কৃষ্ণভাবিনী দাসী]	২য় সং, ১৮৯৯	প্রথম প্রকাশ, ১৮৯২
প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় (ক-চ)	কোন বঙ্গমহিলা [মানকুমারী বসু]	২য় সং, ১৯০০	প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৪

৩য় সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ

রামের বনবাস (না)	কামিনী দেবী	৩য় সং, ১৮৭৯, ২য় সং ১৮৭৭	প্রথম প্রকাশ, [
বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত (প্র ২)	রাজকুমারী দেবী	২য় সং[১], ১৮৮৪, নতুন বৃহৎ সং ১৮৭৯	প্রথম প্রকাশ, [

[১]। উল্লিখিত ২য় সং ভুক্ত গ্রন্থটি হিসেব অনুযায়ী ৩য় সং-এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। কারণ নতুন বৃহৎ সং, ১৮৭৯ বলে উল্লিখিত সংস্করণটিকে হিসেবমতো ২য় সংস্করণ ধরা যেতে পারে।

সুরবালা। উপন্যাস (উ)	প্রাণকিশোরী দেবী	নতুন সং[১], ১৮৯০	প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৯
গল্পস্বল্প (গ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	৩য় সং, ১৮৯২, ২য় সং ১৮৯১	প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৯
দীপ-নির্ব্বাণ (উ)	অনামা [স্বর্ণকুমারী দেবী]	৩য় সং, ১৮৯৫ ২য় সং ১৮৮৩	প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৬
বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান (উ)	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন [Mullens, Hannah Catherine]	৩য় সং, ১৮৯৯, ২য় সং [ ]	প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৭
(উ)	দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত উৎসব রচয়িত্রী [স্বর্ণকুমারী দেবী]	৩য় সং, ১৯০০, ২য় সং [ ]	প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৯

বিশ্লেষিত তালিকা - ৫

।। মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা, ১৮৫০-১৯০০ ।।

বিন্যাস ঃ ক্রমশঃ রচনার ব্যাপ্তি অনুযায়ী (কম থেকে বেশি)। অর্থাৎ পত্রিকার কয়টি সংখ্যায় রচনাটি ক্রমশঃ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত রচনা তারকা * চিহ্নে চিহ্নিত। একই ব্যাপ্তিগত রচনা প্রকাশকাল অনুযায়ী বিন্যস্ত। প্রকাশকাল বাংলা মাস ও সাল ধরা হয়েছে। খ্রিস্ট সাল বন্ধনী দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

শিল্পবিদ্যা (ক)	রমাসুন্দরী (রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর)	বামাবোধিনী, ১২৭২ ভা, আশ্বিন (১৮৬৫)	২
বিদ্যাশিক্ষা (ক)	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৭৪ ফা, চৈ (১৮৬৮)	২
সায়ংকালে প্রার্থনা (প্র ২)	শ্রীমতী সা, মোজাফ্‌রপুর [সারদা, মোজাফ্‌রপুর]	বামাবোধিনী, ১২৭৫ বৈ, জ্যৈ (১৮৬৮)	২
এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভাব (প্র ৩)	শ্রী, র, সু, দা, কোন্নগর [রমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর]	বামাবোধিনী, ১২৭৫ জ্যৈ, আ (১৮৬৮)	২
বিদেশভ্রমণ (ক)	(শ্রী) লক্ষ্মীমণি [লক্ষ্মীমণি দেবী]	বামাবোধিনী, ১২৭৭ জ্যৈ, আ (১৮৭০)	২
পতিসম্মুখবর্ত্তিনী কোন	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৭৮ অ, মা	২

[১]। 'নতুন সং, ১৮৯০' উল্লিখিত গ্রন্থটিতে বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়েছে '১ম, ২য় ও অন্যান্য' সংস্করণ বলে। তাই এটিকেও ৩য় সংস্করণ ভুক্ত ধরা হয়েছে।

অনুতাপিতা পত্নীর বিলাপ (ক)		(১৮৭১, ১৮৭২)	
লঙ্কার পতন (ক)	শ্রীমতী কৃ-দেবী, জয়দেবপুর	বঙ্গমহিলা, ১২৮৩ আ, ফা (১৮৭৬, ১৮৭৭)	২
বিরহিনী (ক)	শ্রীমতী বঙ্গবালা	বঙ্গমহিলা, ১২৮৩ অ, পৌ (১৮৭৬, ১৮৭৭)	২
রুসিয়া (প্র ৯)	হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী, ১২৮৫ জ্যৈ, আ (১৮৭৮)	২
*মালতী (গ) (১৮৮০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১২৮৬ মা, ফা (১৮৮০)	২
একটি দশ বৎসরের বালিকার মৃত্যুকালীন ঘটনা (গ)	সম্পাদিকা [কামিনী শীল]	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১২৮৭ ফা, চৈ (১৮৮১)	২
বঙ্গখ্রীষ্টীয় মহিলা সমাজে মিসেস্ মিচেলের অভ্যর্থনা ও তাঁহার বক্তৃতা (প্র ৯)	সম্পাদিকা [কামিনী শীল]	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১২৮৮ বৈ, জ্যৈ (১৮৮১)	২
জন্মভূমি ও বাল্যাবাস (প্র ৩)	সৌদামিনী হালদার	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১২৮৮ জ্যৈ, আ (১৮৮১)	২
সন্তোষিনী ও তাঁহার পরিচারিকার বিবরণ (গ)	অনসূয়া পাল	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১২৮৮ আ, শ্রা (১৮৮১)	২
কলিকাতার স্ত্রী সমাজ (প্র ৩)	শ্রীমতী শা-দাসী, সিমলা [শরৎকুমারী চৌধুরানী]	ভারতী, ১২৮৮ ভা, আশ্বিন (১৮৮১)	২
প্রার্থনা (প্র ২)	সম্পাদিকা [কামিনী শীল]	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১২৮৮ ভা, আশ্বিন (১৮৮১)	২
সূর্য্য (প্র ৫)	স্বর্ণকুমারী দেবী	তত্ত্ববোধিনী, ১৮০৩ শক/১২৮৮ ভা, আশ্বিন (১৮৮১)	২
প্রয়াগ দর্শন (প্র ৯)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১২৯০ আ, শ্রা (১৮৮৩)	২
পরনিন্দা (প্র ১)	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৯১ জ্যৈ, আ (১৮৮৪)	২
সেলাই (নং ১-নং ২) (প্র ৬)	সরলা মহলানবিশ	সখা, ১২৯১ অ-পৌ, মা-ফা (১৮৮৫)	২
নারীগণের অল্পশিক্ষা (প্র ৩)	শ্রী-খিদিরপুর	বামাবোধিনী, ১২৯১ মা, ফা (১৮৮৫)	২

হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা (প্র৩)	শ্যামাসুন্দরী দেবী	নবজীবন, ১২৯২ জ্যৈ, আ (১৮৮৫)	২
স্ত্রীলোকদিগের নিকট একটি উপদেশপূর্ণ কথা (গ)	শ্রী—	বামাবোধিনী, ১২৯২ জ্যৈ, শ্রা (১৮৮৫)	২
গান অভ্যাস (প্র ৭)	প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী]	বালক, ১২৯২ আ, শ্রা (১৮৮৫)	২
স্বপ্নে স্বর্গদর্শন (ক)	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৯৩ আ, শ্রা (১৮৮৬)	২
কাফ্রিগণৎকার (প্র ৩)	হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৪ জ্যৈ, আ (১৮৮৭)	২
সূর্য্য, [২য় সং] (প্র ৫)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৫ আশ্বিন, অ (১৮৮৮)	২
ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কতপ্রকার উপায় হইতে পারে? (প্র ৩)	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৯৫ ফা, চৈ (১৮৮৯)	২
চীনজাতির বিবরণ (প্র ৩)	কোন মহিলা	বামাবোধিনী, ১২৯৬ আ, শ্রা (১৮৮৯)	২
পাকবিদ্যা (প্র ৬)	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৯৭ ভা, কা (১৮৯০)	২
ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী (ক)	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৯৭ ভা, আশ্বিন (১৮৯০)	২
বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য[১] (প্র ৩)	মানকুমারী বসু	বামাবোধিনী, ১২৯৭ আশ্বিন, কা (১৮৯০)	২
রন্ধনপ্রণালী (১ম-৩য় সংখ্যা[২]) (প্র ৬)	সু, সিংহ	বামাবোধিনী, ১২৯৭ আশ্বিন, পৌ (১৮৯০)	২
গুণগ্রাহিতা শক্তি (প্র ১)	শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১২৯৭ অ, ফা (১৮৯০, ১৮৯১)	২
যদুবংশ (প্র ৯)	কু, রা [কুমুদিনী রায়]	বামাবোধিনী, ১২৯৭ মা, ফা (১৮৯১)	২

[১]। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত মানকুমারী বসু রচিত 'দুইটি প্রবন্ধ' পুস্তকে রচনাটি স্থান পেয়েছে।

[২]। মনে হয় মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ ২য় সংখ্যায় '৩য় সংখ্যা : মিষ্টান্ন' বলে উল্লিখিত হয়েছে। সূচীতে দুটো সংখ্যাই রয়েছে।

সংসারে নারীর ক্ষমতা (প্র ৩)	কৃষ্ণভাবিনী দাস	বামাবোধিনী, ১২৯৭ ফা, চৈ (১৮৯১)	২
একাল ও একালের মেয়ে (প্র ৩)	শ্রীমতী 'শা-দাসী' [শরৎকুমারী চৌধুরানী]	ভারতী ও বালক, ১২৯৮ আশ্বিন -কা, মা (১৮৯১, ১৮৯২)	২
আথেন্সের ব্যবস্থাবলী (প্র ৯)	হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৮ অ, পৌ (১৮৯১)	২
বিফল মিলন (না)	সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৮ মা, ফা (১৮৯২)	২
হিমালয় ভ্রমণ (প্র ৯)	নলিনীবালা বসু	সখা, ১২৯৮ মা-ফা, ১২৯৯ আশ্বিন-কা (১৮৯২)	২
(প্র ৩)	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১২৯৯ বৈ, জ্যৈ (১৮৯২)	২
হিন্দুরমনীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা (প্র ৩)	কুলবালা দেবী	বামাবোধিনী, ১২৯৯ বৈ, জ্যৈ (১৮৯২)	২
রুসিয়ার শাসনপ্রণালী (প্র ৩)	হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৯ ভা, কা (১৮৯২)	২
রোগশয্যা (প্র ১)	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১২৯৯ অ, পৌ (১৮৯২)	২
সঙ্গীত চর্চায় কি দোষ (প্র ৭)	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৯৯ অ, পৌ (১৮৯২, ১৮৯৩)	২
শোকার্ত্তা অবলার ক্ষেদ (ক)	লক্ষ্মীমণি দেবী	বামাবোধিনী, ১৩০০ বৈ, জ্যৈ (১৮৯৩)	২
শোকের শান্তি (প্র ১)	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৩০০ পৌ, মা (১৮৯৪)	২
বাঙলা অ্যাকাডেমি (প্র ৩)	সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৩০০ পৌ, চৈ (১৮৯৪)	২
প্রহসন (না)	স্বর্ণলতা মল্লিক	ভারতী, ১৩০১ অ, পৌ (১৮৯৪)	২
ব্রিটিশ রাজনীতি (প্র ৩)	শ্রী ***	ভারতী, ১৩০১ পৌ, ফা (১৮৯৫)	২
মহানদী বক্ষে (প্র ৯)	গিরিবালা দেবী	ভারতী, ১৩০১ পৌ, চৈ (১৮৯৫)	২
হিন্দুরমণী (প্র ৩)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	বামাবোধিনী, ১৩০২ আশ্বিন, অ (১৮৯৫)	২
কাশ্মীর (প্র ৯)	অবলা বসু	মুকুল, ১৩০২ অ, পৌ (১৮৯৫)	২
নীলগিরির টাডোজাতি (প্র৩)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৩০২ পৌ, মা (১৮৯৬)	২
স্ত্রীলোকের নির্দোষ	শ্রীমা	বামাবোধিনী, ১৩০২ পৌ, মা	২

আনন্দ (প্র ৩)	[মানকুমারী বসু]	(১৮৯৬)	
আদর্শ রমণী (গ)	অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৩০৩ চৈ, ১৩০৪ বৈ (১৮৯৭)	২
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের শিক্ষা (প্র ৯)	মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পূর্ণিমা, ১৩০৪ আ, শ্রা (১৮৯৭)	২
সুশীল ঃ ১ম ও ২য় পল্লব (ক)	কিরণ	বীণাপানি, ১৩০৪ অ, পৌ(১৮৯৭)	২
প্রকৃত স্ত্রী (প্র ৩)	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	বামাবোধিনী, ১৩০৪ পৌ, ফা (১৮৯৮)	২
জননী (প্র ৩)	সুখতারা দেবী	অন্তঃপুর, ১৩০৪ চৈ, ১৩০৫ বৈ (১৮৯৮)	২
কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবচন (প্র ৮)	শোভনাসুন্দরী দেবী	পুণ্য, ১৩০৫ বৈ-জ্যৈ, আ-শ্রা (১৮৯৯)	২
প্রতিশোধ (গ)	সুকুমারী দাস	মুকুল, ১৩০৫ বৈ, জ্যৈ (১৮৯৮)	২
দেবী কৈলাসবাসিনীর জীবনী (প্র ৯)	অনামা	বামাবোধিনী, ১৩০৫ জ্যৈ, আ (১৮৯৮)	২
প্রেম (প্র ২)	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	সৎসঙ্গ, ১৩০৫ জ্যৈ, অ (১৮৯৮)	২
বর্ণিয়া (উ)	অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৩০৫ আ, শ্রা (১৮৯৮)	২
রমণী জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব (প্র ৩)	বসন্তকুমারী বসু	অন্তঃপুর, ১৩০৫ আ, আশ্বিন-কা (১৮৯৮)	২
হীরার খনি (গ)	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগর মহিলাশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৩০৫ আ, শ্রা (১৮৯৮)	২
শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্রাভাষ (প্র ৯)	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পূর্ণিমা, ১৩০৫ ভা, কা (১৮৯৮)	২
বঙ্গদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনোপায় (প্র ৩)	অনিন্দিতা দেবী	অন্তঃপুর, ১৩০৫ ফা, চৈ (১৮৯৯)	২
হৃদয়রাজ্য (প্র ১)	কাদম্বিনী দত্ত	অন্তঃপুর, ১৩০৫ চৈ, ১৩০৬ বৈ (১৮৯৯)	২
আদর্শ (প্র ৯)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	ঋষি, ১৩০৬ বৈ, জ্যৈ (১৮৯৯)	২
সংসারাশ্রম (প্র ৩)	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	বামাবোধিনী, ১৩০৬ বৈ, শ্রা (১৮৯৯)	২
কাট্নি ও জব্বলপুর	সরযুবালা দত্ত	পুণ্য, ১৩০৬ আ-শ্রা, ১৩০৭ বৈ	২

(প্র ৯)		(১৮৯৯)	
চন্দনতলার চাপ (প্র ৯)	অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৩০৬ শ্রা, ভা-আশ্বিন (১৮৯৯)	২
অদৃষ্টের উপহাস (গ)	সরলাবালা সরকার	অন্তঃপুর, ১৩০৬ ফা, চৈ (১৯০০)	২
স্বর্গগতা শরৎকুমারী (প্র ৯)	অনামা [মহিলার রচনা]	মহিলা, ১৩০৬ চৈ, ১৩০৭ বৈ (১৯০০)	২
দময়ন্তী (প্র ৯)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	ঋষি, ১৩০৭ বৈ-জ্যৈ, আ-শ্রা (১৯০০)	২
বালিকাদের বিশেষ পৃষ্ঠা (প্র ৩)	হেমলতা সরকার	মুকুল, ১৩০৭ বৈ, আ (১৯০০)	২
সময়ের সদ্ব্যহার (প্র ১)	তরুবালা দত্ত	অন্তঃপুর, ১৩০৭ জ্যৈ, আ (১৯০০)	২
দস্যু ও রমণী (গ)	সরোজকুমারী দেবী	বামাবোধিনী, ১৩০৭ ভা-আশ্বিন, কা-অ (১৯০০)	২
সঙ্গিনী (প্র ৮)	শ্রীমতী ন [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	বামাবোধিনী, ১৩০৭ কা-অ, পৌ (১৯০০)	২
বিজ্ঞানের পরীরাজ্য (প্র ৫)	প্রিয়ম্বদা দেবী	মুকুল, ১৩০৭ অ, পৌ (১৯০০)	২
বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে?	শ্রীমতী ***	বামাবোধিনী, ১২৭৩ আশ্বিন, কা, অ (১৮৬৬)	৩
সমাজ সংস্করণ (প্র ৩)	কুমারী ব **	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১২৮৭ চৈ, ১২৮৮ বৈ, জ্যৈ (১৮৮০)	৩
বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা (প্র৩)	অনামা [শ্যামাসুন্দরী দেবী]	বামাবোধিনী, ১২৮৯ চৈ, ১২৯০ বৈ, জ্যৈ (১৮৮৩)	৩
নারীজীবনের উদ্দেশ্য (প্র ৩)	নিস্তারিনী দেবী	বামাবোধিনী, ১২৯০ পৌ, মা, ফা (১৮৮৪)	৩
পাকবিদ্যা (প্র ৬)	অনামা	বামাবোধিনী, ১২৯১ বৈ, আ, শ্রা (১৮৮৪)	৩
ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা (প্র ১)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১২৯১ পৌ, মা, ফা (১৮৮৫)	৩
আশ্চর্য পলায়ন (প্র ৯)	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	বালক, ১২৯২ বৈ, জ্যৈ, আ (১৮৮৫)	৩
মেস্‌মেরিজম বা শক্তিচালনা (প্র ১)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১২৯২ অ, মা, চৈ (১৮৮৫, ১৮৮৬)	৩

দুইখানি ছবি (গ)	লাবণ্যপ্রভা বসু	সখা, ১২৯৪ মা-ফা, ফা-চৈ, চৈ-বৈ (১৮৮৮)	৩
গাজিপুর পত্র (প্র ৯)	সম্পাদিকা [স্বর্ণকুমারী দেবী]	ভারতী ও বালক, ১২৯৬ জ্যৈ, শ্রা, ভা (১৮৮৯)	৩
মালবিকা-অগ্নিমিত্র (প্র ৮)	সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৮ পৌ, ফা, চৈ (১৮৯২)	৩
ব্রহ্মসঙ্গীত হতে ঃ স্বরলিপি (প্র ৭)	ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১২৯৮-৯৯ ফা, চৈ; ১২৯৯ বৈ (১৮৯২)	৩
'নতুন গান' ঃ স্বরলিপি (প্র ৭)	ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১২৯৯ বৈ, ভা, আশ্বিন (১৮৯২)	৩
মহামুহূর্ত্ত (গ)	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১২৯৯ শ্রা, ভা, আশ্বিন (১৮৯২)	৩
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (প্র ৩)	কুমুদিনী রায়[১]	বামাবোধিনী, ১২৯৯ আশ্বিন, কা ১৩০০ জ্যৈ (১৮৯২)	৩
আপেল আঘ্রাণে (প্র ১)	হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী, ১৩০০ বৈ, জ্যৈ, আ (১৮৯৩)	৩
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (প্র ৩)	মানকুমারী বসু	বামাবোধিনী, ১৩০০ আ, শ্রা, ভা, (১৮৯৩)	৩
পিয়ের লোটি ইস্তাম্বুল (প্র ৯)	ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৩০০ শ্রা, আশ্বিন-কা, অ (১৮৯৩)	৩
প্রতাপ (গ)	নলিনীবালা সেন	বীণাপানি, ১৩০২ [ ], ১৩০৩ মা, ফা (১৮৯৭)	৩
কে সাহসী (গ)	সম্পাদিকা [বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর মহিলা আশ্রম]	অন্তঃপুর, ১৩০৪ ফা, চৈ, ১৩০৫ বৈ (১৮৯৮)	৩
পুষ্প (গ)	উষাবালা দেবী	অন্তঃপুর, ১৩০৫ আশ্বিন-কা, অ, পৌ (১৮৯৮)	৩
বসন্ত মালতী (সত্য ঘটনা অবলম্বনে) (গ)	শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ	অন্তঃপুর, ১৩০৫ আশ্বিন-কা, অ, পৌ (১৮৯৮)	৩
প্রেমের গৌরাঙ্গ (প্র ৯)	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	বামাবোধিনী, ১৩০৫ অ, পৌ-মা, ফা-চৈ (১৮৯৮, ১৮৯৯)	৩
চামেলী (উ)	(শ্রীমতী) নগেন্দ্রবালা [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পূর্ণিমা, ১৩০৫ মা, ফা, চৈ (১৮৯৯)	৩

[১]। ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখিকা নাম ঃ কু, রা।

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য (প্র ৩)	হেমাঙ্গিনী চৌধুরী	অন্তঃপুর, ১৩০৬ বৈ, জ্যৈ-আ, শ্রা (১৮৯৯)	৩
বলেন্দ্র ও বলবতী (উ)	অম্বুজাসুন্দরী দাস [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৩০৬ জ্যৈ, আ, শ্রা (১৮৯৯)	৩
জীবন গঠন (প্র ৩)	সুশীলা দেবী	অন্তঃপুর, ১৩০৬ চৈ, ১৩০৭ বৈ, কা (১৯০০)	৩
থেলমা (উ)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	অন্তঃপুর, ১৩০৭ বৈ, জ্যৈ, আ (১৯০০)	৩
*মনোত্তমা (উ) (১৮৬৮ সালে গ্রন্থাকালে প্রকাশিত)	কোন হিন্দুকামিনী	নবপ্রবন্ধ, ১২৭৪ আশ্বিন, অ, পৌ মা (১৮৬৭, ১৮৬৮)	৪
ভূপঞ্জর ঃ প্রথম প্রস্তাব, দ্বিতীয় প্রস্তাব, তৃতীয় প্রস্তাব [এবং] চতুর্থ প্রস্তাব (প্র ৫)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১২৮৭ পৌ, মা, ফা, চৈ (১৮৮১)	৪
পৃথিবীর গতি প্রণালী (প্র ৫)	স্বর্ণকুমারী দেবী	তত্ত্ববোধিনী, ১৮০৪ শক/১২৮৮ আ, শ্রা, ভা, আশ্বিন (১৮৮২)	৪
গান অভ্যাস ঃ [কালমৃগয়া] ঃ [স্বরলিপি] (প্র ৭)	প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী]	বালক, ১২৯২ ভা, আশ্বিন, পৌ, মা (১৮৮৫, ১৮৮৬)	৪
লান্‌করানের উজীর (না)	সরলা দেবী	ভারতী, ১৩০১ বৈ, জ্যৈ, শ্রা চৈ (১৮৯৪)	৪
হিন্দুনারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম (প্র ৩)	কুমুদিনী রায়	বামাবোধিনী, ১৩০১ কা, অ, পৌ মা (১৮৯৪, ১৮৯৫)	৪
রত্নমালা (উ)	অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৩০৪ অ, মা, ফা, চৈ (১৮৯৭, ১৮৯৮)	৪
শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর (প্র ৯)	নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী) [নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	পন্থা, ১৩০৬ আশ্বিন, অ, পৌ, চৈ (১৮৯৯, ১৯০০)	৪
গার্হস্থ্য প্রবন্ধ (প্র ৩)	বিনোদিনী সেন	বামাবোধিনী, ১৩০৬ কা, ফা-চৈ ১৩০৭ জ্যৈ-আ, শ্রা (১৮৯৯-১৯০০)	৪
হারানিধি (গ)	হেমলতা সরকার	মুকুল, ১৩০৭ জ্যৈ, আ, শ্রা, আশ্বিন (১৯০০)	৪
ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ (প্র ২)	(শ্রীমতী) স্বর্ণলতা [স্বর্ণলতা ঘোষ]	বামাবোধিনী, ১২৭২ মা, ফা, ১২৭৩ বৈ, জ্যৈ, আ (১৮৬৬)	৫
এনা রস (গ)	ভবকুমারী ঘোষ	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১২৮৮ আশ্বিন,	৫

		অ, পৌ, মা; ১২৮৯ বৈ (১৮৮১, ১৮৮২)	
আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা (২য় প্রস্তাব)[১] (প্র ৯)	শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী]	নব্যভারত, ১২৯৫ চৈ; সাহিত্য ১২৯৭ আ, শ্রা, ভা; ১২৯৮ ভা (১৮৮৯, ১৮৯০, ১৮৯১)	৫
বিলাতের গল্প (প্র ৯)	কৃষ্ণভাবিনী দাসী [কৃষ্ণভাবিনী দাসী]	সখা, ১২৯৮ পৌ-মা, মা-ফা, ফা -চৈ; ১২৯৯ জ্যৈ-আ, আশ্বিন-কা (১৮৯২)	৫
মালতী-মাধব (প্র ৮)	সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৯ জ্যৈ, শ্রা অ, মা, চৈ (১৮৯২, ১৮৯৩)	৫
সতীত্ব (১ম-৫ম অধ্যায়) (প্র ৩)	হেঃ— [হে, কলিকাতা]	মহিলা, ১৩০৩ কা, মা, চৈ; ১৩০৪, বৈ, আশ্বিন (১৮৯৬, ১৮৯৭)	৫
ক্রোড়পত্র। স্বর্গাগতা অঘোরকামিনী পত্র (প্র ৯)	অঘোরকামিনী দেবী	মহিলা, ১৩০৪ [ ], শ্রা, ভা, কা, চৈ (১৮৯৭, ১৮৯৮)	৫
শৈশবসঙ্গিনী (উ)	শ্রীমা [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১৩০৪ আ, শ্রা, ভা আশ্বিন, কা (১৮৯৭)	৫
ফুলের মালা[২] (উ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১২৮৯ অ, পৌ, মা, ফা, চৈ, ১২৯০ বৈ (১৮৮২, ১৮৮৩)	৬
চিরদিন কি দুঃখে যায়? (গ)	মাননীয়া ভগিনী	সখা, ১২৯১ জ্যৈ-আ, আ-শ্রা, শ্রা ভা, ভা-আশ্বিন, আশ্বিন-কা, কা-অ (১৮৮৪)	৬
গান অভ্যাস (প্র ৭)	প্রতিভা দেবী [প্রতিভাসুন্দরী দেবী]	ভারতী ও বালক, ১২৯৩ বৈ, জ্যৈ, আ, আশ্বিন, অ, ফা (১৮৮৬,১৮৮৭)	৬
দার্জ্জিলিং পত্র (প্র ৯)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৫ বৈ, জ্যৈ আ, শ্রা, ভা, কা (১৮৮৮)	৬
পত্র (প্র ৯)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৮ আশ্বিন-কা, পৌ, মা; ১২৯৯ জ্যৈ, আ, অ (১৮৯১, ১৮৯২)	৬
মায়ার খেলা ঃ স্বরলিপি (প্র ৭)	ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১২৯৮-৯৯ পৌ, মা, ফা, চৈ; ১২৯৯ ভা-আশ্বিন, কা (১৮৯২)	৬

১। 'আলোচনা' ও 'নব্যভারতে' ক্রমশঃ আকারে ৮ কিস্তিতে প্রকাশনার পর 'আর্য্যাবর্ত্ত', প্রথম ভাগ (১৮৮৮) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণকাহিনীর ২য় প্রস্তাব। গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত।

২। ঐতিহাসিক উপন্যাসটির অসম্পূর্ণরূপে পরবর্ত্তী সংখ্যা থেকে প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

কতকগুলি সুমাতা	সুশীলাবালা সিংহ	বামাবোধিনী, ১৩০১ শ্রা, আশ্বিন, মা, চৈ, ১৩০২ শ্রা, ভা (১৮৯৪,১৮৯৫)	৬
আলেকজান্ডার পোপকৃত ইলিয়াডের বাঙ্গলা অনুবাদ	লজ্জাবতী বসু	বামাবোধিনী, ১৩০৪ আ, পৌ, ফা; ১৩০৬ ভা-আশ্বিন, কা; ১৩০৭ ভা -আশ্বিন (১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০০)	৬
ভাট সাহেবের বখর (প্র ৯)	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	ভারতী, ১২৯০ মা, ফা, চৈ; ১২৯১ বৈ, আ, শ্রা, আশ্বিন (১৮৮৪)	৭
* **কলঙ্ক** ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস[১] (উ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৩ আ, শ্রা ভা, আশ্বিন, কা, অ, পৌ (১৮৮৬)	৭
আর্য্যমহিলা (প্র ৯)	শ্রীমাঃ [মানকুমারী বসু]	বামাবোধিনী, ১২৯৮ বৈ, জ্যৈ, শ্রা ভা, কা; ১২৯৯ শ্রা; ১৩০৭ জ্যৈ-আ (১৮৯১, ১৮৯২, ১৯০০)	৭
*প্রভাতী (উ) (১৯০৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	অম্বুজা [অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]	বামাবোধিনী, ১৩০৫ ভা, আশ্বিন -কা, অ, পৌ-মা, ফা-চৈ; ১৩০৬ জ্যৈ, পৌ-মা (১৮৯৮, ১৮৯৯)	৭
মর্ম্মিয়ণ (উ)	স্বর্ণলতা চৌধুরী	অন্তঃপুর, ১৩০৫ মা; ১৩০৬ জ্যৈ -আ, শ্রা, ভা, আশ্বিন, পৌ, মা (১৮৯৯-১৯০০)	৭
জ্যোতির্ম্ময়ী (উ)	জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	আদরিনী, ১২৮৭ অ, পৌ, মা, ফা চৈ, ১২৮৮ বৈ, জ্যৈ, আ (১৮০০, ১৮৮১)	৮
* আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা (প্র ৯) (১৮৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী]	আলোচনা, ১৮০৭-০৮ শক/ ১২৯২-১২৯৩[২], নব্যভারত, ১২৯৪ ভা, আশ্বিন, মা, চৈ; ১২৯৫ বৈ, আ (১৮৮৫-১৮৮৬, ১৮৮৭, ১৮৮৮)	৮
বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা (প্র ৩)	মানকুমারী বসু	বামাবোধিনী, ১৩০১ অ, পৌ, মা ফা, চৈ; ১৩০২ বৈ, আ, শ্রা, ভা (১৮৯৪, ১৮৯৫)	৯

১। মিবাররাজ নামে ১৮৮৭ (১২৯৪)-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি 'আলোচনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পরবর্তী কিস্তিগুলি 'নব্যভারত' (ভা ১২৯৪-আ ১২৯৫)-এ প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে 'আর্য্যাবর্ত্ত', প্রথম ভাগ, (১৮৮৮) সালে প্রকাশিত হয়। 'আলোচনা' পত্রিকায় মাসের উল্লেখ নেই।

কুললক্ষ্মী (উ)	মাননীয়া ভগিনী	বামাবোধিনী, ১২৮৪ বৈ; ১২৯০ কা, অ, পৌ, ফা; ১২৯১ বৈ, আ, শ্রা, কা, অ (১৮৭৭, ১৮৮৩, ১৮৮৪)	১০
* রমণীর কর্ত্তব্য (প্র ৩) (১৮৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	গিরিবালা মিত্র	বামাবোধিনী, ১২৯৩ অ, পৌ, মা, ফা, চৈ; ১২৯৪ বৈ, আ, ভা, কা, মা (১৮৮৬, ১৮৮৭)	১০
স্বপ্নে দীক্ষা (প্র ২)	(রানী শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	পন্থা, ১৩০৫ বৈ, জ্যৈ, আ, শ্রা, ভা, আশ্বিন, কা, অ; ১৩০৬ বৈ, জ্যৈ, ভা (১৮৯৮, ১৮৯৯)	১১
* ছিন্নমুকুল (উ) (১৮৭৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১২৮৫ পৌ, মা, ফা, চৈ; ১২৮৬ বৈ, জ্যৈ, আ, শ্রা, ভা, আশ্বিন, কা, অ (১৮৭৯)	১২
* কাহাকে? (উ) (১৮৯৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১৩০৩ বৈ, জ্যৈ, আ, ভা, পৌ, ফা; ১৩০৪ বৈ, জ্যৈ, আ, শ্রা, ভা, আশ্বিন (১৮৯৬, ১৮৯৭)	১২
* হুগলীর ইমামবাড়ী (উ) (১৮৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী, ১২৯১পৌ, মা, ফা, চৈ; ১২৯২ জ্যৈ, আ, শ্রা, ভা, কা, অ, পৌ, মা, ফা, চৈ, ভারতী ও বালক, ১২৯৩ বৈ (১৮৮৫, ১৮৮৬)	১৫
* ফুলের মালা (উ) (১৮৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৯ ভা, কা, অ, পৌ, মা, ফা, চৈ; ভারতী, ১৩০০, বৈ, জ্যৈ, আ, শ্রা, ভা, আশ্বিন, কা, অ, পৌ (১৮৯২, ১৮৮৬)	১৬
* বিদ্রোহ (উ) (১৮৯০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৪ ভা, কা, অ, পৌ, মা, ফা, চৈ; ১২৯৫ বৈ, জ্যৈ, আ, শ্রা, ভা, কা, অ, পৌ, মা, ফা (১৮৮৭, ১৮৮৮, ১৮৮৯)	১৭

* স্নেহলতা বা পালিতা (উ)[১]	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১২৯৬ বৈ, জ্যৈ, আ, শ্রা, ভা-আশ্বিন, কা, অ, পৌ, ফা; ১২৯৭ বৈ, আ, শ্রা, ভা, আশ্বিন, কা, অ, পৌ, ফা, চৈ, ১২৯৮ বৈ, জ্যৈ (১৮৮৯, ১৮৯০, ১৮৯১)	২১

বিশ্লেষিত তালিকা - ৬

।। মহিলাকৃত অনুবাদ রচনা, ১৮৫০-১৯০০ ।।

বিন্যাস ঃ এই তালিকা দুইটি অংশে বিভক্ত। (ক) **গ্রন্থ** ও (খ) **প্রকীর্ণ** রচনা। উভয় ক্ষেত্রেই বিন্যাস হয়েছে অনুবাদিত রচনার প্রকাশকাল (খ্রিস্ট সাল) অনুযায়ী। বন্ধনীর মধ্যে বাংলা সাল উল্লিখিত হয়েছে।

(ক) গ্রন্থ

১৮৫০-৫৯

ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস্ অফ এ বাইবেল (প্র ২) — মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catherine) — কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৫১ ( )। ৬০ পৃঃ।

ইংরেজি আখ্যা ঃ 'Voyages and travels of a Bible.'

ডে ব্রেক ইন ব্রিটেন (প্র ২) — মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catherine) — কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৫৬ ( )। ১৫৩ পৃঃ।

ইংরেজি আখ্যা ঃ 'Day Break in Britain.' Miss Tucker-এর রচিত ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ।

পাদ্রী সাহেবের বজরা অথবা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কি? (প্র ২) — মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catherine) — কলিকাতা, রিলিজিয়াস ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৫৭ ( )। ১৪২ পৃঃ।

ইংরেজি আখ্যা ঃ 'The Missionaries Budgerow, or, What is Christianity?'

---

[১]। ১২৯৬ বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যাগুলি 'স্নেহলতা' নামে প্রকাশিত। এরপরের ১২৯৭ বৈশাখ থেকে ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি 'পালিতা' নামে প্রকাশিত। 'স্নেহলতা বা পালিতা' (১ম ও ২য় ভাগ) ১৮৯২ ও ১৮৯৩ (১২৯৯)-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৬০-৬৯

নারীচরিত (প্র ৯)	সিংহ, মার্থা সৌদামিনী, সংগ্রাহক	কলিকাতা, কাব্য প্রকাশ যন্ত্র, ১৮৬৫ (১২৭২)। [৪], ৯৪ পৃঃ।

বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম জীবনী গ্রন্থ, তথা প্রথম পাঠ্যপুস্তক। ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় সংগৃহীত।

বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান। (গ)	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Mullens, Hannah Catheriene)	কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৬৭ (১২৭৪)। [৬], ৩০৪ পৃঃ।

ইংরেজি আখ্যা ঃ 'Faith and Victory, a tale of the progress of Christianity in Bengal'

লীলাবতী (অঙ্কশাস্ত্র), ১ম ভাগ (প্র ৫)	কোন মহিলা	[ ], [১৮৬৭?] [ ] পৃঃ।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদিত। সূত্র ঃ দ্রঃ **গ** ১৬।

ষ্টোরি অব বসন্ত (গ)	লেস্‌লি, মেরী ই (Leslie Mary E)	কলিকাতা, কলিকাতা ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৬৮ (১২৭৫)। ১৮৩ পৃঃ।

ইংরেজি আখ্যা ঃ 'Story of Boshonta.'

১৮৭০-৭৯

জগৎতারক (ক)	(মিসেস্‌) ব্যানার্জী কে, সি (Mrs. K.C. Banerjee)	কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি, ১৮৭৬ (১২৮৩)। ১২ পৃঃ।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ ঃ 'The Saviour of the World'

১৮৮০-৮৯

বাজনার বাক্স বা "সুখময় বাটী" (গ)	কামিনী শীল [অনুবাদিকা]	কলিকাতা, ভবানীপুর, ক্যালকাটা ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৮৮১ (১২৮৭)। ১১২ পৃঃ।

Christie's-এর 'Old Organ : or, "Home Sweet Home" '-এর ইংরেজি থেকে অনুবাদ।

নারীশিক্ষা (প্র ৩)	মনোমোহিনী ভট্টাচার্য্য	কলিকাতা, খ্রীষ্টিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি, ১৮৮২

(১২৮৯)। ১৬৮ পৃঃ।

ইংরেজি প্রবন্ধ ঃ 'Words for Women"-এর বাংলা অনুবাদ।

হারমিট বা উদাসীন (ক)	আজিজুন্নেসা খাতুন	বাঁশদহ, খুলনা, মোকাদ্দেসুল হক, ১৮৮৪ (১২৯০)। ১০ পৃঃ।

গোল্ড স্মিথ-এর 'Edwin and Angelina'-এর বাংলা অনুবাদ কাব্য।

ঐশ্বরিক জ্যোতি ঃ (প্র ২)	(শ্রীমতী) লোপিজ, বি, এম [অনুবাদিকা]	কলিকাতা, রেভাঃ জে, পি, মীক দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৮৫ (১২৯১)। ১১৬ পৃঃ।

আখ্যাপত্রে ইংরেজি আখ্যা ঃ 'A Candle Lighted by the Lord'.

১৮৯০-১৯০০

পল ও ভার্জিনিয়া (গ)	চারুশীলা গুপ্ত	কলিকাতা, [ ], ১৮৯০ (১২৯৬)। ৮০ পৃঃ।

মূল ফরাসী ঃ Jacques Henry Bernardinade Saint-Pierre (1737-1814)-এর রচিত 'Paul et Virginie' (1787) গ্রন্থটির ইংরেজী 'Paul & Verginia' গল্পের বাংলা অনুবাদ।

অদ্ভুত রামায়ন (ক)	সৌদামিনী দেবী, অনুবাদিকা	কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৯০ (১২৯৭)। [১০], ১৮৯ পৃঃ।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদিত। "মহামুনি বাল্মিকী প্রণীত মূলগ্রন্থ হইতে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরচিত ও প্রকাশিত।" —আখ্যাপত্র।

ধূলিরাশি (ক)	জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত	কলিকাতা, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, ১৮৯৪ (১৩০০)। [২],, ১২১ পৃঃ।

ইংরেজি আখ্যা ঃ 'A Heap of Dust'

সূর্যোদয় (প্র ২)	(মিস্) সন্ডিজ [Miss Sandys]	কলিকাতা, লেখিকা, ১৮৯৪ (১৩০১)। ৩৬৪ পৃঃ।

'A devotional text book for every day in the year in the words of Scripture. Translated with permission of Messers Bagsters & Sons' –B.L.C. (3) 1894 no. 2464.

ছায়া (টেনিসনের অনুকরণে) (ক)	অনামা [কোন বঙ্গমহিলা]	কলিকাতা, সাহিত্য যন্ত্র, ১৮৯৮ (১৩০৫)। [২], ২২৫ পৃঃ।

ইংলন্ডীয় রাজকবির অনুকরণে কোন বঙ্গমহিলা রচিত। টেনিসনের ১২টি কবিতার

অনুবাদ।

ব্রাহ্মণসেবধিস্মরণার্থে ঃ ভাবানুবাদ (ক)	সরলতা দেবী	কলিকাতা, শিক্ষক সমিতি যন্ত্রে অক্ষয় কুমার শেট দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭) ৪, ২৬ পৃঃ।

সূত্র ঃ 'Gives a metrical translation of Gold Smith's Traveller & Hermit' -B.L.C. (3) 1900 no. 624.

যুবতীদিগের খ্রীষ্টীয় সমিতি (প্র ৩)	(মিস্) ড [Miss Daw]	কলিকাতা, ইয়ং উইমেনস্ খ্রীষ্টীয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। ২৮ পৃঃ।

ইংরেজি আখ্যা ঃ 'Young Women's Christian Association.' —সূত্র ঃ B.L.C. (1) 1900 no. 223.

সাবিত্রী চরিত (ক)	সরলতা দেবী	কলিকাতা, প্রমথনাথ মুখার্জী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯০০ (১৩০৭)। [২], ৪৩ পৃঃ।

ভূমিকা থেকে জানা যায়, "...মহাভারতীয় মূল সাবিত্রী কথার অবিকল অনুবাদ অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ হইবে ভাবিয়া আমি মূলের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই নাই।... স্থানে স্থানে প্রকরণোপযোগী নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

(খ) প্রকীর্ণ রচনা

১৮৫০-৫৯

কোন প্রকীর্ণ অনুবাদ রচনার হদিশ মেলেনি।

১৮৬০-৬৯

কোন প্রকীর্ণ অনুবাদ রচনার হদিশ মেলেনি।

১৮৭০-৭৯

সন্ন্যাসীর উপাখ্যান (ক)	কুমুদিনী দেবী	বামাবোধিনী, ১৮৭১ (অ ১২৭৮)।

"লেখিকা 'Purnell's Hermit' পারনেল হারমিট নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি কাব্যের গল্পটি তাঁহার স্বামীর নিকট শুনিয়া দীর্ঘ কবিতাটী রচনা করেন। মূলের প্রায় সকল সারকথা ইহাতে আছে..."।

মূল লেখকের নাম ঃ Thomas Parnell.

১৮৮০-৮৯

এনা রস (গ)	ভবকুমারী ঘোষ	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (১২৮৮ আশ্বিন, অ, পৌ, মা)।

"শ্রীমতী গ্রেস্ কেনেডি বিরচিত 'এনা রস' নাম্নী আখ্যায়িকার অনুবাদ"—পাদটীকা।

বঙ্গ খ্রীষ্টীয় মহিলা সমাজে মিসেস মিচেলের অভ্যর্থনা ও তাঁহার বক্তৃতা (প্র ৯)	সম্পাদিকা [কামিনী শীল]	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮১ (১২৮৮ বৈ, জ্যৈ)।
বিশ্বাসিনী 'নন্দ' নাম্নী সিকিন্দ্রা নগরের একটি বালিকার বিবরণ (সত্য ঘটনামূলক আখ্যায়িকা) (গ)	সুশীলাবালা চট্টোপাধ্যায়	খ্রীষ্টীয় মহিলা, ১৮৮২ (১২৮৯ বৈ)।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ।

আমার এই পূজা (ক)	শ্রীমতী "বনলতা" রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]	আলোচনা, ১৮৮৪ (১৮০৬ শক/১২৯১ অ)।

P. B. Shelly-র লেখা ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। যার আরম্ভ "I can give not what men call love."

ভাট সাহেবের বখর (প্র ৯)	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	ভারতী, ১৮৮৪ (১২৯০ মা, ফা, চৈ; ১২৯১ বৈ, আ, শ্রা, আশ্বিন)

"বখর' অর্থাৎ ইতিহাস বিদ্যমান আছে। ১৭৫৪ থেকে ১৭৬১ সময় পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের ইতিহাস প্রবন্ধাকারে লিখিত। মূল মহারাষ্ট্রী গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ। গ্রন্থখানি পত্রাকারে লিখিত। লেখক ঃ কৃষ্ণাজী শ্যামারাও। সোরাপুরের জায়গীরদার বঁ্যাকাপা নাইক দিল্‌নূকারের উদ্দেশ্যে লিখিত।

বসন্তসখা (ক)	শ্রীমতী নীহারিকা [প্রসন্নময়ী দেবী]	আলোচনা, ১৮৮৫ (১৮০৭ শক/১২৯২ আ-শ্রা)।

মাইকেল ব্রুস (Bruce)-এর কবিতার অনুবাদ।

স্ত্রীলোকদিগের নিকট একটি উপদেশপূর্ণ কথা (গ)	শ্রী	বামাবোধিনী, ১৮৮৫ (১২৯২ জ্যৈ, শ্রা)।

ইংরেজী থেকে সংগৃহীত, শেষভাগ মাত্র অনুবাদ। শেকস্‌পীয়ার-এর লেখা "Teming of the Shrew" 'মুখরার দমন' থেকে অনুবাদ। সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে জানা যায়—"কোন মহিলা তাঁর স্বামীর নিকট সেক্ষপিয়ারের নাটকের উপন্যাস পড়ে আপনার কোন আত্মীয়াকে তাঁর সারমর্ম লেখেন এবং তাহাই প্রকাশিত হয়।"

তর্জ্জমা (প্র ১) শ্রীমতী ই ঃ [ও যোগেন্দ্রনাথ লাহা] [ইন্দিরা দেবী] বালক, ১৮৮৬ (১২৯২ পৌ)।

"...নিম্নলিখিত সরল ও প্রায় অবিকল অনুবাদটি একটি অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা। স্থানে স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।" রাস্কিন (John Ruskin)-এর লেখার অনুবাদ।

কাফ্রিগণৎকার (প্র ৩) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (১২৯৪ জ্যৈ, আ)।

"আফ্রিকা পর্য্যটক রেবরেন্ড জে. সি. উড-এর লিখিত পুস্তক হইতে গৃহীত।"

পুরস্কার। বালিকার রচিত অনুবাদ (ক) শ্রীমতী দেবী, ছদ্ম ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (১২৯৩ চৈ)।

পুরস্কারের জন্য ঘোষিত কোন ইংরেজি কবিতার অনুবাদ। যার আরম্ভ ঃ "The Lapse of time and rivers is the same..."

হেঁয়ালি নাট্য (না) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৭ (১২৯৪ কা)।

"একটি ইংরাজি গল্পের ছায়া"।

ডীন জোনাথান্ সুইফট (প্র ৯) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (১২৯৫ কা)।

ইংরেজ লেখক ডীন জোনাথান্ সুইফট-এর জীবন ও সাহিত্য আলোচনায় তাঁর বেশ কিছু রচনার অনুবাদ দেখা যায়।

পাষ্টের আবিষ্কৃত চিকিৎসা (প্র ৬) হিরণ্ময়ী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (১২৯৫ আ)।

ইংরেজী 'নাইন্‌টিন্‌থ্ সেনচুরি' পত্রিকা থেকে গৃহীত।

হেঁয়ালি নাট্য (না) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৮ (১২৯৫ ভা)।

"সেরিডনের 'দি ক্রিটিক' হইতে গৃহীত"—সম্পাদকীয় টীকা। Sheridan একজন ইংরেজ নাট্যকার।

এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঃ অনুবাদ (গ) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (১২৯৫ ফা)।

'পাওনিয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী কাহিনীর অনুবাদ।

বিদেশের ঝরাফুল (ক) সরোজকুমারী দেবী [ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ভারতী ও বালক, ১৮৮৯ (১২৯৬ অ)।

বার্নস-এর ইংরেজী কবিতার অনুবাদ।

১৮৯০-১৯০০

আসিবে না ফিরে? (ক)	প্রমীলা বসু	প্রতিমা, ১৮৯০ (১২৯৭ আশ্বিন)।

শেকস্‌পীয়ারের Hamlet থেকে অনুবাদ। ওপেলিয়ার-এর উক্তির অংশটি অনুদিত। যার আরম্ভ "And will he not come again..."

সায়াহ্নে (ক)	সিলভিয়া গুপ্তা	প্রতিমা, ১৮৯০ (১২৯৭ ভা)।

ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। যার আরম্ভ "I have no other but women's reason..."

স্বপনে বাসনা (ক)	এমিলিয়া গুপ্তা	প্রতিমা, ১৮৯০ (১২৯৭ ভা)।

ইংরেজী থেকে অনুবাদ। যার আরম্ভ "The moon looks upon many night flowers;..."

আমার জীবন (গ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (১২৯৮ ভা)।

"...কেউ কেউ গল্পটির সঙ্গে আলেকজান্ডার পুশকিন-এর 'The Snow Strom'-এর কাহিনীগত সুদূর সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করেছেন।"

বিলাতের পত্র (প্র ১০)	হিরণ্ময়ী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯১ (১২৯৮ অ)।

ইংলন্ড থেকে মিস এ. এফ. মরীশ কর্তৃক প্রেরিত 'Illustrated Magazines of England and their methods' নামক রচনার ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ।

কমল-কুমারিকাশ্রম ঃ বৌদ্ধ উপাখ্যান (গ)	ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯২ (১২৯৯ অ)।

ফরাসী থেকে অনুবাদিত। অষ্টাদশ বর্ষীয়া লাইট্‌সির কথা।

নববর্ষের সন্ধ্যায় (ক)	সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৮ চৈ)।

টেনিসনের ইংরেজী কবিতা "New Year's Eve"-এর অনুবাদ।

বসন্তের রানী ঃ বসন্তের সন্ধ্যায় (ক)	সরোজকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৮ চৈ)।

"টেনিসন হইতে অনুবাদিত।" টেনিসনের কবিতা—"The May-Queen"-এর অনুবাদ।

বুড়া ও বুড়ির কথা (গ)	ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯২ (১২৯৯ ভা-আশ্বিন)।

ফরাসী লেখক পিয়ের লোটির 'করুণা ও মরণের কথা' নামক গ্রন্থ থেকে অনুবাদিত।

ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা (গ)	সরলা দেবী	ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৯ ভা)।

ব্রাউনিং-এর লেখা "My Last Dutchess" নামক ইংরেজি কবিতার কাহিনীটি গদ্যে অনুবাদিত।

মনে মনে বার্ত্তাবহন বা মেন্টাল টেলিগ্রাফি (প্র ১) — হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৮ ফা)।

ইংরেজি 'হার্পাস ম্যাগাজিন' পত্রিকায় মার্ক টোয়েন (আমেরিকার বিখ্যাত কৌতুকবিৎ) এর লিখিত 'মেন্টাল টেলিগ্রাফি' নামক প্রবন্ধ বিষয়ক।

শেষ (ক) — সরোজকুমারী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৮ চৈ)।

টেনিসনের কবিতার অনুবাদ।

সম্পাদকের চিত্রচয়ণ ঃ জাপানী উপাখ্যান (গ) — সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৯ জ্যৈ)।

জাপানে ইয়াদো নগরের মেগুরো গ্রামের 'শিযোকুর সমাধি মন্দিরের' গল্প।

সম্পাদকের চিত্রচয়ণ ঃ জাপানী প্রহসন (না) — সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৯ আ)।

সম্পাদকের চিত্রচয়ণ ঃ পিয়ের লোটি (প্র ১০) — সরলা দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৯ শ্রা)।

রচনাটি থেকে জানা যায়, "...এপ্রিল মাসে 'ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ' পত্রিকায় ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ লেখিকা উইডো ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ লেখক পিয়ের লোটির 'করুণা ও মৃত্যুর কথা' নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। ...তাঁহার গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত 'কথা'গুলি অনুবাদিত হইল।"

সূতিকা গৃহে বাণবস্ত্র (প্র ৫) — হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১২৯৮ পৌ)।

"...বিলাতে লুই রবার্টসন নামক একজন বিখ্যাত ডাক্তার ডারুইনের মতপোষক কতকগুলি শিশুদিগের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় তৎসম্বন্ধে যে একটি কৌতূহলজনক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি..."। ইংরেজী থেকে অনুবাদ।

আপেল আঘ্রাণে (প্র ১) — হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯২ (১৩০০ বৈ, জ্যৈ, আ)।

"অন্তিমকালে অ্যারিস্টটল যে উপদেশ দেন তাহা 'বুক অভ দি আপেল' নামে খ্যাত---ইহা তাহারি অনুবাদ।"

চন্দ্রলোক (গ) — হিরণ্ময়ী দেবী — ভারতী ও বালক, ১৮৯৩ (১২৯৯ পৌ)।

গী-দ্য-মোপাসাঁ-র গল্প যার ইংরাজী অনুবাদ "In the moonlight" নামে পরিচিত তারই বঙ্গানুবাদ।

পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল (প্র ৯)	ইন্দিরা দেবী	সাধনা, ১৮৯৩ (১৩০০ শ্রা, আশ্বিন-কা, অ)।

১৮৭৬। ৭৭ খ্রিস্টাব্দে পিয়ের লোটির লেখা তুরস্ক ভ্রমণকাহিনী ঃ 'আজিয়াদে'-এর অনুবাদ।

পুরাণ কথা ঃ সৌভরি চরিত (প্র ৯)	কু, রা, ছদ্ম [কুমুদিনী রায়]	বামাবোধিনী, ১৮৯৩ (১৩০০ শ্রা)।

সংস্কৃত 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে অনুবাদিত।

লান্‌করানের উজীর (না)	সরলা দেবী	ভারতী, ১৮৯৪ (১৩০১ বৈ)।

মূল পারস্য ভাষা থেকে অনুবাদিত।

ন্যায়পরতা (গ)	লাবণ্যপ্রভা বসু	মুকুল, ১৮৯৫ (১৩০২ আ)।

যিহুদী ধর্মগ্রন্থ "টালমড" থেকে এই গল্পটি অনুদিত হয়েছে।

হর-পার্ব্বতী সংবাদ (ক)	আত্মারাম দাসী, অনুবাদিকা	বামাবোধিনী, ১৮৯৫ (১৩০২ জ্যৈ)।

সংস্কৃত 'শিবপুরাণ' থেকে অনুবাদিত।

পরিণয় পরিণাম ঃ গোড়ার কথা, মাঝের কথা, শেষ কথা (গ)	অনামা	মহিলা, ১৮৯৬ (১৩০২ মা)

পরলোকগত ইংলন্ডের ভূতপূর্ব বিখ্যাত রাজকবি টেনিসনের 'ডোরা' নামক কবিতা অবলম্বনে লেখা গল্প।

বিদায় (টেনিসন হইতে) (ক)	শ্রীমতী নী, ছদ্ম	বামাবোধিনী, ১৮৯৬ (১৩০৩ অ)।

টেনিসন-এর ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে লিখিত।

আলেকজান্ডার পোপকৃত ইলিয়াডের বাঙ্গালা অনুবাদ (ক)	লজ্জাবতী বসু	বামাবোধিনী, ১৮৯৭, ১৮৯৮ ১৯০০, (১৩০৪ আ, পৌ, ফা ১৩০৬ ভা-আশ্বিন, কা; ১৩০৭ ভা-আশ্বিন)।

মূল ঃ Homer। ১ম থেকে ৫ম কিস্তি আলেকজান্ডার পোপের ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ। ষষ্ঠ কিস্তি থেকে হোমারের অবিকল ইংরেজি অনুবাদ থেকে বঙ্গানুবাদ। লেখিকার বক্তব্য থেকে জানা যায়, "ইলিয়ডের অনুবাদ প্রকাশকাল কিছুকাল স্থগিত ছিল, তাহার কারণ ইহা পূর্ব্বে কবিবর পোপের ইংরাজি অনুবাদ হইতে ভাষান্তরিত হইতেছিল, তাহা হোমারের ইলিয়াড হইতে অনেক ভিন্ন। লেখিকার যত্ন ও অধ্যাবসায়কে ধন্যবাদ, তিনি অনুসন্ধান করিয়া হোমারের অবিকল ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এক্ষণ হইতে বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করিতেছেন।..."

দিলীপ ও ভীমরাজ (গ)	শোভনাসুন্দরী দেবী	পুণ্য, ১৮৯৮ (১৩০৪ ফা-চৈ)।

জয়পুরী আষাঢ়ে গল্প।

দেশান্তরিত ফরাসী (প্র ৯) প্রিয়ম্বদা [প্রিয়ম্বদা দেবী] ভারতী, ১৮৯৮ (১৩০৫ কা)।
'Wide World Magazine' নামক নব-প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকায় মিঃ লুই ডি রোজমন্ট-এর নিরুদ্দেশের কাহিনী।

বিদেশী পুষ্প সৌরভ ঃ (১) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন] কোহিনুর, ১৮৯৮ (১৩০৫কা)।
শান্তির নিকট হতে (ক)
Cowper-এর ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। যার আরম্ভ "Bid adieu my sad heart..."

লক্ষ টাকার এককথা (গ) শোভনাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৮ (১৩০৫ ভা)।
জয়পুরী গল্প।

লাপ্লাটার প্রাণীতত্ত্ববিৎ (প্র ৫) প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (১৩০৫ আ)।
দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ হডসন সাহেবের লেখা গ্রন্থদ্বয় হল ঃ 'The Narturalist in La Plata' এবং Idle Rambles in Patagonia'। আলোচ্য রচনায় জানা যায়, "...উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা হডসন সাহেবের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি অপূর্ব্ব প্রাণীর বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম....।"

শূণঃশেপের বিলাপ (ক) সরলা দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (১৩০৫ বৈ)।
'ঋক-সংহিতা'-র শৌনশেপযুক্ত থেকে।

সাইবীরিয়া (প্র ৯) প্রিয়ম্বদা দেবী ভারতী, ১৮৯৮ (১৩০৫ কা)।
Meigrian সাহেব প্রণীত "From Paris to Pekin over Siberian Snows" গ্রন্থে বর্ণিত ১৮৭৩ সালের ভ্রমণ বৃত্তান্তের আংশিক অনুবাদ।

কহাবত বা জয়পুরী প্রবচন (প্র ৮) শোভনাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (১৩০৫ বৈ-জ্যৈ, আ-শ্রা)।
জয়পুরী প্রবচন বাঙ্গলায় অনুবাদ সহ, কোথাও কোথাও বঙ্গীয় প্রবচনও উল্লিখিত হয়েছে।

ফুঁলচাদ (উপকথা) (গ) শোভনাসুন্দরী দেবী পুণ্য, ১৮৯৯ (১৩০৫ ফা-চৈ)।
জয়পুরী উপকথা।

বিদেশী গল্প আত্মদান (গ) স্নেহলতা সেন সাহিত্য, ১৮৯৯ (১৩০৬ ভা)।
ইংরেজী গল্পের অনুবাদ। কুর্সিয়াসের আত্মবিসর্জনের কাহিনী।

গ্রীক কবি হোমার (প্র ৯) লজ্জাবতী বসু অন্তঃপুর, ১৯০০ (১৩০৭ আশ্বিন)।
হিরোডোটাস লিখিত হোমারের ক্ষুদ্রজীবনী গ্রন্থ অবলম্বনে হোমারের জীবন বৃত্তান্ত সংকলন করা হয়েছে।

থেলমা ঃ [জনৈক নরউইজিয়ান মৃণালিনী অন্তঃপুর, ১৯০০ (১৩০৭ বৈ,

(উ)	[মৃণালিনী সেন]	জ্যৈ, আ)।

মিস্ মেরী করেলী (Marie Corelli. 1855-1924) প্রণীত 'থেল্‌মা' (Thelma, 1887) উপন্যাসের অনুবাদ।

দস্যু ও রমণী (গ)	সরোজকুমারী দেবী	বামাবোধিনী, ১৯০০ (১৩০৭ ভা-অ)।

ইংরেজী থেকে অনুবাদিত।

নস্যদানী (গ)	সরোজকুমারী দেবী	পুণ্য, ১৯০০ (১৩০৭ অ)।

ইংরেজী থেকে অনুবাদিত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুন (গীতা) (ক)	সরোজকুমারী দেবী	বামাবোধিনী, ১৯০০ (১৩০৬ পৌ-মা)।

সংস্কৃত 'গীতা' থেকে অনুবাদ।

বিশ্লেষিত তালিকা - ৭

।। মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনা, ১৮৫০-১৯০০ ।।

বিন্যাস ঃ গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুযায়ী কালানুক্রমিক। কেবলমাত্র সমালোচনা থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি গ্রন্থে সমালোচনার সালকে প্রকাশ কাল ধরে বন্ধনী [ ] ও তারকা * চিহ্নের দ্বারা ওই বিশেষ দশকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থনাম, লেখিকানাম এবং সমালোচনা সম্বলিত পত্রিকার নাম পর পর তিনটি সারিতে (Column-এ) বিবৃত হয়েছে।

১৮৫০-৫৯

চিত্তবিলাসিনী, ১৮৫৬ (ক-চ)	কৃষ্ণকামিনী দাসী	সংবাদ প্রভাকর। ২৮।১১। ১৮৫৬ (কা-অ ১২৬২)।

১৮৬০-৬৯

হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা, ১৮৬৩ (প্র ৩)	কৈলাসবাসিনী দেবী	অবোধবন্ধু। পুস্তক সমালোচনা। ১৮৬৯ (আ ১২৭৬)।
নারীচরিত, ১৮৫৬ (প্র ৯)	সিংহ, মার্থা সৌদামিনী, সংগ্রাহক	ক) তত্ত্ববোধিনী, নূতন পুস্তক। ১৮৬৬ (বৈ ১৭৮৮ শক/ ১২৭৩)। খ[১]) বামাবোধিনী। নূতন গ্রন্থ সমালোচনা। ১৮৬৬ (চৈ ১২৭২)।

[১]। সমালোচনায় লেখিকার নাম ঃ শ্রীমতী সৌদামিনী সিংহ।

		গ) নবপ্রবন্ধ। নূতন পুস্তকের সমালোচনা। ১৮৬৭ (বৈ ১২৭৪)।
বিশ্বাস বিজয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান[১], ১৮৬৭ (গ)	মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন (Hannah Catherine Mullens)	বামাবোধিনী। নূতন গ্রন্থের সমালোচনা। ১৮৬৭ (কা ১২৭৪)।
বালাবোধিকা, ১৮৬৮ (প্র ৩)	কামিনীসুন্দরী দেবী	তত্ত্ববোধিনী। নূতন পুস্তক। ১৮৬৯ (আ ১৭৯১ শক/ ১২৭৩)।
মনোত্তমা, ১৮৬৮ (উ)	একটি হিন্দুকুল-কামিনী	নবপ্রবন্ধ। নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচনা। ১৮৬৮ (আ ১২৭৫)।
বিশ্বশোভা, ১৮৬৯ (ক-চ)	কৈলাসবাসিনী দেবী	ক) সংবাদ প্রভাকর। নূতন পুস্তক। ২৪।৪।১৮৬৯। খ) অবোধবন্ধু। পুস্তক সমালোচনা। ১৮৬৯ (আ ১২৭৬)। গ) তত্ত্ববোধিনী। নূতন পুস্তক। ১৮৬৯ (শ্রা ১৭৯১ শক/ ১২৭৬)।

১৮৭০-৭৯

অবলাবিলাপ, ১৮৭২ (ক)	(শ্রীমতী) অন্নদাসুন্দরী দাসী	বঙ্গদর্শন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ১৮৭৩ (বৈ ১২৮০)।
কবিতাহার, ১৮৭৩ (ক)	জনৈক হিন্দুমহিলা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]	বঙ্গদর্শন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ১৮৭৩ (জ্যৈ ১২৮০)।
স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ, [*১৮৭৩] (প্র ২)	কোন বঙ্গমহিলা	বঙ্গদর্শন। গ্রন্থ সমালোচনা। ১৮৭৩ (আ ১২৮০)।
দুঃখমালা, ১৮৭৪ (ক)	কোন হিন্দুমহিলা [ইন্দুমতী দাসী]	ক) আর্য্যদর্শন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৭৪ (শ্রা ১২৮১)।

১। সমালোচনার আখ্যা : বিশ্বাস বিজয় অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্মের গতির রীতি প্রকাশক উপাখ্যান।

		খ) বঙ্গদর্শন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৭৪ (আ ১২৮১)।
মনোরমা, ১৮৭৪ (উ)	'শ্রীমতী' হেমাঙ্গিনী	আর্য্যদর্শন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৭৪ (কা ১২৮১)।
অপূর্ব্বসতী নাটক, ১৮৭৫ (না)	সুকুমারী দত্ত [এবং আশুতোষ দাস]	আর্য্যদর্শন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৭৫ (আশ্বিন ১২৮২)।
তারাচরিত, ১৮৭৫ (উ)	'শ্রীমতী' সুরঙ্গিনী	সাধারণী। সমালোচনা। ১৮৭৪ (অ ১২৮১)।
বাসন্তিকা, [*১৮৭৫] (ক)	ভবসুন্দরী দাসী	বান্ধব। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৭৫ (ভা ১২৮২)
বিলাপলহরী, ১৮৭৫ (ক)	(শ্রীমতী) বসন্তকুমারী দাসী	বামাবোধিনী: পুস্তকপ্রাপ্তি। ১৮৭৫ (ভা ১২৮২)।
রত্নাবতী। পতিব্রতা উপাখ্যান, ১৮৭৫ (ক)	(বেনারসনিবাসিনী শ্রীমতী) ভুবনমোহিনী দেবী	ক) বিনোদিনী। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৭৫ (১২৮২)।
		খ) বান্ধব। সংক্ষিপ্ত সমালোচন ১৮৭৬ (আ ১২৮৩)।
দীপ-নির্ব্বাণ, ১৮৭৬ (উ)	অনামা [স্বর্ণকুমারী দেবী]	সাধারণী। সমালোচন। ১৮৭৬ (১২৮৩)।
বালিকাবোধিকা, প্রথম ভাগ ১৮৭৬ (প্র ৩)	প্রভুলকুমারী দাসী	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৪ (জৈ্য ১২৯১)।
রূপজালাল। উপাখ্যান, ১৮৭৬ (উ)	ফয়জন্নেছা চৌধুরানী	আদরিনী। সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ১৮৮২ (১২৮৮)।
নিষ্ফল তরু, ১৮৭৭ (ক)	তরঙ্গিনী দাসী	বান্ধব। সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ১৮৭৯ (১২৮৫)।
স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান ঃ (দার্শনিক) কাব্য, ১৮৭৭ (ক)	ভুবনমোহিনী দেবী	বান্ধব। সমালোচন। ১৮৭৯ (১২৮৫)।
আমোদিনী, ১৮৭৮ (উ)	ভুবনমোহিনী দেবী	সাধারণী। সমালোচন। ১৮৭৮ (শ্রা ১২৮৫)।

শূরবালা সুরবালা, ১৮৭৮ (না)	'শ্রীমতী' স্বর্ণলতা	ক[১]) বঙ্গদর্শন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ১৮৭৮ (আ ১২৮৫)। খ) বান্ধব। সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ১৮৭৮ (১২৮৫)।
আক্ষেপ, ১৮৭৯ (ক)	কমলকামিনী	বান্ধব। সমালোচন। ১৮৭৯ (১২৮৫)।
নারীরচিত কাব্য, ১৮৭৯ (ক)	কোন [উপেন্দ্রমোহিনী]	বামাবোধিনী। পুস্তকপ্রাপ্তি। ১৮৮০ (পৌ ১২৮৬)।
শ্মশানভ্রমণ, ১৮৭৯ (ক)	নবীনকালী দেবী	ক) ভারতী। সংক্ষিপ্ত সমালোচন ১৮৭৯ (কা ১২৮৬)। খ) বামাবোধিনী। পুস্তকপ্রাপ্তি। ১৮৮০ (কা ১২৮৭)।

১৮৮০-৮৯

আলেখ্যলতিকা, [*১৮৮০] (ক)	(কুমিল্লাব কুমারী) হেমন্তকুমারী গাঙ্গুলী	বামাবোধিনী। পুস্তকপ্রাপ্তি। ১৮৮০ (ভা ১২৮৭)।
গাথা, ১৮৮০ (ক)	দীপ-নির্ব্বাণ রচয়িত্রী [স্বর্ণকুমারী দেবী]	সাধারণী সমালোচনা। ১৮৮১ চৈ ১২৮৭।
বনফুল, প্রথম ভাগ, ১৮৮০ (ক)	কুলমহিলা বিরচিত [কৃষ্ণকুমারী দেবী]	বামাবোধিনী। নূতন সংবাদ। ১৮৮০ (ফা ১২৮৬)।
সার আসলী ইডেনের ভারতবর্ষ প্রবাস, [*১৮৮০] (প্র ৯)	(শ্রীমতী) নিস্তারিনী দেবী	বামাবোধিনী। পুস্তক সমালোচনা। ১৮৮০ (চৈ ১২৮৬)।
কল্পনাকুসুম, ১৮৮১ (ক)	কামিনীসুন্দরী দেবী	ক) ভারতী। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ১৮৮২ (ভা ১২৮৯)। খ[২]) নলিনী। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮১ (১২৮৮)।
নীতিপুষ্পমালা, ১৮৮১ (ক)	(শ্রীমতী) দেবরানী দাসী	বামাবোধিনী। পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা। ১৮৮১ (অ১২৮৮)
মন্দোদরীর রণসজ্জা ঃ অভিনব কাব্য, ১৮৮১ (ক)	(শ্মশানভ্রমণ রচয়িত্রী শ্রীমতী) নবীনকালী দেবী	বামাবোধিনী। পুস্তকপ্রাপ্তি। ১৮৮০ (কা ১২৮৭)।

[১]। সমালোচনায় লেখিকার নাম স্বর্ণলতা।

[২]। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ 'কোন বিধবা স্ত্রীলোক'।

মাতৃস্নেহ, [*১৮৮১] (প্র ২)	কোন বঙ্গমহিলা	কল্পনা। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮১ (কা-অ ১২৮৮)।
পদ্যমালা, [*১৮৮২] (ক)	জনৈক বঙ্গমহিলা	অতিথি। সমালোচনা। ১৮৮২ (আশ্বিন ১২৮৯)।
পৃথিবী, ১৮৮২ (প্র ৫)	স্বর্ণকুমারী দেবী	বামাবোধিনী[১]। পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা। ১৮৮৩ (বৈ ১২৯০)।
বনপ্রসূন, ১৮৮২ (ক)	মোক্ষাদায়িনী মুখোপাধ্যায়	ক) বঙ্গদর্শন। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮২ (জ্যৈ ১২৮৯)। খ) বামাবোধিনী। পুস্তক সমালোচনা। ১৮৮২ (আ ১২৮৯)। গ) সাধারনী। সমালোচনা। ১৮৮২ (শ্রা ১২৮৯)।
বিজনবাসিনী (নবন্যাস), ১৮৮২ (উ)	শতদলবাসিনী দেবী	আদরিনী। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮২ (১২৮৮)।
ভারতকুসুম, ১৮৮২ (ক)	জনৈক বঙ্গমহিলা [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]	ভারতী ও বালক[২]। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮৬ (জ্যৈ ১২৯৩)।
সরল নীতিপাঠ, [*১৮৮২] (প্র ১)	রাধারানী লাহিড়ী	বামাবোধিনী। পুস্তক সমালোচনা ১৮৮২ (মা ১২৮৮)।
গৃহশ্রী সম্পাদন, [*১৮৮৩] (প্র ৩)	কোন মহিলা	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৩ (আ ১২৯০)।
পতিব্রতা ধর্ম্মশিক্ষা, [*১৮৮৩] (গ)	অনামা	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৩ (অ ১২৯০)।
বিজনপ্রসুন, ১৮৮৩ (ক)	প্যারীমোহন ব্যানার্জীর কন্যা	বামাবোধিনী[৩]। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৩ (ফা ১২৯০)।

[১]। সমালোচনায় প্রাপ্ত লেখিকা নাম ঃ 'দীপ-নির্ব্বাণ প্রভৃতি রচয়িত্রী'।
[২]। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ 'একজন হিন্দুমহিলা'।
[৩]। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ 'কোন রমনী' বলে উল্লিখিত।

অবসর বিকাশ, [*১৮৮৪] (ক)	জনৈক হিন্দুমহিলা	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৪ (চৈ ১২৯০)। খ) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪)। গ) প্রচার। সমালোচনা। ১৮৮৮ (১২৯৫)।
নীহারিকা, প্রথম ভাগ, ১৮৮৪ (ক)	"বনলতা" রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]	ক) স । ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। খ) সুরভি। ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। গ) সোমপ্রকাশ। ১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)। ঘ) আর্য্যদর্শন। ১৮৮৪ (ভা ১২৯১)। ঙ) নব্যভারত। ১৮৮৪ (ভা ১২৯১)। চ) সাধারনী। ১৮৮৬ (চৈ ১২৯২)।
সফল স্বপ্ন, ১৮৮৫ (উ)	বনপ্রসূন রচয়িত্রী [মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়]	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৫ (মা ১২৯১)।
অশ্রু-কণা, ১৮৮৭ (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ক) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮৭ (আ ১২৯৪)। খ) ভারতী ও বালক। সমালোচনা। ১৮৮৬ (আ ১২৯৪)। গ) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)।

আর্য্যাবর্ত্ত ঃ (জনৈক বঙ্গমহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত), প্রথম ভাগ (প্র ৯)	প্রসন্নময়ী দেবী	নব্যভারত[১]। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮৯ (আ ১২৯৬)।
উষাচিন্তা। অর্থাৎ আধুনিক আর্য মহিলাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ১৮৮৮ (প্র ৩)	স্বর্ণময়ী গুপ্তা	ক) কর্ণধার। সাহিত্য সংবাদ। ১৮৮৮ (১২৯৫-৯৬)। খ) ভারতী ও বালক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)।
প্রবন্ধাঙ্কুর, ১৮৮৮ (প্র ৩)	কুমুদিনী রায়	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৮ (কা ১২৯৫)।
বনবাসিনী, ১৮৮৮ (উ)	মানকুমারী বসু	ক) প্রচার। সমালোচনা। ১৮৮৮ (১২৯৫)। খ[২]) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮৯ (আ ১২৯৬)।
রমনীর কর্ত্তব্য, ১৮৮৮ (প্র ৩)	গিরিবালা মিত্র	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৮ (মা ১২৯৪)। খ) নব্যভারত। প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৮৮ (চৈ ১২৯৪)।
সাধন, [*১৮৮৮] (প্র ২)	কুসুমকুমারী রায়	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৮৮ (বৈ ১২৯৫)।
আলো ও ছায়া, ১৮৮৯ (ক)	কামিনী রায়	বামাবোধিনী[৩]। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯১ (মা ১২৯৭)।
গল্পস্বল্প, ১৮৮৯ (গ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	নব্যভারত। সাহিত্য বাজার। ১৮৯০ (চৈ ১২৯৬)।

[১]। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ 'নীহারিকা রচয়িত্রী' এবং গ্রন্থের নাম ঃ আর্য্যাবর্ত্ত, (১ম ভাগ)।
[২]। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ 'প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী'।
[৩]। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ 'কোন কৃতবিদ্য মহিলা' বলে উল্লিখিত।

১৮৯০-১৯০০

অদ্ভুত রামায়ন, ১৮৯০ (ক)	সৌদামিনী দেবী	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। খ) সাহিত্য সেবক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৬ (অ ১৩০৩)।
অশোকা, ১৮৯০ (উ)	প্রসন্নময়ী দেবী	নব্যভারত[১]। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯১ (ফা ১২৯৭)।
আভায, ১৮৯০ (ক)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯০ (আ ১২৯৭)। খ) ভারতী ও বালক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯০ (আ ১২৯৭)। গ) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯০ (কা ১২৯৭)।
চারুগাথা, ১৮৯০ (ক)	মনোমোহিনী গুহ	নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৪ (চৈ ১৩০০)।
প্রমীলা, ১৮৯০ (ক)	প্রমীলা নাগ	ক) বামাবোধিনী[২]। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)। খ) ভারতী ও বালক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯০ (আ ১২৯৭)। গ) নব্যভারত[৩]। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯০

১। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ "বনলতা", "নীহারিকা" ও "আর্য্যাবর্ত্ত" রচয়িত্রী।

২। সমালোচনায় লেখিকার নাম ঃ 'কোন রমনী' বলে উল্লিখিত।

৩। সমালোচনায় লেখিকার নাম ঃ 'বঙ্গমহিলার লেখা" বলে উল্লিখিত।

		(কা ১২৯৭)।
ভক্তিমালা, [*১৮৯০] (ক)	জনৈক বঙ্গমহিলা	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯০ (অ ১২৯৭)।
সতীসংবাদ ও অন্যান্য কবিতাবলী, ১৮৯০ (ক)	হরিবালা দেবী	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯১ (চৈ ১২৯৭)।
স্নেহলতা, ১৮৯০ (উ)	কুসুমকুমারী দেবী	বামাবোধিনী[১]। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯০ (চৈ ১২৯৬)।
দুইটি প্রবন্ধ, ১৮৯১ (প্র ৩)	মানকুমারী বসু	নব্যভারত[২]। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯২ (চৈ ১২৯৮)।
নির্ঝর, ১৮৯১ (ক)	বিনয়কুমারী ধর	ক) নব্যভারত[৩]। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯২ (ফা ১২৯৮)। খ) ভারতী ও বালক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯২ (বৈ ১২৯৯)।
তটিনী, ১৮৯২ (ক)	প্রমীলা নাগ	বামাবোধিনী[৪]। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৩ (জ্যৈ ১৩০০)।
নবকাহিনী, ১৮৯২ (গ)	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক। বিজ্ঞাপন। ১৮৯২ (জ্যৈ ১২৯৯)।
নবগ্রাম, ১৮৯২ (গ)	অনামা [জনৈক বঙ্গমহিলা]	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯২ (কা ১২৯৯)। খ) ভারতী ও বালক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৯ (অ ১২৯৯)
নব-সীমন্তিনী, [*১৮৯২] (উ)	বসন্তকুমারী নাথ	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি

১। 'কোন মহিলা' কর্তৃক প্রণীত বলে সমালোচনায় উল্লিখিত।

২। সমালোচনায় লেখিকার নাম ঃ "প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী"।

৩। সমালোচনায় লেখিকার নাম ঃ 'বিনয়কুমারী বসু'।

৪। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ শ্রী "প্রমীলা" রচয়িত্রী।

		সমালোচনা। ১৮৯২ (বৈ ১২৯৯)।
নারীমঙ্গল, ১৮৯৪ (প্র ৩)	কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী	নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা। ১৮৯৫ (আ ১৩০২)।
প্রতিধ্বনি, ১৮৯৪ (ক)	(শ্রীমতী) মৃ [মৃণালিনী সেন]	ক) ভারতী ও বালক। সমালোচনা। ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। খ) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)।
', ১৮৯৫ (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	ক) সাধনা। গ্রন্থ সমালোচনা। ১৮৯৫ (১৩০২)। খ) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৫ (ভা ১৩০২)। গ) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৬ (চৈ ১৩০২)।
বিরাটনন্দিনী, ১৮৯৫ (না)	"দুঃখমালা" রচয়িত্রী [ইন্দুমতী দাসী]	বামাবোধিনী। পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা। ১৮৯৫ (কা ১৩০৫)।
মাতঙ্গিনী, [*১৮৯৫] (ক)	সৌদামিনী দেবী	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৫ (অ ১৩০২)।
সীতার জীবনরিত, [*১৮৯৫] (ক)	সৌদামিনী দেবী	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৫ (অ ১৩০২)। খ) সাহিত্য সেবক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৬ (অ ১৩০৩)।
হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৫ (ক)	সরোজকুমারী দেবী	ক) এডুকেশন গেজেট। নূতন সন্দর্ভ। ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। খ) ভারতী। সমালোচনা। ১৮৯৫ (চৈ ১৩০১)। গ) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৮ (কা

		১৩০৫)।
কল্লোলিনী, ১৮৯৬ (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	ক) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৬ (আ ১৩০৩)। খ) সাহিত্য সেবক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)।
প্রেমবিন্দু, [*১৮৯৬] (প্র ১)	রী গুপ্ত	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৬ (ভা ১৩০৩)। খ) মহিলা। নূতন পুস্তকের সমালোচনা। ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)।
মর্ম্মগাথা, ১৮৯৬ (ক)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৬ (আ ১৩০৩)।
া, ১৮৯৭ (ক)	বিনোদিনী দেবী	নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৮ (চৈ ১৩০৪)।
পৌরাণিকী, ১৮৯৭ (ক)	কামিনী রায়	ক) বামাবোধিনী[১]। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)। খ) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৮ (মা ১৩০৪)।
প্রীতি ও পূজা, ১৮৯৬ (ক)	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা	ক) সাহিত্য সেবক। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৮৯৭ (অ ১৩০৪)। খ) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)।
ছায়া (টেনিসনের অনুকরণে)	অনামা	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি

[১]। সমালোচনায় লেখিকা নাম ঃ 'আলো ও ছায়া' প্রণেতৃ।

১৮৯৮ (ক)	[কোন বঙ্গমহিলা]	। ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)।
প্রেমগাথা, ১৮৯৮ (ক)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	ক) পূর্ণিমা। গ্রন্থ সমালোচনা। ১৮৯৯ (১৩০৬)। খ) সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী। সমালোচনা। ১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)।
বনফুলহার, ১৮৯৮ (ক)	তরঙ্গিনী দাসী	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৮ (অ ১৩০৫)। খ) অন্তঃপুর। প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা। ১৯০০ (পৌ ১৩০৬)।
ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৮৯৮ (প্র ৯)		ক) প্রদীপ। ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)। খ) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৮৯৮ (জ্যৈ ১৩০৫)।
শবরমালা, [*১৮৯৯] (ক)	হেমাঙ্গিনী ঘোষ	অন্তঃপুর। প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা। ১৮৯৯ (জ্যৈ-আ ১৩০৬)।
হরিদাসী, ১৮৯৯ (প্র ৯)	অনামা	মহিলা। নূতন পুস্তকের সমালোচনা। ১৮৯৯ (মা ১৩০৫)।
আবেগ, ১৯০০ (ক)	সরোজিনী দেবী	ক) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭)। খ) নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৯০০ (আ ১৩০৭)।
আমিষ ও নিরামিষ আহার, ১৯০০ (প্র ৭)	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	পূর্ণিমা। গ্রন্থ সমালোচনা। ১৯০০ (অ ১৩০৭)।
জ্যোতিকণা, [*১৯০০] (প্র ১)	কোন মহিলা	অন্তঃপুর। প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা। ১৯০০ (বৈ ১৩০৭)।

টুক্‌টুকে বই, ১৯০০ (প্র ৩)	কোন মহিলা	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৯০০ (১৩০৭)।
নারীধর্ম্ম, ১৯০০ (প্র ৩)	নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী	ক) পূর্ণিমা। গ্রন্থ সমালোচনা। ১৯০০-১৯০১ (পৌ ১৩০৭)। খ) বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৯০১ (মা-ফা ১৩০৭)।
বিজনবালা বা আদর্শনারী। ১৯০০ (উ)	স্বর্ণময়ী দাসগুপ্তা	নব্যভারত। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৯০১ (চৈ ১৩০৭)।
মনোবীণা। ১৯০০। (ক)	(শ্রীমতী) মৃণালিনী [মৃণালিনী সেন]	বামাবোধিনী। পুস্তকাদি সমালোচনা। ১৯০০ (ভা-আশ্বিন ১৩০৭)।
রসলীলা। [*১৯০০]। (ক-গা)	প্রকৃতি গায়িকা	কান্তি। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৯০০ (চৈ ১৩০৬)।

বিশ্লেষিত তালিকা - ৮

।। মহিলাকৃত সমকালীন গ্রন্থ সমালোচনা, ১৮৫০-১৯০০ ।।

বিন্যাস ঃ কালানুক্রমিক খ্রিস্ট সাল অনুযায়ী। একই সময়ে সমালোচিত একাধিক গ্রন্থ আখ্যানুযায়ী।

সারদামঙ্গল। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	নীহারিকা রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]	সাহিত্য। ১৮৯০ (ভা ১২৯৭)।
মানসী এবং রাজারানী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(শ্রীমতী) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	সাহিত্য। ১৮৯০ (বৈ ১২৯৮)।
দশমহাবিদ্যা। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	(শ্রীমতী) নীহারিকা রচয়িত্রী [প্রসন্নময়ী দেবী]	সাহিত্য। ১৮৯০ (শ্রা ১২৯৮)।
পঞ্চামৃত। তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সঙ্কলিত ও তৎকৃত বঙ্গানুবাদসহ	কোন বঙ্গমহিলা এবং রাজনারায়ণ বসু	নব্যভারত। ১৮৯২ (আ ১২৯৯)।
আলেখ্য। সীতানাথ নন্দী	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৩ (আ ১৩০০)।
কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকা	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৩ (আ ১৩০০)।

শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা।
রমানাথ মিত্র, অনুবাদক

দারোগার দপ্তর (১৩, ১৪, ১৫)। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আ ১৩০০)।
প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

অভিজ্ঞান শকুন্তলা। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
প্রমথনাথ সরকার

জাতীয় উন্নতির উপায়। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
শ্যামলাল দত্ত

তটিনী। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
প্রমীলা রচয়িত্রী প্রণীত [প্রমীলা নাগ]

দার্শনিক মিমাংসা, ১ম ভাগ (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিধ প্রবন্ধ। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
প্রমথনাথ বসু

ব্রজলিপি। অর্থাৎ ভ্রমণ বিষয়ক বৃত্তান্ত। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
ব্রজলাল কুণ্ডু

ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি, ১ম ভাগ। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
বীরেশ্বর চক্রবর্তী

মহরমের ইতিবৃত্ত। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
কুমুদবন্ধু ঘোষ

যুগপূজা বা ধর্ম্মভাববিকাশ। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
বিজয়চন্দ্র মজুমদার

স্বামী স্ত্রীর পত্র। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)।
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত।

অঞ্জলিদান। বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)।

আর্য্যগাথা, ২য় ভাগ। (শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উপনিষদ। গীতানাথ দত্ত	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)।
কুমারসম্ভব। শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)।
পদ্যপ্রসূন। হরিচরণ আচার্য্য	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)।
প্রতিভাপূজা। দেবেন্দ্রবিজয় বসু	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)।
ভক্তচরিতামৃত। অর্থাৎ শ্রী গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীমৎরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)।
শিখযুদ্ধের ইতিহাস বরদাকান্ত মিত্র	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০১)।
প্রকৃতি। রামসুন্দর ত্রিবেদী	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)।
অনাথবন্ধু	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী। ১৮৯৪ (জ্যৈ ১৩০৪)।
কালাপাহাড়। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী। ১৮৯৪ (বৈ ১৩০৬)।
নয়নতারা। শিবনাথ শাস্ত্রী	(শ্রীমতী) স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী। ১৮৯৯ (কা ১৩০৪)।
কণিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত	(শ্রীযুক্তা) কৃষ্ণভাবিনী দাস	উৎসাহ। ১৮৯৯ (মা ১৩০৬)।
দক্ষিণাপথভ্রমণ। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী। ১৮৯৯ (মা ১৩০৬)।
ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	(শ্রীমতী) সরলা দেবী	ভারতী। ১৯০০ (পৌ ১৩০৭)।

বিশ্লেষিত তালিকা - ৯

।। মহিলা সম্পাদিত পত্রপত্রিকা, ১৮৫০-১৯০০ ।।

বিন্যাস ঃ মহিলা সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশকাল অনুযায়ী। পত্রিকা নাম, আবর্ত্তনকাল, পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল (খ্রিস্ট ও বাংলা) এবং সম্পাদিকার নাম পর পর চারটি সারিতে (Column-এ) বিবৃত হয়েছে।

বঙ্গমহিলা	পাক্ষিক	১৮৭০ (বৈ ১২৭৭)	খিদিরপুর নিবাসিনী জনৈক মহিলা
অনাথিনী	মাসিক	১৮৭৫ (শ্রা ১২৮২)	থাকমণি দেবী
হিন্দুললনা	পাক্ষিক	১৮৭৭ (মা ১২৮৪)	কোন হিন্দুমহিলা
খ্রীষ্টীয় মহিলা[১]	মাসিক	১৮৮১ (মা ১২৮৭)	কামিনী শীল
বঙ্গবাসিনী	সাপ্তাহিক	১৮৮৩ (আ ১২৯০)	বঙ্গমহিলা
ভারতী	মাসিক	১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)	স্বর্ণকুমারী দেবী
সোহাগিনী	মাসিক	১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)	কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে
বালক	মাসিক	১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
ভারতী ও বালক	মাসিক	১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)	স্বর্ণকুমারী দেবী
পরিচারিকা	মাসিক	১৮৮৭ (বৈ ১২৯৪)	মোহিনী দেবী
বিরহিনী	মাসিক	১৮৮৮ (কা ১২৯৫)	সুশীলাবালা সিংহ
ভারত-ভগিনী	মাসিক	১৮৮৯ (বৈ ১২৯৬?)	শ্রীমতী হরদেবী
পুণ্য	মাসিক	১৮৯৭ (আ ১৩০৪)	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী
অন্তঃপুর	মাসিক	১৮৯৮ (মা ১৩০৪)	বনলতা দেবী
মুকুল	মাসিক	১৯০০ (১৩০৭)	হেমলতা দেবী

পাক্ষিক - ২

সাপ্তাহিক - ১

মাসিক - ১২

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫৯, পৃঃ ৩২-এ পত্রিকার নামের বানান 'খৃষ্টীয় মহিলা' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

বিশ্লেষিত তালিকা - ১০ (ক)

।। মহিলারচনা সম্বলিত পত্রপত্রিকা, ১৮৫০-১৯০০ ।।

বিন্যাস —

পত্র/পত্রিকার আখ্যার বর্ণানুক্রমিক।

পত্র/পত্রিকার নাম	আবর্তন কাল (Periodicity)	প্রথম প্রকাশকাল	কতগুলি মহিলারচনা প্রকাশিত ১৮৫০-৫৯	১৮৬০-৬৯	১৮৭০-৭৯	১৮৮০-৮৯	১৮৯০-১৯০০	সাকুল্যে
অতিথি	মাসিক	১৮৮২ (মা ১২৮৮)	×	×	×	২	×	২
অনুসন্ধান	পাক্ষিক (বৈ ১৩০১ থেকে সাপ্তাহিক)	১৮৮৭ (শ্রা ১২৯৪)	×	×	×	×	৮	৮
অন্তঃপুর	মাসিক	১৮৯৮ (মা ১৩০৪)	×	×	×	×	২৩০	২৩০
অবলাবান্ধব	পাক্ষিক	১৮৬৯ (জ্যৈ ১২৭৬)	×	×	১	×	×	১
অবোধবন্ধু	মাসিক	১৮৬৩ (বৈ ১২৭০)	×	৬	×	×	×	৬
আদরিনী	মাসিক	১৮৮০ (অ ১২৮৭)	×	×	×	৫	×	৫
আর্য্যদর্শন	মাসিক	১৮৭৪ (বৈ ১২৮১)	×	×	১	১	×	২
আরতি	মাসিক	১৯০০ (আ ১৩০৭)	×	×	×	×	২	২
আলোচনা	মাসিক	১৮৯৪ (শ্রা ১৩০১)	×	×	×	৯	৪	১৩
আশা	মাসিক	১৮৯২ (ব্রাহ্মসংবৎ ৬৩)	×	×	×	×	১	১

উগ্র ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি	মাসিক	১৮৯১ (বৈ ১২৯৮)	×		×	×	১	১
উৎসাহ	মাসিক	১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)	×	×	×	×	২২	২২
ঋষি	মাসিক	১৮৯৮ (আ ১৩০৫)	×	×	×	×	১১	১১
এডুকেশন গেজেট	সাপ্তাহিক	১৮৫৬ (আ ১২৬৩)	×	×	×	৭	৫	১২
কর্ণধার	মাসিক	১৮৮৭ (বৈ ১২৯৪)	×	×	×	২	×	২
কল্পনা	মাসিক	১৮৮০ (আশ্বিন ১২৮৭)	×	×	×	৫	২	৭
কান্তি	মাসিক	১৮৯৬ (পৌ ১৩০৩)	×	×	×	×	১	১
কুন্তলীন	বার্ষিক	১৮৯৬ (১৩০৩)	×	×	×	×	১৯	১৯
কোহিনূর	মাসিক	১৮৯৮ (আ ১৩০৫)	×	×	×	×	১	১
খ্রীস্টীয় মহিলা[১]	মাসিক	১৮৮১ (মা ১২৮৭)	×	×	×	৬৬	×	৬৬
গান ও গল্প	পাক্ষিক	১৮৮৭ (বৈ ১২৯৪)	×	×	×	১	×	১
চিকিৎসক ও সমালোচক	মাসিক	১৮৯৫ (মা ১৩০১)	×	×	×	×	৩	৩
চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ[২]	মাসিক	১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০)	×	×	×	×	৪	৪

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫৯, পৃঃ ৩২-এ পত্রিকার নামের বানান 'খৃস্টীয় মহিলা' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

২। "দ্বিতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০২) হইতে ইহা কেবল 'সমীরণ' নামেই প্রকাশিত হইতে থাকে।" — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, ১৩৫৯ পৃঃ ৬৬।

তত্ত্ববোধিনী	মাসিক	১৮৪৩ (ভা ১৭৬৫ শক)	×	১২	×	৪	৫	২১
তমোলুক	মাসিক	১৮৭৩ (ভা ১২৮০)	×	×	২	×	×	২
ত্রিস্রোতা	মাসিক	১৯০০ (আশ্বিন ১৩০৭)	×	×	×	×	৩	৩
দাসী	মাসিক	১৮৯২ (আ ১২৯৯)	×	×	×	×	১৩	১৩
দীপিকা	মাসিক	১৮৮৭ (বৈ ১২৯৪)	×	×	×	৩	×	৩
ধর্ম্মতত্ত্ব	মাসিক	১৮৬৬ (কা ১৭৮৬ শক)	×	×	×	১	×	১
নবজীবন	মাসিক	১৮৮৪ (শ্রা ১২৯১)	×	×	×	১	×	১
নব্যভারত	মাসিক	১৮৮৩ (জ্যৈ ১২৯০)	×	×	×	২২	৮৩	১০৫
নব-নলিনী	মাসিক	১৮৮৫ (শ্রা ১২৯২)	×	×	×	২	×	২
নবপ্রবন্ধ	মাসিক	১৮৬৬ (ভা ১২৭৩)	×	৩	×	×	×	৩
নলিনী	মাসিক	১৮৮০ (বৈ ১২৮৭)	×	×	×	২	×	২
নির্ম্মাল্য	মাসিক	১৮৯৮ (বৈ ১৩০৫)	×	×	×	×	৫	৫
পন্থা	মাসিক	১৮৯৭ (বৈ ১৩০৪)	×	×	×	×	২৬	২৬
পাক্ষিক সমালোচক	পাক্ষিক	১৮৮৪ (ফা ১২৯০)	×	×	×	১	×	১
পরিচারিকা	মাসিক	১৮৭৮ (জ্যৈ ১২৮৫)	×	×	×	১৬	১০	২৬

পুণ্য	মাসিক	১৮৯৭ (আশ্বিন ১৩০৪)	×	×	×	×	৭৫	৭৫
পূর্ণশশী	মাসিক	১৮৭৩ (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ১২৮০)	×	×	২	×	×	২
পূর্ণিমা	মাসিক	১৮৫৯ (মাঘী পূর্ণিমা, ১২৬৫)	১	×	×	×	×	১
পূর্ণিমা	মাসিক	১৮৯৩ (বৈ ১৩০০)	×	×	×	×	২৬	২৬
প্রকৃতি	মাসিক	১৯০০ (বৈ ১৩০৭)	×	×	×	×	৪	৪
প্রচার	মাসিক	১৮৮৪ (শ্রা ১২৯১)	×	×	×	৩	×	৩
প্রতিমা	মাসিক	১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)	×	×	×	×	১০	১০
প্রদীপ	মাসিক	১৮৯৭ (পৌ ১৩০৪)	×	×	×	×	২৭	২৭
প্রবাহ	মাসিক	১৮৮২ (বৈ ১২৮৯)	×	×	×	২	×	২
প্রভা	মাসিক	১৮৯৬ (বৈ ১৩০৩)	×	×	×	×	১	১
প্রয়াস	মাসিক	১৮৯৯ (পৌ ১৩০৫)	×	×	×	×	২৩	২৩
বঙ্গবন্ধু	মাসিক	১৮৮২ (পৌ ১২৮৯)	×	×	১	১	×	২
বঙ্গদর্শন	মাসিক	১৮৭২ (বৈ ১২৭৯)	×	×	২	১	×	৩
বঙ্গমহিলা	মাসিক	১৮৭৫ (বৈ ১২৮২)	×	×	৩৬	×	×	৩৬
বান্ধব	মাসিক	১৮৭৪ (আ ১২৮১)	×	×	১	×	×	১

বামাবোধিনী	মাসিক	১৮৬৩ (ভা ১২৭০)	×	৮৯	১৪৬	১৫১	৪৭২	৮৫৮
বালক	মাসিক	১৮৮৫ (বৈ ১২৯২)	×	×	×	১৫	×	১৫
বিকাশ	মাসিক	১৮৮৯ (বৈ ১৩০৬)	×	×	×	×	৪	৪
বীণা-বাদিনী	মাসিক	১৮৯৭ (শ্রা ১৩০৪)	×	×	×	×	৪	৪
বিভা	মাসিক	১৮৮৭ (আশ্বিন ১২৯৪)	×	×	×	৬	×	৬
বিষ্ণুপ্রিয়া	পাক্ষিক	১৮৯০ (চৈ ৪০৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ)	×	×	×	×	৩	৩
বীণা	মাসিক	১৮৭৮ (বৈ ১২৮৫)	×	×	×	৩	×	৩
বীণাপাণি	মাসিক	১৮৯৩ (অ ১৩০০)	×	×	×	×	৮	৮
বীরভূমি	মাসিক	১৮৯৯ (আশ্বিন ১৩০৬)	×	×	×	×	১	১
ভারতী	মাসিক	১৮৭৭ (শ্রা ১২৮৪); ১৮৯৩ (বৈ ১৩০০)	×	×	৪	৩৯	১৯৬	২৩৯
ভারতী ও বালক	মাসিক	১৮৮৬ (বৈ ১২৯৩)	×	×	×	১০৮	১৩১	২৩৯
ভ্রমর	মাসিক	১৮৭৪ (বৈ ১২৮১)	×	×	১	×	×	১
মজ্‌লিস্‌	মাসিক	১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)	×	×	×	×	৫	৫
মহিলা	মাসিক	১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)	×	×	×	×	১২৮	১২৮

মাসিক সমালোচক	মাসিক	১৮৭৯ (বৈ ১২৮৬)	×	×	১	×	×	১
মুকুল	মাসিক	১৮৯৫ (আ ১৩০২)	×	×	×	×	৫২	৫২
রবি	মাসিক	১৮৮৯ (আ ১২৯৬)	×	×	×	১	×	১
রামধনু	সাপ্তাহিক	১৮৮২ (জ্যৈ ১২৮৯)	×	×	×	৩	×	৩
শিক্ষা-পরিচয়	মাসিক	১৮৮৯ (বৈ ১২৯৬)	×	×	×	×	৮	৮
সংবাদপ্রভাকর	সাপ্তাহিক (শ্রা ১২৪৩ (মা১২৩৭) থেকে বারত্রয়িক; আ ১২৪৬ থেকে দৈনিক)	১৮৭১	১৭	৬	×	×	×	২৩
সংবাদভাস্কর	সাপ্তাহিক (মা ১২৫৪ (চৈ১২৪৫) থেকে অর্ধ-সাপ্তাহিক, বৈ ১২৫৬ থেকে বারত্রয়িক)	১৮৩৯	১	×	×	×	×	১
সংসার	সাপ্তাহিক	১৮৯৮ (পৌ ১৩০৪)	×	×	×	×	১	১
সখা	মাসিক	১৮৮৩ (পৌ ১২৮৯)	×	×	×	৩৮	১৬	৫৪
সখা ও সাথী	মাসিক	১৮৯৪	×	×	×	×	৫	৫
সজ্জনতোষিণী	মাসিক	১৮৮১ (বৈ ১২৮৮)	×	×	×	×	৪	৪
সৎসঙ্গ	মাসিক	১৮৮৪ (বৈ ১২৯১)	×	×	×	×	১০	১০
সমীরণ	সাপ্তাহিক	১৮৯৯ (১৩০৬)	×	×	×	×	২	২

সসঙ্গিনী সজ্জনতোষিণী[১]	মাসিক	১৮৯৮ (বৈ ১৩০৪)	×	×	×	×	২১	২১
সাথী[২]	মাসিক	১৮৯৩ (বৈ-১৩০০)	×	×	×	×	২	২
সাধনা	মাসিক	১৮৯১ (অ ১২৯৮)	×	×	×	×	২৬	২৬
সাধারণী[৩]	সাপ্তাহিক	১৮৭৩ (কা ১২৮০)	×	×	১১	×	×	১১
সাহিত্য	মাসিক	১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)	×	×	×	×	৯৬	৯৬
সাহিত্যমুকুর	সাপ্তাহিক	১৮৭১ (পৌ ১২৭৭)	×	×	৩	×	×	৩
সাহিত্য-সংহিতা	মাসিক	১৯০০ (বৈ ১৩০৭)	×	×	×	×	২	২
সুবোধিনী	সাপ্তাহিক (আ ১২৯৭ থেকে মাসিক)	১৮৯০ (বৈ ১২৯৭)	×	×	×	×	১১	১১
সুলভ পত্রিকা	মাসিক	১৮৫৩ (শ্রা ১২৬০)	১	×	×	×	×	১
সুলভ সমাচার[৪]	সাপ্তাহিক (বৈ ১৩১৮ থেকে দৈনিক)	১৮৭০ (অ ১২৭৭)	×	×	২	×	×	২

১। সজ্জনতোষিণী (বৈ ১২৮৮) থেকে প্রকাশিত হয়ে নবম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৪ থেকে 'সসঙ্গিনী সজ্জনতোষিণী' নামে প্রচারিত হতে থাকে। (দ্রঃ এই গবেষণাপত্রের পরিশিষ্ট, ৩ ঃ আলোকচিত্র (পত্রপত্রিকা-১নং)

২। "দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ইহার সহিত 'সখা' মিলিত হইয়া 'সখা ও সাথী' নাম ধারণ করে।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', ২য় খ,, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং ১২৫৯ পৃঃ ৬৪।

৩। "...১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে 'নববিভাকর' 'সাধারণী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। 'নববিভাকর-সাধারণী' ৪র্থ ভাগ, ২১শ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্যন্ত প্রকাশিত হইবার পর তিরোহিত হয়।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং ১৩৫৯, পৃঃ ১২।

৪। "১৮৮৬ সনের ২৭এ আগস্ট (১৬ খন্ড, ১ম সংখ্যা) ইহা 'কুশদহ ও ভেরি'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুলভ সমাচার ও কুশদাহ' নাম ধারণ করে। নবপর্যায়ের 'সুলভ সমাচার' দৈনিক রূপে প্রকাশ করেন—নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ১ বৈশাখ ১৩১৮, পরমায়ু এক বৎসর।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', ২য় খ, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং ১৩৫৯, পৃঃ ৫।

সুহৃদ	মাসিক	১৮৯৪ (বৈ ১৩০১)	×	×	×	×	১০	১০
সেবক	মাসিক	১৮৯১ (আশ্বিন ১২৯৮)	×	×	×	×	১	১
সোমপ্রকাশ	সাপ্তাহিক	১৮৫৮ (অ ১২৬৫)	×	৩	×	×	×	৩
সৌরভ	মাসিক	১৮৯৫ (শ্রা ১৩০২)	×	×	×	×	৭	৭
হরিভক্তি	মাসিক	১৮৯৯ (ভা ১৩০৬)	×	×	×	×	৫	৫
হিতসাধক	মাসিক	১৮৬৮ (মা ১২৭৪)	×	৪	×	×	×	৪

* ১টি প্রকীর্ণ রচনা (**প** ৫৪১) 'সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীরচনা' থেকে প্রাপ্ত।

বিশ্লেষিত তালিকা - ১০ (খ)

।। মহিলারচনা সম্বলিত পত্রপত্রিকা, ১৮৫০-১৯০০ ।।

বিন্যাস

প্রকাশিত রচনার সংখ্যা অনুযায়ী।

পত্র/পত্রিকার নাম	উক্ত পত্র/পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা সংখ্যা	মোট প্রকীর্ণ রচনা সংখ্যার শতকরা
বামাবোধিনী	৮৫৮	৩১.৩৭
ভারতী	২৩৯	৮.৭৪
ভারতী ও বালক	২৩৯	৮.৭৪
অন্তঃপুর	২৩০	৮.৪১
মহিলা	১২৮	৪.৬৮
নব্যভারত	১০৫	৩.৮৪
সাহিত্য	৯৬	৩.৫১
পুণ্য	৭৫	২.৭৪
খ্রীষ্টীয় মহিলা	৬৬	২.৪১
সখা	৫৪	১.৯৭
মুকুল	৫২	১.৯০
বঙ্গমহিলা	৩৬	১.৩২
প্রদীপ	২৭	০.৯৯
পন্থা	২৬	০.৯৫
পরিচারিকা	২৬	০.৯৫
পূর্ণিমা	২৬	০.৯৫
সাধনা	২৬	০ ৯৫
প্রয়াস	২৩	০.৮৪
সংবাদ প্রভাকর	২৩	০.৮৪
উৎসাহ	২২	০.৮০
তত্ত্ববোধিনী	২১	০.৭৭
সসঙ্গিনী ও সজ্জনতোষিণী	২১	০.৭৭
কুন্তলীন	১৯	০.৬৯

বালক	১৫	০.৫৫
আলোচনা	১৩	০.৪৮
দাসী	১৩	০.৪৮
এডুকেশন গেজেট	১২	০.৪৪
ঋষি	১১	০.৪০
সাধারনী	১১	০.৪০
সুবোধিনী	১১	০.৪০
প্রতিমা	১০	০.৩৭
সৎসঙ্গ	১০	০.৩৭
সুহৃদ	১০	০.৩৭
অনুসন্ধান	৮	০.২৯
বীণাপানি	৮	০.২৯
শিক্ষা-পরিচয়	৮	০.২৯
কল্পনা	৭	০.২৬
সৌরভ	৭	০.২৬
অবোধবন্ধু	৬	০.২২
বিভা	৬	০.২২
আদরিনী	৫	০.১৮
নির্ম্মাল্য	৫	০.১৮
মজ্‌লিস্‌	৫	০.১৮
সখা ও সাথী	৫	০.১৮
হরিভক্তি	৫	০.১৮
চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সমীরণ	৪	০.১৫
প্রকৃতি	৪	০.১৫
বিকাশ	৪	০.১৫
বীণা-বাদিনী	৪	০.১৫
সজ্জনতোষিনী	৪	০.১৫
হিতসাধক	৪	০.১৫
চিকিৎসক ও সমালোচক	৩	০.১১
ত্রিস্রোতা	৩	০.১১

দীপিকা	৩	০.১১
নবপ্রবন্ধ	৩	০.১১
প্রচার	৩	০.১১
বঙ্গদর্শন	৩	০.১১
বিষ্ণুপ্রিয়া	৩	০.১১
বীণা	৩	০.১১
রামধনু	৩	০.১১
সাহিত্যমুকুর	৩	০.১১
সোমপ্রকাশ	৩	০.১১
অতিথি	২	০.০৭
আর্য্যদর্শন	২	০.০৭
আরতি	২	০.০৭
কর্ণধার	২	০.০৭
তমোলুক	২	০.০৭
নবনলিনী	২	০.০৭
নলিনী	২	০.০৭
পূর্ণশশী	২	০.০৭
প্রবাহ	২	০.০৭
বঙ্গবন্ধু	২	০.০৭
সমীরণ	২	০.০৭
সাথী	২	০.০৭
সাহিত্য সংহিতা	২	০.০৭
সুলভ সমাচার	২	০.০৭
অবলাবান্ধব	১	০.০৪
আশা	১	০.০৪
উগ্রক্ষত্রিয়	১	০.০৪
কান্তি	১	০.০৪
কোহিনূর	১	০.০৪
গান ও গল্প	১	০.০৪
ধর্ম্মতত্ত্ব	১	০.০৪

নবজীবন	১	০.০৪
পাক্ষিক সমালোচনা	১	০.০৪
পূর্ণিমা	১	০.০৪
প্রভা	১	০.০৪
বান্ধব	১	০.০৪
বীরভূমি	১	০.০৪
ভ্রমর	১	০.০৪
মাসিক সমালোচক	১	০.০৪
রবি	১	০.০৪
সংবাদ ভাস্কর	১	০.০৪
সংসার	১	০.০৪
সুলভ পত্রিকা	১	০.০৪
সেবক	১	০.০৪

১টি প্রকীর্ণ রচনা (প ৫৪১) 'সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর' গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীরচনা থেকে প্রাপ্ত।

বিশ্লেষিত তালিকা - ১১

।। বাংলা সাহিত্যে নানা বিভাগে, নানা বিষয়ে বঙ্গমহিলারচিত প্রথম মুদ্রিত রচনা।।

বিন্যাস ঃ কালানুক্রমিক।

১৮৫৬ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ '**চিত্তবিলাসিনী**' (কৃষ্ণকামিনী দাসী)। (ইতিপূর্বে যে দুখানি মহিলারচিত গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল সে দু'টির লেখিকা ছিলেন অবঙ্গমহিলা ঃ হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স [Hannah Catherine Mullens]। গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে— 'ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস অফ এ বাইবেল' এবং 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ঃ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত'।

১৮৫৬ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঃ '**চিত্তবিলাসিনী**' (কৃষ্ণকামিনী দাসী)।

১৮৫৬ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম চম্পু-কাব্য গ্রন্থ ঃ '**চিত্তবিলাসিনী**' (কৃষ্ণকামিনী দাসী)।

১৮৫৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলন তথা বিধবা বিবাহ আইন সম্পর্কে প্রথম বঙ্গমহিলা লিখিত প্রতিক্রিয়া ঃ কৃষ্ণকামিনী দাসীর '**চিত্তবিলাসিনী**' কাব্যগ্রন্থে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবিতা।

১৮৫৯ বঙ্গমহিলা লিখিত প্রথম সমালোচিত গ্রন্থ ঃ '**চিত্তবিলাসিনী**' (কৃষ্ণকামিনী দাসী)

১৮৬১ বঙ্গমহিলা লিখিত প্রথম গদ্যপ্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ '**কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এ**

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' (বামাসুন্দরী দেবী)।

১৮৬৫ খ্রিস্টান বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ '**নারীচরিত**' (মার্থা সৌদামিনী সিংহ)

১৮৬৫ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম জীবনী গ্রন্থ ঃ '**নারীচরিত**' (মার্থা সৌদামিনী সিংহ)।

১৮৬৫ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম পাঠ্যপুস্তক ঃ '**নারীচরিত**' (মার্থা সৌদামিনী সিংহ)।

১৮৬৫ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ ঃ '**নারীচরিত**' (মার্থা সৌদামিনী সিংহ)।

১৮৬৫ মুসলমান বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত রচনা ঃ বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদককে লেখা (**বিবি তাহেরনলেছা, বামাবোধিনী পত্রিকা, ফা ১২৭১**)।

১৮৬৫ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা ঃ **শিল্পবিদ্যা** (রমাসুন্দরী দেবী, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভা-আশ্বিন ১২৭২)।

১৮৬৬ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম নাটক ঃ '**উর্ব্বশী নাটক**' (কামিনীসুন্দরী দেবী)।

১৮৬৮ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম উপন্যাস/উপন্যাসোপম রচনা ঃ '**মনোত্তমা**' (হিন্দুকুল-কামিনী)।

১৮৬৮ বঙ্গমহিলা রচিত শিশুশিক্ষার বিশেষতঃ বালিকাশিক্ষার প্রথম বই ঃ '**বালাবোধিকা**' (কামিনীসুন্দরী দেবী)।

১৮৭০ বঙ্গমহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র (পাক্ষিক) ঃ **বঙ্গমহিলা** (সম্পাদিকা ঃ মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়)।

১৮৭০ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম আখ্যায়িকা/কাহিনীকাব্য ঃ '**কামিনী-কলঙ্ক**' (নবীনকালী দেবী)।

১৮৭১ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম প্রকীর্ণ অনুবাদ রচনা ঃ **সন্ন্যাসীর উপাখ্যান** (কুমুদিনী দেবী, বামাবোধিনী, অ ১২৭৮)।

১৮৭২ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম পত্রাবলী ঃ '**জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী**' (গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী)।

১৮৭২ বিভিন্ন বঙ্গমহিলা রচিত রচনার প্রথম সংকলন ঃ '**বামারচনাবলী**', প্রথম ভাগ (বামাবোধিনী সভা)।

১৮৭৫ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ '**তারাচরিত**' ('শ্রীমতী' সুরঙ্গিনী)

১৮৭৫ বঙ্গমহিলা রচিত ও সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত প্রথম নাটক ঃ '**অপূর্ব্বসতী নাটক**' (সুকুমারী দত্ত)।

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খ, আনন্দ সং, ১৪০১-এ উক্ত নাটকটি পুরুষের রচনা বলে বিতর্কমূলক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৮৭৫ বঙ্গমহিলা সম্পাদিত প্রথম মাসিক পত্রিকা ঃ **অনাথিনী** (সম্পাদিকা ঃ থাকমণি দেবী)।

১৮৭৬ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম আত্মজীবনী ঃ '**আমার জীবন**' (শ্রীমতী) রাসসুন্দরী।

১৮৭৬ মুসলমান বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ '**রূপজালাল**' (ফয়জন্নেছা চৌধুরানী)

১৮৭৬ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস ঃ '**দীপ-নির্ব্বাণ**' (স্বর্ণকুমারী দেবী)।

১৮৭৯ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম আধুনিক গীতিনাট্য ঃ '**বসন্ত-উৎসব**' (স্বর্ণকুমারী দেবী)

১৮৮০ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম গাথা কবিতাগ্রন্থ ঃ '**গাথা**' (স্বর্ণকুমারী দেবী)।

১৮৮২ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম গানের বই ঃ '**নানা বিষয়িনী গীতমালা**' (মহামায়া দেবী)। [ইতিপূর্বে অবঙ্গমহিলা রচিত প্রথম কাব্যগান-এর গ্রন্থ 'শিশুদিগের ধর্ম্মগীত', ১৮৬৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখিকা নাম ঃ (মিস্) লেস্লী [MIss Leslie]।

১৮৮২ বঙ্গমহিলা সম্পাদিত প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক ঃ '**নারীশিক্ষা**' (মনোমোহিনী ভট্টাচার্য)

১৮৮২ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ঃ '**পৃথিবী**' (স্বর্ণকুমারী দেবী)।

১৮৮৩ বঙ্গমহিলা সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ঃ **বঙ্গবাসিনী** (কলিকাতা, টালা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত)।

১৮৮৪ মুসলিম বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ ঃ '**হারমিট বা উদাসীন**' (আজিজুন্নেসা খাতুন)।

১৮৮৪ বঙ্গমহিলা রচিত শিশুশিক্ষার প্রথম বই ঃ '**বর্ণবোধ**' (ব্রহ্মময়ী রায়)।

১৮৮৫ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম ভ্রমণ গ্রন্থ ঃ '**ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা**' (কৃষ্ণভাবিনী দাস)।

১৮৮৫ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম বিলাত-ভ্রমণ কাহিনী ঃ '**ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা**' (কৃষ্ণভাবিনী দাস)।

১৮৮৭ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম প্রহসন নাটক ঃ '**ষষ্ঠি বাঁটা প্রহসন**' (প্রফুল্লনলিনী দাসী)

১৮৮৯ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম শিশুসাহিত্য ঃ '**গল্পস্বল্প**' (স্বর্ণকুমারী দেবী)।

১৮৮৯ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম ভারত-ভ্রমণ কাহিনী ঃ '**আর্য্যাবর্ত্ত**' (প্রসন্নময়ী দেবী)।

১৮৯০ বঙ্গমহিলা রচিত আইন বিষয়ক গ্রন্থ ঃ '**আইন, আইন, আইন**' (ইন্দুনিভূষণ দেবী)।

১৮৯০ বঙ্গমহিলা-কৃত প্রথম গ্রন্থ সমালোচনা ঃ প্রসন্নময়ী দেবী-কৃত বিহারীলালের '**সারদামঙ্গল**' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা (সাহিত্য, ভা ১২৯৭)।

১৮৯১ বঙ্গমহিলা-কৃত প্রথম রবীন্দ্রগ্রন্থ-সমালোচনা ঃ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-কৃত রবীন্দ্রনাথের '**মানসী**' ও '**রাজা ও রানী**' গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা (সাহিত্য, বৈ ১২৯৮)।

১৮৯১ বঙ্গমহিলা-কৃত রবীন্দ্রগ্রন্থের চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রথম কবিতা ঃ **রাজা ও রানী** (শ্রী—দেবী, ভারতী ও বালক, আ-কা ১২৯৮)।

১৮৯২ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থ ঃ '**নবকাহিনী**' (স্বর্ণকুমারী দেবী)

১৮৯৬ বঙ্গমহিলা-কৃত কোন রবীন্দ্রগ্রন্থ নিয়ে কবিতা ঃ রবীবাবুর '**সোনার তরী**' (সৌদামিনী গুপ্তা, দাসী, জুন ১৮৯৬)।

১৮৯৬ বঙ্গমহিলা-কৃত আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রথম রচনা ঃ **চিকিৎসক ও রোগিনীর বিবরণ** (পি. বি. হালদার/প্রিয়বালা হালদার, চিকিৎসক ও সমালোচক আ-শ্রা, ১৩০৩)।

১৮৯৯ বঙ্গমহিলা-কৃত প্রথম রবীন্দ্র প্রশস্তি ঃ **গুরুদক্ষিণা** (নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, বামাবোধিনী, ফা-চৈ ১৩০৫)।

১৯০০ বঙ্গমহিলা-কৃত প্রথম রান্নার বই ঃ '**আমিষ ও নিরামিষ আহার**', ১ম খণ্ড (প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী)।

চতুর্থ অংশ

পরিশিষ্ট ১

মহিলা রচনার ক্রমবিকাশ প্রদর্শক লেখ-চিত্র

লেখচিত্র-১

দশক অনুযায়ী মহিলারচিত প্রকাশনঃ গ্রন্থ, ১৮৫০-১৯০০ (কালানুক্রমিক)
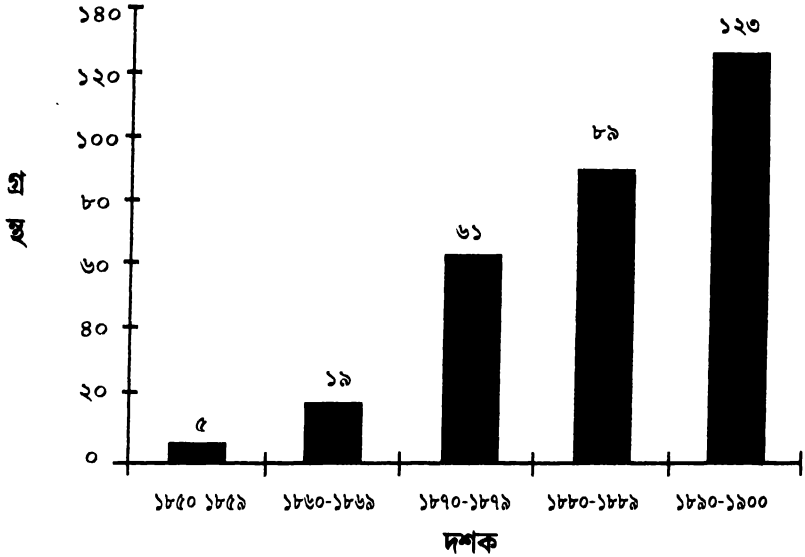
লেখচিত্র-২

দশক অনুযায়ী মহিলারচিত প্রকাশনঃ প্রকীর্ণ রচনা, ১৮৫০-১৯০০ (কালানুক্রমিক)
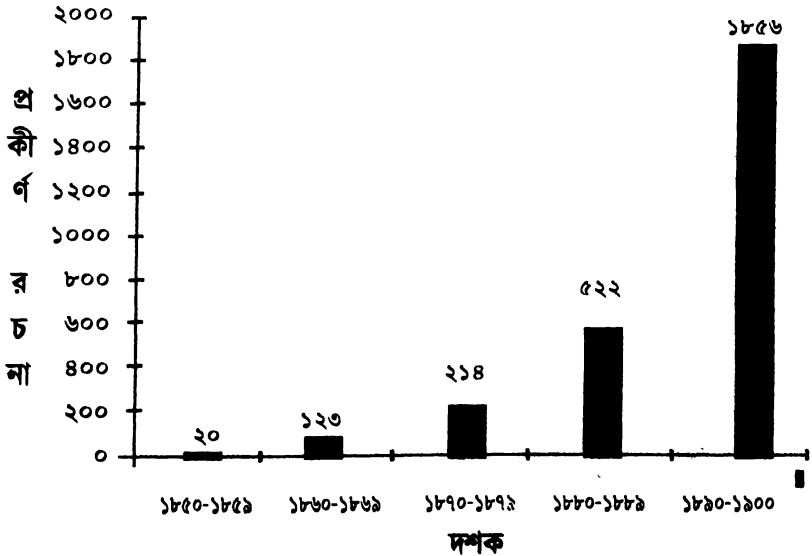
লেখচিত্র-৩

১৮৫০-১৯০০ কালপর্বে মহিলারচিত মোট গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনা (কালানুক্রমিক)
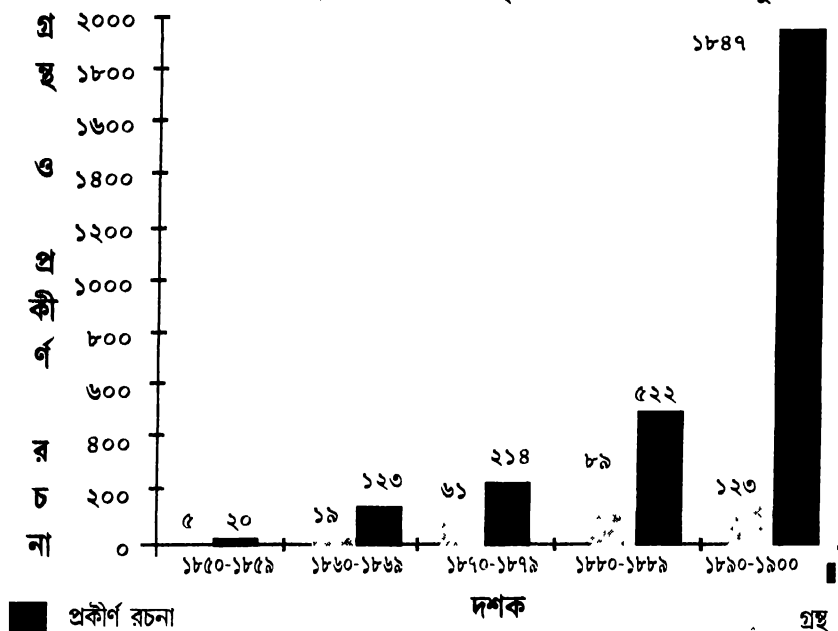
লেখচিত্র-৪

বিষয়গত প্রকাশন ঃ গ্রন্থ, ১৮৫০-১৯০০ (বিষয়ানুক্রমিক)
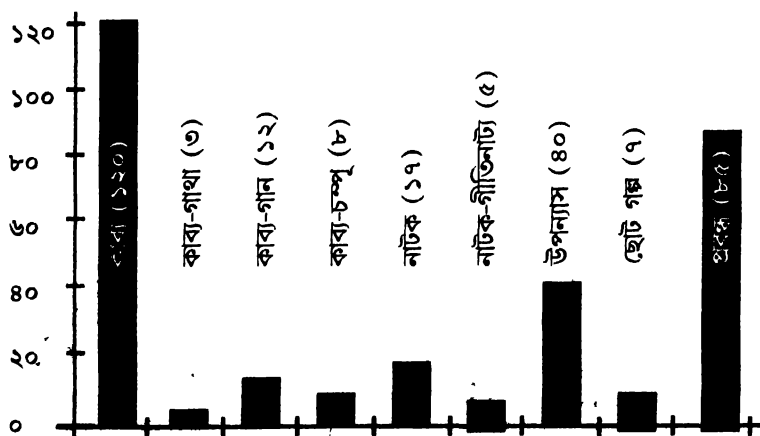
লেখচিত্র-৫

বিষয়গত মহিলারচিত প্রকাশনঃ প্রকীর্ণ রচনা, ১৮৫০-১৯০০ (কালানুক্রমিক)
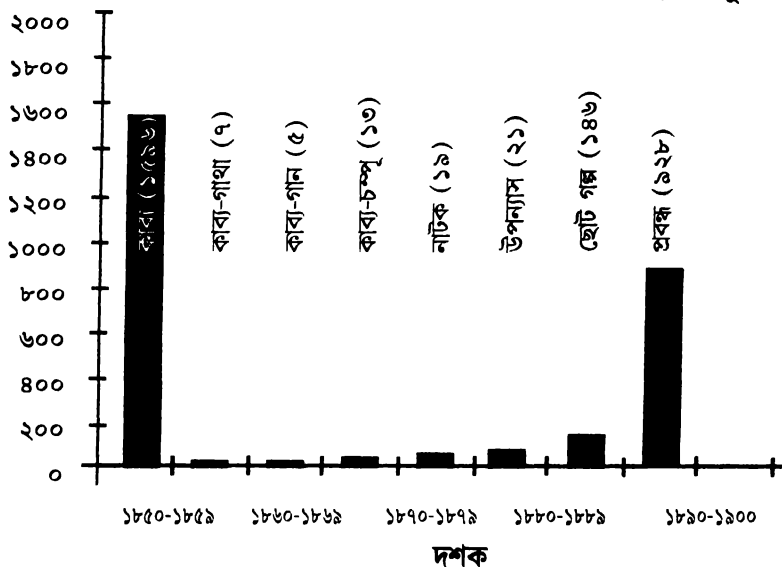
লেখচিত্র-৬

মহিলারচিত প্রবন্ধের বিষয়গত বিভাজন ঃ গ্রন্থ, ১৮৫০-১৯০০ (বিষয়ানুক্রমিক)
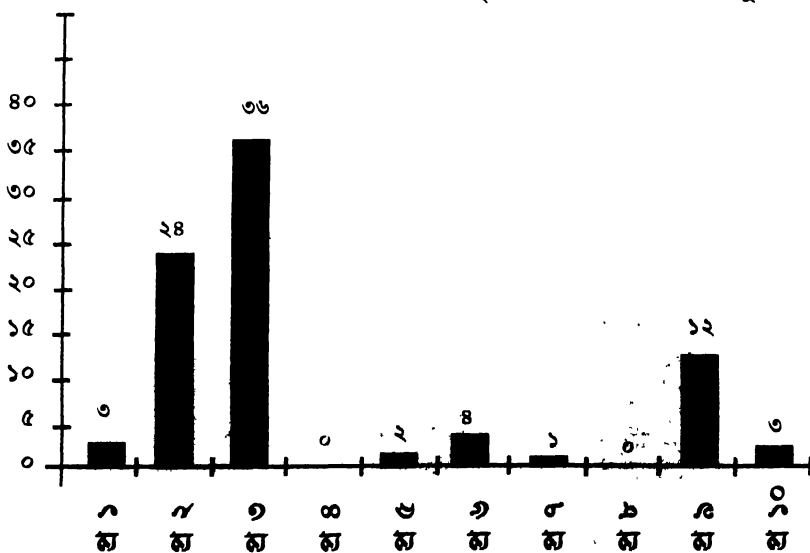
লেখচিত্র-৭

মহিলারচিত প্রবন্ধের বিষয়গত বিভাজন ঃ প্রকীর্ণ রচনা ১৮৫০-১৯০০

(বিষয়ানুক্রমিক)
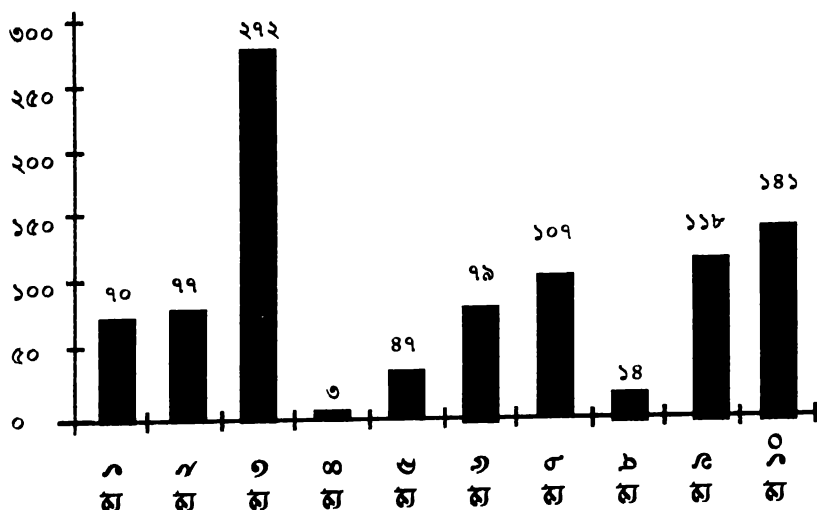
লেখচিত্র-৮

লেখিকা সংখ্যা, ১৮৫০-১৯০০

(দ্রঃ বিশ্লেষিত তালিকা-১, লেখিকা ও তাঁদের রচনা)
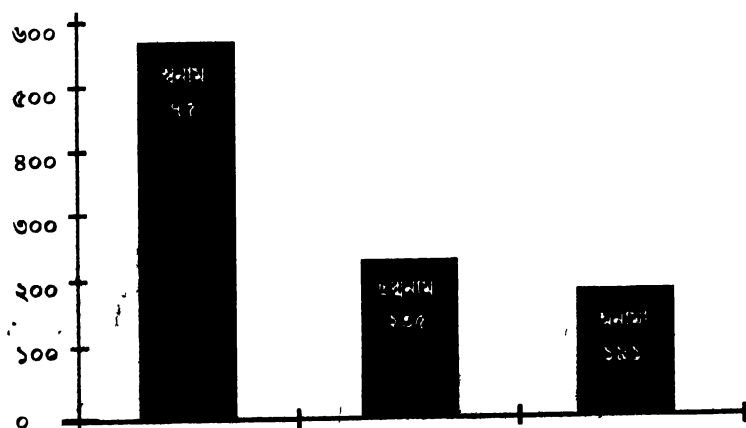
লেখচিত্র-৯

দশক অনুযায়ী মহিলারচিত মুদ্রিত গ্রন্থের সংস্করণ, ১৮৫০-১৯০০ (কালানুক্রমিক)
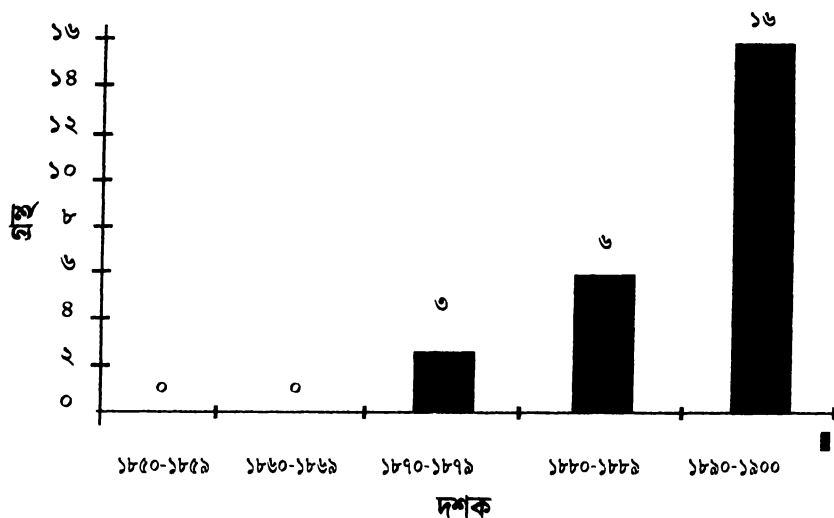
লেখচিত্র-১০

দশক অনুযায়ী মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা, ১৮৫০-১৯০০ (কালানুক্রমিক)
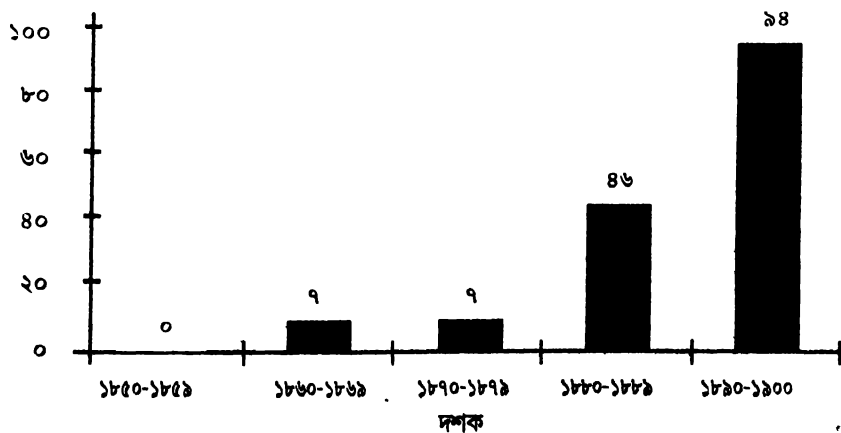
লেখচিত্র-১১

ব্যাপ্তি অনুযায়ী মহিলারচিত ক্রমশঃ প্রকাশিত রচনা, ১৮৫০-১৯০০
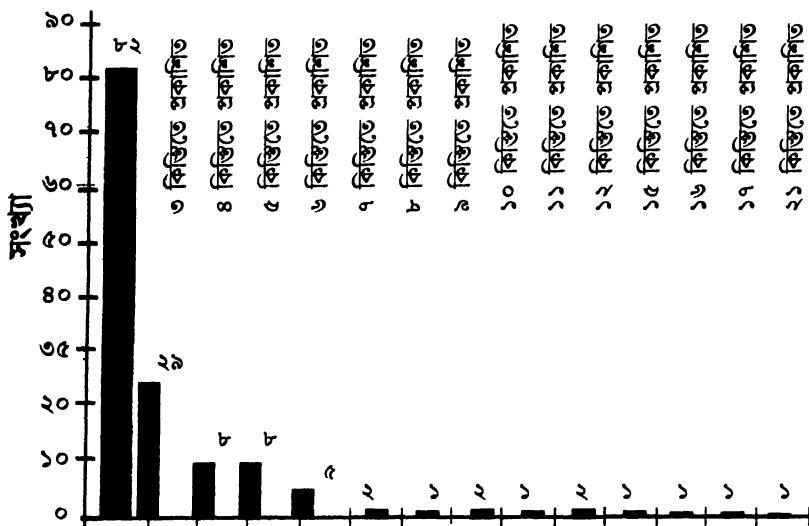
লেখচিত্র-১২

মহিলাকৃত গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ অনুবাদ রচনা, ১৮৫০-১৯০০ (দশক অনুযায়ী বিন্যস্ত

লেখচিত্র-১৩

মহিলাকৃত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনা, ১৮৫০-১৯০০ (দশক অনুযায়ী)
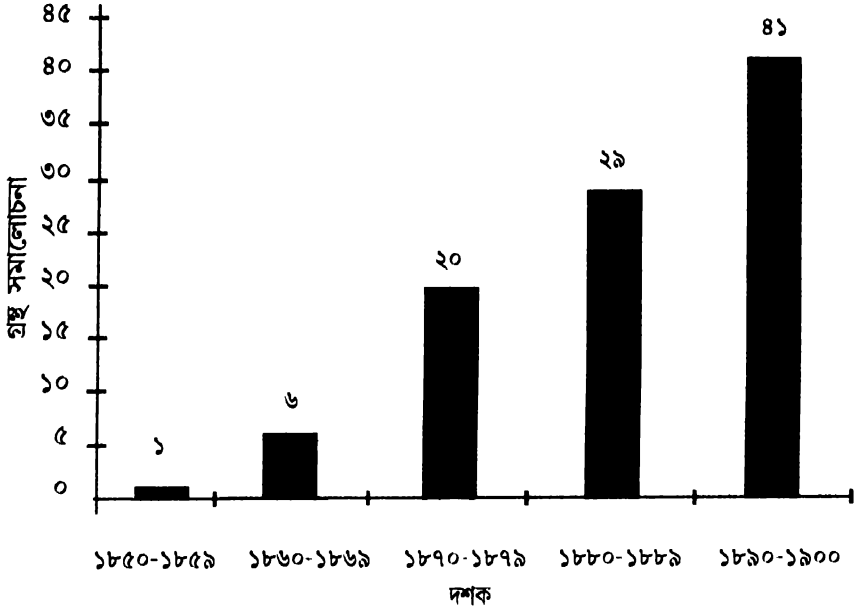
পরিশিষ্ট ২

গ্রন্থ তথা রচনা সনাক্তকরণ সহায়ক আলোকচিত্র

বন্ধনীর মধ্যে আলোকচিত্রের প্রাপ্তিস্থান উল্লিখিত।

গ্রন্থ

১ আভাষ/গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	আখ্যাপত্র (B.S.P.)
২ আমার জীবন/(শ্রীমতী) রাসসুন্দরী	আখ্যাপত্র (The British Library)
৩ আমিষ ও নিরামিষ আহার/এলা সুন্দরী	আখ্যাপত্র (N.L.)
৪ আর্য্যাবর্ত্ত, প্রথম ভাগ/শ্রীমতী "বনলতা" ও "নীহারিকা" রচয়িত্রী	আখ্যাপত্র (The British Library)
৫ ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা/বঙ্গমহিলা	আখ্যাপত্র (B.S P.)
৫ ক ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা/বঙ্গমহিলা	প্রকাশকের মন্তব্য (B.S.P)
৬ উর্ব্বশী নাটক/দ্বিজতনয়া	আখ্যাপত্র (B.S.P)
৭ ঐশ্বরিক জ্যোতি = A Candle Lighted by the Lord/বি. এম. লোপিজ্	আখ্যাপত্র (The British Library)
৮ কাব্যকুসুমাঞ্জলি/"প্রিয়প্রসঙ্গ' রচয়িত্রী মানকুমারী	আখ্যাপত্র (B.S.P)
৯ কিরণমালা ঃ উপন্যাস/নবীনকালী দেবী	আখ্যাপত্র (The British Library)
১০ দীপ-নির্ব্বাণ/অনামা [স্বর্ণকুমারী দেবী]	আখ্যাপত্র (The British Library)
১১ প্রসূনাঞ্জলি/'স্নেহলতা', 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী	আখ্যাপত্র (B S.P)
১২ প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়/কোন বঙ্গমহিলা	আখ্যাপত্র (N.L.)
১৩ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স	আখ্যাপত্র (The British Library)
১৪ বঙ্গ-বালা ঃ দশপদী কবিতাবলী/কোন বঙ্গবালা	আখ্যাপত্র (The British Library)
১৫ বালিকাবোধিকা, প্রথম ভাগ.../ প্রতুলকুমারী দাসী	আখ্যাপত্র (The British Library)
১৫ ক বালিকাবোধিকা, প্রথম ভাগ.../ প্রতুলকুমারী দাসী	উপহারপত্র (The British Library)
১৬ বিনয়াবতী। উপন্যাস/জনৈক বঙ্গ-কুলকামিনী	আখ্যাপত্র (The British Library)
১৬ ক বিনয়াবতী। উপন্যাস/জনৈক বঙ্গ-কুলকামিনী	গ্রন্থারম্ভপত্র (The British Library)
১৬ খ বিনয়াবতী। উপন্যাস/জনৈক বঙ্গ-কুলকামিনী	গ্রন্থের শেষপত্র (The British Library)
১৭ বিনোদকানন বা গন্ধামিলন। নাট্যগীতি/ মণিমোহিনী রচয়িত্রী	আখ্যাপত্র (The British Library)
১৮ বিশ্বশোভা/কৈলাসবাসিনী দেবী	বাংলা আখ্যাপত্র (B.S.P)

১৮ ক	বিশ্বশোভা/কৈলাসবাসিনী দেবী	ইংরেজি আখ্যাপত্র (B.S.P)
২০	মণি-মোহিনী ঃ গীতিকা/নয়ণতারা দে	আখ্যাপত্র (The British Library)
২১	মনোত্তমা ঃ দুঃখিনী সতীচরিত/ হিন্দুকুল-কামিনী	আখ্যাপত্র (The British Library)
২২	রূপজালাল উপাখ্যান/ফয়জন্নেছা চৌধুরানী	আখ্যাপত্র (The British Library)
২৩ক	রূপজালাল উপাখ্যান/ফয়জন্নেছা চৌধুরানী	উপহারপত্র (The British Library)
২৩খ	রূপজালাল উপাখ্যান/ফয়জন্নেছা চৌধুরানী	অনুক্রমণিকা (The British Library)
২২	ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসন/প্রফুল্লনলিনী দাসী	আখ্যাপত্র (B.S.P)
২৩	সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই/গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	আখ্যাপত্র (B.S.P)
২৪	সুগ্রীব মিলন গীতাভিনয় (বা) যাত্রা/ তরঙ্গিনী দাসী	আখ্যাপত্র (The British Library)
২৪	সুগ্রীব মিলন গীতাভিনয় (বা) যাত্রা/ তরঙ্গিনী দাসী	প্রস্তাবনা (The British Library)
২৫	সুরবালা। উপন্যাস/প্রাণকিশোরী দেবী	আখ্যাপত্র (B.S.P)
২৬	স্নেহলতা, ২য় সং/'প্রেমলতা' রচয়িত্রী	আখ্যাপত্র (B.S.P)
২৭	স্নেহলতা বা পালিতা প্রথম ভাগ/ স্বর্ণকুমারী দেবী	আখ্যাপত্র (The British Library)
২৮	হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি/কৈলাসবাসিনী দেবী	ইংরেজি আখ্যাপত্র (B.S.P)

পত্রপত্রিকা

১	সসঙ্গিনী ঃ সজ্জনতোষিনী, ৯ম খ, ১ম সং, বৈ ১৩০৭	আখ্যাপত্র (B.S.P)
২	সংবাদপ্রভাকর, দৈবশক্তি, ১০ বৈ, পৃঃ ৩-৪	আলোকচিত্র (Centre for Studies in Social Science, Jadunath

আমার জীবন।

শ্রীমতী রাসসুন্দরী

লিখিত।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং স্কুচারু যন্ত্রে

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৩।

চিত্র নং-২

চিত্র নং-৫ (ক)

উর্ব্বশী নাটক।

চিত্র নং-৬

A CANDLE LIGHTED BY THE LORD.

শ্রীমতী বি, এন, গোপিজ্ কর্ত্তৃক

ইংরেজী হইতে অনুবাদিত

কলিকাতা।

রেভাঃ জে, পি, মীক্ দ্বারা প্রকাশিত

১০নং বর্দ্ধমান ষ্ট্রীট।

৭৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ব্রাহ্মণ্য-যন্ত্রে

শ্রীনলিনীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৩।

চিত্র নং-৭

দীপ-নির্ব্বাণ

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলি-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইল ফুল এবে, নিবিল দেউটী।

মেঘনাদবধ কাব্য।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রালয়ে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৮৩।

চিত্র নং-১০

প্রসূনাঞ্জলি।

শ্রীমতী [illegible]

প্রণীত।

চেরি প্রেস

৮নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৩০৭

মূল্য ।/০ আনা

চিত্র নং-১১

THE HISTORY

OF

PHULMANI AND KARUNA;

A BOOK FOR

NATIVE CHRISTIAN WOMEN.

বিবরণ,

স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, BY J. BAPTIST, AT BISHOP'S COLLEGE PRESS.

1st ed.] 1852. [3000 copies.]

মূল সংস্করণের নামপত্র

চিত্র নং-১৩

বঙ্গ-বালা।

অন্তঃপুরস্থবিদ্যার্থিনাং।

কোন বঙ্গবালা কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীধুর্জ্জটিচন্দ্র মিত্রের যত্নে

প্রচারিত।

হোরাশিয়া তমোঘ্নযন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৬৪। ২৭শে শ্রাবণ।

চিত্র নং-১৪

বিনোদকানন

কলিকাতা

সন১২৮৭ সাল।

চিত্র নং-১৭

মণি-মোহিনী

গীতিকা।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দে প্রণীত

ও

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।

বাগবাজার।

শ্রী ... দাস কর্তৃক ... যন্ত্রে মুদ্রিত;
২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

সন ১২৯৩।

চিত্র নং-১৯

উপহার।

পরম কল্যাণাস্পদ

শ্রীমান্ চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ

কনিষ্ঠসহোদর করকমলেষু।

ভাই,

আমার এই প্রথম উদ্যম "মণি-মোহিনী" তোমারই যত্নে সাধারণে প্রকাশ হইল—তুমি যদি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান না করিতে, কি মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে প্রচুর যত্ন ও সাহায্য না করিতে, তাহা হইলে কখনই ইহা সাধারণসমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিত না। তুমি মুদ্রাঙ্কণ হইবার পূর্ব্ব হইতে ইহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিয়াছ, তুমিই ইহার উপযুক্ত পাত্র, তোমারই করে ইহা স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ উপহার দিলাম। সাধারণে ইহার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তোমার নিকট ইহার অনাদর হইবার সম্ভাবনা নাই।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দে।

চিত্র নং-১৯ক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

অর্জ্জুন ... ... তৃতীয় পাণ্ডব।
ভীম ... . দ্বিতীয় ঐ।
বৃষকেতু .. .. কর্ণের পুত্র।
বভ্রুবাহন ... ... মণিপুরের চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জ্জুনের পুত্র।
কৃষ্ণ ... ... দ্বারকাধিপতি।
মন্ত্রী, সভাসদ, সৈনিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

চিত্রাঙ্গদা .. ... মণিপুরের অধীশ্বরী
উলূপী ... নাগকন্যা ও চিত্রাঙ্গদার সখী
ইন্দুবালা, চারুশিলা, মদনা চিত্রাঙ্গদার সহচরী।

সংঘটনস্থল মণিপুর।

চিত্র নং-১৯খ

চিত্র নং-২০

চিত্র নং-২৬

স্নেহলতা

প্রথম ভাগ।

চিত্র নং-২৭

HINDU FEMALE

চিত্র নং-২৮

সজ্জনতোষণী।

চিত্র নং-১ (পত্র-পত্রিকা)

চিত্র নং-২ (পত্র-পত্রিকা)

চিত্র নং-২ক (পত্র-পত্রিকা)

পরিশিষ্ট ৩

সহায়ক অনুসন্ধান সূত্র ঃ ক) গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থতালিকা

ইংরেজি

The British Museum Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum, by J.F.Blumhardt, London, 1886 [B.M.C, V.1]

The British Museum. A supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum. Acquired during the years 1886-1910. Compiled by J.F.Blumhardt, London. 1910 [B.M.C.,V.2]

The Calcutta Gazette. Appendix 1867 to 1901 (Bengal Library Catologue) [BLC]

Catalogue of Bengali Books used in the Schools or Found in the Libraries of Vernacular Institutions in Bengal, Compiled by School Book Committee, 1875 [CSBS]

Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medical classes, Natural Schools, & C, Calcutta, Printed at the Bengali Secretariat, 1875.

The India Office Library. Catalogue of the Library of the Indian office (V.II, Pt. IV) Bengali, Oriya and Assamese Books by J.F.Blumhardt, London, 1905 [I.O.L.]

Long, James. A Descriptive Catalogue of Bengali works containing a Classified list of Fourteen hundred Bengali Books and Pamphlets...Calcutta, 1855 [Long, 1855]

Long, James. Descriptive catalogue of Vernacular Books and Pamphlets forwarded by the Government of India to the Paris Universal Exhibition of 1867, ...Calcutta, Thacker Spink & Co., 1867 [Long, 1867].

Long, James. Returns Relating to the publications in Bengali language, in 1857...Calcutta, 1859 [Long, 1857]

Murdoch, John. Catalogue of The Christian Vernacular Literature of India; with hints on the management of India Tract Societies, Madras, Foster Press, 1870 [Murdoch, 1870]

India. National Library, Calcutta Author Catalogue of Printed Books in Bengali Language, v.1-4, Calcutta, National Library, 1959-1963.

Wenger, John. Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publication Printed in Bengal...,Calcutta, 1865 [Wenger]

West Bengal Library Directory, compiled by Bengal Library Association, Calcutta, 1963.

বাংলা

অনিলকুমার দত্ত ও নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, সম্পাদক, ইউনিয়ন ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি বুকস্ এন্ড পিরিয়ডিক্যাল্স ঃ হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক পত্রিকার যৌথ তালিকা, [প্রথম খন্ড ঃ ১৭৭৬-১৮৬৬], কলিকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৬।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮।

(বঙ্গদর্শনের কালানুক্রমিক সূচী, লেখকগোষ্ঠী, ও সাহিত্য সমালোচনা সমন্বিত)।

অশোককুমার রায়, বাংলা সাময়িক পত্র পত্রিকার ক্রমবিকাশপঞ্জি, ১৮১৮-১৮৬৮, কলিকাতা, অতএব প্রকাশনী, ১৯৯০।

আলী আহমদ, সংকলক, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

কুণাল সিংহ, পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন গ্রন্থাগার ও নথিপত্র সংগ্রহ, [২য় সং], কল্যাণী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

জেমস লঙ *দেখুন* লঙ, জেমস।

তারাপদ পাল, ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৯৪৭), কলিকাতা সাহিত্য সদন, ১৯৭২/১৩৭৮।।

নির্মলেন্দু ভৌমিক, সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী, কলিকাতা, সাহিত্য শ্রী, ১৩৮৩।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পুস্তকালয়। পুস্তক তালিকা, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪৮।

বালি সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ শতবার্ষিক স্মরণিকা (১৮৮৫-১৯৮৪), বালি, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৯৮৪। (দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পুঁথি ও সাময়িক পত্রিকার তালিকা সহ)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, [প্রথম খন্ড], ১২২৫ (ইং ১৮১৮)-১২৭৪ (ইং ১৮৬৮), কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৯৫।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, দ্বিতীয় খন্ড, ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮)-১৩০৭ (ইং ১৯০০), পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯।

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায়, সম্পাদক, 'সাহিত্য, পঞ্জিকা', কলিকাতা, [ ], ১৯১৫/১৩২২।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সঙ্কলক ও সম্পাদক, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা, প্রথম খন্ড, ১৭৪৩ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ, কলিকাতা, এ. মুখার্জ্জী, ১৯৯০/১৩৯৬।

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সঙ্কলক, মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি, ১৮৫৩-১৮৬৭, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৩।

লঙ, জেমস, বাংলা গ্রন্থের তালিকা, ১৮৬৭ ঃ প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণের জন্য ভারত সরকারের আদেশে সংকলিত, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪/১৩৭১ (পুনর্মুদ্রিত)।

সুনীল দাস, ভারতী ঃ ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১৩৯১।

পরিশিষ্ট ৩

সহায়ক অনুসন্ধান সূত্র ঃ খ) মহিলারচিত গ্রন্থের সমকালীন সমালোচনা

দ্র ঃ এই গ্রন্থের তৃতীয় অংশ ঃ বিশ্লেষিত তালিকা - ৭।

পরিশিষ্ট ৩

সহায়ক অনুসন্ধান সূত্র ঃ গ) গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা

ইংরেজি

Borthwick, Meredith — The changing role of women in Bengal, 1849-1905, Princeton, Princeton University Press, 1984.

Chakroborty, Smarajit — The Bengali Press, (1818-1886) : A study in the growth of public opinion, Calcutta, Firma K.L.M., 1976.

Dasgupta, Harendra Mohan — Studies in Western influence on nineteenth century Bengali poetry, 1857-1887, Calcutta, Semushi, 1969.

Datta, Kalikankar — Education and social amelioration of women in pre mutiny India, Patna, The Parna Law Press, 1936.

De, Sushil Kumar — Bengali Literature in the nineteenth century, (1757-1857), 2nd rev.ed., Calcutta Firma K.L.M., 1962.

Karlekar, Malavika — Voices from within ! early personal narratives of Bengali women, Delhi, Oxford University press, 1991.

Mathur, Yaduvansh Bahadur — Women's education in India, 1813-1966, Bombay, Asia Publishing House, 1973.

Mukherjee, S.N. — History of education in India : modern period, 3rded, Baroda, Acharya Book Depot, 1957.

Murshid, Ghulam — The reluctant debutante : response of Bengali women to modernization, 1849-1905, Rajshahi, Rajshahi Sahitya Samsad, Rajshahi University, 1983.

Sen, Priyaranjan — Western influence in Bengali liturature, 2nd rev. ed., Calcutta, Saraswaty Library, B.M.Dasgupta, 1997.

Urquhart, M.M. — Women of Bengal, 2nd ed. Reprint, Delhi Cultural Publishing House, 1983.

বাংলা

অজয়েন্দ্র সরকার ঃ উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, হাওড়া, অঞ্জলি রানী সরকার, ১৯৮২।

অনুরূপা দেবী ঃ সাহিত্যে নারী ঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী ঃ স্বতন্ত্র এক নারী, কলিকাতা, পূর্বা প্রকাশনী, ২০০০।

অভিজিৎ সেন [এবং] অভিজিৎ ভট্টাচার্য, সংকলক ও সম্পাদক ঃ সেকেলে কথা ঃ শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা, কলিকাতা, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭/১৪০৪।

অভিজিৎ সেন [এবং] অভিজিৎ ভট্টাচার্য, সংকলক ও সম্পাদক ঃ স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ, কলিকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, ১৯৯৮/১৪০৪।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সভাসমিতি ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, লেখক, ১৮৮৬/১৩৯২।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সং, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭/১৪০৩।

অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা কাব্য (১৮০১-১৮৭০), প্রথম খন্ড, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৮৮/১৩৯৫।

অশোককুমার দে ঃ বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪/১৮৯৬ শক।

অশোককুমার মিত্র ঃ বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, ১৭৯৫-১৯৮৮, কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৮৮/১৩৯৫।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী, ৭ম সং, কলিকাতা মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৭৭।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ২য় সং, কলকাতা, বুক ল্যান্ড প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৫।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ দুই নারী ও তিন নায়িকা, কলিকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৭৬/১৩৮২।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খন্ড, ২য় সং, কলকাতা মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৮৫।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ খ্রীষ্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী, সংশোধিত ৭ম সং, কলিকাতা, মডার্ন বুক, ১৩৯২।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, গ্রন্থ প্রকাশ, ১৩৮১।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ১৭৯৫-১৯৯২, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সং, কলিকাতা, এ.মুখার্জী, ১৯৭৫/১৩৮২।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৪/১৩৭১।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ঃ পুরাতনী..., কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭/১৮৭৯ শক।

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ঃ বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, কলিকাতা, সংস্কৃতি প্রকাশন, ১৩৭৫।

ক্ষিতিমোহন সেন ঃ প্রাচীন ভারতের নারী, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ঃ কবিরানী গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৪।

গোপাল হালদার ঃ বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, ২য় খন্ড ঃ নবযুগ, কলিকাতা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৬৫।

গোলা ম মুরশিদ ঃ রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া ঃ নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকা, বাংলা এ৺ডেমি, ১৯৯৩/১৪০০।

গোলাম মুরশিদ ঃ সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলার নাটক, ১৮৫৮-১৮৭৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪/১৩৯০

চিত্রা দেব ঃ ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২ (পরিবর্দ্ধিত ১২শ মুদ্রণ)

জ্ঞানেশ মৈত্র ঃ নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭/১৩৯৪।

দেবনারায়ণ গুপ্ত ঃ বাংলার নট-নটী, ১ম খন্ড, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১৮৮৫/১৩৯২।

নরেন্দ্র দেব, সম্পাদক ঃ কাব্য-দীপালি, কলিকাতা, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৩৩৪।

নরেশচন্দ্র জানা ও অন্যান্য ঃ আত্মকথা, ১ম-৫ম খন্ড, মুখ্য উপদেষ্টা ঃ সুকুমার সেন; সম্পাদক ঃ নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমলকুমার সান্যাল, কলিকাতা, অনন্য প্রকাশন, ১৯৮১-১৯৮৭

পশুপতি শাশমল ঃ স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৯৭২/১৩৭৮।

প্যারীচরণ সরকার ঃ নবকৃষ্ণ ঘোষ [ ], ১৩০৯।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ : ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংগালীর মনন ও সাহিত্য ঃ রাজা রামমোহন রায় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, কলিকাতা, লেখাপড়া, ১৩৭৫।

প্রভাময়ী দেবী : বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য, ১৮৭৫-১৯০০, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

প্রিয়ম্বদা দেবী : শব্দ ও নৈশব্দের চিত্র ঃ প্রিয়ম্বদা দেবীর নির্বাচিত রচনা ঃ তথ্যপঞ্জী ও ভূমিকা সম্বলিত, ভূমিকা ঃ সুমিতা চক্রবর্তী, কলিকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৬।

বরুণ কুমার চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়, কলিকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৮৯।

বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, কলিকাতা, শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬।

বসন্ত কুমার সামন্ত, সম্পাদক বঙ্গমহিলারচিত প্রথম দু'টি মুদ্রিত গ্রন্থ, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৪।

বামাবোধিনী সভা বামাবরচনাবলী (Female Compositors, pt.1), ১ম খন্ড, কলিকাতা, বামাবোধিনী সভা, ১৮৭২/১২৭৮।

বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম ও নামান্তর, কলিকাতা, গ্রন্থগৃহ, ১৩৮৫।

বারিদবরণ ঘোষ, সম্পাদক কুন্তলীন গল্প-শতক, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৬।

বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, ৩য় খন্ড, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৬।

বিনয় ঘোষ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১৮৪০-১৯০৫, ১ম খন্ড ঃ 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার রচনা-সংকলন, ভূমিকা ঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৬২।

বিনয় ঘোষ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১৮৪০-১৯০৫, ২য় খন্ড ঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র রচনা-সংকলন, কলিকাতা, বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন, ১৯৬৩।

বিনয় ঘোষ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খন্ড ঃ বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সংবাদ ভাস্কর, বিদ্যাদর্শন ও সর্বশুভকরী পত্রিকার রচনা-সংকলন, কলিকাতা, বীক্ষণ, ১৯৬৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যে নারী, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-২৮ ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী, পরিবর্দ্ধিত ২য় সং, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৪৪ ঃ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য-সাধিক-চরিতমালা-৫৫ ঃ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৩।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৮ ঃ কামিনী রায়, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৩।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫৯ ঃ মানকুমারী বসু, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৩।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৭৬ ঃ অক্ষয় চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরানী [এবং] কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৬।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [এবং] সজনীকান্ত দাস, সম্পাদক ঃ শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী, কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৭।

ভারতী রায়, সম্পাদক ও সংকলক ঃ সেকালের নারীশিক্ষা ঃ বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯), কলিকাতা, উইমেন্স ষ্টাডিজ সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ঃ আপনার মুখ আপনি দেখ, কলিকাতা, [ ], ১৮৬৩/১৭৮৫ শক।

মনোমোহন ঘোষ ঃ বাংলা সাহিত্য ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষাভাষী জনগণের জীবনের সহিত এই ইতিহাসের সম্পর্ক, কলিকাতা ইন্ডিয়ান পাবলিসিটী সোসাইটী, [১৯৫৫]।

মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন ঃ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখিত পরিচিত সহ; চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নতুন সং, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৫।

মীনা চট্টোপাধ্যায় ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী, কলিকাতা, অনুভাব, ২০০০।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঃ বঙ্গের মহিলাকবি, ২য় সং, কলিকাতা, এ. মুখার্জ্জী এন্ড কোং, ১৩৬০।

যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ বাংলার নব্য সংস্কৃতি, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৮।

যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ বাংলার স্ত্রী শিক্ষা, ১৮০০-১৮৫৬, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৭৫।

যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ বেথুন সোসাইটি, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৭।

যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৯৯ ঃ সরলা দেবী চৌধুরানী [এবং]

শরৎচন্দ্র রায় (রাঁচী), কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৭০।

যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ স্ত্রীশিক্ষার কথা, কলিকাতা, সুদর্শন বসাক, ১৯৬৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খন্ড, জ.সং, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, [ ]।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খন্ড, জ.সং, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, [ ]।

রমেন চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক, প্রথম পর্ব, কলিকাতা, বি.সেন এন্ড কোং, ১৩৬১।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বিদ্যাসাগর ঃ বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৭৬।

শাহীন আখতার [এবং] মৌসুমী ভৌমিক, সম্পাদক ঃ জানানা মহ্‌ফিল ঃ বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা, ১৯০৪-১৯৩৮, কলিকাতা, শ্রী, ১৯৯৮।

শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৭/১৩৬৩।

শ্যামলী গুপ্ত, সম্পাদক ঃ শতলেখিকা ঃ শতগল্প, ১ম খন্ড, ১৩০১-১৩৫০, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৬।

শৌরিন্দ্রকুমার ঘোষ ঃ সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা ঃ [গ্রন্থকার চরিতাবিধান], প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮৩-১৯৮৫।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৯ম পুনর্মুদ্রন সং, কলিকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৯২।

সবিতা চট্টোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ, কলিকাতা, ফার্ম্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২।

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী ঃ অন্দরে অন্তরে ঃ উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, কলিকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৫।

সরলা দেবী ঃ জীবনের ঝরাপাতা, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭/১৮৭৯ শক।

সরলা দেবী ঃ নববর্ষের স্বপ্ন, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩২৫।

সাবিত্রী লাইব্রেরী ঃ সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত নারী রচনা, কলিকাতা, গোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পিপেলস্‌ লাইব্রেরী, ১২৯৩।

সীমন্তী সেন, সম্পাদক ঃ কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা, কলিকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৬।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৫ম সং, কলিকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৩৮৩।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, ঃ ঊনবিংশ শতাব্দ, ৫ম সং, কলিকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৩৭০।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, ১৮০১-১৮৮০, আনন্দ সং, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লিঃ, ১৪০১।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৭ম সং, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।

সুকুমার সেন : বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস, কলিকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৭ (৩য় মুদ্রণ)।

'সুতপা ভট্টাচার্য, সংকলক ও সম্পাদক : বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য ঃ উনিশ শতক, কলিকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৯।

সুপ্রভা মজুমদার : ত্রয়ী, কলিকাতা, পাল পাবলিশার্স, ১৯৯১।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক : সংসদ বাঙালী চরিতাবিধান. কলিকাতা. সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬-১৯৯৪।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র : বাংলা কবিতার নবজন্ম, ১৮৫৮-১৮৯১, কলিকাতা র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ১৯৬২/১৩৯৬।

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য : বঙ্গ সাহিত্যাভিধান, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. এম, ১৯৮৭-১৯৯০।

হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স **দেখুন** মলেন্স, হ্যানা ক্যাথরিন

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, : বঙ্গভাষার লেখক, ১ম ভাগ, কলিকাতা, নুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১১।

পত্রপত্রিকা

অমৃত, ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮২, (18th July, 1975), পৃঃ ১৫-১৯।
দাসী, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৯ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৪ (সেপ্টেম্বর ১৮৯৭), পৃঃ ৪৩০।
দেশ, ৩০শ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা, ২১শে আষাঢ় ১৩৭০ (6th july, 1963), পৃঃ ১০৩৪।
পঞ্চপুষ্প, ৪র্থ বর্ষ, প্রথমার্দ্ধ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃঃ ৫৪৫-৫৫১।
পঞ্চপুষ্প, ৪র্থ বর্ষ, প্রথমার্দ্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃঃ ৮১৭-৮১৯।
প্রবাসী, ৪৩শ ভাগ, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০, পৃঃ ১৩৭-১৩৯।
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৬, পৃঃ ২৬৪-২৮০।
ভারতবর্ষ, ৩য় বর্ষ, ২য় খন্ড, কার্ত্তিক ১৩২৩, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩।
ভারতী ও বালক, ১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৯৭, পৃঃ ৪৫৮-৪৬৬।
ভারতী, ৩৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩১৮, পৃঃ ৬৬৬-৬৭২।
ভারতী, ৪৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৯, পৃঃ ৩৩৭-৩৪২।
রহস্য সন্দর্ভ, ৩য় পর্ব, ৩১শ খন্ড, কার্ত্তিক ১৯২২, পৃঃ ১১২।